শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ।

(পূর্ব্বচম্পূঃ)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেণ বেদবেদান্ত-ষড়্দর্শন-পুরাণ-শব্দানু-
শাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপারগামীনেন নিখিল
চতুর্থাশ্রমিকসাধকবৃন্দৈঃ সেবিতপাদযুগলেন বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তরাজ্যারক্ষণৈকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন-
রূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন

শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন

নিখিলসিদ্ধান্তসারতয়া বিরচিতা।

শ্রীশ্রীভগবন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশ্যেন বর্দ্ধমান প্রদেশান্তর্গত-
মাণ্ডগ্রামবাস্তব্যেন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতয়া

শব্দার্থবোধিকয়া টীকয়া সমন্বিতা।

কাশীমবাজারাধিপ-শ্রীগৌড়রাজর্ষি-মাননীয় মহারাজ-

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দিমহোদয়স্যাদেশাৎ

শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থেন

বঙ্গভাষয়ানূদিতা সম্পাদিতা চ।

১৩১৭ বৈ[illegible]।

কাশিমবাজার,—সত্যরত্ন য

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

(ক) শ্রীগোপালচম্পূর

পূর্ব্বচম্পূ-সূচী।

১। **প্রথম পূরণে**—(গোলোক-নিরূপণ) মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচরণের ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। গোপালচম্পূ প্রণয়ন করিবার কারণ বর্ণন।

সামান্যাকারে শ্রীবৃন্দাবনধাম বর্ণন। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন, অরিষ্ট-কুণ্ডদ্বয়, যমুনা, যমুনাপুলিন ও ভাণ্ডীরবনের বর্ণনা। শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজমণ্ডল বর্ণন। উক্ত ব্রজমণ্ডলের **অপ্রকট বিলাস-স্বরূপ শ্রীগোলোক-ধাম বর্ণন।** প্রকটধামের মত এই শ্রীগোলোকেরই ব্যষ্টিরূপে বর্ণন। পৃঃ ১—৮৫।

২। **দ্বিতীয় পূরণে**—(গোলোকবিলাস নিত্যলীলা) কথা-প্রস্তাবনা। প্রভাতে শ্রীগোলোক দ্বারে দুন্দুভিনাদ বর্ণনা। সিংহদ্বারস্থিত চন্দ্রমালিকারূঢ় সূত, মাগধ ও বন্দিগণ-কর্তৃক পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধাদি লীলা বর্ণনা এবং নৃত্য। তৎকালে শ্রীগোপালের ললনাগণের শ্রীগোপাল-লীলা গান। নিজ নিজ গৃহপ্রাপ্ত রমণ সঙ্গবতী অথচ বিরামে অনভিলাষিণী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের প্রাভাতিক গানবশতঃ নিজ নিজ অঙ্গের শৈথিল্য বর্ণনা। তন্মধ্যে সর্ব্বাধিকা শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা বর্ণনা। তৎপরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-গুণসমূহের মূর্চ্ছাজনকত্ব বর্ণন। উক্ত দিবসে

(ক) পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—

পূর্ব্বচম্পূ দুই ভাগে বাঁধাইলে গ্রন্থ মজবুৎ ও সুচারু হইবে। এজন্য ১ম হইতে ২২শ পূরণ পর্য্যন্ত ১ম ভাগ ও ২৩শ হইতে ৩৩শ পূরণ পর্য্যন্ত ২য় ভাগ করিবেন। সূচীপত্রও সেইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

নিবেদক—

শ্রীসম্পাদক

শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর আদেশবশতঃ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির গৃহগমন বর্ণনা। শ্রীযশোদাকে প্রণাম। তাঁহার আজ্ঞায় গুরুজনের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রণাম। শ্রীললিতাদি সখীগণেরও তাদৃশ প্রণামাদি আচরণ। শ্রীরোহিণী দেবীর আদেশে শ্রীরাধাপ্রভৃতি সখীগণের পাকাদি সদ্‌গুণ প্রকাশ করিবার জন্য রসবতীতে অর্থাৎ পাকশালায় প্রবেশ। দাসীজনকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন। তাঁহাদের শ্রীযশোদা-গৃহে প্রবেশ। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যশোদা ও রোহিণীর বন্দনা। পৌর্ণমাসী সম্মিলন, শ্রীব্রজবাসিদিগের পৌর্ণমাসী-বন্দনা। ব্রজবাসির প্রতি পৌর্ণমাসীকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দন। তৎপরে শ্রীমধুমঙ্গল সম্মিলন। শ্রীমদ্‌ব্রজরাজের সভায় "এই উৎসবে সকলেই উপস্থিত ও মিলিত হইয়াছেন" কোন বালকের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া জননীদ্বয়ের আজ্ঞায় শ্রীরামকৃষ্ণের রাজসভায় গমন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নক্ষত্র জন্য উৎসব। মধুমঙ্গলপ্রভৃতি বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ পরিহাসপূর্ব্বক ভোজন লীলা। যশোদার নিকট বালকগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বনগমন বিষয়ে প্রার্থনা। তাহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনগমন। দুইটী বালকের (মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের) সহিত রত্নচূড়নামক এক জন সূতাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্রীব্রজরাজের সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে স্তুতিপাঠ। রত্নচুড় ও সুমতিনামক তাহার ভগিনীপতির সহিত শ্রীনন্দরাজ ও উপনন্দের আলাপ। সুমতি ও যমজ পুত্রদ্বয় অর্থাৎ স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের পরিচয় গ্রহণ। তাহাদিগের সহিত শ্রীব্রজরাজের আলাপ। তৎপর সভাভঙ্গ হইলে, সকলের স্ব স্ব আবাসে গমন। বয়স্যগণের সহিত কৃষ্ণ-বলদেবের বনগমন। তথায় মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাসলীলা। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি বর্ণনা। গোপাল ও গোপবালকগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে আগমন। শ্রীকৃষ্ণের ললনাদি ও জনকাদির সহিত সান্ধ্যভোজনের পর সভাগৃহে গমন। তথায় সেই সূতকুমারদ্বয়ের সহিত সুমতি ও রত্নচূড়ের আগমন। সেই স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ালাপ। তাহাদিগকে শ্রীযশোদার নিকট লইয়া যাওয়া। যশোদাকর্ত্তৃক সূতকুমারদ্বয়ের সৎকার (বালকোচিত খাদ্যাদি প্রদান)। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে শ্রীরাধার নিকটে লইয়া যান। শ্রীরাধাকে দর্শনমাত্র সূতকুমারদ্বয়ের প্রেমবশতঃ বিবশ হওয়া। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাহাদের

সুস্থতা সম্পাদন। বালকদ্বয়কে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিগণের সহিত বালক-দ্বয়কে মাতুলগৃহে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন ও প্রিয়াগণের সহিত তৎকালোচিত লীলা। পৃ ৮৬—১৬২।

৩। **তৃতীয় পূরণে**—(কথকের মুখে কথারম্ভ, জন্মলীলা) শ্রীগোলোকধামস্থিত সভামধ্যে বলদেব শ্রীদামপ্রভৃতি বয়স্য সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা। যশোদাদি গোপীগণ ও নন্দাদি গোপগণের যথোচিত স্থানে ইতিহাস শ্রবণের জন্য উপবেশন। "অহে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ! কিছু বর্ণনা কর" এই বলিয়া সূতকুমারদ্বয়ের প্রতি নন্দাদি গোপগণের জিজ্ঞাসা। মধুকণ্ঠকর্ত্তৃক নন্দমহারাজপ্রভৃতির বংশ চরিত্রাদি কথন।

শ্রীনন্দ ও যশোদাকর্ত্তৃক ভাবিপুত্ররূপ দর্শনের পর পরস্পর নির্জ্জনে শ্রীদ্বাদশীব্রতানুষ্ঠানাদিময় আলাপ। ব্রত-বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান্ তাঁহা-দিগের নিকটে আবির্ভূত হইয়া বরদান করেন। মধুমঙ্গলের সহিত পৌর্ণ-মাসীর ব্রজে আগমন। সেই দিনেই বসুদেব-প্রেরিতা রোহিণীদেবীর নন্দ-ভবনে আগমন। "কোনও একটী অপূর্ব্ব বালক কোনও একটী দিব্য কুমারীর জ্যোতিতে নিজদেহকে আবৃত করিয়া এবং ব্রজরাজের হৃদয় হইতে নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করত যেন প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিতি করিতেছে" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাপরা ও তন্দ্রাভিভূতা শ্রীযশোদার উক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন। শ্রীবলদেবের জন্মাদি জাতকর্ম্ম বিবরণ। পৃ° ১৬৩—২৪৮।

৪। **চতুর্থ পূরণে**—(নন্দোৎসব) "যশোদার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন" এই সংবাদ জানাইবার জন্য রোহিণী-প্রেরিতা কোন একটী বৃদ্ধা গোপীকর্ত্তৃক গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত উপনন্দপ্রভৃতির নিকটে পুত্রোৎপত্তি কথন। উপনন্দের আদেশে নন্দাদিকর্ত্তৃক উক্ত বৃদ্ধার পতিকে গোষ্ঠস্থ ধেনুসঙ্ঘ প্রদান। নন্দাদি গোপগণ গৃহাগত হইয়া যথাবিধি পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেন। গোপ-গোপীগণ নানাবিধ উপহার হস্তে লইয়া এবং সুরঞ্জিত বহুমূল্য বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া নবপ্রসূত কুমার দর্শনার্থে নন্দালয়ে আগমন করেন। ব্রজরাজ-কর্ত্তৃক যথাবিধি নান্দীমুখপ্রভৃতি জাতকর্ম্ম সম্পাদন। বেদবেত্তা পুরোহিত বিপ্রের সহিত শ্রীনন্দরাজের নিজান্তঃপুরে সূতিকাদ্বারে আগমন। শ্রীরোহিণী-প্রভৃতি ব্রজপুরন্ধ্রীগণ নন্দরাজের নিকট নিজ নিজ অলঙ্কার লাভের জন্য

কৌতুকপূর্ব্বক খট্টার উপরিভাগে বালককে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন, তৎপরে নন্দরাজ তাঁহাদিগের অভিলষিত বস্ত্রালঙ্কার দানে প্রতিশ্রুত হইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। নন্দরাজ নিজ ক্রোড়ে বালককে তুলিয়া লইলে, তদ্দর্শনে যশোদার রোমহর্ষ ও স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। বিপ্রদ্বারা নন্দকর্তৃক পুত্রের মেধাজনক কর্ম্ম সম্পাদন। ব্রজ পুরস্ত্রীগণের সঙ্গীত। তৈল, হরিদ্রা, নবনীত ও দধিপ্রভৃতিদ্বারা পরস্পর সেচন ও লেপনপ্রভৃতি উৎসব ক্রীড়া। দধ্যাদিদ্বারা আপ্লাবিত প্রাঙ্গণকে ক্ষীরসাগররূপে এবং শ্রীনন্দমহারাজকে মন্দরপর্ব্বত রূপে গোপীগণের উৎপ্রেক্ষা। নন্দকর্তৃক ধনাদি দান। উৎসবান্তে যমুনাস্নানাদি সম্পাদন। পৃ০ ২৪৯—২৮২।

৫। পঞ্চম পূরণে—(পূতনাবধাদি লীলা) বসুদেব-প্রেরিত এক জন অনুচরকর্তৃক নন্দব্রজে আগমনপূর্ব্বক দেবকীর গর্ভনাশাদি বর্ণন। অষ্টম গর্ভে উৎপন্না কন্যার অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ণন। কংসের উদ্দেশে সেই কন্যার পরিকর সহিত অন্তর্ধান। কংসের সন্তোষার্থে তদুপযুক্ত কর প্রদান বিষয়ে উপদেশ কথন। সেই দূতের মথুরায় আগমন। শ্রীযশোদার জাতকস্নান বিধানের বর্ণনা। উপনন্দাদিকে গোকুলরক্ষার ভার দিয়া নন্দরাজের মথুরাগমন ও কংসরাজকে করদান। নন্দ ও বসুদেবের মিলন। পরস্পরের দুঃখবিষয়ক কথোপকথন। বসুদেবের উপদেশে নন্দের পুনশ্চ ব্রজে আগমন। পূতনারাক্ষসীর নন্দভবনে গমনপ্রভৃতি ধৃষ্টতাদি বর্ণন। পূতনাবধ। পৃ০ ২৮৩—৩৩৭।

৬। ষষ্ঠ পূরণে—(শকটাসুর বধাদি ও নামকরণ লীলা) নন্দনন্দনের সন্দর্শন বাসনায় বালক, বৃদ্ধ, যুবক; যুবতীপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণের নন্দভবনে আগমন। মাসত্রয়ে অবস্থিত শ্রীনন্দনন্দনের অঙ্গসৌষ্ঠব, কলভাষণ ও অঙ্কারোহণাদি বর্ণন। ঔত্থানিক লীলা বর্ণন। শকটভঞ্জন লীলায় শকট বর্ণন। শকটের অধঃস্থিত বালকের সৌষ্ঠব বর্ণন। শকটাসুরের মোচন। তাহার মুক্তিতে দেবতাগণের উৎপ্রেক্ষাবাক্য শকটপতনের ধ্বনি শ্রবণান্তে গোপগণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর। শকট-স্থানে গোপগণ সমাগত হইয়া বালকগণকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাদের মধ্যে কোন একটী অস্ফুটবাক্য তোত্‌লা বালকের অপূর্ব্ব বাক্য বর্ণন। সে বাক্যে অনাদর করত গোপগণকর্ত্তৃক যথাস্থানে শকট রক্ষা। রোহিণীনন্দন রাম ও

যশোদানন্দন কৃষ্ণ পৃথক্ গৃহে ছিলেন, তাঁহাদের একত্র মিলন। বালকদ্বয়কে জনক জননীর পরিচয় প্রদান। নামকরণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহা জানাইবার জন্য শ্রীনন্দরাজকর্ত্তৃক শ্রীবসুদেবের নিকট গোপনভাবে সেবক প্রেরণ। পুত্রদ্বয়ের নামকরণার্থে গর্গাচার্য্যের প্রতি নন্দভবনে গমনজন্য বসুদেব-কর্ত্তৃক প্রার্থনা। গর্গের গোকুলে গমন। তৎকর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের নামকরণ। রিঙ্গণ লীলা (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের হামাগুড়ি) দেখিয়া সঙ্গীত বর্ণন। রামকৃষ্ণের গতি শিক্ষা ও বাক্ শিক্ষা। উভয় ভ্রাতার পরস্পর কথা। বাক্‌চাপল্য বর্ণন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতৃবঞ্চনা বর্ণন। পৃ০ ৩৩৮—৩৯৯।

৭। **সপ্তম পূরণে**—(তৃণাবর্ত্ত বধ ও মৃদ্ভক্ষণাদি লীলা) মধুকণ্ঠের আদেশে স্নিগ্ধকণ্ঠকর্ত্তৃক একবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিনোদোৎসব বর্ণন। যশোদা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বনাদি লালন ক্রিয়া। কংস-প্রেরিত তৃণাবর্ত্তাসুরের ব্রজে আগমন ও বধ বর্ণন। তৃণাবর্ত্ত বিনষ্ট হইলে, দেবগণের উৎপ্রেক্ষা বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের বাহুক্ষেপণ ও নৃত্যাদি বাল্যলীলা বর্ণন। জৃম্ভমাণ কৃষ্ণের (হাঁই তুলিতে মুখব্যাদান কারণে) মুখমধ্যে যশোদাকর্ত্তৃক বিশ্বরূপ দর্শন। যশোদা-কর্ত্তৃক নন্দ সমীপে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন। মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলা। ফল বিনিয়োগ। (ফল বিক্রয়িণীর কথা) বাল্যলীলাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ধেনু ও ছাগশিশুর দোহনানুকরণ। গোপীগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ে সঙ্গীত। কৃষ্ণের বাল্য-চাতুর্য্যাদি নানাবিধ লীলা বর্ণন। কৃষ্ণের চৌর্য্যাদি লীলাবিষয়ে ব্রজ-পুরস্ত্রীগণের এবং যশোদার কথোপকথন। পৃ০ ৪০০—৪৪৬

৮। **অষ্টম পূরণে**—(যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন লীলা) যশোদার দধি-মন্থন। নিজের পুত্র বিষয়ক গান। দধিমন্থনকারিণী জননীর নিকট সুপ্তোত্থিত কৃষ্ণের গমন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক জননীর স্তন্যপান। স্তন্যপানে অতৃপ্ত শিশু ত্যাগ করিয়া চুল্লীর উপরিস্থিত প্রোচ্ছলিত (ওৎলান) দুগ্ধ নামাইতে যশোদার গমন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও জননীর ভয়ে পলায়ন। যষ্টি হস্তে যশোদাকর্ত্তৃক পলায়মান পুত্রের অনুগমন করণ। মাতাপুত্রের পরস্পর কলহ-বিষয়ক বাক্য কথন। যশোদাকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বন্ধন। যমলার্জ্জুন ভঞ্জন। নন্দাদি গোপের যমলার্জ্জুন বৃক্ষের পতন কারণে বিচার। নন্দকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বন্ধন মোচন। সকলের স্ব স্ব গৃহে আগমন। যশোদাকে দুঃখ ও লজ্জায়

অভিভূতা দেখিয়া রোহিণীকর্তৃক ব্রজনারীদিগের সহিত ব্রজরাজের ক্রোড়স্থিত কৃষ্ণকে আনিবার জন্য নিজ পুত্র বলরামের প্রেরণ। কৃষ্ণকে না আসিতে দেখিয়া "যশোদা যে পুত্রবদন দর্শনাভাবে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন" ইহা নন্দের নিকটে ব্রজ মহিলাগণকর্ত্তৃক বর্ণন। গোপীগণ ও নন্দের পরস্পর কথোপকথন শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দরাজের প্রশ্ন ও উত্তর। জননীর নিকট কৃষ্ণের গমন। যশোদার বিলাপ। দাম্পত্য কলহের তিন দিন পরে নন্দ যশোদার মিলন। পৃ° ৪৪৭—৪৯১

৯। **নবম পূরণে**—(গোকুল হইতে বৃন্দাবন প্রবেশ লীলা) যমলার্জ্জুন ভঞ্জনবিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠকর্ত্তৃক ব্রজরাজের নিকট প্রশ্নোত্তর প্রদান। "তোমার দেবরের গৃহে অদ্য কি হইয়াছে" এই কথা নিজ পত্নীকে উপনন্দ জিজ্ঞাসা করিলে, উপনন্দের পত্নী কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করেন। যমুনাতীরে বয়স্যগণের সহিত রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে যশোদাকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া রোহিণী তাহাদিগকে আহ্বান করেন। বালকদ্বয় না আসিলে পর, রোহিণী-প্রেরিতা যশোদাকর্তৃক আহ্বান। রামকৃষ্ণাদির গৃহাগমন। গোকুল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাসের জন্য যাইবার প্রস্তাব হইলে, নন্দ ও উপনন্দাদিকর্তৃক বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কথন ও পরামর্শ। তথায় সকলের গমন। গোপীগণের কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্কীর্ত্তন। যশোদা ও কৃষ্ণের এবং রোহিণী ও বলরামের গমন সময়ে পরস্পর প্রশ্নোত্তর। সকলের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ বর্ণন। পৃ° ৪৯২—৫৩০।

১০। **দশম পূরণে**—(বৎস বক ও ব্যোমাসুর বধ লীলা) কৃষ্ণ-বলরামের কৌমার শোভা বর্ণন। কৃষ্ণের বস্ত্র পরিধান। রামকৃষ্ণের বৎস চারণ। বয়স্যগণের সহিত রামকৃষ্ণের নানাবিধ ক্রীড়া-চাতুর্য্য। দেবগণ-কর্তৃক রামকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বর্ণনা। যাত্রিগণ গৃহ হইতে ভোজ্য দ্রব্য আনিলে রামকৃষ্ণের ভোজন। কংসকর্ত্তৃক বৎসাসুর প্রেরণ। তদ্বিষয়ে রামকৃষ্ণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর। বৎসাসুর বধ। দেবগণকর্তৃক শ্লাঘা বাক্য কথন ও পুষ্পবৃষ্টি। মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কংসরাজকর্তৃক বকাসুর প্রেরণ। গোষ্ঠ মধ্যে বকাসুরকে দেখিয়া বালকগণের উৎপ্রেক্ষা। বকাসুর বধ। বকাসুর বধে দেবগণের নৃত্যবাদ্যাদি বর্ণনা। বকের প্রতি কৃষ্ণের অভিপ্রায় উৎপ্রেক্ষা করত দেবগণের উপহাস বাক্য। কৃষ্ণের সহিত বালকগণের

গৃহাগমন। তচ্ছ্রবণে গোপগণের পরস্পর কথোপকথন। কংস-প্রেরিত ব্যোমাসুরের বৃত্তান্ত ও বধ। ব্যোমাসুর বধ দেখিয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক পুষ্পবৃষ্টি ও তৎপরে কৃষ্ণাভিপ্রায় বর্ণন। কথাসমাপ্তি। পৃ০ ৫৩১—৫৭২।

১১। একাদশ পূরণে—(অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মমোহণ লীলা) বন ভোজনের দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক বনগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণের শোভা বর্ণন। নিজ নিজ ভোজ্য দ্রব্যগুলি বন্যবৃক্ষের শাখায় স্থাপন। কৃষ্ণের আদেশে বালকগণের পরস্পর যষ্ট্যাদি অপহরণ। পক্ষীপ্রভৃতির স্বভাব অঙ্গীকার করত নানাবিধ ক্রীড়া। কংসের আদেশে অঘাসুরের আগমন। অঘাসুর বধ। দেবগণ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি ও অঘাসুরের প্রতি উপহাস বাক্য। তৎপরে ভোজনোপযুক্ত স্থান বর্ণনা করত ভোজন সময়োচিত শোভা বর্ণন। তৎপরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎসাদি হরণ। ব্রহ্মমোহণ। ব্রহ্মার স্বকৃত অপরাধ ভঞ্জন ও স্তবাদি বর্ণন। শ্রীনন্দ ও যশোদাসম্বন্ধিনী গোপ-গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ চরিতবিষয়ে সঙ্গীত বর্ণনা। পৃ০ ৫৭৩—৬১৪।

১২। দ্বাদশ পূরণে—(লগুড় দান ও গোচারণ লীলা) শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড বয়স প্রকট হইলে শোভা-বিশেষ বর্ণন। যশোদা ও অভিনন্দপত্নীর কথোপকথন। নন্দ, সন্নন্দপ্রভৃতির পরস্পর কথোপকথন। উপনন্দের আদেশে শুভদিনে (কার্ত্তিকেয় শুক্লাষ্টমীতে) নন্দকর্ত্তৃক কৃষ্ণহস্তে লগুড় প্রদান। (লগুড়—লাঠি বা পাঁচনী)। নিজ পুত্রের কপালে তিলক রচনা করিয়া গোষ্ঠমধ্যে কৃষ্ণরক্ষার জন্য বলভদ্রপ্রভৃতি বালকগণের প্রতি যশোদার বাক্য। বয়স্য সহিত কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন। বয়স্য সহিত গোষ্ঠে বিহারশীল কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণের বর্ণনা। বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বনশোভা বর্ণন। বনবিহারাদি বিবিধ লীলা বর্ণনান্তে গৃহগমন, গোদোহন ও সান্ধ্যভোজনাদি সমাধানের পর শয়ন। পৃ০ ৬১৫—৬৫০।

১৩। ত্রয়োদশ পূরণে—গোচারণাদি লীলা বর্ণন। তৎপরে কালিয়দমন লীলা বর্ণন। পৃ০ ৬৫১—৭০৪।

১৪। চতুর্দ্দশ পূরণে—কৈশোর লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা। গর্দ্দভাসুর বিনাশ। দেবগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়

বর্ণন। কৃষ্ণ ও বলভদ্রের স্বগৃহ গমনাদি শোভা-বিশেষের বর্ণন। শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদাকর্তৃক কৃষ্ণের লালন পালন। পৃ° ৭০৫—৭২৬।

১৫। পঞ্চদশ পূরণে—(পূর্ব্বানুরাগ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাগৃহে গমনাদি বিবিধ লীলা বর্ণন। শ্রীরাধার সখীদিগের জন্মবৃত্তান্ত কথা। শ্রীরাধা কৌমার দশা প্রাপ্ত হইলে, কৈশোর বয়সের সূত্রপাত বর্ণন। শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের বিবাহ প্রস্তাব প্রভৃতি বিবিধ সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন।

১৬। ষোড়শ পূরণে—(প্রলম্ব বধ ও দাবানল পান লীলা) বয়স্য সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনগমনাদি বাল্যলীলা বর্ণন। শ্রীবলদেবকর্তৃক প্রলম্বাসুরে বধ। দাবানল পান করত কৃষ্ণকর্তৃক গোগণ ও গোপগণের রক্ষা। রামকৃষ্ণাদি গোপবালকগণের স্ব স্ব গৃহে গমন। স্ব স্ব পিতা মাতার নিকট সেই লীলা বর্ণন। পৃ° ৮১৪—৮৪৫।

১৭। সপ্তদশ পূরণে—(ঋতু বর্ণনা ও বেণুশিক্ষা লীলা) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর স্পৃহা বাক্য। প্রাতঃকালে বনগমন সময়ে হাস্যাদি অনুষ্ঠান। সায়ংকালে আগমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌষ্ঠব দর্শনে গোপীদিগের উৎকণ্ঠা বর্ণন। গৃহ-নিরুদ্ধা শ্রীরাধাদি সখীগণের মানসিক ব্যথা বর্ণন। বর্ষা-ঋতুর বর্ণনা। গোপীদিগের বিরহবাক্য। কৃষ্ণের দিগ্‌দর্শন কথন। শরদ্বর্ণন। বেণু-শিক্ষা। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন। পৃ° ৮৪৬—৮৯৫।

১৮। অষ্টাদশ পূরণে—মীমাংসক জৈমিনি সম্মত অনীশ্বর-বাদে মহেন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোবর্দ্ধনোৎসব প্রবর্ত্তন। নিজের মানহানি হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধবশতঃ অতিবৃষ্টি করিলে, শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোকুল রক্ষা। পৃ° ৮৯৬—৯৮৮।

১৯। ঊনবিংশ পূরণে—(গোবিন্দাভিষেক লীলা) শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত অদ্ভুত কর্ম্ম সকল দর্শন করিয়া গোপগণ বিস্মিত হইলে, তাহাদিগের নিকট নন্দমহারাজ গর্গাচার্য্যের কথিত বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য বর্ণন করেন। ইন্দ্র ও সুরভিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক। বিভিন্ন দেবগণ ছত্র,

অলঙ্কার ও মুরলীপ্রভৃতি কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। শ্রীদামপ্রভৃতি বালকগণ-কর্তৃক নন্দপ্রভৃতির নিকটে ইন্দ্র ও সুরভিকৃত অভিষেকাদি বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণের যৌবরাজ্যাভিষেক। তথায় ব্রজপুরন্ধ্রীদিগের সহিত সমাগত ব্রজসুন্দরীদিগের বিবিধ বাক্য। পৃ• ৯৮•—১০৩৪।

২০। বিংশ পূরণে—(বরুণালয়ে নন্দ মোচন ও গোলোক দর্শন) বরুণদেবের অনুচর নন্দরাজকে অপহরণপূর্ব্বক বরুণলোকে লইয়া যাইলে পর, তথায় জলস্তম্ভনী বিদ্যাবলে যমুনাজলে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকর্ত্তৃক নন্দের আনয়ন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে গোপদিগের গোলোক দর্শন। কৃষ্ণ বরুণালয় হইতে সমাগত হইলে, শ্রীরাধাপ্রভৃতির অবস্থা বর্ণন। কৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্য। পৃ০ ১০৩৫—১০৬৮।

২১। একবিংশ পূরণে—(কাত্যায়নীব্রত বস্ত্রহরণাদি লীলা) "কৌমারকাল হইতেই কৃষ্ণ আমাদিগের পতি হউন" এইরূপ বাসনাবতী ও কৃষ্ণভাববতী ব্রজবালিকাদিগের পতিবিষয়ক প্রার্থনা। বৃন্দাকর্তৃক ব্রজবালা-দিগের প্রতিমাসসাধ্য যোগমায়ার আরাধনার্থে উপদেশ দান। ব্রজবালাদিগের পরস্পর পরিহাসপূর্ণ সঙ্গীতরূপে স্ব স্ব অভিপ্রায় কথন। কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান। ব্রজবালাদিগের প্রতি কৃষ্ণের প্রসন্নতা। তাহাদিগের প্রতি বরদান। রাধাদি প্রেয়সীদিগের ভাবনা ও উদ্বেগ। শ্রীরাধার হস্ত-লিখিত লিপি বৃন্দা কৃষ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করত শ্রীরাধাপ্রভৃতির তাঁহার নিকটে আগমন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের প্রত্যাখ্যান (বর্জ্জন)। উভয়ের মিলনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল, পৌর্ণমাসী ও বৃন্দাপ্রভৃতির পরস্পর কথোপকথন এবং দর্শনপ্রভৃতি। পৃ০ ১০৬৯—১১৫৪।

২২। দ্বাবিংশ পূরণে—(অন্নভিক্ষা) বয়স্য-বেষ্টিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন গমনের পর বনশোভা বর্ণন। কৃষ্ণ ও বলদেবের প্রতি ক্ষুধার্ত্ত গোপ-দিগের ক্ষুধা শান্তি জন্য প্রার্থনা। কৃষ্ণের আদেশে গোপদিগের যাজ্ঞিক বিপ্রগণ সমীপে অন্নভিক্ষা। অন্নদানে বিপ্রদিগের অস্বীকার। বিপ্রপত্নী দিগের প্রতি বালকদিগের অন্ন প্রার্থনা। বিপ্রপত্নীকর্ত্তৃক অন্ন সমর্পণ। অন্নদানে অস্বীকার বশতঃ বিপ্রদিগের অনুতাপ। পৃ০ ১১৫৫—১১৯৫।

২৩। ত্রয়োবিংশ পূরণে—(রাসারম্ভ)। রাসের জন্য গোপীগণ ও কৃষ্ণের আলাপ। পরস্পর মিলন বর্ণন। পৃ০ ১১৯৭—১২৬২।

২৪। চতুর্ব্বিংশ পূরণে-(মিলন ও অন্তর্ধান)। গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি। নানাবিধ রহস্য বিহার। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, কাম, প্রেম, আত্মারাম, আপ্তকাম-প্রভৃতি সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণকর্তৃক বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণ। পৃ০ ১২৬৩—১৩৩১।

২৫। পঞ্চবিংশ পূরণে—(গোপীগীত ও কৃষ্ণানুকরণ) গোপীগণ নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ও তাঁহার আগমন প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণদর্শন লাভ। কৃষ্ণ ও গোপীদিগের স্বস্ব অনুষ্ঠিত বর্ণন। পৃ০ ১৩৩২—১৩৬৬।

২৬। ষড়্বিংশ পূরণে—(রাসনৃত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের গীতনৃত্যাদি বিবিধ লীলা দর্শনের পর, দেবীগণের সংজপ বর্ণন। কৃষ্ণ প্রবেশের পর আলিঙ্গনাদি ও বিবিধ বাক্য রচনা বর্ণন। পৃ০ ১৩৬৭--১৩৯৮।

২৭। সপ্তবিংশ পূরণে—(রাসসমাপ্তি) জলবিহারপ্রভৃতি বিবিধ বাক্‌চাতুর্য্য বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীদিগের স্ব স্ব ভবনে গমন। পৃ০ ১৩৯৯—১৪৩৮।

২৮। অষ্টাবিংশ পূরণে—(অম্বিকাবন যাত্রা)। সমস্ত ব্রজবাসীদিগের অম্বিকাপতির পূজার জন্য শিবচতুর্দ্দশীতে অম্বিকাবনে গমন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দরাজের মোচন। শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে সেই সর্পের সর্পদেহ ত্যাগান্তে দিব্যদেহ প্রাপ্তি। সকলের নিজ নিজ গৃহে গমন। পৃ০ ১৪৩৯—১৪৫৭।

২৯। ঊনত্রিংশ পূরণে—বিবিধ নির্জ্জন-ক্রীড়া বর্ণন। পৃ০ ১৪৫৮—১৫১১।

৩০। ত্রিংশ পূরণে—শঙ্কচূড় বিনাশ। হোরিকাক্রীড়ায় দূতী ও মধুমঙ্গলের পরস্পর পরিহাস বাক্য। গোপীদিগের হোরিকা-বিষয়ক সঙ্গীত। পৃ০ ১৫১২—১৫৫৭।

৩১। একত্রিংশ পূরণে—(অরিষ্টবধাদি লীলা)। কংস-প্রেরিত অরিষ্টাসুর বধ। অরিষ্টবধে দেবগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় কীর্ত্তন। বয়স্য সহিত গোষ্ঠে গমন সময়ে গোপীদিগের সময়োপযোগি নিজ নিজ ভাব-

বিষয়ক সঙ্গীত সমূহের বর্ণনা। কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দূতীদিগের ছলপূর্ব্বক পরিহাস বাক্য। দূতীগণের সহিত কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য। অন্য দিবসীয় গব্যাদি বিক্রয়চ্ছলে ক্রীড়া, বিবাদ ও অন্যান্য বিবিধ চরিত্র বর্ণন। পৃ० ১৫৫৮—১৬২৫।

৩২। দ্বাত্রিংশ পূরণে-(কেশিবধ)। "শ্রীরামকৃষ্ণ বসু-দেবের পুত্র" ইত্যাদিরূপে কংসের নিকটে নারদের কথা। কংসকর্ত্তৃক ব্রজে কেশিদানব প্রেরণ। তাহার উপদ্রবে ব্রজবাসী ভীত হইলে, তাহাদিগকে আশ্বাস দান করত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশিবধ। কেশিবধে আনন্দিত দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি ও কৃষ্ণাভিপ্রায় বর্ণন। যমুনা-স্নানের পর ব্রজে আগমন। পৃ० ১৬২৬—১৬৪৭।

৩৩। ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে-(পুরলীলার সূচনা)। ব্রজবাসিনী প্রেয়সীপ্রভৃতির অনুরাগের বর্ণনা ত্যাগ করাও সুকঠিন ইত্যাদি বর্ণন। বিমাতা, বসুদেব ও মাতা দেবকীর কষ্ট বর্ণন। ব্রজে অব্যবহিত বাসকরণের উদ্ভাবন। ভাবী কারণ চিন্তা করত কৃষ্ণের নানাবিধ উদ্‌যোগ। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে নারদের গমন। কৃষ্ণ ও নারদের রূপ বর্ণন। কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথন। চম্পূ-গ্রন্থ বাক্যের প্রমাণ। চম্পূ-গ্রন্থের প্রণয়নকাল নিরূপণ। পৃ० ১৬৪৮—১৮৫৬।

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূ-লিখিত
লীলাদির সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ * ॥

(১৩১৯। ১৬ই শ্রাবণ)

——*:*——

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূক্ত বিষয়ের

সূচীপত্র।

১। প্রথম পূরণে (ব্রজানুরাগ বিস্তার) মঙ্গলাচরণ। পূতনাবধ হইতে কেশিবধ পর্য্যন্ত লীলার উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিরতিশয় মাধুর্য্যপূর্ণ ভগবত্তা বর্ণন। গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সহিত সমাসীন নন্দমহারাজের প্রশ্নানুসারে স্নিগ্ধকণ্ঠের মঙ্গলাচার। তৎপরে কথারম্ভ। শ্রীরাধার সমধিক সৌভাগ্য বর্ণন। শ্রীরাধার প্রেমবিহার প্রভৃতির বর্ণন পূর্ব্বক স্নিগ্ধকণ্ঠের প্রেমজনিত বিবশতা। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীবর্গের সর্ব্বাতিশায়ী সৌন্দর্য্য বর্ণন। অন্য গোপগণের সহিত ব্রজবধূবর্গের মিথ্যা বিবাহ প্রকাশ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণের সহিতই যে তাঁহাদিগের যথার্থ বিবাহ" এই বিষয়ের প্রকটন। মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাধা-বিষয়ক কথোপকথন। উক্ত বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য মধুমঙ্গলের প্রেরণ। নবসঙ্গমকালে কলঙ্কাদি শ্রবণ পূর্ব্বক ভীতচিত্তে শ্রীরাধার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ। "ব্রাহ্মণগণ শ্রীরাধাদিকে নিরোধ করিয়াছে" ইহা মধুমঙ্গলের নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা। এই দিনের কথা সমাপ্তি। পৃঃ ১—৫২।

২। দ্বিতীয় পূরণে (অক্রূরের ক্রূরতা বিস্তার) প্রথমতঃ কংসবধ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ চিন্তা। ব্রজমণ্ডলে দেবর্ষি নারদের আগমন সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমন বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রূর দুইজনে বনমধ্যে দুইজনকে দেখিয়া পরস্পরের মনে তর্ক। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক শোভা বর্ণন। অক্রূর প্রণাম করিলে পর তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুত্থান ও তাহাকে উত্তোলন। শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অক্রূরকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া অভ্যর্থনাদি। নির্জ্জনে পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন প্রভৃতি আলাপ। শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতির নিকটে কংসরাজের ধনুর্যাগে আহ্বান জ্ঞাপন করণ। মথুরাগমন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দাদির পরস্পর কথোপকথন। ভাবি-বিরহাশঙ্কায় মোহপ্রাপ্ত সদল ব্রজরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সান্ত্বনা। ঘোষণা দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমন শ্রুত হইয়া গোপীগণের বিরহাদি নানাভাবের উদয় ও খেদোক্তি। পৃঃ ৫৩—১০০।

৩। তৃতীয় পূরণে—(মথুরা প্রস্থান) প্রথমে গণক-বাক্যে নন্দ-যশোদার ভীতি নিবারণ। নন্দাদির সহিত যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বাস করেন তৎকালে ব্রজবাসিগণের প্রণয়-বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রাপ্ত গোপদিগের প্রস্থান। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন শুনিয়া ব্রজগোপীগণের বিলাপ। শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় প্রেয়সীগণের স্বেদজলে বিগলিত কুঙ্কুমরাগ ও নেত্রজলযুক্ত কজ্জল দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা বর্ণন। বিরহব্যথিত শ্রীরাধাদির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অতীত চরিত সুধাপান। পৃঃ ১০১—১২৮।

৪। চতুর্থ পূরণে—(মথুরা প্রবেশ বর্ণন) প্রথমে অক্রূরের ব্রহ্ম-তীর্থে মজ্জন বৃত্তান্তের সূচনা। মথুরা প্রবেশ ও মথুরা বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ হইলে খেচরীদিগের বার্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সপরিকর রজক বধ। তন্তু-বায়ের প্রতি অনুগ্রহ। সুদামা মালাকারের অভীষ্ট পূরণ। কুব্জার দেহের বক্রতা নিবারণ। ধনুর্ভঙ্গ। শকটাবমোচন (সটিকর নামক) স্থানে গমন-পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের বিশ্রাম। শ্রীরাধার সভাতে কৃষ্ণানুমোদিত কনক ঘরের (স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ) কুব্জা বিষয়ক বার্ত্তা। পৃঃ ১২৯—১৮৪।

৫। পঞ্চম পূরণে—(কংসবধ) কুবলয়াপীড় হস্তিবধ। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পুরস্ত্রীগণের কথোপকথন। চাণূর মুষ্টিক বধ। কংসবধ। উগ্রসেনের সহিত রামকৃষ্ণের সম্ভাষণ। শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনের সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উগ্রসেনকে রাজমুকুট সমর্পণ। নন্দ ও শ্রীদামাদির প্রতি নিজ নিজ নিবাস গমনের আদেশ দান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মৃত ব্যক্তিগণের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক পিতৃভবনে গিয়া পিতামাতাকে নমস্কার করেন। উদ্ধব-সম্মিলন। রাম, কৃষ্ণ ও উদ্ধব কর্ত্তৃক কংস পত্নীগণের নেত্রজল নিবারণ। উগ্রসেনকে সিংহাসন দান। রামকৃষ্ণ ও উদ্ধবের সহিত বাসুদেবের নন্দসমীপে গমন। নিজ গৃহে ভোজ-নের জন্য নন্দাদির নিমন্ত্রণ। ব্রজবন্দিগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা। কথা শেষে শ্রীরাধিকার সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠের সংবাদ। পৃঃ ১৮৫—২৫৭।

৬। ষষ্ঠপূরণে—(ব্রজরাজের বিদায় জনিত অতিকষ্ট) প্রথমতঃ যদুরাজ সভায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোকুল গমনের প্রার্থনা। তদ্বিষয়ে পুরবাসি-

দিগের নিষেধ। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-নন্দনত্ব স্থাপন রোরুদ্যমান নন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুখদর্শন। নন্দের প্রতি কৃষ্ণের প্রবোধ দান। নন্দ ও কৃষ্ণের পরস্পর কথোপকথন। নিজ জননী শ্রীযশোদার সান্ত্বনার্থে শ্রীদামের হস্তে স্বহস্ত লিখিত পত্রিকা প্রদান। কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের কাকুক্তি। ব্রজে আগমনরূপ মঙ্গলকামনা পূর্ব্বক ভগবতীর পূজা করিতে মধুমঙ্গলের প্রতি আদেশ। কৃষ্ণ কর্তৃক আদর পূর্ব্বক স্তোক। কৃষ্ণ ও সুবলকে নিজালঙ্কার প্রদান। নন্দরাজ প্রভৃতিকে বসুদেব প্রভৃতি যথোচিত রমণীয় পরিচ্ছদাদি প্রদান করেন। নন্দাদিকে যে অনুজ্ঞা করত বসুদেবাদির সহিত কৃষ্ণের পুর-গমন। বলরামের প্রতি নন্দের খেদবাক্য ও ব্রজমণ্ডলে প্রত্যাগমন। নন্দাদি গোপগণ ব্রজে গমন করিলে পর বলরাম কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করেন। পৃঃ ২৫৮—২৯৯।

৭। সপ্তম পূরণে—(ব্রজরাজের ব্রজে প্রবেশ) ব্রজরাজ ব্রজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বার্ত্তাবহদ্বারা নিজাগ্রজ উপনন্দাদিকে "রামকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিলেন না" এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তৎপরে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিয়া পত্রের বিজয়াদি কথন। শ্রীযশোদা নিজপুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত পত্রিকা প্রদান। উপনন্দ নন্দ মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমনের উপায় কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট যশোদা ও নন্দের স্ব স্ব খেদ সূচক পত্র প্রেরণ। বাসুদেবের প্রতি নন্দের পত্র প্রেরণ। প্রাতঃকালীন কথাতে রাধাকৃষ্ণের সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠের কথারম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণে শ্রীরাধার বিরহ জ্বালার অবস্থা বর্ণন। সুবলকে দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণের মূর্চ্ছা। তাঁহাদিগের নিকট সুবল কর্তৃক কৃষ্ণের পত্র প্রদান। শ্রীরাধাদির লিখিত পত্রিকা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রেরণ। স্নিগ্ধকণ্ঠের কথা সমাপ্ত। পৃঃ ৩০০—৩১৫

৮। অষ্টম পূরণে—(অবন্তী নগরে অধ্যয়ন) প্রথমতঃ ব্রজ হইতে রোহিণীকে আনিবার জন্য বসুদেব দেবকীর মন্ত্রণা। ব্রজে দূত প্রেরণ। ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন সময়ে রোহিণীর বিমনস্কতা দর্শনে তাহার প্রতি ব্রজেশ্বরী যশোদার প্রবোধ বাক্য। রামকৃষ্ণের উপভোগের জন্য তাহাদিগের প্রীতিজনক বিবিধ দ্রব্য সমর্পণ। রোহিণী মথুরায় আসিলে তাহার

প্রতি রামকৃষ্ণের অভিবাদন। রামকৃষ্ণের প্রতি রোহিণী অপেক্ষা যশোদা ও নন্দের অপরিমিত স্নেহ-বিশেষ শ্রবণ পূর্ব্বক রোহিণীকে বসুদেবাদি পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করেন। রামকৃষ্ণের উপনয়ন। অধ্যয়নের জন্য রামকৃষ্ণের সান্দীপনি গৃহে গমন ও তদীয় বিবরণ। রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সান্দীপনির বন্দনা। সান্দীপনির সহিত রামকৃষ্ণের স্ব স্ব পরিচয় বিষয়ক কথোপকথন। অবন্তীবাসীর (ছাত্রগণের) নিকট সান্দীপনি কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের প্রশংসা। সান্দীপনি ও তদীয় পত্নীর রামকৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন। গুরু-পত্নীর আদেশে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ছাত্রগণের কাষ্ঠানয়ন ও তদ্গত প্রসঙ্গ বর্ণনা। সান্দীপনি কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের অধ্যয়ন বিষয়ক প্রশংসা। গুরুগৃহে বাস-কালে রাত্রিতে জাগরণে ও স্বপ্নে অগ্রজ বলরামের নিকট শ্রীকৃষ্ণ রোরুদ্যমান হইয়া ব্রজবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত কথা শ্রবণে বলরামও রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্য উপদেশ দেন। তৎপরে দুই ভ্রাতায় নিদ্রা। নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রজনাগরীগণের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের খেদবাক্য। পৃঃ ৩১৬—৩৬০।

৯। নবম পূরণে—(গুরুপুত্রের আনয়ন) উক্ত বিষয় যথা—রামকৃষ্ণের অধ্যয়ন সমাপনের পর সান্দীপনি কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সমাবর্ত্তন। রামকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে চাহিলে পত্নীর কথা মতে জলধিজল-মগ্ন নিজ পুত্র প্রার্থনা। গুরুর আজ্ঞায় রামকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন। রামকৃষ্ণের দর্শনে সমুদ্রের আনন্দ ও আনন্দ-জনিত প্রণাম স্তবাদি। শ্রীকৃষ্ণ ও সমুদ্রের কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পঞ্চজন নামক অসুর বধ পূর্ব্বক শঙ্খ গ্রহণ। যমপুর গমন। শঙ্খনাদ করিয়া দর্শনদানাদি পূর্ব্বক নরকস্থ সমস্ত পাপির মোচন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যমের প্রণতি ও নিজ ভাগ্যের মাহাত্ম্য খ্যাপন ও দীনতা প্রদর্শন। যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্র বিষয়ক বিবিধ কথোপকথন। গুরুপুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে যাইয়া গুরু ও গুরুপত্নীকে দক্ষিণা স্বরূপে তদীয় পুত্রদান। রামকৃষ্ণের দর্শনার্থে অবন্তীপুরবাসি লোকদিগের আগমন। অবন্তীপতি রাজা রামকৃষ্ণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া

বহু সম্মান করেন। গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে রামকৃষ্ণের মথুরা গমন ও তাহার বিবরণ বর্ণন। স্নিগ্ধকণ্ঠের কথা সমাপ্তি। গুরুপুত্র সমানয়নরূপ কার্য্যের জন্য ব্রজবন্দিগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সভাস্থে কথকের তদীয় কথা। পৃঃ ৩৬১—৩৯৫।

১০। দশম পূরণে—(উদ্ধব সংবাদ) প্রথমে রামকৃষ্ণের নির্জ্জন মন্ত্রণা। বলরামের আজ্ঞায় রোহিণীর নিকট হইতে ব্রজবাসি দিগের কৃষ্ণবিরহ শ্রবণ। উদ্ধবের সম্মান। নিজের সংবাদযুক্ত পত্র সহিত ব্রজগমনে আদেশ। উদ্ধবের ব্রজগমন ও ব্রজশোভা দর্শন। নন্দগৃহে যাইয়া নন্দ যশোদাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক উদ্ধবের অবস্থান। পরিজন দ্বারা নন্দ কর্তৃক উদ্ধবের পরিচর্য্যা। উদ্ধবের সহিত নন্দের কৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন। নানাবিধ মনোহর বাক্যে উদ্ধব কর্তৃক নন্দ যশোদার শোকাপনোদন। রাজপথে উদ্ধবকে দেখিয়া ব্রজযুবতিগণের আশঙ্কাপূর্ণ বাক্য। পৃঃ ৩৯৬—৪৪৩।

১১। একাদশ পূরণে—(উদ্ধবকে দূতভ্রমে ভ্রমর সম্ভ্রম) রাধা-কৃষ্ণের সভায় স্নিগ্ধ কণ্ঠের কথা। কৃষ্ণতুল্য উদ্ধব দর্শনে গোপীদিগের কৃষ্ণভ্রম ও ভ্রমাপনোদন। উদ্ধবকে কৃষ্ণের বার্ত্তাবহ রূপে জ্ঞান ও তাহার প্রতি গোপীগণের কৃষ্ণবিরহ জনিত নিজ নিজ দুঃসহ ক্লেশ-বাক্য। তৎপরে পদ্মভ্রমে রাধাচরণে পতনেচ্ছু এক ভ্রমরকে দূত কল্পনা করত তাহার প্রতি সংশয়াপন্না শ্রীরাধার বিবিধ চিত্র জল্পনা ও মূর্চ্ছা। রাধাকৃষ্ণ নিজ নিজ দুঃখ-বাক্য শ্রবণ করিতে থাকিলে কৃষ্ণের প্রতি স্নিগ্ধকণ্ঠের মানসিক কষ্ট বর্ণনা। পৃঃ ৪৪৪—৫০৭।

১২। দ্বাদশ পূরণে—(উদ্ধবের আনন্দ) প্রথমে মুহূর্ত্তকাল শ্রীরাধা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি সখীদিগের বিলাপ বাক্য। উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মাহাত্ম্য বর্ণন। গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের কৃষ্ণ-কথিত সংবাদ প্রদান। উদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধাদির কৃষ্ণ-বিষয়ক বিবিধ বাক্য। নানাবিধ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা উদ্ধব কর্তৃক গোপীগণের সান্ত্বনা। নন্দাদির অনু-মোদনে উদ্ধবের মথুরা গমন। উদ্ধবের মথুরা গমনে ব্রজবাসিগণের রোদন। উদ্ধবের আগমনাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব কর্তৃক ব্রজবাসি দিগের অবস্থা বর্ণন। যশোদা প্রদত্ত ভোজ্য সামগ্রী, ও নন্দাদির আহারাদি পাইয়া কৃষ্ণের রোদনাদি। পৃঃ ৫০৮—৫৭৭।

১৩। ত্রয়োদশ পূরণে—(জরাসন্ধ বন্ধন) প্রথমে মধুকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সৈরিন্ধ্রী গৃহে গমন বিষয়ক চিন্তা। মথুরা হইতে দুইজন দূতের ব্রজে আগমন। নন্দের নিকটে দূতদ্বয় কর্ত্তৃক মথুরার মঙ্গল কথন। তৎপরে পুনরাগত দূতদ্বয়ের নন্দের প্রতি বাক্য। যথা—জরাসন্ধের আগমন কারণ, তাহার যুদ্ধ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার বন্ধন ও মোচন, জরাসুরের অনুতাপ এবং স্বগৃহে গমনাদি। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবন্দিগণের জরাসন্ধ বন্ধন বিষয়ক বন্দনা কীর্ত্তন। শ্রীরাধামাধবের সভাতে মধুকণ্ঠের জরাসন্ধের যুদ্ধাদি বর্ণন। পৃঃ ৫৭৮—৬০৮।

১৪। চতুর্দ্দশ পূরণে—(কালযবন জয়ের বিবরণ) অগ্রজ ও অনুজ প্রভৃতির সহিত নন্দমহারাজের স্বপুত্র কর্ত্তৃক সমস্ত শত্রুনাশ কামনায় স্বস্ত্যয়ন। জরাসন্ধের সংগ্রাম বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিদর্ভ নগরে গমন ও ক্রথকৈশিকের অভীষ্ট পূরণ। জরাসন্ধের নিবন্ধ শুনিয়া মথুরায় গমন। দ্বারকাপুরি নির্ম্মাণ। যোগ প্রভাবে দ্বারকাতে যাদবগণকে লইয়া যাওয়া। কালযবন কর্ত্তৃক মথুরা আক্রমণ। মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে তাহার নিধন বিবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কোটি কোটি ম্লেচ্ছ বিনাশ। নিজধামে তাহার ধনাদি প্রেরণ। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনাবৃত হইয়া জরাসন্ধের পুনশ্চ মথুরায় আগমন। তাহার ভয়ে ভীতি হইয়াই যেন রামকৃষ্ণের প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আরোহণ। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক উক্ত পর্ব্বতের দাহ। রামকৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া উক্ত স্থান হইতে জরাসন্ধের গমন। রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। এই পূরণের সমস্ত বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক ব্রজবন্দিগণের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। রাধামাধবের সভায় স্নিগ্ধ কণ্ঠের বাক্য। পৃঃ ৬০৯—৬৭৫।

১৫। পঞ্চদশ পূরণে—(শ্রীবলরামের বিবাহ) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন বিষয়ে নন্দাদির পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ণ বাক্য। প্রসঙ্গে দ্বারকা বর্ণন। দ্বারকাতে ককুদ্মি মহারাজের আগমন। দ্বারকাপতি কৃষ্ণের সহিত তাহার নিজ কন্যার বিবাহ বিষয় বিবরণ। শ্রীবলদেববিবাহ। নন্দাদি ও শ্রীরাধাসখীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ পত্রাদি প্রেরণ। নন্দাদি ও রাধাদির কৃষ্ণের নিকট পত্রের উত্তর দান। কথকের পূরণ সমাপনের বিবরণ বর্ণন। পৃঃ ৬৭৬—৬৯৭।

১৬। ষোড়শ পূরণে—(রুক্মিণীর বিবাহ) ব্রজরাজের সভাতে স্নিগ্ধকণ্ঠের কথারম্ভ। কৃষ্ণের নিকটে কোন এক বিপ্রের আগমন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত বিপ্রের পূজা। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণী লিখিত পত্র প্রদান। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতে বিপ্র কর্ত্তৃক সেই পত্রপাঠ। কৃষ্ণের বিদর্ভনগরে গমন। তচ্ছ্রবণে স্নেহাধীনতা হেতু বিপক্ষছায়া কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় তথায় বলরামের গমন। রুক্মিণীহরণের প্রবন্ধ বর্ণন। বিপক্ষ পরাজয় পূর্ব্বক রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর বৈরূপ্য সম্পাদন। রুক্মিনীর সহিত রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সময়ে নন্দরাজের অনুমতি আনিবার জন্য বসুদেব মহাশয় বৃন্দাবনে দুইজন দূত প্রেরণ করেন। উক্ত দূতদ্বয়ের নন্দ সমীপে আগমন, প্রণাম, কুশলাদি কথা ও বসুদেব লিখিত পত্রী প্রদান। সকলের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক নন্দমহারাজ কৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে অনুমোদন পত্র প্রদান করেন। অতঃপর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর পাণিপীড়ন। ব্রজবন্দিদিগের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। শ্রীরাধার সভাতে স্নিগ্ধকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ বর্ণনা। ৬৯৮—৭৬০।

১৭। সপ্তদশ পূরণে—(সপ্তবিবাহ সমাপ্ত) (রুক্মিণী ব্যতীত অষ্ট মহিষীর বিবাহ) প্রথমতঃ মথুরা হইতে সমাগত দূতদ্বয় কর্ত্তৃক নন্দাদি সমীপে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের বর্ণন। স্যমন্তকোপাখ্যান। দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জাম্ববতীর আনয়ন। সত্রাজিৎকে মণি দান। নিজের ভয়াপনোদন জন্য সত্রাজিৎ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ কন্যা সত্যভামায় প্রদান। ব্রজবন্দিগণের কৃষ্ণ বন্দনা। রামকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন। নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করিয়া শতধন্বা কর্ত্তৃক সত্রাজিতের মণিহরণ। তৈলদ্রোণীতে শব স্থাপন পূর্ব্বক সত্যভামার কৃষ্ণসমীপে গমন। সত্যভামার সহিত রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শতধন্বার বধ। বলরামের মিথিলা গমন। রামকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন ও মিলনাদি সময়োচিত কার্য্য সমাধান। বলরামের দ্বারকা গমন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিন্দী গ্রহণ বিষয়ক বিবরণ। পাণ্ডবাদিকে রক্ষা করিয়া কালিন্দীর সহিত কৃষ্ণের দ্বারকা গমন। সূর্য্যদেবের দ্বারকায় গমন। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কালিন্দী সমর্পণ। মিত্রবিন্দ সত্যভামা ও লক্ষণার পাণি গ্রহণ। শ্রীরাধার

সভাতে মধুকণ্ঠ কর্তৃক অষ্ট মহিষীর নাম গ্রহণাদি পূর্ব্বক পরিচয় ও বিবিধ বাক্য বর্ণন। পৃঃ ৭৬১—৮৬৮।

১৮। অষ্টাদশ পূরণে—(নরকাসুর বধ, পারিজাত হরণ ও যুগপৎ ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণি গ্রহণ) প্রথমে ইন্দ্রের দ্বারকা গমন। ইন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণসমীপে নরকাসুরের দৌরাত্ম্য বর্ণন। নরকাসুর বধ ও তদ্বিবরণ। পৃথিবী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তব। নরকাসুরের অপহৃত ষোড়শ সহস্র কন্যার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নিজ নিজ ব্যবহারাদি বিবিধ বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত কন্যাদিগের দ্বারকা প্রেরণের বিবরণ। সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ গমন, অদিতির কুণ্ডল দান, দেব-নির্যাতন পূর্ব্বক পারিজাত-হরণ। রত্নাদ্রি সহিত পারিজাত গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যভামাকে লইয়া দ্বারকায় আগমন। নরকাসুরের অপহৃত কন্যাদিগের পাণি গ্রহণ। ব্রজবন্দিগণের কৃষ্ণ বন্দনা। রাধামাধবের সভাতে রাধাদি সখীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দিব্য অলঙ্কারাদি প্রেরণ বিষয়ক কথা বর্ণনা। পৃঃ ৮৬৯—৯১৫।

১৯। ঊনবিংশ পূরণে—(বাণযুদ্ধ) ব্রজরাজের সভায় মধুকণ্ঠের কথারম্ভ। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুর বিনাশ বিবরণ, রতির সহিত স্বগৃহ গমনাদি বিবরণ। স্যমন্তক মণি লইয়া অক্রূরের কাশীতে পলায়ন ও যাগ দানাদির অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বারকায় অরিষ্ট (দুর্লক্ষণ) ঘটনা প্রকাশ ও কাশী হইতে অক্রূরকে আনয়ন। "অক্রূরই মণি ধারণ করুন" এই বলিয়া কৃষ্ণের অঙ্গীকার। অনিরুদ্ধের বিবাহে রুক্মি ও কলিঙ্গাদি বিনাশ ও তদ্বিবরণ। ঊষার স্বপ্নযোগে অনিরুদ্ধ দর্শন। ঊষার সখী চিত্রলেখা কর্তৃক যোগবলে দ্বারকা হইতে অনিরুদ্ধের আনয়ন। ঊষার সহিত রমণশীল অনিরুদ্ধকে বাণ বন্ধন করেন। নারদের মুখে বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন শ্রবণ করতঃ উগ্রসেনের আদেশে দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের বাণসুরের পুরে গমন। বাণ-যাদবের যুদ্ধ বিবরণ। যাদব কর্তৃক বাণসেন বধ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈষ্ণব-জ্বর দ্বারা শৈবজ্বরের পীড়ন। শৈবজ্বর কর্তৃক কৃষ্ণ স্তব। কৃষ্ণ কর্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদ। শ্রীশিব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তব। বাণের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ। ঊষা ও অনিরুদ্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণাদির দ্বারকা গমন। ব্রজরাজ প্রভৃতির সান্ত্বনার জন্য ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দূত প্রেরণ। দূতদ্বয় কর্তৃক কৃষ্ণ কথিত সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য কথন। পূরণস্থ বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক ব্রজ-

বন্দিদিগের কৃষ্ণস্তব। রাধামাধবের সভায় মধুকণ্ঠের সুবল প্রদত্ত পত্রের মধ্যে করিয়া কৃষ্ণদত্ত সান্ত্বনাপত্র প্রদান। কথকের কথা সমাপ্তি। পৃঃ ৯১৬—৯৬৫।

২০। বিংশ পূরণে—(বলরামের ব্রজাগমনরূপ কামনা পূরণ) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলরামের ব্রজাগমন বিষয়ে নিজের অভিপ্রায় প্রকটন ও গোপগোপী বিষয়ে বিবিধ কথা। ব্রজভবনে গমনের জন্য বলদেবের আবেশ ও ব্রজানুসারে গোপবেশ ধারণ। নন্দগৃহে যাইয়া নন্দ যশোদার প্রতি বলদেবের অভিবাদন। বলদেবের প্রতি নন্দ যশোদার সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ। নন্দাদি গুরুজন, যশোদাদি গুরুপত্নীজন, বয়স্যগণ, কৃষ্ণের প্রেয়সী ও সখীগণ এবং নিজের প্রেয়সীগণের সহিত যথাসম্ভব পৃথক্ পৃথক্ মিলন, অভিবাদন, কুশল প্রশ্ন, সাদরে কথোপকথন। নিজের প্রতি আসক্ত গোপীগণের সহিত গান্ধর্ব্ব নিয়মে বিবাহ। যমুনার আকর্ষণ ও মোচন। নিজ প্রেয়সীদিগের সহিত বিহার ও বলদেব-প্রেয়সী ও কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পার্থক্য বোধক সিদ্ধান্ত বাক্য। পৃঃ ৯৬৬—১০২৬।

২১। একবিংশ পূরণে—(পৌণ্ড্রকাদি উদ্দণ্ডগণের সংগ্রাম শ্রবণে বলরামের দ্বারকা গমন) ব্রজরাজের সভায় মধুকণ্ঠের কথারম্ভ। মথুরা হইতে সমাগত দূতদ্বয়ের নন্দাদির প্রতি দ্বারকা বৃত্তান্ত কথা। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বধ। কাশীরাজ পুত্র সুদক্ষিণের শ্রীশিবারাধনা। শ্রীশিবের নিকট বর প্রাপ্তি। উক্ত বর-প্রভাবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুদক্ষিণের বধ। বলদেবের দ্বারকা গমনে ব্রজবাসিগণের অবস্থা বর্ণনা। বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিষয়ে কথোপকথন। পৌণ্ড্রক বধাদি উপলক্ষে ব্রজবন্দিগণের কৃষ্ণ স্তব। শ্রীরাধামাধবের সভায় কথকের শুক শিক্ষাদি বিবিধ বিষয় বর্ণন। পৃঃ ১০২৭—১০৬০।

২২। দ্বাবিংশ পূরণে—(দ্বিবিদ বানর বধ ও হস্তিনাপুর ধ্বংস) উদ্ধবের সহিত বলদেবের ব্রজাগমন। আশ্বাস বাক্য দ্বারা ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিরহজনিত ব্যাধির দূরীকরণ। নরকাসুরের বিনাশে ক্রোধ-পরতন্ত্র দ্বিবিদের কৃষ্ণাশ্রিতদেশে উপদ্রব। রৈবতক পর্ব্বতে নিজ প্রেয়সীগণের সহিত রমণশীল বলরামের নিকটে দ্বিবিদ বানরের আগমন ও কিল্‌কিলা শব্দকরণ। দ্বিবিদের প্রতি বলদেবপ্রিয়া গোপীগণের পরিহাস। বলদেবের ও দ্বিবিদের যুদ্ধ। ভীষ্মাদি কর্ত্তৃক সাম্ব বন্ধন। দুর্য্যোধনাদিকে উগ্রসেনের আদেশ বাক্য জানাইবার জন্য বলদেবের হস্তিনাপুরে গমন। দুর্য্যোধনের প্রতি উগ্রসেনের কথিত সাম্বকে মোচন করিবার আদেশ। সেই আদেশ স্বীকার না করায় বলদেব কর্ত্তৃক যমুনা নদীতে হস্তিনাপুর নিক্ষেপ। অনুপায় দেখিয়া লক্ষণা ও সাম্বকে অগ্রে করিয়া বলদেবের প্রতি কৌরবগণের কাকুক্তি। কৌরব প্রতি বলদেবের অনুগ্রহ। পুত্রবধূ ও পুত্রের সহিত দ্বারকা গমন। ব্রজবান্দিগণের শ্রীবলরাম বন্দনা। শ্রীরাধামাধবের সভায় কথকের বলদেববিষয়িনী কথা ও সমাপ্তি। পৃঃ ১০৬১—১০৮৯।

২৩। ত্রয়োবিংশ পূরণে—(বহু সুখময়ী কুরুক্ষেত্র যাত্রা) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সিদ্ধান্তক্রমের উল্লেখপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর সহিত শ্রীমান্ ব্রজেশ্বরের কুরুক্ষেত্র যাত্রাবিষয়ক মন্ত্রণা। শ্রীব্রজরাজ ও প্রেয়সীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পত্রিকা প্রেরণ। ব্রজবাসিনীদের কুরুক্ষেত্রে গমন। বসুদেব, বলদেব ও কৃষ্ণের সহিত নন্দাদি ব্রজবাসিদিগের মিলন, কুশল সম্ভাষণ, যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ, প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি। ব্রজেশ্বরীর প্রতি রোহিণী ও দেবকীর প্রশংসাময় বাক্য। ব্রজরমাগণের অবস্থা বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণের মিলন। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরস্পর দর্শন ও সেই সেই সময়োচিত অবস্থা বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজ প্রেয়সীদিগের প্রসন্নতাসাধন, আলিঙ্গন, চুম্বন, ও সান্ত্বনা বাক্য। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের পরস্পর কথোপকথন। গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিহার। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণের সহিত সমাগত যুধিষ্ঠিরাদির পরস্পর সাদর সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম ও কুশল প্রশ্নাদি। পৃ ১০৯০—১১৫০।

২৪। চতুর্বিংশ পূরণে—(ব্রজবাসিদিগের ব্রজ গমন) প্রথমতঃ

সূর্য্যগ্রহণে সমাগত মুনিদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিনয় বাক্য ও স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকটন। মুনিদিগের প্রতি বসুদেবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক নিবেদন। বসুদেবের প্রশ্ন শুনিয়া নারদ কর্ত্তৃক সেই মুনিদিগের প্রতি বসুদেবের কৃত প্রশ্নের কারণ বর্ণন। মুনিগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞকরণে উপদেশ ও তাহার সমাধান। নন্দের প্রতি বসুদেবের খেদপূর্ণ বাক্য। নিজ গৃহে যাইবার জন্য বসুদেবের নিকট নন্দমহারাজের স্বাভিপ্রায় নিবেদন। রামকৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও নন্দের প্রার্থিত বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন উল্লেখ করিয়া বসুদেব ও বলরামের কথোপকথন। কৃষ্ণের ব্রজগমন বিষয়ে বসুদেবের অঙ্গীকার। বলদেব, উদ্ধব ও কৃষ্ণের সহিত নন্দসমীপে গমন পূর্ব্বক বসুদেব কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত বিবিধ বাক্য কথন। ব্রজ গমন সময়ে নন্দাদির অবস্থা বর্ণন। শ্রীরাধিকার সভাতে শ্রীকৃষ্ণ মিলনাদি বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠের বিবিধ বাক্য। পূরণ সমাপ্তি। পৃঃ ১১৫১—১১৮৯।

২৫। পঞ্চবিংশ পূরণে—(বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন উদ্ধবের মন্ত্রণা) মধুকণ্ঠের কথারম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাবর্ত্তনের পর যমপুরী হইতে মৃত পুত্রের আনয়ন এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান শ্রবণ করত দেবকী রামকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন যে, কংস যে পুত্র বিনাশ করেন সেই ষড়গর্ভ আনয়ন করিতে হইবে। তাহার আনয়ন ও স্তন্য পান। ষড়গর্ভের স্বর্গপুরে গমন। দেবকীর ষড়গর্ভের লালনপালন ও স্তন্যপানাদি দেখিয়া মুনিগণের সঙ্গীত। যশোদার মনোভীষ্ট পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা। গার্হস্থ্য-রীতি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকৃত্যাদি অনুষ্ঠান। জরসান্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের নিজ মুক্তির জন্য দূতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বিষয়ে কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথন। উদ্ধব কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ বিষয়ে মন্ত্রণা দান। শ্রীরাধামাধবের সভায় মধুকণ্ঠের বাক্য ও সমাপ্তি। পৃঃ ১১৯০ —১২৩৬।

২৬। ষড়্‌বিংশ পূরণে—(জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজগণের মোচন) উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে অর্জ্জুনাদির উৎসব। কৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের রাজ-

সূয় যজ্ঞ বিষয়ে প্রস্তাব। যজ্ঞে কৃষ্ণের অনুমোদন। দিগ্‌-বিজয়ের জন্য সহদেবাদি প্রেরণ। ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজ গমনের পর ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ বধ। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধের আবদ্ধ নৃপতিগণের মোচন। কৃষ্ণ দর্শনে বন্ধনমুক্ত নৃপতিগণের আনন্দজনিত ব্যবহার বর্ণন। রাজোচিত ভোজনাদি দ্বারা তাহাদের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রেরণ। ভীমার্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমনাদি। রাধামাধবের সভাতে স্নিগ্ধকণ্ঠের কথা ও সমাপ্তি। পৃঃ ১২৩৭—১২৮৪।

২৭। সপ্তবিংশ পূরণে—(যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ) ময়দানবের নির্ম্মিত সভাতে যাদব ও পাণ্ডবগণ উপবেশন করিলে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পরস্পর কথা। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণের নিকট যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যজ্ঞকরণার্থে প্রার্থনা। যজ্ঞারম্ভে অগ্রপূজা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপালের শিরশ্ছেদন। যজ্ঞীয় স্নান ও দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ। নন্দরাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পত্রিকা প্রেরণ। ব্রজবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। শ্রীরাধা-মাধবের সভাতে শ্রীরাধা প্রভৃতির নিকটে মধুকণ্ঠের কথা। পূরণ সমাপন। পৃঃ ১২৮৫—১৩২৩।

২৮। অষ্টাবিংশ পূরণে—(শাল্ববধ ও তজ্জনিত আনন্দ) শাল্ব কর্ত্তৃক শ্রীশিবের আরাধনা পূর্ব্বক অভেদ্য যান প্রাপ্তি। প্রদ্যুম্নাদির সহিত শাল্বের যুদ্ধাদি বিবরণ। রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। বহু মায়াবিচক্ষণ শাল্বের শ্রীকৃষ্ণ সহিত যুদ্ধ। মায়া-নির্ম্মিত বাসুদেব শিরশ্ছেদন-সূচক-মায়া প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্ববধ ও শাল্বের লৌহময় ভবনের চূর্ণীকরণ। লৌহময় সৌভপুর ও শাল্বের রণভূমিতে পতন হইলে দেবগণের দুন্দুভিবাদ্য। পূরণসমাপ্তি। ব্রজ-বন্দিগণের কৃষ্ণবন্দনা। পৃঃ ১৩২৪—১৩৫০।

২৯। ঊনত্রিংশ পূরণে—(ভাবিকথা ও ব্রজযাত্রার সূচনা) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বিষয়ে প্রমাণ নিরূপণ। পূর্ণমাসী ও বৃন্দার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজাগমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থিরী-করণ। বৃন্দার প্রতি পূর্ণমাসীর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজমণ্ডলে আগমন বিষয়ে নিজের স্বপ্ন বিবরণ। পৃঃ ১৩৫১—১৪৩৫।

৩০। ত্রিংশ পূরণে—(ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ কথা) প্রথমে রাজসূয়যজ্ঞে দন্তবক্রের অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্ধারণ। শিশুপালবধ বৃত্তান্ত শ্রবণের পর শিবকে আরাধনা করিয়া হিরণ্যাক্ষের মত শিব হইতে দন্তবক্রের বর লাভ ; কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ কামনা করিয়া দন্তবক্রের মথুরায় আগমন। নারদ ও দন্তবক্রের কথোপকথন। নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন ও দন্তবক্র এবং বিদূরথের বধ। তৎপরে ব্রজাগমন। কৃষ্ণ দর্শনে ব্রজবাসিগণের অবস্থা। যশোদা ও নন্দের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য। ব্রজবাসীজনগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণ, আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি। কৃষ্ণের স্নান, অলঙ্কার পরিধান ও ভোজনাদি। ব্রজবন্দিদিগের কৃষ্ণবন্দনা। শ্রীরাধার সভাতে মধুকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বিষয়ে কথা বর্ণনা। পৃঃ ১৪৩৬—১৪৯৯।

৩১। একত্রিংশ পূরণে—(শ্রীরাধাদির বাধা সমাধান) ব্রজপুরস্ত্রীগণের সহিত বিরাজমানা শ্রীযশোদার ভবনে বয়স্যগণের সহিত কৃষ্ণের গমন। মাতা পুত্রের ব্যবহার। কৃষ্ণ, নন্দরাজের সভায় গমন করিলে নন্দাদি গোপগণ ও দেব দ্বিজগণের ব্যবহার বর্ণনা। ব্রজেশ্বরাদি বৃদ্ধগণ, ও তাঁহার বয়স্যগণের সহিত গোদর্শন জন্য গোস্থানে গমন। কৃষ্ণদর্শনে গোগণের ব্যবহার। কৃষ্ণের গোগৃহে গমন ও দুগ্ধদোহনাদি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান হইলে দারুক নামা সারথির চিন্তা। পৌর্ণমাসী ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর কথা। পৌর্ণমাসীর চিন্তা। শ্রীরাধা প্রভৃতিকে পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ। বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর পরামর্শ। শ্রীরাধার নিকট পৌর্ণমাসীর পত্রী প্রেরণ। শ্রীরাধার বাধা সমাধান। কৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য সমাপ্তি বর্ণনা। ১৫০০—১৫৬০।

৩২। দ্বাত্রিংশ পূরণে—(সমস্ত সমাধান পথের বিস্তার) রথযুক্ত-সারথি দর্শনে নন্দাদি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। কৃষ্ণের নিকটে ব্রজরাজের জন্য ব্রজবাসীদিগের নিবেদন। রোহিণী, বলদেব, উদ্ধব ও শুক-শারিকাদিগকে আনয়ন জন্য দারুক সারথিকে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। দারুকের দ্বারকা গমন। রোহিণী, বলরাম ও উদ্ধবের ব্রজে আগমন। তাহাদিগের আগমনে ব্রজবাসিদিগের আনন্দ বর্ণনা। স্তোক, কৃষ্ণ ও সুবল কর্ত্তৃক বেণু ও শৃঙ্গাদি প্রদান পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের অলঙ্কার সম্পাদন। উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীর

প্রতি বলরামের আশীর্ব্বাদ প্রেরণ। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের জন্য যশোদা ও নন্দের নিকট পৌর্ণমাসীর নিবেদন। যশোদা ও নন্দাদির সহিত উক্ত বিবাহ বিষয়ে পৌর্ণমাসীর কথোপকথন। ব্রজবাসিগণের বিশ্বাসের জন্য পৌর্ণমাসী কর্তৃক বিষ্ণুমায়ার আনয়ন। নন্দাদি ব্রজবাসিজনের নিকট রাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে বিষ্ণুমায়ার সম্মতি দান। বিষ্ণুমায়ার অন্তর্দ্ধান। শ্রীরাধাদির বিবাহে অনঙ্গীকার। পৌর্ণমাসীর স্মরণ বশতঃ দুর্ব্বাসা ঋষির ব্রজে আগমন। ব্রজবাসিজনের প্রতি বিবাহ বিষয়ে দুর্ব্বাসার সম্মতি দান। শ্রীরাধা প্রভৃতির অগ্নি পরীক্ষা। দুর্ব্বাসার অন্তর্দ্ধান। ব্রজরাজভবনে পৌর্ণমাসীর গমন। ব্রজরাজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত কর্তৃক বিবাহের লগ্ন স্থিরীকরণ। বলদেব ও কৃষ্ণের তিলক দান। মধুমঙ্গলের বাক্য। পূরণ সমাপ্ত। পৃঃ ১৫৬১—১৬৩৪।

৩৩। ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে—(শ্রীরাধামাধবের অধিবাস) প্রথমে বলদেবের বিবাহ। লগ্নের পর কৃষ্ণের বিবাহ কার্য্যের মঙ্গলাচরণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে গোপীদিগের সঙ্গীত। বরের স্নান ও বেশ রচনাদি শ্রীরাধা ও তদীয় সখীগণের পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর বিবরণ। শ্রীরাধার অধিবাস সময়ে সখীগণের সঙ্গীত। শ্রীরাধার স্নান, অঙ্গমার্জ্জন, বসন পরিধান ও বেশ রচনাদি। মুখদর্শনের জন্য রাধার হস্তে কোন সখীকর্তৃক দর্পণ দান। সখীর সহিত শ্রীরাধার বাক্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধিবাস বিবরণ ও সমাধান বর্ণনা। পৃঃ ১৬৩৫—১৬৮০।

৩৪। চতুস্ত্রিংশ পূরণে—(শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ অলঙ্কার) প্রথমে বরবধূর ব্যবহার বর্ণনা। রাধা ও কৃষ্ণের স্নান, মঙ্গলাচরণ, বেশরচনা, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্ণন, বিবাহোপযোগী বসন পরিধানাদি। পৃঃ ১৬৮১—১৭২৭।

৩৫। পঞ্চত্রিংশ পূরণে—(শ্রীরাধামাধবের বিবাহ নির্ব্বাহ) প্রথমে ব্রজরাজকর্তৃক নান্দীমুখাদি সম্পাদন। বরের বিবাহযাত্রা উপলক্ষে বিবিধবাদ্য, দেবীগণের পুষ্পবর্ষণ, কৃষ্ণরূপ দর্শনে মোহ, মঙ্গল সঙ্গীত, এবং বিবাহ সময়োচিত সমস্ত ব্যাপার নিরূপণ। যক্ষ দেব ও দেবীগণের

দৈহিক অবস্থা দেখিয়া মধুমঙ্গলকর্তৃক তাহাদিগের প্রতি যষ্টি প্রদর্শনাদি বিবিধ পরিহাস। শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনিয়া শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন। বৃষভানুকর্তৃক নান্দীমুখাদি কার্য্য সম্পাদন। বরপক্ষ ও কন্যা পক্ষের পরস্পর মিলন, উপবেশন ও সম্ভাষনাদি। বিমানচারিণী পরিচিত ও অপরিচিত দেবীগণের প্রেমপূর্ণ বাক্য। চন্দ্র শালিকা অর্থাৎ চিলে কোঠায় বিরাজমানা নারীগণের পরিহাসপূর্ণ গালিযুক্ত মঙ্গলগান শ্রবণে মধুমঙ্গল কর্তৃক গালিদান ও বিবিধ পরিহাস বাক্য। বরকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া পুরবধূবর্গের ব্রতানুষ্ঠান। বৃষভানু কর্তৃক যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান। স্ত্রীগণের আচার প্রভৃতি বিবিধ বিবরণ। বধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহে গমন। ব্রজেশ্বরী কর্তৃক নববধূগণের লালন। পূরণ সমাপ্তি বর্ণনা। পৃঃ ১৭২৮—১৮০৭।

৩৬। ষট্‌ত্রিংশ পূরণে—(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতির পরস্পর মিলন) প্রথমতঃ শ্রীরাধামাধবের সভাতে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের পূর্ব্বপরক্রমে কথারম্ভ। সম্মিলন ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীগণের সঙ্কোচাদি ব্যবহার বিবরণ। পৌর্ণমাসীর বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার বাক্য। বৃন্দা ও কৃষ্ণের পরস্পর বাক্য। কৃষ্ণের সহিত রাধিকা প্রভৃতির মিলনের জন্য বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ণ বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও পৌর্ণমাসীর পরস্পর মিলন বিষয়ক প্রস্তাব। বৃন্দা কর্তৃক নিজের মনে মনে স্বকীয়া পত্নী ও পরকীয়া পত্নীর ব্যবহার বিষয়ক বাক্য। পৌর্ণমাসীর আদেশানুসারে নারায়ণের আরাধনার জন্য রাধাদির প্রতি যশোদার আদেশ। মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ গমন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলের পরিহাস বাক্য। শ্রীরাধা প্রভৃতির নিভৃত কুঞ্জে গমন। পৌর্ণমাসীর আদেশে লজ্জিতান্তঃকরণে শ্রীরাধা প্রভৃতির কুঞ্জ মধ্যে বিরাজিত কৃষ্ণের ভবনে গমন। একাসনে উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা ও পূজা। কুঞ্জ হইতে সখীগণের বহির্গমন। রাধানাথের মিলন। সখীগণের প্রাতঃকালীন সঙ্গীত। ললিতা ও বিশাখার সংবাদ। নিজসখী ললিতা বিশাখাদির সঙ্গ বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রার্থনা। রাসলীলা, কুঞ্জভঙ্গ ও স্বস্ব গৃহে গমন। কৃষ্ণের অলঙ্কার সম্পাদি। পৃঃ ১৮০৮—১৯০৫।

৩৭। সপ্তত্রিংশ পূরণে—(সর্ব্ব সুখসম্পত্তিপূর্ণ শ্রীগোলোক প্রবেশ) প্রথমতঃ ব্রজরাজের নিকটে কালিন্দীর দক্ষিণপারস্থিত বৃন্দাবনে গমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা। কৃষ্ণের প্রতি নন্দবাক্য। মধুকণ্ঠের মানসিক ও বাচিক বিবরণ। কৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য। গোপ ও গোপীগণের গোলোকধাম গমনের জন্য দারুকের প্রতি রথ সুসজ্জিত করণার্থে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের রথারোহণ পূর্ব্বক গোলোক প্রবেশ। গোলোকধাম ও গোলোকধামস্থ সমস্ত পরিকরের গোচারণাদি বিবধ লীলা নিরূপণ। ব্রজবন্দিদিগের কৃষ্ণবন্দনা। রাধাকৃষ্ণসভাতে মধুকণ্ঠের কথা বিস্তার। শ্রীরাধা প্রভৃতির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধাম বিষয়ক বিবরণ কথন। কৃষ্ণের প্রতি রাধাদির বাক্য। রাধাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন ধামের শোভা, তত্রস্থ প্রাণির স্ব স্ব জাত্যুচিত ব্যবহার দর্শনার্থে অনুমোদনযুক্ত বাক্য। স্ব-প্রেয়সীর সহিত বলরামের ক্রীড়া। মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির অনুগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে উক্ত কণ্ঠকদ্বয়ের বর প্রার্থনা। কতিপয় বন্দিনী সখ্যভাবে আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বচম্পূর বর্ণিত কথায় অনুসরণ করতঃ শ্রীরাধাকে বন্দনা করেন। মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের স্ব স্ব ভবনে গমন। ললিতাদি সখীগণ পরমানন্দিত হইয়া নিজনিজ অবসর বুঝিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবোপযোগী সেই সেই বস্তুর আদান প্রদান দ্বারা শ্রীরাধামাধবের সেবা করেন। শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের দিব্য শয্যায় শয়ন ও মিলনাদি। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয়। গ্রন্থকারের বিজ্ঞপ্তি বর্ণনা। পৃঃ ১৯০৬—

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূক্ত বিষয়ের

সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ * *

—*:*—

প্রশংসা পত্র।

(৫ই কার্ত্তিক ১৩১৫। বেলা ১০॥ টা। শ্রীযুক্ত মহারাজের পরামর্শে)

শ্রীগোপালচম্পূ মহাগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্বে কতিপয় বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট ইহার কিয়দংশ অনুবাদ নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়, তাঁহারা তদ্দর্শনে যে স্বাধীন মত স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

১। বর্দ্ধমান, মালকর, মাড়োনিবাসী রামরসায়নাদি প্রণেতা ৺ রঘুনন্দন গোস্বামি প্রভুপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিবিধ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-প্রণেতা প্রবীন বৈষ্ণব শাস্ত্রাধ্যাপক ৺ বীরচন্দ্র গোস্বামি প্রভুপাদের পুত্র বর্ত্তমানে প্রধান বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ শ্রীগোপাল গোস্বামি মহোদয়ের স্বকীয় অভিমত—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে শ্রীমান্ রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থের লিখিত শ্রীগোপালচম্পূর বঙ্গানুবাদ আমি অনেক স্থল মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম বঙ্গানুবাদ সুন্দর হইয়াছে এবং বঙ্গানুবাদে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদ কৃত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইতি

মাড়োগ্রামনিবাসী—শ্রীগোপাল গোস্বামিনঃ।

২। বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডের উজ্জ্বল শশধর গৌর-প্রেমময় ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর মহোদয় দ্বয়ের অভিমত—

"শ্রীমান্ রাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থকৃত শ্রীশ্রীগোপালচম্প গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। উপযুক্ত পাত্রেই ভার বিন্যস্ত হইয়াছে। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ না হইলে অনেককেই ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হইত। আশা করি এই বার এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। ইতি ১৩১৫। ৩রা পৌষ।

শ্রীসর্ব্বানন্দ ঠাকুর।

শ্রীরাখালনন্দ ঠাকুর। শ্রীখণ্ড।

৩। শ্রীপাট শান্তিপুরের শেষ রত্ন, ভক্তিবিনয়ের মূর্ত্তিমান অবতার, বৈষ্ণব-শাস্ত্রাধ্যাপক, শ্রীধাম বৃন্দাবন নিবাসী প্রভুপাদ ৺রাধিকানাথ গোস্বামি মহোদয়ের অভিমত—

প্রশংসা পত্র।

"শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং ॥"

"মহাশূরতয়া তথাজ্ঞান-ধ্বান্তবিধ্বংসিভাস্করাদিত য়াচ মহানুভব-ভব-ভবিক সভাসুপ্রাথিতঃ "শ্রীগোপালচম্পূ" নামা যোঽস্মৎসম্প্রদায়গ্রন্থোঽতিদূরবগাহ-রসজলনিধিরিব বিরাজতে,তস্য রাজ-রাজ ধর্ম্মরাজসম-মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রাশ্রিতেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকৃপাবৈভববতা শ্রীমতা রাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন কৃতমনুবাদতীর্থ-মেতন্মহোপকার-কারকমাধুনিকানাং তদ্রসজিঘৃক্ষূণামিত্যস্মাকং পরামর্শঃ ॥"

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-

শ্রীবৃন্দাবনবাসি-

শ্রীরাধিকানাথশর্ম্মণাম্।

৪। শ্রীপাট খড়দহের পূর্ণ শশধর, ৺মহেন্দ্রনাথ গোস্বামি প্রভুপাদের পুত্ররত্ন, বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যাপক, সুবাগ্মী, কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণব জগতে সুবিখ্যাত প্রভুপাদ ৺বলাইচাঁদ গোস্বামি ও শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহোদয়ের অভিমত—

"শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং। কলিকাতা। ২৮শে আষাঢ় চৈঃ ৪২৪। কাশীমবাজা-রাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জয় হউক অনুকম্পায় অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব এইবার রসভাব-সমুজ্জ্বল শ্রবৈষ্ণব গ্রন্থের আস্বাদ পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মহারাজের সাধু-সঙ্কল্প সংসিদ্ধ হউক,—

বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীগোপালচম্পূ প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতে থাকুন।

আমরা শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের শ্রীযুক্ত রাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়কৃত বঙ্গানুবাদের আদর্শ স্থানে স্থানে দেখিয়াছি। দেখিয়া বুঝিয়াছি, অনুবাদকের নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, শ্রীগ্রন্থ সম্পাদনে যোগ্যতাও আছে। তিনি আমাদিগের পরামর্শ অনুরূপ কার্য্য করিলে তাঁহার অনুবাদ উক্ত শ্রীগ্রন্থ পাঠের যথেষ্ট সহায়তা করিবে, আমরাও যৎপরোনাস্তি প্রীতি অনুভব করিব।

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। (সিমুলিয়া)

ভূমিকার সূচী।

১। সূচনা
২। শ্রীজীবগোস্বামীর জীবনী।
৩। টীকাকারের জীবনী।
৪। শ্রীগোপালচম্পূর আদর্শ তথ্য।
৫। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব।
৬। শক্তি ও লীলাতত্ত্ব।
৭। শব্দ তত্ত্ব।
৮। চম্পূধৃত গ্রন্থ নাম।
৯। কবিতা ও গদ্য।
১০। আচার ব্যবহার।
১১। স্থানাদির পরিচয়।
১২। বংশাবলী ও ইতিহাস।
১৩। পূজাপার্ব্বণ ব্রতাদি।
১৪। সিদ্ধান্ত সম্পর্ক।
১৫। দশমস্কন্ধের পুরলীলায় ক্রম।
১৬। পুরলীলান্তে ব্রজাগমন।
১৭। ব্রজে শ্রীরাধাদির বিবাহ।
১৮। গোলোক প্রবেশ।
১৯। প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা এবং স্বকীয়তত্ত্ব ও পরকীয়তত্ত্ব।
২০। উপসংহার।

ভূমিকা।

১। সূচনা।

প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের পঞ্চম মহাগ্রন্থ "শ্রীগোপালচম্পূঃ" প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রথম প্রকাশক গোলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন "গ্রন্থ অতি বৃহৎ, সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকাশ পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ কার্য্য জানিবেন। আমি এই পর্য্যন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখি ইতি।" তাঁহার এই আশঙ্কা ফলবতী হইয়াছিল। পূর্ব্বচম্পুর ৯ম পূরণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া আর শেষ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার দেহান্ত হইলে বিগত ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কাশীমবাজারের গৌড়রাজর্ষি অনারেবল্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করেন। ১৩১২ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশের কল্পনা হয়। তদবধি ৪ বৎসরে এই গ্রন্থের মুল আদর্শ সংগ্রহ, টীকা সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হয়। ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে রাজধানীর নিজ প্রেসে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়। ১৩১৭ সালের প্রারম্ভে ১ম হইতে ৩য় পূরণ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। তৎপরে প্রেসের কার্য্য বাহুল্য প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অসুবিধা ঘটায় শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই দেবকীনন্দন প্রেসে কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়া নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ১৩২০ সালে ভাদ্রমাসে ইহার মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইল। সর্ব্বসাকল্যে ৫ বৎসর সময় এই কার্য্যে অতিবাহিত হইল। ৺বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। তাহা শ্রীশ্রীভগবৎ কৃপায়—পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সম্পাদক ও এতৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তির অপার সৌভাগ্য বশতঃ যে শেষ হইল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনরায়ণ জীউর কৃপা প্রসাদে ইহা আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়। প্রথমতঃ ১৩১৫ সালের ৫ই কার্ত্তিক বেলা ১০॥ টাতে মহারাজ বাহাদুর এই গ্রন্থ সানুবাদ ও সটীক প্রকাশার্থে দেশস্থ কতিপয় খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য্যের মতামত লইতে আদেশ করেন,

তজ্জন্য ইহার কিছু কিছু অংশ নানাস্থানে প্রেরিত হয়, সকলেরই নিকটে যথা-কালে আমরা অনুকূল মত প্রাপ্ত হইয়াছি। কেবল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের নানাস্থানে ভ্রমণাদি বশতঃ মত পাইতে প্রায় ৭।৮ মাস অতীত হইয়া যায়। সে সকল মন্তব্য স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মহাকীর্ত্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা কি, পুরাণশাস্ত্র ব্যতীত এত বড় গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থরাজ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইহার পূর্ব্বভাগ পূর্ব্বচম্পূ, শেষভাগ উত্তরচম্পূ। ইহার দুইখানিই বিরাট গ্রন্থ। পূর্ব্ব-চম্পূতে ৩৩ পূরণ (পরিচ্ছেদ) এবং উত্তরচম্পূতে ৩৭ পূরণ। মোট উভয় চম্পূতে গ্রন্থ ৭০ পূরণে সমাপ্ত। আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থের হিসাব এই ৮ পেজী ডিমাই আকারের কাগজে পূর্ব্বচম্পূতে ২৩২ ফর্ম্মায় ১৮৫৬ পৃষ্ঠা এবং উত্তরচম্পূ ২৬১ ফর্ম্মায় ২০৮৪ পৃষ্ঠা। মোট উভয় চম্পূতে ৪৯৩ ফর্ম্মা এবং উভয় চম্পূতে মোট ২৯৪০ পৃষ্ঠা হইল।

টীকাকার ৺বীরচন্দ্র প্রভু।

পূর্ব্বচম্পূর ৩ বিলাসে	১০৭৮০ শ্লোক
উত্তর চম্পূর ৩ বিলাসে	১৬৬৩৬ "
	মোট ২৭৪১৬ "

এই সাতাইস হাজার ৪ শত ১৬টী শ্লোক কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পন সম্ভবতঃ স্থলবিশেষে এক সংখ্যাকে অনেক গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, কারণ গ্রন্থে এমন স্থল অনেক আছে যে ১।২।৩ পৃষ্ঠাতেও এক অঙ্ক হইয়াছে। আবার পদ্যতে প্রতি শ্লোকে অঙ্ক আছে। গদ্য গুলির অক্ষর হিসাবে অনুষ্টুপ্ছন্দের ৩২ অক্ষরে ১ শ্লোক ধরিলে আমাদের বুদ্ধিতে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ গদ্যকে ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক ধরিলে ৪০।৫০ হাজার শ্লোক হইতে পারে। আমরা আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থে যে অঙ্কপাত দিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বচম্পূতে ৩৮৭৫

উত্তরচম্পূতে ৩৫১৩

৭৩৮৮

এই মোট উভয় চম্পূতে সাত হাজার তিন শত অষ্টাশী শ্লোক হয়। এই নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। অনুষ্টুপের হিসাবে অনুমান

৪০।৫০ হাজার। বৃহৎ ছন্দের হিসাবে টীকাকার ৺বীরচন্দ্র প্রভুপাদের কল্পনা ঠিক হইতে পারে।

পূর্ব্বচম্পূর ১ হইতে ২য় পূরণে গোলোক বিলাস। ৩ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত ১০ পূরণে বাল্যবিলাস। ১৪ হইতে ৩৩ পূরণ এই ১৬ পূরণে কৈশোর বিলাস। উত্তর চম্পূর ১ হইতে ১২ পূরণে প্রথম বিলাস, ইহার নাম উদ্ধবপূর্ণ ব্রজবিলাস। ১৩ হইতে ২১ পর্য্যন্ত ৯ পূরণে দ্বিতীয় বিলাস, ইহার নাম রামপূর্ণ ব্রজবিলাস। ২২ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত ১৬ পূরণে তৃতীয় বিলাস, ইহার নাম কৃষ্ণপূর্ণ ব্রজবিলাস। গ্রন্থকার এইভাবে উভয় চম্পূর ৩টী ৩টী করিয়া ৬টী ভাগ করিয়াছেন। নামগুলি সার্থক। ব্রজলীলাতে ৩ অবস্থা। পুরলীলাতেও তিন প্রকারে ব্রজের শান্তি সম্পাদন। ইহা এক মহৎ কৌশল। উদ্ধব ও বলরামকে দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সান্ত্বনা। শেষে নিজে গিয়া পূর্ণ শান্তি দান। যাহা হউক আমরা এই বিরাট মহাগ্রন্থের প্রকাশের ৪ খানি আদর্শ প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থের টীকাকার বর্দ্ধমান জেলার কড্‌লাইনের মালক্কর ষ্টেশনের নিকট মাড়ো নিবাসী ৺বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদের স্বহস্ত লিখিত একখানি। এইখানি মূলের প্রধান আদর্শ। এখানি তিনি বৃদ্ধবয়সে টীকা সহিত ১৮০২ শকে লিখিয়া শেষ করেন। তদীয় পুত্র শ্রীগোপাল প্রভুর কাছে শুনিয়াছি, তিনি প্রথমে মূল গ্রন্থ লিখিয়া তাহার উপরে ক্ষুদ্র টীকা লেখেন। তৎপরে পৃথক্ টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা সম্পূর্ণ হইবার কাল ১৮০২ শকে। যাহা হউক প্রথম এই একখানি। এবং কাটোয়া নিবাসী বৃন্দাবন প্রবাসী ৺গৌরশিরোমণি মহাশয়ের একখানি। দৌলতাবাদ সন্নিহিত নাভিচণ্ডী (লেউহ) গ্রাম নিবাসী শেষে বহরমপুরস্থিত ৺আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবত ভুষণ মহাশয়ের একখানি এবং বৃন্দাবনে নাগরাক্ষরে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একখানি। টীকার আদর্শ খানি পূর্ব্বোক্ত ৺বীরচন্দ্র প্রভুর স্বহস্ত লিখিত। ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পুস্তক খানি খণ্ডিত (অসম্পূর্ণ প্রায় ১৫ পূরণ নাই)। উহার চতুঃপার্শ্বে কিছু কিছু সামান্য ব্যাখ্যা, যাহাকে টোলের ভাষায় "বোধ দেওয়া" "উপর পাঠা" বা ক্ষুদ্র টিপ্পনী বলে তাদৃশ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ৪ খানি গ্রন্থ মধ্যে মাড়োর পুস্তককে মূলে ও অপর তিনখানির পাঠান্তর পাদ টীকাতে (ফুটনোট) ধরা হইয়াছে। এই

পাঠোদ্ধার কার্য্য আমার ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কালিদাস চক্রবর্ত্তী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামরূপ অধিকারী এবং শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমান্ অনন্তকৃষ্ণ বসু। এই তিন জনে পুস্তক ধরিয়া অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

৺বীরচন্দ্র প্রভুর যোগ্যপুত্র প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামী। কাটোয়ার গঙ্গাবংশ প্রভুপাদ অগ্রজকল্প শ্রীপাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও মদীয় সতীর্থ পূজনীয় প্রীতিনিলয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভাগবতরত্ন ভায়া, পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র দাদামহাশয় (৺ভাগবত ভূষণ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। ইহাঁরা আদর্শ গ্রন্থ দানে মহোপকার সাধন করিয়াছেন। নিত্যধামগত প্রভুপাদ ৺নীলকান্ত গোস্বামী চম্পূর ১খানি টীকার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মিলে নাই।

সঙ্কেত পরিচয়।

মাণ্ড—মাড়োগ্রামের পুস্তক।

আনন্দ—আনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণের পুস্তক।

বৃন্দাবন—নাগরাক্ষরে বৃন্দাবনের মুদ্রিত পুস্তক।

পূঃ—পূর্ব্বচম্পূ।

উঃ—উত্তরচম্পূ।

পৃঃ—পৃষ্ঠা।

ভা—ভাগবত।

১০। দশমস্কন্ধ (তৎপরের অঙ্ক অধ্যায় ও শ্লোক।)

শ্রীহর্ষ কৃত "নৈষধ চরিত" নামক মহাকাব্যে যেমন প্রত্যেক সর্গের শেষে সমাপ্তি বাক্য (পুষ্পিকা) একই প্রকারের দৃষ্ট হয়, শ্রীগোপালচম্পূরও তেমনি প্রত্যেক পূরণের শেষে একটী করিয়া সমাপ্তবাক্য আছে। তাহাও আবার পূর্ব্বচম্পূর ৩য় পূরণ হইতে। কারণ ২য় পূরণে গোলোকবিলাসরূপ নিত্যলীলা বর্ণন। তাহা প্রকট লীলায় নহে। ঐ সমাপ্তি বাক্য কথকের মুখে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২টী দেখান গেল।

মধুকণ্ঠঃ প্রাহস্ম

১। ব্রজেন্দ্র! সোঽয়ং পুত্রস্তেসদঃ সাদ্ভুত শম্প্রদঃ।
জন্মমাত্রাজ্জনশ্রেণ্যা নন্দনশ্রেণি জন্মদঃ॥

(পূর্ব্ব ৩।১২৪)

ইহার পর পদ্য দ্বারা পূরণ সমাপ্তি যথা—

"ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু কৃত পূরণব্রজবর্ত্তিষু শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পন্নয়ং নাম তৃতীয়ং পূরণং।"

নৈষধের সমাপ্তি বাক্যেই সবিশেষ। ইহার সমাপ্তিতে বাক্যের পরও ২।৪ কথা স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়। এবং শেষের "ইতি শ্রীগোপালচম্পূঃ" বলিয়া যে অংশ লিখিত হইয়াছে তাহাতেও অনুপ্রাসের গৌরব দ্বারা পূরণের মূল তথ্য দেখান হইয়াছে। পদ্যময় সমাপ্তি বাক্যটী কেবল পূরাণোক্ত লীলার সংক্ষেপ মাত্র। ৪র্থ পূরণের শেষ পদ্য যথা—সমাপয়ং শ্চোবাচ।

২। "ঈদৃশ স্তনয়োজাত স্তব গোষ্ঠ ক্ষিতীশয়।
লক্ষীলক্ষান্বিতং কুর্ব্বন্ গোষ্ঠং নিন্যে বিলক্ষতাং॥"

(পূর্ব্ব ৪।৫৬)

এইটী নন্দোৎসবের শেষ কথা। কৃষ্ণজন্মে ব্রজমণ্ডল সর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাই ঐ পদ্যে উক্ত হইল। কথক কোথাও নন্দরাজকে, কোথাও ব্রজেশ্বরী যশোদাকে, কোথাও শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া ঐ সমাপ্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহা গ্রন্থের নব বৈচিত্রী।

গ্রন্থনাম ব্যাখ্যা।

"গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে" গদ্য ও পদ্য যুক্ত কাব্যকে "চম্পূ" কহে। শ্রীগোপালস্য গোলোকপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাপূর্ণা বা লীলাত্মিকা চম্পূঃ—শ্রীগোপালচম্পূঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ।" এই গ্রন্থের রচনার প্রারম্ভে কাদম্বরীর রচনার ভাবানুসরণ দৃষ্ট হয়। লীলাতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধামতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলিতেও অনুপ্রাসের দিকে গ্রন্থকারের অধিক লক্ষ্য থাকায় ঠিক কাদম্বরীর মত হইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে অসংখ্য ছন্দ ও অলঙ্কার থাকিলেও অনুপ্রাসের সংখ্যা অত্যধিক। তাহাও ২।১টী ভূমিকাতে, শব্দতত্ত্বে দেখান হইল। পাঠক, গ্রন্থ পাঠকালে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই চম্পূ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের সমগ্র লীলা অর্থাৎ ব্রজলীলা মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত আছে। কবিকর্ণপুর কৃত আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূতে কেবল ব্রজলীলা বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থ গোপালচম্পূ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, প্রায় একচতুর্থাংশ হইবে।

গোপালচম্পূতে একাধারে কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়া শ্রীজীবগোস্বামী জগতের এক অপূর্ব্ব মহোপকার করিয়াছেন। কত শত মহা চিন্তাশীল যে সকল লীলাতত্ত্ব লইয়া সুসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, এই চম্পূতে তৎসমুদয় বিস্তৃত ও সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন সুকবিতা, ছন্দ, অলঙ্কার ও বোধ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে লীলা, ধাম ও ভগবত্তত্ত্ব লইয়া তেমনি দার্শনিকতা। ধন্য শ্রীজীবগোস্বামী। এই এক চম্পূ গ্রন্থই তাঁহাকে জগতে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন।

এই গ্রন্থে যে সকল কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সমাসবিন্যাস ও অধিকাংশ দুরূহ শব্দের প্রয়োগ বশতঃ এই গ্রন্থের রচনাকে গৌড়ীরীতি বলা যাইতে পারে।

"সমাস বহুল গৌড়ী" এই কথা ইহার বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির যদিও ইহাতে অভাব নাই, তথাপি তাহা প্রধান নহে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের কথা ও কথকের এমন বৈচিত্রী করিয়াছেন, যাহার শ্রবণে কল্পনা-কাব্য কাদম্বরীকেও পরাস্ত করিয়াছে। এই গ্রন্থে কাদম্বরী, উত্তর রামচরিত, নৈষধচরিত, মাঘ, রঘুবংশাদি প্রাচীন কাব্যের এবং শ্রীরূপের অনেক গ্রন্থের রচনার অনুসরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল লীলা হইয়া গিয়াছে তাহাই গোলোকের রাজভবনের দ্বারদেশে কৃষ্ণের আত্মীয়গণকে শ্রোতা করিয়া কথকের মুখে বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অসংখ্য লীলা মধ্যে মিলনের পূর্ব্ব ঘটনা অর্থাৎ সংযোগ, বিরহ ও পুনর্মিলন বড়ই সুন্দর।

প্রত্যেক লীলা বিপুল ভাবে বর্ণন করিয়া প্রত্যেক পূরণের শেষে বা ঘটনার শেষে বন্দীদিগের মুখে সেই সেই লীলা সংক্ষেপে স্তুতিছলে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের মর্ম্ম সংক্ষেপে বুঝিবার এক উপায়; অথচ, বন্দিবাক্যে গায়কের ও লীলার গৌরবও প্রকাশ পাইয়াছে।

স্থল বিশেষে এক এক পূরণে কখন কখন ২।৩।৪ বারও কথা সমাপন করিয়াছেন। "সমাপন মাহস" এই কথা বারবার দৃষ্ট হয়। একই পুরণে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি আছে, এজন্য ঐরূপ ব্যবহার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূটী সম্যক্ প্রচলিত সিদ্ধান্তে এবং উত্তর চম্পূটী অপ্রচলিত সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। সুবৃহৎ ৩৭ পূরণে পুরলীলা ও ব্রজলীলার এক

মহতী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যেও আবার ২৯ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক কথার বাহুল্য দৃষ্ট হয়—যথা ২৯ ভাবি ব্রজাগমন সূচনা ৩০ ব্রজাগমন। ৩১—রাধা বাধা সমাধান। ৩২—বিবাহের উদ্‌যোগ। ৩৩—অধিবাস। ৩৪—অলঙ্কার (এইটী এক মহা কৌতূহলপূর্ণ)। ৩৫ গোষ্ঠ মধ্যে বিবাহ। ৩৬ বাসর মিলন (ব্যতিষঙ্গ) ও রাম। ৩৭ সর্ব্বসুখপূর্ণ নিত্য গোলোকে প্রবেশ।

পূর্ব্ব চম্পুর ৩৩ পূরণের দ্বারা উত্তরচম্পূর সঙ্ক্ষেপ মর্ম্ম সমস্তই নারদের মুখ দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন গ্রন্থকার পূর্ব্বচম্পূ লিখিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়া বিশেষ কারণে আবার উত্তরচম্পূ আরম্ভ করেন। পূর্ব্বচম্পূর শেষে সময় তারিখ নিজকথা দেখিয়া এবং ৩৩ পূরণের বর্ণনা দৃষ্টে আমি ঐ অনুমান করিতে অবসর পাইয়াছি। ৩৩ পূরণে অনেক স্থলে "কথ্যতাং" (বল) ইহার উত্তরে "কথয়িষ্যামি, করিষ্যামি, মার্জ্জয়িষ্যামি" ইত্যাদি বহুতর ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

পুরলীলা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন, তথায় কৃষ্ণের ২ মাস (অন্যের পক্ষে বহুদিন) অবস্থান, বিবাহ, গোলোক প্রবেশ। এইগুলি পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট বর্ণিত থাকিলেও ভাগবতে সুস্পষ্ট নাই, আভাস মাত্র আছে, তাহা পৃথক্ ভূমিকাতে লিখিত হইল। অথচ ঐ গুলি বর্ণন করিতে গ্রন্থকারের অত্যন্ত আগ্রহ লক্ষ্য হইয়া থাকে। যাহারা কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণ ভিন্ন কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ বিরহ-দুঃখে মগ্ন করা কৃষ্ণের কথনই উচিত হয় না। তত্ত্বতঃ "কৃষ্ণ সর্ব্বদা ব্রজে" এ সিদ্ধান্তে তাঁহারা যোগমায়ার প্রভাবে হতজ্ঞান। অথচ ভারহরণ কার্য্যও অবশ্য কর্ত্তব্য এবং নন্দসুতের অংশ যে বাসুদেব তিনি ঐজন্যই কৃষ্ণদেহে মিলিত হইয়াছেন, সেই ভূভার হরণও ফেলিয়া রাখিবার নহে, এজন্য তাহা করিতে হইল। এমত অবস্থায় ইহা বহিরঙ্গ ব্যাপার। অন্তর্গত ভাব হইল সুদূর প্রবাস না হইলে সমৃদ্ধিমান্ মিলন হয় না। তথাপি কৃষ্ণ দূরে গিয়া দেখিলেন, ব্রজবাসীরা আমা ব্যতীত হয়ত গতাসু হইতেও পারেন, এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সন্তর্পিত করা প্রয়োজন। তাই বলিলেন "শীঘ্র আসিব চিন্তা নাই" সুহৃদ্‌গণের হিতকার্য্য শত্রুনাশ শেষ করিয়া তোমরা জ্ঞাতি তোমাদিগকে দেখিতে অতি সত্বর আসিব। ইহাতেও চলে না, তাই প্রথমে উদ্ধবকে দিয়া তত্ত্বজ্ঞান

শিক্ষা দিলেন, বলরামকে পাঠাইয়া কতক প্রবোধ দিলেন, তাহাতেও মন মানে না, এজন্য দৈনিক দূত প্রেরণের ব্যবস্থাও করিলেন। তাহাও সহজ নহে ক্ষণে ক্ষণে যোড়া যোড়া দূত আসিয়া খবর দিতেছে, আর ২ জন পথে আসিতেছে, আর ২ জন দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিতেছে। ইত্যাদি। সেই দূতও শতযোজনগামী অশ্বারোহী। তাহা দ্বারা জনক জননী ও বয়স্যদের প্রেরিত কত আহার্য্য দ্রব্য লাভ করিতেছেন।

এইরূপে গ্রন্থকার যে গ্রন্থ রচনার প্রণালী করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য। পণ্ডিত, ভাবুক, রসিক, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি সকলেরই ইহাতে হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়।

শ্রীচম্পূ গ্রন্থের ভূমিকাতে নানাবিধ সিদ্ধান্তের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে সহজে কাহারও দেখিতে ইচ্ছা হইলে তাহা মুল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দেখিতে পারিবেন। এজন্য অধিকাংশ বিষয়ের জন্যই গ্রন্থের পূরণ শ্লোক প্রভৃতির পরিচয় অঙ্ক দ্বারা বন্ধনী মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের অঙ্ক কোথাও ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বৃহৎ গ্রন্থের কোথাও বা বঙ্গবাসীর ভাগবতের দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ ষট্ সন্দর্ভ ৺শ্যামলাল প্রভু কলিকাতায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, অন্য সম্পূর্ণ দেখা যায় না, এজন্য উহার প্রকরণ বাক্য ও পৃষ্ঠাঙ্ক দুই-ই দেওয়া হইয়াছে।

ভূমিকার সূচনা অধিক না করিয়া লেখ্য বিষয়ে মনোযোগ করা গেল। অনেক পাঠক কেবল ভূমিকা পাঠে গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহাদিগকে বলা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ-মহাসাগর, ক্ষুদ্র ভূমিকারূপ কূপে তাহার কিছুই সম্ভবে না। তবে ভূমিকা লেখা বর্ত্তমান যুগের একটী প্রথা ও ভূমিকাতে গ্রন্থের লিখিত বিষয়ের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে ভূমিকা লিখিত হইল। ভূমিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাগ্রন্থে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইত্যলং বিস্তরেণেতি।

বিনীত—

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ।

২। শ্রীজীবগোস্বামীর জীবনী।

মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীপাদের পবিত্র জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বতন বংশের পরিচয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করা গেল।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জর-রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য দক্ষিণবাসিনঃ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্কান্দবচন)

স্কন্দ পুরাণের মতে ব্রাহ্মণের দুই ভাগ। পঞ্চ গৌড়ীয় ও পঞ্চ দ্রাবিড়ীয়। সারস্বৎ, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল, মৈথিল, ইহারা বিন্ধ পর্ব্বতের উত্তর ভাগে বাস করেন; এবং পঞ্চ গৌড় আখ্যাপ্রাপ্ত হন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজ্‌রাট্, অন্ধ্র ও দ্রাবিড় দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ দ্রাবিড় নাম ধারণ করেন। শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত পঞ্চ দ্রাবিড়ীর অন্তর্গত কর্ণাট শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দের বৈষ্ণব তোষণী টীকার শেষে তাঁহাদিগের যে নিজ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। যথা—

১০০৩ শাকে কর্ণাটদেশে শ্রী সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় একজন মহামহিমান্বিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি ১১ বৎসর রাজ্য করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ কর্ণাট দেশের অধীশ্বর হন। এই অনিরুদ্ধের দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত রূপেশ্বর, ইনি প্রবল পরাক্রমে উত্তর দিক্ জয় করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত হরিহর। যখন অনিরুদ্ধের প্রবল প্রতাপ সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়-বাদসাহ (যিনি প্রজামণ্ডলীর দ্বারা "সুখেশ্বর" এই নামে অবিহিত হইয়াছিলেন) দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা করেন। ১৩০৮ শাকে অনিরুদ্ধের লোকান্তর হইলে তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর, রাজ্য লাভের বাসনায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম উপস্থিত করেন, তাহাতে হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্য লাভ করেন এবং "শ্রীমান্ হরিহর" এই নাম প্রাপ্ত হন্, বলা আবশ্যক যে কর্ণাটদেশীয় রাজগণ অনেকেই "শ্রীমান্" নামে অভিহিত হইতেন। রূপেশ্বর অনুজ

কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ৮জন অশ্বারোহী সৈন্য ও কিঞ্চিৎ মূল্যবান্ বিষয় সহিত রামকেলী নামে পূর্ব্ব পরিচিত ও পিতৃ মিত্র গৌড়-বাদসাহের আশ্রিত হন (ক) পরিবার ও জ্যেষ্ঠ পুত্র পদ্মনাভ সঙ্গেই ছিল। এই পদ্মনাভ ১৩৩৮ শাকে জন্ম গ্রহণ করেন। রূপেশ্বর নিজ গুণে বাদসাহের মন্ত্রী হইলেন এবং ১৩৫৫ শাকে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর তৎপুত্র পদ্মনাভ বাদসাহের অনুগ্রহে পিতৃপদে স্থাপিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ১৩৭৭ শাকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া যবন ভয়ে বাদসাহের অধীন গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবহট্ট গ্রামে বাস করতঃ শেষ জীবন হরির অর্চ্চনায় অতিবাহিত করেন। এই নবহট্টগ্রাম বর্ত্তমান হুগলী নগরের পূর্ব্বপারে অবস্থিত এবং নৈহাটী নামে বিখ্যাত।

পদ্মনাভের ১৮টী কন্যা ও ৫ পুত্র হয়। প্রথম পুরুষোত্তম, ২। জগন্নাথ, ৩। নারায়ণ, ৪। মুরারি, ৫। মুকুন্দ, ইনি ১৩৭৭ শাকে বাদসাহের মন্ত্রী হন এবং ১৪০৫ শাকে দেহান্তর প্রাপ্ত হন। এই মুকুন্দের পুত্র কুমার জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদ করিয়া নৈহাটী ত্যাগ করতঃ যশোহর জেলার "চন্দ্র দ্বীপে" ফতোয়াবাদ গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই ফতোয়াবাদ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত, চন্দ্রদ্বীপ আবার বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এখন ইহাকে "বাখরগঞ্জ" বলা হয়। যাহা হৌক এই কুমারের অনেকগুলি পুত্র হয়। তন্মধ্যে ৩টী সর্ব্বপ্রধান। অর্থাৎ তৃতীয় সনাতন, ৪র্থ রূপ, ৫ম বল্লভ। জ্যেষ্ঠ সনাতন ১৩৭৮ শাকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪০১ শাকে বাদসাহের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন ও রামকেলীতে সস্ত্রীক বাস করেন। কনিষ্ঠ বল্লভকে বিশেষ গুণবান্ দেখিয়া শ্রীমান্ মহাপ্রভু তাঁহার অনুপম নাম রাখেন (খ) সনাতন আদি তিন

(ক) রামকেলী মালদহ জেলার অন্তর্গত ৭০০ অথবা ৮০০ খৃষ্টাব্দে "ভোজগৌড়" নামা নরপতির স্থাপিত বলিয়া গৌড় নাম হয়। গুড় নির্ম্মিত সুরাকে গৌড়ী সুরা কহে। তদ্দ্বারা যে সকল তান্ত্রিক শক্তি পূজা করিতেন তাহারা গৌড়। তাহাদের দেশ বলিয়া গৌড় দেশ। এইরূপ ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে গৌড় বলিলে বর্ত্তমান বাঙ্গলা বিহারের অধিকাংশই বুঝাইত, যাহা হৌক এই মালদহের রামকেলী সেকালে বঙ্গের রাজধানী ছিল। বল্লাল পুত্র লক্ষ্ণণ সেন ইহার লক্ষ্ণণাবতী নাম রাখেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মহামারিতে এই নগর জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়, ইহার ধ্বংসাবশেষে মুর্শিদাবাদ নগর প্রস্তুত হয়। অদ্যাপি গৌড়ে প্রাচীন ভগ্নচিহ্ন জাজ্বল্যমান।

(খ) গৌড়ের গঙ্গাতীরে ইহার গঙ্গালাভ হয় ভক্তি রত্নাকর। ৪৭ পৃঃ।

ভ্রাতা কর্ণাটের আদি রাজ-জগদ্‌গুরু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাহা নিম্ন লিখিত ধারানুসারে বুঝিতে হইবে। যথা—

সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু ১।

অনিরুদ্ধদেব ২

রূপেশ্বর ৩   হরিহর

পদ্মনাভ ৪

পুরুসোত্তম,   জগন্নাথ,   নারায়ণ,   মুরারি,   মুকুন্দ ৫

কুমার ৬

সনাতন,   রূপ,   বল্লভ,

শ্রীজীবগোস্বামী। ৮

এই ধারানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুল পুরুষ জগদ্‌গুরু হইতে শ্রীজীব-গোস্বামী অধস্তন অষ্টম পুরুষ। সনাতন আদি তিন ভ্রাতা প্রথমতঃ নবহট্ট গ্রামে পিতৃভবনে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাঁহাদিগের অধ্যাপকের নাম সর্ব্বানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ভট্টাচার্য্য, ও বাণী-নাথ ভট্টাচার্য্য।

সনাতন ও রূপ অকৃতদার। কেবল বল্লভের বিবাহ হইয়াছিল। এই বল্লভের পুত্রই শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীসনাতন ও রূপ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রজবাসী হইলে শ্রীজীব মাতার নিকট পিতৃব্যগণের পরিচয় প্রাপ্ত হন। সেই পরিচয় পাইয়া বৈরাগ্যবেশ ধারণ করেন। তাহা পরে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে জীবের পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীজীবস্য পদারবিন্দ মতুলং বন্দামহে সর্ব্বদা ;
বাঞ্ছাকল্পতরোঃ কৃপার্দ্র মনসো দীনৈকবন্ধোঃ প্রভোঃ ।।
শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাঙ্ঘ্রিকমলে ভৃঙ্গায় মানাত্মনো,
যেন শ্রীভগবন্মহত্ত্ব বিততেঃ সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃতঃ ॥

শ্রীজীব গোস্বামির সিদ্ধনাম বিলাসমঞ্জুরী। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন লীলাতে শ্রীরাধার যূথ মধ্যে ইনি বিলাসমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন। এক্ষণে গৌরলীলাতে তাঁহার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

শ্রীজীবগোস্বামির জন্মের কাল নির্ণয় সূক্ষ্মরূপে কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া ১৪৫৫ শাকে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কেহবা ১৩৮৭ শাকেও জন্মকাল বর্ণন করেন। উক্ত শাকে পৌষ মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় (মতান্তরে জ্যৈষ্ঠমাসেও) জন্মকাল ব্যাখ্যা করেন।

রূপসনাতন অনিচ্ছাসত্ত্বে বাদসার ভয়ে চাকুরী স্বীকার করেন। বাদসা তাহাদিগকে পৃথক্ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। পূর্ব্বে ভূমি দান প্রথা ছিল। বেতনের টাকা কেহ লইত না। এজন্য রূপসনাতন দেশস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়-স্বজনকে গৌড়ে আনিয়া বাস করান। ভট্টবাটী গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। (ভক্তিরত্নাকর ১।৪২, ৪৩ পৃঃ)

পূর্ব্বলিখিত ক্রম ধরিলে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ, ফতোয়াবাদ এবং রামকেলী এই তিনটী স্থানকে শ্রীজীবের বাসস্থলী বলা যায়। উক্ত তিন স্থানের মধ্যে রামকেলীই তাঁহার বাল্য-লীলার নিকেতন। কারণ যৎকালে শ্রীজীবের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গৌড়ের অধিপতি বাদসাহ হুশেন সাহের মন্ত্রিত্ব করেন, তৎকালে শ্রীজীব বালক। এই বাল্যকালেই শ্রীজীব মাতৃহীন হন। মাতৃহীন শ্রীজীব যখন রামকেলীতে শ্রীরূপসনাতন ও পিতা শ্রীবল্লভ দ্বারা লালিত পালিত, তৎকালে ভগবান্ মহাপ্রভু একবার রামকেলীতে পদার্পণ করেন। মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনেই শ্রীজীবের দেহে তিনি শক্তি সঞ্চার করেন। এইজন্য বালক হইয়াও শ্রীজীব যে সকল প্রেম-বৈভব প্রকট করিতেন, তাহা দেখিয়া লোক সকল তাঁহার দেব-অংশে জন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কখনও হাস্য, কখন রোদন, কখনও গড়াগড়ি, কখনও নৃত্য করিতেন। যাহা হৌক মহাপ্রভু রামকেলী হইতে নীলাচল যাত্রা করিলেই শ্রীরূপ-সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগের জন্য উপায় চিন্তা করেন এবং আত্মীয় লোকজনকে ফতোয়াবাদে ও চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ ও বল্লভ এই সকল লোক ও দ্রব্যাদি নৌকাযোগে লইয়া গেলেন। শ্রীরূপ ও বল্লভ ধন-সামগ্রী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দরিদ্র ও জ্ঞাতি কুটুম্বকে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ

পূর্ব্বক রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে গিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া দুই ভ্রাতাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। এদিকে সনাতন ও বাদশাহ দাক্ষিণাত্যে শত্রু জয় করিতে গমন করিলে নিশা-যোগে পলায়ন করতঃ ক্রমে ক্রমে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরের বাটীতে মহাপ্রভুর দর্শন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। আবার মহাপ্রভুও নীলাচলে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বৃন্দাবন হইতে রূপ ও বল্লভ গৌড়দেশের পথ দিয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। গৌড়ের গঙ্গাতীরে আসিলে বল্লভের গঙ্গা লাভ হইল। রূপ, নীলাচল গিয়া সগণ গৌরাঙ্গ দর্শনান্তে পুনশ্চ গৌড়ীয় পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এই সময়ে রামকেলীতে যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, তাহার সমস্তই দান করত বৃন্দাবন গমন করিলেন। এই সময়ে শ্রীজীব গৌড়ে ও রামকেলীতে বাস করিতে ছিলেন। পরে জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের আকর্ষণে তিনিও বৃন্দাবন গমনে উদ্যত হইলেন। পূর্ব্বে মাতৃবিরহ, তৎপরে পিতৃবিরহ, তৎপরে জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের বৃন্দাবন গমন। সুতরাং শ্রীজীব আর কি লইয়া গৌড়ে থাকি-বেন। তাহার মনে কিছুই আর ভাল লাগিল না। এই ভীষণ শোকের সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই প্রাণের সম্বল বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। এই স্থৈর্য্যই তাঁহার জীবনের উন্নতির মূল। ইতঃপূর্ব্বে ইঁহার বাল্য-জীবনেও ভক্তি-চিহ্ন সকল জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব মূর্ত্তি ভিন্ন খেলা করিতেন না, শয়ন কালেও কৃষ্ণ-বলদেব মূর্ত্তিকে বক্ষে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। যাহা হউক মাতার নিকট পিতৃব্যদ্বয়ের বৈরাগ্য বেশ শুনিয়া সেই বেশ ধারণ করিলেও নিজ হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুল কৃপা, শ্রীজীব বৃন্দাবন যাত্রা মনে স্থির করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। দয়াময় শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে নবদ্বীপের দ্রষ্টব্য গুলি দেখাইয়া দিলেন। কিয়দ্দিন নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে কাশী যাত্রা করিলেন। তথায় সার্ব্বভৌমশিষ্য শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ও অপর কতিপয় প্রধান অধ্যাপকের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ নিরুক্ত মহাভাষ্য,জ্যোতিষ শিক্ষাকল্প,পুরাণ ও ষড়্দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। নবীন-যুবা শ্রীজীবের বুদ্ধির প্রখরতা দর্শনে তদানীন্তন কাশীবাসী বুধমণ্ডলী চমকিত হইয়াছিলেন। কাশীতে সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া আকুল-প্রাণে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠতাত দ্বয়ের নিকট সস্নেহে পালিত ও শ্রীমদ্ভাগবত ও

অপর ভক্তি শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরূপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীজীবের প্রতিভায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইল। ইহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিতে কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন। কথিত আছে—রূপনারায়ণ ও বল্লভভট্ট প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিত ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

একদা বল্লভভট্ট ও রূপনারায়ণ নামে ২ জন পণ্ডিত সমস্ত দিক্ জয় করিয়া ব্রজে পরপর ভাবে শ্রীজীবের সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হন। এই সময়ে বৃক্ষতল বাসী কন্থাধারী নিরভিমান শ্রীরূপ বিনা বিচারে তাঁহাকে জয়-পত্রী প্রদান করিয়া যমুনা স্নানে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা শ্রীজীব শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ গুরুর অপমান ভাবিয়া উক্ত বল্লভের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়-পত্রী কাড়িয়া লয়েন। এই বল্লভই বল্লভী শাখার সৃষ্টি-কর্ত্তা। এদিকে যমুনা স্নান হইতে আসিয়া শ্রীরূপ শুনিলেন যে, শ্রীজীব মহা-পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়াছে, সুতরাং অমানি-মানদ-ব্রতধারী শ্রীরূপ মহাক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীজীবকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, দৈন্যব্রত উদাসীন হইয়া একজন মহাপণ্ডিতকে জয় করা উচিত হয় নাই।" শ্রীজীব গুরুর আজ্ঞা পালনার্থে দূর বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পর শ্রীপাদ সনাতন শ্রীগুরুর নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা অবগত হইলেন ও শ্রীজীবকে বন হইতে আনয়ন করিলেন। উভয়ের মনোমালিন্য মিটাইয়া দিলেন। শ্রীজীব ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত গম্ভীর হইলেন। জিগীষা বৃত্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ অতি বৃদ্ধ হইলে শ্রীজীবই ব্রজ-মণ্ডলে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সেবায় মনোযোগ করিলেন। কথিত আছে, শ্রীজীব শ্রীরূপগোস্বামীর নিকটেই অধিকাংশ ভক্তি-শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং দীক্ষামন্ত্রও গ্রহণ করেন। (ক)। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে দেখিতে পাইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী স্বপ্নযোগে এক মূর্ত্তি দর্শন পাইয়া তদ-স্বরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত শ্রীজীবকে অর্চ্চনা করিতে প্রদান করেন। এই

(ক) শ্রীরূপের শিষ্য হন শ্রীজীবগোসাঞি।

শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্র শিষ্য হন।

(প্রেমবিলাস)

মূর্ত্তিই শ্রীজীবের প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর। শ্রীজীব বিগ্রহ সেবাকার্য্যে আসক্ত হইলেন। তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" এই মহাবাক্য শ্রীপাদগোস্বামিগণই প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন ও জগৎকে প্রতিপালন করিতে আদেশ করিয়াছেন। বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকন্থা সম্বল এবং অসীম দৈন্যের খনি হইলেও শ্রীজীব সর্ব্বজন বন্দনীয় ও সর্ব্ব বুধমণ্ডলীর আরাধ্য দেবতা। বিদ্যাবল, ভক্তিবল ও ধর্ম্মবলে তাঁহার ন্যায় কোনও মহাত্মা জন্মিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। একাধারে অসীম গুণ আমরা একমাত্র শ্রীজীবেই দেখিতে পাই। অধিক বলা প্রয়োজন নাই একমাত্র হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থ দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তিনি কত উচ্চ অঙ্গের শাব্দিক ও দার্শনিক ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পর এক শ্রীজীব ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই ইহার মূল পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু। তাঁহার নাম এই শ্রীজীব দ্বারাই সার্থক হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র শ্রীজীব। দৈবকীনন্দন সত্যই বলিয়াছেন।

"শ্রীজীব গোসাঞি বন্দ সভার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যেঁই রাখিল ভক্তি তত্ত্ব॥"

(বৈষ্ণব বন্দনা)

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব এই গোস্বামিত্রয়ের গ্রন্থাদি দর্শনে আমার মনে হয় যে শ্রীসনাতন ও রূপ শ্রীজীবের গুরু হইলেও তিন জনের তিন বিষয়ে শক্তি-সামর্থ্য প্রবল ছিল। এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কোনও এক বিষয়েই লোকের প্রখরতা দৃষ্ট হয়। তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রীসনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনাকাণ্ডে শ্রীরূপ সুমধুর কবিত্বপূর্ণ লীলা বর্ণনে এবং শ্রীজীব দার্শনিক পাণ্ডিত্যে সমধিক প্রখরতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব পাণ্ডিত্যের খনি ও মহামহোপাধ্যায় মনীষী হইলেও আপনাকে রূপ ও সনাতনের পাদসেবী কিঙ্কর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয়কে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন। "কৃষ্ণদাস অধিকারী" নামে জীবের এক জন শিষ্য ছিলেন। ১৪১৬ শাকে সনাতনগোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বৃহৎতোষণী

নামে টীকা লিখিয়া শেষ করেন। ১৫০৪ শাকে জীব সনাতনের আজ্ঞায় বৃহৎতোষণীকে সংক্ষেপ করিয়া "লঘুতোষণী" নাম প্রদান করেন। জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত অংশের "ক্রমসন্দর্ভ" নামে একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। রূপ ও সনাতনগোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পরও জীবগোস্বামী অনেক দিন বর্ত্তমান ছিলেন, এবং শ্রীনিবাস, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দপ্রভৃতি অনেক ছাত্রকে বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করান। (১)

রূপ সনাতনের অপ্রকট হইলে, জীবগোস্বামী গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, ও রাধাদামোদর এই ৪ সেবা চালাইতেন। শেষে একাকী চারি সেবা চালাইতে অসক্ত হইয়া কৃষ্ণদাস নামক ভক্তকে গোবিন্দদেবের এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মদনমোহনের সেবাভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শেষ কালে গোসাঞি দাস পূজারীকে মদনমোহনের ভারার্পণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে,—

"প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
গোসাঞি দাস পূজারী গলে আজ্ঞামালা দিল।"

এই সময়ে গোসাঞি দাস কেবল পূজারী ছিলেন, শেষে তাঁহাকে সর্ব্বসত্ব প্রদান করেন। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবসানে ঠাকুর রামাইর উপরি সেবাভার অর্পিত হইয়াছিল।

যাহা হউক শ্রীজীব এইরূপে কিছুকাল রূপ সনাতনের অনুচর হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন। এবং নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পিতৃব্যদ্বয়ের অন্তর্দ্ধানের পর জীব বড়ই মনোদুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্যই এই সময়ে গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় অমূল্য রত্নত্রয় লাভ করিয়া সে দুঃখ দূর হইল। এবং তাঁহাদিগকে ভক্তিশিক্ষা ও ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যাহা হৌক ইহারাও শ্রীজীবের ন্যায় জগন্মান্য গুরু লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট নরোত্তমদাস "ঠাকুর মহাশয়" শ্রীনিবাসঠাকুর "আচার্য্য" এবং দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ "প্রভু" উপাধিলাভ করিয়া গৌড়দেশে প্রত্যাগত হন।

---

(১) ভক্তমাল ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য।

ইহার অনেক দিন পরেও জীবগোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসাদির সংস্কৃত ভাষায় পত্র লেখালেখি চলিত। ঐ সমস্ত সংস্কৃত পত্র ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস, শ্রীজীবের কৃপাপাত্র ও ছাত্র হইলেও শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে সম্মান করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। যাহা হউক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে (১৫০৪ শকাব্দে হস্ত লিপির মতে ১৫৪০ শাকে) পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়াতে মতান্তরে আশ্বিনী শুক্লতৃতীয়াতে ৮৫ বৎসর বয়সে জীবগোস্বামী অপ্রকট হয়েন। বৃন্দাবনের লোচনকুঞ্জে শ্রীজীবের সমাধি বর্ত্তমান আছে। শ্রীজীবগোস্বামির গৃহস্থিতি ২০ বৎসর, বৃন্দাবনস্থিতি ৬৫ বৎসর। ভক্তমাল গ্রন্থে গদাধর ভট্টনামক কোন এক ব্যক্তির সহিত জীবের মিলন কাহিনী অতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এই গদাধরের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

জীবগোস্বামী, যে সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ভক্তিরত্নাকর ৫৯,৬০ পৃঃ)

১। হরিনামামৃতব্যাকরণ।
২। উক্ত গ্রন্থের সূত্রমালিকা।
৩। ধাতুসংগ্রহ।
৪। কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা।
৫। গোবিন্দবিরুদাবলী।
৬। রসামৃতসিন্ধুর শেষ।
৭। মাধব-মহোৎসব (মহাকাব্য)।
৮। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ।
(গোপালচম্পূর সারসংগ্রহ)।
৯। ভাবার্থসূচকচম্পূ।
১০। গোপালতাপনীর টীকা।
১১। দিগ্‌দর্শিনী * (ব্রহ্মসংহিতার টীকা।)

* এই নাম লঘুভাগবতামৃতের টীকার ১৮ পৃঃ লেখা আছে। ১।১৪।

ব্রহ্মসংহিতা একশত অধ্যায় বিশিষ্ট। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। বৃন্দাবনে রঙ্গাচারী (শেঠের)

১২। রসামৃতসিন্ধুর টীকা দুর্গমসঙ্গমনী।

১৩। উজ্জ্বলনীলমণির টীকা লোচনরোচনী।

১৪। যোগসার স্তবের টীকা।

১৫। অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীর ভাষ্য।

১৬। পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।

১৭। এবং রাধার হস্ত ও পদ চিহ্ন।

১৮। গোপালচম্পূ (উত্তর ও পূর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত)।

১৯। তত্ত্বসন্দর্ভ।

২০। ভগবৎসন্দর্ভ।

২১। পরমাত্মসন্দর্ভ।

২২। কৃষ্ণসন্দর্ভ।

২৩। ভক্তিসন্দর্ভ।

২৪। প্রীতিসন্দর্ভ।

(ক) ২৫। সর্ব্বসম্বাদিনী।

মন্দিরে আছে। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে কেবল পঞ্চম অধ্যায় মাত্র আনয়ন করেন। জীবগোস্বামী কেবল তাহারই টীকা করেন। হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে ২৭৯ শ্লোকটী উক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের নহে। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্তো। এই শ্লোক প্রচলিত ব্রহ্মসংহিতায় নাই। যথা—

যন্নাম কীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি,
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং॥

ব্রহ্মসংহিতা যদিও খুব বৃহৎ গ্রন্থ তথাপি সমুহ বৈষ্ণব গ্রন্থে কেবল উক্ত ৫ম অধ্যায়ের বচনই উদ্ধৃত দেখা যায়। নিত্যলীলা গোলোক বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির প্রধান প্রমাণ। এই ব্রহ্মসংহিতা হইতেই শ্রীজীবগোস্বামী গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) রূপসনাতন কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ী জয়াপরাধবশতঃ যখন জীব দূর বনে বাস করেন, তৎকালে এই সর্ব্বসম্বাদিনী রচিত হয়, (প্রেমবিলাস ২৩ বিঃ) এই গ্রন্থে গুরু রূপ-সনাতনের নাম লেখেন নাই। মানসিক দুঃখই ইহার হেতু। ঐ অপরাধ মার্জ্জন হইলে ক্রমসন্দর্ভাদি রচিত হয়।

২৬। এবং সপ্তমসন্দর্ভ অর্থাৎ ক্রমসন্দর্ভ।

ছয় খানি সন্দর্ভকে একখানি ধরিলে সাকুল্যে ২৬ খানি, এবং লঘুতোষণীকে পৃথক্ ধরিলে ২২ খানি হয়।

অপিচ শ্রীরূপ কৃত স্তবমালাকে শ্রীজীব সংগ্রহ করেন তাহা লইয়া শ্রীজীবগোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থ ২২ খানি হয়। ষট্‌সন্দর্ভকেও "ভাগবতসন্দর্ভ" বলা যায়। কারণ উহা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা বিশেষ। এবং ষট্‌সন্দর্ভেরও প্রকৃত নাম ভাগবতসন্দর্ভ। যেহেতু উক্ত কয়টী সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রধান উপজীব্য করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত নিরূপণ পূর্ব্বক তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। এই খানিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রধান দর্শন বলা যাইতে পারে। কারণ এরূপ পাণ্ডিত্য আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। ইনি ষট্‌সন্দর্ভের গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন যে, মাধ্ব সম্প্রদায়ী প্রাচীন বৈষ্ণবগণ প্রথমতঃ সূত্ররূপে ইহার সিদ্ধান্তের মূল তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন। দাক্ষিণাত্য গোপালভট্ট তাহাকেই মীমাংসা দ্বারা বিস্তৃত করেন অথচ তাহা ক্রমবদ্ধ ছিল না, তৎপরে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ দেখিলেন যে, ইহার কোথাও ক্রম আছে, কোথাও নাই এবং কোথাও বা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া শ্রীজীবগোস্বামী উহা যথাক্রমে রচনা বিন্যাস পূর্ব্বক পরিপাটীরূপে (গ্রন্থাকারে) লিখিয়া রাখেন। এই বিষয়টী ষট্‌সন্দর্ভের প্রথমে ৪র্থ ও ৫ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। এই কারণে ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীপাদ গোপাল ভট্টেরও বলা যাইতে পারে। যাহা হৌক, এক্ষণে শেষ কথা বক্তব্য। পূর্ব্বে যে শ্রীনিবাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য; নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ, সনাতন, রূপ এবং জীবগোস্বামীর সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ গৌড় দেশে আনয়ন করেন। তাহা তাঁহাদের চরিতে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। যাহা হৌক, নরোত্তম এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ প্রভু এই তিন মহাত্মাই গোস্বামিত্রয়ের এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তিমত বঙ্গ ও উৎকল দেশে প্রচার করেন। হাটপত্তন নামক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় রূপকচ্ছলে ইহা বিশেষ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন।
তাহা যাই কৈল রূপ টাকশাল পত্তন॥

(ক) "কারুকর হইয়া রূপ অলঙ্কার কৈল"
"সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া"
"পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইল।
শ্রীজীবগোসাঞি তাহা গড়ন গড়িল॥"
"নরোত্তম ঠাকুর আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥"

এই রূপকের অর্থ পূর্ব্ব বিবরণেই বিবৃত হইয়াছে। সরলার্থ এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়া গোস্বামিগণকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন তাঁহারা সেই শক্তির বলে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীনিবাস ও নরোত্তম গৌড়দেশে সেই শাস্ত্র ও তদীয় মত প্রচার করিয়া দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর উজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত করিয়াছেন। শ্রীজীবের সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে শ্রীগোপালচম্পূ ব্যতীত আর বৃহৎ গ্রন্থ নাই। তাহার পৃথক্ পরিচয় আর দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পূর্ব্বভাগে ব্রজলীলা উত্তরভাগে পুরলীলা বর্ণিত আছে। এতাদৃশ দার্শনিক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার আদর্শ।

"স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
যশঃকীর্ত্তি বিহীনস্তু জীবন্নপি ন জীবতি॥"
"জীবতি সৎকবিভণিতিঃ।"

কালিদাস গিয়াছেন, অভিজ্ঞান শকুন্তল, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূতাদি অমৃতায়মান কাব্যমালা তাঁহাকে চিরজীবিত রাখিয়াছে। ভবভূতি শ্রীহর্ষাদি ভারতরত্ন কবিগণ গিয়াছেন, উত্তর রামচরিত নৈষধচরিত তাঁহাদিগকে চিরজীবিত করিয়াছে, যতকাল গুণের গৌরব থাকিবে, লিপিমালা বর্ত্তমান থাকিবে, তাঁহারা সুধীবৃন্দের কণ্ঠে কণ্ঠে শ্রবণে শ্রবণে বাস করিবেন। শ্রীজীবগোস্বামীপাদকে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইয়া এই শ্রেণীয় চিরজীবিত বলিয়া নিশ্চিন্ত নহি। আমরা ত একথা বলিবই, তাহার উপর বলিব শ্রীভগবান্ যেমন নিত্য অবিনশ্বর, তাঁহার পার্ষদবৃন্দাদিও সেই মত নিত্য অবিনশ্বর। তাহাদের আবির্ভাব আর তিরোভাব মাত্র।

(ক) কারিকর—অথবা কারিগর। পাঠান্তর

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ! তত্তুল্যগুণশালিনঃ॥"
(পাদ্ম, পাতালখণ্ড ৫২ অঃ)

আমাদের ভক্তিরাজ্যের সেনাপতি শ্রীজীবগোস্বামী দেহত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের দেহ অপ্রাকৃত। দয়া করিয়া প্রপঞ্চ গোচর হইয়া জীবশিক্ষা দিয়া জীব এক্ষণে নিত্য গোলোকে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীযশোদা-নন্দনের সর্ব্বাধিকপ্রিয়তমা শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী গণের বিলাসমঞ্জরীরূপে কান্তসেবায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। সাধনশীল বৈষ্ণব, প্রেমনেত্রে দেখ, দর্শন পাইবে। আমাদের সে শক্তি নাই, সেইজন্য বেদ বেদান্ত পুরাণ দর্শন সংহিতা জ্যোতিষ ব্যাকরণ ছন্দঃ অলঙ্কার কাব্যের মহাগুরু, পরপক্ষদমনে সেনানী কার্ত্তিকের ভক্তির চরম প্রেমভক্তি মন্দাকিনীর রাজহংস প্রগাঢ় জ্ঞানভক্তি সাগরের এক মাত্র আশ্রয় তরী শ্রীজীবের চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অসঙ্খ্য প্রণতি করিয়া তাঁহার পবিত্র জীবনগাথা এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই শেষ করিলাম। এই জীবনীতে কেবল জীবন ঘটনার স্থূলাংশ লিখিত হইল। গুণগৌরব ও গ্রন্থ সমালোচনা করা হইল না। তাহাতে একখানি পৃথক্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে তাহা সুধী পাঠকগণ স্বয়ং দেখিয়া লইবেন।

শ্রীজীবস্য পদারবিন্দযুগলং বন্দামহে সর্ব্বদা
বাঞ্ছাকল্পতরোঃ কৃপার্দ্রমনসো দীনৈকবন্ধোঃ প্রভোঃ।
শ্রীমদ্রূপসনাতনাঙ্ঘ্রিকমলে ভৃঙ্গায়মানাত্মনো
যেন শ্রীভগবন্মহত্ত্ববিহিতেঃ সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃতঃ॥

নমো নমঃ শ্রীজীবচরণেভ্যো নমঃ॥

প্রণত—
শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থ।

——

৩। টীকাকারের জীবনী।

শব্দার্থবোধিকা টীকার প্রণেতা

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয় ৺বীরচন্দ্রগোস্বামী প্রভুপাদের

সংক্ষিপ্ত চরিত্র।

জন্ম সন ১২১৬। ১লা বৈশাখ।

অপ্রকটক সন ১২৯৩। ১৭ই ভাদ্র।

(জীবনকাল—৭৬ বৎসর ৪ মাস ১৬ দিন ২॥ প্রহর।)

বর্দ্ধমান সহরের দ্বাদশ ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল লাইনের কর্ড লাইনের মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে মাড়ো নামে এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহুদিন হইতে শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামি-প্রভুগণ বাস করিয়া থাকেন। এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন ৺কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বগুণে ভূষিত। তাঁহার দুই বিবাহ। এক পত্নীর গর্ত্তজাত ৺রঘুনন্দন গোস্বামী ইহাঁর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর গ্রন্থ থাকিলেও একমাত্র সপ্তকাণ্ডাত্মক "রাম-রসায়ন" গ্রন্থই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে। অপর পত্নীর গর্ত্তজাত ৺বীরচন্দ্র গোস্বামী। ইনিই শ্রীগোপাল চম্পূর টীকাকার। ইহাঁর অপর গ্রন্থ অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল। যথা—১। চোদ্যহারিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বপক্ষ ভঞ্জন)। ২ সন্দেহভঞ্জিকা (ভাগবতের টীকা)। ৩ ভাবপ্রকাশিকা। ৪ মনোদূত (খণ্ডকাব্য)। ৫ কৃষ্ণলীলার্ণব (মহাকাব্য)। ৬ সদাচারদেশিকা। ৭ মাধুর্য্যকাদম্বিনী। ৮ গৌরলীলা-কথা। ৯ পরতত্ত্ব রত্নাকর (বেদান্ত)। ১০ সম্মতভূষিতা। ১১। ব্রজরমা-পরিণয় (বৃহৎ নাটক)। ১২ ভাবতরঙ্গিনী (দশম স্কন্দের পদ্যানুবাদ—এখানি অনেক দিন হইল কাশীপুর কড়িধার সেন বাবুরা মূল শ্লোক সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন)। ১৩ গদহারিসুধার্ণব (চিকিৎসা গ্রন্থ)। ১৪ জ্যোতিষরত্নাকর (জ্যোতিষ গ্রন্থ)। ১৫ ধাতুপদ্ধতি। ১৬ সূত্রার্থদীপিকা (ক্রতবোধ ব্যাকরণের টীকা)। ১৭ রসিকরঙ্গদা (শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত পদ্যাবলীর টীকা) এখানি ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮ গৌরলীলার্ণব (বাঙ্গালা ভাষায়। ১৯ পাষণ্ডমুদ্গর (বাঙ্গালা)। আমরা যে তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই প্রকাশ

করিলাম, শুনিয়াছি ৺বীরচন্দ্র প্রভুর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। উক্ত প্রভু বীরচন্দ্র ভগবন্নিত্যানন্দ প্রভু হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—(পূর্ব্ব নাম পিতা, পর নাম পুত্র)। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১। বীরভদ্র ২। গোপীজনবল্লভ ৩। রামগোবিন্দ ৪। রামেশ্বর ৫। নৃসিংহ দেব ৬। বলদেব ৭। কিশোরীমোহন ৮। বীরচন্দ্র ৯।

উল্লিখিত কিশোরীমোহন হইতে এই মাড় বংশের বিস্তার যথা—কিশোরীমোহনের ৭ পুত্র। সঙ্কর্ষণ ১। মধুসূদন ২। রঘুনন্দন ৩। রামমোহন ৪। নারায়ণ ৫। গোবিন্দ ৬। বীরচন্দ্র ৭।

১। সঙ্কর্ষণের বংশ—৺পরমানন্দ, ৺সুধাকৃষ্ণ, ৺যশোদানন্দন, শ্রীগৌরগোপাল।

২। মধুসূদনের বংশ—৺প্রাণবল্লভ, ৺গোপীবল্লভ (দুই ভ্রাতা)। প্রাণবল্লভের পুত্র শ্রীবিধুজীবন। গোপীবল্লভের পুত্র ৺পুলিনবিহারী। তৎপুত্র শ্রীললিতমোহন।

৩। ৺রঘুনন্দের দুই পুত্র মাধবানন্দ ও জয়গোপাল। মাধবানন্দের পুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র বিনোদবিহারী, তৎপুত্র শ্রীযুগলকিশোর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। জয়গোপালের পুত্র শ্রীব্রহ্মমোহন ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

৪। রামমোহনের পুত্র—শ্যামসুন্দর তৎপুত্র ৺দেবেন্দ্রনাথ, তৎপুত্র শ্রীব্রজদুলাল ও হৃষীকেশ।

৫। নারায়ণের পুত্র শ্রীবলভদ্র, তৎপুত্র শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী।

৬। গোবিন্দের পুত্র ৺বিষ্ণুচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীজানকীবল্লভ।

৭। বীরচন্দ্রের দুই পুত্র ৺হরিপ্রসন্ন ও শ্রীশ্রীগোপাল। ৺হরিপ্রসন্নের পুত্র শ্রীরেবতীরমণ ও শ্রীরাধারমণ। শ্রীশ্রীগোপালের পুত্র শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীগোপেন্দ্রমোহন।

উল্লখিত ধারার মধ্যে বর্ত্তমানকালে ৺বীরচন্দ্র নন্দন প্রভুপাদ শ্রীগোপাল গোস্বামীই বিখ্যাত পণ্ডিত। সমগ্র বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার প্রগাঢ় জ্ঞান। অধিক কি বর্ত্তমান গোস্বামিসম্প্রদায় মধ্যে ইহার সমকক্ষ বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিরল।

প্রভুপাদ ৺বীরচন্দ্রগোস্বামী মহোদয়ের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য বর্ত্তমান তৎপুত্র প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোপালগোস্বামী মহোদয়কে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে বিবরণী পাঠাইয়াছেন তাহাই অবিকল প্রকাশ করা গেল। উক্ত বিবরণীর সারোদ্ধার করিলেও চলিত, কিন্তু যাঁহার জীবনী, তাঁহার নিজ পুত্র যে ভাবে যে ভাষাতে লিখিয়াছেন, তাহাও স্থায়ী রাখা সঙ্গত, এজন্য তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল প্রকাশিত হইল। যথা—

"শ্রীহরিঃ। মাড়গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্রগোস্বামী প্রভুপাদের জীবন চরিত্র বর্ণন।

উক্ত প্রভুপাদের পরম পাবত্র ও পরম রমণীয় অথচ অতীবশোচনীয় জীবনচরিত্র রচনা বিষয়ে আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, কিন্তু তাদৃশ অপ্রাকৃত মহাজনের জীবন চরিত্র বর্ণনাবিষয়ে মাদৃশ প্রাকৃত জীবগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি হওয়া নিতান্তই অসম্ভব, যদি অজ্ঞানান্ধ ধ্বংসকারিণী তদীয়কৃপাদেবী অস্মদাদির দেহঘটে অনবচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূতা হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন তবেই আমরা অনায়াসে সকলে সফল মনোরথ হইব ইহার আর সন্দেহ নাই।

মহাত্মা বিদ্বদ্বৃন্দ বরিষ্ঠ বিগত ১৭৩১ শকাব্দে (সন ১২১৭) শ্রীশ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস বিবিধবিদ্যাবিতরণশীল শ্রীল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামি প্রভুর পুত্ররূপে বৈশাখ মাসের শুভবাসরে রাত্রি ৪৬ দণ্ড সময়ে জন্মগ্রহণ করেন,কিন্তু অতিদুঃখের বিষয় এই যে,ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃমুখ দর্শন করিতে পান নাই কারণ ইহাঁর জন্মের ৪ চারি মাস পূর্ব্বেই তিনি পাতাই হাটে (কাটোয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বে) ভাগীরথী নীরে দেহত্যাগ করেন। তৎকালে এই মহাত্মা ৬ মাস গর্ভগত, কেবল ইহার অগ্রজ শ্রীসঙ্কর্ষণ গোস্বামী ও শ্রীমধুসূদন গোস্বামী ও জগদ্বিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীরামমোহন গোস্বামী ও শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী এই ছয় জন বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পূর্ব ৩ জন ইহার বৈমাত্রেয় অপর ৩ জন স্বমাতৃগর্ভজাত। ইনি জন্মমাত্রেই অগ্রজগণের পরম প্রিয়তম হইয়াছিলেন, এবং অগ্রজগণ ১৭৩১ শকাব্দের আশ্বিন মাহায় বীরচন্দ্র এই নামকরণ অতি সমারোহে করিয়াছিলেন, পরে ১৭৩৬ শকাব্দে শুভদিনে অগ্রজগণের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গণেশ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইহাঁর বিদ্যারম্ভ করান, সেই অবধি উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মায় টীকা ব্যাকরণ

ও সাহিত্য ও ব্যাকরণোপযোগী গ্রন্থ সমুদায় ১৪ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে অধ্যাপনা করান, তাহাতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এমন কি বাল্যকালাবধি যে যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এতৎকাল পর্য্যন্ত আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল, এতৎকালাভ্যন্তরে নবম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই মহাত্মা বেদদীক্ষিত হইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বেদবিহিত বৈদিককার্য্য করণে অনবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়েন। পাঠকগণ অবশ্যই তাঁহাকে জ্ঞাত থাকিবে, যিনি শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন ও শ্রীরাধা-মাধবোদয় ও কৃষ্ণকেলীসুধার্ণব ও শ্রীগোবিন্দমহোদয় প্রভৃতি অসংখ্যাসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপুঞ্জ-পূজিত সুপণ্ডিতচয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামী তিনিই এই মহাত্মাকে তৎপরাবধি বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি ও ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি ও হরিভক্তিবিলাস ও গোবিন্দ-ভাষ্য ও পীঠকভাষ্য প্রভৃতি নানাগ্রন্থ ১৮ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যেই অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই শাস্ত্র সমুদায়ে যেরূপ অধিকার হইয়াছিল তাহা এই ক্ষুদ্র লিপিতে লিখিয়া কি জ্ঞাত করিব। তাঁহার সহিত একবার যাঁহার বিশেষ শাস্ত্রীয় আলাপ হইয়াছে, তিনিই বিশেষাবগত আছেন। পরে ঊনবিংশ বয়ঃক্রমে সরগ্রাম নিবাসী ৺বিশ্বরূপ ঠক্কুর মহাশয়ের দুহিতার সহিত অতি সমা-রোহে (মহাঘটাপূর্ব্বক) † তাঁহার উদ্বাহ হয়, তদনন্তর ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্র স্মৃতি ও চিকিৎসা শাস্ত্র তন্ত্র ও মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতি বর্ষে তত্তৎশাস্ত্র সমুদায়ে সমাধ্যায়ী সহচরগণের সহিত সনাতন মূর্ত্তি শ্রীপুরুষোত্তম দেবের দর্শন নিমিত্তে সানন্দে রথযাত্রোপলক্ষে অলক্ষে যাত্রা করিয়া কতিপয় দীনান্তে দিনান্তসময়ে সকলে সুখে সময় অতিবাহিত করণেচ্ছুক হইয়া এক কুৎসিতকর্ম্মকুলকারী কালকিঙ্কর সদৃশ পাষণ্ড জনসমূহ সঙ্কুলিত গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই দুরাত্মা দস্যুদল ইহাদের দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সেই শর্ব্বরীতে আপনাদের দুরভিসন্ধি সম্পূর্ণ করণাভিলাষে নীলাদ্রিনাথ দর্শন সম্পূর্ণাভিলাষীদিগের প্রার্থনানুসারে আপাততঃ আবাসজন্য জনশূন্য গ্রামান্তে একটী অর্গল রহিত আগারে নিয়োগ করেন, তদনুসারে ইহাঁরা শমনালয় সদৃশ সেই ভীমসদনে সদলে সন্নিবেশিত হইয়া দেখিলেন যদ্যপি এই আবাসটী প্রকৃত

† এই বন্ধনীর অংশ শ্রীগোপাল প্রভু লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছেন।

বাসোপযোগী নহে তথাপি আর উপায়ান্তর নাই, কারণ রাত্রি প্রহরাতীত হইল। এইরূপ পরস্পরে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে কতিপয় দস্যু অতি-গোপনভাবে আসিয়া ইহাদের জাগ্রদাবস্থা দর্শন করিয়া তাহার অনতিদূরে অতি-দীর্ঘকায় অন্য দস্যুদিগকে কহে, ভাই! ইহারা এখনও নিদ্রিত হয় নাই, এক্ষণ চল, এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দস্যুগণের এই কথাটী এই মহাত্মার শ্রবণপুটে প্রবেশিত হইবামাত্র সকলকে সবিশেষ অবগত করিবামাত্র সকলেই স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন নভোমণ্ডলে সেরূপ আর নক্ষত্রজালের জ্যোতি নাই, ক্রমেই ত ঘনচয় ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া ঘোর অন্ধ-কারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, ক্রমেই আবার বিন্দু বিন্দু জলধারাও পতিত হইতে লাগিল, এবং নিরন্তর অশনি নিপাত শব্দে জগৎ সঙ্কিত করিল, এবং অন্ধকারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইল, কি করেন, মহাবিপদে পতিত হইলেন, আবার দেখিলেন দস্যু-গণ সকলে এক এক মশালের আলোক ধারণ করত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাস গৃহাভিমুখে অভিমুখ করিল, তৎকালে ইহাঁরা একটী মাঠে পড়িয়া ইতস্তত: করিতেছেন, দৈববশতঃ ঘন ঘন বিদ্যুৎপুঞ্জ প্রভায় একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল, সেই স্থানটী গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল রাস্তা হইবে, ইহাঁরা সেই বৃক্ষনামাল কোটরে (ক) সকলে অতি গোপনভাবে রহি-লেন, দেখিলেন দস্যুগণ আমাদের অন্বেষণে এ পর্য্যন্তও ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপে সকলে অতি ধীরে ধীরে চাহিতেছেন, এমত সময়ে সেই দস্যুগণ সেই বৃক্ষের অনতিদূর দিয়া পুনরায় গ্রামাভিমুখে গমন করিল, তৎকালে ইহাদের এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার আশা হইল। যাহা হৌক জগন্নাথ দেবের কৃপায় আর তাহারা পুনরাগমন করিল না, ক্রমে রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া উঠিল এবং নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইবার উপক্রম হইল, জলধারা নিবৃত্তা হইল, তখন দেখিলেন বৃক্ষটী অতি বৃহৎ তাহার চতুর্দ্দিকে নামাল নামিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানটী অতি রমণীয় আশ্রমের ন্যায় হইয়াছে। ইহারা ষোড়শ জন সেই বৃক্ষ কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন পাইলেন, আর ক্ষণকালও সেস্থানে থাকিলেন না।

(ক) বটগাছের যে সব শিকড় উপর হইতে নামে উহাকে নামাল কহে। মুর্শিদাবাদে ধওয়া কহে।

তাঁহাদের সেই জীবনদাতা বৃক্ষটীকে অসঙ্খ্যাসঙ্খ্য প্রণাম করনানন্তর তথা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীপুরীতে উপনীত হয়েন, এবং সেস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজন-বর্দ্ধিত লালসায় দ্বাদশ দিবস বাস করিয়া প্রতিদিন গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্ত্তী শ্রীশ্রীমন্দিরে সাক্ষাৎ বিরাজমান পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলপতি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করত কদাচিৎ অঙ্গের অতিশয় বৈবর্ণ্য, এবং স্তম্ভ এবং কদাচিৎ অস্ফুট বচন এবং অতিকম্প কদাচিৎ রোমাঞ্চও ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কদাচিৎ মহাপ্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ক্বচিৎ হাস্য ক্বচিন্নৃত্য ক্বচিৎ ক্রন্দন করত ক্ষরিতনয়ন-নিরনিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনুটী স্নাপত করিয়াছিলেন এবম্ভূত এই মহাপুরুষ শ্রীরথযাত্রার দিবসে স্বগণের সহিত রথোপরি শ্রীশ্রীবামনদেব দর্শন নিমিত্তে রথ্যায় আগমন করিয়া প্রেমানন্দে সচ্চিদানন্দময় শ্রীমূর্ত্তি মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করত সেই কৃষ্ণানন্দের রথাকর্ষণ নিমিত্তে রথাকর্ষণ রজ্জু করে করিয়া ধারণ করিলেন এমত সময়ে ব্রহ্মকুলোদ্ভবা পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা বিধবা একটী নারী এই মহাপুরুষের পাদতলে পতিতা হইয়া নয়নসলিল ধারায় ধরনী সিক্ত করিয়া কহিল তাত, আমায় জগজ্জনবন্ধু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করাইয়া আমাকে উদ্ধার কর অধীরার এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিকরুণশীল সেই কাতরার করে ধারণ করিয়া উত্তোলন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোমার কি হইয়াছে, তখন সে কহিল, বাবা, তুমি আমায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করাও, ব্রাহ্মণীর পুনঃ প্রার্থনায় এই কথা শ্রবণ করত তৎকারণ সমুদায় পরিশেষে আত্মাতেই অবগত হইয়া করুণ কটাক্ষে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন মা, ঐ রথোপরি ব্রহ্মমূর্ত্তি এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে দর্শন কর। কিন্তু এই মহাত্মা মহাজনতাহেতুক সেস্থানে আর থাকিতে পারিলেন না, সহচরগণের সহিত আরাত্রিক দর্শন করণানন্তর স্ত্রীলোকটীর বৃত্তান্ত হেতুবাদ দ্বারা পরস্পর পথিমধ্যে নির্ণয় করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। এইরূপে সেই পুণ্যক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞত্রয়ের মহাপ্রসাদ ভোজনাদি করণানন্তর দ্বাদশ দিবসান্তে অন্তকের অন্তকারী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীসাক্ষিগোপালের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কটকে যাত্রা করিলেন। সেস্থানে মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দনের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া পরদিন প্রভাতে ভবভয়কুলহারী কুলদেব শ্রীশ্রীরাধামাধবকে স্মরণ করিয়া তথা হইতে শ্রাবণ মাসের শেষে নির্ব্বিঘ্নে

স্বভবনে উপনীত হইয়া শ্রীকুলদেবকে প্রণাম করণানন্তর পূজ্যবর্গ পদে প্রণত হইয়া তত্তৎকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদিত হইলেন এবং কনিষ্ঠবর্গের প্রণতি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর এই মহাত্মা পরদিন হইতে পূর্ব্বের ন্যায় নিত্যকার্য্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শ্রীভগবৎপূজা ও শ্রীপুরাণ পাঠাদি সমাপন করত পূর্ব্বপূর্ব্বাধ্যাপিত গ্রন্থ সমুদায় স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতে এবং অধিজিগাংসু পাঠকগণের অধ্যাপনা বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া বৈদিকী সন্ধ্যা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা স্তবপাঠ বন্দনাদি সমাপন করত মধ্যাহ্নে পূর্ব্বের ন্যায় নিত্যক্রিয়া করণানন্তর বৃহৎপূজাপদ্ধত্যনুসারে যন্ত্রে শ্রীভগবৎপূজা তদনন্তর শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন করত সায়াহ্নে সায়াহ্ন কার্য্য সমাপন করিতেন এবং বৈষয়িককার্য্য ও নানা গ্রন্থ রচনা ও অপরাপর নানা গ্রন্থ লেখনাদি করিতেন। এবং এই মহাত্মা বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া রোগগ্রস্ত অসঙ্খ্য রোগীর রোগ নির্ম্মূল করিতেন, ইহা যে রোগী তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই বিশেষরূপে জানেন, এবং ইহা জগৎ মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহাত্মার সদৃশ অনলস পুরুষ দেখা যায় না। যেহেতু পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও এই বিজ্ঞোত্তম অসঙ্খ্যাসঙ্খ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ বর্ণনা করিব (ক)। অপর; এইরূপ এই মহামহোপাধ্যায়ের নানাশাস্ত্রবিষয়িণী মহতী নিপুণতা শ্রবণ করিয়া মদরণসেমৎ বনয়ারী আবাদস্থ মহারাজাধিরাজ বড়হুজুর বাহাদুর প্রভৃতি ৩ জন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামিশাস্ত্র ও অপরাপর ভক্তিশাস্ত্রসমূহ সর্ব্বদা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় স্বভবনে অতিসমাদরের সহিত এই মহোদয়কে সমধিবাসিত করেন। ইনিও তৎকালাবধি প্রতিদিন পরমাদরে রাজপূজার্হ হইয়া অতি যশঃসহিত ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ কালাতিপাত করিয়া মহারাজদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন। মধ্যে ২ একবার করিয়া স্বালয়ে ২।৪ মাস (বাস) করিতেন। ইতিপূর্ব্বে সন ১২৭৫ সালে রাজধানী বনয়ারী আবাদ হইতে মধ্যম হুজুর বাহাদুরের সহিত ফাল্গুনমাসে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনোপলক্ষে গমন করিয়া গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করতঃ কৃতান্তের করাল কবল হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবার আশায় পর্ব্বতস্থ

(ক) গ্রন্থের পরিচয় ও বংশধারা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীগোপাল দেবের হস্তে পিণ্ড প্রদান করিয়া, কৃতান্তকারীর পাদকমল কমলকরে ধারণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্ আপনি আমার এই দেহান্তে স্বদীয় হস্তার্পিত এই পিণ্ডটী গদাধরের পাদপদ্মে প্রদান করিয়া এই অকৃতজ্ঞ মহাপাতকীকে পরিত্রাণ করিবেন। এইরূপ পিতৃপিণ্ড ও ভাবী ভদ্রাশঙ্কায় আত্মপিণ্ড দান করিয়া শ্রীশ্রীকাশীধামে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন এবং মণিকর্ণিকায় স্নান এবং তথায় ত্রিরাত্র বাস করণানন্তর তথা হইতে গমন করিয়া প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়া তত্তীর্থে করণীয় কার্য্য সমুদায় সম্পূর্ণ করতঃ সেই স্থানে ত্রিরাত্র বাস করণানন্তর তথা হইতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হয়েন। সে স্থানে প্রায় তিন মাস অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন এবং প্রতিদিন প্রভাতে পরমপবিত্রকর সেই পরাৎপর পরমানন্দ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীগোপপতি-পুত্রের পাদসরোজরজে অনুরাগের সহিত সেই স্বকীয় কলেবর রঞ্জিত করিয়া, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনাদি দর্শন করত পরমানন্দে পুলকিত হইয়া ব্রজপুরবাসী ব্রজবাসিগণের সুমধুর গানে নিরন্তর অন্তরালের পুঞ্জপরিপূরিত পবিত্র বাটীকা-বহির্দ্বারে দাসের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গৃহবাসিগণের নিকটে করপুটে মাধুকরী প্রার্থনা করিয়া স্বীকার করত আপাততঃ তাৎকালিক স্বকীয় মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় আবাসে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় পর দিন হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরং কি আশ্চর্য্য আমরা তাহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি. এই মহাত্মার প্রায় অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এতৎকাল মধ্যে কেবল ইহার ৩ বার পীড়া হইয়াছিল, একবার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে জ্বর, আর একবার ৪০ চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বনরায়ে আবাদে বিসূচিকার পীড়া এবং বিগত সন ১২৮৪ সালের আশ্বিনে ঐ রাজধানীতে ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম বিদ্বৎকুলচন্দ্র বীরচন্দ্র এইবারেই খসিয়া পড়িলেন, কিন্তু অস্মদাদি চকোরগণের পরম ভাগ্যবশতঃ পুনর্ব্বার এই ধরামণ্ডল প্রকাশ করিয়া নিরন্তর সেই নবীন নীরদবর্ণ নন্দনন্দনের লীলাবর্ণনামৃত বর্ষণ করিয়া অস্মদাদি চকোরগণকে জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জ্বর একেবারে নিবৃত্ত হয় নাই মধ্যে মধ্যে হইতই। একে বৃদ্ধ তাহাতে মধ্যে মধ্যে জ্বর;

ইহাতে সম্প্রতি কিছুদিন অতি দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, ফলতঃ এত দুর্ব্বল হইলেও ক্রমশঃ শাস্ত্রালোচনা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ দেহে শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর টীকা রচনা করিতেন। ঐ টীকার সম্পূর্ণতাজন্য অতি ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল তাহাতেও রচনার ক্ষান্ত নাই। পরিশেষে বিগত ১২৮৮ সালে উক্ত টীকা সম্পূর্ণ করিয়া কহিলেন. আমার এরূপ আশা ছিল না যে, এইরূপ দুরূহ গ্রন্থের টীকা করিয়া উঠিব কিন্তু তাহাতে অস্ম শ্রীশ্রীকুলদেব শ্রীরাধামাধব দেবের কৃপায় কৃতকৃত্য হইলাম, নচেৎ সর্ব্বদা রোগ-সঙ্কুচিত চরমাবস্থায় আমার আশালতিকা ইদানীং কি অমৃতময় সম্পূর্ত্তি ফল ধারণ করিতে পারেন। যাহা হউক আমার চরমাবস্থায় এই চরম কার্য্যের সম্পূর্ণতালাভে যে প্রকার আনন্দ লাভ করিয়াছি সে প্রকার স্বকৃত কাব্য শাস্ত্র মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ১। শ্রীকৃষ্ণলীলার্ণব ২। মনোদূত ৩। ব্রজরমাপরিণয় নাটক ৪। বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক দ্বৈতবাদ পরতত্ত্ব-নির্ণয় ৫। তট্টীকা ৬। অদ্বৈতবাদ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার ৭। পদ্যাবলীর টীকা ৮। ইত্যাদি (পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থ) রচনা করিয়াও এতাদৃশ আনন্দলাভ করি নাই।

এই মহাত্মা বাল্যকালাবধি স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, প্রতিদিন বৈদিকী ও তান্ত্রিকী নিত্যক্রিয়া ও শ্রীভগবৎ-পূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি পাঠ অবিচ্ছেদে করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞাননৈপুণ্য কালাবধি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উক্ত গোস্বামীর মুখে শ্রীশ্রীভাগবতের পঞ্চাধ্যায়ী (রাস) ও শ্রীভগবদ্গীতার ১ অধ্যায় শ্রবণ করিতেন। অপরাপর বিহিত কর্ম্ম নিজে করিতেন। এবং সন্ধ্যাকালে তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালাতে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীমদ্ধরি-নাম জপ করিতেন। ২০,৭৮

অপরং উক্ত মহানুভব আত্মীয় ইয়ত্তায় প্রায় আসন্ন কাল জানিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দা-বনধামে বাস করিব এই কথা গত সন ১২৯২ সালের আশ্বিনে ব্যক্ত করেন, তাহা তদীয় আত্মবন্ধু সকলে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এহেতু তদীয় ছাত্র সহর মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছাটবন্দরস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী (ক) যিনি মহারাণী

(ক) এই মহামহোপাধ্যায় নিত্যধামগত শ্রীমদদ্বৈত-বংশ ৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদই মাদৃশ অধম এই শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদকের অধ্যাপক। ইঁহার স্মার

স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত ইনি ঐ মহানুভবের ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতাবস্থা পত্রিকাদ্বারায় অবগত হইয়া সন ১২৯২ সালের পৌষ মাহায় এক পত্র লেখেন যে, প্রভুপাদ যদ্যাপ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিবেন না, তাহাতে উক্ত গোস্বামী যে প্রত্যুত্তর পত্রে লেখেন তুমি এত চিন্তিত হইতেছ কেন, আমার সে স্থানে বাস করিবার সময়ের আরও কিছুদিন বিলম্ব আছে। কিন্তু তৎকালাবধি পূর্ব্বাপেক্ষায় শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমশঃ প্রায় অৰ্দ্ধেক রোগের উপশম হইয়া উঠিল। এইরূপে **সন ১২৯৩ সাল** প্রবৃত্ত হইলে পর, শ্রীধাম যাইবার উদ্‌যোগ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। অগ্রে পুত্রদ্বয়কে শ্রাবণ মাসের ১৬ রোজে বিষয়বিভাগ করিয়া স্বীয় পত্নীর পরিপোষ জন্য একটী ডহল করিয়া দিয়া তৎপরদিনে শ্রীশ্রীকুলদেবকে কিঞ্চিৎ পক্কান্নাদি ভোগ দিয়া সেই মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে বিতরণ করতঃ স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ২৪ শে শ্রাবণে প্রাতঃকালে গ্রামস্থ ভদ্র ভদ্র জন সমূহকে আনাইয়া তাঁহাদিগের নিকট আত্মভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সকলে কহিলেন, আগামী পরশ্বাবধি আপনকার শ্রীশ্রীকুলদেবের হিন্দোলযাত্রা আরম্ভ হইবে অতএব এই কএক দিন আপনি এস্থানে থাকিলে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। তাহাতে কহিলেন,

---

তেজস্বী মহাপণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত মুগ্ধবোধ, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অতিশয় নৈপুণ্য ছিল। কবিতাপূরণ-কার্য্যে ইনি অতীব পারগ ছিলেন। যৎকালে ৺রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের আমলে কাশীম বাজার রাজধানীতে প্রসিদ্ধ বিদুষী রমাবাই আসেন তৎকালে ইঁহার সংস্কৃত কবিতা পূরণের কথা পণ্ডিত সমাজে বহুল বিস্তৃত হয়। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ কথোপকথন করিতে আমরা ইহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নাই। সৈয়দাবাদে ৺মাণিক্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী৺হরিসভা ইঁহারই স্থাপিত। মুগ্ধবোধ পড়িয়া পাণিনি মহাভাষ্যের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে জয়ী হওয়া এই মহাত্মার দ্বারাই লক্ষিত হইয়াছে। কাশীমবাজার রাজসভাতে এক সংস্কৃত ভাষার কথোপকথনে সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতকে পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া ইনিই সুনাম লইয়াছিলেন। ইনি ন্যূনাধিক ২৭ বৎসর হইল ৺ধাম লাভ করেন। ইঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ও শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গোস্বামী বর্ত্তমান। আদি বাস নদীয়া খুরসিদপুর ছিল। ৺প্রভুপাদের পত্নী এক্ষণে ঘাটবন্দর বাসায় বাস করেন। উক্ত চক্রবর্ত্তীর ভবনে কিছু সঞ্চিত ধন আছে তাহার উপসত্বে জীবিকা চলে পূর্ণ প্রভু কলিকাতায় রিপণ কলেজে প্রফেসারী করেন। তিনিও ৺ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তোমরা আমাকে আর ক্ষণকাল এস্থানে থাকিতে অনুরোধ করিবে না, তোমরা সকলে এই বল, আমি যাহা বাসনা করিয়াছি তাহা যেন অচিরাৎ পূর্ণ হয়, এই কথা সকলে শ্রবণ করিয়া আর কিছু বলিলেন না। মহানুভব এই ভাবে আত্মভাবের ভাব অনুভব করিয়া কৃতান্তান্তকারী কুলদেব প্রভুকে প্রণাম করিয়া ২৫ শ্রাবণে বেলা ১টার সময় স্বীয় পত্নী তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল ও অপরাপর কতিপয় আনুষঙ্গিকের সহিত শ্রীশ্রীধামে বাসোপলক্ষে স্বীয় আবাস হইতে যাত্রা করিয়া অগ্রে ২৮ রোজে শ্রীশ্রীধাম দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীঅযোধ্যাধামে উপনীত হয়েন, তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া দর্শন স্পর্শনাদি করতঃ সরযূতে শ্রাদ্ধ করিয়া ২ ভাদ্রে শ্রীশ্রীমথুরায় ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। অদ্য আমার তুই ধাম দর্শনে দেহের অর্দ্ধেক পাপ বিনষ্ট হইল, এই বলিয়া তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া ৩ রোজে বেলা ১ প্রহরের সময় স্বীয় চিরবাঞ্ছিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীভগবন্ শ্রীগোবিন্দ জিউর বহির্দ্বারে আগমন করতঃ দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া তৎস্থানস্থ রজে বিলুণ্ঠিতকায় হইয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ করণানন্তর প্রেমাশ্রুনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রেম বিকারপ্রাপ্তদেহে, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় হঠাৎ পতিত হইলে প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত্যনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ্য চেতনা লাভ করিলে পুত্র প্রভৃতি আনুষঙ্গিক জন সকল দ্বারা বাসার্থে শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের কুঞ্জে আনীত হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুত্রের প্রতি কহিলেন, আমার চিরবাসনা অদ্য সম্পূর্ণ হইল, তাহাতে শ্রীগোপাল কহিলেন, এই স্থানে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে তাহার ত কোন উপায় করিয়া আইসেন নাই, তাহাতে উত্তর করিলেন আমি ত আর ১২।১৪ দিবস জীবিত আছি, তজ্জন্য তোমাদের চিন্তা কি, এইরূপ শ্রীমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আনুষঙ্গিকগণের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া মহাত্মা পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, বাপু আমিত চিরজীবী নহি, তজ্জন্য এত দুঃখ করা বৃথা, দেখ যে ব্যক্তি এই নশ্বর দেহকে আত্মজ্ঞান করিয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু নিবারণের উপায়ান্তর না করে সেই ব্যক্তি মহামূর্খ, অতএব বলি, আমি যদ্যপি এই ব্রজ-রজে রঞ্জিত করিয়া এই দেহটী ত্যাগ করিতে পারি তবেই আমাকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং

তোমরাও লোকসমাজে পিতৃবিয়োগ পরিচয় দিয়া পরম পবিত্র হইবে, এবং আমার এরূপ অবস্থা ঘটিলে তোমরাও আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে, অতএব তোমরা এ সময়ে আমার নিকটে আর কোন শোকসূচক ভাব প্রকাশ করিও না। এইরূপ কহিয়া বিহিত নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের মহাপ্রসাদ ভোজনাদি করিয়া সে দিন অতিবাহিত করিলেন, তদ্দিনাবধি পূর্ব্বরূপ নিত্য নিত্য ক্রিয়া পূর্ব্বরূপ পুত্র-মুখে শ্রীশ্রীপুরাণাদি পাঠ শ্রবণ এবং শ্রীমূর্ত্তি দর্শন শ্রীরজঃ স্পর্শন মহাপ্রসাদ ভোজন সন্ধ্যাকালে শ্রীহরি নাম জপ তদন্তে স্বকৃত শ্রীশ্রীগৌরলীলার্ণব গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করত সেই স্থানে ৫ দিবস থাকিলেন, কিন্তু এই স্থানটীতে বাস-গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ বিধায় তৎস্থানটী দেহত্যাগোপযুক্ত নহে এই বিবেচনায় পুত্রগণ দ্বারা স্বতন্ত্র বাসা অন্বেষণ করাইয়া দেহত্যাগে ফলাধিক যাহাতে এবম্ভূত শ্রীশ্রীযমুনার কেশিঘাট নিকটবর্ত্তী কলিকাতা নিবাসী পীতাম্বর রাজার কুঞ্জে ৮ রোজে প্রাতঃকালে গমন করতঃ সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে এবং পূর্ব্বানুরূপ নিত্য ক্রিয়াদি করিতে লাগিলেন। অপর ঐ ৮ রোজে শ্রীজন্মাষ্টমীর ব্রত করিয়া তৎপর দিবস পারণকালে শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক পারণ করিলেন। কিন্তু সেই দিবস রাত্রে ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া ১০ রোজ পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্যাবস্থায় থাকেন। ঐ জ্বর ১১ রোজের প্রত্যূষে পরিত্যাগ হইলে পর, সুন্দর চৈতন্য লাভ করিলেন বটে; কিন্তু সেই দিবস উদরাময় পীড়া হইয়া উঠিল। তজ্জন্য শরীর অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল, এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তদনুগত তৎপুত্র একটী বাঙ্গালী বৈদ্যকে আনাইয়া চিকিৎসা কারণ নিযুক্ত করেন, সেই ৪ দিবস চিকিৎসা করিয়াও রোগোপশম করিতে পারিবে না বিবেচিয়া মহানুভব আত্ম-পুত্রকে আদেশ করিলেন, বাপু আমার আর সামান্য চিকিৎসায় প্রয়োজন নাই তোমরা কেবল সর্ব্বদা অকালমৃত্যু-নাশক শ্রীগোবিন্দপ্রভুজিউদিগের শ্রীচরণামৃত এবং ভবৌষধ স্বরূপ শ্রীশ্রীরজঃ আমাকে দিতে আরম্ভ কর, তাহাতেই সকল রোগ নিবৃত্ত হইবে। মহাত্মার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তদাজ্ঞাপালক তৎপুত্র তদ্দিনাবধি প্রীতিভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই উদরাময় নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু ১৬ রোজে পুনর্ব্বার জ্বরোদয় হইয়া ক্রমেই বিকার-লক্ষণ-সমূহ উপস্থিত হইল,

কিন্তু তাহাতে বাহ্যান্তরিত জ্ঞানের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মহাজ্ঞানী আত্ম আসন্ন কাল উপস্থিত জ্ঞান করিয়া পুত্রের ও তদনুগের প্রতি ভবভয়হারী শ্রীশ্রীহরি নাম সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীপুরাণ পাঠ করিতে আজ্ঞা করায় পুত্র ও তদনুগগণ তত্তদনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মাও স্বয়ং নাম কীর্ত্তন, কচিৎ স্মরণ, কদাচিৎ পুরাণ পাঠ, পাঠকের সঙ্গে ২।৩ শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। পরে ঐ দিবস বেলা ৩টার সময় শয্যায় শয়নাবস্থায় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের স্তবাষ্টক সংস্কৃত পদ্যচ্ছন্দে স্বয়ং রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে করিতে নয়ননীর-নিকরে শয্যা সিক্তা করিয়া পুত্রকে কহিলেন, বাপু এই অষ্টকটী আমার চির কীর্ত্তির স্বরূপ বজায় রাখিবে। অষ্টক যথা—

বৃন্দাবনে যামুনতীরবর্ত্তিনি কুঞ্জে স্বরত্নোস্তনহাটকাবনৌ।
রত্নালয়ান্তঃপুরযোগপাঠকে রত্নারবিন্দাষ্টদলান্তরস্থিতৌ॥
সেবাপরাভির্ল্ললিতাদিভিঃ সদা গোপীভিরত্যাত্মসুখভিরুৎসুকাৎ
সংচেষ্টিতৌ হাস্যমুখৌ পরস্পরং তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥১॥ (যুগ্মকম্)
সন্তপ্তচামীকরমেঘাবর্ণকৌ সর্ব্বাঙ্গরম্যৌ দ্বিভুজৌ সুকেশিনৌ।
সুনীলহেমদ্যুতিচেলধারিণৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ২॥
কস্তূরিকাকুঙ্কুমচিত্রিতাঙ্গকৌ রক্তাঙ্ঘ্রিপদ্মার্পিতরত্ননূপুরৌ।
কাঞ্চীকটীসূত্রসুরম্যমধ্যকৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ৩॥
বক্ষঃস্থলাপূর্ব্ববিচিত্রহারকৌ কণ্ঠস্থরম্যাভরণালিকৌস্তুভৌ।
সুকর্ণিকাকুণ্ডলরাজিকর্ণকৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ॥
কেয়ূরতাড়াঙ্কবিরাজবাহুকৌ রত্নাঙ্গদাদ্যাঢ্যককোণি-যুগ্মকৌ।
রত্নোর্ম্মিকাভ্রাজিকরাঙ্গুলিব্রজৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ৫॥
নাসাবিরাজন্মণিহেমচক্রিকা-গজেন্দ্রমুক্তাফলকৌ সুবেশিনৌ।
ললাটিকাপিঞ্জিতহেমচূড়কৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ৬॥
ঈশৌ যুবাং ঘোরভবার্ণবাশ্চিরাজ্জায়াসু ভাগারধনাকুলান্নতং।
মাং রক্ষতং স্বাশ্রিতভীতিভঞ্জনৌ তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ৭॥
দুষ্টেহপরাধিন্যপি হাতসাধনে ময়ি প্রসাদং কুরুতং কৃপালয়ৌ
দাস্যং প্রদত্তামিতি মে প্রযাচনং তৌ স্তৌমি রাধাব্রজরাজনন্দনৌ॥ ৮॥
যো রাধিকাকৃষ্ণযুগস্য সুন্দরং রূপান্বিতং স্তোত্রমিদং পঠেন্মুদা।
তন্নেত্রদৃশ্যং সদনং কৃপাবশং দদ্যা জ্জবেনার্থিতমস্য বাঞ্ছিতং॥ ৯॥
ইতি শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিবিরচিতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলস্তবঃ সম্পূর্ণঃ॥

এতদবস্থার সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর পুত্রের মুখে নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করিয়া আনুষঙ্গিগণের মধ্যে কাহাকে স্নান, কাহাকে ভোজনাদি কাহাকেও আত্ম নিকটে শ্রীশ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করায় সেই সেই ব্যক্তিগণ বারংবার তদনুরূপ কার্য্য করিতে করিতে বেলা প্রায় ২ দ্বিতীয় প্রহর হইয়া উঠিল। তখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সকলের আহারাদি হইয়াছে কিনা, সকলেই বলিলেন, সে সকল হইয়াছে। তখন সকলকেই বলিলেন, তবে তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন, শীঘ্রই আমাকে শ্রীরজঃ শয্যায় শয়ন করাইয়া দাও এবং শ্রীরাধাকুণ্ড মৃত্তিকায় দ্বাদশাঙ্গে তিলক এবং তন্মৃত্তিকায় ভবার্ণব নাবিক সেই নন্দনন্দনের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে লিখিয়া দাও. পূর্ব্ব সংগৃহীত রজ আদি থাকায় পুত্রগণ তদাজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য করিয়া দিলেন, কিন্তু মহাপ্রসাদ তৎকালে বাসায় উপস্থিত না থাকায় সকলেই অতি ব্যাকুলিত হইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময়ে ইহাঁর পুত্র ৪ দিন পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দের নিকট যে ভেট্ করিয়াছিলেন তৎপ্রাপ্ত প্রসাদ লইয়া একটী বৈষ্ণব বৈষ্ণবচূড়ামণির ভাগ্যবশতঃ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলেই অতি বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মহানন্দের সহিত সেই ক্ষীর প্রসাদ লইয়া তৎপুত্র তাঁহার শ্রীমুখে প্রদান করিলেন, মহাত্মা তাহা ভোজন করিয়া সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় নামোচ্চারণ করিতে আদেশ করায় তৎপুত্র তৎ পার্শ্বস্থ হইয়া সুমিষ্ট স্বরে কেবল সেই শমনান্তকারী কুলদেব শ্রীশ্রীরাধামাধব দেবের সুমধুর নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাত্মাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে এই নামটী আমাকে বড় ভাল লাগিতেছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎ পত্নী প্রভৃতি অন্যান্য সকলে অতি উচ্চৈঃস্বরে অন্যান্য নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু নানা জন নানা নামোচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে একেবারে করিলে গোলযোগে ধারণার অসুবিধা হয় এই বিবেচিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং পুত্র সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বমত কুলদেব শ্রীরাধামাধব এই নামোচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মসূত্র করধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া বেলা২॥ সার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহর সময়ে সেই সুখময় বৃন্দাবন ধামে চিন্ময় দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করত কলিকলুষ-নাশক সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবারত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই চিন্ময় ধামে বাস করিলেন।

এই মহাভাগ্যবানের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল পাঞ্চভৌতিক দেহের যথাবিহিত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দ্বাদশাহে কতিপয় ব্রজবাসী ও বৈষ্ণব ভোজন ও ত্রয়োদশাহে শ্রীগোবর্দ্ধনবাসিদিগের ভোজন এবং চতুর্দ্দশাহে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসিদিগের ভোজন করাইয়াছিলেন। এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরিপ্রসন্ন গোস্বামী মুক্তবেণী গঙ্গায় আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন।

আমরা সেই মহাত্মার জীবনচরিত্র বর্ণন করিতে নিতান্তই অক্ষম, তবে তাঁহার শ্রীমুখে যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহার কথামাত্র প্রকাশ করিলাম ইতি—

শ্রীগোপালচম্পূর আদর্শ তথ্য।

গোপালচম্পূর মঙ্গলাচরণের পর, গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতং।
তদেব রম্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া॥

অর্থাৎ ষট্‌সন্দর্ভের (নামান্তর ভাগবত সন্দর্ভের) অন্তর্গত চতুর্থ কৃষ্ণ-সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এই গোপালচম্পূগ্রন্থে কাব্যরূপ রসজ্ঞা অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ করিত। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা দার্শনিক সিদ্ধান্তাকারে লিখিত হইয়াছে তাহাই এইগ্রন্থে কাব্যাকারে বর্ণন করিব।

গ্রন্থকারের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসন্দর্ভের মূল তত্ত্বটী জানিতে স্বতই উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে এজন্য উক্তকৃষ্ণসন্দর্ভের অতি বিস্তৃত তত্ত্ব-কথার অতি সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল।

প্রথম তত্ত্ব-সন্দর্ভে অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্বের বিষয় সামান্যাকারে লক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে সর্ব্বতত্ত্ব-শিরোমণি ভগবৎ তত্ত্বকে সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত বর্ণন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরমাত্মাসন্দর্ভে ভগবৎতত্ত্বের অন্তর্গত পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই তিন সন্দর্ভে সমস্ত তত্ত্ব হইতে ভগবানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইল, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই

চতুর্থ কৃষ্ণ-সন্দর্ভের আলোচ্য। "কৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্" তাহা এই সন্দর্ভে আলোচ্য। প্রসঙ্গ ক্রমে গোলোকাদি ধাম এবং প্রেয়সীদিগেরও তত্ত্ব মীমাংসা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রধানতঃ ইহাতে ৪টী তত্ত্ব সাঙ্গোপাঙ্গভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

১। স্বয়ং ভগবৎতত্ত্ব। ২। ধামতত্ত্ব। ৩। লীলাতত্ত্ব। ৪। প্রেয়সীতত্ত্ব। এই ৪টি তত্ত্ব কৃষ্ণ-সন্দর্ভের আলোচ্য।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

এই মহাবাক্যই কৃষ্ণ-সন্দর্ভের মূল অবলম্বন। সমস্ত অবতার হইতে কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্য অবতার অংশ বা কলা। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ ২১টী অবতারের কথা বলা হইয়াছে যথা— ১। পুরুষাবতার। ২। শূকরাবতার। ৩। নারদাবতার। ৪। নরনারায়ণাবতার। ৫। কপিলাবতার। ৬। দত্তাত্রেয় অবতার। ৭। যজ্ঞাবতার। ৮। ঋষভাবতার। ৯। পৃথু অবতার ১০। মৎস্যাবতার। ১১। কূর্ম্মাবতার। ১২। ধন্বন্তরী অবতার। ১৩। মোহিনী অবতার। ১৪। নরসিংহাবতার। ৫। বামন অবতার। ১৬। পরশুরামাবতার। ১৭। ব্যাসাবতার। ১৮। রামচন্দ্রাবতার। ১৯। রামকৃষ্ণাবতার। ২০। বুদ্ধাবতার। ২১। কল্কি অবতার। এই ২১টী অবতারের বিষয় উল্লেখ করিয়া হয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, বিশ্বক্সেন্, ধর্ম্মসেতু, সুধাময়, যোগেশ্বর, বৃহৎভানু এবং শুক্লাদি অবতারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসীনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুসহস্রশঃ॥

অর্থাৎ অপক্ষয় শূন্য সরোবর হইতে যেরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদী সকল বহির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্ব গুণের আশ্রয় স্বয়ং ভগবান হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশ পাইয়াছেন। ইত্যাদি কথার পর অংশগত বাক্য সকলের সমাধান, মহাকাল ও কেশাবতারত্ব নিরাস লীলা, গুণ ও পুরুষাবতার পুরস্কারে কৃষ্ণের পূর্ণতা সমস্ত শ্রোতা এবং বক্তার তাহাতেই তাৎপর্য্য এবং অভ্যাস। মতান্তর খণ্ডন, নামমহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের কৃষ্ণানুগত্য, বলদেবাদির মহাসঙ্কটগত্ব কৃষ্ণে সমস্ত অংশের প্রবেশ। কৃষ্ণরূপই নিত্যরূপ এবং তাহাতেই

নিত্যস্থিতি। দ্বিভুজত্ব সত্ত্বের বিরোধী বাক্যের সমাধান।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গুলি নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণে সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

ইহার পর দ্বিতীয় ধামতত্ত্বের বা গোলোকতত্ত্বের প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম নিত্যই কৃষ্ণের বাসস্থান। গোলোক এবং বৃন্দাবন অভেদ বস্তু। কেবল প্রাকৃত চক্ষুর অগোচর এবং গোচর এইমাত্র ভেদ। গোলোক বৃন্দাবন যে একবস্তু তাহার মূল প্রমাণ। যাদবগণ এবং গোপালগণ তাঁহার নিত্য পার্ষদ। বৃন্দাবন বা গোলোকে তাঁহার নিত্য স্থিতি হইলেও অন্যত্র গমনাগমন বিষয়ে সমাধান।

তৃতীয় লীলাতত্ত্ব হইতে প্রকট এবং অপ্রকট ভেদে দুইপ্রকার লীলা বর্ণিত আছে। বিভুত্ব পুরস্কারে উভয় লীলায় তাঁহার অবস্থানের সমাধান। সর্ব্বত্র অবস্থিতি হইলেও গোকুলে তাঁহার অতিশয় প্রকাশ।

৪। চতুর্থ। পট্ট-মহিষীগণ তাঁহারই স্বরূপ শক্তি। পট্ট-মহিষীগণের নামাবলী। সর্ব্বাপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তদপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষ।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গুলি কৃষ্ণসন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে বিভক্ত সুবৃহৎ গোপালচম্পূর সমস্ত বর্ণনীয় বিষয়ের মূল আদর্শ ঐগুলি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। উহার মধ্যে বহুতর প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত আছে। তথাপি সাধারণের উপযোগী ভাবিয়া কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। যথা—অবতার শব্দের অর্থ। উপাসনার জন্য ভেদ সত্ত্বেও অভেদ ব্যাখ্যা। তমাল শ্যামল কান্তি নন্দনন্দনে কৃষ্ণ-শব্দে রূঢ়ি বৃত্তি। নরাকারেই স্বয়ং ভগবত্ত্ব রামনাম তারক ও কৃষ্ণনাম পারক। "দেবকীজন্মবাদঃ এবং জন্মাদ্যস্য যতঃ" শ্লোকের কৃষ্ণ পর সুন্দর ব্যাখ্যা। রাধা এবং কৃষ্ণতত্ত্ব এক। এবং অন্য শক্তি বর্গ হইতে প্রধান। দন্তবক্রবধান্তে মথুরাগমন। প্রদ্যুম্নাদি বূহতত্ত্ব। কৃষ্ণধাম পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীকে স্পর্শ করে না। ঋক্‌বেদে ব্রজলীলার সূচনা। বৃহদগ্নিপুরাণে মায়া সীতার বৃত্তান্ত। দেবকী পৃশ্নি হইতে পারেন কিন্তু পৃশ্নি দেবকী হইতে পারেন না। ধামতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কাশীতত্ত্ব। নন্দাদিতত্ত্ব ও জন্মতত্ত্ব। সংযোগে নেত্রসন্নিকর্ষ এবং বিয়োগে মনের সন্নিকর্ষ। অপ্রাকৃত ধামে প্রাকৃত জ্ঞানের সমাধান। কৈশোর ব্যাপি-লীলা বৃন্দাবনে। এবং তাহাই প্রকট। পরকীয় এবং পরস্পর্শরূপ অধর্ম্ম

ময়ত্ব দুই প্রকার। লক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও রাধিকাদির নাম যে অন্যান্য পুরাণে দেবী ভগবতীর সহিত একত্র গণনা করা হইয়াছে, তাহা শক্তিত্ব মাত্র সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ প্রকৃতিরূপে নহে। কারণ—রামতাপনী এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও রাধা প্রভৃতিকে স্বরূপ শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ইত্যাদি।

(আকরে দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা)

২। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব।

বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে যেগুলি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ তাহার মধ্যে সকলেরই চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ববিষয়ে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহাই বিচক্ষণ: সমগ্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সার। তাহা গ্রন্থালোচনা করিলেই বিচক্ষণ পাঠক জানিতে পারিবেন। তবে সাধারণের সুবোধার্থ অতি সংক্ষেপে ২।৪ কথা লিখিত হইল মাত্র।

১। ব্রহ্ম—সামান্য সত্তা। যেমন সুদূর হইতে (নির্ব্বিকল্প জ্ঞানাত্মক) কোন বস্তুর আভাস দর্শন। এই দেহটী, রেল্খানি যেমন ১টি ব্যক্তির কৌশলে চলিতেছে, তদ্রূপ এই বিশ্বযন্ত্রের মূলে কোন বস্তু আছে যাহার সত্তায় এই বিশ্ব সত্তাবান্। এজন্য ব্রহ্মকে স্থলবিশেষে শক্তিও বলা হইয়াছে। (সর্ব্বসম্বাদিনী ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভগবত্তত্ত্বেও যে অবস্থায় শক্তি আবিষ্কৃত থাকে না অর্থাৎ অনাবিষ্কৃত শক্তির দশাই ব্রহ্ম।

২। আত্মা—উক্ততত্ত্ব যখন বিশ্বে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মহাকাশ ঘটাকাশরূপে বা মহাসাগর কূপাদিরূপে যখন পরিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহা আত্মা, অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব। এই জীব সকল অংশদ্বারা চেতনাচেতন সমগ্রবিশ্ব অনুস্যূত।

৩। ভগবান্ রূপ গুণ লীলা প্রভৃতি অথবা সৎ, চিৎ, জ্ঞান বা হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ শক্তি অথবা—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

প্রাকৃত হেয় গুণ ব্যতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, এবং অশেষ তেজঃ সমূহ যাহাতে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই ভগবান্। অর্থাৎ যথায় সমগ্রশক্তি আবিষ্কৃত সেই আবিষ্কৃত শক্তিতত্ত্ব অবস্থাই ভগবান্।

এক্ষণে কথা এই যে, পূর্ণশক্তি ভগবান্ মায়াধীন হইয়া, লীলার আস্বাদ জন্য নন্দের বালক হইয়াছেন। এই সাধারণ সিদ্ধান্ত শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিদের সম্মত নহে। উহাতে "নন্দনন্দন স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব" হয়েন না। শ্রীভাগবত, দশম, ১৪ অধ্যায় ৩৫ শ্লোকের টীকা দেখুন। "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন "নহি কপটপুত্রত্বাদিনা তাদৃশভক্তেরানৃণ্যং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ।" তোষণী বলিতেছেন "নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চাস্পৃষ্টলীলোঽপি এতৈঃ সহ ভূতলে অবতীর্য্য প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি।" চক্রবর্ত্তী বলেন "প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে। শ্বেতরক্তপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদৌ। তথা। চিন্ময়বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকারিণী যথা মায়াময়প্রপঞ্চে (ইতি) নরাস্তরবৎ জন্মাদিলীলয়া অনুকুর্ব্বন্নপি মহান্তমেব উৎকর্ষং দর্শয়সি।" মর্ম্মার্থ—নন্দাদির প্রবলা ভক্তিরূপ ঋণ শোধন করা কপট পুত্রে হইতে পারে না। কৃষ্ণলীলাকে প্রপঞ্চে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ ভক্তসহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণ করেন নন্দনন্দনত্ব তাঁহার স্বাভাবিক রূপ, উহা সময়ে সময়ে প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয় মাত্র আগন্তুক নহে। স্বর্ণের বিনিময় পিতল হয় না স্বর্ণই হয়। নন্দের স্বাভাবিক ঋণের পরিশোধ স্বাভাবিক কল্পিত পুত্রদ্বারা কি সম্ভব? প্রদীপ বিনা লোক শোভা পায় না, অন্ধকারে শোভা পায়। হীরকখণ্ড শ্বেত রক্ত পাত্রে শোভিত হয় না, কিন্তু নীল কাচের পাত্রে শোভিত হয়, তদ্রূপ চিন্ময়ী লীলা চিন্ময় বৈকুণ্ঠে শোভা পায় না, কিন্তু মায়াময় প্রপঞ্চলোকে শোভা পায়। ইত্যাদি বাক্যে বুঝা যায় নন্দনন্দনে সর্ব্বলীলার ও শক্তির পরাকাষ্ঠা। ঈশ্বর-তত্ত্বে লৌকিক সংজ্ঞা খাটে না। ঘটী ছোট, ঘট বড়, এই বড় ছোট তোমার আমার সংজ্ঞা। নন্দের পুত্র তোমার আমার প্রাকৃত চক্ষুতে ছোট, কিন্তু উহাই বড় বা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রহ্ম আত্মা সব উহার ভিতরে। নদী, হ্রদ, কূপই বড় অর্থাৎ কেন্দ্র। মহাসাগর ছোট।

একটী জলের ক্ষুদ্র প্রস্রবণ অনন্ত নদীর মূল। একটী ম্যাচ্‌বাক্‌সের কণীর অগ্রভাগে সমগ্র বিশ্বধ্বংসকারী দেব হুতাশন বাস করিতেছেন। দুঃখের বিষয় ইহা তোমার আমার চিন্তার বিষয়ীভূত নহে।

শক্তি ও লীলাতত্ত্ব।

"আমি আছি" এ জ্ঞান যখন প্রাণিমাত্রের আছে, তখন ব্রহ্মও আছে। যে আমি আছি তাহা অদৃশ্য অজ্ঞেয় নহে, তাহা প্রকাশমান। আমি আমার শত্রু নহি আমাকে আমি খুব ভাল বাসি, অর্থাৎ আমাতে আমার নিরতিশয় প্রীতি। এই অস্তি, ভাতি, প্রীতি (আছে, প্রকাশ, ভালবাসা) এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহাই বিষয়ী। বিষয় ভিন্ন বিষয়ীর প্রতীতি হয় না, এজন্য ঐ তিনটীর যখন সত্তা হইল, তখন তাহার জন্য সে কে ? এবং কি রূপ ?" এই জাগতিক ভাবেরও দরকার। রূপও নামাত্মক জগদ্ভাব ব্রহ্মে আরোপিত হইল। (১) অর্থাৎ প্রথম তিনটী ব্রহ্মস্বরূপ, নাম ও রূপ এই দুইটী জগতের স্বরূপ। সংক্ষেপে ব্রহ্ম ও জগৎ বুঝা গেল। এখন বুঝুন—ঐ সামান্যাকারে সত্বাই প্রধান ধরা যায় বলিয়া ব্রহ্মের কথা অগ্রে বলিলাম। ঐ ব্রহ্মও ভগবানেরই অন্তর্গত, তাহারই অবস্থান্তরকে ব্রহ্ম বলি। আত্মাও ঐরূপ। তাহা জীবরূপে জগদ্ব্যাপী। বস্তুতঃ তিনে এক, একে তিন। যখন আমরা দয়া, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতির চরম-সীমায় যাই, যাহাতে সমস্তগুণাদি পর্য্যবসিত হয় তখনই ভগবান্। আচ্ছা ভগবান্ একাই থাকুন পৃথক হওয়া কেন ? এই কেনর উত্তর লীলাকৈবল্য। "স ঐক্ষত বহু স্যাং"। তিনি বহু হইতে ঈক্ষণ করিলেন। এখানে স্বভাব যদি নিরস্ত (২)। জড়া প্রকৃতিতে ঈক্ষণ সম্ভবে কৈ ? সুতরাং তিনি রূপগুণাদিযুক্ত। কেন ঈক্ষণ ? ইহার উত্তর ঐ লীলাকৈবল্য, তথায় মানববুদ্ধি চলে না, অপ্রাকৃতরাজ্য

---

(১) অস্তিভবতিপ্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকং।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং॥ (পঞ্চদশী)

(২) ঈক্ষতের্নাশব্দং। (ব্রহ্মসূত্র)

প্রকৃতির অগোচর। ঐ ভগবানের শক্তি আছে। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ অভেদ বলিয়া দার্শনিকদের চিরন্তন প্রবল তর্ক। দ্রষ্টা ভিন্ন রূপের প্রমাণ কি? আবার রূপ ভিন্ন দ্রষ্টার দর্শনের প্রমাণ কি? এই যখন পরস্পর ওতপ্রোত, তখন শক্তি ছাড়া শক্তিমানের জ্ঞান হয় না, শক্তিমান্ ছাড়াও শক্তির জ্ঞান হয় না। এজন্য ভেদ পক্ষই সবল। চিনী যখন চিনীর স্বাদ জানে না তখন অভেদবাদ দুর্ব্বল। গোত্বজাতি ও গো এই দুটী হলশকটবাহানদি কার্য্য বশতঃ পৃথক্। উহার ঐ ভেদ যখন লুক্কায়িত বা ত্যক্ত হয়, তখন এক গোত্বজাতি। বস্তুতঃ এই যে এক ইহা জোর করিয়া, মনে এক বলে না। আর কত বালব ভেদবাদ ভিন্ন জগৎ টেকে না। এই গেল যুক্তি। প্রমাণ দেখুন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (শ্রুতিঃ) আত্মা মায়া দ্বারা বহুরূপ হন্। ভাগবত ৬।৪।২৬—৩২ স্বামী দেখুন, শক্তি আছে ও উহাই মীমাংসক স্বভাববাদী প্রভৃতি দার্শনিকদের বিবাদ ক্ষেত্র"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ। বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।" জগতের বিরুদ্ধ মতিকরাও ঐ শক্তির কার্য্য। অনুভব দেখুন—তোমার আমার অনুভব আর কি বলিব ত্রিকালদর্শী বেদ-বিভাগকারী ভগবান ব্যাস সমাধি করিয়া দেখিলেন=ভগবান্ ও শক্তি। "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" (ভাগবতে ১।৭।৪ এই খানেই ভগবান্ ব্যাস অন্তরঙ্গা শক্তি মায়া, বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকৃত সংসার, ভক্তিযোগ সবই দেখিলেন। এই অন্তরঙ্গা শক্তিই লীলাতত্ত্বের মূল। এই শক্তি, ভগবানের আছে, সুতরাং তিনি লীলাময়। এই লীলাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহা প্রকৃতির সীমানার বাহিরে। আদি সাধক ব্যাস যাহা নিজের চক্ষে দেখিয়া তোমাকে আমাকে উদ্ধার করিতে লইয়া গিয়াছেন, মন প্রাণ দিয়া শুন, প্রাণ জুড়াইবে, জীবন সফল হইবে। তর্ক করিও না, ইহা তর্কের জিনিষ নহে।

সেই ভগবানের নিত্যসিদ্ধ দাস শ্রীজীবগোস্বামী সেই লীলার যে সকল বিশ্লেষণ দেখাইয়াছেন। ভক্তিপূত মনে শুন, পাঠকর। এই পর্য্যন্ত তোমার অধিকার। অধিকার ছাড়িয়া একাল পর্য্য তর্ক করিয়া কেহ বুঝে নাই, কেবল নিজে গোলে পড়িয়া আরও ১০ জনকে গোলে ফেলিয়া দিয়াছেন। তর্কের স্থিতি নাই, ছিল না, থাকিবে না। নচেৎ উহার উপরেও খান কুড়ি দর্শনের জড়াজড়ি হইত না।

শক্তি ও লীলার তত্ত্ব আমি কিছুই বলিলাম না, কেবল উহার মূল সূচনাটুকু বলিলাম। সাধারণ পাঠক ইহাতে মোটামুটি বুঝিয়া অগ্রসর হউন। শ্রীজীবের সর্ব্বসম্বাদিনী, তত্ত্বসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ দেখুন বহুল বিস্তার আছে।

ধামতত্ত্ব।

"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ (শ্রুতিঃ)

অস্য পাদঃ বিশ্বাভূতানি। অমৃতং ত্রিপাদ্ দিবি। সকলেই জানেন বিষুব নামে কোনও রেখা নাই উহা বুঝিবার জন্য কল্পিত রেখা। যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রে ক, খ, বলিয়া এক একটী স্থল নির্দ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ অনন্ত সৌর-মণ্ডল-বেষ্টিত প্রাকৃত জগৎ এবং অপ্রাকৃত জগৎ। এই সকলের সমষ্টিতে এক (চিজ্জড়াত্মক) মহাবিরাড়্ জগৎ। উহার ভাগ হয় না। যদি করিতে হয় তবে ৪টী ভাগ কর। ৪ ভাগ হইলেই এক এক ভাগ এক এক পাদ (৪ ভাগের এক ভাগ) তাহা হইলে বলিব যে ঐ ৪ ভাগের একভাগে দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব ও ৩ ভাগে অমৃত মোক্ষ মঙ্গল ও আনন্দ ঐ সর্ব্বোপরি। তিন ভাগের শীর্ষদেশে অর্থাৎ সর্ব্বোপরি আনন্দধাম। অর্থাৎ ৩ ভাগ ভগবানের ধাম একভাগে বিশ্ব। যে তিন ভাগ ভগবানের তাহাতে আবার লীলাময়ের নিজ বিহার স্থানটী সকলের কেন্দ্র উহাই পরব্যোমাতীত মহাপর ব্যোম। তথায় প্রকৃতি যাইতে অসমর্থা (ব্রহ্ম-সংহিতা দ্রষ্টব্য) সুতরাং প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদির ত কথাই নাই।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি নচ চন্দ্রতারকম্।

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥ ইত্যাদি।"

(এই ভূমিকার স্থানাদির পরিচয়ে ১৫ স্তম্ভে গোলোকের ব্যাপারটা দেখুন) ইত্যাদি ঐ নিজস্থানে গোলোক। আমরা যে বৃন্দাবন দেখি উহাও ঐ গোলোক। বাঃ কি কাণ্ড!!! আমরা প্রাকৃত, ঐ মথুরা-বৃন্দাবনও প্রাকৃত ভৌতিক মাটীতে, তাহা আবার অপ্রাকৃত! কেমন কথা হইল ?। লীলাময় দয়া করিয়া প্রাকৃত জীবকে দেখাইতে চিৎকে জড়ের মত করিয়া দেখাইতেছেন। নিজেও মানুষ হইতেছেন। তবে সামান্য মানুষ নহে। ঐ নরাকার তাঁহার নিত্য

বিগ্রহ ঐ "গোপালবেশং ব্রহ্ম" নরাকৃতি পরমব্রহ্ম বড় হইয়া ছোট হন নাই। ঐ ছোটটাই বড়। উহা নিত্যরূপ। ছোটর ভিতরে বড় পুরা আছে। এইরূপ কাশী জগন্নাথ প্রভৃতি ভগবদ্ধাম সবই বুঝিবেন।

ধামতত্ত্ব গোলোকের কথা মূল গ্রন্থেই আছে তর্ক নিষ্ঠ সাধারণের জন্য মূল তথ্যের আভাস দেওয়া গেল মাত্র। ইহাকেই পর্য্যাপ্ত মনে করিবেন না। লীলার পুষ্টি সুদূর প্রকাশের পর সমৃদ্ধিমান্ মিলনের জন্য মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি ধামও সেই সেই ধামের লীলা। তত্ত্বতঃ—

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি"
"যত্তু গোকুলনাম স্যাত্তত্তু গোলোক বৈভবং॥"

নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দনের তত্ত্ব পূর্ব্বচম্পুর ৩য় পূরণে জন্মকথার পাদটীকায় বিবৃত আছে। তাহাও লীলার জন্য। ঐশ্বর্য্যশক্তি না থাকিলে একা মাধুর্য্য শক্তিতে লীলার পুষ্টি হয় না। সুতরাং নন্দনন্দনে (দ্বিভুজে) বসুদেবনন্দনের (চতুর্ভুজের) অন্তর্ভাব।

ভগবত্তত্ত্বের স্থান যেখানে, তদীয় ধামও পরিকরের স্থানও সেই খানে।

"কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (শ্রুতিঃ) কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিতলোক ক্ষয়শীল। জ্ঞান অক্ষয়। এজন্য ভক্তি ঐ জ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার। (গীতাশেষে স্বামি-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। "জ্ঞানবিশেষ এব ভক্তিঃ" এই জ্ঞান নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক নহে, উহা ভগবত্তত্ত্বের অনুসন্ধানাত্মক। "ভক্তিরস্ত ভজনং" ভজন, পরিচর্য্যা, সেবা ইত্যাদিকে ভজন বা ভক্তি বলে, তাহাই উপাসনা। ভগবান্ ভিন্ন অর্থাৎ রূপগুণাদি-বিশিষ্ট ব্যতীত ভজন হয় না। উহাই চরম উপাসনা। তাহার পরাকাষ্ঠা নিষ্কাম ভাব। তাহার চরমদশা ব্রজ-গোপীতে। এজন্য ব্রজ-বধূবর্গের উপাসনাই চরম উপাসনা। তাহাই গৌরীয় বৈষ্ণবগণ অনুশীলন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদগণ তাহার পথপ্রদর্শক। (অলং বাহুল্যেন)।

শব্দতত্ত্ব।

শ্রীগোপালচম্পুগ্রন্থে গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই অনুপ্রাসরক্ষার খাতিরে জানিতে হইবে। এই বিরাট মহাগ্রন্থে যত দুরূহ শব্দ আছে তাহার সমগ্র উদ্ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য দিগ্দর্শন স্বরূপ কতিপয় শব্দ ও পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। দুরূহ শব্দের স্তম্ভে প্রসঙ্গতঃ অপর কবিতাও উদ্ধৃত হইল। যে সকল শব্দ কেহ কদাপি পরিচয় সচরাচর শ্রবণ করেন নাই, এমন শব্দও ইহাতে বহুতর দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা যে কতদূর (বিশেষতঃ যৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সেই সময়ে) তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

১। অবট— গর্ত্ত
কুপীটযোনি আগ্নি
শতকোটি বজ্র
মঙ্ক্ষু ঝটিতি
নির্মঞ্ছন
নীরাজন } আরতি (পৃ, ১০।১৭)
বরণ
ক্লেশমৈয়রুঃ ক্লেশ পাইয়াছিল। (পৃ,১৩।৩৯)
যুবকাং যুবাং পদের উত্তর অক্ প্রত্যয় (পৃ,১৪।৪১)

২। বাবহিঃ পর্ব্বতং বালঃ সাসহির্ন্তু চাচলিঃ।
বহিরেব যথা বৃষ্টিঃ পাপতির্ন তদন্তরে॥ (পৃ, ১৯।৬)

যঙন্তচলপতসাহবহঃ কিঃ। এই সূত্রের সম্পূর্ণ উদাহরণ।

৩। চোলী বা কঞ্চুলি কাঁচুলী। (পৃ ২৪।৩৯)
হিত্বা } হা+ক্ত্বা, ধা×ক্ত্বা=ত্যাগ করিয়া,
হিত্বা } ধারণ করিয়া। (পৃ ২৯।৫৮)

৪। পুঙ্গব (পুরুষ জাতীয়) গোরু। (পৃ ১২।৪৯)
আর্ষভ্য (ষণ্ডতাযোগ্য ষাঁড় করিবার উপযুক্ত)
দম্য বৎসতর (দামড়া বাছুর)

অ

জাতককুৎ	যাহার ঝুঁট উঠিয়াছে।
পূর্ণককুৎ	যাহার ঝুঁট পূর্ণ হইয়াছে।
জাতোক্ষ	সদ্যজাত এঁড়ে।
মহোক্ষ	বড় ষাঁড়।
বৃদ্ধোক্ষ	প্রাচীন ষাঁড়।
যুগ্য	লাঙ্গল অথবা গাড়ীর গোরু।
প্রাসঙ্গ্য	গলবদ্ধ দীর্ঘকাষ্ঠ হালে, গাড়ীতে, বা তৈলকারের ঘানীতে যোড়া গোরু।
শাকট	গাড়ীর গোরু।
প্রষ্টবাট.	দোঁয়ান বা জোংলান গোরু।

স্ত্রীগবী (স্ত্রীজাতীয়) ধেনু। (ঐ)

উপসর্য্যা	ঋতুমতী।
সন্ধিনী	বৃষভাক্রান্তা যাহার পাল লওয়া হইয়াছে।
প্রষ্ঠৌহী	প্রথম গর্ভিণী পলেটী গোরু।
ধেনু	নবপ্রসূতা।
বষ্কয়ণী	চিরপ্রসূতা অনেক দিন ধরিয়া যে বিয়াইতেছে।
গৃষ্টি	সকৃৎপ্রসূতা।
পরেষ্টুকা	বহুবৎসা।
সমাংসমীনা	প্রতিবর্ষে প্রসবকারিণী বছরবিয়ান।
নৈচিকী	উত্তমা ধেনু।
কপিলা	সর্ব্বদা দুগ্ধদাত্রী লক্ষ্মীমতী ধেনু।
বশা	বন্ধ্যা।

গোরুর আহ্বানের ও গোচরণাদির নানাবিধ দেশজ শব্দ পূর্ব্বচম্পূর গোষ্ঠ-লীলাতে ব্যাখ্যাত আছে।

(গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি ধেনুর বিশেষ নাম)

৫। মকরন্দ শব্দের স্থলে মরন্দ। (পূর্ব্ব ২৩।৯৫)

শারদং বিকচমেব চোৎপলং
যন্মরন্দঝরমোচি তৎ কিমু

মরন্দস্যন্দিমন্দিরে। ইত্যাদি স্তবাবলী গোবিন্দলীলামৃত ও স্তবমালা প্রভৃতিতে বহুতর দৃষ্ট হয়।

৬। সিদ্ধান্ত ঘটিত পদ্য (পৃ ২৩।১৫২)

আত্মারামগণ যাঁহার গন্ধ পাইয়া ব্রহ্মানন্দেও স্পৃহা করেন না, সেই স্বয়ং পূর্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দ লাভের জন্য গোপীদিগের সহিত ক্রীড়ার্থে যত্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ লীলাবৈচিত্রীতে পূর্ণানন্দেরও আনন্দভাব হইতেছে—

আত্মারামা অপ্যহো যস্য গন্ধাৎ ব্রহ্মানন্দং বাঢ়মাচ্ছাদয়ন্তু।
পূর্ণানন্দঃ স স্বয়ং হন্ত তাভিঃ স্বানন্দায় ক্রীড়নায় প্রযেতে॥

৭। বাসতেয়ী রাত্রি। (পৃ ২৮।২৩) রাত্রিবাচক এই শব্দ এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

শ্রীরাধাকে দেবী শব্দে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"সমং রাধাদেব্যা হরিরখিলসখ্যালিসুখদঃ। (পৃ ৩১।১৪৯)

৮। লকুটী লাঠি

চিপীটডোরী—ফিতা। (পৃ ৬। ৪)

অঘুক্ষৎ—সংবৃতবান্।

লেক্ষি—আস্বাদয়সি।

৯। আশ্চর্য্য শব্দ যে বিশেষণ রূপে ব্যবহার আছে "আশ্চর্য্যা বাক্‌পূর্ত্তিঃ॥ (পৃ ৭।৯২)

১০। "নোষ্ট স্তে সুষ্ঠু" বশ+ক্ত=উষ্টঃ ন—উষ্টঃ নোষ্টঃ। (পৃ ৬।১১০)

শাবক শব্দে মানুষের পুত্রকেও বুঝায়। (পৃ ৮।৮)

কৃশাশ্বী—জায়াজীবী (নিজের স্ত্রী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক। ইহা কায়িক শ্রম দ্বারা ও পরপুরুষসঙ্গ দ্বারা। উভয় প্রকারে বুঝিতে হইবে। কারণ নিজে কৃশ অশ্ব অর্থাৎ দুর্ব্বলবীর্য্য। (পৃ ৪।৩১)

জন্তু শব্দের পরিবর্ত্তে জন্যুশব্দ (পৃ ৭।১২)

কফল্লক শব্দে আদি চোর (পৃ ৮।৬৪)

পৌরগবী—পাচিকা, সূপকারী, বল্লবী (পৃ ৮।৭৭)

ঐকাগারিক—চৌর।

লোহলঃ— অস্পষ্টবাক্ (তোৎলা)। (পূ ৬।২৯)।

কাকপক্ষ—চূড়াকরণের পূর্ব্বতন কেশ (স্বামী, ভাঃ ১০।১৭।৭ কেশগুম্ফিত তিনটী বেণী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ)।

১১। "তং বায়কবরনায়কমস্মি বন্দে।" উত্তর ৪।৪২ অস্মিপদে অহং। সাহিত্যদর্পণাদিতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত "ইতি সুন্দরি নাস্মি দুয়ে"।

১২। "জগদম্ব! বিচিত্রমত্র কিং" এই শঙ্করাচার্য্যকৃত স্তবের মত "শিষ্টে রামাম্ব! তর্হি" (উত্তর ৮।৫)। অম্বার্থে ভিন্ন অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস করিলেও বহুস্বরত্ব হয় না। "দ্ব্যচঃ কিং হে অম্বাড়ে হে অম্বালে হে অম্বিকে।" মুগ্ধবোধের এই প্রত্যুদাহরণে তাহা বুঝা যায়।

১৩। গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীতে যে সকল ছন্দ পাওয়া যায় না, এমন ছন্দ বহুতর চম্পূতে দৃষ্ট হয় (উত্তর ১৮।২৪। স্তব দ্রষ্টব্য)।

১৪। শিশুপাল বধের দ্বিতীয় সর্গে উদ্ধব বলিতেছেন—

সম্প্রত্যসাম্প্রতং বক্তু মুক্তে মুষলপাণিনা।
নির্দ্ধারিতেঽর্থে লেখেন খলূক্ত্বা খলু বাচিকং।২।৭০।

গোপালচম্পূর উত্তর চম্পূর ১২ পূরণে ২২ শ্লোকেও উদ্ধব বলিতেছেন—

অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা যত্র শোভা ভবেন্ন হি।
যো ন বুধ্যেত তত্রাপি খলূক্ত্বা খলু বাচিকং॥

১৫। জূর্ত্তিঃ—জীর্ণতা ইহা অনুপ্রাস প্রিয় গ্রন্থকারের লিখিত মূর্ত্তি শব্দের খাতিরে বুঝিতে হইবে। (উত্তর ৩২।৭৩)।

সারথে রথেনানেন যথেহ সর্ব্বসমাধানং স্যাৎ তথেহস্ব।

(উত্তর ৩৭।১৫) কি অনুপ্রাস বাহুল্য।

গোলোকই শ্বেতদ্বীপ বা বৃন্দাবন (উত্তর ৩৭।৪৪)

কর্ম্মন্দী—ভিক্ষু (উত্তর ১৬।৫৩)

বুক্কা—হৃদয়ের মধ্যস্থিত মাংস। (উত্তর ৫।৫০)

রোটিকা—রুটি (ঘন দধিযুক্ত)। (উঃ ৬।২৭)

১৬। তদনেনালমতিবিস্তরেণ মতিদুস্তরেণ। (উত্তর। ১২।৮৫)

ং অনুস্বার স্থানে ম করিয়া মতিবিস্তার হইল, সুতরাং মতিদুস্তর লিখিতে হইল। ইহা অনুপ্রাস রক্ষার আগ্রহ।

১৭। আগামিন্ শব্দ ভবিষ্যৎ কালে অর্থাৎ ভাবী অর্থে। "গম্যাদেরিন্ ভাবে নি"। (উত্তর ২৩।৮৮)

অভ্যাগত শব্দে প্রচলিত অর্থে অতিথি। কিন্তু বর্ত্তমান বৈষ্ণব মহলে উহা বিরক্ত বৈষ্ণব অর্থে ব্যবহৃত। চম্পূতে অতিথি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (উত্তর ২৬।৫৮)

১৮। যঙন্ত পদের আতিশয্য—(উত্তর ৩৭।১৭৮—১৮৪)

১। বংভণ্যন্তে, বেভিদ্যন্তে, অশাশুন্তে, জেগীয়ন্তে, জেজীয়ন্তে, পেপীয়ন্তে, দোধূয়ন্তে, অটাট্যন্তে, বোভুজ্যন্তে, চেক্রীয়ন্তে, ঊর্ণোনূয়ন্তে, জেঘ্রীয়ন্তে, কোকূয়ন্তে, সাসদ্যন্তে, জেগিল্যন্তে, লোলুপ্যন্তে, সোষুপ্যন্তে, চঙ্কূর্য্যন্তে, প্রণরীনৃত্যন্তে প্রপনীপদ্যন্তে, রোরূয়ন্তে, চঙ্ক্রম্যন্তে।

যঙ্ লুগন্ত,—

চংচরীতি, দেদিবীতি, দন্দসীতি, জংহসীতি, অর্থরীতি, চাকরীতি, দেদোতি, চংচূর্ত্তি, জংহন্তি, জাহাতি, চর্কর্ত্তি, সোসোপ্ত।

একত্র এইরূপ একাকারের পদ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভট্টিকাব্য, যাহা ব্যাকরণের উদাহরণ বলিয়াহ প্রসিদ্ধ তাহাতেও এত নাই।

১৯। "মনসি বিদধতী ত্বং পর্য্যরক্ষঃ সতীত্বং" (উত্তর ৩৭।২১৮)

স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি, নাস্তি দূতী ভদুত্তমা।

তেনৈব যুবতীনাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে॥ (উদ্‌ভটঃ)

ইত্যাদি নানাস্থলে সতীত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু পদটী বিচার্য্য।

"জাতিস্বাঙ্গবিহিতে বস্বন্ত মানিন্ .বর্জ্জে" : (মুগ্ধবোধঃ)। জাতি ও স্বাঙ্গবিহিত ইপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মানিন্ ভিন্ন অন্যত্র পুম্বদ্ভাব হয় না।

সতী শব্দকে জাতি বলিলে পুম্বদ্ভাব হয় না, অন্যত্র হয়। "সতী×ত্বং" এইরূপ পৃথক্ করিবারও উপায় নাই, আর একটী ত্বং রহিয়াছে।

২০। গোত্র—গোগণ। গোত্র—জাতি। গোত্র=গোরক্ষক।

(উত্তর ৩১।২৬)

অসভ্য ও সভ্য শব্দের ব্যবহার—(উঃ ১১।১৫। ও ১৭।২৬)

নৈয়ত্য—নিয়তের ভাব (উঃ ২৯।৬৯) নৈয়ত্য শব্দ নাটকচন্দ্রিকার শেষ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়।

২১। হুগলীর পশ্চিম দক্ষিণ রাঢ়ে "ছুরিয়ে করে কাঠ, হাতে করে মার, লাঠিয়ে করে তাড়াও" এইরূপ করণ কারকের ব্যবহার চলিত গ্রাম্য ভাষায় দৃষ্ট হয়। উহা ঠিক সংস্কৃতের অনুরূপ। ভা ১০২৭।২১ তোষণী দেখুন "ঐরাবতস্য করেণ কৃত্বা" ঐরাবতের শুণ্ডে করিয়া। এইরূপ সংস্কৃত "কৃত্বা', পদের ব্যবহার স্তবাবলীর টীকাতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ "ত্রোটন" (ছেদন) ছিঁড়িয়া ফেলা। (ভাঃ।৪।১৪।১৭ চক্রবর্ত্তী)।

২২। "সৌহৃদাং" (উ ৩৭।৬৮) অনেকে বলেন ঐ পদ ব্যাকরণ সিদ্ধ হইলেও ত্রিমুনিসম্মত অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির অনভিপ্রেত।

২৩। ঠক্কুর—এই শব্দ চম্পূ ভিন্ন অন্যত্র প্রাচীন গ্রন্থে এ যাবৎ দেখি নাই। ঠাকুর শ্রেষ্ঠ দেবতা। (উত্তর ৩৭।১৪৮)

২৪। ক্ষত্রিয়োচিত বর্ম্মন্ শব্দ বলদের উপরেও প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বড়দায়ে অনুপ্রাসের খাতিরে—"শ্রীকৃষ্ণাগ্রজন্মা রামবর্ম্মা খলু অস্যাঃ শর্ম্মার্থং ভবেৎ" (উত্তর ১৫।১৬)

২৫। ঘুরন্তি—অভিগচ্ছন্তি। ঘুর ধাতুর প্রয়োগ বিরল।

(উত্তর ।১৭।৮)

২৬। দম্পতী শব্দের প্রয়োগ প্রায় দ্বিবচনে কদাপি বহুবচনেও দৃষ্ট হয়। "দম্পতীন্ অবলোক্য॥ (উত্তর ৩৬।১৫১)

২৭। ভাষাবন্ধ—কথার ঠিক করা (বিশেষতঃ বিবাহে)। এটী ভাগবত ৩ স্কন্ধে ২২ অঃ ১৭ শ্লোক ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হয়। চম্পূতেও আছে।

২৮। ক্ষম শব্দে সমর্থ এই অর্থ বিরল প্রচার, তবে মেদিনী কোষ মতে হইতে পারে। (পূর্ব্ব ১৫।১৪৮ গদ্য ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

২৯। সতীপতি শব্দে মহাদেবকে ধরা হইয়াছে; অনুপ্রাসের খাতিরে।

(পূর্ব্ব ১৯।৯০)

৩০। সেবিকা শব্দ (পূর্ব্ব ২৫।৫৪।) কেহ কেহ সেবিকা শব্দ মানেন না, সেবকা বলেন। অর্থাৎ ধ্রুবকা চটকা অলকা শব্দের দলে ফেলিতে চান। বস্তুতঃ তাহা নহে।

৩১। কৌলীন—লোকাপবাদ ও কুলোৎপন্ন। (পূর্ব্ব ৩৩।১৫)

মনোযোগী পাঠক অন্যান্য বিষয় গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিবেন। দিক্ দর্শনার্থে কতিপয় উদ্ধৃত হইল।

বিরুদাবলী।

(বন্দিগণের স্তবে ধীর, বীর)

শ্রীকৃষ্ণের এক এক লীলার বর্ণনার শেষে বন্দিজন বা অন্তকর্ত্তৃক এক একটী বৃহৎ স্তব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে যে সকল শ্লোক আছে, তাহার শেষে "ধীর, বীর" আদি শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলির তাৎপর্য্য জানা নিতান্ত দরকার, এজন্য তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল। বলা বাহুল্য যে—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-কৃত স্তবমালার অন্তর্গত শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকাই এ সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের এই গোবিন্দবিরুদাবলী রচনা বিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে। যথা—কোন এক সময়ে একজন দাক্ষিণাত্য কবি "দেববিরুদাবলী" শ্রীগোবিন্দদাসের নিকট পাঠ করেন, তাহাতে শ্রীগোবিন্দদেব প্রসন্ন হইয়া নিজ কণ্ঠ হইতে তাহাকে মালা প্রদান করেন। এদিকে এই ঘটনা অবগত হইয়া শ্রীরূপগোস্বামিপাদের মনে হইল যে, এই দেববিরুদাবলী পাঠে শ্রীগোবিন্দদাসের মন কিরূপে প্রসন্ন হইবে এইরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া তিনি একদা শয়নে রহিয়াছেন, রাত্রিতে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ দিলেন যে "তুমিও এইরূপ আমার নামে এক বিরুদাবলী রচনা কর"। শ্রীরূপগোস্বামী এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশ পাইয়া তাঁহার নামে "শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী রচনা করেন। পূর্ব্বচম্পূর ২য় পূরণের ২য় গদ্যে যে বিরুদাদি ছন্দের উল্লেখ আছে, তাহাও এই ব্যাখ্যা হইতেই বুঝিতে হইবে। এই বিরুদাবলী অত্যন্ত দুরূহ। ব্যাকরণ: ছন্দ অলঙ্কার ও কোষ শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি যদি স্থির মতে সুকণ্ঠ ও ভক্ত হন তবে তিনি ইহার পাঠে অধিকারী। (স্তবমালা ঐ শেষে)

এক্ষণে সেই বিরুদের সম্বন্ধে গুটি কত বিষয় অতিসংক্ষেপে লিখিত হইল। বিরুদ্ ছন্দ পদ্য ও গদ্য উভয়ে হইতে পারে। বিরুদ্ শব্দের প্রধান অর্থ লতা।

লতাতে যেমন পত্র. পুষ্প, কলিকা মঞ্জরী প্রভৃতি শোভা পাইয়া থাকে। সেইরূপ কাব্যকে বিরুদাকারে বর্ণন করিতে হইলে তাহাতেও পত্র, পুষ্প, কলিকা, মঞ্জরী প্রভৃতি কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ বর্ণনা গ্রন্থের নায়কের যথায় কোন গুণের উৎকর্ষ বর্ণিত হয় সেই স্থলেই প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—

"বিরুদং কবয়ঃ প্রাহুর্গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনং।
বিরুদঃ কলিকাচান্তে ধীংবীরাদিশব্দভাক্‌॥

অর্থাৎ গুণের উৎকর্ষ বর্ণনাকেই কাবগণ" বিরুদ বলিয়া থাকেন। এই বিরুদের যে সমস্ত কলিকা হয়, তাহার নাম ধীর, বীর ইত্যাদি। শ্রীগোপাল-চম্পূতে "ধীর, বীর, দেব" ভিন্ন দেখা যায় না, কিন্তু গোবিন্দবিরুদাবলীতে ইহার বহুতরনাম আছে। দিক্‌দর্শনার্থে কতিপয় নাম উদ্ধৃত হইল। যথা—ধীর, বীর, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, উৎপল, গুণরতি, মাতঙ্গ খেলিত, তিলক, সিতকঞ্জ, পাণ্ডুপেল, ইন্দীবর, অরুণাম্ভোরুহ, ফুল্লাম্বুজ, চম্পক, বঞ্জুল, কুন্দ. বকুলভাসুর, বকুলমঙ্গল (এই গুলি কলিকা বিশেষ)।

মঞ্জরীকেই কোরক কহে, ইহাকেই মহাকলিকাও বলা যায়। উক্ত মঞ্জরী কোরক বা মহাকালকার প্রভেদ যথা—কুসুম। ভঙ্গ (অর্থাৎ বিরুদ্‌কাব্যের তরঙ্গ বিশেষ। সেইরূপ তরঙ্গ তিনটী একত্র হইলে তাহাকে ত্রিভঙ্গী কহে। সেই ত্রিভঙ্গীর মধ্যে একটীর নাম দণ্ডক। অপর বিদগ্ধত্রিভঙ্গী। মিশ্রকলিক। সাপ্তবিভক্তিকা কলিকা (এটী মিশ্রকলিকার দ্বিতীয় প্রভেদ)। অক্ষরময়ী। সর্ব্বলঘু।

উল্লিখিত নামগুলি বিরুদের কলিকা, পুষ্প ও মঞ্জরী আদি অর্থে ব্যবহৃত। স্থূলতঃ বিরুদ্‌কাব্য শব্দালঙ্কার প্রচুর। ইহাব পাণ্ডিত্য বিস্তু অদ্ভুত। অধিকাংশ যমকালঙ্কারের ন্যায় চরণের অন্তে মিল থাকে। সমস্ত বিরুদ্‌ই পদ্য কিন্তু স্থলবিশেষে গদ্যের ন্যায় বোধ হয়। কোন্‌ কলিকাতে বিরুদ্‌ছন্দ হইবে, ছন্দঃশাস্ত্রোক্তগণ, মাত্রা কিরূপ হইবে, কয়টী কলিকার পর মঞ্জরী হইবে। দণ্ডক কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় এস্থলে বিস্তৃত করিলে খুব বাহুল্য হইয়া পড়ে, এজন্য তাহা লিখিত হইল না। গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরী ও শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার অন্তর্গত গোবিন্দবিরুদাবলীর বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকাটী মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। আমি কেবল দিগ্‌দর্শন করাইলাম মাত্র। দেব-

বিরুদাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ভিন্ন, বিরুদমণিমালা নামে এক কাব্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাব্যরসলোলুপ পাঠক অনুসন্ধান করিবেন। উত্তরচম্পূর তৃতীয় পূরণের ৩য় গদ্যে যে বিরুদাবলীর কথা আছে, তাহাও উত্তমরূপ বুঝিতে হইলে শ্রীরূপের স্তবমালায় গোবিন্দ বিরুদাবলীর টীকা আদ্যন্ত অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

চম্পূধৃত গ্রন্থনাম।

১। শ্রীমদ্ভাগবত।
২। বিষ্ণুপুরাণ।
৩। বরাহপুরাণ।
৪। মনুসংহিতা।
৫। কালিকাপুরাণ। (নরকাসুর বধে)
৬। ব্রহ্মসংহিতা।
৭। গৌতমীয়তন্ত্র।
৮। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র।
৯। গোপালতাপনী।
১০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র।
১১। পদ্মপুরাণ।
১২। ভগবদ্গীতা।
১৩। হরিবংশ।
১৪। কাশীখণ্ড।
১৫। গীতগোবিন্দ।
১৬। যমুনাস্তোত্র। (শাঙ্কর)
১৭। উজ্জ্বলনীলমণি।
১৮। পাদ্মোত্তরখণ্ড।
১৯। চাণক্যনীতি।
২০। ললিতমাধব।

২১। স্কন্দপুরাণ।

২২। খ মাণিক্য। (জ্যোতিষ)

২৩। অবন্তীখণ্ড।

২৪। মৃত্যুঞ্জয়সংহিতা।

স্থূলানুসন্ধানে এই ২৪ খাণি গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণেই আদ্যন্ত সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে আছে। এবং ভাগবতোক্ত সমস্ত লীলাই ইহাতে বর্ণিত, গোস্বামিদিগের প্রমাণ স্থলেও ভাগবত ভিন্ন প্রায় দৃষ্ট হয় না, সেরূপ স্থলে ভাগবতের প্রমাণই সর্ব্বত্র, তবে কদাচিৎ কোন বিশেষ প্রমাণ গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পৌনে ষোল আনা ভাগবতের। বক্রী অংশে ১ম ব্রহ্মসংহিতা ২য় বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় পদ্মপুরাণ। ইহার পর অপর গ্রন্থাবলীর নাম ধর্ত্তব্য।

কবিতা ও গদ্য।

ইহার কবিতা ও গদ্য সমালোচনায় উদ্ধৃত নহে। সে শক্তি আমার নাই, তবে নানা বিষয়ের দিগ্‌দর্শন মাত্র।

১। গোবর্দ্ধন ধারণ প্রসঙ্গে গুরুজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

পিতর্ন কুরু সম্ভ্রমং জননি! নার্ত্তিমাবর্ত্তয়,
প্রশাম্য সুহৃদাং ততে মম তু কোঽপি নাত্র শ্রমঃ।
যতো গিরিবরঃ স্বয়ং করুণয়া করে মামকে,
সমুৎপতনলীলয়া স বরিবর্ত্তি তূলপ্রভঃ॥

(পূ ১৮। ১২৪)

গোবর্দ্ধন ধারণে ইন্দ্রদর্প বিচূর্ণিত হইলে তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত দেবধেনু সুরভির গোবিন্দাভিষেক প্রসঙ্গে (বর্ত্তমান গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের গোবিন্দকুণ্ডে) কোন্ দেবতা কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা—

অদিতির্মাতৃকৃত্যানি স্বসৃকৃত্যানি পার্ব্বতী।
গরুত্মান্ ভৃত্যকৃত্যানি চাহৃত্যাত্র মুদং যযৌ॥

(পূ, ১৯। ৭৭)

২। ন'কারের অনুপ্রাস—(গদ্য)

আকর্ণিত-তত্তদ্বর্ণ-কর্ণাশ্চ বরবর্ণিন্যস্তন্নির্ণায়ক স্বাভার্ণতন্নির্ণনাস্তূর্ণমেব পূর্ণতা-মবাপুঃ। (পূ ২৫। ৩৩)

৩। কামুকের সরস নীরস বোধ নাই—

নীরসা সরসা বেতি বিবিক্তির্নাতিকামিনাং।
পশ্য বংশ্যা মুখং নায়ং পিবন্নুজ্ঝতি মাধবঃ॥

(পূ ২৯। ৫৯)

৪। অনুরূপ দুইটী শ্লোক, চম্পূ ও ভট্টির।

ন তদ্বনং যন্ন বিহারমঙ্গলং
নায়ং বিহারঃ শুভগীতভূন্ন যঃ।
গীতং ন তদ্‌যন্ন হি বংশিকাকৃতং
বংশী ন সা কৃষ্ণমুখানুগা ন যা॥ (পূ ১২। ৩৮)
ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্‌যদলীনষট্‌পদং।
ন ষট্‌পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ॥ (ভট্টি ২। ১৯)

(উভয়েরই বংশস্থবিলছন্দ এবং একাবলী অলঙ্কার)

৫। অনুপ্রাসের একটী উদাহরণ—

নীহারকুঝটিকাঘটিততমশ্চক্রবালে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডলমিব। যত্র মুরারি-প্রভাবা চতুরাঃ সুরাঃ সুরারয়শ্চ মুহুরারাদারাদপি হন্ত! হন্তকারং চক্রুঃ।

(পূর্ব্ব ১১। ৩১—৩৬। ১৩—৫১)

৬। জয়দেব ও সনাতনকৃত গীতগোবিন্দ ও গীতাবলীর মত এই চম্পূতেও বহুতর ত্রিপদীগান আছে। তাহার একটীর কিয়দংশ যথা—(রাসনৃত্য কালে। পূর্ব্ব ২৬। ৩৫)

জয় জয় সদ্‌গুণসার।
জগতি বিশিষ্টং, কলয়তু মিষ্টং
গোকুলসদবতার॥ (ধ্রুবং)

কমলভবেশ্বর, বৈকুণ্ঠেশ্বর,
পত্নীচিন্তিত-সেব।
রাজসি রাসে, কলিতবিলাসে,
নিজরমণীভির্দেব ॥ ইত্যাদি।

এবং——

কূজতি কিল, কোকিলকুল-
মুজ্জ্বলকলনাদং।
জৈমিনিরিতি, জৈমিনিরিতি,
জল্পতি সবিষাদং।

তথা——

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং। (ইত্যাদি
প্রাচীন গীত দ্রষ্টব্য)

(পূর্ব্বচম্পূর ২৯ পূরণে বহুতর গান আছে। দৃষ্টি কর্ত্তব্য)

৭। ভাগবত ১০।৩২ অঃ। ১৬ সংখ্যক "ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে" এই শ্লোকে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সুস্পষ্ট ভাবে চম্পুতে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা— (পূর্ব্ব ২৫। ৬১। ৬২। ৬৩)

গোপীগণ কহিলেন, অহে চতুর পুরন্দর! একটী প্রহেলিকার (হেয়ালীর) কলিকা বিস্তার কর।

কৃষ্ণ বলিলেন—

ভজন্তি ভজতঃ কেচিৎ নান্যেঽন্যানেব কেচন।
উভয়াংশ্চাপরে কেঽপি নোভয়ানগতীন্ পরে ॥
অর্থজ্ঞাঃ কৃতহন্তারো ধার্ম্মিকা ধর্ম্মগার্থিনঃ
বিমূঢ়পূর্ণমুক্তাশ্চ দয়াবন্তশ্চ তে ক্রমাৎ ॥

১। ভজতঃ ভজন্তি = অর্থজ্ঞাঃ

২। অভজতঃ ভজন্তি = দয়াবন্তঃ পিতরশ্চ (ধর্ম্মগাঃ অর্থিনঃ)

৩। ভজতঃ ন ভজন্তি } আত্মারামাঃ আপ্তকামাঃ অকৃতজ্ঞাঃ গুরু-
অভজতঃ ন ভজন্তি } দ্রুহঃ। (বিমূঢ়া পূর্ণকামাঃ মুক্তাঃ)

৮। ভাগবতে যেমন দ্বারকাতে যুগপৎ বহুপত্নীর সঙ্গে একই দেহে কৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত আছে।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রস্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

এইরূপ চম্পূতে (পূর্ব্ব ২৯। ১৩০) প্রতিরজনীতে অনেক নক্ষত্রের সহিত এক চন্দ্রের মত বহু পত্নীর গৃহে একদা বিহার বর্ণিত আছে। যথা—

রাত্রিং রাত্রিং বসন্তি স্ম যত্র তে তত্র নিশ্চিতম্।
অভূদমূষু সম্প্রাপ্তির্ব্বিধোর্দাক্ষায়নীষ্বিব॥

৯। তদ্ধিতের ইষ্ঠপ্রত্যয়ের প্রচুর উদাহরণযুক্ত কবিতা—(পূর্ব্ব। ৩০। ৭৭)
দ্রাঘিষ্ঠ ক্ষেপিষ্ঠ, প্রেষ্ঠবরিষ্ঠস্থবিষ্ঠবংহিষ্ঠাঃ।

১০। ব্রজত্যাগ কালে ব্রজের দুঃখ বর্ণনা—

যথার্কতপ্তো জলবিন্দুরিন্দুনা
নিদাঘদগ্ধং বিপিনং পয়োমুচা।
বিষাৰ্দ্দিতং বার্ভবতা বিলোক্যতে
সঙ্গাত্তথা ত্বদ্বিরহী ত্বয়া ব্রজঃ॥

(পূর্ব্ব। ৩৩। ২২৫।

১১। ঋণব্রণ-কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি। (পূর্ব্ব। ৩৩। ২২)

১২। সপ্তশল্যের পদ্য—(দেবর্ষিনারদবাক্যং)

নৃপো ন হরিসেবিতা ব্যয়কৃতী ন হর্য্যর্পকঃ
কবির্ন হরিবর্ণকঃ প্রিতগুরুর্ন হর্য্যাশ্রিতঃ।
গুণী ন হরিতৎপরঃ সরসধীর্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজরসানুগঃ স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে॥

(পূর্ব্ব। ৩৩। ১৭৮)

১৩। (সুর = দেবতা = তদালয়। সুরা = মদ্য = তদালয়।

ত্বামর্চ্চন্তি যদা স্বর্গ্যা স্তদা স্বর্গঃ সুরালয়ঃ।
ত্বাং নার্চ্চন্তি যদা স্বর্গ্যা স্তদা স্বর্গঃ সুরালয়ঃ॥

(পূর্ব্ব। ৩৩। ১৯০)

১৪। প্রশ্নোত্তরের পদ্য—

কিং ভয়মূলমদৃষ্টং
কিং শরণং শ্রীহরের্ভক্তঃ।
কিং প্রার্থ্যং তদ্ভক্তিঃ
কিং সৌখ্যং তৎপরপ্রেম॥

(পূ ৩।৪২)

১৫। বিনা যাচ্ঞাং দদানে তু সর্ব্বং ব্রজপতৌ তদা।
কল্পদ্রুচিন্তামণ্যাদ্যা স্তেহপ্যাসন্ কৃপণা ইব॥

(পূ ৪।৪৫)

১৬। বচ্ ধাতুর বিবিধ রূপ যুক্ত কবিতা (পূ ১৫।৫৮)

অবচমবোচমুবাচ চ,
বচ্মিহি বক্তাস্মি বক্ষ্যাসি।
উচ্যাসমিদং বচ্যাং,
বচানি নোচেদবক্ষ্যং ন॥

১৭। যঙন্ত কিপ্রত্যয়ান্ত পদের বাহুল্য—

বাবহিঃ পর্ব্বতং বালঃ সাসহির্নতু চাচলিঃ।
বহিরেব যথা বৃষ্টিঃ পাপতির্ন তদন্তরে॥ (পূ ১৯।৬)

১৮। প্রেম থাকিলেই ভয় হয়, চক্ষু থাকিলেই ভালমন্দ দেখিতে হয়—

যস্মিন্ প্রেম প্রচুরং
ভয়মপি তস্মিন্ বিভাব্যতে প্রচুরং।
ঈক্ষণবস্তুস্তমসা
মুহুরিন্দুকাবৃতিস্তু বীক্ষ্যতে॥

(পূর্ব্ব ৯।৭)

১৯। দাতা ও যাচকের সন্তোষসূচক শ্লোক—

যস্মনা ভিক্ষুরায়াতস্তদ্দাতা দিৎসতি স্বয়ং।
তদা ভাগ্যং কিমবর্ণ্যং ভিক্ষোর্দাতুশ্চ কৌশলম্॥

(পূর্ব্ব ৬।৫৪)

২০। প্রধানং পুরুষং ব্রহ্ম যদেতত্রয়মুচ্যতে।

অংশাংশং তদ্বিজানীয়াৎ কৃষ্ণরামাহ্বয়প্রভোঃ॥ (উত্তর ১০।৭৭)

২১। শ্রীরাধা প্রভৃতির বিবাহ কালে পুরোহিত মহাশয় সুস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যাদান কার্য্যে নিজের যজমানকে নিয়োগ করিতেছেন। পাণি গ্রহণকালে উভয়ে উভয়ের পার্শ্বে কম্পাখ্য সাত্ত্বিক ভাবে আক্রান্ত বরকর্ত্তা রোরুদ্যমান। কি সুন্দর ভাব—

কম্পেণার্দ্রকরেণ সাশ্রুজনকস্তস্যাঃ করং কম্পিতং

কম্পভ্রাজি করে হরের্বিনিদধে যহুল্লসল্লোচনঃ।

তর্হ্যেবাম্বহনব্যভব্যবিভবব্যঞ্জিপ্রথাসঞ্জকং

বাদ্যং প্রাদুরভূৎ ভুবি দ্যবি চ যদ্ বিশ্বাভবান্তং বভৌ॥

(উত্তর ৩৫।৬১)

২২। শ্রীকৃষ্ণ দারুক সারথির আনীত যে রথে করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী ও ব্রজধামকে গোলোকে লইয়া যাইতেছেন, সেই রথের বর্ণনা—

উৎসর্পজ্জ্যোতিরালীবিভববশতয়া তং রথং তুঙ্গভাজং

চর্ম্মাক্ষা মেনিরে তর্হ্যপরিগততয়া তৎপদোপাসকাশ্চ।

কৃষ্টা ব্রহ্মহ্রদাৎ প্রাগপি মুরজয়িনা লম্ভিতা গোমিনো যাং

তাং বৃন্দারণ্যমধ্যে গতিমিহ সুগতং তদ্বিদশ্চার্ব্বপশ্যন্॥

(উত্তর ৩৭।৩১)

২৩। মাথুর বিরহভয়ে ভীত নন্দাদিকে জ্যোতির্ব্বিদ্ সান্ত্বনা করিতেছেন—

ভীতিং মা কুরুত ব্রজক্ষিতিপতী যুষ্মত্তনুজঃ স্ফুটং

কংসং ধ্বংসগতং বিধায় ভবিতা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীপতিঃ।

যদ্বাং কীর্ত্তিকলাপনর্ত্তিতমুখী শশ্বত্ত্রিলোকী ভবেদ্-

বেদঃ পঞ্চমবেদতন্ত্রসহিতঃ সাক্ষিত্বমাপ স্তুতি॥

(উত্তর ৩।৮)

২৪। কুব্জার উদ্দেশে ললিতার পরিহাসবাক্য—

"প্রাসাদীয়াত যঃ কুট্যাং পর্য্যঙ্কীয়তি মঞ্চকে।

তস্য সন্তোষশীলস্য কুব্জিকাপ্যপ্সরায়তে॥ (উত্তর ৪।১০)

২৫। শ্রীরাধা উদ্ধবকে বলিতেছেন, আমি বজ্রময়ী, শ্রীকৃষ্ণ ননীর পুতুল।

"যথা মাং সহসাবাদী স্তথা ত্বং মা তমুদ্ধব!।
অহং বজ্রময়ী সাখ্যন্নবনীতময়ঃ স তু॥ (উঃ ১২।৮১)

২৬। শ্রীরাধা উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন—

ব্রজশশধরতা ব্রজগা-
ত্ত্যাজ্যা ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
ন শশী কলঙ্কতমুম-
প্যুজ্ঝতি শশকং স্বমাশ্রিতং জাতু॥
(উঃ ১২।৮৪)

২৭। শ্রোতা ও বক্তার মন এক হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় ইহা শাকুনশাস্ত্রের মত—

শ্রোতৃবক্ত্রোরৈকমত্যং যদি স্যাদ্দৈবযোগতঃ।
তদা লিপ্সিতভাবানাং সিদ্ধিঃ শাকুন বিন্মতা॥
(উত্তর ৩২।২৮)

২৮। অষ্টভুজা বিষ্ণুমায়া আসিয়া সীতা দৃষ্টান্তে শ্রীরাধার বাধা খণ্ডন করেন—সিদ্ধান্ত সম্পর্কের ১১ দফাতে শ্লোক দেখুন।

২৯। বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞা-পত্র—

বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নভাবে
স্খলিতমিহ যদি স্যাদ্‌গোপরাজাত্মজায়ঃ।
সপদি খলু তদা স্বস্মূর্ত্তিরায়াতু জূর্ত্তিং
সদসি পশুপপাতুঃ সৎপরীক্ষাহুতাশে॥ (উত্তর ৩২।৭৩)

শ্রীরামচরিতে সীতার এইরূপ প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয়।

বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবকেদং সমগ্রং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী॥
(সীতার পরীক্ষা)

৩০। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহে মাধব (বৈশাখ) মাসের পূর্ণ মনোরথ গোধূলি-লগ্নে ললিতমাধব নাটকের পূর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্কানুসারী সময়ে বিবাহ স্থির হইয়াছিল—

ললিতমাধব-পূর্ণ-মনোরথং
সময়মৈক্ষত দৈববিদাং গণঃ।
ইহ গবাগমনক্ষণ-সঙ্গতং
বিধিভমেব শুভং সমবুধ্যত॥ (উত্তর ৩২।১০২)

৩১। বহ্নিদগ্ধ দেহে বহ্নির তাপ উপকারী, বিরহ দূর করিতে বিরহই উপকারী—

অঙ্গস্য বহ্নিনা তাপস্তস্য তাপেন শাম্যতি।
এবং ব্যসনশান্ত্যর্থং ব্যসনং ক্রিয়তে ময়া॥

ইহা ব্রজে যাইবার বাসনা। (উত্তর ১৮।৬৮)

৩২। গোকুলের বিভিন্ন ভাষাতে বিভিন্ন নাম—

গোকুলপতিরিতি গোউরব, ইতি তদ্ গোর ইত্যপিচ।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং, গ্রাম্যজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানং॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না, খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বং, পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতং॥
(উত্তর ২৩।১০—৫১)

৩৩। অবন্তী নগরে গুরু সান্দীপনিকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করিতেছেন—

শ্রীমন্নগকুলজবিপ্রবতংসরত্ন
বিদ্যানিধে বিহিতবৈদিকমর্ম্মধর্ম্ম।
অজ্ঞানদুঃখবিনিবর্ত্তক দীনবন্ধো
ত্রায়স্ব নৌ স্বচরণং শরণং প্রপন্নৌ॥ (উঃ ৮।৪২)

বন্য ফল উপহার দিয়া ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। গুরুদেব প্রথমে ভিক্ষা করিতে শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রদিগের সঙ্গে মিলন করাইয়া দিলেন।

৩৪। "জরাসন্ধং সঙ্গত্য গতাস্তরমপগুস্তঃ তাং তাম্রগাশ্মাবপি।" এ-স্থলে মধ্যকার অংশটুকু বৃত্তগন্ধিগদ্য অর্থাৎ পদ্যের মত। এরূপ বহুতর আছে। (উঃ ১৪।৩১)

এ

৩৫। অনুপ্রাসের (ষ্ট এই বর্ণের) একটী উদাহরণ—

কৃষ্ণং তন্মুষ্টিনিষ্পাতপিষ্টাঙ্গঃ কষ্টমাসজন্।
আচষ্ট নষ্টদর্পশ্রীস্তুষ্টুবন্ স্পষ্টমৃক্ষরাট্ ॥ (উঃ ১১।১৯)

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সনাতন রূপক।
গোপালরঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥

এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটী পূর্ব্বচম্পূর ১ম পূরণের প্রথমে পূর্ব্বচম্পূর শেষে। উত্তর চম্পূর প্রথমপূরণের প্রারম্ভে এবং ২২ পূরণের প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

এবং "আদিমধ্যান্তমধ্যানি শাস্ত্রাণি ঝটিতি প্রসিদ্ধানি ভবন্তি" (মুগ্ধবোধ ধাতু প্রারম্ভে দুর্গাদাস) ইত্যাদি নিয়মে অনেক শাস্ত্রের রীতি দেখিয়া বোধ হয় এই যে—বহুমঙ্গলে অনিষ্ট নাশ হয় ও গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তি হয়। গ্রন্থকারের ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাহা করিয়া দেন। ঐ কয়টী স্থানেই কেন করিলেন, ইহার উত্তর এই যে—অন্য স্থানে করিলেও প্রশ্ন হইত, তথায় কেন করিলেন। "অশোক বনে সীতা কেন" ইহাও যেমন প্রশ্ন, অন্য বনে থাকিলে প্রশ্ন হইত "এখানে কেন? এস্থলেও ঐ মীমাংসা। ইহাকে "অশোক বনিকা ন্যায়" কহে। অন্যার্থ কেহ জানেন লিখিলে অনুগৃহীত হইব। (উত্তর ২২।১) টীকাকার ৺বীরচন্দ্র প্রভু বলেন, এই পদ্যটী সিদ্ধ মন্ত্রের মত, অর্থাৎ প্রায়ই মনে হইত।

৩৭। এই গ্রন্থে নানাপ্রকারের চিঠি পত্র লেখা দৃষ্ট হয়, পত্রগুলি প্রায়ই পদ্য ভিন্ন গদ্যে দৃষ্ট হয় না এবং পুরলীলার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ রসেই রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, উত্তর ২৩।১৫ শ্লোক দেখুন প্রেয়সীগণকে শ্রীকৃষ্ণ কতই মনের কথা বলিতেছেন।

৩৮। কেহ ধর্ম্মকে, কেহ অর্থকে, কেহ কামকে, কেহ বা কৃষ্ণভক্তিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। গোপগণ কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণের মঙ্গল সাধনকেই মোক্ষ বলিয়াছেন—(উত্তর ২৪।৫)

ধর্ম্মং কেচিৎ কেচিদর্থং নিকামং
কামং কেচিন্মোক্ষমপ্যত্র কেচিৎ।
কেচিৎ কৃষ্ণে ভক্তিং, এতেতু গোপা-
স্তস্মিন্ ভব্যং হব্যকাব্যেষু দধ্যুঃ ॥

(দৈবকার্য্য হব্য। পিতৃকার্য্য—কব্য অমরকোষ)

কি সুন্দর নিষ্কাম ভক্তি !!!

৩৯। বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ

পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৪র্থ অঙ্ক)

এইটী শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রায় কণ্বের বিলাপ।

ভ্রাতরীশেন রচিতং বৈচিত্র্যং চিত্রমীক্ষ্যতে।

আত্মারামাশ্চ যোগ্যন্তে স্নেহেন গৃহিণশ্চ ন ॥

(উত্তর ১৪।২)

দুইটীই প্রায় এক ভাবের শ্লোক।

৪০। স্বার্থপর শব্দ ও স্বার্থপরতা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

(উত্তর ২৫।২৬)

৪১। কুরুক্ষেত্র মিলনের পর নন্দবিদায়ে ব্রজবাসীদিগের যে অবস্থা তাহা বর্ণনীয় নহে—

চলনসময়ে যা যাবস্থা ব্রজেশপুরঃসরঃ-

ব্রজপরিষদামাসীদেষা কথং বত বর্ণ্যতাম্। (উঃ ২৪।৪৬)

৪২। চিত্তসুস্থ হইলেই বুদ্ধির প্রসার হয়।

"স্বস্থে হি চিত্তে প্রসরন্তি বুদ্ধয়ঃ॥" (উঃ ৩০।৫০)

৪৩। শ্রীরাধাদির অগ্নিপরীক্ষার শ্লোক—(উঃ ২১৭৯)

পরীক্ষায়াং তস্যাং মুনিদহনমহ্নায় বিশন্তী-

রমূঃ সাধ্বীঃ পশ্যন্ স্বকৃতনয়নান্তঃস্রবজলাঃ

নিজাশ্রেণ্যাবৃণ্বপি স্মররিপুর্ব্যগ্রিতমনাঃ

পুরাসীন্নশ্চিত্তং বিকলয়তি সম্প্রত্যপি যতঃ ॥

৪৪। চুণে জিহ্বা পুড়লে দধিতেও চুণ বোধ হয়, উদ্ধবের রথ দেখে অক্রূর বলিয়া মনে হইল—

উদ্ধবস্য রথং দৃষ্ট্বাক্রূরং রামাঃ শশঙ্কিরে।

চূর্ণেন দগ্ধজিহ্বানাং ভবেচ্চূর্ণভ্রমদং দধি ॥

(উত্তর ১০।৯৬)

৪৫। সনাতন গোস্বামীর গীতাবলী, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন গান আছে, চম্পূতেও সেরূপ বহুতর দৃষ্ট হয়। (পূর্ব্ব ১৭।১৮ নং দ্রষ্টব্য)

৪৬। ব্রজবাসীর বিরহে কৃষ্ণের খেদোক্তি কি সুন্দর দেখুন।

(পূর্ব্ব ৩৩।২৪ এবং ৩৯)

৪৭। অবন্তীনগরে সান্দীপনি ভবনে যাইবার কালে রামকৃষ্ণের ব্রহ্মচারী বেশ—

ক্ষৌমং বস্ত্রযুগং পবিত্রকময়ং যজ্ঞোপবীতং তথা
মৌর্ব্বীং মেখলিকাবলিং খদিরজং দণ্ডং কুরোশ্চর্ম্ম চ।
ধৃত্বা ক্ষাত্রিয়তাবিভাবকতয়া সদ্ব্রহ্মচর্য্যান্বিতা-
বাচার্য্যস্য সভাং স্বভাবসুভগৌ সুভ্রাসিতৌ জগ্মতুঃ॥

(উত্তর ৮।৩৭)

৪৮। কৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে পূর্ব্বদিক হইতে ১টী কাককে আসিতে দেখিয়া ও তাহাকে সখীগণের মধ্যে লইয়া গিয়া বর্ণসাদৃশ্য বশতঃ কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—(কাকদূত প্রভৃতি দূতকাব্যের সূচনা)

দৃষ্ট্বা কঞ্চিৎ কাকমায়ান্তমৈন্দ্রাৎ
আশাভাগাৎ পৃচ্ছতী তৎক্রমেণ।
রাধালীনাং মধ্যমাসাদয়ন্তী
লব্ধা প্রান্তং কৃষ্ণমিত্রস্য তস্য॥ (উত্তর ৭।২০)

আচার ব্যবহার।

চম্পূ লিখিত আচার ব্যবহার বহুতর, তবে মোটামুটি গুটিকতক দেখান হইবে মাত্র।

১। পেটের কাপড়ে বেণু সংযোজিত, শিঙ্গা ও বেত্র বগলে, বামহস্তে চিক্কণ খাদ্যগ্রাস, অঙ্গুলীর ফাঁকে ফল ও ব্যঞ্জন। এই প্রথা প্রাচীন গোপদিগের। পূ ১১।৫৩।

২। গোপগণ যে গোশকট লইয়া দূরে যাতায়াত করিতেছে, তাহাতে গৃহের যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত থাকিত। এমন কি গাড়ীর উপরে পাক করিবার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। তাহা আমরা দেখিতে পাই।

"রামঃ প্রসন্নাহ কৃষ্ণ! পাকাদি-নিত্যকৃত্য সন্নিবেশদেশাধঃপ্রদেশান্ মহাশকটবেশান্ গৃহান্ নিকট এবাতৈঃ পশ্য।" (পূর্ব্ব ৯।৪৮)

বলরাম বলিলেন ভাই কৃষ্ণ! দেখ আমাদের মহাশকট গুলিই গৃহ, ইহা চলিয়া যাইতেছে অথচ ইহার নিম্নপ্রদেশে পাকাদি নিত্যকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং গাড়ীগুলি খুবই বৃহৎ। ৪০ ৫০ মণ বোঝাই বলদের গাড়ী অদ্যাপিও পশ্চিমে দৃষ্ট হয়।

যৎকালে মহাবন হইতে বৃন্দাবনে বাসার্থ যাইতেছেন, তৎকালে বালক কৃষ্ণের প্রতি অগ্রজ বলরামের উক্তি বড়ই সুন্দর।

৩। মহাবন হইতে বৃন্দাবনে সট্টীকর নামক স্থানে প্রবেশ কালে যমুনা নদী পার হইলেন সেতু দ্বারা (পোলে)। সেই সেতুটী কাশ, কুশ, শর, বড় বড় বাঁশ এবং প্লব অর্থাৎ ডোঙ্গা বা ভেলা দ্বারা নির্ম্মিত। এমন কুশল লোকে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যেন রাজপথের মত অবাধে ঐ সেতুতে গমনাগমন হইত। (পরস্পর ডোঙ্গাতে যোড়া দিয়া প্রস্তুত হয়) এই নৌসেতু একটী পূর্ব্ব রীতি। (পূর্ব্ব ৯।৫৯)

৪। গো সেবা—

গবাং কণ্ডুয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাং।
নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥

গোরুর কণ্ডূয়ন (গা চুলকান), গোগ্রাস, গো প্রদক্ষিণ, কর্ত্তব্য। নিত্যই যদি গোরু প্রসন্ন হয়েন, তবে গোপাল শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হয়েন। (পূর্ব্ব ১৯।২৯)

৫। পুরাকালেও স্নানের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ঘর থাকিত, তাহা পূর্ব্বচম্পূর ২য় পূরণে ১২০ গদ্যে দৃষ্ট হয়।

৬। প্রাচীন কালে রমণীগণ অশ্বারোহণ করিতেন, তাহা রোহিণীর চরিত্রে দৃষ্ট হয়—"বসুদেবেন প্রহিতা ব্রজহিতা বড়বারোহিণী রোহিণী গুপ্তমাজগাম।" পূর্ব্ব ৩।৬১ গদ্যে ইহার প্রমাণ।

৭। পুত্রকে বাবা বলিয়া সম্বোধন চম্পূতে দৃষ্ট হয়—"ভো মৎ পিতঃ।"

(পূর্ব্ব ৭।৬৭)।

৮। চোরের চাতুরী যেমন মৃচ্ছকটীকে দেখা যায় চম্পূতেও তাহার অভাব নাই। পূর্ব্ব ৮।২৯ দেখ। কৃষ্ণের চৌর্য্য চাতুরী কেমন?

৯। প্রাচীন কালে বৃদ্ধগণও গহনা পরিতেন, ইহা নন্দ মহারাজের হাতে ও কাণে গহণা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় (পূর্ব্ব ৬।৪৬)

উদ্ধবও গহনা পরিতেন। উঃ ১০।৩০।

১০। গোপ জাতির গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা কি সুন্দর ব্যাপার! তাহা নন্দের ব্রজ প্রবেশে বেশ বুঝা যায় (পূ ৯।৪০ হইতে)

১১। প্রাচীন কালে এক সঙ্গে অথচ বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে সমস্ত ভদ্র জাতির ভোজন ও পরস্পর কৌতুক বাক্য প্রয়োগ চম্পূতে দৃষ্ট হয় (পূ ২।৬০) উদারনৈতিক দলে অদ্যাপি এ প্রথা চলিতেছে।

১২। মাতাকে মাতামহের নামে গালি দেওয়া চির প্রথা। (পূর্ব্ব ৮।৩৯)

মা বলিলেন—

"অহো রাজাসি চোরাণাং"

(বাপু তুমি চোরের রাজা)

কৃষ্ণ বলিলেন—

"চোরা ত্বৎপিতৃগোত্রজাঃ"

(তোমার বাপের বংশের সকলেই চোর)

১৩। গ্রন্থের অধ্যায়ে আদিতে ও অন্তে সাধারণ অন্যান্য গ্রন্থের মত

চম্পুতেও দৃষ্ট হয় তাহা প্রণব পুটিত মহামন্ত্রের মত, যেমন প্রাচীন মন্ত্রের আদিতে অন্তে প্রণব (ওঁ) থাকে। (পূর্ব্ব ২। শেষ শ্লোকের টীকা দেখ)

১৪। উপাখ্যান, গান ও অভিনয়াদি উৎসব দেখিবার জন্য পর্দ্দানশীন (লজ্জাশীলা) স্ত্রীগণের বসিবার প্রথা যেমন এক্ষণে আবৃত স্থানে হইয়া থাকে, পুরাকালেও তেমনি ছিল। (পূর্ব্ব ৩৷৫)

১৫। ঐ উৎসব দর্শন কালে নব বধূগণ পুরন্ধ্রী (গিন্নী) দিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন ইহাও দৃষ্ট হয় (পূর্ব্ব ৩৷১৩)

১৬। এক্ষণে যেমন সাধারণ সভাতে (মজলিশে) হরবোলা থাকে, তেমনি প্রাচীন কালে ছিল—তাহাকে "স্বচ্ছন্দে নানা বাদ্যবাদক" বলে। (পূর্ব্ব ৪৷৩১)

১৭। বালক ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের পিতৃস্থানীয়গণ বালকের মাতুলকে ধরিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, এই প্রথা আছে। অর্থাৎ পুত্রোৎসবে উন্মত্ত হইয়া পিতৃগণ শ্যালককে কষ্ট দিবেন এই ভয়ে বালকের মাতুলগণ পিতার নিকট (অর্থাৎ বালকের মাতামহের) নিকট আশ্রয় লইল। পিতৃগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা ছলে বলে শ্যালকগণকে তাহার (অর্থাৎ নিজের শ্বশুর, ছেলের মাতামহ ও শ্যালকের পিতার নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়া রাজা যেমন রাজস্ব হরণকারী প্রজাকে দণ্ড দেন, সেইরূপ ছেলের মাতুলগণকে ধরিয়া আনিয়া দধি ও ঘোলের পঙ্কে ডুবাইয়া দুর্দ্দশারূপ দণ্ড দিতে লাগিল। (ইহা নন্দোৎসব) শিশুর জন্মে এই শ্রেণীর আমোদ এক্ষণে তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে অসম্ভব নহে এবং দেশভেদে প্রচলিতও আছে। (পূর্ব্ব ৪৷৪২)

১৮। গোরুর সঙ্গে ছাগ পোষণ করার প্রথা পূর্ব্বে ছিল। কৃষ্ণের গোপালনে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। (পূর্ব্ব ৭৷৮২)

১৯। "গোপাঃ কাননকরদাঃ" গোপগণের পশুপালন জন্য কাননই সম্বল, এজন্য সমস্ত কাননের কর দিতে গোপ মাত্রেই বাধ্য। সুতরাং এক বন হইতে অন্য বনে যাইতে হইলে রাজার আদেশ স্বতই রহিয়াছে বলিয়া পৃথক্ লইতে হয় না। (পূর্ব্ব ৯৷৩০)

২০। স্তন্যপায়ী শিশুগণকে সাদা মিছরীর সহিত ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। (পূর্ব্ব ৮৷৭৭)

২১। কোন বৃক্ষের পত্রে, যেমন তালপত্রে তেরেট পত্রে বা কদলীপত্রে অক্ষর লিখিয়া শিশুকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া অতিপ্রাচীন প্রথা (পূর্ব্ব ৮৷৭৭)

২২। শেষ রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া বাস্তু-পূজা ও দধি মন্থন করা পুরাকালে প্রচলিত ছিল। এখনও পল্লীবাসিনী গৃহিণীরা শেষ রাত্রে উঠিয়া অঙ্গন মার্জ্জন গোময় জল প্রক্ষেপ ও গোলাকারে স্থান মার্জ্জন তাহাতে পুষ্প দান এবং দধিমন্থন করিয়া থাকেন। রৌদ্র উঠিলে দধিমন্থন অসুবিধা, মাখন জন্মে না। (উত্তর ১০।৯০। ইহা ভাগবতেও উদ্ধব ব্রজাগমনে আছে)।

২৩। উদ্ধব দর্শনে ব্রজবাসীর কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছিল। অপ্রাণিতে (তমাল বৃক্ষাদিতে) যখন ইহা সম্ভব, তখন উদ্ধবে অসম্ভব কি সে? (উঃ ১১।৬) গোপীর কৃষ্ণ বিরহ সম্যক্ নহে আংশিক। (উঃ ১২।২১)

২৫। মধুমঙ্গল "হরি বল, হরি বল" বলিয়া নাচিতেছেন। এটা সেই কৃষ্ণলীলা কালের রীতি হউক বা না হউক শ্রীজীব গোস্বামীর কালে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবী রীতি বটে।

"হরিঃ বদ হরিং বদেত্যলমং প্লুতপ্লুতং নটন্" ইত্যাদি।

(উত্তর ৩১।১৫)

২৬। স্বামীকে প্রণয়পত্র দেওয়া পত্নীগণের চিরদিনই আছে। কৃষ্ণকে রুক্মিনী লিখিয়াছিলেন। (উত্তর ১৬।৮)

২৭। রাজ কন্যা রুক্মিনী যখন বিবাহের পূর্ব্বে গৌরী পূজা করিতে যান, যখন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে কিরূপ সৈনিক লোক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল ইহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। (উত্তর ১৬।৫৯)।

২৮। পিসতুত ভগ্নিকে বিবাহ পুরাকালে প্রচলিত ছিল। (শ্রীকৃষ্ণ মিত্রবিন্দা। এই বিবাহ নন্দরাজের অভিপ্রেত। উত্তর ১৭।১২৯ ও ১৩৩)

২৯। শ্রীরাধাকে বিবাহ করিতে বৃষভানুপুরে (বর্ষাণে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বরযাত্রীদিগের যাত্রা—অগ্রে বৈজয়ন্তীমালা-যুক্ত পতাকা, নানাবিধ বাদ্য, নৃত্যকারী নটগণ, যানারূঢ় পুরোহিতগণ ও পূজ্য ব্যক্তিগণ বরের উভয় পার্শ্বে বরের বয়স্যগণ, তৎপরে অগ্রজ রাম ও শ্রীদাম। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘ পুষ্প, বলাহক রথের অশ্ব, তদারূঢ় দারুক, নানা সামগ্রী ধারী সহচরবৃন্দ, শিল্পীগণ, কৌতুকী বিদূষক, স্তুতিপাঠকগণ, ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ, তৎপরে চারি ঘোড়ার রথে শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরে ব্রজবাসী লোক। এইরূপে বরসজ্জা হইয়াছিল)।

উত্তর ৩৫।৬—৯।

৩০। পুরবাসিনীগণের বর দর্শন প্রাসাদোপরি। এই প্রথাটী গঙ্গা-স্রোতের মত পুরুষধারা চলিয়া আসিতেছে।

৩১। বিবাহবেদীর ৪ কোণে ফলযুক্ত কদলী বৃক্ষ। উপরে চন্দ্রাতপ ও তাহার ৪ ধারে মুক্তামালা। কুম্ভের মধ্যে প্রদীপ। বিবাহ সভার অগ্রে নন্দরাজ প্রভৃতি গুরুজন, উভয় পার্শ্বে বলদেব ও উদ্ধব, পশ্চাতে দারুক সারথি। (উত্তর ৩৫।৩৪—৫)

৩২। জামাতা কৃষ্ণের নিকট শ্বশুর বৃষভানুরাজের পরিহার—বৎস কৃষ্ণ! তোমাকে যদিও গুণবতী কন্যা দিলাম, কিন্তু ইহার গুণ আমাদের চক্ষের গোচর হয় না; দোষই গোচর হয়, তৎ সমস্ত তুমি ক্ষমা করিবে। এই বলিয়া শ্রীদামাদি পুত্রকে কৃষ্ণের হস্তে বয়স্যরূপে দান করিলেন। (শ্রীদাম শ্রীরাধার ভ্রাতা ও কৃষ্ণের বয়স্য)। (উত্তর ৩৫।১০০।১০১)

৩৩। বৃষভানুরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে দানের পর কন্যাকে উপদেশ দিতে-ছেন—

পতির মনের অনুগামিনী হইয়া পতিকে, বধূজনের (বৌদিগের) উচিত কার্য্যদ্বারা শাশুরীকে, সুন্দর চরিত্রযুক্ত লজ্জাশীলতা দ্বারা শ্বশুরকে এবং যশের দ্বারা সমস্ত সাধারণ লোককে সন্তুষ্ট করিবে। আমি অধিক কি বলিব, কৃষ্ণকে পতি, নন্দ-যশোদাকে শ্বশুর শাশুরী ভাবে অবগত হইয়া পতিভ্রম যুক্ত রাখাল প্রভৃতিতে ফুৎকার নিক্ষেপ করিয়াছ। এইরূপে পিতামহী, মাতামহী, পিসী ও ভগিনী সকলেই রোরুদ্যমান হইয়া শিক্ষা দিলেন (উত্তর ৩৫। ১০২ – ১০৩)। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে শকুন্তলার প্রতি কণ্বমুনির বাক্যও ঠিক এই-রূপ। মূলের পাদ টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩৪। দাম্পত্য ব্যাপারে বয়স্যগণ নানা উপহাস করে, মধুমঙ্গলের চরিত্রই ইহার প্রমাণ। (উত্তর ৩৬। ৩৩)

৩৫। কুরুক্ষেত্র হইতে নন্দাদিগোপ গোপীগণ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণবিরহে তাহারা কাতর ও পথে শত্রুভয়, এজন্য ভৃত্য ও সৈনিকলোক সঙ্গে দেওয়া হইল এবং নানাবিধ উপহার প্রদান করা হইল। (উত্তর ২১। ৪৬—৪৯)

৩৬। পুরলীলাবশেষে দন্তবক্র বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসেন, তখন গুরুবর্গকে অষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণাম করেন। (উত্তর ৩০। ৪৪)

৩৭। শ্রীরাধার বিবাহ হইলে উভয়ের প্রতি পূর্ণিমার বাক্যে কি সুন্দর দুইটী পদ্য দেখুন।

(রাধাং প্রতি) নাম শ্রীমতি রাধিকা তব পিতা ভানুঃ প্রসূঃ কীর্ত্তিদা
শ্বশ্রূর্নন্দবধূঃ সখী চ ললিতা সার্দ্ধং বিশাখাদিভিঃ।
আরামঃ কিল কৃষ্ণকাননততিঃ কান্তঃ স কৃষ্ণঃ সদা,
নাহং কিঞ্চিদবেদিষং তদপরং নো বেদ্মি বেৎস্যামি চ॥

(কৃষ্ণং প্রতি) গোপেশৌ পিতরৌ তবাচলধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী,
শ্রীদামা সুবলাদয়শ্চ সুহৃদো নীলাম্বরঃ পূর্ব্বজঃ।
বেণুর্ব্বাদ্যমলঙ্কৃতিঃ শিখিদলং নন্দীশ্বরো মন্দিরং
বৃন্দাটব্যপি নিষ্কুটঃ পরমিতো জানামি নান্যৎ প্রভো!॥

(উত্তর ৩১। ৮০। ৮২)

উল্লিখিত শ্লোক দুইটী ললিতমাধবের ১০ অঙ্কের শেষ শ্লোকের তাৎপর্য্যে রচিত যথা—

শ্রীরাধা—সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরাণীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী।
বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃকিমতঃপরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥

তথাপীদমস্তু

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচরমবশ্যং নয়নয়োঃ॥

৩৮। রাধামাধব-বিবাহ গোধূলীলগ্নে। (উত্তর ৩২। ১০৩)

যুগপৎ সকলকন্যার বিবাহে মধুমঙ্গলের পরিহাস, ও পূর্ণমাসীর যথার্থ কথা।

(উত্তর ৩২। ১০৪)

একসঙ্গে কোটিকন্যার বিবাহ (উত্তর ৩৩। ৪)

পূর্ব্বমুখে কন্যা ও পাত্র বসাইয়া অধিবাস (উত্তর ৩১। ৭৪)

বিবাহে গালি দিবার ব্যবস্থা (উত্তর ৩৫। ৩৬)

এবং (ঐ ৪৩) পীড়ি, কাপড়, যজ্ঞসূত্র ও গোরু ইত্যাদি যৌতুক দান। (উঃ ২৫। ৪৬)

৩৯। গোদানের সময় "তৃণং সবার্য্যাতু নবাস্তদর্হতি।" ইহা ঘাস জলের বরাৎ মাত্র। গোরুর আদান প্রদানে অদ্যাপি গ্রাম্য ভাষাতে পল্লীগ্রামে "ঘাস জলের বরাৎ" বলা হইয়া থাকে। (৩৫। ৪৮)

৪০। পটগৃহ অর্থাৎ তাম্বুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্রের বাসাবাস বিবিধ তাম্বুতে নির্ম্মিত (উত্তর ২৩। ৩১)

৪১। নাম সাদৃশ্যে বন্ধুতা হইয়া থাকে। ব্রজের শ্রীদামগোপ ও অবন্তী নগরের শ্রীদামশর্ম্মা, ব্রজের সুদাম ও সুদাম মালাকার, ব্রজের অর্জ্জুন ও ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব অর্জ্জুন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তস্মিন্ সতীর্থশতকেষু সমেষু কৃষ্ণঃ
শ্রীদামশর্ম্মণি যদেষ স্নুরজ্যতি স্ম।
গোষ্ঠস্থতন্নিজসখাহ্বয় এব হেতু-
স্তস্মিন্ যথা কিল সুদামনি চার্জ্জুনেচ॥

(উত্তর ৮। ৬৬

৪২। সেকহ্যাণ্ড, (হাত ধরিয়া সম্ভাষণ) অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। দুইটী দেখুন ভাগবতে (১০। ৪৩। ১৬

স্থানাদির পরিচয়।

বৃন্দাবনলীলামৃত ও বর্ত্তমান ব্রজতত্ত্বের বহু গ্রন্থে পরিচয় আছে, তবে চম্পূর ২। ৪টী দেওয়া হইল মাত্র।

১। শ্রীল নন্দমহারাজের ব্রজ অর্থাৎ গোষ্ঠ বা গোস্থান (একরূপ বাগান-বাড়ী) অষ্টক্রোশ স্থানব্যাপী ছিল। বস্তুতঃ এই পরিমাণ লৌকিক অর্থাৎ লোকে যেমন ক্রোশের পরিমাণ লইতে পারে সেইরূপ। কিন্তু ভগবদ্ধাম ভগবানের শক্তিতে অনন্ত ও অচিন্ত্য। নচেৎ অনন্তগোপ, গোপী ধেনু, বৎস প্রভৃতির সন্নিবেশ ঐ ৮ক্রোশে অসম্ভব। দৃষ্টান্ত = নন্দগ্রাম যাবট মহাবন প্রভৃতি দূরস্থান সর্ব্বদা গতিবিধি চলিত। ইহা পদ্মদলের সঙ্কোচ-প্রকাশের মত।

পদ্মদল প্রস্ফুটনকালে যেমন মাথাগুলির বিস্তৃত হইয়া পরস্পর দূর হয় আবার মুদ্রণকালে সকল গুলিই একত্র হয়, তদ্রূপ ভগবানের যোগমায়া প্রভাবে দূরস্থান নিকট হয় আবার নিকটও দূর হয়। (পূর্ব্ব ৯। ৬৮)

২। রাসমণ্ডলে কোন গোপী কোন্‌দিকে অবস্থিত তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা (পূর্ব্ব ২৫। ৪১ পদ্য হইতে দ্রষ্টব্য)। এবং ভাগবতে ১০। ৩২ অঃ। "তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং" এই হইতে "কাচিৎ করাম্বুজং শৌরে" ইত্যাদিস্থলে কাচিৎ, একা, ইত্যাদি অস্ফুট নামগুলি বৈষ্ণব তোষণীতে পরিস্ফুট করিয়া দিগ্‌নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

৩। সমগ্র বৃন্দাবনই "মহাবৃন্দাবন," পার্শ্ববর্ত্তী বন সকল "কেলিবৃন্দাবন" নামে কথিত হয়। (পূর্ব্ব ১। ২৫। পঞ্চরাত্র)

৪। যে কদম্ববৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করেন, সেই বৃক্ষ উক্তহ্রদের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বৈশাখ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে তাহার পুষ্প হয়। ইহা তোষণীধৃত বরাহপুরাণের স্থানে দৃষ্ট হয়। (পূ ১১। ২২)

৫। "সট্টীকর" এক্ষণে "ছটীকরা" নামে বিখ্যাত। কালিয়দহের উত্তর-পশ্চিম কোনে প্রায় ২ক্রোশ ব্যবধান। যমুনার পশ্চিমপারে স্থিত, ইহার পূর্ব্বদিকে বেলবন।

১। ভাগবত বলেন—

"তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ।"

(শকটার্দ্ধচন্দ্র) (ভা ১০। ১১। ১৮)

২। বিষ্ণুপুরাণ বলেন - শকটীবাট।

৩। হরিবংশ বলেন—শকটাবর্ত্ত।

৪। তোষণী বলেন—সট্টীকর।

৫। গোপালচম্পূ বলেন—ঐ।

(তোষণী বলেন ব্রজের ১০। ২৪। ৩১) উত্তরে অর্থাৎ ঈশান কোনে এবং কালিয়হ্রদের নৈর্ঋৎকোনে এক ক্রোশ ব্যবধানে ব্রজ, তাহার মধ্যে সট্টীকর। ইহার ব্যাস এক যোজন। পিতামহদেবমীঢ়ের প্রদত্ত আদিবাস মহাবন (গোকুল)। উপনন্দাদির পরামর্শে রামকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে দ্বিতীয়বাস ব্রজ (বৃন্দাবন)। নন্দীশ্বরপর্ব্বতে বাস তৃতীয়। ইহাই মুখ্য বাসস্থান।

মহাবন হইতে এইখানে প্রথমে আসিয়া শকট (গাড়ী) দ্বারাই গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঠিত। পশ্চাদ্‌ভাগে দ্রব্যাদি স্থাপন, সম্মুখে গবাদির সুখে যাতায়াত জন্য বিস্তীর্ণ দ্বার ছিল। ইহাই ব্রজ ও অষ্টক্রোশ ব্যাপক। মহানগরী মথুরার দূরে বলিয়া নির্জ্জন ও তৃণাদি সুলভ। এই বাসস্থানটীকে চতুঃপার্শ্বে কণ্টকিনী লতা ও কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বেষ্টিত করা হয়। সজীব বৃক্ষ আনিয়া এই বেড় দেওয়া হয়।

৬। আদি বরাহে ব্রজমাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা হরিদেবেরও উত্তরে এবং কালিয়দমনের দক্ষিণে মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি হয়।

এস্থানটীও মথুরার নাতিদূরে নির্জ্জন ও মথুরার পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া নিবিড়-কাননযুক্ত। ইহাই ব্রজ। ইহার দৈর্ঘ্য দুই যোজন ৮ক্রোশ। ইহার সম্মুখে গিরিরাজগোবর্দ্ধন ছিলেন। মাথুরমণ্ডলের প্রথা যে ঈশান,পূর্ব্ব,অগ্নি ও দক্ষিণ এই চারিটী দিক্ ছাড়া অন্যমুখে গোষ্ঠের দ্বার নির্ম্মিত হয়। উত্তরকোন,বায়ুকোন ও পশ্চিমকোনে মুখ করিলে শীতবাতাদি সমাগমে দুঃখ হইতে পারে অথচ গোবর্দ্ধন-কেও সম্মুখে করিতে হইবে, এমত ক্ষেত্রে ব্রজের দ্বার অর্থাৎ কোনের দিকে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় ব্যাস যে ব্রজ, তাহার এইরূপ মীমাংসা। কিন্তু ব্রজশব্দে যাহা ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত হয়, এজন্য গোষ্ঠ, নন্দ নিজের ও গোকুল নামক স্থান যাহা প্রচলিত ভাষায় (গোরই) বলে তাহা এই ব্রজের অন্তর্গত। "ব্রজতি ইতস্ততঃ গচ্ছতি ইতি ব্রজঃ।" এই অর্থে মহাবন, গোকুল, বৃন্দাবন, নন্দীশ্বর এই সকল বাস স্থানকেই ব্রজ বলা যাইতে পারে।

৭। মথুরার দক্ষিণে ধবলনগর, তাহার পশ্চিমে এক পর্ব্বত আছে, তথায় কালযবন প্রবেশ করেন। (উত্তর ১৪। ৫২)

৮। ব্রজধাম হইতে দ্বারকা ছয়শত ক্রোশ ইহা বর্ত্তমান:কালের ক্রোশ বোধ হয় না। অশ্বারোহী ২ শত দূত সর্ব্বদা দ্বারকা হইতে যাতায়াত করিত। (উত্তর ১৫। ২)

৯। যমুনা নদীর দক্ষিণ-পারে বৃন্দাবন। (উত্তর ৩৬। ১৬৭)

১০। উত্তর চম্পূর ৩৭ পূরণের ৮৫ শ্লোক হইতে ২২২ শ্লোক পর্য্যন্ত গোলোক বর্ণনা দ্রষ্টব্য। তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলেও একখানা গ্রন্থ হইয়া

পড়ে। আশা আছে রাধানাথ গোলোকবিহারীর কৃপা হইলে তাহা পৃথক্ পুস্তকাকারে বর্ণিত করিব। একটী মোটামুটী চিত্র মাত্র দেওয়া হইল।

১১। "দাঁতহা" দন্তবক্রবধের স্থান। এইখানে ক্রোড়পত্র ইহা মথুরাতে অবস্থিত। দ্বারকা হইতে আসিয়া দন্তবক্র ও বিদূরককে এখানে বধ করিয়া বিশ্রামঘাটে বিশ্রামপূর্ব্বক ব্রজে গমন করেন। (উত্তর ৩০। ২১)

১২। মথুরার দন্তবক্র বধের পর ব্রজে প্রথমে যে স্থানে গিয়া উপস্থিত হন, কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া যে স্থানে আগাইয়া গিয়া মিলিত হন। সেই স্থানকে "আয়রব" বলে এক্ষণে তাহার নাম "আয়র"। "আয়" এইরব যে স্থানে হয় তাহার নাম আয়রব। (উত্তর ৩০। ৩৬)

হাতরাচ হইতে মথুরা যাইতে যে রেলপথ তাহার শেষ অর্থাৎ মথুরার পূর্ব্ব ষ্টেশন "রায়া" এই স্থানকে অনেকে আয়ার কহে। ইহার উচ্চারণ রায়, রায়া ইত্যাদি। ইহা ৮৪ ক্রোশ-পরিক্রমার মধ্যে।

১৩। প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ আসামের মধ্যে কামরূপ নবাবের দুর্গাপুর নামক স্থানে নরকাসুর বাস করিতেন, তাহাকে বধ করিতে কৃষ্ণ গমন করেন। ঐ স্থান মুরনামক অসুর ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে এবং দুর্গে বেষ্টিত ছিল। (উত্তর ১৮। ২৫, ২৮, ২৯)

১৪। গোকুলের দক্ষিণে গোবর্দ্ধন, যমুনার তীরবর্ত্তী ঈশানকোনে ভাণ্ডীর-বট্। (উত্তর ৩০। ৭৯)

১৫। গোলোকের তাত্ত্বিক সংস্থান—যাহার জলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মহাবিষ্ণুর রোমকূপ দিয়া যাতায়াত করে, তাদৃশ বিরজানদী গোলোকের চারিধারে পরিখা। এই বিরজার উপরে মহাবৈকুণ্ঠলোক। তাহার উর্দ্ধভাগে গোলোকধাম। বিরজা, মহাবৈকুণ্ঠ ও গোলোক উর্দ্ধাধোভাগে বিরাজমান। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণদেব লীলাশালী হইয়া সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার বিলাসতৃপ্তি পরমাত্মা, পরব্যোমনাথ এবং নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম। গোলোক নাথের দ্বিতীয় ব্যূহ যে বলদেব, তাঁহার বিলাস মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী, তাঁহার বিলাস গর্ভোদকশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী প্রদ্যুম্নাংশ। তাঁহার বিলাস ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধের অংশ। তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি অন্তর্য্যামী মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার গর্ভোদশায়ীর বিলাস মূর্ত্তি। দ্বারকা

মথুরা ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার আধিক্য ও তারতম্য বশতঃ মথুরার আধিক্য ও তারতম্য আছে। ঐ যে, গোলোকের কথা বলিলাম উহাই প্রপঞ্চ গত হইয়া বৃন্দাবনাদি এবং বিরজাই যমুনা।

"চতুর্ধার্ম্মাধুরী তস্য ব্রজএব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্ধেনো স্তথা শ্রীবিগ্রহস্যচ॥"

(বিশ্বনাথী ভাগবতামৃতকণা)

১২। বংশাবলী ও ইতিহাস।

এটী ঠিক ধারাবাহিক বংশ ও পূর্ব্বচরিত্র নহে, প্রয়োজনীয় কতিপয় লিখিত হইল।

১। শ্রীকৃষ্ণের বংশপরিচয় পূর্ব্বচম্পুর তৃতীয়-পূরণে ১৯ নং গদ্য হইতে বর্ণিত আছে যথা ;—

বেদপুরাণাদি প্রসিদ্ধ বৃষ্ণি বা যদুবংশের শিরোমণিদের মীঢ় নামে এক রাজা মথুরায় বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী ক্ষত্রিয়া, দ্বিতীয়া পত্নী বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে শূর, ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। এই শূরের পুত্র বসুদেবাদি। পর্জ্জন্যের পুত্র ৬জন, উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দন (১।৩।২৬)। এই ধারামতে বসুদেব ও নন্দ উভয়েই যাদব বা যদু-বংশীয়। স্তবমালাভাষ্যও ইহাই বলেন। গোবিন্দবিরুদাবলী (৩৮০ পৃঃ) শূর অর্থাৎ শূরসেনকে মথুরার এবং পর্জন্যকে মহাবনে বাসস্থান দেওয়া হয়। এই মথুরা যদুবংশীয় দিগের এবং মহাবন আভীরগোপ বৈশ্যদিগের রাজধানী হয়। (ভাগবত ১০।১।২৭—৮)

বসুদেব দেবকন্যা দৈবকীকে ও আরও ৬টীকে বিবাহ করেন এবং নন্দ সুমুখ-গোপের কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন। বসুদেবের পত্নী ১৮টী) (ভাগবত ১।১১।২৯ টীকা)

বাসুদেবরূপে ভগবান্ দেবকীগর্ভে, শ্রীকৃষ্ণরূপে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (বিস্তৃত সিদ্ধান্ত পূর্ব ।৩ পূরণে দ্রষ্টব্য)। উদ্ধব মহাশয় বসুদেবের সহোদর দেবভাগের পুত্র। (উ: ২। ৭৮।)

কংসের পিতা উগ্রসেন। মাতা পদ্মাবতী। (পূর্ব্ব ১০। ৬৭)

ভারততাৎপর্য্য গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্য এই বংশ পরিচয় সুস্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। তাহা ষট্সন্দর্ভের কৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লিখিত আছে (৩৭৮ পৃষ্ঠ ১১৬ বাক্যে)

"তস্মৈ বরঃ সময়া সন্নিসৃষ্টঃ সচাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা।
নাম্না যশোদা সচ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবস্য গোপঃ॥"

২। বিবাহের ঘটকালী প্রসঙ্গে। অম্বষ্ঠমাতার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৃষভানুপ্রভৃতির উৎপত্তি ইহারা বৈশ্যাভীর। বৃষভানুর পিতামহের ভগিনীপতির বংশ হইতে এক বৈশ্যা কন্যাকে দেবমীঢ় বিবাহ করেন। এই দেবমীঢ় নন্দ মহারাজের পিতামহ কৃষ্ণের প্রপিতামহ। দেবমীঢ়ের ঐ বৈশ্যাস্ত্রী দূরসম্পর্কে বৃষভানুর পিসী, সুতরাং পর্জন্য পিসতুতোভাই, নন্দ সেই ভাইপো। কৃষ্ণ পৌত্রস্থানীয়। এই ধারামতে শ্রীরাধা নন্দেরও দূর সম্বন্ধে ভগিনী। শোণিত সম্পর্কে বা অন্য সম্বন্ধে দোষ নাই এজন্য রাধা কৃষ্ণপত্নী। (উত্তর ৩২। ২০)

৩। স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের পরিচয়। (ভাগ ১০। ৯—১০ অঃ) পূর্ব্বচম্পূ ২। ৮৮)

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের মধ্যে অলকা নামে এক যক্ষের রাজধানী আছে। যক্ষরাজ কুবের শিবভক্ত। ইহার দুইটী পুত্র, একের নাম নলকুবর, অপরের নাম মণিগ্রীব। ইহারা দুই জনেই অত্যন্ত দর্পশালী, মদিরাপানোন্মত্ত হইয়া কোন এক দিন কৈলাস পর্ব্বতের উপবনে মন্দাকিনীতে যোষিদ্গণ লইয়া বস্ত্রহীন হইয়া অর্থাৎ উলঙ্গদেহে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দয়া পরবশ হইলেন। স্ত্রীগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু দুই ভ্রাতা নগ্ন হইয়াই রহিল। দেবর্ষি অভিশাপ দিয়া বলিলেন, "ইহারা রাজপুত্র হইয়াও যখন আত্মজ্ঞান শূন্য অতএব ইহারা স্থাবর হউক (বৃক্ষ হউক) প্রচণ্ড হউক, কিন্তু ইহার আমার অনুগ্রহে স্মৃতি থাকিবে। অর্থাৎ দেবপরিমিত শত শত বর্ষ গত হইলে, (ভাগবত ১০। ১০। ১৮ টীকা) ব্রজে তাহারা যখন অর্জ্জুনবৃক্ষ হইবে।

বাসুদেব হরির সান্নিধ্যলাভে মুক্ত হইবে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জননী কর্ত্তৃক দামবদ্ধ হইয়া উদূখল সহিত প্রসন্ন করিতেছিলেন, হঠাৎ ঐ যমজ বৃক্ষের মধ্য দিয়া গমন করাতে দামের (রজ্জুর) আকর্ষণে ঐ বৃক্ষদ্বয় পতিত হইল। বৃক্ষ হইতে ২টী বালক বহির্গত হইয়া ভগবান্‌কে স্তব করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, সমদর্শী সাধু সন্দর্শনে বন্ধ হয় না। তোমরা আমার ভক্ত নারদের সঙ্গগুণে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় ভগবানকে পরিক্রম করতঃ উত্তরদিকে সাগরতীরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ। স্নিগ্ধকণ্ঠ বড় ভাই, মধুকণ্ঠ ছোট ভাই। উত্তর ৩৬। ২৯ ও ৩০ গদ্যের সম্বোধন দেখিয়া ইহা বেশ বুঝা যায়। স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠকে ভ্রাতঃ, মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে ভগবান্ বলিতেছেন। পূর্ব্বচম্পূতেও ইহার অনেক স্থলে আভাষ আছে। (পূর্ব্ব ৯। ৩)

শ্রীকৃষ্ণের যখন বাল্যাবস্থা তৎকালে রত্নচূড় নামে একজন সূতাচার্য্য দুইটী বালককে লইয়া কৃষ্ণদর্শনে নন্দালয়ে আগত হন। রত্নচূড়ের ভগিনী রত্নাবতী তাহারই পুত্র মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ। রত্নাবতীর স্বামীর নাম সুমতি। বাসস্থান উত্তর সমুদ্রের তীর। ভ্রাতৃদ্বয় যমজ-সন্তান। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যা আকস্মিক দৈবলব্ধ। ভগবান্ দেবর্ষি নারদের কৃপাই এই বিদ্যালাভের হেতু। বালক দ্বয়ের বিদ্যা এই যে তাঁহারা নারদের কৃপায় সমস্ত কৃষ্ণলীলা গান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন (ক) নন্দমহারাজ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহাদের মুখে সমস্ত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে এক বৎসর ধরিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করেন, পৃথক্ বাসা ও এক বৎসরের ভোজ্যসামগ্রী এককালে প্রদান করেন। (খ) সায়ং ও প্রাতঃকালে সমস্ত স্ত্রীলোক বালকাদি লইয়া অন্তঃপুরের সম্মুখে কথকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ স্থানের যে পরিপাটী তাহা পূর্ব্বচম্পূর ১ম পূরণে ও ৩৫ গদ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। নন্দমহারাজের স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সূতকুমার দ্বয় পরিচিত হইয়া শ্রীরাধা ও বিভিন্ন রাজপত্নীদিগের নিকট অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া কথারম্ভ করিলেন। কথারম্ভের পূর্ব্বে গ্রন্থকার

(ক) সূত পৌরাণিক। বংশকীর্ত্তন কারীই মাগধ। প্রস্তাবানুসারে তুল্যবাক্ ও অমল বুদ্ধিবাদী। (ভাগবত ১। ১১। ২১। স্বামীপাদ)। (খ) সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালেও পুরাণকথা শুনিবার যোগ্যকাল।

গোলোক বর্ণনা করেন। তৎপরে পূর্ব্বচম্পূর ৩য় পূরণের ১৭ শ্লোক হইতে মঙ্গলাচরণ ও ১৯ শ্লোক হইতে কথারম্ভ হয়।

বাণভট্টকৃত কাদম্বরীতে যেমন শুকপক্ষীর মুখ দিয়া সমস্ত কথা কীর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ গোপালচম্পূতে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের মুখ দিয়া চম্পূ কীর্ত্তিত হয়।

৪। মণিহরণের কথা উত্তর চম্পূর ১৭ পূরণে ৪০ হইতে ৬৬ শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

৫। উগ্রসেনের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণই রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। (উ।৫।১০০)

৬। স্কন্দপুরাণের লিখিত তুলসীবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে। যথা—গোগণের স্থিত, গোপীগণের রতি, গোকুলের বৃদ্ধি এবং কংসের নিধন জন্য তুলসীকে ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দাবনে রোপণ করিয়া তাহার সেবাও করিয়াছিলেন। (উত্তর ১২।১৯—২০)

৭। কালযবন নপুংসক। মহাদেবের বরে গর্গ পুত্রের ঔরসে যবনরাজের পত্নীর গর্ভে ইহার উৎপত্তি, এজন্য ইহার "কালযবন" নাম হয় ও যাদবগণ ইহাকে ভয় করিতেন। (উত্তর ১৪।৪৩)

৮। মাতার প্রেরিত নবনীতাদি ভোজ্য, পিত্রাদির আভরণ, সুহৃদের বন্য বস্ত্র, কান্তাগণের হারাদি, অন্য জনের অপরাপর দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়া বাষ্পপূর্ণ নেত্রে দেখিতেন।

ব্রজ হইতে দ্বারকা দূর হইলেও দ্রুতগামী অশ্বের ডাকে প্রত্যহ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরাখবর লওয়া চলিত। (উঃ ১২।১০১)

৯। সান্দীপনির নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থে যাওয়া পূর্ব্বে নন্দাদির অজ্ঞাত ছিল, কারণ দূরদেশ ও ব্রহ্মচর্য্য কষ্টকর। এই সময়ে রামকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার পিসীমাতা নিজগৃহে লইয়া যান। ইহাতেই বিবাহের সূচনা হয়। পিসীমা রাজাধিদেবী, তাহার কন্যা মিত্রবিন্দা। (উত্তর ১৭।১৩৩)

১০। অক্রূরের মাতার নাম গান্দিনী (উত্তর।১৯।৩০) পিতার নাম শফল্ক। (ভা ১০।৩৮।২৪)।

১১। কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতা রুক্মিণীর ভ্রাতা যে রুক্মী তাঁহার কন্যা রুক্মবতীকে অর্থাৎ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করেন। এই প্রথা প্রাচীনকালে ছিল, অদ্যাপি কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। (উত্তর ১৯। ৩৪)

১২। যখন বলরাম ব্রজে আসিয়াছিলেন তখন, যমুনাও দ্বারকাপতির নিকট ছিলেন, ব্রজে কেবল ছায়ারূপে দূরে প্রবাহিতা। এজন্য বলরাম তাহাকে লাঙ্গলাগ্রে আকর্ষণ করেন। (উত্তর। ২০। ৮১—৮৩ এবং ভাগবত ১০। ৬৫—২৫—৩৩।

পূজাপার্ব্বণ ব্রতাদি।

প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করা হইল।

১। দীপান্বিতা অমাবস্যার পর প্রাতঃকালে প্রতিপদ্ তিথিতে গোবর্দ্ধন পূজা হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের গোবর্দ্ধন পূজার বিচার দ্রষ্টব্য। (পূর্ব্ব। ১৮। ৪৬)

২। রাসলীলার "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং।" এই শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণী বলেন যে "রাকৈবেয়ং তিথিঃ" এই তিথি রাকা অর্থাৎ পূর্ণিমা (পূর্ণে রাকা নিশাকরে—অর্থাৎ পূর্ণে নিশাকরে রাকা)। (ভাগবত ১০।২৯।২)

৩। বেণুশিক্ষা লীলাটী অগ্রহায়ণ মাসে হয়। "ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং (ভাগবত ১০।২১।১) ইত্যুক্তদিশা—"একবিংশে শারদ্রম্যবৃন্দাবনগতে হরৌ। তদ্বেণুস্বনমাকর্ণ্য গোপীভির্গীতমীর্য্যতে।" ইতি শ্রীধরস্বামিলিখিতদিশাচ। ভাগবতের উক্ত মূল ও স্বামীর লেখন ভঙ্গীতে অগ্রহায়ণ মাস প্রতীত হয়। কিন্তু চম্পূতে স্পষ্টই আছে—"শরদি অতিবাহিতায়াং মার্গশীর্ষস্তু তাসাং পতিম্মন্যগৃহগমনায় মার্গশীর্ষতামবাপ।" (পূর্ব্ব ১৭।৭)

৪। বাসন্তী রাসলীলা (পূর্ব্ব ৩১।১৪৮)

অত্র আগমবাচ্যং—(পূর্ব্ব ৩১।১৪৭)

বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃতদিঙ্মুখে।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং॥

৫। মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে কেশি দৈত্যবধ। (পূর্ব্ব ৩২।৭)

৬। কার্ত্তিক মাসের শেষার্দ্ধে দামববন্ধন ও যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন লীলা হয়। (পূর্ব্ব ৮।১)

৭। শ্রাবণ মাসের প্রথমার্দ্ধে শ্রবণা নক্ষত্রে চতুর্দ্দশ মাস গর্ব্ভবাসের পর বলদেব ভূমিষ্ঠ হয়েন। (পূর্ব্ব ৩।৭০)

৮। চতুর্দ্দশীতে কংস-যজ্ঞ ও কংস-বধ, ত্রয়োদশীতে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা হয়। (উত্তর ২।৭২)

৯। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে পৌগণ্ডের প্রারম্ভে কার্ত্তিক মাসের (পূর্ব্ব ১২।৩) শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গোচারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাকেই গোষ্ঠাষ্টমী কহে। (পূর্ব্ব ১২।২৩)।

১০। দ্বাদশী অর্থাৎ একাদশী ব্রতের ফলে নন্দরাজ কৃষ্ণকে পুত্রলাভ করেন। (পূর্ব্ব ৩।৪৮)

১১। বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে (কলিযুগের প্রথমে) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত প্রাদুর্ভূত হন। (পূর্ব্ব ৩।৭৬)। (তত্ত্বমীমাংসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

১২। শ্রীরাধা কৃষ্ণ-জন্মের ১ বর্ষের পর জন্মগ্রহণ করেন। পর বৎসর কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর পর ভাদ্রের শুক্লাষ্টমীতে মধ্যাহ্নকালে অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম হয়। (পূর্ব্ব ১৫।২০) শ্রীকৃষ্ণ প্রথম যৌবনে ১৭ বর্ষের, শ্রীরাধা ১৬ বর্ষের, ইহা উপাস্য মূর্ত্তি। (স্তবমালাভাষ্য উৎকলিকা বল্লরী ১৭)

১৪। সিদ্ধান্ত-সম্পর্ক।

(চম্পুর সিদ্ধান্ত-সূচনা)

১। পূর্ব্বচম্পুর ৩৩ পূরণের ২৩২ শ্লোক হইতে ২৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন বর্ণিত আছে। এতদ্দর্শনে বোধ হয় যেন পূর্ব্বচম্পুতে পুরলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ তাহাই উত্তর চম্পুতে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

২। উক্ত ৩৩ পূরণের ২৯১ গদ্য হইতে ব্রজমধ্যে বিবাহের প্রস্তাবসূচনা।

৩। শ্রীরাধা প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের পরগৃহবাসের দৃষ্টান্ত সীতার রাবণগৃহে বাসের ন্যায়। বা, শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের ন্যায়।

"যথা সীতাদেব্যা দশমুখকৃতার্ত্তির্বিপদভূৎ
যথা বা রুক্মিণ্যা বিবহনবিধিশ্চৈদিপকৃতে।
তথা রাধাদীনাং পরগৃহগতির্যা বত বিপৎ
কথং তস্যা নিত্যা স্থিতিরভিমতা স্যস্ত সুহৃদাং॥"

(পূর্ব্ব। ৩৩। ৩৮৫)

অর্থঃ। যেমন সীতাদেবীর রাবণকৃত পরগৃহে বাসরূপ অনিষ্ট এবং যেমন রুক্মিণীদেবীর শিশুপাল কৃত অনিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীরাধাদি কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের সেইরূপ পরগৃহ অর্থাৎ মায়িক পত্যাভাসগণের গৃহবাসরূপ অনিষ্ট কখনই আত্মীয় সুহৃদ্‌গণের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

"যথা সীতা দেব্যা" শ্লোকটী রচনার ভাব প্রাচীন ২খানি কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়—

"বিনা সীতাদেব্যাঃ কিমবহি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং জগদিদমরণ্যং হি ভবতি॥

(ভবভূতির উত্তররামচরিত)

সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎক্রতূনাজহার।

বৃত্তস্তেন প্রবলবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্ত্তুঃ
সাদ্গুর্ব্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥

(রঘুবংশশেষে কালিদাস)

৪। ব্রজমধ্যে শ্রীরাধাদির সহিত যে কৃষ্ণবিবাহ তাহা বলরামের বিবাহের পর। এবং ঐ কৃষ্ণাদির বিবাহগত প্রভেদ সাধারণে জানিতে পারেন নাই। (পূর্ব্ব। ৩৩।৩৪৪ এবং ললিতমাধব ১০ অঙ্ক শেষ) ঐ বিবাহের যুক্তি (ঐ। ৩৫০) এই বিবাহ হইতেই শ্রীললিতনাটকের পূর্ণমনোরথ নামক দশমাঙ্কের বিস্তৃতি।

৫। স্বপ্নে জলপান করিলেও পিপাসু ব্যক্তি যেমন জাগারত হইয়া জল পানার্থে উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বাংশে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ চিরমিলিত হইলেও লীলাস্বাদের জন্য যেন অমিলিত হইয়া অতৃপ্তভাব মনে করেন। এই অতৃপ্তিও নিত্যা, কারণ লীলা নিত্যা, নিত্য বস্তুর অনিত্য প্রতীতি বা ভান লীলাশক্তিরই কার্য্য।

এই মর্ম্মে কবিতা পূর্ব্ব ৩৩।৪

৬। শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং অনাদিসিদ্ধং শ্রীমদ্ভাগবতমেব মুখ্যং প্রমাণং। ইয়ং কথকস্য মনঃকথা। পূ ৩৩।৩৫।

"আরাধ্যো ভগবান্" ইত্যাদি শ্লোকে চ। চৈতন্যশতমঞ্জুষা গ্রন্থে)।

৭। কাব্যপ্রকাশাদি বহু বহু প্রাচীন অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্রের সাধারণ কবিতাকে স্বমত পোষক করিয়া ধরা আছে। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠক তাহা জানেন। ইহার মূল এই চম্পু গ্রন্থ—কেমন ভঙ্গীতে ধরিয়াছেন দেখুন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ"
ইত্যাদ্যপ্যধিয়ন্ কয়াচিদুদিতং গোপালিকাগীরিতি।
ভাবোন্মাদজগাননৃত্যধিবশঃ শ্রীগুণ্ডিচাপর্ব্বসু
শ্রীচৈতন্যতনুর্ম্মতং স ভগবানঙ্গীকরিষ্যত্যদঃ ॥

(পূর্ব্ব ৩৩। ৩৫৭)

৮। পূর্ব্ব চম্পুর ৩য় পূরণে ৬৩ নং গদ্য হইতে ৯৬ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গার জন্ম বিষয়ক বহু সিদ্ধান্ত মীমাংসিত আছে।

৯। ঈশ্বরের উপরে বিপদের ভার দেওয়া ভক্তের পক্ষে উচিত নয়। (পূ ৯।২৫)

১০। নিজের কোনও পরীক্ষিত বা মীমাংসিত বিষয়ে যদি স্বতই অনেকের সম্মতি হয় তবে তাহা বিশেষ সুখের কারণ হইয়া থাকে (পূর্ব্ব ৯।৩৩)

১১। যশোদা-কন্যা দুর্গা যিনি কংসহস্ত হইতে আকাশ মার্গে চলিয়া যান তাঁহার ৮টী হস্ত ও আকাশে চলিয়া গেলে সকলেই উন্নত মুখে দর্শন করিয়াছিল—

শ্যামাষ্টপাণি-পরিবেষ্টিতপার্শ্বযুগ্ম-
চক্রাদিশস্ত্রবলিতা খগসিংহবাহা।
দেবাদিভিঃ পরিনুতপ্রসরৎপ্রভাবা
সর্ব্বৈঃ সমুন্নতমুখৈঃ পরিতো ব্যলোকি ॥

(পূর্ব্ব ৫।৬)

১২। নন্দ-গৃহে অগ্রে জন্ম, তৎপরে বসুদেবের গৃহে জন্ম হইয়াছিল। তত্ত্বকথা পূর্ব্ব। ৩ পূরণে পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। (পূর্ব্ব ৬।৭৫)

১৩। শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই ব্রজবাসির ঋণে আবদ্ধ। (পূর্ব্ব ২০।৫৬)

১৪। নন্দ-যশোদা গোপীদের চিরদিনের শ্বশুর শাশুড়ী ও সেই গৃহে চিরবাস, কৃষ্ণ জন্মে জন্মে পতি ইহাই গোপীদের প্রার্থনা

ব্রজেশিত্রোঃ সন্নিবাসঃ পরং শ্বশুরতানয়োঃ।
কৃষ্ণ এব পতির্ভূয়ান্মম জন্মনি জন্মনি ॥

(পূর্ব্ব ২১।৫)

১৫। ধ্রুব ও গজেন্দ্র প্রভৃতিকে মোচন করিতে বৈকুণ্ঠপতি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেও তাঁহার নিত্য বৈকুণ্ঠস্থিতির ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ মথুরাদি পুরলীলা দ্বারা নিত্য ব্রজলীলার ব্যাঘাত হইতে পারে না। (পূর্ব্ব ৩৩।২৪৬)

১৬। শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বহিরঙ্গ জনের অলক্ষ্য বলিয়া গুপ্ত হইলেও অপ্রামাণিক নহে, পদ্মপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ও আদিবরাহপুরাণে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে।

১৭। নন্দাদির পূজা গ্রহণে ইন্দ্রাদির অযোগ্যতাই ইন্দ্রমখভঙ্গের মূল

উদ্দেশ্য এবং নরলীলার জন্যই অতিপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবাদ যে খণ্ডন করেন। গোবর্দ্ধন ধারণের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত এইরূপে বুঝিতে হইবে। ভাগবত ১০।২৪।১২ তোষণী দ্রষ্টব্য।

১৮। মনুষ্য দেহ ধারণে ভক্তবাৎসল্যই হেতু, এই হেতু ফলসাধনযোগ্য কিন্তু কেবল স্বরূপ যোগ্য নহে। মহাবিপদে নারায়ণ কৃষ্ণ প্রবেশ করতঃ ভক্তকে রক্ষা করেন (ভা ১০।২৫।৫ স্বামী এবং চক্রবর্ত্তী ঐ ১৩)

১৯। উত্তরচম্পূর ২৯ পূরণটী ভাবিনী পুরলীলা ও ব্রজলীলা সিদ্ধান্তের খনি।

২০। তোষণী ১০।২৫।১৯ দেখুন। অচিন্ত্যশক্তি বশতঃ সপ্তাহ ব্যাপি বৃষ্টিপাতেও মথুরামণ্ডল মগ্ন হয় নাই, চক্রবর্ত্তী ১০।২৫।২২

২১। বৃন্দাদেবী ভগবানের লীলাশক্তি, পূর্ণমাসী যোগমায়া (উত্তর।২৯।১)

২২। পূর্ব্বচম্পূর ১ম পূরণের গোলোক বর্ণনার সহিত উত্তরচম্পূর ৩৭ পূরণের গোলোক বর্ণনা মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য।

২৩। কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকাশাংশে বিয়োগ নাই। কেবল মথুরাদি প্রকাশেই বিয়োগ। কিন্তু প্রেয়সীতে তটস্থতা যে যে স্ফূর্ত্তি তাহাতে নিত্যসংযোগ। উঃ ১২।২১

২৪। বলরাম ব্রজে আসিয়া যে সকল কন্যাকে বিবাহ করেন তাহা গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয়। (উত্তর ২০।৮১ এই বিবাহ ভাণ্ডীর বনের উত্তরে এক নির্জ্জন স্থানে হইয়াছিল (ঐ)

২৫। মথুরা নিকট হইলেও ব্রজবাসীর দুঃখের কারণ আছে, যেহেতু ব্রজবাসী আরণ্যক, মাথুরজন রাজধানীস্থিত। যাদব রাজধানীতে থাকিয়া অরণ্যকে মনে স্থান দেওয়া অসম্ভব। ইহাই মাথুর বিরহের হেতু। নচেৎ অতিনিকট মথুরাতে বিরহ কেন, মথুরা অপেক্ষা গোষ্ঠের অনেক স্থান বহুদূর অথচ তাহাতে বিরহ নাই। (উত্তর ২।৮৮।৮৮।৮৯ দেখ।)

২৬। পেশস্কারী কীটের (গুটীপোকার) দৃষ্টান্ত শ্রীজীবও ধরিয়াছেন তবে কুমড়ো পোকা লইয়া গোল আছে, অনেকে বলেন চিন্তাকরিয়া ভিন্নরূপ ধরে না, আরশুলার বুকের মাংস খাইয়া তথায় বীজাধান করে। তবে গুটী পোকা প্রসিদ্ধ বটে। (উত্তর। ৪।৪১)

২৭। রামবিরহে দশরথের ন্যায়, মথুরায় কৃষ্ণকে রাখিয়া আসিয়া নন্দরাজের বিরহ হয় (উত্তর ৬।১৫)

২৮। গোপগণ ধেনুগণকে কুলদেবতা বলিয়া মানিতেন। (উত্তর ১৬।১৯)

২৯। কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণের কাছে থাকিতে চাহিলে তিনি যে উপদেশ দেন তাহা অতীব মনোরম। (উত্তর ৬।২০)

৩০। বিরহাতুর নন্দাদি স্বপ্নবৎ কৃষ্ণ দেখিয়া খাওয়াইতেন ও ধেনুগণকে প্রবোধ দিতেন। (উত্তর ৬।৩০)

৩১। গুরুভক্তি, লোকশিক্ষা, যমালয়ে ভিন্ন দেহে অবস্থান, পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ ভাব প্রকাশ। এই গুলিতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। (উত্তর ৯। ৩৩)

৩২। অবন্তীনগরে গুরু সান্দীপনির ভবনে বিদ্যা শিক্ষার্থ যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যাত্রা করেন, তখন নন্দাদি তাহা জানিতে পারেন নাই। কারণ গায়ত্র ব্রতের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত বিদ্যাভ্যাস তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে উহা ব্রজসিদ্ধান্ত বিরোধী। (উত্তর। ১০। ২। এবং ২৫। ২)

৩৩। কৃষ্ণবিরহে গোপীদিগের মনে যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ চিন্তা তাহাই কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন, ইহা উদ্ধব,তত্ত্বকথা দিয়া বুঝাইতেছেন "মম স্ফূর্ত্তিঃ খলু মূর্ত্তিরেব নির্ণীয়তাং" (উত্তর। ১২। ২৬)। এই স্ফূর্ত্তি যে মূর্ত্তি তাহা অধিকারভেদে জানিতে হইবে। (উত্তর ১০। ২৪) স্থলভেদে মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে (উত্তর ১০। ৫৯)

৩৪। "মধুপুর্য্যাং আর্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে।" এই ভাবে গোপীরা ভ্রমরকে বলিতেছেন—নীতি ও স্বভাববশতঃ কৃষ্ণই আমাদের পতি, কৃষ্ণগত যে আমাদের রতি তাহা জন্মাবধি। এজন্য পিত্রাদিকল্পিত জন পতি নহে (উঃ ১১। ৯৫)

৩৫। কৃষ্ণার্থে সমস্ত ত্যাগপূর্ব্বক বিনা আহারে জীবন ধারণ দৃষ্ট হয়, (উঃ ১২। ১১)

৩৬। যাতাদিগের পুত্রকে নিজপুত্রবৎ গোপীগণ পালন করিতেন। (ভাগবত ১০। ২৯ এবং উত্তর ১২। ২০।)

৩৭। লোক, বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান সমস্ত ত্যাগ করতঃ যাহারা সর্ব্বাত্ম হরির উপাসনা করিয়াছেন, সেই গোপাঙ্গনাদিগের উপর যাহারা দোষ দৃষ্টি করে তাহারা নারকী জীব। (উত্তর ১২। ৬০)

৩৮। গোপীপ্রীতি ও কুব্জাপ্রীতির সমালোচনা। গোপীর অদর্শনে সৈরিন্ধ্রী-কুব্জার সংসর্গ। ইহাতে গোপীমহিমাই যে সমধিক, তাহা জানা যাইতেছে। (উত্তর ১৩।৫)

৩৯। অচিন্ত্যবিদ্যাবলে সমস্ত মথুরাবাসীকে রথে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় লইয়া গেলেন অথবা কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। "যেন সেই মথুরাতেই আছি" এইরূপ বোধ হইল। (উত্তর ১৪। ৪৫)

৪০। মথুরার কংসবধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থের যাবতীয় লীলা ব্রজরাজ দূরগামী ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতমুখে সর্ব্বদা শ্রবণ করিতেন। ইহাতে গ্রন্থকারের মহাকৌশল সর্ব্বদা কৃষ্ণ যেন নিকটে আপন এই ভাব জাগরূক রাখাই উদ্দেশ্য। (উত্তর ১৪ পূরণ হইতে দ্রষ্টব্য)।

৪১। পূর্ণিমা যোগমায়ানাম্নী বিশিষ্টা শক্তি, বৃন্দা বৃন্দাবনলীলা। মধুমঙ্গল নারদ, প্রভৃতি। (উত্তর ৩৬। ৩০)

৪২। স্বর্গাধিক দ্বারকা হইতেও ব্রজের মহিমা অধিক (উত্তর ১৫। ১২)

৪২। রেবতের নামান্তর ককুদ্মী। ইনি রেবতীর পিতা। ইহাদের উভয়েরই শরীর তাল প্রমাণ। একজন উপবন রক্ষক প্রথমে কৃষ্ণের নিকট এই কন্যার বিবাহ জন্য প্রস্তাব করেন। (উত্তর ১৫। ১৩)। সত্যলোকে ব্রহ্মাও এই কন্যার বিবাহস্থির করিতে পারেন নাই। (উত্তর ১৫। ১৬)।

৪৩। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমি গোপ, কি ক্ষত্রিয়, তদ্বিষয়ে বিচার আছে। কিন্তু অগ্রজ বলদেব যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে আর বিচার নাই। (ঠিক্‌তত্ত্ব) উত্তর ১৫। ১৯

৪৪। দ্বারকাতে কৃষ্ণ গোপকন্যা বিবাহ করিলেন, অথবা ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলেন। এই সন্দেহ নন্দের মনে হইয়াছিল তাহা নন্দের উচ্ছ্বাসবাক্যে বোধ হয় (উত্তর ১৫। ২১)

৪৫। ব্রজবাসীর মনের ভাব কৃষ্ণবিরহে আমাদের যে দুঃখ তাহা গণ্য নহে, আমাদের বিরহে কৃষ্ণের যে দুঃখ তাহাই বিশেষ কষ্ট কর। এইভাব ব্রজভিন্ন দুর্লভ। (উত্তর ১৫। ২৫)

৪৬। গোপাঙ্গনা ব্যতীত রুক্মিণ্যাদিকে বিবাহ করা উচিত কিনা ইহাতে কৃষ্ণের সন্দেহ হয়। (উত্তর ১৬। ৬)।

৪৭। বসুদেবাদি কৃষ্ণকে গোপ বলিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন (উত্তর ১৬। ৫৭)

৪৮। কৃষ্ণের উপর নন্দ ও বসুদেবের উভয়ের সমান অধিকার। (উত্তর ১৬। ৭৮)

৪৯। রুক্মিণী বিবাহেও নন্দের অনুমতির দরকার হইয়াছিল। (উত্তর ১৬। ৮৮)।

৫০। হস্তিনাপুরেও দূত প্রেরিত হইয়াছিল। (উত্তর ১৭। ৭০)

৫১। মহাবৈষ্ণব অক্রূর যে শতধন্বা ও সত্রাজিৎকে বিনাশ করেন, ইহা দুষ্টবুদ্ধি প্রেরক দৈবের ঘটনা, ইচ্ছা বশতঃ নহে। (উত্তর ১৭। ৮২)

৫২। চরণে তৈল দিলে যেমন নেত্রের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ রুক্মিণ্যাদির দ্বারা শ্রীরাধাদির তৃপ্তি বুঝিতে হইবে। (উত্তর ১৭। ১৮৭)

৫৩। ব্রজের অষ্টরমণীর সহিত দ্বারকার অষ্টরমণীর ঈষৎ সাদৃশ্য আছে। (উত্তর ১৭। ১৮৫)

৫৪। ব্রজলীলাই শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক, পুরলীলা কেবল ঐ লীলার পুষ্টির জন্য, কারণ সুদূরপ্রবাস না হইলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয় না। নিম্নের ৩টী শ্লোকার্থে লক্ষ্য করিলে ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে—

ব্যাকারা নিচিতা ময়া বহুবিধা যুষ্মচ্ছবিচ্ছায়য়া
কালং ক্ষেপ্তুমথাজনি প্রতিপদং নির্ব্বেদখেদঃ পরং।
যাবদ্বন্ধনমাত্মনা বিরচিতং তত্তদ্বিচিত্রং বলাৎ
ছিত্ত্বা তত্র সমেমি তাবদসকৃৎ প্রাণান্ প্রিয়া রক্ষত॥

তদেতদপি বহির্দৃষ্ট্যাপেক্ষয়ালিখ্যতে। বস্তুতস্তু—

যদ্যদত্র কিল রচ্যতে বহি-
স্তত্তদঙ্গ বহিরেব মন্যতাং।
অন্তরেঽহমপি যুষ্মপ্যহো,
কেলিমেব কলয়ামহে মিথঃ॥
ইন্দ্রজালমিব বিদ্ধি বাধিকে,
তত্তদাধিবলনং পুনঃ পুনঃ।
পশ্য কৃষ্ণ ইহ তৃষ্ণগন্তর-
স্তন্মুখং সুখবশান্নিরীক্ষতে,। (উত্তর : ১৮। ৭৬—৮০)

৫৫। কৃষ্ণের মনোমধ্যে সম্পূর্ণ মাত্রায় গোপভাব বর্ত্তমান থাকায় দ্বারকায় স্বর্গাধিক ঐশ্বর্য্য, ষোড়শ সহস্র অষ্টরমণী এবং পুত্র পৌত্রাদিও তেমন সুখের কারণ নহে। "রাম সীতাকে লইয়া বনবাস ক্লেশও সহ্য করেন, শেষে সীতাবিরহে সীতা-প্রতিকৃতি লইয়া জীবন নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু আমার বিয়োগে সে সব কিছুই নাই" ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্যে ব্রজলীলার সর্ব্বাধিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। (উত্তর ১৯। ৬৯ এবং ৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৫৬। কৃষ্ণশূন্য ব্রজে বলদেব আসিলেও তেমন আনন্দ হইল না। চক্ষু না থাকিলে বিষয় ভোগ যেমন, কৃষ্ণবিনা বলরামও তেমনিই জানিবে। (উত্তর ২০। ৪৭)

৫৭। কৃষ্ণ-পত্নীগণকে বলরাম স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, কারণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। (উত্তর ২০। ৬৭)

৫৮। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দ্বারা পত্রপ্রেরণ ও নানাবিধ মৌখিক সান্ত্বনা ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। (উত্তর ২০। ৭১। ইহার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"সন্দেশৈঃ সামমধুরৈঃ প্রেমগর্ভৈরগর্ব্বিতৈঃ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমনোহরৈঃ॥" (ঐ ৭৪)

৫৯। শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ব্রজেও দ্বারকাতে এক সঙ্গে হইত। সুতরাং উভয় প্রকাশে উভয় স্থানের লীলা নির্ব্বাহ হইত। বিরহ কেবল প্রকটপ্রকাশে। "৭। ৮ দিন পরে আমি আসিতেছি।" এ কথাও ব্রজের প্রতি প্রবল উৎকণ্ঠার প্রমাণ। (২০। ৭৩)

৬০। বলরামের কৃষ্ণহীন ব্রজবিহার শুনিয়া কোনও কোনও মূঢ়গণ সন্দেহ করেন যে, কৃষ্ণপত্নীই কি রামপত্নী। ইহা ভুল। উভয়ের পৃথক পৃথক পত্নী। জাতি হিসাবে সকলের জাতীয় নাম গোপী। যেমন ললিতা, রাধাও গোপী, আবার যশোদাও গোপী। ইত্যাদি সিদ্ধান্ত। (উত্তর ২০। ৮৪—৮৯)

৬১। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের আসিবার স্থিরতা কৃষ্ণবাক্যেই শত শত স্থানে নিশ্চিত আছে, ১টী দেখুন। (উত্তর ২১। ৪৪)।

৬২। বলরাম বৃন্দাবন হইতে দুগ্ধ ও ফল লইয়া গিয়া দ্বারকায় কৃষ্ণকে দিলে তিনি তাহা পান ও ভোজন করিলেন ও ধেনুগণের নাম স্মরণ করিয়া বলিতে

লাগিলেন। বলরাম একদিনে দ্বারকা গিয়াছিলেন। শত যোজনগামী অশ্ব দ্বারা যাতায়াত চলিত। (উত্তর ২১। ৫০)

৬৩। গোপীগণ শুক-শারীকে নিজের বক্তব্য শিক্ষা দিয়া কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় পাঠাইয়াছিলেন। (উত্তর ২১। ৫৫)

৬৪। কুরুক্ষেত্রে গিয়া ব্রজবাসী ও সকলেই তিন মাস বাস করেন। দীর্ঘ-কাল বাসের পর নন্দমহারাজ প্রাণশতাধিক রামকৃষ্ণ ও বসুদেবাদি আত্মীয় স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন, এজন্য বসুদেবকে ঐ কঠিন কথা বলিতে না পারিয়া উদ্ধব দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন। (উত্তর ২৪।৩২)

৬৫। নন্দ বসুদেবের একাত্মতা ইহা বসুদেব বাক্যে স্পষ্ট উল্লিখিত হইতেছে। উত্তর ২৪।৩৯)।

৬৬। গায়ত্রী-ব্রত অর্থাৎ উপনয়ন ধারণ করিয়া যখন গুরু গৃহে যান এবং বিদ্যা লাভের পর গুরুপত্নীর প্রার্থনায় প্রভাস তীর্থে গিয়া সমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পঞ্চজন বধানন্তর পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করেন। নারকি জীব উদ্ধার করিয়া মৃত গুরুপুত্রকে সজীব করিয়া আনয়নপূর্ব্বক গুরু-গৃহে আসিয়া প্রদান ও তাঁহাদের আদেশে মথুরায় আগমন করেন। ইহা উত্তর ৮ম ও ৯ম পূরণের কথা। তৎপরে ঐ ব্যাপার শুনিয়া দেবকীও নিজের মৃত ষড়্গর্ভ লাভের কথা বলেন. তৎপরে সুতলে গিয়া তাহা আনয়ন করেন। তাহারা দেবকীর স্তন পানা-নন্তর স্বর্গে গমন করেন। দেবকী ইহা পূর্ব্বে গোপন করেন, কারণ কংস শুনিয়া কোনও বিপদ্ ঘটাইবে। ইহা উত্তর ভাগে ২৫।২ বিবৃত আছে।

৬৭। রাজসূয় যজ্ঞে সহদেব কৃষ্ণদ্বেষিগণের মস্তকে পদক্ষেপণ করিতে চাহেন (উত্তর ২৭।৩৭। চৈতন্য-ভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালায় দেখা যায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ও গৌর নিত্যানন্দ দ্বেষীর মস্তকে পদাঘাত করিতে চাহিয়া-ছিলেন।

৬৮। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক যেমন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র জামাতৃভাব স্থির করিয়াছিল, শ্রীরাধার পিতা সেরূপ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র জামাতৃভাব সম্পূর্ণ স্থির করেন নাই। (উত্তর ৩১।৩৮)

৬৯। চন্দ্রের গ্রহণ জনিত (রাহুর ছায়া) কলঙ্ক অল্পক্ষণের জন্য আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু কলঙ্কী চন্দ্রের দেহে নিত্য আনন্দ দান করে। সেইরূপ

পরগৃহ-বাসরূপ গোপীকলঙ্ক অল্পক্ষণের, কৃষ্ণগৃহে বাস নিত্যই আনন্দপ্রদ। (উঃ ৩১।৭৩)

৭০। মায়াময়ী রাধা ও সত্য রাধা পরাকাশে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। (উত্তর ৩২।৬৬১। অর্ব্বাচীনা মায়াময়ী রাধাদি স্ব স্ব পতিভবনে, এবং প্রাচীনা সত্য রাধাদি স্ব স্ব পিতৃভবনে গমন করিয়াছে। (উত্তর ৩২।৬৮)।

৭১। বৃন্দার মনঃকথা—

(ক) নিজ পত্নীর মিলনে লজ্জা দোষবতী নহে পরপত্নীর মিলনে যে লজ্জা, তাহা দোষবতী।

(খ) পরপত্নীরূপ গর্হিত কর্ম্মের যে লজ্জা তাহা ভয়যুক্তা। গোপনীয় কার্য্যের জন্য যে লজ্জা তাহাই প্রকৃত লজ্জা। কিন্তু ইহাতে নিন্দা নাই। যেমন সপত্নী ব্যবহার। ওঃ!!! চির বৈরাগী গ্রন্থকারের কি পাণ্ডিত্য। ইহা লোকে ও শাস্ত্রে দেখিয়া শুনিয়া। (উত্তর ৩৬।২২—৩)। ঐ ২৪নং হইতে এই ভাবের অনেক কথা দ্রষ্টব্য।

৭২। বৃহদ্গোতমীয় তন্ত্রানুসারে ১৬শ উপচারে রাধামধবের পূজা আছে। পূজাকারিণী পৌর্ণমাসী। (উত্তর ৩৬।৫১—) উক্ত তন্ত্রে কৃষ্ণকে বৈশ্যোচিত যজ্ঞসূত্র দানের ব্যবস্থা আছে। পূজার স্থান নিকুঞ্জ কানন।

৭৩। সুদীর্ঘ বিরহের পর মিলন হইলে সুখ দূরে যায়, দুঃখের কান্না কাঁদিতেই সময় চলিয়া যায়। এই ভাবটী রাধামাধবের মিলনে গ্রন্থকার বেশ ফুটাইয়াছেন। (উত্তর। ৩৬।৭৭)

৭৪। রাধা চন্দ্রাবলীর সহিত কৃষ্ণকে মিলাইতে চেষ্টা করেন (ঐ ২২১):

৭৫। গোলোক প্রবেশ কালে ভাণ্ডীর নানা বটবৃক্ষের যেরূপ বর্ণন আছে তাহা কাদম্বরীর শুকপক্ষীর আবাস বৃক্ষের অনুরূপ ভাবে বর্ণিত (উত্তর ৩৭।৮৬)।

৭৬। গোকুলধাম কিরূপ তাহা দেখ (৩৭।৯২ হইতে।)

৭৭। কৃষ্ণ যে স্থানেই গমন করুন, তাঁহার গোলোকাস্থিতি নিত্য। (উত্তর ৩৭।১২৬) প্রকট বিভব ও অপ্রকট বিভবে একরূপে স্থিতি। (ঐ ১৩০)

৭৮। বৃন্দাবনে থাকিয়াই গোলোক প্রবেশ। (উত্তর ৩৭।১৫৮) গোকুল ও গোলোক এক বস্তু। (ঐ ১৭১)

৭৯। গোলোক প্রবেশকালে যে আশ্চর্য্যজ্ঞান তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ নহে। ব্রহ্মহ্রদের অসম্পূর্ণ দর্শনই পূর্ণ হইল। কারণ তখন শীঘ্র উত্তোলন করা হইয়াছিল। (উত্তর ৩৭।১৭৬)

৮০। প্রপঞ্চের মধ্যে ব্রজধামে যে পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি লীলা তাহা অপ্রপঞ্চ গোলোকগত নিত্য লীলারই পুষ্টিকারিণী। (ঐ ১৯১)

৮১। ঔপপত্যটী এক বিঘটনা মাত্র। (ঐ ২২৭)

৮২। বিরহ, দুঃখ ও শোকাদি কালে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য কৃষ্ণের কৌশল বিস্তার। (উত্তর ১৪।২—৩)

৮৩। দ্বিভুজরূপের মধ্যে চতুর্ভুজের অন্তর্ভাব। ইহা পূর্ব্বচম্পূর জন্ম-লীলার কথা। (উত্তর ৬।১২)

৮৪। "একাদশ সমা স্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ। (ভা ৩।২।২৩) শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে এগার বৎসর প্রকট হইয়া বাস করেন। কিন্তু "সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ" পৌগণ্ড বয়ঃক্রম হইলেও কৈশোর ভাব অর্থাৎ ১৫ বৎসরের প্রথম যৌবন ভাব আনয়ন করিয়া ব্রজলীলা করেন। গীতগোবিন্দের ১ম শ্লোকেও দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে বালক বালিকা।

৮৫। মথুরা যাত্রা হইতে কুরুক্ষেত্র মিলন পর্য্যন্ত গত বিরহ। কুরুক্ষেত্র মিলন হইতে ব্রজগমন ও তথায় কৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলন পর্য্যন্ত ভাবী বিরহ। (উত্তর ২৩।৮৮)

৮৬। গোলোক প্রবেশের পর দেখুন রাসলীলা ঠিক প্রপঞ্চ জগতের মত "অনবস্বরূত্তান্তং" নূতন কিছুই নহে। সব সেই পূর্ব্বাভিনীত। (উত্তর ৩৭।১৯২) সেই পদ্মাকৃতি রাসস্থল, দলে প্রণয়িনীগণ, মধ্যে শ্রীরাধা। (ঐ ২০৪)

৮৭। (উত্তর ৩৭।২৩৫) প্রবীণ গৃহী শাক হইতে পায়স পর্য্যন্ত নানা রসের নানা সামগ্রী রসবতীতে (রসুই ঘরে) প্রস্তুত করেন, সমস্তই খাইতে দেন, তন্মধ্যে যাহার যাহাতে অধিক রুচি, তাহাকে তাহা অধিক দেওয়া হয়। কৃষ্ণচন্দ্রও নানা রসের সাধকগণের (শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর রসের ভক্তগণের) জন্য নানা রস পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাৎপর্য্য ভগবান্‌কে বাবা বল, ভাই বল; ঈশ্বর বল, পুত্র বল, স্বামী বল, বিরোধ নাই। তবে মধুরে সকলেরই পর্য্যবসান, তবে তাহার অধিকারী দুর্লভ। একরূপ অসম্ভব।

কেবল প্রার্থনা মাত্রই সম্বল। এই সম্বল বলিলাম আমাদের গুরুদত্ত মন্ত্রের হিসাবে ও সম্প্রদায়ের হিসাবে। কারণ যুগলমন্ত্রে যখন দীক্ষা।

যার যেই ভাব হয় সেই সে উত্তম।
বিচার করণে তার আছে তারতম॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি।

৮৮। গোপীগণ যে, শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বাহুল্য। (উত্তর ৩১।৪৩ হইতে)।

৮৮। শ্রীরাধাদির অগ্নিপরীক্ষা হয়, কিন্তু ধন্যাদি কন্যার পরীক্ষা হয় নাই, কারণ তাহারা মায়িক ভাবেও অবিবাহিত। (উত্তর ৩২।৭৯ এবং ঐ ৮৯)

৮৯। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের পর শ্রীদাম প্রভৃতি সুহৃদ্গণের বিবাহ হয়। "প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ যতদিন না ব্রজে আসিবেন, ততদিন আমরা কৌমার ধর্ম্মেই থাকিব।" শ্রীদাম প্রভৃতির এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহারা সেই নিত্য কৌমার দশাতেই বর্ত্তমান ছিলেন। এজন্য পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাহা সম্পাদন করেন। (উত্তর ৩৪।১৪০) বলরামের বিবাহ সর্ব্বপ্রথমে (পূ ১৫।১৩)

৯০। বিশাখার জন্ম বিশাখা নক্ষত্র হইতে এজন্য তিনি সূর্য্যকন্যা। যমুনাও সূর্য্যকন্যা। যমুনা দ্বারকাতে ছায়ারূপে, ব্রজে সত্যরূপে ইহা বলা হইয়াছে। ব্রজে যিনি গোপকন্যা বিশাখা তাঁহারই আকার ভেদ দ্বারকাতে যমুনা। (উঃ ৩৫।১৪৫—১৪৭)

৯১। জ্ঞাতি সুহৃদ্ ও পিতা মাতার ভেদবিচার। বন্ধুত্যক্ত শিশুকে যে স্বপুত্রবৎ পালন করে, সেই পিতা মাতা। বসুদেব-দেবকী ও নন্দ-যশোদা। সুহৃদ্ যাদব, জ্ঞাতি গোপ। (উত্তর ৬।১৬—১৮)

৯২। বস্ত্রহরণ লীলায় নানা জাতীয় অবিবাহিত কুমারীগণ যমুনায় কৃষ্ণপতি কামনায় গমন করেন। (পূর্ব্ব ২১।১—এবং তোষণী দ্রষ্টব্য)

৯৩। পূর্ব্বচম্পুর ২১ পূরণের বস্ত্রহরণ লীলার "কাত্যায়নীর" পূজাটী ভাগবত ১০।২২।৪ ঐ "কাত্যায়নি মহামায়ের।" শ্লোকের তোষণী সারার্থ-দর্শিনী দেখিয়া মীমাংসা করিতে হয়। যিনি গোপীপূজ্য তিনি একানংশানাম্নী কৃষ্ণের ভগিনী। ভগবানের মহাশক্তি যোগমায়া ও চিচ্ছক্তি অন্তরাত্মা' কিন্তু

বহিরঙ্গা জগজ্জননী দুর্গা নহেন। যে মন্ত্র কৃষ্ণরূপ পতিদাতা, তাহার অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণান্তরঙ্গা শক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। (এই সিদ্ধান্তটী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণানুসারে লিখিত, স্বকপোল-কল্পিত নহে)।

৯৪। কৃষ্ণের কৌশলে ব্রজবাসিগণ তীর্থ যাত্রায় গমন করেন। (পূর্ব্ব ২৯।১২৭)। স-সখী রাধা এবং কৃষ্ণও ঐ সঙ্গে তীর্থে যান। তৎকালে কৃষ্ণ ১ দিন কৌতুক করিয়া বৈদ্যপত্নী হইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করেন ও রাধার নাড়ী-পরীক্ষাচ্ছলে বক্ষঃস্পর্শ করেন। (পূর্ব্ব ২৯।১৩৭)

৯৫। পূর্ব্বচম্পূর ৩১ পূরণে কতিপয় স্বেচ্ছাময়ী লীলার বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে দান, নৌকাখণ্ড, বসন্তরাস প্রধান দান (পূ ৩১।৯০)। ইহা ঘাটের মাশুল আদায়। নৌকাখণ্ড (পূ ৩১।৯৯)। বাসন্তী রাসলীলা (পূর্ব্ব ৩১।১১২) এই রাস গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অন্তরালে হইয়াছিল।

৯৬। বৈশাখ হইতে বর্ষাপর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রলীলা। (পূর্ব্ব ৩৩। ২২৯) ভাগবত বলেন (১০।৮৪।৬৬)

"নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্না গোবিন্দরাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ॥"

বসুদেবের প্রীতিতে ও রামকৃষ্ণের প্রেমে অদ্য কল্য করিয়া নন্দমহারাজ ৩ মাস কুরুক্ষেত্রে বাস করেন। তৎপরে সৈন্যাদি সহিত নানাদ্রব্য সমভি-ব্যাহারে ব্রজযাত্রা করেন। "ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ" (ভাগবত ১০।৮৪।৬৭)

৯৭। উপনন্দ বলিয়াছিলেন—শক্রদমন কর্ত্তব্য, এজন্য পুরগমন উপযুক্ত। এই বলিয়া মথুরাযাত্রার আদেশ দেন। এই উপনন্দের আজ্ঞাই পুরলীলার মূল। (উত্তর ২।৭১)

৯৮। কৃষ্ণের বয়স্যমধ্যে নানা জাতি, শূদ্রাদি প্রভৃতিও ছিলেন (উত্তর ৬।৩২)

৯৯। কৃষ্ণবিরহে রাধা তমালকে আলিঙ্গন করেন। (উত্তর ৬।৫১) "কৃষ্ণভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন" এই সকল ভাবের মূল।

১০০। দন্তবক্র বধই শেষ শক্রবধ। এই শক্রবধের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র-ত্যাগ করেন। (উত্তর ২৯।২৩—২৪)

১০১। মৌশললীলা (মুশলং কুলনাশনং) ইহা মায়িক (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮১ বাক্য ৪৩৩ পৃ)

১০২। সমস্ত লীলার বর্ষ-গণনা। (ঐ) শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ৩ বর্ষের কনিষ্ঠ। (ঐ)।

১০৩। "স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং" ইত্যাদি কৃষ্ণধ্যান মৃত্যুঞ্জয় সংহিতায় লিখিত (উত্তর ২৯। ৩২)

১০৪। গোবর্দ্ধন গিরিরাজের অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ উত্তোলন করেন (তোষণী ভাগবত ১০। ২৫। ১৯)।

১০৫। কালযবন মথুরাদি ব্রজধামকেও উৎপীড়িত করিবে, এজন্য ব্রজবাসীর হিতের জন্যই দ্বারকারূপ সুদূর স্থানে দুর্গবেষ্টিত পুরীর প্রয়োজন হইয়াছিল। (উত্তর ১৪। ৪৪)

১০৬। ইন্দ্রপ্রেরিতা সুরভি যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গোবিন্দকুণ্ডে গোবিন্দাভিষেক করেন তৎকালে নন্দাদি উপস্থিত ছিলেন, অন্যে তাহা দেখিতে পায় নাই। (ভাগবত ১০। ২৭। ২৩ তোষণী)।

১০৭। ব্রজবাসীর পূর্ব্বধন ও কুরুক্ষেত্রে উপহারপ্রাপ্ত ধন, সমস্তই যখন কৃষ্ণ না না শত্রুবধে উদ্যত তখন না জানি কি অমঙ্গল ঘটে, এই জন্য কৃষ্ণের মঙ্গলার্থে নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান করায় নষ্ট হইয়া যায়। (উত্তর ৩০। ৫৯—৬০)

১০৮। পুরলীলার পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইলে (প্রকটভাবে) ব্রজবাসীরা ও বৃষভানু প্রভৃতি কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এজন্য বসুদেবের ও গর্গের পরামর্শে পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই। (উত্তর ৩২। ৭১)।

১০৯। সান্দীপনির নিকট নিজের দীনতা জ্ঞাপন করা, আত্মগোপনার্থে উৎকৃষ্ট উপহার না দিয়া দূরদেশজ বন্যফল উপহার দিয়া ছিলেন। (উত্তর ৮। ৪৩)

১১০। সুরভির অভিষেককালে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করেন। (পূর্ব্ব ১৯। ১১৯)।

১১১। "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরং।" এই যে নিষেধ, তাহা বিষ্ণুপূজাপর। নতুবা "গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা। দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ।" এই যে, দধি, অক্ষত (আতপ চাউল) ও জলদ্বারা পূজা তাহা শ্রীকৃষ্ণপর। ইহা

এক মত। এবং "অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে নতু পূজায়াং" তিলকদানে অক্ষতের চূর্ণ লাগে পূজায় নহে। ইহা অন্য মত। (পূর্ব। ১৮। ১৮৩)

১১২। রাসের অন্তর্ধানের পর মিলনের সময়ে "কাচিৎ কাচিৎ" বলিয়া অনেক গোপীর নাম অস্পষ্ট আছে। (পূর্ব ২৫—২৯ পূরণ)। ঐ গুলিতে রাধা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, পদ্মা ইত্যাদি রূপে সেবার ও অবস্থানের স্থান অনুসারে বুঝিতে হইবে। ইহাই তোষণীতেও বিবৃত আছে। গ্রন্থকার শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শুকদেবের গুপ্ত কথা বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণে ব্যক্ত করিয়া নিজে মহাভীত হইয়াছিলেন। (উত্তর ৩৭। ২৩৮)

১১৩। যা বাস্তবং বস্তু আবৃণোতি অবাস্তবং বস্তু এব দর্শয়তি সা মায়া। যা তু বাস্তববস্তূনামপি মধ্যে কিমপি আবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়া। ইতি মায়াযোগমায়য়োর্ভেদঃ। (ভাগবত ১০।১৩।৫২। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।

যিনি সত্যবস্তুকে আবরণপূর্ব্বক অসত্য বস্তু দেখান তিনি মায়া। কিন্তু যিনি সত্য বস্তুর মধ্যে কিছু আবরণ করেন, কিছু দেখান, তিনি যোগমায়া।

১৫। দশম স্কন্ধের পুরলীলার ক্রম।

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণঃ
তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥ (ভা ১।১৮।২৩)

পক্ষী যৈছে আকাশের শেষ নাহি পায়।
যতদূর শক্তি তার তত উড়ি যায়॥ (ঠাকুর বৃন্দাবন দাস)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের লীলার ক্রম, ব্রজাগমন ও বিবাহ, গোলোক প্রবেশ, স্বকীয়তত্ত্ব ও পরকীয়তত্ত্ব এইগুলি বিবিধ সিদ্ধান্তপূর্ণ ও দুরূহ। সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তির ঐগুলি লিখিতে যে কতদূর ক্ষমতা, তাহা ঐ উপরে উদ্ধৃত প্রাচীন বাক্যদ্বয়ে বুঝিতে হইবে। তবে মনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি মাত্রই ফল। যদি কোন শ্রদ্ধালু তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকারও হয়, ইহা অবান্তর ফল।

দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু ক্রমবৈপরীত্য ও নানাবিধ আলোচনা পূর্ব্বচম্পূর উনত্রিংশ পূরণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ের ৬ ও ৭ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাতে এবং কৃষ্ণসন্দর্ভে দৃষ্ট হয়। এজন্য সেই সেই স্থলের সিদ্ধান্ত গুলির এবং উক্ত ২৯ পূরণের সারসংগ্রহ করিয়া কতিপয় বিষয় লিখিত হইল। ইহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ভূভারহরণাত্মিকা লীলার ক্রম এইরূপ—

১। পৌণ্ড্রকবধ। (ভাগবত ১০। ৬৬)

২। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ ও শিশুপালবধ। (ভাগবত ১০। ৭৪)

৩। শাল্ববধ ও তদীয় সৌভনগর ধ্বংস। (ভাগবত ১০। ৭৭)

৪। দন্তবক্রবধ ও বিদূরথবধ। (ভাগবত ১০। ৭৮)

৫। সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্র যাত্রা। (ভাগবত ১০।৮২)

বৈষ্ণব তোষণীধৃত লীলার ক্রম যাহা পরে লিখিত হইল, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়াছিল। উপরি লিখিত ভাগবতোক্ত লীলার ক্রম প্রকৃত নহে। এ বিষয়ে তোষণীকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাগবতবক্তা শুকদেব পরিক্ষীৎ মহারাজের প্রতি হরিলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে সময় সময় প্রেমোচ্ছ্বাস বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে কষ্টেসৃষ্টে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত। এই প্রকারে অভিপ্রেত কথা বলিতে কখনও তাঁহার শক্তি হইত কখনও বা হইত না। এই জন্যই লীলার ক্রমবৈপরীত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ের শ্লোকটী এই—

"ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ,
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম!॥" (ভাগবত। ১০। ১২। ৪৪)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়া যান যে, "কথঞ্চিৎ লব্ধবহির্দৃষ্টিঃ।" অর্থাৎ অতিকষ্টে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত। তোষণীকার বলেন যে, শুকদেবের কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্যবশতঃ একমাত্র কৃষ্ণভিন্ন অন্য বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হইত না, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি লীন হইয়া যাইত, ইহাকে প্রমোদমোহ বিষয়ক অনুভবযুক্ত "প্রলয়" নামক দশা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় তাঁহার প্রেমবিকারে দেহ

কম্পিত ও পুলকিত হইত। তৎপরে পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, শুকদেব অজ্ঞান হইলে পর, নারদ এবং ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া শুকদেবকে চেতন করিতেন। সুতরাং এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে পুরলীলা সম্বন্ধে ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পুরলীলার ক্রম এইরূপ যথা—(ভাগবত ১০। ৭৮। ৬। এবং কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৪ বাক্য ৪২২ পুরণে)

১। সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রযাত্রা

২। রাজসূয়সভা ও শিশুপালবধ।

৩। পাশকক্রীড়া।

৪। পাণ্ডবদিগের বনগমন।

৫। এই বনগমন সময়ে শাল্ববধ দন্তবক্রবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন।

৬। পাণ্ডবগণ বন হইতে প্রত্যাগত হইলে, বলদেবের তীর্থযাত্রা।

বলদেবের তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুগ্রহ থাকায় সেই পক্ষ অবলম্বন করা সঙ্গত, অথচ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক আত্মীয় ও নিত্যদাস। সে পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য সাধন করা হয়, দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। সুতরাং তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া তীর্থযাত্রা গমন করিলেন। ইহাতে কোন পক্ষই অবলম্বন করা হইল না। ভারত যুদ্ধের অবসান হইল। সাক্ষাৎ ভগবান যে পক্ষে সেই পাণ্ডবপক্ষেরই জয় হইল। বলরাম নির্লিপ্ত হইয়া থাকিলেন।

তোষণীকার আরও বলেন যে, দন্তবক্রবধের পূর্ব্বেই সূর্য্যগ্রহণ ও কুরুক্ষেত্র যাওয়া হইয়াছিল এ কথা অনেক দূরে এবং পরে বলা হইবে। যেহেতু তীর্থ-যাত্রা হইতে শ্রীবলদেব কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভারতযুদ্ধে সমস্ত কুরুবংশধ্বংস হইলে দুর্য্যোধনের বধ হয়, তাহার পর কুরুক্ষেত্র যাত্রাতে ভীষ্ম এবং দ্রোণ প্রভৃতি সমাগত হন।

সূর্য্যগ্রহণে যে কুরুক্ষেত্রযাত্রা হয় তাহা কংশবধের অধিক বৎসর পরে নহে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ঘটিয়াছিল। কারণ কংসবধের পরেই বসুদেব কুন্তীকে বলিয়াছিলেন যে, "হে ভগিনি! আমরা কংসতাপে তাপিত হইয়া

নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে অনুকূলদৈববশতঃ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" এবং এই সময়ে দ্রৌপদী, রুক্মিনী প্রভৃতি কৃষ্ণ-পত্নীগণকে প্রথম দর্শন করিয়া তাহাদিগের বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শ্রীকৃষ্ণ যে অল্পকাল মধ্যে ব্রজে আগমন করিবেন, একথাও তাহাতে সম্মত হয়।

১৬। পুরলীলান্তে ব্রজাগমন।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সুস্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন উল্লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম যথা—শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক রমণীয় সুখবিলাসে দুই মাস কাল বৃন্দাবনে প্রকটভাবে বাস করেন। নন্দগোপাদি যশোদা ও কৃত্তিকাদি এবং শ্রীদাম সুদামাদির সহিত মিলিত হইয়া অধিক কি বৃন্দাবনের পশু পক্ষী প্রভৃতির সহিতও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দররূপ ধারণপূর্ব্বক দুইমাস বৃন্দাবনে প্রকটভাবে বাস করেন। এই মায়ায় তাঁহার ভাব ও স্নেহাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পায়। ইহার কারণ দুই প্রকার, প্রথমতঃ গোলোকলীলা দেবলীলা, ব্রজের লীলা নরলীলা। সেই নরলীলার সৌন্দর্য্য অধিক হওয়াই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সমধিক রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যেহেতু বহু যত্নের সঞ্চিত ধন হারাইলে পর, ভীষণ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এবং তাহা ভাগ্যক্রমে পুনশ্চ হস্তগত হইলে, তাহার আদর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ জড়বস্তুরও নিয়ম। ভগবান চিন্ময় ও অবিনশ্বর অথচ ভাবগ্রাহী ভক্তের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে চলিতে হয়। সুতরাং ব্রজবাসীদিগের প্রবল উৎকণ্ঠার পর তাঁহাকে তদনুরূপ রূপসম্পন্ন হইতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলার পর ব্রজাগমন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধের পর ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যখন দ্বারকায় আগমন করেন তৎকালে পথে নানা দেশ ভ্রমণান্তে দ্বারকায় উপস্থিত হন। এবং সেই ভ্রমণ সময়ে মথুরা প্রদেশে আসিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটী এই—

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্। (ভাগবত। ১। ১০। ৩৪)

এই শ্লোকের টীকাতে শ্রীজীবগোস্বামী যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে শূরসেন দেশ অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের শ্রীবৃন্দাবন বুঝায়। কেবল মথুরায় তৎকালে কেহই নাই। কারণ দ্বারকায় সকলকেই লইয়া গিয়াছেন।

এস্থলে শূরসেন বলিতে যে মথুরা প্রদেশ বুঝায় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায়, বসুদেবের পিতা শূর অথবা শূরসেন। যেমন ভীম ও ভীমসেন বলিতে একই ব্যক্তিকে বুঝায়, তেমনি শূর ও শূরসেন একটি শব্দ। এই জন্য শৌরি বলিতে বসুদেবও বুঝাইয়া থাকে। "ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ।" (ভাগবত ১০।৩।৪৭)

উল্লিখিত শূরসেন মথুরার রাজা এবং তিনি দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। আর অসবর্ণা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান পর্জন্য। ইনি নন্দমহারাজের পিতা। শূর মথুরায় ও পর্জ্জন্য মহাবনে রাজা হয়েন। এই বিষয় গোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূতে এবং কৃষ্ণসন্দর্ভে উক্ত আছে ইতিহাসতত্ত্বে বুঝান হইয়াছে। ঐ উক্তি আবার মধ্বাচার্য্য লিখিত ভারত তাৎপর্য্যের অনুসারিণী ভাগবতেও ইহার প্রমাণ আছে—

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীং।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা।
রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাং॥ (ভাগবত ১০।১।২৭)

মাথুর ও শূরসেন দেশ বলিতে সমস্ত মাথুরখণ্ড বা বৃন্দাবনকেই বুঝাইয়া থাকে। মহাবন তাহার একটী অন্তর্গত ভাগমাত্র। সুতরাং দ্বারকা গমনকালে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহু দেশ ঘুরিয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন। দ্বারকা গমনকালে যে সকল দেশের নাম আছে অর্থাৎ কুরুজঙ্গল, পাঞ্চাল, মৎস্য, সারস্বত, মরুধন্ব, সৌবীর, আভীর, আনর্ত্ত ইত্যাদি (ভাগবত ১।১১।৩৪) দেশগুলির মধ্যে সমস্তগুলিই সরল পথে নহে, কতিপয় দেশ বক্রপথেও পতিত হয়। বিশেষতঃ ইন্দ্রপ্রস্থের কুরুপাণ্ডবের বিরাট কাণ্ডকারখানা শেষ করিয়া তাঁহার নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত হয়। ভাগবতে ব্রজাগমন সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহার ক্ষুদ্র তালিকা এই—

১। কুরুজঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্। (ভাগবত ১।১০।৩৪। সযামুন বলিতে মাথুরা প্রদেশ হয়)

২। যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ॥ (ভাগবত ১। ১১। ৯)

৩। তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ। (ভাগ ১০। ৩৯।৩৫)।

৪। যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখং ॥ (ভা ১০ ৪৬ ২৩)।

৫। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ (ভা ১০। ৪৬। ৩৫)।

৬। আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ (ভা ১০ ৪৬। ৩৪)।

ভাগবতের ১। ১১। ৩০ শ্লোকে টীকাকারের তাৎপর্য্যে ও মূলের ভাবে জানা যায় যে, যখন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় কৃষ্ণগমন করিলেন, তখন সুস্থচিত্ত অস্ত্রহীন পরমানন্দে পত্নীগণ লইয়া বিরাজমান। দন্তবক্রবধান্তে অস্ত্রহীন হইয়া, ব্রজে আসিয়া রাধাদিকে বিবাহ করিয়া তৎপরে দ্বারকাগমন না হইলে ঐ অবস্থা ঘটিতে পারে না। প্রথমস্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের শেষাংশে ঐ সুখবিহারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প। পরমেশ্বর নিষ্ঠা শ্রুতি বলেন ভগবান "সত্যসঙ্কল্প" ভাগবতও বলেন "সত্যব্রতং, সত্যপরং ত্রিসত্যং"। "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং"। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারি যে, পুরগমনকালে ভগবান বলিলেন, আমি আসিব। ৪ তোমরা ব্রজে যাও আমি সুহৃদ্‌গণের সুখ অর্থাৎ অরাতিবধ শেষ করিয়া তোমরা জ্ঞাতি তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। ৫ কংসবধের পর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি আসিয়া সত্য করিবেন। ৬ অল্পকালে ব্রজে আসিয়া পিতামাতার প্রীতিবিধান করিবেন। প্রথমকার ১। ২ নম্বর শ্লোক দ্বারকার নিকট আনর্ত্ত দেশের প্রজাদিগের উক্তি। শেষগুলি যাহা বলা হইল, সে সকল কি মিথ্যা কথা হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যাস ও শুকদেব এবং বেদব্যাসকেও মিথ্যাদোষে দূষিত করিতে হয়। অতএব কৃষ্ণ পুরলীলান্তে ব্রজে আসিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে ভাগবত আভাসে তাহা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। যান অক্রূর এবং কুব্জার

মত বহিরঙ্গ ভক্তের গৃহে গিয়া নিজ সঙ্কল্প সত্য করিয়াছেন, তিনি যে চিরকালের স্নেহপরায়ণ কৃষ্ণৈকপ্রাণ ব্রজবাসীদিগের কামনা ও নিজের বাক্য সম্পূর্ণ করিবেন না, ইহা হইতেই পারে না। আনর্ত্তবাসী প্রজাগণ বলিতেছেন (উদ্ধৃত ২য় শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ) "হে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ! আপনি যখন সুহৃদ্‌গণের দর্শনার্থে মধুদেশে (মথুরাখণ্ডে) গমন করেন, তখন আমরা সূর্য্যবিহীন প্রাণীর ন্যায় বহুকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছি"। এখানে সুহৃদ্ বলিতে ব্রজবাসী ব্যতীত কেহই নহে, কারণ তখন মথুরা রাজধানী জনশূন্য "মধুপুরং শূন্যমেবাবলোক্য (উত্তর ১৪। ৬৯। ভাগ ১। ১১। ৮ ক্রমসন্দর্ভ ও চক্রবর্ত্তী)।" ইহা পূর্ব্বেই ভগবান যোগ প্রভাবে মথুরার সমস্ত লোককে তাহাদের অজ্ঞাতসারে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছেন।

"তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্ব্বজনং হরেঃ।"

এখানে "সর্ব্বজন" বলিতে মথুরাবাসী সকলকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং দন্তবক্রবধের পূর্ব্বে ব্রজে আগমন সঙ্গত হইতেছে। ইহা ভাগবতের নানা বাক্যের স্বারস্যে (ভাবার্থে) ও পদ্মপুরাণীয় সুস্পষ্ট বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। "বিধায় সুহৃদাং সুখং" পাণ্ডব ও বসুদেব প্রভৃতির সুখ বলিতে তাহাদিগের শত্রুনাশ। অথচ তৎকালে অন্য শত্রু কেহই নাই, কেবল তখন দন্তবক্রই শেষ শত্রু। তাহারও যখন বিনাশ হইবে, তখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্ত মনে এক্ষণে "কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব" বলিয়া বিপুল আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। এবং এই সময়েই কৃষ্ণ ব্রজে আসিলেন।

দন্তবক্র-বধের পর যে কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, তাহা লিখিত হইবে এক্ষণে ঐ দন্তবক্রবধের সময় ও স্থান সম্বন্ধে চম্পূর মর্ম্ম লইয়া সংক্ষেপে কতিপয় বিষয় লেখা যাইতেছে—

শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক বধের শেষে এবং রাজসূয়যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা প্রথমে করূষ দেশাধিপতি দন্তবক্র অবগত হইয়া, ঐ দেশ হইতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় যাত্রা করেন। কৃষ্ণ থাকিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে তথায় না গিয়া মথুরায় যাইবার কারণ এই,—নারদ ইতঃপূর্ব্বে দন্তবক্রকে জানাইয়াছিলেন যে—"শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় আসিতেছিলেন, কিন্তু দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই পৌণ্ড্রকবধ করেন,

এবং শত্রুবধ শেষ হওয়ায় শীঘ্রই মথুরা হইয়া ব্রজে আসিবেন। কারণ, অল্পকালের মধ্যে ব্রজে আসা পূর্ব্ব হইতে স্থির আছে"—"আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।" (ভাগবত ১০। ৪৬। ৩৪)।

দন্তবক্রের মথুরায় আসার দুই কারণ। ১। ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণ কেবল গদা লইয়া জরাসন্ধকে বধ করেন এবং কৃষ্ণের সঙ্কল্প যে দন্তবক্র-বধের পর শত্রু নিঃশেষ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবেন, সুতরাং এই অবস্থায় একাকী কৃষ্ণকে বধ করা সহজ। ২। দ্বারকায় যদি যাওয়া যায়, তবে তথায় গদাযুদ্ধ-বিশারদ বলদেব ও ভীম প্রভৃতি বর্ত্তমান, ইহাতে বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা। সুতরাং কৃষ্ণের বিনাশ কামনায় দন্তবক্র নারদের উপদেশমত মথুরাতে কৃষ্ণের সমাগম অবশ্যই হইবে ভাবিয়া মথুরাতেই উপস্থিত হইলেন। (নারদ কি চতুর ও দয়াশীল, দন্তবক্রকে কৃষ্ণহস্তে মারিয়া সদ্গতি দিতে হইবে, কৃষ্ণকেও ব্রজে আনিতে হইবে)। ইহা নারদের ভাব্দিভাব।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অতি দূর দ্বারকা হইতে পৌণ্ড্রক বধের পর দেখিলেন যে দন্তবক্র আমাকে বিনাশ করিতে এবং মথুরায় উপদ্রব করিতে মথুরায় উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং মথুরা হইতে দ্বারকা সুদূর হইলেও মনোজবী রথে আরোহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ দন্তবক্রের মথুরায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই মথুরায় আগমন পূর্ব্বক তাহার সহিত একদিন একরাত্রি দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। যে স্থানে দন্তবক্র বধ হয়, তাহার নাম "দতিহা" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের ১০।৭৮ অধ্যায়ে আছে যে, শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের বধ শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের বিনাশার্থে গদা লইয়া একাকী আগমন করেন এবং কৃষ্ণ রথ হইতে নামিয়া তাহাকে ও তৎপরে তাহার ভ্রাতা বিদূরথকে বধ করেন। পদ্মপুরাণ বলেন যে—দন্তবক্র শিশুপালের বিনাশ শুনিয়া মথুরায় গমন করিলে, কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক মথুরায় গিয়া তাহার বধ করেন।

একটু সরলভাবে ঐ কথাগুলি দেখান যাইতেছে—প্রকৃত পক্ষে শিশুপালবধ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে হইয়াছিল, তখন দন্তবক্র ইন্দ্রপ্রস্থেই যাইতেছিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতিবশতঃ ভাবিলেন যে জরাসন্ধ-বধার্থে গদামাত্রধারী ও একাকী কৃষ্ণকে মারিব এই ভাবিয়া মথুরার উপদ্রব

করিতে মথুরায় গমন করিলেন। তৎপরে নারদের উপদেশে জানিলেন যে— কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ও শাল্বকে বধ করিয়াছেন, তখন মথুরা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমতকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে থাকিয়াই দিব্যচক্ষে তাহাকে দেখিয়া মনোজবীরথে চড়িয়া তৎক্ষণাৎ মথুরায় আগমন পূর্ব্বক দন্তবক্রকে বধ করিলেন।

উল্লিখিত প্রকারে নারদের উপদেশ দ্বারা বিরুদ্ধ ঘটনার সঙ্গতি হওয়ায় "কল্পভেদ" ব্যবস্থা করা এখানে উচিত হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বারকায় গেলেন, তাহা এক কল্পের কথা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে মথুরায় আসিয়া দন্তবক্র বধ করেন, ইহা অপর কল্পের কথা। এইরূপ সিদ্ধান্ত করা এখানে প্রয়োজনীয় হয় না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব অনুসরণীয়।

দন্তবক্র বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন আগমন করেন, তাহার পূর্ব্বে ব্রজবাসিগণ কুরুক্ষেত্র হইতে আসিয়া দুই মাস যাবৎ কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় মথুরার বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনার উত্তরপারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কারণ বহুদূর দ্বারকা হইতে মথুরা আসিতে কৃষ্ণের দুই মাস সময় লাগিতে পারে এবং কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের কৃষ্ণহীন ব্রজে গমন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল, একারণে তাঁহারা কৃষ্ণবিরহিত ব্রজে গিয়া কৃষ্ণহীন ভবনাদি দর্শনে অসমর্থ হইয়া ঐ দুঃখের নিদান ব্রজদর্শন ত্যাগ করতঃ যমুনার উত্তর পাড়ে গিয়া বাস করেন। (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১০৫ বাক্যে ৪১৫ পৃঃ)। ব্রজবাসিগণের ধারণা হইল এইরূপ। এদিকে কৃষ্ণ মনোজবী রথে ক্ষণমাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (কিন্তু তাঁহারা যোগমায়া-প্রভাবে ২ মাস সময়কে একক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-বলে রথ সহিত যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দাদির সহিত ঐস্থানে মিলিত হইলেন। রথ সহিত যমুনা পার হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ যিনি গুরুপুত্রকে যমপুরী হইতে রথে করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য স্বতঃসিদ্ধ। (তোষণীর মর্ম্ম)। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে, বালকগণ কৃষ্ণবিরহে "ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ" ক্ষণকালকে এক ক্ষণার্দ্ধ মনে করিয়াছিলেন। ইহা যেমন ঐ ২ মাস কালও তাহার বিপরীত অর্থাৎ ক্ষণকালকে ২ মাস মনে করা বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এইভাব তাঁহাদের তৎকালে সম্ভব। তাঁহারা কৃষ্ণ-বিরহে ত্রুটি পরিমিত সময়কে যুগ বলিয়া মনে করিতে পারেন। "ত্রুটি যুগায়তে

ধামপশ্যতাং"। (ভাঃ ১০।২৮) গোলোক বর্ণন ও উদ্ধব সংবাদ মিল করিয়া দেখিলে, এ সমস্ত বিবৃত হইতে পারে। (তোষণী)। যাহা হউক মথুরায় আসিয়া যখন দন্তবক্র বধ হইল, তখনই ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্ত ও আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। যদুবংশীয় সুহৃদের কার্য্য যে সুখ অর্থাৎ শত্রুগণের নিঃশেষ সাধন, তাহা যখন হইয়া গেল সুতরাং এই সময়টাই নন্দাদিজ্ঞাতিদর্শন পূর্ব্বসঙ্কল্পের অনুগত—অর্থাৎ

"জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখং।" (ভাঃ ১০.৪৬।২৩)

এই পূর্ব্ব সঙ্কল্পের অনুগত।

ভাগবতে ব্রজাগমন স্পষ্টভাবে নাই কেন ?

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ভাগবতে অতিসংক্ষেপে এবং পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সুস্পষ্টভাবে ব্রজাগমন বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যান্য পুরাণেও কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নাই কেন ? এ সম্বন্ধে গোপালচম্পূ বলেন যে—"শ্রীমদ্ভাগবত স্বাধীন, নিজের গূঢ়তম বিষয় স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা নিজেকে গোকুলবাসী বলিয়া মনে করেন, সেই সকল অন্তর্মুখ ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি এবং উদাসীন বহির্মুখ ভক্তের বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করাই, এইরূপ গোপনের উদ্দেশ্য।" (চম্পূ উত্তর ২৯।২৭)। কৃষ্ণসন্দর্ভের এই মত। (১৮১ বাক্য ৪৩৩ পৃঃ)। এইরূপ গোপনের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য্য যথা—

বৈষ্ণবতোষণী মতে—

"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষস্তু মম প্রিয়ং।"

ঋষিগণ প্রায় পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষবাদই ভগবানের প্রিয়। বহির্মুখ জনের কাছে তাদৃশ গোপনীয় লীলা অর্থাৎ দ্বারকাস্থিত রাজমহিষীগণকে ত্যাগ করিয়া গোপীগণের সহিত বিলাস ও তদন্তে গোলোক প্রবেশ লীলা গোপন রাখা প্রয়োজন। এজন্য তাহা পরোক্ষবাদে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ ভাবে ভাগবতে বর্ণন

করিয়াছেন। যাঁহারা অনুরাগী অন্তর্মুখ ভক্ত (ক) তাঁহারা কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ও প্রবল ভাবে উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে মহর্ষিগণ কৃষ্ণের ব্রজাগমন বর্ণন করেন নাই (খ)। অনেক পুরাণে যাহা অতি গূঢ়ভাবে উক্ত আছে, তাহাকে একত্র করিয়া বলিলেই প্রামাণিক হয়। ব্রহ্মমোহনে ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করা অর্থাৎ বাল্যকালে ঐশ্বর্য্য অনাবৃত রাখা, মৃত্তিকা ভক্ষণে বাৎসল্য রসে ঐশ্বর্য্য আবৃত রাখা এবং বস্ত্রহরণে মনোরথ পূরণের আশ্বাস দেওয়া, ইত্যাদি লীলাতে জানা যায় যে—বহির্মুখ ভক্ত ব্রহ্মার নিকট মধুর বাল্যভাব গোপন করিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রকটন এবং অন্তর্মুখ ভক্ত যশোদার কাছে ঐশ্বর্য্য দূরে রাখিয়া মাধুর্য্য প্রকাশ, বস্ত্রহরণে আশ্বাস দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধি। ইহা ভিন্ন উক্ত কার্য্যে অন্য হেতু নাই।

অপর কারণ এই যে—ব্রজবাসী বন্ধুগণকে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন, আর দ্বারকাবাসী যদুবংশীয় রাজগণের "মুশলং কুলনাশনং" এই

(ক) ভাগবত ১০।২৩।২৬ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীতে দৃষ্ট হয় যে—কৃষ্ণভক্ত দুই প্রকার। তটস্থ ও লীলান্তঃপাতী। তটস্থ যথা—ভগবান্ পরোক্ষ হইলেও তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (পটাদি), লেপ্যা (পুস্তকাদি) সৈকতী (বালুকা বা মৃন্ময়ী) মনোময়ী (মানসী), মণিময়ী (প্রস্তরনির্ম্মিতা) এই অষ্টবিধ প্রতিমার মধ্যে কোনও একটীর অর্চ্চনা করতঃ, জ্ঞানসত্ত্বে অথবা অজ্ঞানসত্ত্বে ব্রাহ্মণাদিগণের চরণসেবা ও চরণোদক পান প্রভৃতি নিজভক্তি বিষয়ে পরোক্ষবাদকে (জন্মান্তরীন ফলকে) অনুমোদন করেন, ইঁহারাই তটস্থ বা বহির্মুখ ভক্ত।

লীলান্তঃপাতী ভক্ত দুই প্রকার। দেবাদিগণ এক, ব্রাহ্মণ নর ও পিত্রাদি এক। এতন্মধ্যে দেবাদিগণ কেবল পারমৈশ্বর্য্য দ্বারাই ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণ, নর ও পিত্রাদিগণ যাহাতে নিজ মর্য্যাদার ব্যবহার হয় এরূপ নরলীলাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ লীলান্তঃপাতী ও নরলীলার ব্যবহারকারী অতএব ইহারা কৃপাসিদ্ধ। "লীলাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ"।

(খ) এইরূপে লীলার যখন এত গোপনীয় অবস্থা, সুতরাং শ্রীজীবগোস্বামী ঐ লীলার বিশ্লেষণ করিয়া অত্যন্ত ভীতচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন—

"যদেতত্তু ময়া ক্ষুদ্রতরেণ তরলায়িতং।
ক্ষমতাং তৎক্ষমাশীলঃ শ্রীমান্ গোকুলবল্লভঃ॥

(কৃষ্ণসন্দর্ভে ১৮১ বাক্যে ৪৩৩ পৃঃ)

কৌশল লীলার দ্বারা দুরবস্থা ঘটাইলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরীক্ষিৎ রাজার মনে কষ্ট হইবে, কারণ যদুবংশের উপরই তাঁহার আত্মীয়তা বোধ আছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ত্রিকালদর্শী শ্রীশুকদেব পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত ব্রজাগমন লীলাটীতে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ পূর্ব্বক পরীক্ষিতকে শ্রবণ করান নাই। (ভাঃ ১০।৭৮।৬৭)।

উল্লিখিত বহু প্রমাণে জানা গেল যে—পরোক্ষভাবে কার্য্য করাই ভগবানের প্রিয় এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ প্রজাগণকে শুকদেব যে পূর্ব্বে মথুরালীলা কালে সূচনা করিয়াও পরে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। তাহাতে পরোক্ষভাবের সিদ্ধান্তকেই সুদৃঢ় করিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

১৭। ব্রজে শ্রীরাধাদির বিবাহ।

শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রবধান্তে ব্রজে আসিয়া ২ মাস অবস্থিতি করেন। তৎপরে গোলোক প্রবেশ হয়। এই ২ মাস কালকে কৃষ্ণসঙ্গে সুখানন্দে ও যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজবাসীরা বহুদিন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন (চম্পূর, উত্তর, ৩৭। ৩০) এই অবস্থিতিও বিবাহবিলাস প্রভৃতি সমস্তই প্রকটলীলা, কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, ২ মাস বাস ও বিবাহাদি, কেহ দেখিতে পারে নাই। উহা সর্ব্ব-সমক্ষে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সে সকল বিবাহ, তাহার উদ্যোগ, অনুষ্ঠান, পরীক্ষা দ্বারা রাধা বাধাসমাধান, উভয়বংশ কীর্ত্তন, অধিবাস, অলঙ্কার বিবাহসজ্জা ইত্যাদি ব্যাপার মূলচম্পূগ্রন্থের উত্তর ভাগের শেষাংশে ৩১ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত ৭ পূরণে অতিসুন্দর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তাহা গ্রন্থপাঠে অবগত হইবেন, কেবল উহা হইতে সিদ্ধান্তাংশ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। প্রকট ও অপ্রকট, স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ববিচারে বিবাহের তথ্য পরে বর্ণিত হইবে সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সিদ্ধান্তের সারাংশ সূচা এই—

১। সাধারণকে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এবং লোকাতীত স্বকীয় ভাবকে লোকে দেখাইবার জন্য মায়িক মিথ্যা বিবাহ নিরাস করার জন্য সীতাদেবীর মত দুর্ব্বাসা ঋষির কল্পিত মায়াবহ্নিতে শ্রীরাধা প্রভৃতির পরীক্ষা।

২। শ্রীরাধাদির পাতিব্রত্যমূলক প্রতিজ্ঞা পাঠ।

৩। নিত্যস্বকীয়া স্বতঃসিদ্ধ পত্নীর যে বিবাহ তাহা কেবল বহিরঙ্গ জনের প্রতীতি জন্য। কারণ নিত্য লীলার মর্ম্ম সকলে জানেন না।

৪। যোগমায়া মায়াদ্বারা অন্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মায়িক রাধাদির সহিত অভিমন্যুর বিবাহ দেন সেই মিথ্যাত্ব বুঝাইয়া তিনিই বিবাহ দেন।

এই সকল অন্তর্গত তত্ত্ব সাধারণে অবগত নহে এজন্য সাধারণ প্রতীতি জন্মা-নই বিবাহের হেতু।

বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোক প্রবেশ অর্থাৎ নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। দন্তবক্রবধের পর ও গোলোক প্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত দুই মাস কাল (ভগবানের লীলা ভক্তের জন্য সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি করিলেন।

১। নন্দনন্দন চিরদিন ব্রজবাসী, ব্রজে আছেন। তিনি সেইখানেই ছিলেন, থাকিলেন, থাকিবেন।

২। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আসিয়া নন্দনন্দনে মিশিয়াছিলেন, ভূভার হরণ শেষ করিয়া তিনি নন্দনন্দন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বারকায় গিয়া প্রভাসে মৌশল লীলা দেখাইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন।

৩। নন্দনন্দন ব্রজে (গোলোকে) নিত্যস্বকীয়া প্রেয়সী লইয়া লীলারত হইয়া থাকিলেন।

১৮। গোলোক-প্রবেশ।

দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ দুইমাস কাল শ্রীবৃন্দাবনে সম্পূর্ণ প্রকটভাবে বাস করেন। এবং বিবাহাদি দাম্পত্যলীলা সম্পাদনপূর্ব্বক সমস্ত সামঞ্জস্য করিয়া গোলোক প্রবেশ করিলেন। এই সামঞ্জস্যের বিষয় গোপালচম্পূর উত্তরভাগে বিশেষরূপ মীমাংসিত আছে। এই গোলোকে প্রবেশ নন্দমহারাজের সম্পূর্ণ আদেশ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—শত্রু কংস একবার তোমাকে লইয়া গিয়া ব্রজপুর শূন্য করিয়াছে। এবার যখন তোমাকে পাইয়াছি তখন ব্রজবাসী ব্যতীত অন্যে যাহাতে না জানিতে পারে, এরূপভাবে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রজপার্ষদ

ব্যতীত অন্যের অলক্ষ্য হইয়া ব্রজে থাকিতে হইবে। ইহাই গোলোক প্রবেশের মূল তথ্য। (উত্তর ৩৭। ৪) অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠ গমন করিবার পর সমস্ত অযোধ্যাবাসীরা যেমন সশরীরে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছিলেন, ব্রজবাসীদিগের গোলোক প্রবেশও সেইরূপ সশরীরে হইয়াছিল (ভাগবত ১০। ৭৮। ৭ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা) শ্রীকৃষ্ণ যে মনোগামীরথে আরোহণ করাইয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডল সহিত গোলোক প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই রথ সারথি দারুক বৈকুণ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রথ খানিও ভগবানের শক্তিতে পরিপূর্ণ। সেই রথে আরোহণ করিয়া ব্রজবাসিগণ দেখিলেন যে, আমরা যেমন ভাবে ছিলাম সেইরূপ ভাবেই আছি, যমুনা, গোবর্দ্ধন, বন, উপবন, গোষ্ঠ এবং গৃহও গৃহদ্বার প্রভৃতি ব্রজের সমস্ত বস্তু যথা-যথ ভাবে অবস্থিত আছে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, তবে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বশতঃ অতিসত্বর আরোহণ করায় কোন কোন বিষয়কে আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে যোগমায়ার প্রভাবে ভয়াদির সঞ্চার হয় নাই। আশ্চর্য্য ইহাই যে,—বহুকালপূর্ব্বে নন্দমহারাজের পিতা পর্জ্জন্য লোকান্তরিত হইলেও তাঁহাকে ঐ রথের মধ্যে সজীবভাবে দেখা গিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। (উত্তর ৩৭ পুরণ শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য)

ব্রজের প্রত্যেক বস্তু প্রপঞ্চমধ্যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান, গোপগণ গোলোক প্রবেশের পূর্ব্বে ব্যক্তভাব দর্শন করিলেন। রথোপরি শীঘ্রাকর্ষণ বশতঃ অনেক বস্তু দৃষ্টিগোচরও হইল না। অপূর্ব্ব দর্শনগুলি অব্যক্ত অবস্থার কার্য্য। সুতরাং তাহাকে অন্যথা বলিয়া ভাবনা করা উচিত নহে। (উত্তর ৩৭। ১১)

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ প্রকটভাবে ব্রজে বিহার করতঃ প্রাপঞ্চিক লোকের চক্ষু হইতে ব্রজলীলাকে তিরোহিত রাখিয়া বন্ধুবর্গের সহিত গোলোকে প্রবেশ করিলেন। ব্রজবাসিগণের দুইটী প্রকাশ এক প্রকাশে সকলে একত্র হইয়া ব্রজবিহারান্তে বৈকুণ্ঠ প্রবেশ আর একটী পূর্ণতম প্রকাশে গোলোক গমন। দ্বিতীয় পূর্ণতম প্রকাশে প্রাপঞ্চিক লোকের অদৃশ্য হইয়া ব্রজমধ্যেই নিত্যবিহার করিতে লাগিলেন। আর একটী পূর্ণ প্রকাশে রথারূঢ় হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। এস্থলে ভক্তের অধিকার ভেদে দৃষ্টির তারতম্য আছে। মথুরার লোক দেখিলেন যে, কৃষ্ণ দন্তবক্র বধ করিয়া ব্রজবাসী পিত্রাদির সহিত দ্বারকায়

যাইতেছে না, ব্রজবাসিগণ দেখিলেন যে, অকস্মাৎ আমরা কোথায় যাইতেছি।

যোগ প্রভাবেই কৃষ্ণ এই অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কারণ তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগমায়ার অধীশ্বর বহির্মুখ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এই গোলোক প্রবেশ নির্দ্ধারিত হইল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, বৃন্দাবন হইতে যে, গোলোকে লইয়া গেলেন, সেই গোলোক বৃন্দাবন হইতে পৃথক বস্তু নহে। কেবল প্রকট ও অপ্রকটাবস্থা মাত্র। প্রকট অর্থাৎ মায়াময় প্রপঞ্চ, অপ্রকট অর্থাৎ মায়াতীত অপ্রপঞ্চ; এই মাত্র ভেদ। বৃন্দাবনলীলা প্রপঞ্চগত, তাহা সর্ব্বজনের গোচর এবং ইহা প্রত্যেক বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের অবসানে প্রকট হইয়া থাকে। অপ্রপঞ্চ লীলা সাধারণের অগোচর। কেবল নিত্যসিদ্ধ ভগবতপার্ষদগণ এবং তদ্ভাবাক্রান্ত সাধকগণ প্রেমনেত্রে দেখিতে পাইয়া থাকেন। যেমন অদ্যাপি সেই গোলকলীলা হইতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা নিত্যলীলার ব্যাঘাত হয় না। এবিষয়ে অর্থাৎ বৃন্দাবনই যে গোলোক তদ্বিষয়ে বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। তবে একটী মাত্র এই যে—"যত্র গোকুলনাম স্যাৎ, তত্র গোকুল-বৈভবং।" (ভাগবতামৃত)

যৎকালে ব্রহ্মহ্রদে গোপগণ মগ্ন হয়েন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে শীঘ্র আকর্ষণ করায় গোলোকবৈভব নন্দাদির সম্যক্ দর্শন হয় নাই, এই জন্য অনেক পুরাতন বস্তুকে নূতন ভাবে গোলোক প্রবেশ কালে দেখান হইল। ইহা গোলোক প্রবেশের এক উদ্দেশ্য (উত্তর ৩৭। ৫। ১১) এই নূতন দর্শন যেমন গতায়ু পর্য্যন্ত সজীব দর্শন। আমরা গোকুলেই আছি, ইহা পুরাতন দর্শন।

আর এক যুক্তি এই যে, গৃহকোনে থাকিয়া যদি মধু লাভ করা যায়, তবে মধুর জন্য কে পর্ব্বতে গমন করে?।

"অর্কেচেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"

সুতরাং বৃন্দাবনে থাকিয়াই যদি গোলোক প্রাপ্তি হয়, তবে দূরবর্ত্তী পৃথক্ স্থানে গোলোকের কল্পনা করা যুক্তি বিরুদ্ধ। অতএব এই ব্রজমধ্যেই গোলোক

ধাম বুঝিতে হইবে। বৃহৎ বাটীর মধ্যে যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গৃহস্বামী বাস করেন, ব্রজমধ্যে গোলোক ঠিক সেইরূপ।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ব্রজই যদি গোলোক হইল, তবে রথারোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এস্থলে বৈষ্ণবতোষণীকার মীমাংসা করেন যে, উল্লিখিত প্রকারে রথে করিয়া গোলোক প্রাপ্তি করাইলে, দেবাদি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান ভক্তগণের প্রতি মহিমা প্রদর্শন করান হইবে। অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ ব্রজবাসীদিগের নরলীলার তাৎপর্য্য বিষয়ে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বিষয়ই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের সমক্ষে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে ব্রজবাসীকে গোলোকে প্রবেশ না করাইলে, বিভিন্ন অধিকার সম্পন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন ভাবের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। অর্থাৎ দেবগণ ইহাই দেখুন যে, ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজিয়াছিলেন, তাঁহাদের সদ্গতি হইল। অর্থাৎ তাঁহারা কোন অলক্ষ্যস্থানে চলিয়া গেলেন। অপিচ,সেই রথখানি মনের মত আশুগময় দ্রুতগামী, অতি বৃহৎ ও মহজ্জ্যোতিষ্মান্। তাহাতে সমস্ত ব্রজমণ্ডলের সংস্থান হইয়াছিল। সেই রথ কোন ভক্তের দৃশ্য, কোন ভক্তের অদৃশ্য (উত্তর ৩৭।১৯) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উল্লিখিত দেবাদি ভক্তগণ পর্য্যন্তও সেই রথের গতিকে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনি মুনির নিকট বহু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, ইহাও সেই বিদ্যার মহিমা (উত্তর ৩৭।৫) এই সকল সিদ্ধান্তভিন্ন রথের দ্বারা গোলোক প্রাপ্তির অন্য ব্যাখ্যা হইতে পারে না। করিলেও তাহা অসঙ্গত হইবে, ইহা তোষণীকারের অভিপ্রায়। (ভাগবত ১০।৭৮)

এস্থলে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে যে, গোলোকধাম ব্রজবাসীদিগের নিত্যই প্রাপ্ত রহিয়াছে,শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ ব্রজে আসিয়া সেই নিত্য প্রাপ্ত গোলোককে পুনঃ প্রাপ্ত না করাইলে, সমস্ত লোকের অনুরাগ এবং উদ্ধবের দ্বারা ব্রজবাসীদিগের উৎকণ্ঠার সূচনা প্রভৃতি লীলা বিফল ও বিরস হইয়া যায়। অর্থাৎ উদ্ধবের বাক্যে তাঁহাদিগের যে উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, সেইরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলা না হইলে, লীলার সফলতা থাকে না। এবং সেই লীলার প্রতি জনগণের অনুরাগও হইতে পারে না। বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার প্রতি তোমাদিগের যে ভক্তি ও প্রীতি আছে, তাহাতে তোমাদিগের মুক্তি হইবে, সেই মুক্তিবশতঃ তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ব্রজবাসিগণের সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎকার লাভ করা এই উক্তির কারণ। এবং ঐ উক্তিটী সাধকচরী (১) গোপীগণের প্রতি বুঝিতে হইবে। নতুবা নিত্য সিদ্ধ গোপীগণের প্রতি এ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। আরও এক কথা এই যে, বলরামের সহিত আমি মথুরায় গমন করিলে, "আমার বিয়োগে গোপীগণ কাতরা হইয়া, আমা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই।" ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্যগুলি নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের প্রতিই বুঝিতে হইবে।

১৯। প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা
এবং
স্বকীয়া তত্ত্ব ও পরকীয়া তত্ত্ব।

"প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যথাস্বপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥
সদানন্তৈঃ স্বপ্রকাশৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেণ প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥

(লঘু ভাগবতামৃতম্)

গোলোকের অভিন্ন বৃন্দাবন যখন প্রপঞ্চের গোচররূপে প্রতীয়মান হয়, তখন তথায় প্রাকৃত জনগণের গোচররূপে যে লীলা করেন, তাহা প্রকট। প্রাকৃত জনগণের অগোচরে অথচ প্রাকৃত জনতুল্য যে লীলা তাহা অপ্রকট। ব্রজভূমির অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত নিজরূপ প্রকাশ করিয়া অবিচ্ছেদে

(১) দণ্ডকারণ্যে মুনিগণ রামরূপে মুগ্ধ হইয়া, প্রার্থনানুসারে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রজে আসিয়া তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়া হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে সাধকচরী কহে। (তোষণীধৃত হরিবংশ)

নানাবিধ লীলা করিয়া শোভিত হয়েন। আবার কদাচিৎ অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের অবসান হইলে, জগতের অন্তর্গতরূপে প্রতীয়মান হইয়া, উক্ত ব্রজধামে এক প্রকাশ দ্বারা জন্মাদি লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। উল্লিখিত উভয় লীলা মধ্যে অপ্রকট লীলাতে ব্রজরমাগণ স্বকীয়া প্রেয়সী, প্রকট লীলাতে ব্রজরমাগণ মায়াকল্পিত কেবল প্রতীতিমাত্র পরোঢ়া বলিয়া ঔপপত্য ভাবনিবন্ধন পরকীয়া প্রেয়সী। ইহা কেবল রসোল্লাসের জন্যই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীশুকপ্রোক্ত রাস ও বস্ত্রহরণাদি লীলা অপর মধুর লীলা এই পরকীয়া লীলামূলক বুঝিতে হইবে। অপ্রকট দাম্পত্য-ভাবময়ী স্বকীয়া নিত্য প্রেয়সী। কারণ পদ্মপুরাণে আছে যে,—

"গোগোপগোপীকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।

এই প্রমাণানুসারেই শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে বলিয়াছেন—

"হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ।
বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ।
বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহো নাস্তি কর্হিচিৎ"॥

তাৎপর্য্য প্রকটানুসারেই বিরহাদি বর্ণিত, অপ্রকট লীলাতে গোপীদিগের সহিত ক্ষণকালও বিরহ হইতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের অপর গোপের সহিত বিবাহ হইয়া যে পরোঢ়া ঔপপত্য ভাব তাহা মায়াকল্পিত। ইহা চম্পূগ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে স্বকীয়া লীলাতেও রসের চমৎকারিতা প্রভৃতি সম্পাদন জন্য সঙ্কোচ ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি থাকিবে। (উত্তর ৩৭।১৯২)। কিন্তু তাহার রূপান্তর হইবে। স্বকীয়া লজ্জা ভয় প্রশংসনীয়, পরকীয়া লজ্জা ভয় বাহিরে নিন্দনীয়, রস পুষ্টিতে প্রশংসনীয়। (উত্তর ৩৬।২২—২৩)

উক্ত বিচারে ইহাই স্থির হইল যে, প্রপঞ্চগত ও প্রপঞ্চাতীত ভেদে লীলা দ্বিবিধ। জন্মাদি ও অসুরবধাদি প্রকটের কার্য্য—

জন্মাদিলীলাসুরনাশ-লীলা
লোকং বিনা নার্হত এব শোভাং।

মন্ত্রোপাসনাময় ও স্বারসিক ভেদে অপ্রকটও দ্বিবিধ। কদম্বতল বা রত্ন-

সিংহাসনে স্থিতা ধ্যানগম্যা মূর্ত্তি এক এক স্থানে স্থিতা, ইহা কামনাত্মক প্রয়োগময়ী বা ভক্তের ইচ্ছানুসারিণী মূর্ত্তি। বৎসাদি সহিত বিহারময়ী মূর্ত্তিই স্বারসিকী। মন্ত্রোপাসনাময়ীও স্বারসিকী এই উভয় মূর্ত্তিতেই ব্রজরাজ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে। কৃষ্ণকে এক স্থানে স্থির মনে করিয়া চিন্তা, আর তিনি আপন লীলামত যথেচ্ছ বিচরণ প্রভৃতি করিতেছেন, এইরূপে চিন্তা, ইহাই উক্ত ভেদদ্বয়ের সরলার্থ। (কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তৃতি দ্রষ্টব্য)। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ৫২ অধ্যায়ে এই নিত্যলীলা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, সেই প্রমাণ উদ্ধৃত হইল—

> "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
> সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যাগুণশালিনঃ।
> যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি।
> গমনাগমনং নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
> গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং।
> পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
> প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং॥"

তাৎপর্য্য—সর্ব্বপ্রিয় কৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা, মাতা, সকলেই নিত্য ও কৃষ্ণতুল্য গুণশালী। প্রকটলীলায় যেমন, অপ্রকট লীলাতেও তেমনি, বৃন্দাবন ভূমিতে বন ও গোষ্ঠে গমনাগমন এবং অসুরবধাদি ব্যতীত, গোচারণ লীলা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ ঐ বৃন্দাবনে পরকীয়াভিমান সম্পন্ন হইয়া প্রচ্ছন্নভাবেই নিজ কান্তের সহিত রমণ করিয়া থাকেন। (এই প্রমাণে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, গোচারণকালে যে কংস-প্রেরিত অসুরবধাদি তাহা বাসুদেবের কার্য্য)।

প্রকট লীলাতে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রূপ, তাহাও নিত্য,তবে প্রপঞ্চগোচর এইমাত্র ভেদ। নচেৎ ভাগবতের (১০।১৬। ১) "ক্রীড়া মানুষরূপিণঃ" এখানে মানুষরূপ শব্দের উত্তর যে নিত্য যোগে "ভূম্নি নিন্দাপ্রশংসায়াং নিত্যযোগেऽতিশায়নে" এই সূত্রে ইন্ প্রত্যয়। এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ঐ মানুষ রূপ যে কপট রূপ নহে; তাহা "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোऽপি বিড়ম্বয়সি

ভূতলে।" এই ব্রহ্মস্তুতিতে "নহি কপটপুত্রত্বাদিনা তাদৃশভক্তেরানৃণ্যং সম্পদ্যতে" অর্থাৎ কপট পুত্রত্বাদি দ্বারা নন্দাদির তাদৃশ নিষ্কপট ভক্তির ঋণ শোধ হয় না। এই স্বামিপাদের ব্যাখ্যাতে প্রমাণিত আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ-কৃত স্তবমালায় "স্বয়মুৎপ্রেষিতলীলা" নামক স্তবের ১৮ শ্লোকে "নহি দুর্যশসা রচয়াধবলাং" হে কৃষ্ণ! আমি কুলীন কন্যা, আমাকে দুর্যশে মলিন করিও না। শ্রীরাধার এই উক্তি প্রসঙ্গে স্তবমালার ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় কি বলিতেছেন দেখুন। (ভাষ্যের (মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল)। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় শক্তি ও শক্তিমদ্ভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে দাম্পত্য তাহা নিত্য সিদ্ধ। তাহার এই ঔপপত্য লীলা কেন? ইহার উত্তর তিনি পরমেশ্বর স্বেচ্ছাময়. তাঁহার নিয়ন্তা কেহই নাই, যাহার ভয়ে তাঁহাকে নিত্য দাম্পত্যেই থাকিতে হইবে। আপত্তি—যদি বল তিনি কর্ম্মাধীন কর্ম্মদোষে ঔপপত্য ঘটিয়াছে। উত্তর—ঈশ্বর কর্ম্মের নিয়ন্তা তিনি কর্ম্মাধীন নহেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। যদি বল ঔপপত্য লীলাতে সাধারণ জনের মনোনিবেশ হইবে অর্থাৎ তাহারা ঐ পথে লীলাতে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হইবে। (বস্তু শক্তি বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না—ঔপপত্য ভাবে নিবেশ হইলেও তত্ত্বতঃ দাম্পত্য প্রেম প্রাপ্ত হইবে)। উত্তর—কৃষ্ণ বলিয়াছেন "ন পারয়েঽহং" আমি গোপীদিগের ঋণ শোধিতে অসমর্থ। এখানে তাঁহার নিজ ইচ্ছারই প্রাধান্য বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাবশতই তিনি ঋণী লীলাশক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিয়া থাকে। সুতরাং সাধারণের মনোনিবেশ ঔপপত্য বশতঃ নহে; ভগবৎসৌন্দর্য্য বশতই মনোনিবেশ হয়। যদি বল ভগবানের প্রবল উৎকণ্ঠাকে পরিপুষ্ট করিতে তিনি এই ঔপপত্য স্বীকার করেন। উত্তর—তিনি নিত্য পুষ্ট, তাঁহার অপরিপুষ্টতা অসম্ভব। কোনও উপায়ে তাঁহার পুষ্টতা হইতে পারে না।

(তবে লীলা বৈচিত্রীবশতঃ বিস্মৃত কণ্ঠমণির মত পুষ্টকে অপুষ্ট ভাবিয়া তাহার পুষ্টতা হইতে পারে ও হয়।) সুতরাং চরম সিদ্ধান্ত সেই পূর্ব্ব উত্তর, অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বর, তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যবশতই ঔপপত্য। পরমেশ্বরের নিয়ন্তা বা পরিচালক কেহই নাই তিনি সর্ব্বেশ্বর। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদরূপ। তাঁহার ঔপপত্যটী দাম্পত্যভাবে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ

প্রকট ব্রজলীলায় ঔপপত্য হইলেও উহার ভিতরে দাম্পত্যভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। সর্ব্বদা যাহা প্রকাশ তাহা নিত্য, সর্ব্বদা যাহা প্রকাশ নহে তাহা অনিত্য। অনিত্য বলিতে আগন্তুক জাগতিক বস্তুর মত নশ্বর নহে, প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধরিয়া নিত্যানিত্য ব্যবহার। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরাবসানে অর্থাৎ বহুদিনের পর পরকীয়া লীলা ব্রজ ভূমিতে প্রকাশমান হইয়া থাকে। অন্য সময়ে তাহা লোকলোচনের অগোচরে বিরাজমান সুতরাং পরকীয়া অনিত্য। উক্ত প্রকার দ্বাপরাবসানকাল চিরদিন হয় না, এজন্য ঐ কাল ব্যতীত সর্ব্বদা কেবল স্বকীয়া কেবল নিত্যলীলা, কেবল গোলক বিলাস। এক্ষণে অস্মাদৃশ মানব সেই পরকীয়া, লীলা দর্শন করিতে পারিতেছে না কেন? তাহার উত্তর—ঐ সিদ্ধ ভক্তগণ প্রেমচক্ষে কেবল সেই ভাব দেখিতে পাইয়া থাকেন; আবার যখন ঐ দ্বাপরের অবসান হইবে বৈবস্বত মন্বন্তর আসিবে তখন সেই পরকীয়া লীলা হইবে, এক্ষনে তাদৃশ দ্বাপরাবসান পর্য্যন্ত সেই নিত্যলীলা সেই স্বকীয় লীলা বিরাজমান, ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যখন সেই পরকীয়া ভাব আসিবে তখনও সেই দাম্পত্য প্রচ্ছন্ন থাকিবে, বহিরঙ্গ জন লক্ষ্য করিতে পারিবে না। স্তবমালার উপরিলিখিত বিচার এবং ললিত মাধবের দশমাঙ্কের শেষভাগ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমরা বহিরঙ্গজনের অলক্ষ্য হইয়া শ্বশ্রূ গোষ্ঠেশ্বরী শ্বশুর নন্দমহারাজের ভবনে তোমার সহিত বিহার করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপত্নী গোপীদিগের সহিত যে অন্যের বিবাহ হইয়াছিল সে বিবাহ মায়িক ইহার বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা মূল চম্পুগ্রন্থ পাঠে অবগত হইবেন, সামান্য দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল। পূর্ব্ব চম্পুর ১৫ পৃঃ ৪৪ গদ্যে পৌর্ণমাসী ও বৃন্দার বাক্য দেখুন, যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলিতেছেন, আমি মায়া দ্বারা অপর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ প্রতিবন্ধ ঘটাইয়াছি। "কদাচিৎ উপপতিত্ব ব্যবহারস্তু মায়িক এব" (পূর্ব্ব ১৫।২৯।) অপ্রকট নিত্য লীলাতে নিত্য গোলোকে স্বকীয়া প্রেয়সীর সহিত নিত্যবিলাস হইয়া থাকে (পূর্ব্ব ১৫।৫০।) "লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং"। "নেষ্টাযদঙ্গিনীরসে" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখুন (পূর্ব্ব ১৫।৫৪।) রসোৎকর্ষের বাসনাবশতই গোপীকে অবতারিত করেন। এবং নিত্য স্বকীয়াতে রসময় রসোৎকর্ষের জন্যই মায়াবশত পরোঢ়া ব্যবহার হইয়া

থাকে। ললিতমাধবে শ্রীরূপের ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির মূল সিদ্ধান্ত অবগত না হইয়া অদূরদর্শী ও একদেশদর্শী ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্তের অন্যথা কল্পনা করেন। তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। "পরকীয়া অনিত্য মায়িক" এই কথায় ঐ সকল লোক ক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন ও স্বকীয়া ও পরকীয়াতে কি কি অবস্থায় নিত্যানিত্য মায়িক ব্যবহার, তাহার তথ্য দেখিতে হইলে, গোস্বামিপাদদিগের অপরাপর গ্রন্থের নাম আর কি করিব, কেবল সন্দর্ভ ও শ্রীগোপাল চম্পূই প্রধানতঃ আলোচ্য। যাহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার কেবল ধৃষ্টতা মাত্র।

পরের বিবাহিতা পত্নীতে রসাস্বাদকে পরকীয়া ভাব কহে। মূলে ঐ বিবাহই যখন মায়িক ও যোগমায়ার কল্পিত, তখন ঐ ভাব যে মায়িক তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। (ভাগবত ১০ম, রাসের ৩৩ অধ্যায়ের শেষ "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়" এই শ্লোকের তোষণী এবং (উত্তর চম্পূর ১।৭৪ দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধা প্রভৃতি নিজেই পূর্ব্ব শ্বশুর ও পূর্ব্ব বিবাহকে মিথ্যা বলিয়াছেন। ইহার স্থল অনেক। ঐ পূর্ব্ব বিবাহ স্বপ্নদৃষ্টের মত (উত্তর ১।৭৪)। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত পতি এবং জন্মে জন্মে পতি, পিত্রাদির কল্পিত পতি পতি নহেন (উত্তর ১১।৯৫) "বল্লব্যো মে সদাত্মিকাঃ।" ইত্যাদি স্থল (উত্তর ১২।১৯। ও (১১।৬৪) এই সকল স্থল দেখুন। আবার শ্রীজীব গোস্বামীর ভাবাংশে পরকীয়ার গৌরব করিয়াছেন, তাহাও দেখুন (উত্তর ৩১।৬৮)।

যদুনন্দন দাসের বাঙ্গলা কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থের ৫ম নির্য্যাসে আছে "চম্পূর বাহিরে স্বকীয়া, ভিতরে পরকীয়া" কথাটা শব্দাংশে মিথ্যা, কারণ তত্ত্বতঃ তাহা নহে, পরকীয়ার ভিতরেই স্বকীয় ভাব বর্ত্তমান। লেখকের তাৎপর্য্যাংশ সত্য, কারণ শ্রীজীব গোস্বামী যখন স্বকীয় লীলাতেও পরকীয়ার ভাব অনেক রাখিয়াছেন ও লীলার বৈচিত্রী অংশে গৌরব করিয়াছেন, তখন কথাটা সত্যই বটে। তবে কেহ যেন ইহা শ্রীজীবের সকপোল-কল্পিত বলিয়া অপরাধে পড়িবেন না। কৃষ্ণ-সন্দর্ভ ও চম্পূ দেখুন। সমস্ত প্রাচীন আর্ষ প্রমাণে সিদ্ধান্তসৌধের মূল ভিত্তি সুদৃঢ়। শ্রীজীব হালকা কথা বলেন না বা শুকনো জমীর উপর হইতে ভিত্তি প্রস্তুত করেন নাই। সিদ্ধান্তসৌধের মূল বহু দূরে নামিয়াছে।

নিত্য লীলাতে স্বকীয়া, প্রকট অনিত্য লীলাতে পরকীয়া, এবং তাহারই

বিস্তৃতি ব্রজলীলাতে, অধিক কি সর্ব্বারাধ্য পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবতই ঐ অনিত্য পরকীয়া ভাবময় বর্ণনাতে পরিপূর্ণ। তাই বলিয়া নিত্য স্বকীয়া অলীক কল্পনা নহে। অবস্থাভেদে যখন দুইটীই থাকে, তখন ইহা লইয়া পকীয়াবাদী স্বকীয়া বাদী বলিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের ইদানীন্তন অজ্ঞতামূলক বিবাদের মত বিবাদের কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে, অভিসারে শ্রীরাধার লজ্জা হইতেছে, সখী বলিলেন সে কি? স্বামীর কাছে যাইবা, ইহাত স্বতঃসিদ্ধ, মাতাও কন্যাকে জামাতার ঘরে পাঠাইয়া দেন। শ্রীরাধা বলিলেন, না লজ্জা সঙ্কোচই আমাদের লীলার মাধুরী। (চোরা প্রেম বড় মধুর, চোরিত দ্রব্যের স্বাদ অধিক)। উত্তর ৩৭। ১৯২। দেখুন গোলোক প্রবেশের পরেও রাস-লীলা হইতেছে, প্রপঞ্চ জগতে যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে, সেইরূপই পুনশ্চ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই ভয়, সেই সঙ্কোচ, সমান। লীলার পুষ্টিজন্য পরকীয়া সুলভ ভাব যখন সর্ব্বদাই থাকিবে, তখন যাহার পত্নী সেই পুনশ্চ গ্রহণ করেন মাত্র, তখন পরকীয়ার মাধুরী থাকিয়াই গেল।

ইত্যাদি কারণে পরকীয়াকে রসোৎকর্ষের পারিপাট্যস্থাপন ও স্বকীয়াকে স্বতঃসিদ্ধ নিত্যাবস্থায় স্থাপন করাই চম্পূর মূল তথ্য তাহাই অনুসরণীয়।

উত্তর চম্পূর ৩৬। ৩, ৪, ৫, শ্লোক দেখুন, শাশুড়ী ব্রজেশ্বরী যশোদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নার্থে শয্যা রচনা করিতেছেন। তাহাতে রাধিকার কত লজ্জা ও সঙ্কোচ। সঙ্কোচের শত শত কারণ দূর হইলেও তাহা দেখা যাইতেছে, (উত্তর ৩৬।১))

এখানে আর এক নবীন লোকদিগের নবীন আপত্তি দেখুন—মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে এক বৈষ্ণবগণের মধুরোপাসনা বিষয়ক বিবাদ মিটিয়াছিল। (ক) তাহার এক পক্ষে কৃষ্ণদেব শর্ম্মা প্রভৃতি অন্য পক্ষে ঠাকুর রাধা

(ক) বর্ত্তমানকালে প্রজার বিষয় বিচার লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রজার কত শত লাঞ্ছনা উপস্থিত হয়, দরবারে ফল হয় বা না হয়। কিন্তু যাহার সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মাংশে কোনই সম্পর্ক নাই, সেই মুশলমানের দরবারে ধর্ম্ম মীমাংসা, বিশেষতঃ হিন্দুর অবান্তর বৈষ্ণব, তাহার মধ্যে ব্রজোপাসক, তন্মধ্যে মধুরোপাসনার অতি গূঢ় বিষয় নিষ্পত্তি করিতে নবাব বাহাদুর মনোযোগী হইলেন, ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা যে অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহন, প্রথম পক্ষ বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, রাধামোহন মালিহাটি নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশীয় তিনি উহার মত খণ্ডনে দণ্ডায়মান হয়েন। একপক্ষ স্বকীয়া বাদে অপর পক্ষ পরকীয়াবাদে, শেষে পরকীয়ার পক্ষের জয় হয়। এই বিষয়ে একখানি প্রাচীন দলিল আছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় বিচার নাই কেবল রায় মাত্র লেখা আছে। উহার নকল বহু স্থানে পাওয়া যায়। আমি কাটোয়া, নগরে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়া, নকল করিয়া লই। তাহাতে বঙ্গদেশের বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে, অনেক কায়স্থ ও মৌলবীর পর্য্যন্ত নাম দেখা যায়। এই খানি দর্শন করিয়া অনেকে লাফাইয়া উঠেন, এইত স্বকীয়ার পরাজয় ও পরকীয়ার জয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা না জানাই, এই লম্ফনের হেতু। স্বর্গীয় প্রভুপাদ ৺রাধিকানাথ ও কতিপয় ব্রজবাসী আচার্য্যগণের নিকট উহার ইতিহাস শুনা গিয়াছে—বৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী কতিপয় পণ্ডিত প্রকট লীলাতেই স্বকীয়াবাদ মানিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের লীলার অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে যে শ্রীরাধার বিবাহ বর্ণনা আছে, তাহার অনুসারে ব্রজলীলাতেই স্বকীয়াভাবের উপাসক তাহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উহা লইয়া বিবাদ হয়। বস্তুতঃ তত্ত্বাংশে যখন প্রকটে পরকীয়া ভাব তখন অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া উপাসনার প্রবর্ত্তন প্রকটে হইতেই পারে না, তবে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করেন, তাহাদের স্বকীয়াবাদ ব্রজের বাহিরে। উহাদের সঙ্গে কোনই বিবাদ নাই। প্রকট লীলাতে স্বকীয়াবাদ প্রবর্ত্তন যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাতে পরকীয়া পক্ষের জয় হওয়াই ঠিক হইয়াছে। (খ)

এক্ষণে বক্তব্য এই যে প্রকট লীলাতে আবার বিবাহ কেন? ঐ বিবাহ বহিরঙ্গ জনকে শিক্ষা দান জন্য, এবং শ্রীরাধাদির মায়িক পতি যে প্রকৃত নহে, উহাদের মায়িকত্ব সম্পাদনই ঐ প্রকট বিবাহের উদ্দেশ্য। ঐ বিবাহে সাধারণের চিত্তসঙ্কোচ দূর হইয়াছে। নচেৎ নিত্য স্বকীয়া পত্নীর আবার বিবাহ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (উত্তর ১৮।৭৬, ৭৭, ৭৮) ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহাদি

(খ) আর এক কথা ঐ দলিলে দৃষ্ট হয় যে শিষ্যদিগের দ্বারা যে আয় হয় ঐ আয় সম্বন্ধের কথাও অর্থাৎ তত্ত্ব মীমাংসাতে আর্থিক সম্পর্কও রহিয়াছে। উহার মূলে শিষ্যাধিকার লইয়া কোনও গোল যে ছিল না, তাহা বলা যায় না।

যত কিছু ব্যাপার ঘটাইলাম, হে রাধে! সমস্তই তোমার প্রতিরূপ অর্থাৎ সমস্তই তোমার তুল্যবৃত্তি রচনা করিয়া, সেই সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা বহির্দৃষ্টি অপেক্ষায় জানিবে, অন্তরে তোমাতে আমাতে কেলিবিলাস নিত্যই করিতেছি। এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, প্রকট লীলাতে মহিষী স্বরূপা স্বকীয়াও দুর্ব্বল, পরকীয়া ভাব সবল। সুতরাং চম্পূ গ্রন্থের আদ্যন্ত অনুসন্ধান করিলে যাহা হয় তাহাই যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দে বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরকীয়াকে যখন সুন্দরভাবে স্থান দিয়াছেন, তখন উহাতে সন্দেহ বা বিবাদ কিছুই নাই।

এক্ষনে পরকীয়া ভাবের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণি হইতে ও তাহার ব্যাখ্যাদি হইতে একজন অসাধারণ বিচক্ষণ পণ্ডিতের মতে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

"যাচমিথোদুর্লভতা; যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
বহু বার্য্যতে যতঃ খলু সা পরমা মন্মথস্য রতিঃ।"

পরস্পরের যে দুর্লভতা যথায় প্রচ্ছন্ন কামুকতা, ও বহু বহু নিবারণ হয়, তাহাই পরমা রতি ইহাতেই পরকীয়া ভাবের উৎকর্ষ।

ঐশ্বর্য্য প্রতীতির অভাব যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক হয় তাহা ভ্রম, উহা বন্ধের হেতু। ঐশ্বর্য্য প্রতীতিয় অভাব প্রেম পারবশ্য নিবন্ধন হইলে,মোক্ষের হেতু হয়। পরকীয়া যে মায়িক বলিয়া যত স্থানে উল্লেখ আছে, সর্ব্বত্র মায়াপদ অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি পর; কিন্তু বহিরঙ্গ মায়াপর নহে "কয়াপি মায়য়া পরদারত্বম্ অত্র ব্যবহারঃ" (উত্তর ১২।১৯১)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডানুযায়ী যে বিবাহ তাহা লোক দৃষ্টিতে স্বকীয়ত্ব বোধক। অভিমন্যু (আয়ান বা রাখাল) গোপের সহিত যে বিবাহ উপাসনার অঙ্গীভূত পরকীয়া তত্ত্বের সম্পাদন জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচর নহেন, এজন্য আরোপিত যে অনিত্যত্ব তাহা যোগ মায়ার বলে। উহা উপাধিক শব্দেও ব্যবহৃত হইতে পারে। অভিমন্যু গোপের ব্যবহৃত রাধা অন্তরঙ্গ মায়ার রচিতা। ভগবৎপত্নীতে যে তাহার নিজপত্নী বোধ ইহা ঠিক মায়িক, ঐ গোপের ঐ ভাব চিরদিন ভ্রমগ্রস্ত। রজ্জু সর্পবৎ আগন্তুক ভ্রম নহে। কর্ম্মভোগের প্রয়োজক ভ্রম বহিরঙ্গা মায়ার কৃত। অভিমন্যুর আত্মাতে ঐ ভ্রমের জননী অন্তরঙ্গ যোগমায়া। এই পরকীয়া লীলা

ঘটাদিবৎ অনিত্য নহে, কিন্তু সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর নয় বলিয়া, তদ্রূপ ব্যবহার মাত্র, ঘটাদির অনিত্যত্ব বাস্তবিক, লীলার অনিত্যত্ব গৌণ (অপ্রধান) কারণ লীলা নিত্যা। অনাদিকাল হইতে ভগবৎ সত্বা যুক্ত যে নিত্য পার্ষদ, তাহাদের স্বকীয়া ভাব। কারণ তথায় কৃষ্ণ ভিন্ন অপরব্যক্তির সত্তার যোগ্যতা নাই। সাধন সিদ্ধ ফলে যে পরকীয়া ভাব তাহা গৌণ, কারণ আত্ম পদার্থের উপর কল্পিত যে ধর্ম্ম তাহা অবিনাশী হয় না বিনাশীই হয়।

এক্ষণে কৃষ্ণলীলা অস্মাদৃশ ব্যক্তির গোচর হইতেছে না, এ জন্য অনিত্য নহে, তাহা অন্য বিশ্বে বা বিশ্বের অন্তরালে হইতেছে, তথাপি যে অনিত্য ব্যবহার তাহা বিশ্বের একাংশে, সর্ব্বাংশে নহে। অদ্যাপি অপর বিশ্বের লীলা চরম শরীরী ভাগ্যবান সাধন সিদ্ধ ভক্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই সাধন সিদ্ধের দেহ প্রায় প্রারব্ধ কর্ম্মাধীন অর্থাৎ উহার ঐ দেহ মাত্রই শেষ কর্ম্মফল।

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
অমৃতংস্বেব মুভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোঽদ্যায়মূর্দ্ধসু॥

ভগবানের যে বিভূতি তাহার ভাগ কল্পনা করিলে বলিতে হয় যে, ১৬ ভাগ তাহার একপক্ষে অর্থাৎ ৪ ভাগে দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব। "অস্য যৎ ত্রিপাদ অমৃতং তস্য দিবি মহান্তরীক্ষে স্থিতং পাদভূতং বিশ্বস্তু মৃতং (বিকারয়া বা প্রাকৃতং) অর্থ তৎ অমৃতং অবিকারে অপ্রাকৃতং। তদাধারশ্চ মহান্তরীক্ষং অপ্রাকৃতং। বিশ্বাকাশস্তু প্রাকৃতং বিকারি চেতি ফলবলকল্প্যং।

এই উপনিষদ্ বাক্যে জানা যায় ভগবদ্ধাম অপ্রাকৃত জগতে স্থিত। তাহা প্রাকৃত বিশ্ব হইতে অতি বিরাট। বিশ্ব হইতে ত্রিগুণিত বৃন্দাবন সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও ধামাদি যখন বিশ্বের গোচর হয়, তখন নিত্য হইয়াও অনিত্যবৎ প্রতীত হয়েন।

কৃষ্ণের লীলা যখন অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির কার্য্য তখন তথায় স্বপর এই ভেদ হইতে পারে না। পরন্তু স্বত্ব ঔপচারিক তাহা লীলামাধুর্য্য পুষ্টির জন্য। পূর্ব্ব না হইলে পশ্চিম হয় না, পশ্চিম না হইলে পূর্ব্ব হয় না, তেমনি স্ব ও পর বুঝিতে হইবে।

"বাচ মিথো" হইতে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তগুলি পূজনীয়চরণ শ্রীযুক্ত দামোদর গোস্বামিপাদ নিজমুখে বলিয়াছেন ও লেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের

৺রাধারমণবাটীর ৺গোপীলালগোস্বামীর পুত্র। বর্ত্তমানে ইহার তুল্য ষড়্দর্শনাদি ভাগবতাদি জ্যোতিষগান্ধর্ব্বাদি ও ভক্তিশাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত নাই। ইনি ষড়্দর্শনাচার্য্য উপাধি ভূষিত। গত ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে বহরমপুরে ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে এই সিদ্ধান্ত তিনি উপদেশ করেন।

পাঠকগণ! ভাগবত ১০। ৩৩। ৩৩—৩৬ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তবমালার ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত মীমাংসা করুন। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের মঙ্গল অমঙ্গল বা বন্ধ মোক্ষ নাই। তিনি অদৃষ্টের নিয়ন্তা। বালকবৎ ছায়াতুল্য নিজ প্রতিমূর্ত্তির সহিত ক্রীড়াতে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্পর্শও নাই। নরলীলাতে গোপীগণ নরাভিমানী। কৃষ্ণের জন্য স্বজন ও আর্য্যপথ ত্যাগ অধর্ম্ম নহে। লৌকিক দৃষ্টিতে অধর্ম্মবৎ প্রতীত হইলেও আর্য্যপথ ত্যাগ অধর্ম্ম নহে। (ভাগবত ১১। ১২। ১৩)। বোপদেব স্বকৃত মুগ্ধবোধের কারক প্রকরণে গোপীকে ইষ্টদান করা যে অধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচার বলিয়াছেন, তাহা লোকদৃষ্টি অপেক্ষায় তত্ত্বদৃষ্টিতে নহে। "সংদানোভেঽধর্ম্মে নিত্যং।" এই স্থানে বোপদেবের মত দ্রষ্টব্য। তৎকৃত ভাগবতীয় হরিলীলা মুক্তাফল যাহা হেমাদ্রি রাজের আদেশে প্রণয়ন করেন, তাহাতে তত্ত্বব্যাখ্যা আছে। আরও দেখুন বিপ্রলম্ভরসে শ্রীরাধাকে "প্রোষিতভর্ত্তৃকা" বলা হইয়াছে, কিন্তু "প্রোষিতজায়া" বলা হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের স্বাধীনচিন্তা প্রসূত মত দেখুন, তাহা শাস্ত্রানুগত। পরকীয়া রস সম্বন্ধে সর্গীয় প্রভুপাদ ৺রাধিকানাথগোস্বামী তাহার প্রকাশিত প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার ভূমিকাতে ৪৪। ৪৫ পৃষ্ঠে বলিয়াছেন—

(মর্ম্মানুবাদ)

"শ্রীরাধা মনে করেন আমি এক জনের স্ত্রী বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই পরমপ্রেয়সী শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন ইহাদের অন্যপতি আছেন, কিন্তু আমিই পরমপ্রিয়। উভয়নিষ্ঠ এই ভাব একরূপ ভ্রম। এই ভ্রম বান্ধবদিগের মনেও ছিল ঐ ভ্রম অনাদিসিদ্ধান্ত যোগমায়ার কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞানরূপিণী মায়ার কল্পিত নহে। সুতরাং কুলধর্ম্মাদির নাশ ও পরদার বিমর্ষণ বলিয়া মনে ভ্রম হয় মাত্র, বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ যখন নিত্য, ঐ ভ্রমদ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণেরই অনুভব হয়" ইত্যাদি।

পরকীয়াভাবে অতিরসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস। (চৈতন্যচরিতামৃত)

ব্রজবিনা গোলোকে বাস নাই সত্য, কিন্তু পরকীয়ার ধর্ম্মাভাব আছে।

এই প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ ব্রজাদিলোকে আবির্ভাব ব্যতীত জন্মাদি ও অসুর বধাদি নিত্য গোলোক লীলায় শোভা পায় না। ইহার আনন্দবৃন্দাবন চম্পূতে মহাকবি পুরীদাস কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন—

"জন্মাদলীলাসুরনাশলীলা
লোকং বিনা নার্হত এব শোভাং।"

দশমের ২২ অধ্যায়ে বস্ত্রহরণের প্রারম্ভে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার প্রভেদ বর্ণনা দেখুন, তোষণীকার বলিতেছেন—"লীলাশক্তি মায়াদ্বারা মিথ্যাবিবাহের ভাণ করাইয়াছেন, তাহাদের পিতৃগণও তাহাতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রজবাসীর প্রাণ, আশায়, ধন, জন, সমস্তই যখন কৃষ্ণার্থে তখন গোপীর ত কথাই নাই, কৃষ্ণাশায় তাহারাও জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পতি সংসর্গ সুদূর পরাহত।

প্রকট ও অপ্রকট দশাই যখন স্বকীয়া পরকীয়া সিদ্ধান্তের মূলস্থান, তখন তৎসম্বন্ধে চরম বিচার আরম্ভ করা যাউক—

প্রথমতঃ প্রকট ও অপ্রকট দুইটী তত্ত্বতঃ অভেদ (এক)। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ধাম এবং পরিকর প্রভৃতি সকলেরই ঐ দুই অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণও যেমন প্রকট ও অপ্রকট। বৃন্দাবনাদিও তদ্রূপ প্রকট ও অপ্রকট। বৃন্দাবনের অপ্রকট অবস্থাই গোলোক। তথায় নিত্য প্রেয়সীগণের সহিত লীলা হয়। পরকীয়া প্রকট আছে বলিয়া সাপেক্ষ জ্ঞান বশতঃ ঐ গোলোক লীলাকে স্বকীয়া বলিব। যেমন ২।৩ ভ্রাতা থাকিলেই জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ব্যবহার হয়, কিন্তু এক ভ্রাতার ঐ ব্যবহার নাই। প্রকট অবস্থার নাম ব্রজ বা বৃন্দাবন তথায় পরকীয়া লীলা হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধান্ত কৃষ্ণসন্দর্ভে অতিসুন্দর বিরচিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে—

নদী সকল সাগরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই নদীর জল থাকে বটে, কিন্তু এমন মিশিয়া যায় যে, তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন। তবে সুধর্ম্মী মনীষিগণ তাহা জানিতে পারেন। অথবা মুনিগণ সমাধি অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ আত্মমাত্র স্ফূর্ত্তিতে (শুদ্ধ জীবাত্মাতে) মগ্ন হইয়া অন্তর্জগতে বিচরণ করেন তখন বাহ্য-স্মৃতি থাকে না। অথচ [illegible] দেহটী বর্ত্তমান থাকিয়া অন্যান্য লোকের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে;

ইহা যেমন, সেইরূপ, এক বস্তুর ২টী অবস্থা ১। জলে জল মিশিয়া যাওয়া। ২। অন্তর্জগতে মিশিয়াও বাহ্যদেহের অস্তিত্ব থাকা। অপ্রকট প্রকটও ঠিক এই-রূপ। ব্যক্ত অবস্থাই যে প্রকটলীলা, এই বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে সুন্দর মীমাংসিত হইয়াছে—

"তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদং। (অদঃ তথা ইদং)
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥"

ভাবার্থ পূর্ব্বেই বলা হইল।

"অদঃ" অপ্রকটলীলাত্বেন অভিমতং বা। তথা "ইদং" প্রকটলীলানুগতত্বেন অভিমতং বা। যথা স্যাৎ তথা "ন অবিদন্" (ইতি কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৪ বাক্য। ৪২২ পৃ)

ইদম্‌শব্দ প্রত্যক্ষবাচী, অদস্‌শব্দ বিপ্রকৃষ্ট বা দূর বাচী। (সাহিত্যদর্পণ ৭ম পরিচ্ছেদ)

এই শ্লোকের বৈষ্ণব তোষণীতে প্রকট ও অপ্রকট অবস্থা উপরে লিখিত ভাবে বুঝান হইয়াছে। কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিলে পর গোপ গোপীগণের সহিত মিলন হইলে তাঁহারা "মহামোদন" ভাবের প্রকাশক সংযোগ দ্বারা আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহারা আমাকে (কৃষ্ণকে) দুই প্রকারে (অদঃ ইদং) অর্থাৎ অপ্রকট (অপরের দৃঢ়ভাবে) এবং প্রকট অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এই ভেদ তাহারা জানিতে পারেন নাই। অথচ আমাকে কিরূপ ভাবে পাইয়াছিলেন তাহা দেখুন—

"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥" (ভা ১১। ১২। ১৩)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমার অংশস্বরূপ নিত্যপ্রেয়সীগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গগুণে অন্যান্য সাধনসিদ্ধ শত-সহস্র গোপীগণ, আমি সাধারণ প্রপঞ্চ বা লৌকিক দৃষ্টিতে উপপতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও আমার স্বরূপ যে শ্রুতিসিদ্ধ নরাকৃতি পরমব্রহ্ম তাহাকেই রমণ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। "যে যেমন ভাবে আমাকে ভজে, আমি তাহার নিকট সেই রূপেই উপস্থিত হই" এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ আমি রমণ-

রূপে প্রতীত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ ইহা ভগবদ্গীতায় সাধারণী প্রতিজ্ঞা হইলেও এখানে সুসঙ্গতই হইয়াছে। আমার প্রকৃতস্বরূপ "গোপীরমণ।" অথচ জারবৎ (উপপতিরূপে) প্রতীয়মান আমাতে সেই রমণ ভাব চিন্তা করায় তাহারাই আমার প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাহাদের ন্যায় আমার স্বরূপজ্ঞ আর কেহই নাই। "ন বিদান্তে স্বরূপবিদো যাভ্যঃ" অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আমার স্বরূপবেত্তা আর দ্বিতীয় নাই। বেদান্তশাস্ত্রে দীপপ্রভার দীপভ্রান্তিকে সংবাদী ভ্রম, এবং দীপপ্রভার মণিভ্রান্তিকে বিসংবাদী ভ্রম কহে। সেইরূপ পরমতত্ত্বে জারবুদ্ধি, আর জারে জারবুদ্ধি এখানে সিদ্ধান্তানুযায়ী হয় না, কারণ তাহাতে জারত্ববোধক পরকীয়া ভাবটী সাধারণ ভ্রমকোটিতে পতিত হয়। বস্তুতঃ এখানে পরতত্ত্বে যে জারবুদ্ধি তাহা লীলার সৌষ্ঠব। লীলা যখন নিত্য তখন তাহার সকল দশাই নিত্য। স্থাণুতে (মুড়োগাছে) পুরুষভ্রমের মত এই জারভ্রম প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়, কারণ জারত্ব বোধটী ঐ নিত্যলীলারই অঙ্গ। ইত্যাদি কারণ বশতঃ এক অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তিরই প্রকট ও অপ্রকট লীলাভেদে এবং প্রপঞ্চগত গোলোকে (বৃন্দাবনে) ও প্রপঞ্চাতীত গোলোকে যথাক্রমে পরকীয়া স্বকীয়া ভাবই গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্তসম্মত। "অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।" এস্থলে "কদাচিদুপপতিত্বভাবস্তু মায়িক এবেত্যর্থঃ। কৃষ্ণ পতিই বটেন, তবে কখনও যে উপপতি ভাব হয় তাহা মায়িক। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (পূর্ব্বচম্পূ ১৫। ৪৯)

সুতরাং রমণগত প্রেমদ্বারা তাহারা আমাকে যেভাবে (নরাকৃতি ব্রহ্মভাবে) পাইয়াছেন, তাহাই আমার পরমস্বরূপ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরমস্বরূপ নহে।

"শত সহস্র অবলা গোপবালাগণ আমার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞা হইলেও এবং আমার সঙ্গবশতঃ আমাকে জারভাবে ভজিয়াও আমার পরমব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।" (ক)

এই যথাশ্রুত অর্থটী গোস্বামিসিদ্ধান্তের বিরোধী প্রকৃত সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে বলা হইল। "মুনিগণ যোগিগণ, এবং রুদ্রাদি দেবগণও আমার সেই স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, গোপীগণ আমার যেমন রূপ জানিয়াছিলেন।" ইত্যাদি আদিপুরাণ

(ক) যেমন প্রদীপকে মণি বলিয়া ধরিলেও হাতপুড়ে, সন্দেশকে বিষ বলিয়া খাইলেও মিষ্টতার অনুভব হয়, অর্থাৎ বস্তুশক্তি বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। সেইরূপ বুঝিবে।

প্রভৃতি আর্ষবাক্যে গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইহা প্রমাণিত হইল। সুতরাং পরতত্ত্বে জারত্ব বোধটী প্রকৃত বস্তুজ্ঞানের বাধক না হইয়া সাধক হইল। "মৎস্বরূপবিদোঽবলাঃ" এই অবলা-শব্দটী দ্বারা গোপীদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপার কারুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বপ্রস্তাব স্মর্ত্তব্য।

বৃন্দাবন প্রকটলীলার স্থল, এই বৃন্দাবনেই প্রপঞ্চানুসারে পরকীয়া সারলীলার আস্বাদ হয়, ইহাও লীলাশক্তির কার্য্য। (পূর্ব্ব ১। ৩৯, ৪০) এই লীলা প্রপঞ্চজনের যেমন আশ্রয়ণীয়া তেমন নিত্যলীলা নহে। প্রপঞ্চানুসারিণী পরকীয়া লীলাতে আবিষ্ট হইয়া নিত্যলীলাতে প্রবেশ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পরকীয়া-ভজনে স্বকীয়া-লাভ প্রমাণিত হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নবাব দরবারে যে বিচার হয় তাহার এবং যদুনন্দন দাসের কথারও মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইল, অর্থাৎ পরকীয়াই প্রথম আশ্রয়ণীয়া তাহার সিদ্ধি সেই স্বকীয়াতে।

উল্লিখিত প্রপঞ্চগত বৃন্দাবন যখন প্রপঞ্চাতীত বা লোকলোচনের অগোচর হইয়া অবস্থিতি করেন, তখনও সেই বৃন্দাবনই অপ্রকট নিত্যলীলার স্থান হয়েন। এই কারণেই প্রপঞ্চ বৃন্দাবন মহাপবিত্র তীর্থ হইয়াছেন। এবং এই কারণেই শ্রীবলদেব তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যমুনার উত্তর তীরে উক্ত বৃন্দাবনে আগমন করেন। (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৫ বাক্য ৪২৫ পৃ)।

কৃষ্ণসন্দর্ভ-ধৃত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বাক্যে দেখা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি ব্রজবাসীকে নিরাময় নিজস্থান প্রদান করত স্বর্গীয় দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। এখানে "নিরাময়" শব্দে আধি ব্যাধি প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক দোষস্পর্শ শূন্য এবং যথায় আর যে পুনশ্চ বিরহ হইবে, এইরূপ আশঙ্কাও নাই। ঐ স্থানেই গোলোক বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানেই শ্রীগোপাল রাধানাথের নিত্য বিহারের নিজস্থান। নন্দাদিকে বৃন্দাবনরূপী গোলোকধাম দান করিয়াই যদুগণের সহিত সম্মিলিত হইতে অপর এক প্রকাশ মূর্ত্তিতে দ্বারকায় গমন করেন। বৈকুণ্ঠ গমন, দ্বারকা গমন ও গোলোক গমনও যে কিরূপ অবস্থায় ও ভক্তের অধিকার ভেদে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অলং পিষ্ট-পেষণেন।

আমি এই স্থানেই বিরাট শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের ভূমিকা শেষ করিলাম। ভূমিকাটী বৃহৎ, এজন্য সমগ্র কথার ধারণা করিবার সুবিধার্থে, তাহার একটী উপসংহার প্রদান করা গেল—

উপসংহার।

১। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বাল্যজীবনেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি লাভ ও মাতার নিকট পিতৃব্যদ্বয়ের বৈরাগ্য শুনিয়া নিজেও বৈরাগ্য বেশ ধারণ করেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে তিনি বৈষ্ণব জগতে জাজ্বল্যমান। শ্রীগোপালচম্পূ, ষট্‌সন্দর্ভ, সর্ব্বসম্বাদিনী, সাধকমহোৎসব, হরিনামামৃত প্রভৃতি গ্রন্থরাশি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবিধ রস, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার, দুরূহ শব্দমালা, নানাবিধ সিদ্ধান্ত রত্ন, নানা প্রকারের রচনা নৈপুণ্য, দশমস্কন্ধের আদ্যন্ত লীলানুসরণ, পুরলীলা স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ব, ব্রজাগমন, গোলোক প্রবেশ ইত্যাদি অত্যাদরণীয় তত্ত্বরাজিতে শ্রীগোপালচম্পূ বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ। রামরসায়নাদি গ্রন্থ প্রণেতা ৺রঘুনন্দন প্রভুর ভ্রাতা ৺বীরচন্দ্র প্রভুও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশ বিখ্যাত ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশের উজ্জ্বল শশধর ও তদীয় কৃপাসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত। এই প্রভুপাদ ইহার শব্দার্থবোধিকা টীকা করিয়া দুরূহ গ্রন্থকে সরল করিয়া দিয়াছেন।

২। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই কৃষ্ণসন্দর্ভের মূল আদর্শ। লীলাবতার হইতে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। তাহার বৈদিক ও ভাগবতীয় প্রমাণ। ধাম, লীলা, প্রেয়সী, প্রকট অপ্রকট অবস্থা, নরাকার পরব্রহ্মের তত্ত্বতঃ শ্রেষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বতত্ত্বের শিরোমণি, নন্দনন্দন শ্রীরাধানাথই সর্ব্বতত্ত্বের খনি। আত্মার অস্তিত্ব শক্তি ও শক্তিমানের পার্থক্য ভেদবাদ সিদ্ধান্ত। ত্রিপাদ বিভূতিই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম, উপায়ের মধ্যে ভক্তি ও তাহার চরম সীমা ভগবৎপ্রেয়সী সমূহে।

৩। এই চম্পূতে কুপীটযোনি, ডোরী, চোলী, গোতত্ত্ব, লকুটী, কৃশাশ্বী ইত্যাদি দুরূহ শব্দবিন্যাস। ব্যাকরণের প্রত্যয়ভেদে দৃষ্টান্তবাহুল্য, বিরুদাবলীর বিবিধ প্রভেদ, প্রধানতঃ ভাগবত ভিন্ন আরও ২৪।২৫ খানা প্রামাণিক "ধমাণিক্য" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ। গৌরী-রীতি সম্পন্ন হইলেও প্রসাদ ও বৈদর্ভী-রীতির বহুল কবিতা, সিদ্ধান্তপূর্ণ সরল কবিতা। সমাজ-নীতি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ কবিতা, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত ও শিশুপালবধাদি প্রাচীন কাব্যের ভাবানুগত কত কবিতা।

৪। গোপবালকের স্বভাব, গোপদিগের সমস্ত গৃহস্থালী ও পরিবারবর্গ লইয়া স্থানান্তরে বৃহৎ গোযানে গমন, নৌসেতুনির্ম্মাণ, গোসেবা, পৃথক্ স্নানগৃহ: স্ত্রীগণের অশ্বারোহণ, চোরের চাতুরী, বৃদ্ধগণেরও গহনা ধারণ, বিভিন্ন জাতীয় সুহৃদের এক সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ ভোজন, মাতামহের সঙ্গে কৌতুক, উৎসবাদি দর্শনে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদের বসিবার ব্যবস্থা, গিন্নিদের গিন্নিপণা, জন্মোৎসবের আনন্দ ও কৌতুক, স্বাস্থ্যতত্ত্ব,শেষরাত্রে গৃহিণীদের উত্থান, প্রদীপ জ্বালিয়া গোময় লেপন, দধিমন্থন. পিতৃষ্বসা ও মাতুল-কন্যার সহিত বিবাহ, বিবাহে কথা স্থির (ভাষাবন্ধ), বংশকীর্ত্তন, দানান্তে কন্যার প্রতি উপদেশ, বয়স্যদের উপহাস, গোদান, নামসাদৃশ্যে বন্ধুতা, হাতে হাত দিয়া সম্ভাষণ। এগুলি আচার ব্যবহারের প্রধান আলোচ্য।

৫। বৃন্দাবন বা গোলোকের লৌকিক প্রমাণ ৮ ক্রোশ, অলৌকিক প্রমাণ অচিন্ত্য, রাসমণ্ডলের দিঙ্‌নিরূপণ, কালিয়দহের কদম্বতরুর বৃত্তান্ত, ছটীকরা, চ দ্রিহা, আয়র্ ইত্যাদি স্থান, ব্রজ মথুরা বৃন্দাবনের সংস্থান, গোলোকের সংক্ষিপ্ত চিত্র ইত্যাদি স্থানপরিচয়ের আলোচ্য।

৬। দেবমীঢ় রাজার ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূরবৎ পুত্র বসুদেব, অসবর্ণা বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য, তৎপুত্র নন্দাদি, অক্রূর ও উদ্ধবের পরিচয়, বৃষভানুর বৈশ্যাভীরতা। নলকূবর মণিগ্রীব পরজন্মে যমলার্জ্জুন তাহারাই স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ ইহারা উত্তরসাগরের তীরবাসী। বিদেশী কথকের বার্ষিক ভোগ্য আহার্য্য ও বাসদান। কথা শুনিবার স্থান ও সময়নির্ণয়।

৭। দীপান্বিতার পর শুক্লপ্রতিপদের প্রাতঃকালে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা। রাকাতিথিই রাসতিথি। অগ্রহায়ণে বেণু-শিক্ষা। বাসন্তী রাস, কার্ত্তিকান্তে দামবন্ধন, শ্রাবণের প্রথমার্দ্ধে বলদেব-জন্ম। ত্রয়োদশীতে মথুরাযাত্রা চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরাবসানে ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণজন্ম। তৎপরবৎসরে ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে মধ্যাহ্নে রাধার জন্ম। রাধা ১৬, কৃষ্ণ ১৭ বর্ষের (ইহাই উপাস্য মূর্ত্তি)।

৮। শ্রীরাধার পাতিব্রত্য, যশোদা-কন্যা যোগমায়ার মূর্ত্তি অষ্টভুজা, নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দন তত্ত্ব, ধামান্তর গমনে নিত্যবৃন্দাবন বাস, নন্দ-পূজা লইতে ইন্দ্রের যোগ্যতাভাব, ভক্তবাৎসল্যই নরদেহধারণের হেতু, রামপত্নী ও কৃষ্ণপত্নী,

গায়ত্রীব্রত ও দূরে বিদ্যালাভ ব্রজবাসীর অলক্ষ্যে নিজপত্নী ও পরপত্নীতে লজ্জার প্রভেদ, ব্রজোপাসনাতেও গোপকৃষ্ণের উপবীত, ব্রজ এবং গোলোকেও পূর্ব্বরাগ, প্রথম ব্রজবাস ১১ বৎসর, শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসের আধার; কৃষ্ণ ও বন্ধুগণের বিবাহ, বস্ত্রহরণে কুমারী ও উঢ়ার ভেদ। কৃষ্ণপতিদাতা "কাত্যায়নি মহামায়ে" মন্ত্রের দেবতা পূর্ণ অন্তরঙ্গা যোগমায়া যিনি কৃষ্ণভগিনী একানংশা; বহিরঙ্গা মায়া নহেন। উপনন্দের আদেশে পুরলীলা, কৃষ্ণের সহিত প্রথমে রাধাদির বিবাহ না হওয়ার হেতু গর্গযুক্তি। রাসান্তে কাচিৎকরাম্বুজং; ইত্যাকার বিভিন্ন প্রেয়সীর নাম ব্যাখ্যা। মায়া যোগমায়ার ভেদ ইত্যাদি ১৩টী সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্রাকারে সিদ্ধান্তসম্পর্কে উক্ত আছে।

৯। শ্রীকৃষ্ণের লীলায় প্রবিষ্টচেতা শুকদেবের বাহ্য স্মৃতি সময়ে সময়ে লোপ পাইয়া লীলাবর্ণনে ক্রমভঙ্গ হইত। এজন্য ভাগবতোক্ত ক্রম ছাড়িয়া তোষণীর ক্রমই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ পুরলীলান্তে মথুরায় দন্তবক্রবধের পর ব্রজে আগমন করেন। ইহা ভাগবতে আভাসে বর্ণন আছে, তাহার ৬টী প্রমাণ প্রদর্শন কৃষ্ণবিনাশার্থে দন্তবক্র করূষ দেশ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে না গিয়া মথুরায় আসেন, কারণ কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকা যাত্রা করিয়া, তথায় না গিয়া দ্বারকার নিকটে, শাল্ববধান্তে মথুরায় আসিবেন, এ কথা নারদমুখে দন্তবক্র অবগত হয়েন। কৃষ্ণও তাহা দিব্যচক্ষে জানিতে পারিয়া মনোজবী রথে সুদূর দ্বারকাপ্রান্ত হইতে ত্বরায় মথুরার পরপারে আসিয়া দন্তবক্রবধান্তে ঐ স্থানে ব্রজবাসীর সহিত মিলিত হন। ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্র হইতে আসিয়া কৃষ্ণহীন ব্রজে না গিয়া ঐ স্থানেই অবস্থিত ছিলেন। এই সময়ে মথুরা জনশূন্য কারণ সকলকেই কৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে যোগবলে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন।

১০। ইহার পর লীলার মর্ম্মানভিজ্ঞ লোকদিগের প্রত্যয় জন্মাইতে শ্রীরাধা প্রভৃতির পাতিব্রত্যধর্ম্ম, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপত্রী ও দুর্ব্বাসার অগ্নিপরীক্ষায় স্থির করিয়া বিবাহ করেন। আত্মীয়গণ সকলেই পূর্ব্ববিবাহকে ভ্রম বলিয়া আসিয়াছেন। বিবাহান্তে মিলন ও স্বকীয়া হইলেও পরকীয়া-সুলভ লজ্জাদির অনুসরণ।

১১। নিজের পক্ষে ২মাস ব্রজবাসীর পক্ষে বহুদিন ব্রজে প্রকট, তৎপরে গোলোক-প্রবেশ অর্থাৎ অপ্রকট নিত্য লীলাতে প্রবেশ। প্রকট ও অপ্রকট-

ভাবে বৃন্দাবন ও গোলোক এক। তথাপি গোলোক প্রবেশের হেতু প্রদর্শন ভক্তের অধিকারের ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত দেখিলেন সকলকে লইয়া দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক গেলেন। ব্রজবাসীরা দেখিলেন,আমরা সেই ব্রজে আছি,কিন্তু কেহ কেহ আশ্চর্য্যানুভব করিলেন। সাধারণে দেখুন যে, নিষ্কপট ব্রজবাসী ভক্ত কৃষ্ণ ভজিয়া সদ্‌গতি পাইল। ইহাই প্রবেশের অবান্তর হেতু। পাছে কংস আবার হরণ করেন এইরূপ নন্দাদির উপদেশই প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অপ্রকটভাবে গোলোকে বাস করিবার পক্ষে মূল হেতু। নন্দনন্দন শ্রীরাধানাথ চিরকাল ব্রজে থাকিলেন, ব্রহ্মার প্রার্থনায় সমাগত বাসুদেব (ক্ষীরোদশায়ী) ভগবান্ নন্দনন্দন হইতে পৃথক্ হইয়া প্রভাসে মুষল-লীলা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১২। প্রকট ও অপ্রকট অবস্থাই স্বকীয়া পরকীয়ার সিদ্ধান্ত। প্রপঞ্চানুকরণ প্রকট ও স্বীয়ভাবে থাকাই অপ্রকট অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ত্রিপাদবিভূতিই ভগবদ্ধাম। তাহা প্রপঞ্চ বিশ্ব হইতে অতিবিরাট। কর্ম্মাধীন হইয়া পরকীয় নহে, কিন্তু স্বেচ্ছাময় হরির পারমৈশ্বর্য্য বশতই পরকীয়া শরীর মাত্রই যাহাদের শেষ কর্ম্মফল এমত চরমশরীরী সিদ্ধ ভক্ত প্রেমচক্ষে ঐ নিত্যলীলা দেখিতে পারেন। পরকীয়া যে মায়িক তাহার ২ ভাগ শ্রীরাধাদির প্রতি অভিমন্যু প্রভৃতি অপর পতির নিজ পত্নীবোধ, ইহা বহিরঙ্গমায়ার কার্য্য, গোপীগত ঐ পর-পত্নী বোধ যোগমায়ার কল্পিত। কৃষ্ণই গোপীদের জন্মে জন্মে পতি, ইহার বহু প্রমাণ। কৃষ্ণপতিলাভার্থে যে কাত্যায়নীর পূজা উহা একানংশা কৃষ্ণভগিনী, বহিরঙ্গা মায়া নহেন। পরস্পরের মনে দুর্লভতা জ্ঞানই পরকীয়ার মূল উদ্দেশ্য। ঐ অবস্থায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার প্রতীতভাব যদি প্রেমবশ্যতা নিবন্ধন হয়, তাহা মোক্ষজনক, উহা অজ্ঞান পূর্ব্বক হইলেই বন্ধের হেতু হয়। জন্ম ও অসুরবধাদি প্রপঞ্চ লীলার কার্য্য। গোষ্ঠলীলা গমনাগমন স্বেচ্ছাবিহার ইত্যাদি নিত্য লীলার কার্য্য,তাহা প্রকট অপ্রকটে সমান। বোপদেবের পরকীয়া গোপীতে অধর্ম্ম ব্যাখ্যা লোক দৃষ্টি মূলক, বস্তুতঃ নহে। ভাগবতীয় ১১।১২।১২ পদ্যে "অদঃ ইদম্" এই পদদ্বারা প্রকট ও অপ্রকট ব্যাখ্যা। কৃষ্ণকামনায় জারত্ব বোধই নরাকৃতি পরব্রহ্মলাভের হেতু এজন্য গোপী অপেক্ষা কৃষ্ণের স্বরূপবেত্তা আর কেহই নাই। প্রপঞ্চ জগতে প্রকটলীলা অর্থাৎ পরকীয়াভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ স্বকীয়াতে হইবে। নির্বিশেষ পরম্পর ব্যাখ্যা ঐ পদ্যে সঙ্গত নহে,

মুর্শিদকুলীখাঁর দরবারে পরকীয়ার জয় ও কর্ণানন্দের লিখিত "স্বকীয়ার অন্তরে পরকীয়া" ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন। প্রকট ব্রজে স্বকীয়া নহে সত্য ও নিত্য স্বকীয়াতেও লীলামাধুরীর পারিপাট্যের জন্য পরকীয়ার ভাব সুলভ লজ্জা সঙ্কোচাদি ভাব অনুসরণীয় ইত্যাদি।

কাশীমবাজার রাজধানীর
প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্যালয়।
রাজাগঞ্জ। পোঃ খাগড়া।
১৩২০।৪ঠা আশ্বিন। রাত্রি ৯॥০টা।

শ্রীরাধানাথপদাব্জে ভক্তিভূয়াদহৈতুকী
শ্রীশ্রীব্রজরমাপদ দাস্যাভিলাষী
ভক্তিহীন, শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থ
সম্পাদক ও অনুবাদক।

শ্রীশ্রীরাধানাথঃ
শরণং।

গোপালচম্পূঃ।

পূর্ব্বচম্পূঃ।

প্রথমং পূরণং।

মঙ্গলাচরণং।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১ ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

বৃন্দাবনে বিহরতোর্বিবিধৈর্বিনোদৈঃ, শ্রীদাসমিত্রগুরুবৃন্দমুদং বিধাত্রোঃ।
বৃন্দাসমং ললিতয়া চ বিশাখয়া চ, সংসেব্যমূর্ত্তিযুগয়োশ্চরণে প্রপদ্যে। ১ ॥

ভগবন্তং শ্রীলগৌরং তথা শ্রীলগুরুদ্বয়ং।
ভজে যতঃ স্বেষ্টসিদ্ধিবিঘ্ননাশনপূর্ব্বকং। ২ ॥

শ্রীরাধামাধবপ্রেমভক্তিপীযূষবর্ষিণী।
গোপালচম্পূর্নাম্নেয়ং জীয়াদদ্ভুতচন্দ্রমাঃ। ৩ ॥

যেয়ং চম্পূর্ময়ী নৃণাং সেব্যা চেদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সদা।
সর্ব্বার্থদা ভবেন্নৈবং সা স্যাৎ সর্ব্বার্থনাশিনী। ৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে কৃষ্ণচৈতন্য! হে [illegible]তনসহিত রূপ! হে গোপাল! হে রঘুনাথ! হে আপ্তব্রজবল্লভ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

অথ মঙ্গলাচরণব্যাখ্যা॥

তদেতদন্তর্মহসা সহসা বিলিখ্য তদিদমুল্লিখ্যতে। কিমিদং মদিষ্টদেবস্য মদন্বিষ্টদয়শিষ্টতদ্ভক্তসমুদায়স্য বা ক্রমতঃ স্মরণমাবির্ভূতং, কিংবা কেবলমদিষ্টদেবস্য, কিংবা তদ্বিশিষ্টস্য।

রাধামাধব-সদ্ভক্তিজীবং জীবগতীহিতং।
ষড়্দর্শনমতাজীবং জীবোঽহং তং সদা ভজে। ৫॥
অথ দুর্গমশব্দার্থচম্প্বা মর্ম্মপ্রতীতয়ে।
সভ্যবৃন্দপ্রমোদায় চেহ যত্নো বিধীয়তে। ৬॥
গোপালচম্প্বা অথ পূর্ব্বভাগ-দুরূহশব্দার্থ-সঙ্ক্ষিপ্তব্যাখ্যাং।
শ্রীবীরচন্দ্রঃ কুরুতে প্রযত্নান্নিধায় চিত্তেতু সরাধমাধবং। ৭॥
অজ্ঞানাচ্চিত্তবৈকল্যাল্লিখামি যদসঙ্গতং।
সাধবঃ কৃপয়া পূর্ণাস্তচ্ছোধয়ন্তু তান্নমঃ॥ ৮॥

অথেহ স্বপ্রমাণভূতে সর্ব্বশাস্ত্রবেদিনা ভ্রমাদিষড়্দোষরাহিত্যেন মহাপুরুষতাং গতেন তেন লিখিতে তত্তৎপ্রামাণ্যায়ামরাদিকোষাদিঃ প্রায়ো নোত্থাপ্যতে, কেবলং শব্দার্থো লিখিষ্যতে। যদি কেষাঞ্চিদপি তত্র তত্রাশঙ্কা স্যাত্তদামরকোষ-মেদিনী-শব্দাম্বুধিপ্রভৃতি-কোষা নিরীক্ষণীয়াস্তেনৈবা-নিরাস্যতেতি॥

পূর্ব্বচম্প্বাং ত্রয়স্ত্রিংশৎপূরণং সমুদীরিতং।
তত্রাদিপূরণে প্রোক্তং শ্রীগোলোকনিরূপণং॥

অথ তত্রাদৌ গ্রন্থকৃন্মঙ্গলমাচরতি শ্রীকৃষ্ণেত্যাদি। এতদ্ব্যাখ্যানস্য গ্রন্থকৃতা স্বয়মেব বিহিতং॥

শ্রীকৃষ্ণেতি পদ্যস্য অর্থভেদং তন্ত্রেণ দর্শয়তি তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। অন্তর্মহসা অন্তরানন্দেন। মদন্বিষ্টদয়শিষ্টতদ্ভক্তসমুদায়স্য—ময়া অন্বিষ্টা দয়া যেষাং তাদৃশাঃ শিষ্টাশ্চ তদ্ভক্তাস্তেষাং সমুদায়স্য। বাশব্দশ্চার্থঃ। তদ্বিশিষ্টস্য মদিষ্টেত্যাদিলক্ষণসমুদায়বিশিষ্টস্য।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীজীবগোস্বামীর গ্রন্থারম্ভ-কালে নিজ মনে একরূপ তেজ বা মহানন্দ উপস্থিত হওয়ায় সহসা মঙ্গলাচরণের পদ্যটী লিখিয়া নিজেই তাহার অর্থের উল্লেখ করিতেছেন—এই পদ্যটীতে আমার ইষ্টদেবের এবং আমি যাঁহাদিগের দয়ার অন্বেষণ করিয়া থাকি, সেই ইষ্টদেবের শিষ্ট ভক্তগণের, কিংবা কেবল মদীয় ইষ্টদেবের, অথবা ভক্তগণসহিত ইষ্টদেবের স্মরণ ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইল? এখানে ইষ্টদেব শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বুঝিতে হইবে।

আং আং তন্ত্রতন্ত্রত্রয়মপি স্বতন্ত্রতয়াবিভূর্তং *।

তত্র প্রথমং তাবৎ প্রথমতঃ প্রথয়ামি—

অত্র শ্রীপদগন্ধদন্যদপি কথঞ্চিদনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ-পরচ্ছন্দতয়া পূর্ব্বত্র চ পরপরত্র চ যত্র যত্র ন দত্তং তত্র চ সন্ধাতব্যং ॥ ২ ॥

যথা—হে শ্রীকৃষ্ণ নাম্নাতিধন্য সর্ব্বমূর্দ্ধন্য। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বশর্ম্মদকীর্ত্তন্য। হে মহিতশ্রীসনাতনসহিত শ্রীরূপনাগধেয় সম্মূর্দ্ধন্যাধেয়। হে শ্রীগোপালভট্টাখ্য প্রবৃদ্ধভট্টারকতাসমৃদ্ধ। হে শ্রীরঘুনাথদাস নামধামতয়াতিপ্রসিদ্ধ পরম-

আং আং ইতি স্মরণে। অন্যদপি শ্লোকগ্রথিতাৎ পৃথগপি। পরচ্ছন্দতয়া অনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽধীনতয়া ॥ ২ ॥

তত্রত্যশ্রীপদস্য সর্ব্বত্রাভীষ্টে সম্বন্ধং দর্শয়তি যথেত্যাদিনা।

"আং আং অর্থাৎ স্মরণ হইল, স্মরণ হইল" পদ্যটীতে অনেকের উদ্দেশে একবাক্যদ্বারা তিনটী অর্থই স্বতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমপক্ষে ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবভক্ত। দ্বিতীয়পক্ষে কেবল ইষ্টদেব। তৃতীয়পক্ষে ভক্তসহিত ইষ্টদেব।

তন্মধ্যে প্রথমেই প্রথমার্থ (ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবভক্তের পক্ষ) প্রকাশ করা যাইতেছে—মঙ্গলাচরণের পদ্যটী অনুষ্টুপ্ ছন্দের অধীন, এজন্য আমাকেও ঐ ছন্দের অধীন হইতে হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে ও পরে যে যে স্থলে "শ্রী"পদের প্রয়োগ করা হয় নাই, সেই সেই ও অন্যান্য স্থলে "শ্রী"পদের প্রয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীসসনাতনরূপক, শ্রীগোপাল ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যথা—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি কেবল নামদ্বারাই অতিধন্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আপনি সর্ব্বসুখপ্রদ ব্যক্তিগণের কীর্ত্তনযোগ্য অথবা সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনের একমাত্র জনক। হে পূজ্যতম শ্রীসনাতনসহিত শ্রীরূপ! হে শ্রীগোপালভট্ট! আপনারা পূজ্যতাগুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও মদীয়মস্তকাধেয়। হে শ্রীরঘুনাথদাস! আপনি নাম ও ধামে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরমভক্তিভরে

* আবির্ভূতমিত্যত্র লভ্যতে ইতি পাঠান্তরং।

ভক্তিভরাবিদ্ধ। হে তেষামাপ্তব্রজতাসিদ্ধবর্ণন-সৎকর্ণগর্ভাভরণ শ্রীভূগর্ভাদিসংজ্ঞাধিকরণ। হে শ্রীবল্লভ প্রাগ্‌ভবীয়দুর্ল্লভসুকৃত-সন্ধীয়মান মদীয়শরণ পিতৃচরণ। কিংবা। হে শ্রীরঘুনাথ-স্যাপ্তান্ ব্রজত্যনুব্রজতীতি তত্তয়া সর্ব্ববল্লভ শ্রীবল্লভ! মাং পাহি নিজচরণচ্ছায়য়া মৎপ্রতিপালকতামায়াহি॥

অথ দ্বিতীয়মপি প্রতীয়মানং নির্ম্মামি—

শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীরত্র রাধা, এষা হি শ্রীপ্রধানতয়া সাধয়িষ্য-মাণতায়াং নিরাবাধা। তদনন্তরকৃষ্ণশব্দশ্চাত্র শব্দব্রহ্মগূঢ়-পরব্রহ্ম-নন্দনন্দন-বাচকতায়াং রূঢ়ঃ, তেন হে শ্রীরাধাখ্যস্বরূপ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণেত্যর্থশ্চ নির্ব্যূঢ়ঃ।

পরমভক্তিভরাবিদ্ধেত্যত্র আবিদ্ধত্বং যুক্তত্বং। সন্ধীয়মানেতি সংযুজ্যমানেত্যর্থঃ। শ্রীরঘুনাথস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য। প্রতীয়মানং প্রতীতিবিষয়ং করোমীত্যর্থঃ। নিরাবাধা বাধাশূন্যা। নির্ব্যূঢ়ো নিষ্পন্নঃ।

সংযুক্ত। হে শ্রীভূগর্ভাদিসংজ্ঞাশ্রয় অর্থাৎ শ্রীভূগর্ভগোস্বামিন্ ও লোকনাথ! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাদির আপ্তগণ বলিয়া প্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত, তাদৃশ সজ্জনগণ আপনাকে কর্ণকুহরের আভরণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনার নাম শ্রবণ করেন। হে পিতৃপাদ শ্রীবল্লভ! আমার জন্মান্তরীয় দুর্লভ পুণ্যফলে আপনাকে একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে লাভ করিয়াছি! কিংবা রঘুনাথের যে সকল আপ্তগণ, আপনি তাঁহাদের অনুগমনশীল ও সর্ব্ববল্লভ, আমাকে রক্ষা করুন বা নিজচরণের ছায়াদানে রক্ষাকর্ত্তা হউন।

অনন্তর দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ কেবল ইষ্টদেবের স্মরণকে জ্ঞানগোচর করিতে-ছেন—"শ্রীকৃষ্ণ!" এস্থলে "শ্রী" শব্দে রাধা, কারণ এই শ্রীরাধাকে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের প্রধান বলিয়া সাধনা করা যাইবে, তদ্বিষয়ে কোন বাধা হইবে না। তদনন্তর এই স্থানে কৃষ্ণশব্দও শব্দব্রহ্ম-বেদবিষয়ে গূঢ় পরমব্রহ্ম যে নন্দনন্দন তাঁহারই বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই কারণে "রাধানামক স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণ!" এই অর্থই শ্রীপদসমন্বিত কৃষ্ণপদে নিষ্পন্ন হইতেছে।

কৃষ্ণেতি—

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

ইতি প্রমাণজ্ঞাতচরঃ কৃষ্ণশব্দস্তত্র যোগপুরস্কৃতরূঢ়িতয়া তৎপরঃ। ভূরিতি—ভাবব্বিবন্ততাকরঃ, সচায়ং ভাবশব্দবদ্-

ভাবব্বিবন্ততাকরঃ ভাবব্বিবন্ততা আকরঃ কারণং যস্য যদা ভাবব্বিবন্ততা ক্রিয়ত ইতি

কৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—কৃষি বা কৃষ্ ধাতু ভূবাচক, ণপ্রত্যয় আনন্দবাচক। এই উভয়ের ঐক্যই পরমব্রহ্ম এবং সেই জন্যই তাঁহাকে (কৃষ্×ণ) "কৃষ্ণ" এই শব্দে উল্লেখ করা যায়। এইরূপ প্রমাণদ্বারা পূর্ব্বে "কৃষ্ণ" শব্দ বিদিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে "কৃষ্ণ" শব্দ * যোগরূঢ় বলিয়া বিখ্যাত ও

* ধ্বনিশব্দে নাদব্রহ্ম। ঐ নাদ প্রথমতঃ মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া পরা নাম প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রমশঃ হৃদয়গত ও পশ্যন্তী নামে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মধ্যমা নামে এবং কণ্ঠগত হইয়া বৈখরী নামে অভিহিত হয়। রোদনপ্রবৃত্ত বালকের নাসামধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীদ্বারা বদ্ধ হইয়া ঐ নাদ অনুভূত হয়। এইরূপে পবনপ্রেরিত হইয়া বর্ণসমুদয় শব্দাকারে সাধারণের প্রত্যক্ষ বিষয় হইয়া থাকে।

ঐ শব্দ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কৃষ্ণ, বৃক্ষ ইত্যাদি বর্ণাত্মক। পটৎ ঝনৎ ঝাঁ টুং খন্ ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ আবার ত্রিবিধ। রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগক। যাহা ব্যুৎপত্তির অপেক্ষা করে না স্বতই একটা অর্থ প্রকাশ করে তাহা রূঢ়, যেমন কুশল, মণ্ডপ ইত্যাদি। যাহা ব্যুৎপত্তিরও অপেক্ষা করে এবং স্বতঃসিদ্ধতাও অপেক্ষা করে তাহা যোগরূঢ় যেমন পঙ্কজ, মনসিজ ইত্যাদি। যাহা কেবল ব্যুৎপত্তিকেই অপেক্ষা করে তাহা যৌগিক, যেমন পাচক পাঠক ইত্যাদি। প্রথমপক্ষে নিপুণ ও গৃহ অর্থ, কিন্তু কুশচ্ছেদনকর্ত্তা ও মণ্ডপানকর্ত্তা নহে। দ্বিতীয়পক্ষে পদ্ম অর্থ, তাহা পঙ্কে জন্মে সত্য, কিন্তু শৈবালাদিকে বুঝায় না। তৃতীয়পক্ষে যে পাক করে সেই পাচক, যে পাঠ করে সেই পাঠক অন্য ব্যক্তিকে এ শব্দে বুঝাইবে না। কুশলাদি শব্দ প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া রূঢ়। পঙ্কজাদি পঙ্কে জন্মে এই অংশে যোগ (প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধ), অপর বস্তু বুঝায় না, এই অংশে রূঢ় সুতরাং যোগরূঢ়। পাঠজন্যই পাঠক অন্য কারণে নহে বা অন্য [illegible]ও নহে, সুতরাং এস্থলে কেবল প্রকৃতিপ্রত্যয়ের যোগজনিত অর্থই প্রতীত হওয়ায় যৌগিক হইল।

ধাত্বর্থমাত্রতাধরঃ, ধাত্বর্থশ্চাত্রাকর্ষণং, তদেব স্ফুটমাপ্তমনসামাকর্ষণং, ততশ্চ ভিন্নপদার্থতয়াবগতয়োর্দয়িতয়োরিব তয়োরৈক্যং যোগ এবেতি তদযুক্ত আনন্দঃ সর্ব্বাকর্ষকানন্দ ইত্যর্থ এবানন্দঃ। পরং ব্রহ্মেতি-নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি হি প্রসিদ্ধিঃ। যোগপুরস্কৃত-রূঢ়তোপগূঢ়তয়াপি শ্রীনন্দনন্দনমেব বক্তি তচ্ছব্দশক্তিরিতি ব্যক্তিসিদ্ধিশ্চ, তদেতদভিধীয়তে চাভিধীয়ত ইতি,

দয়িতয়োরিতি। দয়িতা চ দয়িতশ্চ তয়োরৈক্যং যথাযোগ এবোচ্যতে তথেত্যর্থঃ। যোগ এবেতি। ভবতেরর্থঃ সর্ব্বধাত্বর্থানুগত ইতি ন্যায়াৎ কর্ষণাশ্রয়ো য আনন্দ ইতি।

তচ্ছব্দশক্তিঃ কৃষ্ণশব্দশক্তিঃ। ব্যক্তিসিদ্ধিঃ কৃষ্ণব্যক্তিসিদ্ধিঃ * বিশেষার্থপ্রাকট্যসিদ্ধিশ্চ

নন্দনন্দনবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। "কৃষিশব্দ ভূবাচক" এই স্থানে ভূপদটী ভূধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অতএব "ভূ" শব্দ "ভাব" শব্দের মত কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধাতুর অর্থও এস্থলে কেবল আকর্ষণ, ঐ আকর্ষণশব্দ প্রকাশ্যভাবে আপ্তজনের ন্যায় বিশ্বস্তচেতা ব্যক্তিগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তৎপর—স্ত্রী ও পুরুষ যেমন ভিন্ন পদার্থরূপে অবগত হয়, সেইরূপ "আকর্ষণ ও আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ। ফলিতার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পৃথক্ রূপে আপাততঃ প্রতীত হইলেও এক পদার্থ। যেমন শক্তিমান্ ও শক্তি। শ্রীরাধা আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষক উভয়ে দুই হইলেও এক। এই ঐক্য-যোগ নিত্যসিদ্ধ, লীলার জন্য পৃথক্ ভাবমাত্র। এই অর্থটী উৎকৃষ্ট। পরব্রহ্মশব্দের অর্থ নরাকৃতি পরমব্রহ্ম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যোগরূঢ়তারূপে সংস্পৃষ্ট বলিয়া তৎ-শব্দের শক্তিদ্বারা কেবল "শ্রীনন্দনন্দন" এই ব্যক্তি বা মূর্ত্তিই সিদ্ধ হয়। অথবা ব্যক্তি

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণশব্দ যোগরূঢ় অর্থাৎ পঙ্কজের মত। সর্ব্বচিত্তাকর্ষী আনন্দময় এই অংশে যোগ। পরম ব্রহ্ম বা নন্দনন্দনবাচী এই অংশে [illegible]

* ব্যক্তিঃ ব্যঞ্জনা শক্তিঃ। ইতি টীকান্তরং।

তস্মাদেব তদীয়স্বভাববিশেষভাবনার্থমেব পুনরুক্তিরিয়ং যুক্তিং যুনক্তি। (ক)

চৈতন্যেতি—হে সর্ব্বপ্রকাশক সদ্রূপতয়া সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ তদ্রূপতা চ বিপশ্চিদ্ভিরবগতা। "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে" ইতি তাপনীয়নান্দীনিশমনাৎ, "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে" ইতি শ্রীভাগবতীয়ব্রহ্মস্তবনিগমনাচ্চ। (খ)

সসনাতনরূপকেতি—হে সনাতনেন সদাতনেন স্বস্বরূপমনুভবদ্ভিরপি সুনিরূপণস্বরূপেণ রূপেণ সহ বর্ত্তমান তেন

জাতেতি শেষ ইতি কশ্চিৎ। তদেব নরাকৃতি পরং এক্ষেব কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি। সুনিরূপণস্বরূপেণ সুষ্ঠু নিরূপণেনৈব স্বরূপ্যেণ। তেনেতি তাদৃশরূপেণ স্বভক্ত্যা বিত্তানাং খ্যাতানাং চিত্তং।

অর্থাৎ ব্যঞ্জনা শক্তিতেই "শ্রীনন্দনন্দন" এই অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে বিশেষার্থের প্রকটনও সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অর্থই "কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে" এই বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তদীয় স্বভাববিশেষের চিন্তাজন্যই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপ পুনরুক্তি যুক্তিসঙ্গত হইতেছে (ক)।

চৈতন্যশব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—হে চৈতন্য! অর্থাৎ হে সর্ব্বপ্রকাশক! আপনি সংস্বরূপে সকলের আশ্রয়স্বরূপ। আপনার সেই সংস্বরূপ পণ্ডিতেরাই অবগত। অপিচ গোপালতাপনীগ্রন্থের নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলাচরণপাঠেও শ্রুত হইতেছে যে, "কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপী এবং তাঁহার কার্য্য অক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশনামক পঞ্চক্লেশযুক্ত নহে।" শ্রীমদ্ভাগবতীয় ব্রহ্মস্তুতিতেও অবগত হওয়া যায় যে, "আপনি নিত্যসুখ এবং জ্ঞানরূপশরীরধারী ও অনন্ত (খ)।

সসনাতনরূপক, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—যেসকল সনকাদি ঋষি আপনার স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও আপনার যে সুন্দর রূপ নিরূপণ করিয়াছেন আপনি সেই সনাতন ও সুন্দররূপধারী। ইহাই সম্বোধনপদের অর্থ এবং এই কারণেই আপনি নিজভক্তিদ্বারা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের চিত্তকে নিজানুগত করিয়া থাকেন।

স্বভক্তিবিত্ত-চিত্তমনুবর্ত্তমান। গোপালরঘুনাথাপ্তব্রজবল্লভেতি—গোপালেষু যে রঘবো লঘবো * যে চ নাথা মুখ্যা ইতি বিখ্যাত-গাথাস্তৈরাপ্তস্য ব্রজস্য বল্লবতল্লজব্রজস্য বল্লভ। কিংবা গোপালানাং লঘুরিষ্টঃ স চ নাথশ্চ যস্তস্য সম্বোধনং। ত্রিম্বিষ্টেঽল্পে লঘুরিতি নানার্থবর্গলব্ধবোধনং। আপ্তব্রজবল্লভেতি—আপ্তব্রজানাং স্বজনসমূহানাং বল্লভ পরেষামলভ্যসৎপ্রভ। (গ)

অথ তৃতীয়মপি সম্ভৃতীকরবাণি—

হে শ্রীকৃষ্ণেতি—শ্রীরত্র চ পরমপ্রেয়সীষু শ্রেয়সী রাধা, ততস্তদযুক্ততয়া মধুরলীলায়ামসঙ্কীর্ণ হে কৃষ্ণচৈতন্যাখ্য ভক্তাবতার তাদাত্ম্যাপন্নতয়াবতীর্ণ। হে সনাতনরূপাভ্যাং পরমানুরক্ত-

বল্লবতল্লজব্রজস্য প্রশস্তবল্লবসমূহস্য। অসঙ্কীর্ণ সাবকাশ ॥ ৩॥

গোপালরঘুনাথাপ্তব্রজবল্লভ এই পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যথা—গোপালদিগের মধ্যে যাঁহারা লঘু এবং প্রধান অথবা বিখ্যাতকীর্ত্তিসম্পন্ন তাঁহারা যে ব্রজকে লাভ করিয়াছেন, আপনি সেই ব্রজবাসিগোপগণের শ্রেষ্ঠ। ইহা সম্বোধন পদের অর্থ। পক্ষান্তরে যিনি গোপগণের ইষ্ট, কনিষ্ঠ অথচ নাথ তাঁহারও সম্বোধন বলা যাইতে পারে। লঘুশব্দ ইষ্ট ও অল্পার্থে ত্রিলিঙ্গ ইহা অমরকোষের নানার্থবর্গ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপ্তব্রজবল্লভ অর্থাৎ আপনি স্বজনবর্গের প্রিয়, আপনার প্রভা মনোহারিণী ও অপরের অলভ্য। ইহাও ঐ সম্বোধন পদের অর্থ। (গ)

এক্ষণে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ভক্তসহিত ইষ্টদেবপক্ষের আরম্ভ করা যাইতেছে—হে শ্রীকৃষ্ণ! এই স্থলে শ্রীশব্দ পরমপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেয়স্করী যে শ্রীরাধা সেই অর্থেই ব্যবহৃত। তিনি রাধিকাযুক্ত বলিয়া কেবল মধুররসের আস্বাদনকারী। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আপনি ভক্তাবতার বলিয়া তদাত্ম অর্থাৎ ভক্তস্বরূপে

* "রলয়োরৈক্যং" অর্থাৎ র ও ল স্থলবিশেষে এক বলিয়া গণ্য হয়। এই নিয়মে রঘুশব্দে লঘু অর্থও হইবে।

স্বভক্তাভ্যাং * সহ বিদ্যমান। হে গোপালরঘুনাথাভ্যাং তত্তন্নামভ্যামপি স্বভক্তাভ্যামাপ্তঃ প্রাপ্তো যো ব্রজস্তস্য বল্লভতয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান। মাং পাহি মৎপালকতাং যাহীতি ॥ ৩ ॥

অথ গ্রন্থসূচনা ॥

তদেবং মঙ্গলং সংগময্য কার্য্যং বিচার্য্যতে—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতং।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া ॥

যদর্থং মঙ্গলাচারঃ কৃতস্তদধুনা কার্য্যং বিচারয়িতুং প্রবর্ত্ততে তদেবমিত্যাদিনা। আচিতং সংগৃহীতং। কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া কাব্যকৃতিনো যা প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ সৈব রসজ্ঞা জিহ্বা তয়া †।

অবতীর্ণ অথবা ভক্তত্বাভিমানী হইয়া এই সংসারে অভিব্যক্ত। আপনি পরমানুরক্ত ও অত্যন্তভক্ত সনাতন ও রূপের সহিত বিদ্যমান। গোপাল ও রঘুনাথ এই দুইজন আপনার পরমভক্ত এবং এই দুইজন যে ব্রজধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন আপনি সেই ব্রজের বল্লভরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। হে প্রভো! আপনি আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তৃত্বে বর্ত্তমান হউন ॥ ৩ ॥

অথ গ্রন্থ-সূচনা।

এইরূপে মঙ্গলাচরণসমাপ্তির পর এক্ষণে কার্য্যের বিচার কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে জন্য মঙ্গলাচরণ করা হইল সম্প্রতি সেই কার্য্যের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে—

আমি কৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, এই গ্রন্থের কাব্যনির্ম্মাণবুদ্ধিরূপিণী জিহ্বাদ্বারা সেই অমৃতেরই আস্বাদ করিব। তাৎপর্য্য এই যে—দার্শনিক গ্রন্থ ষট্সন্দর্ভের (নামান্তর ভাগবতসন্দর্ভের) মধ্যে চতুর্থ কৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শনশাস্ত্রের নিয়মে যে কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে, এই গোপালচম্পূ গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই কাব্যাকারে বর্ণন করিব।

* স্বভক্ত-দ্বয়স্থলে সুভক্তেতি পাঠান্তরং।

† কাব্যকৃতৌ যা প্রজ্ঞা ইতি টীকান্তরং।

সোঽহং কাব্যস্থ লক্ষ্যেণ মনো নির্ম্মামি তাদৃশং।
তন্মহান্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী।
পৃথক্ পৃথগ্ গ্রন্থতুল্যা যথেচ্ছং সদ্ভিরীক্ষ্যতাং ॥ ৫ ॥
শ্রীগোপালগণানাং, গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা, নাম্না গোপালচম্পূর্য়া ॥ ৬ ॥

লক্ষ্যেণ সিদ্ধান্তামৃতেন। তাদৃশং রসজ্ঞাসদৃশং। তদিতি সিদ্ধান্তামৃতং ॥ ৪ ॥

তৎ সিদ্ধান্তামৃতং চম্পূদ্বয়ীরূপেণ কলিতমিত্যাহ পূর্ব্বোত্তরতয়েতি। তত্র পূর্ব্বা তু গোলোক বাল্য-কৈশোর-লীলাময়ী, উত্তরা তু প্রথমবিলাস-দ্বিতীয়বিলাস-তৃতীয়বিলাসময়ী জ্ঞেয়া ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপালগণানাং শ্রীগোপালঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন গণ্যন্তে যে তেষাং গোপালানাং শ্রীনন্দাদীনাং ॥৬॥

অপিচ সেই আমি সিদ্ধান্তামৃতচ্ছলে মনকেও সেইরূপ অর্থাৎ জিহ্বাতুলা করিতেছি, সংকাব্যের কৃতী অর্থাৎ বিবেচক পণ্ডিতগণ যদি এই সিদ্ধান্তামৃত দর্শন করেন, তাহা হইলেই উজ্জলমণি সুবর্ণখচিত হইল, অর্থাৎ সুবর্ণখচিত মণি যেমন লোকলোচনকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া থাকে, এই কাব্যও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিকে সেইরূপ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪ ॥

এই সেই পূর্ব্ব ও পরনির্ম্মিত দুইখানি চম্পূ তিন তিন অবয়বে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুলা হইয়া আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বচম্পূতে গোলোকলীলা, বাল্যলীলা ও কৈশোরলীলা বর্ণিত আছে এবং উত্তরচম্পূতে প্রথমবিলাস, দ্বিতীয়-বিলাস ও তৃতীয়বিলাস কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ভাগে তিন তিন করিয়া ছয়টী খণ্ড আছে। এক্ষণে পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাক্রমে সেই ষট্খণ্ডযুক্তা চম্পূ নিরীক্ষণ করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপালগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের গণনা করিয়া থাকেন সেই সকল শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতি গোপগণের সম্যক্ আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই গোপালচম্পূ বিদ্যমান হউক্ ॥ ৬ ॥

যদ্যপি চিরমন্তর্দ্ধা, জাতা শ্রীগোকুলস্থানাং ।
তদপি মহাত্মসু তেষাং, ব্যূহসমূহঃ পুরঃ স্ফুরন্ জয়তি ॥৭

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

অস্তি কিল বৃন্দাবনাভিধেয়ং * ভাগধেয়মিব সুভগং বনমবনী-দেব্যাঃ। যদহো বনমপ্যবনায় কল্পতে সকললোকস্য, প্রসঙ্গ-মাত্রতঃ পবমানমপি তত্র ক্ষিপ্রতাপ্রতাপতঃ পবমানতামপ্যতি-

ননু গোপালানাং প্রমোদায়েত্যুক্তং তেতু খলু শ্রীকৃষ্ণেন সহ অন্তর্দ্ধানমাগতাঃ কথং তেষাং প্রমোদস্তত্রাহ যদ্যপীত্যাদি। মহাত্মসু শ্রীরূপসনাতনাদিষু। অতস্তেষাং নিত্যতয়া বর্ত্তমানত্বাৎ প্রমোদো ভবত্যেব ॥ ৭ ॥

যত্র স শ্রীগোপালো বিহরতি তদ্ধামস্বরূপং নিরূপয়িতুং প্রক্রমতে অস্তীত্যাদিনা। বনমপ্য-বনায় অত্র বিরোধাভাসঃ, প্রকৃতে তু রক্ষণায়। পবমানং পূতকারকং। তত্র পবমানত্বে। পুনঃ পবমানং বায়ুং।

যদ্যপি শ্রীগোকুলবাসী ব্যক্তিগণ বহুকাল হইল শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাপি শ্রীনন্দপ্রভৃতি গোকুলবাসী জনগণ শ্রীরূপ ও সনাতনপ্রভৃতি ভক্তগণের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া জয়যুক্ত হউন। গোকুলবাসী গোপগণ তত্ত্বানু-সারে নিত্যই বিদ্যমান আছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রমোদলাভ অবশ্যম্ভাবী ॥ ৭ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

যে স্থানে শ্রীগোপালদেব বিহার করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই ধামের স্বরূপ-নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার উপক্রম করিতেছেন—

বৃন্দাবননামে এক চিরপ্রসিদ্ধ বন আছে। ঐ বন যেন ধরাদেবীর সর্ব্বপ্রিয় সৌভাগ্যস্বরূপ। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ বন সকললোকের "অবন" (যাহা বন নহে তাহার জন্য) অথবা "অবন" অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ বন প্রসঙ্গক্রমে পবিত্রতাকারক হইলেও ঐ পবিত্রীকরণবিষয়ে সত্বরতানিবন্ধন প্রতাপবশতঃ পবমান অর্থাৎ দ্রুতগামী প্রতাপে বায়ুধর্ম্মকেও

* বৃন্দাবনাভিধেয়মিত্যত্র বৃন্দাবননামধেয়ং, নিবন্ধনমিত্যত্র নিবর্ন্ধনমপি পাঠঃ।

ক্রামতি। পরমত্রিবর্গদানে নিরর্গলমপি সর্ব্বদাপবর্গবর্গমপবর্জ্জয়তি, মুক্তিসন্ধসম্বন্ধগন্ধমপি স্বগুণৈর্ব্বন্ধনির্ব্বন্ধনিবন্ধনং ভবতি। সদা সদাবলীশস্য * ভক্তিপ্রদমপি কদাপি ন দদাতি তদ্ভুক্তিং। ব্রহ্মণাত্মনি যদনঞ্চিতমপি মত্বা জন্ম বাঞ্ছিতং তেন তৎ পরমঞ্চিতং মতমিতি নিজহিতমহিত মহিমারম্ভমুপলম্ভয়তি †। তদেবং গহনচর্য্যাপর্য্যাকুলতয়া বিরোধালঙ্কারবদ্বিরুদ্ধায়মানমপ্যর্থমনুরুদ্ধ-

অপবর্জ্জয়তি দদাতি। মুক্তিসন্ধসম্বন্ধগন্ধমিতি। মুক্তিং সন্ধত্তে ইতি মুক্তিসন্ধস্তথাভূতঃ সম্বন্ধগন্ধো যস্য সঃ। বন্ধনির্ব্বন্ধনিবন্ধনং বন্ধে নির্ব্বন্ধ আগ্রহঃ, প্রকৃতে তু বন্ধাভাবঃ, বন্ধশব্দস্যাসক্তির্বার্থঃ। তদ্ভুক্তিং ভক্তিভঙ্গং। ব্রহ্মণা অনঞ্চিতমপি অঞ্চিতং মতমিতি বিরোধঃ। প্রকৃতে তু অনঞ্চিতং অপ্রাপ্তং অঞ্চিতং পূজিতং। অঞ্চু গতিপূজনয়োর্ধাতুঃ। আত্মনি বৃন্দাবনে।

অতিক্রম করিয়া থাকেন। পরম ত্রিবর্গ যে ধর্ম্ম অর্থ কাম তাহার দানে নিরর্গল অর্থাৎ বাধাশূন্য হইলেও ঐ বৃন্দাবন সর্ব্বদা অপবর্গসমূহ দান করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনবাসির পক্ষে নির্ব্বাণমুক্তি বিরুদ্ধ, বৃন্দাবনের লেশমাত্র সম্বন্ধে মুক্তির সন্ধান হইলেও ঐ বৃন্দাবন স্বীয় গুণরাশিদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ের কারণ হইয়া থাকেন, অথবা নির্ব্বন্ধন অর্থাৎ অনাসক্ত থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধনের আগ্রহে নির্ব্বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনের অভাব দেখাইয়া থাকেন। এই বৃন্দাবন সর্ব্বদা সজ্জনমান্য ব্যক্তিগণের ভক্তিপ্রদ হইলেও কদাপি ভক্তিভঙ্গ দান করেন না। ব্রহ্মা বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করা "অনঞ্চিত" অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ভাবিয়াও যে বাঞ্ছা করিয়াছেন, সেইজন্য বৃন্দাবন "পরমঞ্চিত" অর্থাৎ অত্যন্তপূজিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কারণে বৃন্দাবন হিতকর ও পূজনীয় স্বীয় মহিমার উপক্রম জানাইয়া থাকেন। অতএব এইরূপে গহনচর্য্যা অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়স্বরূপে অবস্থিতিহেতু যেরূপ আকুলভাব ঘটিয়াছে তাহাতে বৃন্দাবন বিরোধনামক ‡ অলঙ্কারের ন্যায় বিরুদ্ধ অর্থকেও অনুবৃত্তি করিয়া শেষে পরিণত

* সদাবলীশস্য সৎসমূহানামীশস্য। † মহিতেতি ক্বচিন্নাস্তি।

‡ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য এই কয়টীর মধ্যে যদি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বিরোধ-প্রতীতি হয় তাহাকে বিরোধ অলঙ্কার কহে। যাহা বন তাহা অবন হইতে পারে না এবং যাহা অঞ্চিত

তয়া পর্য্যবসানতঃ পরিণময়তি । তস্মিন্ কবীনামকবিতায়ামপি কবিতা সম্ভাবিতা ভবিতা । তস্মিন্নেব চ পরমোদারসারতাব-গম্যতে । তদ্ধি তদ্ধিততয়া মুহুরবতীর্ণস্য সর্ব্বস্যাপ্যানন্দনস্য শ্রীমন্নন্দনন্দনস্য সর্ব্বগানন্দপর্ব্ব সর্ব্বদা পর্ব্বতি ॥ ৮ ॥

অস্তি চেহ শ্রীশুকস্যাপি সুখচমৎকারকারণং পদ্যং ।

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতীরামকেশবয়োর্নৃপেতি * ॥ ৯ ॥

উপলম্ভয়তি জ্ঞাপয়তি । অনুরুদ্ধতয়া হৃষ্টতয়া । অকবিতায়াং কাব্যরহিতায়ামপি । পরমোদার-সারতা উদারো মহান্ । তদ্ধীতি পরমোদারসারত্বং । পর্ব্বতি পূরয়তি ॥ ৮ ॥

ননু বৃন্দাবনস্য তাদৃশত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ অস্তীত্যাদি । সুগমং ॥ ৯ ॥

করিয়া থাকেন । সেই বৃন্দাবনে কবিদিগের যাহা কবিতার বিষয় নহে তাহাতেও কবিতার সম্ভাবনা হইবে । সেই বৃন্দাবনেই পরম মহত্ত্ব এবং সারভাগ জানা গিয়া থাকে । নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের হিতকররূপে বারবার অবতীর্ণ ও সকলেরই আনন্দজনক শ্রীমান্ নন্দনন্দনের সমস্ত আনন্দোৎসবকে ঐ বৃন্দাবন সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এই বিষয়ে শ্রীশুকদেবেরও সুখ চমৎকারজনক কবিতা দেখা যায় । যথা— শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনগিরি এবং যমুনাপুলিন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতার সমধিক প্রীতি হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

তাহা অনঙ্কিত হইতে পারে না, এই অংশে বিরোধের প্রতীতি । অবনশব্দে রক্ষা এবং অনঙ্কিত শব্দে অপ্রাপ্ত । ইত্যাদি ভিন্নার্থদ্বারা ঐ বিরোধ খণ্ডিত হয় । এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে । টীকাতে "বিরোধাভাসঃ" পদ আছে, কিন্তু কোন আদর্শ মূলে উহা নাই ।

* রামকেশবয়োরিত্যত্র রামমাধবয়োরিত্যপি পাঠঃ ।

দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজে আগমন করিলে পর, অর্থাৎ দ্বারকালীলার পর বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন দেখিয়া তাঁহাদের প্রীতিসঞ্চার হয় । এই মীমাংসা উত্তরচম্পূতে যথাস্থানে উক্ত আছে ॥ ৯ ॥

তত্র গোবর্দ্ধনস্তু পুরস্তাদেব প্রস্তূয়তে—

যদ্গোকুলেশ্বর ইতি প্রথিতিঃ * পুরাণে

কৃষ্ণস্য তদ্ভবতি গোকুলমস্য ধাম।

গোবাসতা চ কিল গোকুলতানিদানং

গোবর্দ্ধনস্তদিহ সর্ব্বনিধানমেব ॥ ১০ ॥

তত্র চায়ং বিশেষঃ—

ত্রিজগতি মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধনমপি বিভিন্দতীতি বিদিতা।

অহমিহ মন্যে কৃষ্ণ-স্নেহজধারা তদন্তরং বিশতি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ—তস্মিন্ শ্রীহরিরাধয়োর্যুগলিতং যদ্ভাতি কুণ্ডদ্বয়ং

সংসঙ্গেন পরস্পরং পরিমলান্মন্যে তয়োস্তন্মিষং।

তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণবিহারস্থানানাং প্রাধান্যং লিখতি তত্রেত্যাদিনা ॥ ১০ ॥

তত্র গোবর্দ্ধনে বিশেষস্থানং লিখতি ত্রিজগতীতি ॥ ১১ ॥

তত্র চ রাধাশ্যামকুণ্ডয়োঃ স্বরূপং বর্ণয়তি তস্মিন্নিতি। পরিমলাদিতি। বিমর্দ্দনং পরিমল

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানমধ্যে প্রথমেই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের বিষয় কথিত হইতেছে—যে গোকুলের ঈশ্বর বলিয়া যাঁহার পুরাণে খ্যাতি আছে, সেই গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান। গোগণ ঐ স্থানে বাস করেন বলিয়া গোকুলশব্দের অর্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছে অর্থাৎ গোগণ বাস করেন বলিয়াই গোকুল এই নাম বিখ্যাত। কিন্তু গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সকলবিষয়েরই আস্পদস্বরূপ ॥ ১০ ॥

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে—মানসগঙ্গা গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে ভেদ করিয়াছেন বলিয়াই ত্রিভুবনে বিদিত, কিন্তু আমি এস্থলে বিবেচনা করি যে, শ্রীকৃষ্ণের স্নেহজনিত ধারাই গোবর্দ্ধনমধ্যে মানস-গঙ্গারূপে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

অপিচ, সেই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সম্মিলিত কুণ্ডদ্বয় (শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড) শোভা পাইতেছেন তাঁহাদের পরস্পর সঙ্গ ও পরস্পর পরিমলহেতু

---

* প্রথিতিস্থলে প্রথিতঃ ইতি পাঠান্তরং।

প্রেমাসীৎ প্রকটং যতঃ শ্বসনকৈঃ কম্পান্বিতং জাড্যযুগ্-
ভক্তার্দ্রস্থিতিকৃচ্চ তদ্ঘনরসাকারং দরীদৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

যমুনায়াঞ্চায়মতিশয়ঃ—

স্নানজাতসুকৃতান্ন কেবলাৎ, স্ফূর্ত্তিদা মুররিপোরবেঃ সুতা।
বীক্ষণাদপি যতো বিভর্ত্তি সা, শ্যামধাম-বরমাধুরীধুরাং ॥ ১৩ ॥

তস্যাশ্চোৎপ্রেক্ষন্তে—

স্বস্নিগ্ধবৃন্দবিষয়প্রিয়তামহিম্না।
স্বেদাংশ এব কিমু কৃষ্ণতনোর্বিসারী।
বৃন্দস্য কৃষ্ণবিষয়প্রিয়তৈব কিংবা
তদ্ভাবভাবিতগতির্ভবতি স্ম কৃষ্ণা ॥ ১৪ ॥

ইত্যন্বয়ঃ। তদ্ঘনরসাকারং তৎ প্রেম ঘনরসাকারং জলাকারং ॥ ১২ ॥

যমুনায়াঃ সৌভাগ্যমতিমহদিতি দর্শয়তি যমুনায়াঞ্চেত্যাদিনা। শ্যামধামেত্যত্র ধাম ত্বিট্ ॥ ১৩॥

তস্যাস্তথাত্বে কারণমুদ্ভাবয়তি তস্যাশ্চেতি। বৃন্দস্যেত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ সমাসগর্ভস্থ-স্বস্নিগ্ধপদং যোজ্যং ॥ ১৪ ॥

এই বোধ হয় যে, কুণ্ডদ্বয়চ্ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমই প্রকটিত হইয়াছে, কারণ ঐ কুণ্ডদ্বয় বায়ুসমূহে কম্পিত, জড়তাযুক্ত ও ভক্তসম্বন্ধে আর্দ্রভাবের স্থিতিকারী হওয়ায় ঘনরস অর্থাৎ জলরূপে সেই প্রেমই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১২ ॥

কিন্তু যমুনার ইহাই আতিশয্য যে,সূর্য্যনন্দিনী যমুনা কেবল মুরারির স্নানজনিত পুণ্যফলেই যে মানবগণের আনন্দদায়িনী এরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার দর্শনেও ঐ যমুনা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহকান্তির উৎকৃষ্ট মাধুরীসার ধারণ করিতেছেন, অর্থাৎ শ্যামরূপ দেখিয়াই যেন শ্যামপ্রভা ধারণ করিতেছেন ॥ ১৩॥

যমুনার এইরূপ হইবার কারণবিষয়ে পণ্ডিতগণ উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন—

শ্রীকৃষ্ণের যে সকল স্বজনগণ আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতিমহিমা আছে, সেই কারণেই কি শ্রীকৃষ্ণশরীর হইতে প্রসারিত ঘর্ম্মকণ যমুনারূপে নির্গত হইল? কিংবা নিজস্নিগ্ধ জনগণের যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম

পুলিনানি চ তস্যা মহাপ্রেমোল্লাসমাবিষ্কুর্ব্বন্তি।

তথাহি—

অদ্যাপি যানি বিবুধানবলোকমাত্রাৎ

পুষ্ণন্তি কৃষ্ণকৃতরাসরসং বিভাব্য।

তান্যত্র কিং * বররসায়নদিব্যচূর্ণৈ-

রভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি সৌরী ॥ ১৫ ॥

ভাণ্ডীরস্তু স নো মনো ব্যাকুলয়তি, তথাহি—

তস্যাঃ পুলিনানাং রম্যতাং বর্ণয়তি পুলিনানি চেতি। সৌরী যমুনা ॥ ১৫ ॥

আছে তাহার মহিমাদ্বারাই অর্থাৎ সেই ভাবনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুরস্বভাব উৎপন্ন হওয়ায় যমুনা কৃষ্ণা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন ? ॥ ১৪ ।

যমুনার পুলিনসমূহও মহাপ্রেমোল্লাস প্রকটিত করিতেছেন—

দেখ, যে পুলিনপ্রদেশ অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণবিরচিত রাসলীলাকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া কেবল দর্শনদ্বারাই দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সূর্য্যতনয়া যমুনাদেবী নিজনিকটে সেই নিজ পুলিনপ্রদেশকে বালুকাচূর্ণরূপে এস্থানে বর্দ্ধিত করিতেছে। অপিচ, ঐ বালুকাসমূহও সাধারণ নহে। লোকের মনকে অলৌকিক বা অদ্ভুতমন্ত্রপূত চূর্ণদ্বারা যেমন কোন বিষয়ে অনুরক্ত বা বশীভূত করা হয়, এই যমুনার বালুকাচূর্ণও কি সেইরূপ ভাবুক দর্শকের মনকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুরাগযুক্ত করিয়া থাকে ? সুতরাং পুলিনবালুকা দিব্যচূর্ণের সমান ॥ ১৫ ॥

আর সেই ভাণ্ডীরবৃক্ষও আমাদিগের মনকে ব্যাকুল করিতেছে—

* চূর্ণৈঃ ইত্যত্র চূর্ণানি ইতি পাঠান্তরং।

বর্ত্তমান কালে যেমন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে "ধূলোপড়া"ও সন্ন্যাসিগণের "ছাইপড়া" প্রচলিত আছে, ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামীও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত প্রথাটী নিতান্ত আধুনিক নহে।

ভাণ্ডীরস্য স্ফুটমধিহরি প্রেম কিং বর্ণনীয়ং
সান্তর্দ্ধানং স্থিতবতি হরৌ বাঢ়মন্তর্দধে যঃ ।
যাস্তু স্বাংশেন চ বিষয়তামত্র গোবর্দ্ধনাদ্যা
লোকে স্নিগ্ধা রচয়িতুমিদং ন ক্ষমঃ স্যামিতীব ॥ ১৬ ॥

অহো প্রেমগাম্ভীর্য্যমস্য পশ্য বৃন্দাবনস্য । যতঃ—

কুত্র কুত্রচিদগস্য দম্ভতঃ, স্তম্ভমেতি তদিদং হরের্বনং ।
প্রায়শশ্চলদলস্য কম্প্রতামঙ্কুরস্য পুলকানি সর্ব্বতঃ ॥ ১৭ ॥

আবির্ব্রজতি চ তস্মিন্ সব্রজবাসিজনব্রজে ব্রজরাজতনুজে

ভাণ্ডীরবটস্য তু শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যং বর্ণয়তি ভাণ্ডীরেতি । বিষয়তাং প্রাকট্যং ॥ ১৬ ॥

অধুনা বৃন্দাবনস্য ভাবং বর্ণয়তি অহো ইত্যাদিনা । অগস্য দম্ভতঃ পর্ব্বতচ্ছলাৎ । এতচ্চ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতকং । চলদলস্য অশ্বত্থস্য । দম্ভত ইত্যস্যাত্র পরত্র চ সম্বন্ধঃ করণীয়ঃ । এবং সর্ব্বত্র এতি-ক্রিয়াসম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

অধুনা ব্রজস্য মহিত্বং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে আবিরিত্যাদিনা ।

দেখ, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভাণ্ডীরের প্রেম প্রকাশে আর কি বর্ণন করিব, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিলে ভাণ্ডীর বৃক্ষ ভাবিলেন যে "এই জগতে গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থসকল স্ব স্ব অংশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করুক, কিন্তু আমি তাঁহাদের মত স্বীয় অংশে অর্থাৎ প্রকটদেহ ধারণ করিয়া এই জগতে অবস্থান করিতে সমর্থ নহি" এইরূপ ভাবিয়াই যেন ভাণ্ডীর অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আহা ! এই বৃন্দাবনের প্রেমগাম্ভীর্য্য অবলোকন কর । কারণ—

কোথাও স্থিরদল অর্থাৎ পর্ব্বতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সেই বৃন্দাবন স্তম্ভিত হইতেছেন, কোথাও বা চলদল অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ছলে কম্পনস্বভাব প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং কোথাও বা অঙ্কুরের ছলে সর্ব্বতোভাবে রোমাঞ্চসকল ধারণ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে ব্রজ-মহিমা বর্ণিত হইতেছে—

সেই ব্রজরাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিজনগণের সহিত পরিবৃত হইয়া

কিং কিং বা তদ্ব্যঞ্জিজিষয়া নাবির্ভবতি। তচ্চ যুক্তমেবোৎপশ্যামঃ। ব্রজপদং হি সর্ব্বসমীচীনসমূহমূহয়তি ॥ ১৮ ॥

অস্তি চেহ শ্রীভাগবতীয়ং পদ্যং—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপেতি ॥ ১৯ ॥

তেষামাবির্ভাবশ্চ পদ্মপুরাণসন্দর্ভানুসারেণ প্রতিকল্পমনল্পসুখকল্পকসম্পত্তদন্ত-দন্তবক্রবধান্তে সর্ব্বতোঽপ্যেকান্তে কান্তে যত্র প্রবেশস্য নির্দ্দেশঃ প্রথয়িষ্যতে। তস্মাত্তবজন-মনঃ-কায়-

তদ্ব্যঞ্জিজিষয়া আবির্ভাবব্যঞ্জনেচ্ছয়া ॥ ১৮ ॥

তত্র চ প্রমাণং দর্শয়তি অস্তীত্যাদিনা ॥ ১৯ ॥

তেষামিতি। তেষাং গোবর্দ্ধন-মানসগঙ্গা-রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-যমুনা-তৎপুলিন-ভাণ্ডীরবট-বৃন্দাবন-ব্রজানাং। আবির্ভাবো ভূতলে প্রাকট্যং। অনল্পমধিকং সুখসমূহরূপং সম্পদ্যত্র তদ্দন্তং বাক্যং

আবির্ভূত হইলে তাঁহার আবির্ভাবকে সূচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন্ কোন্ বস্তু না আবির্ভূত হইয়া থাকে? বস্তুতঃ এ বিষয়টী আমরা উপযুক্ত বোধ করিয়াই দর্শন করিতেছি. কারণ ব্রজপদটী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সমীচীন বিষয়ের সূচনা করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতীয় (১০। ৫। ১৮) পদ্যও বর্ত্তমান আছে। শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঐ সময় হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে গোপরাজ নন্দের ব্রজপুরী সমস্ত সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অধিকন্তু ঐ পুরী ভগবান্ হরির নিবাসস্থান হওয়াতে নিজগুণে মহালক্ষ্মী দেবীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥

এই ব্রজের মধ্যে গোবর্দ্ধন, মানসগঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যমুনা, যমুনাপুলিন, ভাণ্ডীরবট, বৃন্দাবন এবং ব্রজ এই সকলের ভূতলে আবির্ভাব হইয়াছিল। পদ্মপুরাণোক্ত সন্দর্ভানুসারে প্রত্যেক কল্পেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনল্প সুখপ্রদ দন্তবক্র-বধান্তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা নি

নিকায়স্পর্শবিরহিতাদ্বারাহাদি-সঙ্কীর্ত্তিতপ্রবরকীর্ত্তিকদম্ব--কদম্বা-দিময়াৎ পাদ্মস্কান্দাদিগতঃ সঙ্কীর্ণবর্ণাকর্ণিত-তত্তৎসনাতনশীলতা-রাম-সরাম-গোগোপগোপাললীলানিধানাদ্বৃন্দাবনস্যৈব বৈভব-বিশেষাদশেষং ভবতি । প্রকৃতিস্থিতিমতীতো হি যঃ ॥ ২০ ॥

বৃহদ্গৌতমীয়স্থ-শ্রীকৃষ্ণবচনেতু তত্তৎসঙ্ক্ষেপার্থ-
নিক্ষেপঃ প্রেক্ষ্যতে—
ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং ।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরামরাঃ ।

যত্র স চাসৌ দন্তবক্রবধশ্চেতি বিগ্রহঃ । কান্তে কমনীয়ে । বারাহাদৌ সঙ্কীর্ত্তিতং প্রবরকীর্ত্তিকদম্বং যস্য তাদৃশকদম্বাদিময়াৎ পাদ্মস্কান্দাদিগতেষু অসঙ্কীর্ণবর্ণেষু আকর্ণিতয়া তত্তৎসনাতনশীলতয়া রামো রমণীয়ঃ রামগোগোপৈঃ সহিতশ্চ যো গোপালস্তস্য লীলানিধানাৎ । বৈভববিশেষাৎ প্রকাশবিশেষাৎ । য আবির্ভাবঃ প্রকৃতিস্থিতিং প্রকৃতিমর্য্যাদামতীতঃ অতিক্রান্তবান্ ॥ ২০ ॥

উক্তেষু পাদ্মস্কান্দাদিপুরাণমূলতাং প্রদর্শ্য আগমসম্মতিং দর্শয়তি বৃহদিত্যাদিনা । তত্তদিতি

হইবে। উক্ত বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ প্রকাশ পাইলে তথায় সংসারের সমস্ত লোকের মন এবং শরীরসমূহের স্পর্শমাত্রও ঘটে না, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে যাঁহার প্রবর কীর্ত্তিরাশি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কদম্বাদি বৃক্ষে ঐ বৈভব পরিপূর্ণ। পদ্ম ও স্কন্দাদি পুরাণগত যে সকল বিষয় স্পষ্টাক্ষরে শ্রুত হইতেছে, সেই সেই নিত্য-সিদ্ধ স্বভাববশতঃ যিনি রমণীয় এবং বলরাম, গো ও গোপগণ সহিত বিদ্যমান, সেই গোপালের লীলাস্থান বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যবিশেষ অসীম বলিয়া গণ্য এবং যে আবির্ভাব প্রাকৃতিক নিয়মকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥ ২০ ॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পদ্ম ও স্কন্দপুরাণাদি বাক্যের যে সঙ্ক্ষিপ্ত অর্থ ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে যথা—এই বৃন্দাবন পরম রম-ণীয় এবং ইহা কেবল আমারই আবাসস্থান। এই বৃন্দাবনে যে সকল পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, মানব এবং অমরগণ বাস করেন তাঁহারা আমারই অধিষ্ঠানে বাস করেন

যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি ॥ ২১ ॥

যং খলু বৈভববিশেষং সর্ব্বসারেণ যথাস্থানং প্রকাশয়িষ্যমাণ-ব্যাখ্যাবিশেষাবতারেণ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেণ গোপানাং স্বং

পাদ্মাদীনাং সঙ্ক্ষেপার্থস্য নিক্ষেপঃ। মম অধিষ্ঠে অধিষ্ঠানে। যোগিন্যঃ সংযোগিন্যঃ। সূক্ষ্মরূপতঃ অপ্রাকৃতরূপতঃ। তেজোময়ং শুদ্ধসত্ত্বময়ং ॥ ২১ ॥

এবং তাঁহাদের দেহান্ত হইলে তাঁহারা আমার আলয়ে গমন করেন। এই বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করেন, তাঁহারা আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া নিত্যই আমার সেবাপরায়ণা হইয়াছেন। এই বৃন্দাবন পঞ্চযোজন অর্থাৎ বিংশতি ক্রোশ বিস্তীর্ণ এবং আমার দেহস্বরূপ। এই যমুনা সুষুম্না নামধারিণী এবং সর্ব্বদাই ইহাতে পরমামৃত প্রবাহিত হয়। এই স্থানে দেব ও জীবগণ অলৌকিক বা অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন। আমি সমস্তদেবতাস্বরূপ, এজন্য কখনও আমি এই বন ত্যাগ করি না। এই স্থানে প্রত্যেক যুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সুতরাং ইহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর ॥ ২১ ॥

বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ সকলপ্রকার সারভাগে পরিপূর্ণ। যথাস্থানে ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশ্যভাবে অবতারিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে স্বয়ং

লোকং বরুণালয়াদাগতঃ করুণাবরুণালয়ঃ স্বয়ং ভগবানক্রূরায় বৈকুণ্ঠবিশেষলক্ষণ-স্ববৈভবব্যঞ্জনয়া সুখপ্রদে ব্রহ্মহ্রদে মজ্জনেন তস্মাদুন্মজ্জনেন চ তজ্জনকৌতুকজননাদনন্তরং ছন্দস্তূয়মানে-নাত্মনাবিত্রা বিচিত্রমত্রৈব বৃন্দাবনে তদীয়নরলীলাবেশেন সাধা-রণম্মন্যেভ্যস্তেভ্যঃ সন্দর্শয়ামাস। যং প্রতি সম্প্রত্যপি প্রপদ্যমানা বিদ্বাংসশ্চেতসাপি সাক্ষাদিব তল্লীলাঃ প্রতিপদ্যন্তে। যং পরি হরিবংশে গোবিন্দাভিষেকসম্পাদংশে মহেন্দ্রঃ শ্রীমদ্‌ব্রজেন্দ্র-তনুজতনুবদ্ব্যাপকতাং সত্যাং প্রত্যায়য়ামাস। যং পুনর্বৃন্দা-বনস্থ-সমস্তসমভ্যর্ণমপি তত্তদ্বর্ণনানুসারেণ কেচিৎ প্রকৃত্যাবরণতঃ

করুণাবরুণালয়ঃ কৃপাসাগরঃ। অক্রূরেণ দৃষ্টো বৈকুণ্ঠবিশেষাদিবৈভবো যত্র তস্মিন্। আত্ম-নেতি সহার্থে তৃতীয়া। তেভ্যো গোপেভ্যঃ। যং প্রতি বৈভববিশেষং প্রতি বিদ্বাংসো ভক্তি-রসিকা বিদ্বাংস ইতি পরত্রাপি যোজ্যং। যমিতি যং লক্ষীকৃত্য। হরিবংশে ইতি। তথাচ।

কৃপাসিন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণলোক হইতে গোপগণের স্বীয় লোকে অর্থাৎ বৃন্দা-বনে আগমন করিয়া অক্রূরকে যেস্থানে বৈকুণ্ঠবিশেষরূপ নিজবৈভবের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়াছিলেন সুতরাং অক্রূরের সুখপ্রদ সেই ব্রহ্মহ্রদে মজ্জন ও উন্মজ্জন দ্বারা ব্রজবাসিজনগণের কৌতুক উৎপন্ন হয় এবং তৎকালে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মকরূপে আশ্চর্য্যভাবে ছন্দোদ্বারা সংস্তুত হয়েন। এই বৃন্দাবনেই নর-লীলার বেশ ধারণ করায় যে সকল গোপ তাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া বোধ করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি বিচিত্রভাবে বৃন্দাবন-বৈভব পরিদর্শন করাইয়া ছিলেন। যে বৈভবের প্রতি ভক্তিরসবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রপন্ন হইয়া তত্তৎ লীলা-সকল এখনও মনে মনে প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই বৈভবকে লক্ষ্য করিয়া হরিবংশগ্রন্থে উক্ত আছে যে—গোবিন্দাভিষেকের ঐশ্বর্য্যাংশে সুরপতি ইন্দ্র শ্রীমান্ ব্রজরাজপুত্রের শরীরের মত সর্ব্বব্যাপকতা শক্তিকে যথার্থরূপে জ্ঞান-গোচর করিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক পদার্থসকলের নিকটবর্ত্তী হইলেও সেই সেই পদার্থের বর্ণনানুসারে উহাকে প্রাকৃতিক আবরণ* হইতে ভিন্ন এবং পরমাকাশের

* প্রাকৃতিক আবরণ যথা—জীবনিয়ন্তা বিরাট্ পুরুষ, তাঁহার প্রথম আবরণ পৃথিবী বা

পরং পরমবিয়দূর্দ্ধং নির্ব্বর্ণয়ন্তি। অতএব লীলানুরূপরূপতয়া ভূমানমভূমানঞ্চ প্রপদ্যন্তে যদ্ভূময়ঃ। এষ এব শেষনির্ব্বিশেষতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাকারতয়াচ ব্রহ্মসংহিতাদিষু বৃংহিতং বৃহন্তি-

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। সতু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি সংক্ষেপঃ। এতস্যার্থস্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দৃশ্যঃ। সত্যাং যথার্থাং। সমভ্যর্ণং নিকটং। ভূমানং ব্যাপকং। শেষনির্ব্বিশেষতয়া "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ" ইতিবৎ প্রয়োগঃ। বৃংহিতমিতি ক্রিয়া-বিশেষণং।

ঊর্দ্ধস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব বৃন্দাবনে লীলার অনুরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকায় উহার ভূমিসকল ব্যাপক এবং অব্যাপক দুই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। * অনন্ত হইতে এই বৈভবের কোন প্রভেদ না থাকায়, এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের মত ঐ বৈভবের অবস্থা হওয়ায়, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মহাত্মগণ

গন্ধ। দ্বিতীয় আবরণ জল বা রস। তৃতীয় আবরণ অগ্নি বা রূপ। চতুর্থ আবরণ বায়ু বা স্পর্শ। পঞ্চম আবরণ আকাশ বা শব্দ। ষষ্ঠ আবরণ অহঙ্কার বা ক্রিয়াশক্তি। সপ্তম আবরণ মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। অষ্টম আবরণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। এই আট আবরণের বাহিরে পরমাত্মা, তিনি নিরাবরণ। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।২।২২।২৩ এবং ২।১।২৫ তথা ৩।২৬।৪৭।৪৯ এবং ২।১০।৬৩ এই সকল স্থানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

* শ্রীকৃষ্ণের ধাম, লীলা ও লীলোপকরণ সমস্তই তাঁহার স্বরূপ, সুতরাং অচিন্ত্যপ্রভাব সম্পন্ন, ইহা গোস্বামিপাদদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। যথা—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো-দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং" "চিদানন্দং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে, এবং "অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাৎ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। কৃষ্ণলীলানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।" ইত্যাদি ভাগবতামৃতের বাক্যদ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃতই আছে। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনের প্রকটিতাদি অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের সমান।

বর্ণয়ামাসে। তত্র চ প্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য বহুবিধসংস্থানতয়া বহুবিধশাস্ত্রশ্রুতস্যাপ্রকটপ্রকাশময়বৈভব-বিশেষ এব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ সচ গোকুলপ্রধান এবেতি স্ববিবক্ষিতহিতা ব্রহ্মসংহিতানুসংহিতা ক্রিয়তে, তদ্বচনানি তু বোধক্রমায় ক্রমমতিক্রম্যানুক্রম্যন্তে ॥ ২২ ॥

যথা—ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোক ইতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।

ব্রহ্মসংহিতানুসহিতা ব্রহ্মসংহিতায়াং সম্বদ্ধাঃ শ্লোকাঃ ॥ ২২ ॥
তানি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যানি লিখতি যথেত্যাদিনা।

ইহাকে মহৎ বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই বৃন্দাবনের * প্রকট, অপ্রকট ও প্রকাশময় নানাবিধ সংস্থান আছে, এজন্য নানাবিধ শাস্ত্রে যে বৃন্দাবনের কথা শ্রুত হইয়াথাকে সম্প্রতি সেই বৃন্দাবনের অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভব-বিশেষই বর্ণিত হইতেছে। সেই অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভববিশেষের মধ্যে গোকুলই প্রধান। ঐ বৃন্দাবনের বৈভববিশেষদ্বারা যাহা বলিতে অভিপ্রায় করা হইয়াছে এবং যাহা হিতকর সেই ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থোক্ত শ্লোকাবলী এখানে উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের শ্লোকাবলী বোধপ্রণালীর সুবিধার জন্য ক্রমনিয়ম অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবেই বিন্যস্ত হইবে ॥ ২১ ॥

যথা, বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই জগতে যাঁহাকে গোলোক বলিয়া থাকেন, সরোবরস্থ পদ্মের মত অঙ্গসঙ্গবিহীন সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজনা করি। বস্তুতঃ এরূপ গোলোকতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং ভূতলে বিরলপ্রচার। যে

* যাহা প্রপঞ্চের (বাহ্য জগতের) অগোচর তাহাই প্রকট, এই অবস্থাতে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকাদিতে গমনাগমন হইয়া থাকে। (১)

যাহা প্রপঞ্চের অগোচর কিন্তু গোলোকাখ্য বৃন্দাবনে গোচর বা অবস্থিত তাহাই অপ্রকট। (২)

একরূপে, একমূর্ত্তিতে এবং একই সময়ে একপ্রকারে যে অনেকস্থানে প্রপঞ্চের গোচরতা

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং ॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহা-
ন্নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ ॥

ক্ষীরাব্ধিঃ সরতীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ।

গোলোকে কান্তাগণ লক্ষ্মী ও ব্রজসুন্দরীস্বরূপা, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষশ্রেণীই কল্পতরু, তত্রত্য ভূমি চিন্তামণি রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ এবং তথায় সুস্বাদু অমৃতই পানীয় জল. তথায় পরস্পরের কথাই সঙ্গীত, গমনকার্য্যই নাট্যক্রিয়া, সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখাবস্থান ব্যঞ্জিকা বংশীই প্রিয়সখী, অধিক কি চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থও চিদানন্দরূপে প্রকাশমান, কেবল তাহাই নহে, এই জ্যোতির্ম্ময় পরমবস্তু তত্রত্য লোকদিগের সর্ব্বদাই উপভোগ্য অর্থাৎ এইস্থানে চন্দ্র সূর্য্য একসঙ্গে উদিত হয়েন, এবং পূর্ণচন্দ্র সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকেন, এই ধাম তমের পর বা তমোগুণ-দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। যথায় বংশীধ্বনির আবেশে নানাবিধ সুরভি (ধেনু) হইতে অতিবিশাল ক্ষীরসমুদ্র নিঃসৃত হইয়া থাকে, যথায় ভগবদাবেশবশতঃ অর্দ্ধনিমেষ সময়ও বিদিত হয় না, তাৎপর্য্য এই যে, গোলোকবাসী জনগণ মায়াজনিত করাল কালবিক্রম জানিতে পারেন না।

তাহাই প্রকাশ। এই প্রকাশ ভিন্ন নহে কিন্তু সর্ব্বাংশেই তাঁহার স্বরূপ। যেমন দ্বারকায় ষোড়শসহস্র অষ্ট মহিষীর গৃহে একদা একমূর্ত্তিতে ও একরূপে সকলের পাণিগ্রহণ।(৩)

গোলোকপ্রসঙ্গে প্রপঞ্চের অগোচরীভূত যে অপ্রকটপ্রকাশাবস্থা তাহাই বর্ণিত হইতেছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় লীলার সমস্ত উপকরণাদিতেও বুঝিতে হইবে। ষট্‌সন্দর্ভের চতুর্থ কৃষ্ণসন্দর্ভে ধামতত্ত্বের প্রসঙ্গে এ সব কথা মীমাংসিত আছে।

কিঞ্চ । ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইত্যুপক্রম্যাহ—
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ।
তৎকিঞ্জল্কস্তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ।
চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতং ।

গোকুলাখ্যং গোপাবাসমিত্যর্থঃ। মহৎ পদং—মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং, মহতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য মহাভগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তদনন্তাংশসম্ভবং—তস্য স্বরূপমাহ তদিতি। তস্যানন্তস্য বলদেবস্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ সম্ভবঃ সদাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তস্মৈতদপি বোধ্যতে, অনন্তোহংশো যস্য বলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি তত্রত্যটীকা। তৎকিঞ্জল্কস্তদংশানাং—কিঞ্জল্কাঃ শিখরাবলিবলিতপ্রাচীরপংক্তয় ইত্যর্থঃ। তত্তু তদংশানাং তস্মিন্নংশা দায়া বিদ্যন্তে যেষাং তেষাং পরমপ্রেমভাজাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। তৎপত্রাণি অতএব তস্য কমলস্য পত্রাণি, শ্রিয়াং তৎপ্রেয়সীরূপাণাং শ্রীরাধাদীনাং উপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। চতুরস্রমিতি। অথ গোকুলস্যাবরণান্যাহ চতুরস্রমিতি চতুর্ভিঃ।

অপিচ, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন যথা—গোপদিগের এবং মহাভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্বরূপ উক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানটী গোকুলনামে অথবা মহাবৈকুণ্ঠনামে বিখ্যাত। ঐ স্থান পদ্মপুষ্পের ন্যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণই ঐ পদ্মের কর্ণিকার, উহা নন্দযশোদা প্রভৃতির সহিত বাস করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহৎ অন্তঃপুররূপে শোভা পাইয়া থাকেন। অনন্ত বলরামের জ্যোতির্ম্ময় বিশিষ্ট বিভাগের দ্বারা ঐ পদ্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং বলরাম ঐ স্থানে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরি যাঁহাদিগের অংশ বা দায়াধিকার আছে, সেই সকল পরমপ্রেমভাজন সজাতীয় ব্যক্তিগণ উহার কেশর এবং ঐ কেশরই তাঁহাদের ধামস্বরূপ। অতএব ঐ পদ্মের পত্রসকল তাঁহার পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধাদি গোপসুন্দরীগণের উপবনস্বরূপ অথবা বিহারস্থান। এই কারণে পদ্মের কেশর ও পত্রগুলিকেও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া জানিতে হইবে। উল্লিখিত গোকুলের বাহিরে চারিদিকের আবরণস্বরূপ চতুষ্কোণাত্মক শ্বেতদ্বীপ নামে এক অদ্ভুত স্থান আছে, উহার চারিটী কোণ বাসুদেব,

চতুরস্রং চতুর্ম্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুঃকৃতং ।
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতং ।
শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষু চ
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা ।
মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতং ।
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ ॥

তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলমেব শ্বেতদ্বীপাখ্যং। তদেতদুপলক্ষণং গোকুলাখ্যক্ষেত্র্যর্থঃ। তচ্চতুরস্রং। চতুর্ম্মূর্ত্তেশ্চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য। চতুঃকৃতং চতুর্ধা বিভক্তং চতুর্ধাম। হেতুভিস্তৎপুরুষার্থসাধনৈঃ সামাদয়শ্চত্বারো বেদাস্তৈরিত্যর্থঃ। মহাপদ্মশ্চ পদ্মশ্চ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দঃ কুন্দো নীলশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। স্বস্বমন্ত্রাত্মকৈর্দিক্‌পালৈরিন্দ্রাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থদ্বারা এবং উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনভূত সামাদি চারি বেদ দ্বারা গোকুল পরিবেষ্টিত। ঊর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্বাদি চারিটী দিক্ ও অগ্ন্যাদি চারিটী বিদিক্‌রূপী দশবিধ শূলদ্বারা গোকুল নিবদ্ধ। পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল এই অষ্টবিধ নিধি এবং অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধিদ্বারা ঐ গোকুল পরিবেষ্টিত। অপিচ স্ব স্ব মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি (যম), নৈঋৎ, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই দশবিধ দিক্‌পালগণ দ্বারা ঐ গোকুলের দশ দিক্ সর্ব্বদা সুরক্ষিত। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ পারিষদরূপী সামাদি চারি বেদদ্বারা ঐ গোকুল সুশোভিত এবং বিমলাপ্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিগণদ্বারা ঐ গোকুলের চারি দিক্ সর্ব্বদা সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

অপিচ—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-

লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং ।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি । ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বৃহদ্বামনে—

রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।

রত্নবদ্ধোভয়তটা কালিন্দী সরিতাং বরা ॥

ইত্যাদি চান্যত্র ॥ ২৪ ॥

তদেতদনুসারেণ প্রথমং তাবৎ কাব্যস্য নিধানং বস্তুমাত্রং সপ্রমাণং প্রকাশ্যতে চিত্রস্য ফলকমিব ॥ ২৫ ॥

তত্র বৃহদ্বামনবাক্যং প্রমাণয়তি বৃহদিত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥

তদেবং প্রমাণজাতং প্রদর্শ্য গ্রন্থমারভতে তদেতদিত্যাদিনা । ফলকমাধারং বস্ত্রপ্রভৃতি ॥ ২৫ ॥

অপিচ—উক্ত গোকুলে চিন্তামণিনামক রত্নরাশি দ্বারা যে সকল গৃহ নির্ম্মিত আছে, সেই সকল গৃহ লক্ষ লক্ষ মনোহর কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং ঐ সকল গৃহে যিনি কামধেনুগণকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন ও শতসহস্র মহালক্ষ্মী অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণ অতিশয় সম্ভ্রমসহকারে যাঁহার সেবাকার্য্যে তৎপর আছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি । ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বৃহদ্বামন পুরাণেও উক্ত আছে যে— যথায় শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিরাজমান এবং এই পর্ব্বতে রত্নময় ধাতুসকল বিদ্যমান আছে। নদীপ্রবরা কলিন্দনন্দিনী যমুনার উভয় তট যথায় রত্নদ্বারা নিবদ্ধ। ইহা অন্য স্থানেও উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

চিত্রফলকে বা চিত্রপটরূপ আধারে যেমন নানারূপ চিত্রকে বিন্যস্ত করা হয় সেইরূপ উল্লিখিত প্রমাণপুঞ্জের দ্বারা কাব্যের আধার যে শ্রীবৃন্দাবন তাহাতে সকল বস্তুকে প্রমাণের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

তথাহি—যস্য খলু লোকস্য গোলোকতয়া গোগোপাবাসরূপস্য শ্বেতদ্বীপতয়া চানন্যস্পৃষ্টপরমশুদ্ধতাসমুদ্বুদ্ধস্বরূপস্য তাদৃশজ্ঞানময়কতিপয়মাত্রপ্রমেয়গাত্রতয়া তত্তৎপরমতা মতা পরমগোলোকঃ পরমশ্বেতদ্বীপ ইতি ॥ ২৬॥

তদেব চ যুক্তমুক্তং ভবতি।

যত্র হি—স্বচ্ছন্দতানন্দপ্রদবহুবচনার্থা গোপীপদার্থাঃ শ্রিয়ঃ শ্রয়ন্তে নান্যবৈকুণ্ঠবত্তদেকবচনার্থতাকুণ্ঠাঃ। তাসাং তৎপদার্থতা চ তন্মহাবাগর্থসারাকর্ষযন্ত্রে মহামন্ত্রে বল্লবীবল্লভতয়া তস্য জপমুপদিশন্তীতি সিধ্যতি ॥ ২৭ ॥

তস্য গোলোকশ্বেতদ্বীপনামত্বে যুক্তিং দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। গাত্রং স্বরূপং ॥ ২৬ ॥
তদ্বিধদর্শনং মন্ত্রার্থমূলকমিতি লিখতি তদেব চেতি। স্বচ্ছন্দতারূপো য আনন্দস্তৎপ্রদং যদ্বহুবচনং জনশব্দেনোক্তং তদর্থাঃ। তাসাং শ্রিয়াং তৎপদার্থতা গোপীপদার্থতা। ব্রহ্মসংহিতাদীনাং তন্মহাবাগর্থসারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ২৭ ॥

ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, পূর্ব্বে যে লোকের কথা বলা হইল, উহার নাম গোলোক। এই কারণে উহা গো এবং গোপগণের আবাসস্বরূপ, এবং এই গোলোককে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহার স্বরূপ পরমশুদ্ধতা দ্বারা উদ্বোধিত, ঐ শুদ্ধতা অন্যের স্পর্শযোগ্যও হইতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন এবং যাঁহারা জ্ঞানবান্, এইরূপ কতিপয় লোকেই কেবল গোলোকের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। ইহাতেই গোলোকের পরম মহত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব এই পরমগোলোকের নামই পরমশ্বেতদ্বীপ ॥ ২৬ ॥

অতএব ইহা সমুচিতভাবেই উক্ত হইয়াছে যে, যথায় স্বেচ্ছাবিহার বা স্বচ্ছন্দতারূপ আনন্দদায়ক ও বহুবচনবাচক অর্থাৎ বহুসংখ্যক গোপীপদার্থ শ্রীদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ সমস্ত লক্ষ্মীবর্গকে নিজের অন্তর্ভূত করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় একবচনের অর্থে কুণ্ঠিত নহেন অর্থাৎ তাঁহারা বহু। সেই মহাবাক্যার্থের সারভাগ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার যন্ত্রস্বরূপ

অত্র ন কেবলং তস্য দ্বিবর্ণপদস্য বৃত্তাবেব রূঢ়িমবলম্বামহে অপি তু ধ্যানেঽপি, কিন্তু নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেতি শুকানুবাদঃ সামান্যলক্ষ্মীবিজয়ং ব্যনক্তি, লক্ষ্মীসহস্রেতি বিরিঞ্চিবাণী লক্ষ্মী-বিশেষত্বমুরীকরোতি। যস্মাদত্র * কুরুপাণ্ডবশব্দবদযথাবসরং খণ্ডাখণ্ডবাচকতা মতা ॥ ২৮ ॥

তস্য শ্রীশব্দস্য গোপীরূপপদস্য ধ্যানে রূঢ়িমারোহণং ॥ ২৮

গৌতমীয়তন্ত্রস্থিত ("গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষরীয়) মহামন্ত্রে গোপী-জনের বল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণের জপ ঋষিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব সেই সকল পূর্ব্বোক্ত শ্রীপদবাচ্যই যে গোপীপদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥

এই স্থানে আমরা কেবল যে শ্রীশব্দ অর্থাৎ গোপীরূপ দ্বিবর্ণপদের বৃত্তিবিষয়ে (শাব্দবোধবিষয়ে) রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকি এরূপ নহে, ধ্যানেও আমরা গোপীরূপ পদার্থের অধিরোহণ স্বীকার করি। কিন্তু 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেতি' অর্থাৎ "গোপীগণের ন্যায় লক্ষ্মীগণ এই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই"। দশমস্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের এইরূপ অনুবাদবাক্য শ্রীর (সামান্য লক্ষ্মীর) উৎকর্ষ প্রকাশ করে, কিন্তু "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং" অর্থাৎ শতসহস্র সংখ্যক লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রমসহকারে যাঁহার সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন" এই ব্রহ্মসংহিতোক্ত ব্রহ্মবাক্য সহস্র লক্ষ্মীর উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই বাক্যটী বিশেষ লক্ষ্মীভাবের প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কারণ, এই স্থানে কুরু-পাণ্ডবশব্দের ন্যায় যথাসময়ে অখণ্ডবাচকতা এবং খণ্ডবাচকতা স্বীকৃত হই-য়াছে * ॥ ২৮ ॥

---

* কৌরব বা কুরু শব্দটী অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণতাবোধক। পাণ্ডব শব্দটী খণ্ড অর্থাৎ অপূর্ণতাবোধক। আপেক্ষিক মূল পুরুষ কুরুরাজ, তাঁহার বংশেই যুধিষ্ঠিরাদির পিতা পাণ্ডুরাজের উৎপত্তি, তাঁহার পুত্রগণ বস্তুতঃ কৌরব ও পাণ্ডব উভয় নামেই খ্যাত হইতে পারেন, তথাপি নানা কারণে উভয় দলকে পৃথক্ করার জন্য এবং পাণ্ডুর গৌরবসূচনার্থে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবনামে আর দুর্য্যোধনাদি কৌরবনামে খ্যাত। কৌরব বলিলে কুরু হইতে দুর্য্যোধনাদির পিতা ধৃতরাষ্ট্র বা তৎপুত্রগণকে এবং যুধিষ্ঠিরাদিকেও বুঝায়, সুতরাং ঐশব্দ অখণ্ডবোধক আর পাণ্ডব বলিলে সেই কুরুবংশের একাংশ যে পাণ্ডু তাঁহারই পুত্রগণকে বুঝায় সুতরাং খণ্ডবোধক।

তদেবং সতি

তত্রাপি রাধা পরমেতি পাদ্ম-স্কান্দাদিবারাহবিমিশ্রমাৎস্যে।
গোবিন্দবৃন্দাবননাম তন্ত্রে হ্যপ্যভাষি যত্তৎ কথমন্যথা স্যাৎ॥
লক্ষ্মীরভিতঃ স্ত্রিতমা, গোপ্যো লক্ষ্মীতমাঃ প্রথিতাঃ।
রাধা গোপিতমা চেদস্যাঃ কা বা সমা রামা॥ ২৯॥

তদেবম্বিধানাং তাসামপি সর্ব্বাসামেক এব রমণস্ততএব গোকুলধামা গোবিন্দনামা প্রত্যেকমেকামেকাং রমাং রময়তাং রমারমণনাম্নাং পুরুপুরুষাণাং পরমঃ॥ ৩০॥

রাধায়াঃ পরমত্বং ঋষিবাক্যেন ব্যঞ্জয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন পদ্যাভ্যাঞ্চ। তন্ত্রে বৃহদ্গৌতমীয়ে। স্ত্রিতমা স্ত্রীষু শ্রেষ্ঠা॥ ২৯॥

এবম্বিধানাং গোপীনাং রমণত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পরমত্বং ব্যঞ্জয়তি তদেবমিত্যাদিনা। সর্ব্ব-গোপীরমণত্বেন॥ ৩০॥

অতএব যদি এইরূপ স্থির হইল, তাহা হইলেই শ্রীরাধা পরমা বলিয়া বিখ্যাত। বস্তুতঃ ইহা পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বরাহপুরাণাদির অর্থযুক্ত মৎস্যপুরাণের বাক্যে প্রতিপাদিত আছে। এবং বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রশাস্ত্রেও যে গোবিন্দ এবং বৃন্দাবনের নাম কথিত হইয়াছে, তাহার কিরূপে অন্যথা হইবে॥

চারিদিকে অবস্থিত স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। গোপীগণ প্রধান লক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত। এবং যদি শ্রীরাধা সেই গোপীদিগের মধ্যে প্রধান হয়েন, তাহা হইলে কোন্ রমণীই বা এই শ্রীরাধার সমান হইতে পারেন?॥ ২৯॥

অতএব এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত গোপীগণের তিনিই একমাত্র রমণ। সেই কারণেই তাঁহার ধাম গোকুল এবং নাম গোবিন্দ। যে সকল রমারমণ নামে পুরুষ আছেন এবং যাঁহারা প্রত্যেক রমার মধ্যে এক এক রমাতে রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই গোবিন্দ পরমপুরুষ॥ ৩০॥

এইরূপ "নাহং প্রিয়োঽঙ্গ" স্থলে শ্রী শব্দ খণ্ডবাচক বলিয়া একাংশস্বরূপ সামান্য লক্ষ্মীগণকে বুঝাইতেছে "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং" এখানে লক্ষ্মীশব্দ সময়ানুসারে সামান্য অসামান্য সমস্ত লক্ষ্মীবর্গকে বুঝাইতেছে সুতরাং অখণ্ডবোধক।

যত্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িতমৌপপত্যং তৎ খল্ববাস্তবত্বাৎ* পরস্তাদবধ্বস্তমিতি শ্রী-পরমপুরুষশব্দাভ্যাং প্রমিতং, কথায়াস্তু প্রমাণবিশেষগ্রথনয়া প্রথয়িষ্যামঃ ॥ ৩১ ॥

এবং শিষ্টঃ শ্রীরামোঽপ্যতিদিষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ—অশেষা এব চ তরবঃ কল্পতরবঃ সঙ্কল্পদানবলাৎ কেবলাস্মত্তু মান্যতা বন্যসামান্য-বিশেষাত্ত্বেষুচ জাত্যা কল্পতর-বস্তু বিলক্ষণতয়া কৃতলক্ষণা এব ॥ ৩৩ ॥

ননু রমণঃ খলু পাণিগ্রহীতা পতিরেব তদা কথমৌপপত্যং শ্রূয়তে তত্রাহ যত্বিতি ॥ ৩১ ॥

ননু, বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতীরামকেশবয়োর্নৃপ। ইত্যুক্তং, তদা কথং রামস্য স্বরূপং ন নির্ণীয়তে ইতি বিভাব্যাহ এবমিতি। রামস্য কৃষ্ণবিলাসত্বাৎ তেন তৎস্বরূপো নির্দ্দিষ্ট ইতি। শিষ্টঃ অবশিষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

অথাধুনা বৃন্দাবনতরূণামুৎকর্ষং নির্দ্দিশতি কিঞ্চেত্যাদিনা। মান্যতয়া হেতুনা বন্যসামান্যাদ্ যো বিশেষস্তস্মাৎ। গুণৈঃ প্রতীতেতু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণাবিত্যমরঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি বল রমণশব্দে পাণিগ্রহীতা পতিকেই বোধ করায়, তবে কি হেতু ঔপপত্য ভাব শুনা যাইতেছে? এই আশঙ্কার সমাধান করতঃ কহিতেছেন—মধ্যে অর্থাৎ অবতারসময়ে মায়াদ্বারা যে উপপতিভাবের প্রতীতি হয় তাহা অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যাহেতু পরে অবধ্বস্ত (বিনষ্ট) হইবে। শ্রী এবং পরমপুরুষ শব্দদ্বারা এই বাক্য অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কথার মধ্যে (উত্তরচম্পূর ৩১। ৩২ পূরণে) বিশেষরূপ প্রমাণবাক্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাহা বিস্তার করিব ॥ ৩১ ॥

অবশিষ্ট শ্রীবলরামও এই প্রকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবর্ণনেই তাঁহারও স্বরূপ উক্ত হইল বলিয়া পৃথক্ উল্লিখিত হইল না ॥ ৩২ ॥

অপিচ—তথায় যে সমস্ত বৃক্ষ আছে তাহারা সকলেই কল্পতরু, অন্যান্য বনে যেরূপ বৃক্ষ আছে, ইহাঁরাও সেইরূপ, ইত্যাকার সামান্যভাবে ইহাঁদের সম্মান নহে,

---

* অবান্তরত্বাৎ ইত্যপি পাঠঃ। সচ "অবাস্তবত্বাৎ পরস্তাদবধ্বস্তং" ইত্যনুপ্রাসবিরোধিতয়া স্বসিদ্ধান্তবিরোধিতয়াচ ন তাদৃক্ সঙ্গচ্ছতে।

কিঞ্চ—আদর্শনিভ-স্বচ্ছবিভব-নানাদর্শস্পর্শাদিময়—ভূমিকা-ভূমিশ্চ কান্তেব* কান্তের্বৃষ্টিসৃষ্টিকারিণী চিন্তামণীয়তে ॥ ৩৪ ॥

আস্তাং তাবদুত্তরমুত্তরমনুতারতম্যরম্যতাগম্যমহিমা গৃহাদিষু মহাচিন্তামণিময়ী, যস্মাত্তদুদ্ভিন্নাস্তদুদ্ভিদশ্চ তদীয়শোভামাত্মন্যু-স্ভাবয়ন্তি, যত্র চ—

দৃষ্টিশ্রবণময়াতাস্তদ্গোচরিতাশ্চ জাতিরূপাভ্যাং।
নগ-মৃগ-পক্ষিবিশেষাস্তত্রত্যানাঞ্চ চিত্রমাদধতি ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনভূমেরপি মহোৎকর্ষং বর্ণয়তি কিঞ্চ—আদর্শেতি। দর্শো দর্শনং। ভূমিকা রচনা। শোভায়া অভিলাষস্য চ ॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি বিশেষং দর্শয়তি আস্তামিত্যাদিনা। মহাচিন্তামণিময়ী ভূমিরিতি শেষঃ। দৃষ্টীত্যাদি। প্রতিদিনং নিত্যনূতনত্বেন চিত্রং আশ্চর্য্যং ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু ইহাঁরা সঙ্কল্পিত বস্তুমাত্রের প্রদানে সমর্থ কেবল এই জন্যই মান্য। আর যে সকল বৃক্ষজাতিতে কল্পতরু আছে তাহাঁরা বিলক্ষণতাহেতু কৃতলক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গুণদ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ৩৩ ॥

আরও দেখ, বৃন্দাবনের ভূমি সকলও দর্পণতুল্য নির্ম্মল ঐশ্বর্য্যে ও নানাবিধ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যের রচনাস্বরূপ হইয়া এবং রমণীর মত অভিলাষবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া চিন্তামণিরত্নের ন্যায় কার্য্য করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাবনে যে সকল গৃহ প্রভৃতি স্থান আছে, তাহার ভূমি মহাচিন্তামণিরত্নে ব্যাপ্ত ও সুশোভিত এবং ঐ ভূমির কমনীয় ভাবের তারতম্য এবং মহিমা বুদ্ধির অগম্য, ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করিয়াও মহিমা জানা নিতান্ত দুরূহ, অতএব তাদৃশ ভূমির কথা স্থগিত থাকিল। কারণ, বৃন্দাবনসম্ভূত তরুগুল্মাদি উদ্ভিদ্ সকল বৃন্দাবনে নিজ নিজ উৎপত্তিভূমির শোভা আত্মাতে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

যে স্থানে পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং বিশিষ্ট বিহঙ্গগণ দৃষ্টি এবং শ্রবণপথের অগোচর হইলেও কেবলমাত্র জাতি এবং রূপের দ্বারা দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচর হইয়া বৃন্দাবন বাসি ব্যক্তিদিগের প্রতিদিন নিত্যনূতনভাবে আশ্চর্য্য দেখাইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

---

* কান্তেরত কান্তেঃ ইত্যপি পাঠঃ। তথা সতি দীপ্তেঃ অথবা অভিলাষস্য ইত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—তোয়মপ্যমৃতায়তে কিমুতামৃতং । কিঞ্চ-কথাপি যথা গানং তথা কর্ণয়োঃ পানকায়তে কিংমুত স্বয়মেব গানং । কিঞ্চ—গগনমপি নৃত্যচাতুরীধুরীণতামুরীকরোতি নৃত্যং পুনরত্যাবাদৃত্যং ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ—বংশী যথা কংসারাতেরাশু সুখবিলাসং শংসন্তী সহায়তয়াচ লসন্তীচ প্রিয়সখীয়তে ন তদ্বদন্যো ধন্যোঽপি জনঃ সম্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ—চিদানন্দ এব কেবলং * স্বরূপানতিরিক্তশক্তিব্যক্তি-

অধুনা তত্রত্যতোয়াদীনাং বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি কিঞ্চেত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

অধুনা তস্য বংশ্যাঃ সৌভাগ্যং বর্ণয়তি কিঞ্চ বংশী যথেত্যাদিনা ॥ ৩৭ ॥

তস্য ধাম্নস্তাদৃশত্বে কারণমুদ্ভাবয়তি কিঞ্চেতি । চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমিহ সমাখ্যাদ্যমপিচ ইত্যস্য পরং কেবলং চিদানন্দলক্ষণং বস্তু ইহ জ্যোতিঃ প্রকাশকমপি স্যাৎ তথা তেষাং তত্র-

আরও দেখ, বৃন্দাবনে জলও অমৃতের মত, সুতরাং অমৃতের কথা আর কি বলিব? আরও দেখ, কথাও যখন বৃন্দাবনে সঙ্গীতের কার্য্য করে এবং কর্ণযুগলে খণ্ডমরীচাদিসম্মীলনে অভূতপূর্ব্ব পানকরসের মত হইয়া থাকে, তখন স্বয়ং সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব? আরও দেখ, গমনকার্য্যও যে স্থানে নৃত্যচাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথায় স্বয়ং নৃত্য যে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে তাহার আর কথা কি? ॥ ৩৬ ॥

আরও দেখ, যে স্থানে কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী আশু সুখবিলাস প্রকাশ পূর্ব্বক সহায়রূপে শোভা পাইয়া প্রিয়সখীর ন্যায় বিদ্যমান আছেন, সুতরাং ইঁহার মত অন্য আর কোন জনই ধন্য নহে ॥ ৩৭ ॥

আরও দেখ, তথায় কেবল চিদানন্দনামক এক পরমজ্যোতিঃপদার্থ নিজস্বরূপ হইতে অভিন্না যে শক্তি তাহার প্রকাশবলে বস্তুবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া

* "এব কেবলং" ইত্যংশঃ কাটোয়াস্থ ৺গৌরশিরোমণিপুস্তকে নাস্তি ।

রশাদ্ব্যক্তিবিশেষতয়া ব্যক্তীভবন্ গোকুলশব্দ-বল-লব্ধ-লোকবল্লীলাকৈবল্য-কলনায় পুষ্পবদাদিলক্ষণপ্রকাশকতয়া তত্তৎপ্রকাশ্যপুষ্পাদিলক্ষণাস্বাদ্যতয়াচ প্রকাশতে। নতু মর্ত্ত্যলোকবদ্বিপরীতপরিণতিরীতিপরীততয়া বীভৎসিতব্যদ্রব্যতামাপদ্যতে ॥ ৩৮ ॥

স্বানামাস্বাদ্যমপি কেবলং চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব স্যাৎ ইত্যমুমর্থং বিবৃণোতি চিদিত্যাদিনা। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং। ব্যক্তীভবন্ প্রকটীভবন্। কৈবল্যকলনায়—কেবল এব কৈবল্যং, কেবলস্তু কৃৎস্নকে কৃৎস্ন একে নিগদ্যতে ইতি কোষাৎ। লোকবল্লীলাসমুদায়সম্পাদনায়। জ্যোতিঃশব্দোক্তচন্দ্রসূর্য্যাদিলক্ষণপ্রকাশকতয়া তত্তৎপ্রকাশ্যং যৎ পুষ্পাদি কুমুদপদ্মপুষ্পাদি তদ্রূপং যদাস্বাদ্যং তত্তয়াচ। পরীততা ব্যাপ্ততা ॥ ৩৮ ॥

গোকুলশব্দের শক্তিলব্ধ কেবলমাত্র সাধারণ লোকের মত লীলারচনা করিবার জন্য, জ্যোতিঃশব্দোক্ত চন্দ্রসূর্য্যাদির লক্ষণ প্রকাশ করাতে, তত্তৎ প্রকাশযোগ্য কুমুদ, পদ্মপুষ্প প্রভৃতির লক্ষণদ্বারা আস্বাদনযোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের মত বিপরীত পরিণামের প্রণালীদ্বারা ব্যাপ্ত থাকিয়া বীভৎসরসাত্মক দ্রব্যরূপে পরিণত হয় না ॥

তাৎপর্য্য—যেমন জ্যোতিঃপদার্থের পুঞ্জীভূত তেজ সূর্য্য চন্দ্রাদি ও তাহাদের দ্বারা প্রকাশ্য পুষ্পাদি সাধারণের গ্রাহ্য বা আস্বাদ্য হয়, কিন্তু মূল জ্যোতিকে সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই মত যিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও নিজের স্বরূপশক্তির প্রাকট্য হওয়ায় সাধারণ জনের মত প্রকাশ হইয়াছেন এবং চিন্ময় গোকুলে যাঁহার বৈভব সেই গোকুলও সাধারণ গোকুল হইয়াছেন, তথা সেই গোকুলশব্দের সামর্থ্যবশতই যিনি সাধারণ গোকুলের মত কেবল লীলাপ্রকটন করিতেছেন, ইহাতেই সকলের পক্ষে তিনি গোচর হইয়াছেন অর্থাৎ সকলে সেই লীলারসের আস্বাদ করিতে অধিকারী হইয়াছেন। অপিচ বৃন্দাবনস্থিত পুষ্পাদি পদার্থও ভৌতিক নিয়মাক্রান্ত নহে, উহাও অবিচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন ॥ ৩৮ ॥

তথাচ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণে বৈকুণ্ঠস্থ-দ্রব্যতত্ত্বং নিরূপিতং ।

গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকং ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ ।
ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ ।
তৎসর্ব্বং ভৌতিকং বিদ্ধি নহি ভূতময়ং হি তৎ ॥

ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

তথাপি—প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥

ইতি ব্রহ্মবচনানুসারেণ কৃতপ্রপঞ্চানুকারে লীলাসারে তস্য

তত্র ঋষিবাক্যং প্রমাণয়তি তথাচেতি । ভূতঃ সত্যশ্চ ॥ ৩৯ ॥
নন্বু তথাস্বরূপত্বে কথং প্রকটে তন্নোপলভ্যতে তত্রাহ তথাপীতি ॥ ৪০ ॥

এজন্যই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে বৈকুণ্ঠস্থিত দ্রব্যতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে যথা—গন্ধরূপ হইলেও স্বাদরূপে বিখ্যাত বলিয়া যে পুষ্পপ্রভৃতি দ্রব্য আছে, তথা রসযুক্ত ভৌতিকদ্রব্য হইলেও এই স্থানে কেবল রসরূপ হইয়া থাকে। এই ধামে কোন বস্তুরই হেয় বা পরিত্যাজ্য অংশ নাই সুতরাং অত্রত্য বস্তুসকল কেবল রসরূপ। ফলের যেমন ত্বক্ (চোঁকা) ও বীজ (আঁঠি) প্রভৃতি কঠিনাংশকে হেয়াংশ কহে। বস্তুতঃ এ সমস্তকেই পাঞ্চভৌতিক বস্তু বলিয়া জানিবে, কিন্তু অত্রত্য ধামের ফলপুষ্পাদি সেরূপ পাঞ্চভৌতিক নহে, উহা ভূত (সত্য) রসময় অর্থাৎ আস্বাদ্য বা চিন্ময়স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

তাহা হইলেও (দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যে উক্ত আছে যে) হে ভগবন্! আপনি বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল ভক্তজনের আনন্দসমূহ বিস্তারের জন্য এইরূপ প্রপঞ্চ (জড় জগৎ) বিস্তার করিতেছেন।

এই ব্রহ্মার বাক্যের অনুসারে প্রপঞ্চ অর্থাৎ সাধারণ সংসারের অনুকারী

তৎপ্রপন্নজনস্যচ যথাবেশঃ স্যাৎ, ন তথা নিত্যাকারেঽপীতি লভ্যতে॥ ৪০॥

ততঃ পূর্ব্বত্র তস্য তস্য চাবেশঃ পরত্রচ প্রবেশঃ স্যাৎ॥৪১॥

ততশ্চ তদিচ্ছাবশাল্লীলাশক্তিঃ পরত্রচ প্রায়স্তৎপ্রায়ং সর্ব্বং ব্যক্তীকরোতীতি বিবেক্তব্যং॥ ৪২॥

কিঞ্চ—মুরজিন্মুরলীকলীখুরলীচ স্বমাধুরীপ্রদুগ্ধমুগ্ধসুরভি-দুগ্ধানাং সুরভীণামূধোগিরিতঃ সরিতঃ প্রসারয়ন্তী পরিতঃ পরিখায়মাণং ক্ষীরবারিধিং বিস্ফারয়তি। তত্র কামধেনুতয়া

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রপঞ্চজনস্যচ প্রকটাপ্রকটলীলয়োর্ভাবভেদং দর্শয়তি তত ইত্যাদিনা। পূর্ব্বত্র কৃতপ্রপঞ্চানুকারে। তস্য তস্য কৃষ্ণস্য প্রপন্নজনস্যচ। পরত্রচ নিত্যাকারে॥ ৪১॥

ননু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ সর্ব্বাংশে তুল্যতা কিম্বা কশ্চিদ্বিভেদোঽপ্যস্তি ইতি শঙ্কাং নিরাসয়িতুমাহ ততশ্চেত্যাদিনা। পরত্রচ নিত্যাকারে॥ ৪২॥

পূর্ব্বত্রোত্থাপিতায়াং ব্রহ্মসংহিতায়াং, স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চেত্যুক্তং তত্র কারণং সঙ্গময়তি কিঞ্চেত্যাদিনা। মুরজিতো মুরল্যা যা কলী অল্পাব্যক্তমধুরধ্বনিঃ তস্যাঃ খুরলী

সারপূর্ণ লীলাকার্য্যে তাঁহার এবং তদীয় আশ্রিত জনগণের যেরূপ আবেশ হইয়া থাকে, নিত্যাকার লীলাসারেও সেরূপ হয় না, ইহাই লাভ হইতেছে॥ ৪০॥

অতএব প্রপঞ্চের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের এবং আশ্রিতজনের আবেশ ও নিত্যাকারে প্রবেশ হইয়া থাকে॥ ৪১॥

সুতরাং তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি প্রপঞ্চসদৃশ সকল বস্তুকেই যে নিত্যাকারে প্রায়শঃ প্রকটিত করিয়া থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে॥ ৪২॥

অপিচ, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর যে কলী অর্থাৎ অল্পাব্যক্ত মধুরধ্বনি, তাহার যে খুরলী অর্থাৎ অভ্যাস তাহা স্বীয় মাধুরীদ্বারা মধুর অপেক্ষাও মধুর ও সুগন্ধ দুগ্ধক্ষরণকারিণী সুরভিসকলের ঊধঃ অর্থাৎ স্তনরূপ পর্ব্বত হইতে নদী বিস্তার করিয়া সকলদিকে পরিখার ন্যায় ক্ষীরসমুদ্রকে বিস্তার করিতেছে। অপর

নিকামমেব স্নুবতীনাং ক্ষীরবাহিতাপি প্রাচুর্য্যেণৈব পর্য্যবসায্যতে ॥ ৪৩ ॥

ততো নানারসা অপি তা নদ্যঃ প্রতিপদ্যন্তে বিদ্যাবিদ্ভিঃ॥৪৪

কিঞ্চ—যত্রচ তৎ কৈশোরানুরূপার্দ্ধবার্দ্ধকযৌবন-নবযৌবনাদিবয়স এব তৎপিতৃভ্রাতৃসখিপ্রভৃতয়স্তে নিখিলবর্গা নান্যামবস্থামাশ্রিতা ভবন্তি ॥ ৪৫ ॥

অন্যচ্চ—যস্য চ গোলোকস্য মধ্যমধ্যাস্য স্ফুটতরানেকসহস্র-

অভ্যাসঃ। কলেতি পাঠঃ সুষ্ঠু। প্রচুষ্কঃ ক্ষরিতঃ। সুরভি সুরভিগন্ধি। ক্ষীরবাহিতা ক্ষীরবহনশীলত্বং ॥ ৪৩ ॥

কামধেনবঃ খলু নানারসান্ দুহন্তি ক্ষীরন্ত নিকামমেব, অতঃ ক্ষীরাব্ধির্জাতঃ। এবং নানারসক্ষরণেন নানা নদ্যো জাতা ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা ॥ ৪৪ ॥

ননু শ্রীকৃষ্ণস্য পরিকরাণাং গোপাদীনাং অন্যজীববৎ যড়্ভাববিকারত্বমাসীৎ, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রাকট্যানন্তরং তত্তদবস্থাসু স্থিতা আসন্ ইত্যাশঙ্কায়াং সিদ্ধান্তং সঙ্গময়তি কিঞ্চেত্যাদিনা। তৎ কৃষ্ণস্য নিত্যকৈশোরবৎ ॥ ৪৫ ॥

ননু সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদমিত্যুক্তং তস্য স্বরূপং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ অন্যচ্চেত্যাদিনা ॥ ৪৬ ॥

তথায় যে সকল ধেনু আছে, তাহারা সকলেই কামধেনু। এই কারণে তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের ক্ষীরবাহিনী শক্তি প্রচুর পরিমাণেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

এই জন্যই পণ্ডিতগণ সেই সকল নদীকে নানারসবাহিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

অপিচ, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোরের অনুরূপ অর্দ্ধবার্দ্ধক্য যৌবন ও নব যৌবনাদি বয়ঃক্রমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা, ভ্রাতা ও সখা প্রভৃতি নিখিল বান্ধববর্গ অন্য অবস্থাকে আশ্রয় করেন না, অর্থাৎ যাঁহার যে অবস্থা তাঁহার সেই অবস্থা নিত্যই রহিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না ॥ ৪৫ ॥

আরও দেখ, যে গোলোকের মধ্যপ্রদেশে তিনি উপবেশন করিয়া সম্যক্

পত্রীপরিচিতমজস্রমেব খল্বমলং মহামণিকমলং গোকুলনামতয়া নিজরূপং নিরূপয়তি। গোগোপাবাসব্রজরূপব্রজ এবাহ-মস্মীতি ॥ ৪৬ ॥

ন্যায়বিন্যস্তমেব খল্বিদং রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি। যথা জলজ-শব্দেনাপ্সবমাত্রং নোচ্যতে কিন্তু কমলমেব, রূঢ়িতামেব খল্বাখ্যা-গ্রহণমাবিষ্করোতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকদেবেনাপ্যেতদপেক্ষয়োক্তং "ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ" ইতি বরট্প্রত্যয়ঃ খল্বত্র শীলার্থতাপরঃ। তদেব চাম্নাতং "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং" ইতি ॥ ৪৮ ॥

ননু গোকুলস্য কথং ব্রজরূপত্বং তত্রাহ ন্যায়বিন্যস্তমিতি। তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি রূঢ়িতেতি। অপ্সু ভবমপ্সবং গোকুলনাম ॥ ৪৭ ॥

ব্রজস্য গোকুলাভেদং প্রমাণয়তি শ্রীশুকেত্যাদিনা ॥ ৪৮ ॥

প্রস্ফুটিত ও বহুসহস্রপত্রপরিব্যাপ্ত বিমল মহামণিরূপ কমলকে "গোকুল" এই নাম দিয়া প্রসিদ্ধ নিজরূপই নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, "গো এবং গোপদিগের আবাসসমূহরূপ যে ব্রজভূমি তাহা আমি, অর্থাৎ আমাতে ও গোবাস ও গোপাবাসরূপ গোলোকে কোন ভেদ নাই" ॥ ৪৬ ॥

এই গোকুলত্ব নিশ্চয়ই ন্যায়ানুসারে উপন্যস্ত হইয়াছে। যেহেতু, রূঢ়ি-অর্থ যোগার্থকে অপহরণ করিয়া থাকে। যেমন জলজ শব্দে জলজাত বস্তুমাত্রকে বুঝায় না, কিন্তু কেবল কমলকেই বুঝায়। নিশ্চয়ই জানিবে যে, পদার্থের নাম-গ্রহণ কেবল রূঢ়িভাবেরই আবিষ্কার করিয়া থাকে। প্রকৃতার্থেও—এস্থলে গোকুল-শব্দে গোসমূহ না বুঝাইয়া ব্রজধামকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

দশমস্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকদেবও এইরূপ অর্থ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, "ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ঈশ্বর। এই স্থানে ঈশ ধাতুর উত্তর নিশ্চয়ই শীলার্থে বরট্ প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ বাক্য বেদেও উক্ত আছে যে, "গোকুলই বনবৈকুণ্ঠ" অর্থাৎ বনমধ্যে গোকুল বৈকুণ্ঠ ॥৪৮॥

অথ শ্রীমদ্‌ব্রজরাজতনূজতাশীললীলস্য মহাভগবতস্তদীয়কর্ণিকামধ্যমধিকৃত্য নানাবর্ণধামতয়া নির্ব্বর্ণিতমণিময়মহাধামনিকামমুদ্‌ভ্রাজতে। যদেব স্বয়মনন্তাংশসম্ভূতমিতি স্ফুটমনন্তধা প্রকাশতে।

যস্মিন্ কেশরবিসরান্, প্রাচীরাঙ্গান্ সমন্ততঃ সময়া।
সদয়া দায়াদায়াঃ, সোপাসীনা বসন্তি গোপালাঃ ॥
গোকুলতাবলতস্তদপি সম্বলতে। তথাহি—
অংশা ভাগা দায়াস্তদ্ধিতযোগেন দায়বন্তশ্চ।
তৎ কিল জাতের্ভাগা বকজিতি তে সন্তি দায়বন্তশ্চ ॥

কেশরবিসরানিতি হাদিস্থাদ্বিতীয়া। সময়া নিকটে। দায়াদা ইব আচরন্তি যে তে দায়াদায়াঃ। গোকুলতেত্যত্র গোশব্দেন স্বজাতিরেবোচ্যতে।

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজের পুত্রত্বস্বভাবসম্পন্ন মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলনামক কমলের কর্ণিকার মধ্য অধিকার করিয়া নানাবিধ বর্ণের আশ্রয়স্বরূপ হওয়াতে পূর্ব্বদৃষ্ট মণিময় মহাগৃহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহা স্বয়ং অনন্তের অংশসমুৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ্যে অনন্ত ভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে গৃহে প্রাচীরের অঙ্গস্বরূপ কেশরসমূহের নিকটে চারিদিকেই উপাসক ব্রাহ্মণগণের সহিত দয়াযুক্ত দায়াদায় অর্থাৎ জ্ঞাতিস্বরূপ গোপালগণ বাস করিতেছেন। গোকুলতাশব্দের বলে তাহাও সঙ্গত হইয়া থাকে—

দেখ, অংশ বা ভাগসকলকে দায় বলে। দায় শব্দের উত্তর তদ্ধিত (অর্শ আদ্যচ্) প্রত্যয় করিয়া দায়পদ সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং দায়শব্দে "দায়বান্" এই অর্থ হইতেছে। অতএব নিশ্চয়ই গোপজাতির সেই সকল ভাগ বকাসুরনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের উপর বিদ্যমান আছে, তাহাতেই তাঁহারা "দায়বন্তঃ" বা অংশবিশিষ্ট। অথবা "তাহাতে অংশ আছে যাহাদের" এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার

তস্মিন্নংশো যেষামিতি বা গম্যো বহুব্রীহিঃ।
ব্রীহির্নিভস্তৎপ্রেমা তেষাং বৃত্তৌ তদাশ্রয়ো যুক্তঃ ॥ ৪৯ ॥
তদেবমেষাং তজ্জাতিত্বমেবোক্তং শ্রীশুকেন।
"এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥" ইতি ॥৫০॥
পত্রাণি তত্র কমলে কমলালয়ানা-
মংশেন কেলিবিপিনানি ভবন্তি যেষু।
চিন্তামণিপ্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু নিভৃতং রমতে মুকুন্দঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্ বকজিতি। ব্রীহির্জীবনহেতুর্ধান্যাদি। বৃত্তৌ জীবনোপায়ে ॥ ৪৯ ॥
গোপানাং শ্রীকৃষ্ণস্বজাতিত্বে প্রমাণং দর্শয়তি তদেবমিত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥
ব্রহ্মসংহিতায়াং গোকুলকমলস্য সহস্রপত্রতা উক্তা তস্যাঃ সাফল্যং দর্শয়তি পত্রাণীত্যাদিনা। নিভৃতং নতু সর্ব্বৈর্দৃশ্যঃ সন্ ॥ ৫১ ॥

করিতে হইবে। ব্রীহি অর্থাৎ ধান্যাদি যেমন মানবের জীবনের হেতু, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম গোপালদিগের জীবনের হেতু, এজন্য দায়াদ গোপালগণের "দায়াদ" এই পদের সমাসে বহুব্রীহি সমাসের আশ্রয় লওয়াই উপযুক্ত ॥ ৪৯ ॥

অতএব শ্রীশুকদেবও এইরূপে এই সকল আত্মীয়বর্গকে শ্রীকৃষ্ণের সমান জাতিরূপেই বর্ণন করিয়াছেন।

১০ স্কন্ধের ৩৬ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শুকদেব কহিলেন, যথা—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ককুদ্মী অর্থাৎ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বিনাশ করিয়া স্বজাতি গোপগণ কর্ত্তৃক পরিস্তুত হইলেন এবং তিনি গোপীদিগের মূর্ত্তিমান্ নয়নোৎসব হইয়া বলদেবের সহিত গোকুলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই গোকুলনামক কমলপুষ্পের পত্রসকল লক্ষ্মীস্বরূপা গোপীদিগের স্ব স্ব অংশদ্বারা কেলিবন হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত ও চিন্তামণি-রত্নরাশি-বিনির্ম্মিত বহুসংখ্যক গৃহের মধ্যে অপরের অদৃশ্য বা নিভৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

তত্রাধিরাজ্যং কিল রাধিকামনু
প্রত্তং প্রিয়েণেতি পুরাণবিশ্রুতং ।
অহন্তু মন্যে পুনরুক্তমেব তদ্—
গুণেন তস্যাঃ সচ যদ্বশং গতঃ ॥ ৫২ ॥

ইহ চ পূর্ব্বং যদেব শ্রীপরমপুরুষ-শব্দাভ্যামধ্যবসিতং তদেবাধ্যবসীয়তে। তাসু কেবলাসু ব্রজরাজসুতবধূভাবস্য লব্ধপ্রসিদ্ধিতাং বিনা ব্রজকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি॥৫৩

অথ কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকমলপত্রবদুন্নতপার্শ্বদ্বয়াবয়বতয়া বহি-

নমু শ্রীকৃষ্ণস্য গোকুলেশ্বরত্বং প্রতিপাদিতং তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে শ্রীরাধায়াস্তদীশ্বরত্ববর্ণনাৎ ইতি বিভাব্য সঙ্গময়তি তত্রাধিরাজ্যমিত্যাদিনা। প্রত্তং প্রদত্তং ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি যদুক্তং তত্তু যুক্ত্যাপি সাধয়তি ইহ চ ইত্যাদিনা ॥ ৫৩ ॥

তস্য ধাম্নঃ অন্তঃপুরীবৎ সংস্থাং বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। কিঞ্চিৎকুঞ্চিতেতি। ঈষৎকুঞ্চিত-পদ্মপত্রবদুন্নতং যৎ পার্শ্বদ্বয়ং তদেবাবয়বং যেষাং তদ্ভাবস্তয়া। বহির্দুর্লঙ্ঘ্যং শৃঙ্গমুচ্চতা যস্য

সেই গোকুলমধ্যে অতিপূর্ব্বে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া যে তাঁহার রাজ্যসুখ দান করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু, সেই শ্রীরাধিকার গুণে শ্রীকৃষ্ণই যখন বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন আমি ঐ পুরাণকথাকে নিশ্চয়ই পুনরুক্তদোষে দূষিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ৫২ ॥

এই প্রকরণে ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মসংহিতার অনুসারে শ্রীশব্দ এবং পরমপুরুষ শব্দদ্বারা যে মায়িক ঔপপত্য নিরাকরণপূর্ব্বক স্বাপত্যভাব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাই এস্থানে স্থিরীকৃত হইতেছে। ব্রজরাজসুত শ্রীকৃষ্ণের বধূভাব যদি ঐ সমস্ত রমণীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ না করিত, তাহা হইলে ব্রজের সমস্ত কমলপত্ররাশির উপর আধিপত্য প্রকাশ সফল হইতে পারিত না ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বে যে গোকুলরূপী গোলোকের উপবনসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার অবয়বসন্নিবেশ বর্ণিত হইতেছে। গোকুল একটী পদ্মের মত, উহার পত্র-

দুর্ল্লঙ্ঘশৃঙ্গমণিময়ালবালশোভামত্রাণাং পত্রাণামন্তরালেষু কেশ-রাদবতীর্ণানি বিস্তীর্ণানি পৃথক্ পৃথগুপনিষ্করাণি বিরাজন্তে। তেষামগ্রিমসন্ধিষু স্ফুটমধিমধ্যমধ্যস্তসমস্তেশগোষ্ঠানি গোষ্ঠানি বিভ্রাজন্তে, যত এব তৎপর্য্যন্তস্য তস্য গোকুলতাবকলিতা ॥৫৪॥

এবম্ভূতং যৎ মণিময়মালবালং তস্য শোভৈব অমত্রং আধারো যেষাং তেষাং। উপনিষ্করাণি সংসরণপথাঃ। ঘণ্টাপথঃ সংসরণং তৎ পুরস্তোপনিষ্করমিত্যমরঃ। অধ্যস্তানি সমস্তানি ঈশগোষ্ঠানি রাজগোষ্ঠানি যত্র তানি ॥ ৫৪ ।

গুলি উপবনস্বরূপ। বিকসিত পদ্ম কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলে তাহার পত্রগুলির প্রান্তভাগ যেমন ঈষৎ উন্নত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উপবনের চতুঃপার্শ্বে মণিনির্ম্মিত আলবাল সকল শোভিত থাকায় উপবনাবলী অপরের দুর্লঙ্ঘ্য হইয়াছে। বিভিন্ন পত্র সকলের মধ্যে যে অবকাশ আছে তথায় এক একটী বিস্তীর্ণ* রাজপথ মধ্যস্থিত কেশরস্বরূপ কৃষ্ণভবন হইতে নির্গত হইয়া শোভা পাইতেছে, উল্লিখিত পত্রস্বরূপ বিভিন্ন উপবনের প্রান্তভাগ পরস্পর সংলগ্নভাবে বিরাজমান। ঐ প্রান্ত-ভাগে গোস্থান সকল শোভা পাইতেছে, ঐ গোস্থানের মধ্যে গোপগণ ও গোপে-শ্বর নন্দমহারাজ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেহেতু ঐ পদ্মের সেই স্থান পর্য্যন্তই গোকুল নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

* নগরের যে পথ দিয়া গজাদি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুসকল সাবকাশ ভাবে গমনাগমন করিতে পারে তাহার নাম ঘণ্টাপথ, উপনিষ্কর বা রাজপথ। গোলোকধামটি অষ্টদল পদ্মের মত। কেশর হইতে শেষ পত্র পর্য্যন্ত ৮টী ভাগ। ইহার কেশরে শ্রীকৃষ্ণের স্থান, তাহার অতিনিকটের পরবর্ত্তী দল-শ্রেণীতে শ্রীরাধাদি প্রেয়সী ও অষ্টনায়িকার স্থান। তাহার পর দলে বন্ধুবর্গের স্থান। তাহার পর দলে রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাসবর্গের স্থান, তাহার পর দলে যশোদা রোহিণী প্রভৃতি মাতৃ-বর্গের স্থান, তাহার পর দলে নন্দ উপনন্দাদি ও পর্জ্জন্যাদি পিতৃপিতামহাদির স্থান, তাহার পর বৃদ্ধগণের সম্মুখে গোগণের স্থান। (গোলোকের বাসপরিপাটী এইরূপ জানিতে হইবে। পরে ৯৮ সংখ্যক গদ্যেও ইহার আভাস আছে)।

তত্রাপি দোহসময়ং সময়া সমেন
গোবৃন্দপালবলয়েন নিবিশ্য পশ্যন্।
চিন্তামণিপ্রচিতসদ্মসু কল্পশাখি-
পদ্মাবৃতেষু সুরভীরভিপাতি কৃষ্ণঃ ॥ ৫৫ ॥

যস্য চ সমীপগানামালয়রূপস্য কমলস্য সর্ব্বতশ্চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ব্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি, তদ্বহিরন্তরং সমস্তদীপায়মানঃ স মহাদ্বীপায়মানঃ পরমসুবেশঃ সর্ব্বশ্চ দেশঃ শ্বেতদ্বীপ ইত্যাচক্ষতে গোলোক ইতি চ। যস্তু বহির্ভাগঃ সাগরবদপারিচ্ছেদ্যস্তত্র বিগতশোকা ধারিত্রনিভবিচিত্রলোকাঃ সলোকা বিদ্যন্তে। পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি ॥ ৫৬ ॥

তেষু গোষ্ঠেষু শ্রীকৃষ্ণস্য সুরভীগণপালনক্রীড়াং বর্ণয়তি তত্রাপীতি শ্লোকেন। দোহসময়স্য মধ্যে। সময়ান্তিকমধ্যয়োরিতি নানার্থাৎ। সমেন তুল্যেন। পদ্মশব্দোঽত্র সংখ্যাবাচী ॥ ৫৫ ॥

তস্য গোকুলস্য বৃন্দাবননামতাং শ্বেতদ্বীপনামতাং গোলোকনামতাঞ্চ নির্দ্দিশতি যস্য চেত্যাদিনা। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। বহিরিত্যাদি সুগমং। ধারিত্রং ধরিত্রীভবং ॥ ৫৬ ॥

সেই স্থানেও শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোবৃন্দপালনকারী গোপগণের সহিত গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দোহনসময়ে পদ্মসংখ্যক কল্পবৃক্ষপরিবৃত চিন্তামণিনির্ম্মিত ভবনসমূহে সুরভীদিগকে পর্য্যবেক্ষণ ও প্রতিপালন করেন ॥ ৫৫ ॥

বৃন্দাবন, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ, গোকুলেরই যে এই তিন নাম, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ তাঁহাদিগের আলয়রূপ পদ্মের চতুষ্পার্শ্বে যে চতুষ্কোণ স্থল আছে, পণ্ডিতগণ সেই সমস্ত স্থলকেই বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন, ঐ বৃন্দাবনের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগকে দীপের ন্যায় প্রকাশ করিয়া মহাদ্বীপতুল্য পরমসুন্দর স্থলসকল শ্বেতদ্বীপ ও গোলোকশব্দে কথিত হয়েন। সেই বৃন্দাবনের যে বহির্ভাগ সমুদ্রের ন্যায় পরিচ্ছেদরহিত, সেই স্থানে যে সকল লোক আছেন তাঁহাদের শোক নাই, তাঁহারা পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয় সংসারিলোকদিগের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও সকলেই যেন অন্য বৈকুণ্ঠবাসি লোকসকলের মত। আর পণ্ডিতেরা পত্রস্থিত বনসকলকে কেলিবৃন্দাবন বলিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

যথোক্তং পঞ্চরাত্রে—

মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলিবৃন্দাবনানি চ ॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥

অথ চতুরস্রমনু কমলাৎ পতয়ালুতয়া পরিতঃ স্রবন্তী র্মধু-ধারাঃ পিবন্ত ইব পুনরপরতৎপানায় বমন্ত ইবচ দক্ষিণপশ্চি-ময়োঃ সর্ব্বতঃ পর্ব্বতষট্‌পদা দৃশ্যন্তে। যত্র চ তত্রাপি মহামণি-ময়কূটঘনঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ কূটীভূতমহানিধিবদখর্ব্বমানন্দগর্ব্বং সর্ব্বাধিপতেরপ্যাবির্ভাবয়তি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধননামা চায়ং রমণীয়মণিশিলাভিঃ সমাসনমাসনং ১।

তত্র তত্র প্রমাণং দর্শয়তি যথোক্তমিত্যাদিনা ॥ ৫৭ ॥

ননু কমলাৎ মধুধারাঃ ক্ষরন্তীতি প্রসিদ্ধং, এতৎকমলাৎ ততা মধুধারাঃ কিংরূপা ইত্য-পেক্ষায়ামাহ অথেত্যাদিগদ্যেন। পর্ব্বতা এব ষট্‌পদা ভ্রমরাঃ। স্রবন্তীর্নদীঃ। সর্ব্বাধিপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি ॥ ৫৮ ॥

গোবর্দ্ধনস্য শ্রীকৃষ্ণভক্তবর্য্যত্বং বর্ণয়তি শ্রীত্যাদিমহাগদ্যেন। সমাসনমাসনমিত্যস্য

নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে—সেই স্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলি-বৃন্দাবনসকল অবস্থিত আছেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর বৃন্দাবনের দক্ষিণ এবং পশ্চিমভাগে সকল স্থানেই পর্ব্বতরূপ ভ্রমর-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গোকুলকমল হইতে বহির্গত হইয়া চারি দিকে মধুধারাবাহিনী যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে, ঐ সকল পর্ব্বতরূপ মধুকরগণ সেই সকল নদীদিগকে যেন মধুধারার ন্যায় পান করিতেছে এবং অপর লোকেও তাহা পান করিবে বলিয়া যেন তাহারা মধুধারা-বাহিনী নদীদিগকে উদ্‌গিরণ করিতেছে। যে চতুষ্কোণে ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে মহামণিময় স্থূল শিখরাবলীদ্বারা নিবিড় হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বত রাশীকৃত মহামণির ন্যায় সর্ব্বাধিপতি শ্রীকৃষ্ণেরও অতিশয় আনন্দগর্ব্ব উৎপাদন করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

এই হরিদাসশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধননামক পর্ব্বত নানাবিধ উপচারে যেপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া থাকেন তাহা বর্ণিত হইতেছে - রমণীয় মণিশিলাদ্বারা সম আসন

খগাবলিকলিতকাকলীভিঃ স্বাগতং স্বাগতং ২। শ্যামাকদূর্ব্বাব্জ-বিষ্ণুক্রান্তা-পর্য্যগাক্রান্ততির্য্যঙ্নির্ঝরীভির্নিষ্পাদ্যং পাদ্যং ৩। চঞ্চন্মৃগচরণন্যঞ্চদক্ষতদর্ভানন্তাঙ্কুরৈঃ সমর্ঘ্যমর্ঘ্যং ৪। তীর-সনীড়জাতলবঙ্গককোলসঙ্গতপল্লবৈরলমাচমনীয়মাচমনীয়ং৫। নব-নব-নবপ্রসূতগবী-নবীন-স্রুত-ক্ষীরপরিণত-দধিতৎপ্রসৃতঘৃতশবল-নৈস্তরূপহৃতমধুপর্কং মধুপর্কং ৬। শিখরশেখরশিলাসরপ্রখর-ধারাপাতৈরনুকৃতস্নপনপরিচর্য্যাপ্রীতিমজ্জনং মজ্জনং ৭। দুকূল-বদনুকূলসংশ্লেষস্বর্ণবর্ণবৃক্ষবিশেষবল্কলৈঃ কলিতসুখবসনং বসনং৮।

হরিং পরিকলয়ন্নিত্যাদিনান্বয়ঃ। সম্যগাস্ততেঽত্রেতি সমাসনং। স্বাগতং সুখেনাজ্ঞাতং স্বাগতং সুখেন আগতং। নির্ঝরীভিঃ কল্পো নির্ঝরো নির্ঝরী তাভিঃ। অনন্তাঙ্কুরৈঃ অনন্তা দূর্ব্বা তস্যা অঙ্কুরৈঃ সমর্ঘ্যং সুলভং আচমনীয়ং আচমনায় হিতং আচমনীয়ং জলং। শবলনৈস্তরূপেতি বিশে-ষণে তৃতীয়া। তরূপহৃতমধুপর্কং তরুভিরুপহৃতং যন্মধু তেন পর্কঃ সম্পর্কো যস্য তং। অনু-কৃতাঃ স্নপনপরিচর্য্যায়াং প্রীতিমন্তো ভক্তা যত্র তৎ। কলিতসুখবসনং কৃতসুখাচ্ছাদনং। স্বভাবানুবন্ধগন্ধসুগন্ধশিলাশতপরিণতহরিচন্দনগৌরগৈরিকৈঃ—স্বভাবোঽনুবন্ধঃ কারণং যস্য

অর্থাৎ উপবেশন স্থান, ১। পক্ষিগণের মধুরশব্দদ্বারা স্বাগত অর্থাৎ সুখবশতঃ জ্ঞাত স্বাগত ২। শ্যামাক (শ্যামাধান্য) দূর্ব্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) সহিত সকল দিকে ক্ষরিত ও বক্রীভূত নির্ঝরের জলদ্বারা নিষ্পন্ন পাদ্য ৩। ইতস্ততঃ গমনশীল মৃগের চরণপাতে অবনত অথচ অক্ষত, কুশাঙ্কুর ও দূর্ব্বাঙ্কুরদ্বারা সুলভ অর্ঘ্য ৪। তীরসমীপে সমুদ্ভূত লবঙ্গ ও কক্কোল অর্থাৎ কোশফল বা কাঁকলাযুক্ত কুণ্ড-জলদ্বারা আচমনযোগ্য আচমনীয় জল ৫; নূতন নূতন নবপ্রসূত ধেনু-গণের ক্ষরিত ক্ষীর হইতে রূপান্তরিত দধি এবং দধিজনিত ঘৃতমিশ্রিত বৃক্ষদত্ত মধুসংযুক্ত মধুপর্ক ৬। প্রীতিমান্ ভক্তজনে যেমন প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে মজ্জন (স্নান) করাইয়া থাকেন, শৃঙ্গাগ্র শিলা হইতে ক্ষরিত প্রখর ধারাপাত-দ্বারা (স্নান করাইতে যেরূপ পরিচর্য্যার প্রয়োজন সেই ভাবে) ঐ ভক্তজনের অনুকরণে প্রদত্ত মজ্জন বা স্নানীয় জল ৭। পট্টবস্ত্রের ন্যায় প্রিয়স্পর্শ ও পরিপাটীযুক্ত স্বর্ণবর্ণ ভূর্জ্জাদি বৃক্ষবিশেষের বল্কলদ্বারা কলিত সুখবসন অর্থাৎ সুখাচ্ছাদন

স্বভাবানুবন্ধ-গন্ধ-সুগন্ধ-শিলাশত-পরিণতহরিচন্দনগৌরগৈরিকৈশ্চর্চ্চাতিশয়ং চর্চ্চাতিশয়ং ৯। প্রফুল্লমালমালতীলতাদিভির্নন্দিতসুমনসঃ সুমনসঃ ১০। গব্যাখুরব্যাহৃতিজাত্যগুরুদারুধূমৈর্ব্যাহৃতসর্ব্বধূপং ধূপং ১১। দিবাপি বিদ্যোতি-মণিনিকরজ্যোতির্ভিঃ সর্ব্বসম্পদুদ্দীপং দীপং ১২। মঞ্জুলগুঞ্জাপিঞ্ছাদিবিচ্ছোলীবাঞ্ছিতনির্ম্মাণৈঃ কৃতসুষমাভরণমাভরণং ১৩। অভিলাষানুকূল-ফল-মূল-বলয়ৈঃ সর্ব্বসুখসমাহারমাহারং ১৪। পুষ্পবাসিতশীতলজল-বলয়িতপুনরাচমনমনু * বিমলপরিমলাতুলতুলসিকাপল্লবাদিভির্মুখবাসনং মুখবাসনং ১৫। মরুদুচ্চলস্ফুটৎপুষ্পসম্পচ্চম্পক-

তাদৃশো গন্ধো যাসাং তাসাং শোভনগন্ধশিলানাং শতং তেন সহ পরিণতা মিলিতা যে হরিচন্দনগৌরগৈরিকাস্তৈঃ। চর্চ্চাতিশয়ং—চর্চ্চাঃ সামান্যচর্চ্চা অতিশেতে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে তাদৃশং চর্চ্চাধিকং তং চর্চ্চাতিশয়ং। প্রফুল্লমালমালতীলতাদিভিঃ—প্রফুল্লা মালা শ্রেণী যাসাং মাল্যেতি পাঠ স্পষ্টঃ। মাল্যং পুষ্পং তাশ্চ তা মালতীলতাদয়শ্চেতি তাভিঃ নন্দিতসুমনসঃ নন্দিতদেবান্। ব্যাহৃতসর্ব্বধূপং—ব্যাহতঃ সর্ব্বধূপঃ সর্ব্বসন্তাপো যেন তং। বিচ্ছোলীবাঞ্ছিতনির্ম্মাণৈঃ—বিচ্ছোলী গুচ্ছঃ তয়া বাঞ্ছিতনির্ম্মাণৈঃ। কৃতসুষমাভরণং ভরণং পোষণং, কৃতং সুষমায়াঃ পরমশোভায়া ভরণং পোষণং যেন তদাভরণং। মুখবাসনং, আমোদী মুখবাসনঃ।

বসন ৮। স্বভাবসিদ্ধগন্ধে সুগন্ধ ও শিলাশতমিলিত হরিচন্দন, হরিতাল ও গৈরিকাদিদ্বারা সামান্য গন্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গন্ধ ৯। প্রফুল্ল মালতীলতাদিদ্বারা নন্দিতসুমনস অর্থাৎ দেবগণের আহ্লাদদায়ক সুমনস (পুষ্প) ১০। গোগণের খুরভগ্ন জাতী (জায়ফল) অগুরু ও দেবদারুর ধূমদ্বারা ব্যাহতসর্ব্বধূম অর্থাৎ সমস্ত সন্তাপনাশক ধূপ ১১। দিবসেও সমুজ্জ্বল মণিসমূহের জ্যোতির্দ্বারা সর্ব্বসম্পৎ-প্রকাশক দীপ ১২। মনোহর গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছে অভিলষিত বস্তুর নির্ম্মাণদ্বারা যাহার শোভা বর্দ্ধিত হয় এরূপ আভরণ ১৩। অভিলাষযোগ্য ফলমূলসমূহদ্বারা সর্ব্বসুখের একত্র মিলনরূপ আহার ১৪। পশ্চাৎ পুষ্পবাসিত শীতলজলসংস্পৃষ্ট পুনরাচমনের পর বিমল ও তুলনারহিত গন্ধযুক্ত তুলসীপত্রদ্বারা

* পুষ্পাদি আচমনমনুপর্য্যন্তঃ পাঠঃ মাড়োগ্রামস্থ ৺বীরচন্দ্রগোস্বামিপ্রভোঃ পুস্তকে নাস্তি।

দীপাবল্যা স্ফুটমারাত্রিকমারাত্রিকং ১৬। ঘনকিশলয়বলয়-সঙ্কুলবকুলমুখ-শাখিনিকরৈঃ শোভান্তরতমাতপত্রমাতপত্রং ১৭। মলয়মরুল্লবচলৎপল্লববিশালশালৈর্নন্দিতভব্যজনং ব্যজনং ১৮। নিজস্বরবিবেকিনাং কেকিনামনেকাঙ্গকেকাভিঃ কলিলাস্যং লাস্যং ১৯। হরিবেণুধ্বনিভ্রমকীচক-কলক্রমকৃতাকর্ষবনিতান্বিত-শয্যায়মান-পুষ্পপাতপর্য্যায়ৈঃ কৃতসর্ব্বাতিশয়নং শয়নং ২০। কাকলী-কলিল-কলকোকিলকুলৈর্লব্ধসঙ্গানং গানমপি ২১।

পরত্র মুখং বাসয়তীতি তৎ। আরাত্রিকমারাত্রিকং রাত্রিপর্য্যন্তং। আরাত্রিকং প্রসিদ্ধং। শোভান্তরতমাতপত্রমাতপত্রং—শোভান্তরতমং শোভাবিশেষশ্রেষ্ঠং অতন্তি গচ্ছন্তি পত্রাণি যত্র তৎ। আতপত্রং ছত্রং। কেকাভিরিত্যত্র সহার্থে তৃতীয়া। কলিলং ব্যাপ্তমাস্যং যত্র তৎ লাস্যং নর্ত্তনং। হরিবেণুধ্বনিভ্রমকীচকেতি—হরিবেণুধ্বনিভ্রমো যেন এবম্ভূতো যঃ কীচক-কলক্রমঃ সশব্দবংশস্য মধুরধ্বনিপরিপাটী তেন কৃত আকর্ষ আক.র্ষণং যাসাং তাভিরন্বিতা মিলিতা যা শয্যা তদিব আচরন্তি যে পুষ্পপাতপর্য্যায়াঃ পুষ্পপাতনিক্ষেপাস্তৈঃ। লব্ধসঙ্গানং লব্ধসঙ্গমনং। গাঙ্ গতৌ ধাতুঃ। তৎ গানং ॥ ৫৯ ॥

মুখবাসন তাম্বূল ১৫। বায়ুভরে চঞ্চল ও প্রফুল্ল পুষ্প সম্পদ্‌যুক্ত চম্পকরূপ দীপশ্রেণী দ্বারা রাত্রিপর্য্যন্ত আরাত্রিক (আরতি) ১৬। নিবিড় পল্লবাবলীসম্পন্ন বকুল প্রভৃতি বৃক্ষনিকরদ্বারা যাহার অত্যুত্তম শোভাবিশেষ হইয়াছে, তাদৃশ পত্রযুক্ত আতপত্র ১৭। মলয়পবনবশে ঈষৎ চঞ্চল পল্লববিশিষ্ট বৃহৎ শালবৃক্ষদ্বারা ভব্যজনের আহ্লাদক ব্যজন ১৮। যাহাদিগের নিজস্ব কেকারব সর্ব্বত্র বিখ্যাত সেই কেকা-ভিজ্ঞ ময়ূরগণ যে মুখব্যাদান করিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদিভেদে অনেকাঙ্গ কেকারব করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক নৃত্য ১৯। কীচক-(রবকারি বংশ) গণের কলধ্বনি শ্রুতিপথে শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব-ভ্রমে সমাগত রমণীগণের সহিত রমণীয় শয্যার ন্যায় পতিত পুষ্পের ক্রমপারিপাট্যদ্বারা সমস্ত অতিক্রমকারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে শয্যা তাহাই শয্যা ২০। শয্যাগমনের পর নিদ্রার আবেশ হয়, তৎকালে সুমধুর সূক্ষ্মস্বরের গানই উপযুক্ত, এজন্য হরিদাস বর্য্য গিরিরাজ সুমধুর অস্ফুট শব্দকারী ও কলধ্বনিকারী কোকিলগণের শব্দদ্বারা

হরিং পরিকলয়ন্ পূর্ব্বপূর্ব্বসিদ্ধনিজহরিদাসবর্য্যতাং পর্য্যাপয়ন্নাস্তে ॥ ৫৯ ॥

কৃতহরিদাসবর্য্যসঙ্গা মানসগঙ্গাচ সর্ব্বসুখস্থেমনি কৃষ্ণপ্রেমণি মানসদ্রবময়ীতি কিল তন্নামতয়া তাং বর্ণয়ন্তি উপশ্লোকয়ন্তি চ ॥ ৬০ ॥

স্বল্পেনাঘজিদংশ-বামনপদ-স্পর্শেন গঙ্গা সদা
সর্ব্বাঘপ্রশমন্যভূদপি শিবস্যারূঢ়মূর্দ্ধাজনি।
স্বেনৈবাঘজিতা সদা বিহরতা ব্রহ্মেশলক্ষ্মীজয়ি-
প্রাশস্ত্যেন সহ ব্রজেন মিলিতা গঙ্গাপরা কিং পুনঃ ॥৬১॥

এতাদৃশশ্রীগোবর্দ্ধনসঙ্গেন মানসগঙ্গায়া অপি স্বরূপং বর্ণয়তি কৃতেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬০
ভাগীরথ্যাঃ সকাশাদস্যা মহিমাতিশয়ং সযুক্তিকং লিখতি অল্পেনেতি শ্লোকেন ॥ ৬১ ।

সেইরূপ সময়োচিত গানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই গানের কর্ত্তা বহু বহু কোকিল হইলেও সঙ্গতির (সঙ্গতের) অভাব নাই ২১। শ্রীগোবর্দ্ধন এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সকল সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বসিদ্ধ নিজের হরিদাসবর্য্যতা অর্থাৎ হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫৯ ॥

অপর, হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া মানসগঙ্গার মন নিশ্চয়ই সর্ব্বসুখাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেই দ্রবীভূত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "মানসগঙ্গা" নামে বর্ণন এবং শ্লোকদ্বারা স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

যখন অঘাসুরজয়ী শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীবামনদেবের অল্পমাত্র চরণস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবী সর্ব্বপাপবিনাশিনী এবং শ্রীশিবশিরে আরূঢ়া হইয়াছেন, তখন বিধি, শিব ও লক্ষ্মীবিজয়ী ও প্রশস্ত ব্রজবাসিজনের সহিত সর্ব্বদা বিহারী সর্ব্বপাপহারী স্বয়ং অঘজয়ী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা মানসগঙ্গা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ৬১ ॥

অথ যত্রাপ্যুত্তরপূর্ব্বয়োঃ কস্যানন্দব্রজরূপস্য ব্রজস্যালিন্দাদদূরভবেতি কিল কালিন্দীতি নাম্নী যমুনা বিলসতি ॥ ৬২ ॥

যা খলু—কদাচিদ্ধারাভির্বহতি হরিরত্নদ্রবনিভা

কদাচিৎ স্তব্ধাঙ্গী স্ফুরতি হরিরত্নক্ষিতিরিব।

ক্রমাদ্বেণৌ তস্মিন্ন নদতি নদত্যর্কতনয়া

জলস্থল্যোঃ শর্ম্ম প্রসবতি হরেঃ সেবনবিধৌ ॥ ৬৩ ॥

পশ্যন্তী জলজেক্ষণা ঘনরসাবর্ত্তশ্রুতিঃ শৃণ্বতী

জিঘ্রন্তী ঝষনাসিকা তরলদোরালিঙ্গনং কুর্ব্বতী।

জল্পন্তীব চ হংসচক্রবদনা নীরাত্মনা কৃষ্ণভাগ্-

যা কৃষ্ণা বত সাথ কীদৃগসকৃদ্দেব্যাত্মনা চেষ্টতে ॥ ৬৪ ॥

অধুনা শ্রীযমুনায়া মহিমানং লিখিতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদি গদ্যেন। কস্য অনির্ব্বচনীয়স্য। যস্যেতি বা পাঠঃ ॥ ৬২ ॥

এতস্য মহিত্বে কারণং সম্পাদয়তি যা খল্বিত্যাদিনা। ক্রমাদিতি পরিপাট্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

যমুনা খলু দ্বিরূপা জলময়ী দেবীরূপা চ। তয়োর্দ্বয়োরপি শ্রীকৃষ্ণভক্তত্বেন মহিত্বং লিখতি পশ্যন্তীতি পদ্যেন। চক্রং সমূহো চক্রবাকো বা। কৃষ্ণভাক্—যা কৃষ্ণা নীরাত্মনা কৃষ্ণভাক্ চেষ্টতে সা দেব্যাত্মনা কীদৃক্ চেষ্টতে তন্ন জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অপিচ বৃন্দাবনের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশি-স্বরূপ ব্রজধামের অঙ্গণের সমীপে প্রবাহিতা হইয়া কালিন্দীনাম্নী যমুনা বিলাস করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

যে যমুনা কখন কখন স্রোতোদ্বারা গলিত নীলকান্তমণির ন্যায় শোভা বহন, কখন কখন হরিদ্বর্ণ রত্নভূমির ন্যায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া মুরলীর মধুর ধ্বনি হইলে তাহার শ্রবণ এবং সেরূপ ধ্বনি না হইলে নিজেই ধ্বনি করিয়া থাকেন, এইরূপে সেই সূর্য্যতনয়া জল ও স্থলে শ্রীহরির সেবনবিষয়ে মঙ্গল প্রসব করিতেছেন ॥৬৩॥

শ্রীযমুনা প্রফুল্লকমলরূপ নেত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী দর্শন, জলের ঘূর্ণারূপ শ্রুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-শ্রবণ, মৎস্যরূপ নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ

যত্র চ সর্ব্বত্র সরাংসি চৈবমুৎপ্রেক্ষ্যন্তে—

ব্রজবিপিনবিভাগে নিশ্চলো যস্য বাসঃ
স্বয়ময়মপরেষাং পোষকো জংজনীতি।
কলয় বরসরাংসি স্রোতসামত্র বৃন্দৈ-
র্বিদধতি যমুনাদিদ্বীপিনীঃ স্ফীততোয়াঃ ॥ ৬৫ ॥

যত্র চ—কাশ্চিৎ পঙ্কজকৈরবাবলিলসৎস্রোতস্বতীপ্রান্তগা
নানাপুষ্পবনীবিরাজদবনীমধ্যস্থিতাঃ কাশ্চন।

অধুনা গোবিন্দসরোবরাদীনাং তত্র স্থিতিং সদা স্রোতঃশালিত্বঞ্চ বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদিনা। তদ্রূপতাং পরিচায়য়তি ব্রজেতি শ্লোকেন। যস্যেতি সামান্যনপুংসকত্বমেকত্বঞ্চ। দ্বীপিনী-র্নদীঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণাদীনাং সুখদায়িত্বেন তত্রত্যভূমীর্বর্ণয়তি যত্র চ কাশ্চিদিতি শ্লোকেন।

আঘ্রাণ, তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আলিঙ্গন, হংসদল বা চক্রবাকরূপ বদনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রহস্যবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! এই প্রকারে জলরূপিণী যমুনা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, তখন দেবমূর্ত্তিতে বা যমুনাস্থিত অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে কেমন সেবা করেন, তাহা জ্ঞানগোচরই হয় না ॥৬৪॥

সর্ব্বত্র বর্ত্তমান গোবিন্দসরোবর প্রভৃতি যমুনাতে এইভাবে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—

হে বান্ধবগণ! দর্শন কর, ব্রজবিপিনে যাঁহার নিশ্চল বাস তিনি স্বয়ং অন্যের পোষক হইয়া থাকেন, ইহা মনোমধ্যে অবধারণ করিয়াই সরোবর সকল স্রোতের জলরাশিদ্বারা যমুনাদি নদীগণকে বিস্তার করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

ঐ যমুনার পার্শ্বস্থ ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক ভাগে প্রফুল্ল কমল ও কৈরবপুষ্প সমূহদ্বারা সুপ্রকাশিত নদীগণ এবং অন্য ভাগে বহুবিধ পুষ্পবৃক্ষসংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্যসকল শোভা পাইতেছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডই

কেকাঝঙ্কৃতিমৎকুহূমধুরিতাঃ কান্তাঙ্গচর্চ্চাচিতা
নাসাদৃক্‌শ্রবসস্ত্বচোঽপি সুখদা রাসাঙ্কিতা ভূময়ঃ ॥ ৬৬॥

কিঞ্চ—ভাণ্ডীরস্তরণিপদং সমুন্নতে র্ন
প্রায়াতঃ পরমিহ কিন্তু বিস্তৃতেশ্চ।
তচ্ছাখাঃ পরিবিহরন্নবারপারে
কালিন্দ্যা মুহুরভিযাতি গোপসঙ্ঘঃ ॥ ৬৭ ॥

তথা—ক্বচিৎ সদ্মাভাসপ্রকটনবৎকোটরঘটঃ
ক্বচিৎ পল্যঙ্কাভপ্রথিতপৃথুশাখাসুখতমঃ।
ক্বচিদ্দোলাতুল্যগ্রথিতলতিকাপালিবলিতঃ
সদাঽসৌ ভাণ্ডীরঃ কমিব হরিকেলিং ন তনুতে ॥ ৬৮ ॥

কান্তাঙ্গচর্চ্চাচিতা কান্তানামঙ্গানাং চর্চ্চা পরিপাটী তয়া ব্যাপ্তাঃ। নাসাদৃক্‌শ্রবস ইতি প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকত্বং। সুখদা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৬৬ ॥

অধুনা ভাণ্ডীরবটস্যায়ামবিস্তারৌ বর্ণয়তি কিঞ্চ ভাণ্ডীর ইতি পদ্যেন। অবারপারে অর্বাচি তীরে ॥ ৬৭ ॥

অথ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রীড়োপকরণত্বং বর্ণয়তি তথা ক্বচিদিতি শ্লোকেন ॥ ৬৮ ॥

ময়ূরের কেকারবে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে ও কোকিলের কুহুস্বরে অতি সুমধুর এবং রমণীদিগের চন্দনাদি অঙ্গরাগ দ্বারা ব্যাপ্ত ও রাসলীলার চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত হইয়া নাসিকা, নয়ন, শ্রবণ ও ত্বগিন্দ্রিয়েরও আনন্দ প্রদান করিতেছে ॥ ৬৬ ॥

অপিচ, ভাণ্ডীরবট ঊর্দ্ধদিগে সমুন্নত হইয়াও তরণি অর্থাৎ সূর্য্যদেবের নিকটে গমন করেন নাই, কিন্তু পার্শ্বদেশের বিস্তৃতিদ্বারা যমুনাতে তরণি অর্থাৎ নৌকাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ গোপগণ বিহার করিতে করিতে ঐ ভাণ্ডীরের শাখা-সকলকে আশ্রয় করিয়া কালিন্দীর পরপারে বারম্বার গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

তথা কোনও অঙ্গে গৃহতুল্য অত্যুত্তম কোটরসমূহ প্রকট করিয়া, কোন অঙ্গে পর্য্যঙ্কসদৃশ সুখতম স্থূল শাখা বিস্তার করিয়া এবং কোন অঙ্গে দোলাতুল্য গ্রথিত লতাশ্রেণী সম্বলিত হইয়া এই ভাণ্ডীরবট হরির কোন্ কেলিকে না সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন ? ॥ ৬৮ ॥

তদুদীচীমনুদেশঃ, প্রথয়তি সৌখ্যানি রামঘট্টাখ্যঃ।
যত্রচ রাগং কুর্ব্বন্, সুখয়তি রামঃ সরামতামঞ্চন্ ॥ ৬৯ ॥

অথ তস্য লোকস্য লোকপালৈর্ব্বরণীয়ানি বিমানচারণাং বরাণ্যাবরণানি সুরবর্ত্মনি বরীবৃর্ত্তি। যত্র চ—বাসুদেবাদি-সংজ্ঞং স্বয়মেব চতুর্ব্যূহবৃন্দং লোকপালায়মানং সেনাব্যূহতামুররীচরীকরীতি। তত্র তু পুরুষার্থাদয়ঃ কে বরাকাঃ ? ॥ ৭০ ॥

তদেবং সতি গোলোকনামায়ং লোকঃ পরমমান্যঃ সামান্য-তয়াপি কেন বর্ণ্যতাং। যঃ খল্বমৃতসিন্ধুরিত্যমৃতান্ধসঃ। যশসঃ

নন্বত্র রামঘট্টঃ শ্রূয়তে তত্রাহ তদুদীচীমন্বিতি। অনু লক্ষীকৃত্য। রামং ক্রীড়াং। রামতাং রমণীয়তাং। যদ্বা। সরামতাং রামসহভাবং ॥ ৬৯ ॥

অধুনা গোলোকস্য সংস্থাভেদমাবরণদেবতাদিকঞ্চ লিখিতি অথেত্যাদি পদ্যেন ॥ ৭০ ॥

ততস্তস্যানির্ব্বচনীয়তা নানারূপাস্পদতা চ সঙ্গচ্ছতে ইতি প্রতিপাদয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সামান্যতয়াপি কিমুত বিশেষেণ।

ভাণ্ডীরবটের উত্তরদিকে রামঘট্টনামক প্রদেশ সুখসমূহ বিস্তার করিতেছে। যে স্থানে ক্রীড়াকারী বলরাম সরামতা অর্থাৎ রমণীয় শোভাবিশিষ্ট হইয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর সেই গোলোকের সুরবর্ত্ম অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে লোকপালদিগের মধ্যবর্ত্তী পূজনীয় ও পরমশ্রেষ্ঠ আবরণদেবতাগণ বিমানচারী হইয়া অতিশয়রূপে বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছেন। যে স্থানে বাসুদেবাদিনামক চতুর্ব্যূহবৃন্দ নিজেই লোকপালের ন্যায় হইয়া সেনাসমূহের কার্য্য সম্যক্ স্বীকার করিতেছেন, সেই গোলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কথা আর কি বলিব ? তাহারা ত অতিক্ষুদ্র পদার্থ ॥ ৭০ ॥

এইরূপ হওয়ায়, এই গোলোকনামক লোক পরমমান্য, সামান্যরূপেই বা কোন্ ব্যক্তি তাহার বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে ? যাঁহাকে দেবগণ অমৃতসিন্ধু, কবিগণ

সবয়া ইতি কবয়ঃ । বৈচিত্রীধর্ম্মাকৃতিরিতি বিশ্বকর্ম্মাণঃ । আনন্দানাং ব্রহ্মসাক্ষাদিতি ব্রহ্মানুভবিনঃ । প্রেমা স্বয়ং ব্যক্ত ইতি ভগবদ্ভক্তা মন্যন্তে, ইত্যনেকমতপরামৃষ্টতয়া দৃষ্টঃ ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ—

কিং তেজঃ কিংনু চিত্রং কিমুত নটকলা কিন্তরাং কোঽপি লোকঃ
কিম্বা প্রেমা প্রকামং* প্রকটিতসুবপুর্যঃ শুকেন প্রণীতঃ ।
ইত্থং তল্লোকপালপ্রমুখাদিবিষদাং সংহৃতিস্তর্কয়ন্তী
তস্মিন্ গোবিন্দধাম্নি প্রতিদিনময়তে সম্ভ্রমঞ্চ ভ্রমঞ্চ ॥ ৭২ ॥

তদেবং বুদ্ধিপদ্ধতিমপ্যতীতবানসৌ লোকঃ প্রসভং বুদ্ধিমধ্যমধ্যারোহতি ॥ ৭৩ ॥

সবয়াঃ তুল্যঃ ॥ ৭১ ॥

অতস্তস্য কিমপি বৈভবং বর্ণয়তি কিঞ্চ কিং তেজ ইত্যাদি পদ্যেন । নটকলা নাট্যশিল্পঃ । যঃ অর্থাৎ ব্রজজনানাং ॥ ৭২ ॥

অথ তস্যৈবমনিরূপণীয়তাং প্রপঞ্চ্য বুদ্ধিমার্গাপ্রাপ্যতয়া চিত্তমধ্যপ্রবেশিতাং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । বুদ্ধিপদ্ধতিং বুদ্ধিমার্গং ॥ ৭৩ ॥

বশের তুল্য, বিশ্বকর্ম্মগণ আশ্চর্য্যরূপ, ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানিগণ সর্ব্বানন্দ মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং ভগবদ্ভক্তগণ "প্রেমের স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছে" এই বলিয়া অনেক প্রকারে ও পরামর্শে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

অপিচ, এ কি তেজ, কিম্বা চিত্র, অথবা নটকলা অর্থাৎ নটশিল্প, কিম্বা কোন লোক, অথবা যে প্রেম শুকদেবকর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রেমই কি সুন্দর শরীর প্রকটন করিয়াছেন, এই বলিয়া গোলোকস্থিত লোকপালপ্রভৃতি দেবগণ বিতর্ক করিয়া গোবিন্দধামে প্রতিদিন আবেগ ও ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৭২ ॥

অতএব এইরূপে গোলোকধাম বুদ্ধিপথ অতিক্রম করিলেও সহসা বুদ্ধির মধ্যস্থানে আরোহণ করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

* কিম্বা প্রেমা স সাক্ষাদিহ কলিতবপুঃ । ইতি পাঠান্তরং ।

যতঃ—যে যে প্রীতিং দদতি বিষয়া যে চ তত্তদ্বিদূরা-
স্তেষূৎকণ্ঠা মম নহি কদাপ্যত্র সত্যং করোমি।
কৃষ্ণে স্নেহং বত বিতনুতে যশ্চ যত্রাপি কৃষ্ণঃ
শশ্বল্লোকঃ সতু সরভসং মাং দিদৃক্ষুং করোতি ॥ ৭৪ ॥
যস্যাকর্ণনমপ্যপূর্ব্বমমিতব্রহ্মাণ্ডকোটিব্রজে
বৈকুণ্ঠেষ্বপি বাঞ্ছিতং কিমপরং যল্লালসা শ্রীরপি।
গোলোকে সতু বান্ধবাগ্রিমতয়া বিভ্রাজতে সর্ব্বদা
যেষাং তন্মধুরিম্নি হন্ত মম হৃন্মজ্জন্মুহুঃ সজ্জতি ॥ ৭৫ ॥

হন্ত কিং করবাণি সহসৈবারব্ধবানেতদ্বর্ণনং। নির্ব্বাহন্তু ন পশ্যামি ॥ ৭৬ ॥

তস্য চিত্তপ্রবেশিতাকাম্যং দ্যোতয়তি যতো যে যে ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ৭৪ ॥

তামেব চিত্তপ্রবেশিতামুদ্ঘাটয়তি যস্যেতি পদ্যেন। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৭৫ ॥

শ্রীগোলোকস্য স্বরূপবর্ণনমতিদুঃসাধ্যমিতি বিভাব্য স্বস্য যথা সঙ্কোচো জাতঃ, গ্রন্থকৃৎ স্বয়মেব তং স্ফুটীকরোতি হন্তেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭৬ ॥

কারণ, যে যে বিষয় প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে এবং যে সকল বিষয় তত্তৎ পদার্থের দূরবর্ত্তী অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ হয় না, সেই সকল পদার্থে আমার যে কখনই উৎকণ্ঠা হয় নাই, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। আহা! যে লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ বিস্তার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার প্রতি নিরন্তর স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই গোলোকধাম হঠাৎ আমাকে নিরন্তর দর্শনবিষয়ে অভিলাষী করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

অপিচ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠসমূহে যাঁহার নাম শ্রবণও অতিবাঞ্ছনীয়, অধিক আর কি বলিব? যাঁহার শ্রবণে লক্ষ্মীদেবীও লালসা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে গোপগণের প্রধান বান্ধবরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! তাঁহার মাধুর্য্যে আমার হৃদয় নিমগ্ন হইয়া বারম্বার আসক্ত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

হায়! আমি কি করি? হঠাৎ এই স্বরূপ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছি.

যতঃ—প্রথমতশ্চতুরস্রপরিহরিচরিতচারুতাপ্রণিধানে এবেদৃশতা দৃশ্যতে। যথা—

গবাং ক্ষেপশ্চারং প্রতি সখিভিরাক্রীড়পরতা
মুহুস্তাসাং দূরে গমনমনু সম্ভালনবিধিঃ ।
তদাহ্বানং তাসু ক্রমমনু বিসৃষ্টিঃ সবয়সাং
পুনঃ ক্রীড়াবেশঃ স্মৃতিপদতয়া ক্ষোভয়তি নঃ ॥ ৭৭ ॥

তত্রাপি—ক্বচাপি কৃষ্ণরামৌ তৌ করবদ্ধকরৌ মিথঃ ।
হসন্তৌ হাসয়ন্তৌ চ কুর্ব্বাতে চিত্তমাকুলং ॥ ৭৮ ॥

তৎ দর্শয়তি যত ইতি গদ্যেন। চতুরস্রেণ যথাযোগ্যেন পরি সর্ব্বতোভাবেন যৎ হরিচরিতং তস্য যা চারুতা পরিপাটী তস্যাঃ প্রণিধানে। গবাং ক্ষেপঃ গোষ্ঠায় প্রেরণং। তাসাং গবাং। সবয়সাং সখীনাং ॥ ৭৭ ॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ ক্রীড়া চিত্তমতীব ক্ষোভয়তীতি লিখতি তত্রাপীত্যাদি পদ্যেন ॥৭৮॥

কিন্তু কিরূপে যে ইহার নির্ব্বাহ হইবে, তাহার উপায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না॥ ৭৬ ॥

যে হেতু প্রথমাবধি যথাযোগ্য ও সর্ব্বোত্তম শ্রীহরিচরিত্রের পরিপাটীতে প্রণিধান করিতেই আমার এতাদৃশ আসক্তি দৃষ্ট হইতেছে।—

যথা—প্রথমতঃ চারণের নিমিত্ত গোষ্ঠ হইতে গোগণের প্রেরণ, তদনন্তর সখাদিগের সহিত বারম্বার ক্রীড়াকরণ, তৎপরে গোগণের দূরদেশে গমন, পশ্চাৎ গোগণের সম্ভালন অর্থাৎ অবলোকনবিধি, তৎপরে দূরগত গোগণের আহ্বান, তাহার পর গোগণ অতি দূরদেশে গমন করিলে তাহাদিগের আনয়ন বিষয়ে সখাদিগের প্রেরণ এবং তৎপরে পুনর্ব্বার বহুবিধ ক্রীড়া। এইরূপে লীলাসকল স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ৭৭ ॥

ঐ গোষ্ঠে কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া ও অপরকে হাস্য করাইয়া আমার চিত্ত আকুল করিতেছেন॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ—বৃক্ষানঙ্কুরয়ন্তু বিদ্রুতদশামদ্রীন্নয়ন্তু দ্রুতং
স্তম্ভঞ্চাম্ভসি লম্ভয়ন্তু সরিতাং কিংবা প্রতীচীনতাং ।
বেণুধ্বানঘটা যতোঽতিনিকটাঃ কস্মাদকস্মাদ্বলাৎ
কর্ণাভ্যর্ণগতা ইব স্ফুটমমূন্ ধুন্বন্তি তদ্ধ্যায়িনঃ ॥ ৭৯ ॥

যতস্তদনুভবিনাং সুখন্তু মনসি স্ফুরদপি ন বক্তুমীশ্যতে ॥ ৮০ ॥

যস্মিন্ হরির্যাতি বিহারহেতোস্তস্মিন্মুদা ফুল্লতি চেৎ কুঠোঽপি ।
ন তত্র পৃচ্ছা নচ বক্তৃতা তন্ন পৃচ্ছ্যমেতন্নচ বাচ্যমস্তি ॥ ৮১ ॥

তত্রাপি বেণুবাদনপরিপাটী তচ্চিন্তনপরজনান্ অতীব ক্ষোভয়তীত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা ॥ ৭৯ ॥

নন্নু তৎ কিং বেণুধ্বনিশ্রবণে তেষাং সুখং জাতং ন বা, যদি সুখং জায়তে তৎ কীদৃশং, ইতি বর্ণনাপেক্ষায়ামাহ তদনুভবিনামিতি গদ্যেন ॥ ৮০ ॥

তৎসুখবর্ণনে সামর্থ্যাভাবে হেতুং বর্ণয়তি যস্মিন্নিতি পদ্যেন। হরিরিত্যত্র বেণুবাদনপর-ইতি শেষঃ। কুঠো বৃক্ষঃ ॥ ৮১ ॥

অপিচ, বেণুধ্বনির পরিপাটী বৃক্ষ সকলকে অঙ্কুরিত করুক, পর্ব্বতসকলকে শীঘ্র আর্দ্রীভূত করুক এবং নদীসকলের জলকে স্তম্ভিত অথবা পশ্চিম বা উজান-গামী করুক, কিন্তু কি জন্য সে অতিনিকটবর্ত্তী হইয়া এবং বলপূর্ব্বক কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণধ্যানকারী ভক্তগণকে কম্পিত করিতেছেন ? ॥ ৭৯ ॥

যদি বল, বেণুধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদিগের সুখ জন্মে কি না ? যদি সুখ জন্মে তবে সেই সুখ কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় কহিতেছেন—বেণুরব অনুভবকারী ভক্তগণের মনোমধ্যে সুখস্ফূর্ত্তি হইলেও তাহা বলিতে সক্ষম হওয়া যায় না ॥ ৮০ ॥

যে হেতু—

বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণ বিহারনিমিত্ত যে স্থানে গমন করেন তথায় বৃক্ষও যদি আহ্লাদে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, তখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা নাই এবং বক্তৃতাও নাই, কারণ ইহা জিজ্ঞাস্যও নহে, তথা বলিবার বিষয়ও নহে ॥ ৮১ ॥

ইদঞ্চ সুজনমতিমতীবাকর্ষতি—

গায়ন্তি তত্র ধবলাঃ পরিপালয়ন্তঃ
পারাবতীং মধুররাগবতীমুদস্রাঃ ।
জন্মাদিকৃষ্ণচরিতানি চিরং গতানি
স্মৃত্বা যতঃ সপদি মুহ্যতি সর্ব্ব এব ॥ ২৮ ॥

অহো কুতঃ কুতো বা মনঃ সংযমনীয়ং । যতো গোষ্ঠানিচ তানি দ্রষ্টুং মনঃ প্রসভমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ৮৩ ॥

যথা—বিরাজৎকস্তূরীদ্যুতিপরিমলৈর্গোময়ময়-
স্ফুরচ্চূর্ণৈঃ সদ্মপ্রতিকৃতিবপুর্ভিস্তরুবরৈঃ ।

অধুনা শ্রীকৃষ্ণসখীনাং চরিত্রং বর্ণয়তি ইদমিত্যাদিনা। গায়ন্তি গোপা ইতি শেষঃ। পারাবতীং গোপগীতিং ॥ ৮২ ॥

অহো ইতি সুগমং। মনঃসংযমনাভাবে হেতুং বর্ণয়তি যত ইত্যাদিনা ॥ ৮৩ ॥

মনস উৎকণ্ঠায়াং কারণানি নির্দ্দিশতি যথা বিরাজৎকস্তূরীতি পদ্যেন। বিরাজৎকস্তূর্য্যা

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের চরিত্র বর্ণন পূর্ব্বক কহিতেছেন—ইহাও সুজন-সকলের বুদ্ধিকে সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিতেছে, যে হেতু সেই গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যবর্গ গোচারণ করিতে করিতে সজলনয়নে সুমধুর রাগসহকারে পারাবতী অর্থাৎ গোপগীতি গান করিতেছেন, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে পুরাতন চরিত্রসকল স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মোহগ্রস্ত হইতেছেন ॥ ৮২ ॥

হায়! কি কি উপায়েই বা মনকে সংযত করিব? যে হেতু গোষ্ঠস্থান গুলি আমার মনকে দর্শননিমিত্ত হঠাৎ উৎকণ্ঠিত করিতেছে ॥ ৮৩ ॥

উৎকৃষ্ট কস্তূরীর দ্যুতি ও পরিমলের মত সুন্দর অত্যধিক গোময়চূর্ণে বৃক্ষ-সকল বেষ্টিত থাকায় তাহারা গোপগৃহের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এইরূপ

দিবা নূত্নৈর্বৎসৈর্নিশি সুরভিজিদ্ভিঃ সুরভিভিঃ
সমন্তাদ্গোষ্ঠানি প্রতিমতি দিশান্তি স্মৃতিশতং ॥ ৮৪ ॥

সন্ধ্যয়োস্তু—

বৎসান্মোচয়তাং ধনানি দুহতাং দুগ্ধানি সঞ্চিন্বতাং
গাঃ সম্ভালয়তাং গৃহান্ প্রচলতাং কৃষ্ণং পুরঃ কুর্ব্বতাং।
তল্লীলাঃ পরিগায়তাং পুলকিতাঙ্গশ্রাণি চাতন্বতাং
গোপানাং বত বৃত্তমুচ্চিতমদং মচ্চিত্তমাক্রামতি ॥ ৮৫ ॥

সদা চৈতানি রাজবর্ত্মানি তৎকীর্ত্তনচত্বরাণীব প্রসভং মচ্চিত্তমাকর্ষন্তি ॥ ৮৬ ॥

ইব দ্যুতিঃ পরিমলশ্চ যেষাং তৈঃ সুরভিজিদ্ভিঃ। সুরভির্গোজাতিমাতা। প্রতিমতি মতিং মতিং প্রতি ॥ ৮৪ ॥

অধুনা সর্ব্বেষাং গোপানাং বৃত্তং বর্ণয়তি বৎসানিত্যাদি শ্লোকেন। ধনানি গাঃ। ধন রত্নপলমিত্যাদিবৎ। ধনং গোধনবৃত্তয়োরিতি মেদিনী। পুলকিতাং পুলকবিশিষ্টতাং। অশ্রাণি অশ্রূণি। বৃত্তং চরিতং। উচ্চিতমদং উৎ অধিকশ্চিতো মদো হর্ষো যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ৮৫ ॥

তত্রত্যমার্গাঃ খলু শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনস্থানানীব প্রতীয়ন্তে ইতি দর্শয়তি সদেতি গদ্যেন ॥ ৮৬ ॥

বৃক্ষরাজী দ্বারা এবং দিবাভাগে নব নব বৎসগণে তথা রাত্রিতে সুরভী অর্থাৎ গোমাতা কামধেনুর জয়কারি সুরভি (গাভী) সমূহে গোষ্ঠসকল পরিপূর্ণ থাকায় প্রত্যেকের বুদ্ধিতে শত শত প্রকার স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে ॥ ৮৪ ॥

দুই সন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, "বৎসগণকে মোচন কর অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও, গাভীগণকে দোহন কর, দুগ্ধসকল সঞ্চয় কর, গোসকলকে দেখ, গৃহের প্রতি গমন কর, কৃষ্ণকে অগ্রে কর, কৃষ্ণলীলা গান কর এবং পুলকসমন্বিত অশ্রু বিস্তার কর," গোপগণের অত্যন্ত হর্ষবিশিষ্ট এইরূপ দৈনন্দিন চরিত্র আমার চিত্তকে আক্রমণ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

অপিচ, যে স্থানে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে সেইরূপ অঙ্গনের মত এই সকল রাজপথ সর্ব্বদাই বলপূর্ব্বক আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৮৬ ॥

তথাহি—রামঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরামৌ চ কৃষ্ণঃ
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যেষ জল্পঃ।
যাতায়াতং কুর্ব্বতাং সর্ব্বদাপি
স্বৈরালাপে শ্রূয়তে তত্র তত্র ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রমদানাং প্রমদানাং প্রমদবনপাত্রাণি পত্রাণিতু বর্ণ্যমানানি কবীনামপত্রপামেব বিভ্রতি, যতস্তত্রত্যং সর্ব্বমেব চিত্রমিতি দুষ্প্রত্যায়তাং প্রাপ্নোতি ॥ ৮৮ ॥

যেষু হি—ক্বচিদ্গুঞ্জাঃ সদ্মভ্রমকররুচস্তৈরবয়বৈঃ
ক্বচিচ্চিত্রৈঃ সদ্মান্যপি তুলিতগুঞ্জানি শতশঃ।

তদ্রূপতাং বর্ণয়তি তথাহি রামঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ৮৭ ॥

সহস্রদলকমলস্য তস্য পত্রাণি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনামন্তঃপুরোচিতবনানীতি। তানি বর্ণয়তি শ্রীকৃষ্ণেত্যাদিনা। প্রমদানাং প্রকৃষ্টমদানাং প্রমদবনমন্তঃপুরোচিতবনং তদাশ্রয়াণি। অপত্রপাং লজ্জাং। দুষ্প্রত্যায়তাং দুর্ব্বোধতাং ॥ ৮৮ ॥

তস্য সর্ব্বস্য বিচিত্রতাং বর্ণয়তি ক্বচিদিতি শ্লোকেন।

কারণ। "রাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ," এইরূপ সুস্পষ্ট বাক্যগুলি যাতায়াতকারী ব্যক্তিমাত্রেই আলাপ করিতেছেন এবং সেই সেই স্বেচ্ছালাপ রাজপথে সততই শ্রুত হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

প্রেয়সীদিগের অন্তঃপুরোচিত উপবন বর্ণন করিতেছেন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রমদাদিগের প্রমদবন অর্থাৎ অন্তঃপুরোচিত উপবনস্বরূপ কমলপত্রসকল কবিগণকর্ত্তৃক বর্ণ্যমান হইয়া তাহাদিগের লজ্জাকে ধারণ করিতেছে অর্থাৎ কবিগণ তৎসমুদায় বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেছেন না, যে হেতু সেই স্থানের সমস্ত বস্তুই আশ্চর্য্য, অতিকষ্টে তাহা প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

যে সকল কমলদলে কোন স্থানে গুঞ্জালতাগণ বিচিত্র নিজ অবয়বদ্বারা "গৃহসমূহ" বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে, কোন স্থানে শত শত গৃহাবলীও গুঞ্জাকুঞ্জের তুল্য হইয়াছে, কোন স্থানে জলসকল প্রফুল্লকমলাবৃত এবং স্থলসকল

জলানি ক্বাপ্যুদ্যৎকমলবলিতানি প্রতিপদং
স্থলান্যপ্যেবং ক্বাপ্যথ কিমিব কিং নির্ণয়পদং ॥ ৮৯ ॥
সখীনাং সারণ্যত্রিদশ-সুদৃশাং গানবলনাং
মুহুঃ প্রোদ্যন্মূর্চ্ছাং মধু-মধুর-রাগ-প্রণয়িনীং।
হরিপ্রেমার্ত্তস্ত্রীপ্রথমচরিতাং শৃণ্বতি জনে
সুখং বা দুঃখং বেত্যবকলয়িতুং কঃ প্রভবতি ॥ ৯০ ॥
ক্বচিদ্গানং সূক্ষ্মং ক্বচিদপিচ তৌর্য্যত্রিককলা
ক্বচিৎ প্রেম্না গোষ্ঠী ক্বচিদপি মহাকেলিকলহঃ।

কিং নির্ণয়পদং কস্য নির্ণয়স্থানং ॥ ৮৯ ॥

অথ গোপীনাং ভাববর্ণনেঽপি বিচিত্রতাং প্রতিপাদয়তি সখীনামিতি পদ্যেন। সারণ্যত্রিদশ-সুদৃশাং বনদেবীসহিতানামিত্যর্থঃ। হরিপ্রেমার্ত্তস্ত্রীপ্রথমচরিতাং—হরিপ্রেমার্ত্তস্ত্রীণাং প্রথমচরিতং পূর্ব্বরাগাদিকং যত্র তাং ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য গোপিকাভিঃ সহ তাদৃশবিহারচিন্তনে কবিজনচিত্তং মুহ্যতীতি বর্ণয়তি ক্বচিদিত্যাদি পদ্যেন ॥ ৯১ ॥

স্থলকমলে আবৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শোভা পাইতেছে, অতএব কোন্ বস্তু কি উপমাদ্বারা নির্ণয়যোগ্য হইবে? ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর গোপীদিগের ভাববর্ণনাতেও বিচিত্রতা প্রতিপাদন করিতেছেন— যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমজন্য কাতরা স্ত্রীদিগের প্রথম চরিত্র অর্থাৎ পূর্ব্বরাগাদি বর্ণিত হইয়াছে, বনদেবীর সহিত সখীদিগের মধু অপেক্ষা মধুর-রাগ-প্রকাশিনী তাদৃশ মূর্চ্ছনাবিশিষ্ট * গানরচনা শ্রবণ করিয়া জনসকলের সুখ হয়, কি দুঃখ হয়, তাহা নিশ্চয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ॥ ৯০ ॥

তৎপরে গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিহার চিন্তায় কবিদিগের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে, এই বিষয়বর্ণনপূর্ব্বক কহিতেছেন—কোন স্থানে সূক্ষ্মস্বরে গান, কোন স্থানে তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত বাদ্য, কোন স্থানে প্রেমসহকারে

---

* নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্তস্বরের যথাক্রমে যে আরোহ ও অবরোহ (জিল্ ও খাদ) তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে।

ইতি স্ফারং তাভিঃ প্রণয়ময়সারং বিহরণং
হরের্ধ্যায়মানা ভবতি কবিচিত্তং মুহুরপি ॥ ৯১ ॥
প্রেমা কামতি তৎক্রিয়া কলহতি স্তম্ভাদিভাবাবলী
সখ্যাং সংস্তবতি * শ্রুতঞ্চ পরিতঃ সর্ব্বশ্রুতং লঙ্ঘতি।
ইত্থং কেলিকলাকলাপকলিতং বৃন্দাবনান্তর্ব্বণে
দম্পত্যোশ্চরিতং বিচারপদবীমুদ্ধূয় বিভ্রাজতে ॥ ৯২ ॥

শ্রীগোপীগণকৃষ্ণয়োর্দম্পত্যোর্মনোহরচরিতং বর্ণয়তি প্রেমেতি। কামতি কামবদাচরতি। প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যাদেঃ। সংস্তবতি সংস্তবঃ পরিচয়স্তং করোতীত্যর্থঃ। আয়-লুগন্তস্য স্বরূপং। শ্রুতং শ্রবণং সর্ব্বশ্রুতং সর্ব্বেষাং শ্রবণগোচরং ॥ ৯২ ॥

গোষ্ঠী (সভা) এবং কোন স্থানে মহান্ কেলিকলহ, এইরূপে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়পদার্থের সারভূত বিহারকে ধ্যান করিয়া কবিদিগের চিত্তও মুহুর্মুহুঃ নানাভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥ ৯১ ॥

অনন্তর শ্রীগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণরূপ দম্পতির মনোহর চরিত বর্ণন করতঃ কহিতেছেন—প্রেম কামের ন্যায় আচরণ করিতেছে †, প্রেমক্রিয়া কলহের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্তম্ভপ্রভৃতি ভাবশ্রেণী সখীগণের প্রতি সংস্তব অর্থাৎ পরিচয় পাইতেছে এবং লীলাকথা শ্রবণগোচর হইলে অন্যান্য বৈষয়িক কথার শ্রবণকে অতিক্রম করিতেছে, অর্থাৎ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রবণ হওয়ায় বৈষয়িক-বার্ত্তা শ্রবণের অবকাশই হইতেছে না, এইরূপে বৃন্দাবনের অন্তর্ব্বণে দম্পতি অর্থাৎ শ্রীগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিলাসসম্বলিত চরিত্রাবলী বিচারপদবীকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বাক্যাতীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯২ ॥

* সংস্তবতি ইত্যত্র সঙ্করতি ইতি পাঠান্তরং।

† লৌহ ও স্বর্ণে যেমন প্রভেদ, কাম ও প্রেমে সেইরূপ প্রভেদ। বস্তুতঃ অন্ধের কাছে দুই সমান। প্রাকৃত কামান্ধ জীব ভগবৎপ্রেমের মূল্য জানিতে না পারিয়া তাহাতে কামভাব বোধ করিয়া নিজেই অপরাধগ্রস্ত হয়, কিন্তু ভগবানের তাহাতে কিছুই যায় আসেনা। গোপীদিগের প্রেম বিলাসচাতুরীর জন্য কামরূপে প্রতিভাত হয়, বস্তুতঃ তাহা নিকষিত হেম। এই কারণেই উদ্ধবাদি শান্ত ভক্তগণও ব্রজের প্রেমকে জন্মে জন্মে বাসনা করিয়াছিলেন। (ভাগবত। দশমে ৪৭ অঃ। ৬১ শ্লোক)

অকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং বহতু হরিরাস্থ প্রতিপদং
হরাবপ্যেতা যদ্ব্যতিমিলনসৌখ্যং বিজয়তে।
অহো যস্মাদস্মিন্নিরুপধি সখীবৃন্দমুভয়-
প্রকৃষ্টোৎকণ্ঠিত্বং বিশতি তদিদং হন্ত কিমিব ॥ ৯৩ ॥
অপি সুন্দরতাং প্রতি তাঃ, সুন্দরতাং কিল বহন্তি গোপাল্যঃ।
যন্নির্দূষণভূষণ,-ভূষণকৃষ্ণে বিভূষণায়ন্তে ॥ ৯৪ ॥

তয়োর্দ্বয়োঃ পরস্পরপ্রীতিং তত্র তত্র চ সখীনাং ভাবং বর্ণয়তি অকুণ্ঠামিত্যাদি পদ্যেন। ব্যতিমিলনসৌখ্যং পরস্পরমিলনসুখং। অস্মিন্ তয়োর্ব্যতিমিলনসৌখ্যে। উভয়পদমত্র উভয়োৎকণ্ঠাপরং। ততশ্চ উভয়োর্হরিতৎপ্রিয়য়োর্ব্যতিমিলনসৌখ্যবিষয়া উৎকণ্ঠা তস্যাপি সকাশাৎ প্রকৃষ্টা উৎকণ্ঠা অস্ত্যস্য তত্ত্বং বিশতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদিদং কারণং অর্থান্নিরুপধি প্রেম হন্ত আশ্চর্য্যং কিমিব কীদৃগিব নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

গোপীনাং সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি অপীত্যাদি পদ্যেন। নির্দূষণভূষণ-ভূষণকৃষ্ণে দোষরহিতানি ভূষণানি ভূষয়তি যঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ॥ ৯৪ ॥

তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রীতি এবং সেই সেই স্থানে সখীদিগের ভাব বর্ণনপূর্ব্বক কহিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেয়সীগণের প্রতি অত্যুৎকণ্ঠা বহন করেন করুন এবং প্রেয়সীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় উৎকণ্ঠা বহন করেন করুন, ইহাতে আশ্চর্য্য নাই, যেহেতু পরস্পরের মিলনসুখ পরস্পরে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পরমিলনসুখে নিরুপধি অর্থাৎ আত্মসুখবিহীন সখীগণ, উভয়গত উৎকণ্ঠাই প্রাপ্ত হইতেছেন। অর্থাৎ "কান্তের জন্য কান্তার ও কান্তার জন্য কান্তের" এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ উৎকণ্ঠা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এখানে ইহাই আশ্চর্য্য যে, উভয়নিষ্ঠ প্রবল উৎকণ্ঠা একাধারেই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই কৃষ্ণপ্রেম যে কেমন, তাহা বলা যায় না, উহা নিরুপম ॥ ৯৩ ॥

গোপীদিগের সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব? গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে সুন্দর পদার্থেরও সৌন্দর্য্য বহন করিতেছেন, যে হেতু নির্দ্দোষ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ বিশিষ্টভূষণের ন্যায় শোভা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

ন ভজতি লক্ষ্মীস্তুলনামিতি কিং স্তুতয়ে ঘটেত রাধায়াঃ ।
যা লক্ষ্মীমপি জেত্রীঃ, স্বরুচা গোপীঃ পৃথক্ কুরুতে ॥ ৯৫ ॥

* তস্মাদসাম্প্রতা আসাং প্রতায় মদ্বিধা যথাস্বং বর্ণয়িতুং কিমুত নির্ব্বর্ণয়িতুং ॥ ৯৬ ॥

রব্যাদিচ্ছবিজিষ্ণুরত্নধরণিক্ষৌণীরুহান্তর্গত-
প্রাসাদস্থিতসিংহপীঠমহসি চ্ছন্নান্যদৃষ্টিত্বিষি ।
স্পষ্টাত্মীয়দৃশি প্রকীর্ণক-বিকীর্ণালীহিতালীবৃতাং
রাধামাধবমাধুরীবরসুধা তৃষ্ণাং মুধা যচ্ছতি ॥ ৯৭ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ পরমবিচিত্রং সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি ন ভজতীতি পদ্যেন ॥ ৯৫ ॥

অতঃ কবিরাসাং রূপবর্ণনে অসামর্থ্যং ব্যঞ্জয়তি তস্মাদিত্যাদিনা । আসাং গোপীনাং যথাস্বং যথাস্বং যথাস্বরূপং প্রতায় বিস্তার্য্য বর্ণয়িতুং মদ্বিধা অসাম্প্রতা অযোগ্যা ইত্যর্থঃ । নির্ব্বর্ণয়িতুং দ্রষ্টুং । নির্ব্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরাৎ ॥ ৯৬ ॥

তস্য নির্ব্বর্ণনে অযোগ্যতাং ব্যঞ্জয়িতুং রাধামাধবয়োর্ম্মাধুর্য্যং বর্ণয়তি রব্যাদীত্যাদি পদ্যেন । সিংহপীঠমহসি সিংহাসনোৎকৃষ্টে । প্রকীর্ণক-বিকীর্ণালীহিতালীবৃতা প্রকীর্ণ কৈশ্চামরৈর্বিকীর্ণমলী নামীহিতং যাভিস্তাভিরালীভির্বৃতা রাধামাধবয়োর্ম্মাধুরী এব বরসুধা সা তৃষ্ণাং মুধা দদাতি । তৎপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ তৃষ্ণাদানেন মৃষা পীড়য়তীত্যর্থঃ । দান দানে । যদ্বা । রাধামাধবমাধুরী মুধা মিথ্যাভূতাং বরসুধামাধুরীমাযচ্ছতি । উপরময়তীত্যর্থঃ । যমু উপরমে ধাতুঃ ॥ ৯৭ ॥

তাহাতে আবার শ্রীরাধিকার পরম বিচিত্র সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক কহিতেছেন—শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরাধার তুলনাকে ভজনা করিতে পারেন না, ইহা কি শ্রীরাধার স্তুতিবিষয়ে ঘটনা হয়? কারণ, যে শ্রীরাধা স্বীয় কান্তি দ্বারা লক্ষ্মীবিজয়িনী গোপী-দিগকে পৃথক্ করিয়া দিতেছেন ॥ ৯৫ ॥

অতএব অস্মাদৃশ ব্যক্তিগণ বিস্তারপূর্ব্বক এই সকল গোপিকাদিগের স্বরূপ বর্ণনেও যখন অতি অযোগ্য, তখন তাঁহাদিগের দর্শনবিষয়ের আর কথা কি? অর্থাৎ তাঁহাদিগের দর্শন ত কোন ক্রমেই সম্ভব নহে ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর গোপীগণের দর্শনবিষয়ে অযোগ্যতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত

* তস্মাদসাম্প্রতায়ন্তু সাম্প্রতায় মদ্বিধায় স্বং বর্ণয়িতুং । ইতি পাঠান্তরং ।

তদেবমানন্দসত্রপত্রাদিস্থিতানামুপরি সান্দ্রশাখাভিরলক্ষ্য-তলানামনল্পকল্প-বৃক্ষলক্ষাণামধিমধ্যং রাজসমাজ-বিরাজমানাং বর্ণিতমঞ্জুকিঞ্জল্ককর্ণিকামধিবসতঃ সদা লসতঃ সপরিবারবার-সুরভীপালভূপালকুমারস্য তস্য সর্ব্বচিন্তাতীতচিন্তামণিময়মক্ষামং সপ্তকক্ষ্যারামং ধাম নিকামং ধাম বিস্তারয়ন্নেত্রাণি বিস্তারয়তি।

এবং শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাপরিকরাণাং স্বরূপাদিকং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাতিশয়ঞ্চ নিরূপ্য ধাম নিরূপয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদি পদ্যেন। আনন্দসত্রপত্রাদিস্থিতানাং আনন্দস্য সত্রং সদা দানং যেষু তানিচ তানি পত্রাণীতি। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে ধনেঽপি চেত্যমরঃ। রাজসমাজবিরাজমানাং রাজসমাজবৎ শোভমানাং। সপরিবারবারসুরভীপাল ভূপালকুমারস্য পরিবারসমূহেন সহ বর্ত্তমানো যো গোপালরাজকুমারস্তস্য। ধাম নিকামং ধাম অতিশয়তেজঃ নেত্রাণি বিস্তারয়তি বিস্ময়ং জনয়তীতি ভাবঃ। তথাচ লোকোত্তরাখবীক্ষাদে

শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্য বর্ণন করতঃ কহিতেছেন—সূর্য্যাদির কান্তিবিজয়িরত্নময় ধরণীতলে বৃক্ষগণের মধ্যবর্ত্তী সুরম্য ভবনে মহাসিংহাসনে যিনি অবস্থিত আছেন, যাঁহার কান্তি অন্যের অগোচর, কেবল পরমাত্মীয় জনবৃন্দের নেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সহচরীগণ চামরদ্বারা অঙ্গগন্ধলুব্ধ ভ্রমর-সকলকে নিবারণ করিতেছেন, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীরাধামাধব যে মাধুরীসুধা বিকিরণ করিতেছেন, সেই মাধুরীসুধা আমার তৃষ্ণাকে বৃথা বৃদ্ধি করিতেছে অর্থাৎ লুব্ধ করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ধাম নিরূপণ করিতেছেন—অতএব সর্ব্বদা আনন্দপ্রদ গোকুলরূপ কমলপত্রের আদিস্থিত, উপরি নিবিড়শাখাসমূহদ্বারা যাহার মূলদেশ অলক্ষ্য, সেইরূপ উচ্চতর লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষের মধ্যভাগে যেন রাজসভার ন্যায় সুশোভিত, নানাবর্ণে বিচিত্র ও মনোহর কিঞ্জল্কবিশিষ্ট কর্ণিকা আছে, সেই কর্ণিকার মধ্যস্থলে যিনি সপরিবারবর্গে অধিষ্ঠান করতঃ সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, সেই গোপরাজ-নন্দকুমারের সর্ব্বজনচিন্তাতীত, চিন্তামণিময়,বৃহৎ সপ্তকক্ষ্যাযুক্ত মনোহর ধাম (সপ্তপ্রকোষ্ঠ গোলাকার বাটী) অতিশয় তেজ বিস্তার করিয়া নেত্রসকলের

তত্রচ ভাসমানং তদাবাসগভিতঃ সততমুপপরার্দ্ধে গণনীয়ানাং সজাতীয়ানামদ্বিতীয়া বসতিঃ। সেয়মতিস্নিহ্য বন্দিভিঃ সন্দিহ্যতে॥ ৯৮॥

অব্জং তদালিঙ্গিতুমব্জবন্ধো র্বন্ধুর্গযৌ কিং পরিবেশ এষঃ।
গোপালয়ানাং বলয়াবলির্ব্বা গোপেশবেশ্মাভিত এবমস্তু॥
ইতি॥ ৯৯॥

তদ্বাসিনস্ত্বেবং স্তূয়ন্তে—
অর্থাঃ সর্ব্বজনার্থনামতিগতাঃ কামা নিকামাগ্রগা
ধর্ম্মাঃ কর্ম্মঠবেদধর্ম্মসহিতা মোক্ষাশ্চ মোক্ষাতিগাঃ।

বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ। অত্র স্থানে এবিস্তারসাধৃক্তিপুলকাদয় ইতি। উপপরার্দ্ধে পরার্দ্ধসংখ্যোপরি॥ ৯৮॥

তৎসন্দেহকারণমুট্টঙ্কয়তি অব্জমিতি। অব্জবন্ধোঃ সূর্য্যস্য বন্ধুঃ সহচরঃ। কিংবা সূর্য্যস্য এব পরিধিঃ। বলয়াবলির্বলয়াকারা শ্রেণী॥ ৯৯॥

অথ তদ্বাসিনাং পরমোৎকর্ষং বর্ণয়িতুং প্রবর্ত্ততে তদেত্যাদিনা। তাদৃশোৎকর্ষসাধকং হেতুং

বিস্ময় জন্মাইয়া দিতেছে। সেই কর্ণিকামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইতেছেন, উক্ত বাসস্থানের সকল দিকেই সতত পরার্দ্ধসংখ্যার উপরিগণিত সজাতীয়দিগের যে অদ্বিতীয় পুরী আছে, তাহা অতিস্নেহযুক্ত বন্দিগণকর্ত্তৃক এইরূপে সন্দেহাস্পদ হইতেছে॥ ৯৮॥

সন্দেহ যথা—নন্দমহারাজের ভবনের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য ভবন গোলাকার ভাবে অবস্থিত আছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, গোকুলপদ্মকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই কি সূর্য্যদেবের নিকটস্থ বলিয়া তদীয় বন্ধুস্বরূপ এই পরিধিটী আসিয়াছে? অথবা ইহা প্রকৃতই গোলাকার ভবন? অর্থাৎ উল্লিখিত ভবনগুলি কি সূর্য্যপরিধি? কিংবা বস্তুতই গোলাকার ভবন? ইহার স্থিরতা হইতেছে না॥ ৯৯॥

ঐ বন্দিগণ গোকুলবাসিদিগকে এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যথা—অর্থ সকল সর্ব্বজনের প্রার্থনাকে অতিক্রম করিয়া, কাম সকল স্বেচ্ছার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মসমুদায় কর্ম্মনিপুণ জনাচরিত বেদধর্ম্মে উজ্জ্বলিত হইয়া এবং মোক্ষসকল

তেষাং তত্র বসন্তি সেবকতয়া কৃষ্ণায় তৃষ্ণাজুষাং
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে ॥ ১০০ ॥

নেত্রং শ্রোত্রং চিত্তমপ্যন্যদন্য-
তুচ্ছং যস্মিন্ ভাতি কৃষ্ণং বিনা তু।
ঘোষে তস্মিংশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরেবং
শ্রৌতী বার্ত্তা পশ্য দৃশ্যা বিভাতি ॥ ১০১ ॥

বিভ্রাজন্তে সূত্রসঞ্চারবিদ্যা
পাঞ্চাল্যঃ কিং বিশ্ববিস্মায়নায়।
কিংবা গোপাঃ স্বান্তরে কৃষ্ণভাবৈ-
র্বদ্ধাঃ সন্তস্তত্র তত্র ভ্রমন্তি ॥ ১০২ ॥

নির্দ্দিশতি অর্থা ইত্যাদি পদ্যেন। তেষাং গোপানাং ॥ ১০০ ॥

ঘোষবাসিনাং নেত্রাদীনাং শ্রীকৃষ্ণৈকপরতাং নির্দ্দিশতি নেত্রমিত্যাদি পদ্যেন ॥ ১০১ ॥

গোপানাং তত্র তত্র শ্রীকৃষ্ণপরতয়ৈবেতি নির্দ্দিশতি বিভ্রাজন্তে ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ১০২

মোক্ষের অতিগ অর্থাৎ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সকল তৃষ্ণাকেই সেবন করিতেছেন, তাঁহাদিগের দাসরূপে গোকুলে বাস করিতেছেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপদিগের সেবকরূপে বর্ত্তমান আছেন, যে হেতু গোপগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

নেত্র, শ্রোত্র, চিত্ত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল যে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে তুচ্ছভাবে প্রকাশ পায় অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কোনই কার্য্য হয় না, যেহেতু কৃষ্ণই সকলের চক্ষুর চক্ষু। সুতরাং দেখ সেই গোকুলে "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" অর্থাৎ "চক্ষুর চক্ষু" এই শ্রুতিসম্বন্ধিনী বার্ত্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

বিশ্বকে বিস্ময়ান্বিত করিবার জন্যই কি সূত্রসঞ্চার বিদ্যা পাঞ্চালী অর্থাৎ

কিঞ্চ—

পিতায়ং মাতেয়ং পিতৃসহজবর্গঃ স্বয়মসৌ
তথৈবান্যে চান্যপ্রথিতহিতসম্বন্ধমহিতাঃ ।
ব্রজে খ্যাতির্যৈষা বকরিপুগণে ভাতি খলু তাং
ক্বচিত্তুল্যং প্রেমা পথিকমনু শশ্বদ্‌ভ্রময়তি ॥ ১০৩ ॥

অথান্যদপি কিমপি বিভাব্য সম্ভাব্যতে । তদ্‌যদি সতামনুভবমপ্যনুভবিতা তদা ভব্যমেব খলু ভব্যং, নচেন্নব্যকাব্যতা তু ন ব্যভিচরিতা । অথবা তথাপি যৎ কিঞ্চিদপি তেষাং বাঞ্ছিতং স্যাদেবেতি সর্ব্বমঞ্চিতমেব মন্যামহে ॥ ১০৪ ॥

ব্রজবাসিনাং ভাবঃ সমানবাসনেষু সাধকেষু সঞ্চরতীতি । কিঞ্চ । পিতায়মিত্যাদি পদ্যেন । তুল্যং পথিকং সমানবাসনং শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদিভাববন্তং তাং পিত্রাদিসম্বন্ধসহিতাং খ্যাতিং ভ্রময়তি প্রাপয়তি ॥ ১০৩ ॥

অধুনা প্রারিপ্সিতস্য কাব্যস্য সতামাদরণীয়ত্বে চিন্তনং বিধত্তে অন্যদপীত্যাদিনা । বিভাব্য সঞ্চিন্ত্য । ভব্যমেব কুশলমেব ভাবীত্যর্থঃ । নচেৎ সতামনুভবাবিষয়ত্বে নব্যকাব্যতা ন ব্যভিচরিতা অপি তু ব্যভিচরিতৈব । অতো নাদরণীয়তৈব স্যাৎ । তদ্বাশ্বিসগো জনতাঘবিপ্লব ইতি বিভাব্যাহ অথবেতি । সুগমং ॥ ১০৪ ॥

প্রতিমা এই ধামে শোভা পাইতেছে ? অথবা গোপগণ নিজ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণগত ভাবসূত্রদ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই সেই স্থলে ভ্রমণ করিতেছেন ? ॥ ১০২ ॥

অপিচ, ইনি পিতা, ইনি মাতা, ইনি স্বয়ং পিতার সহোদরবর্গ এবং পরস্পরের সহিত বিস্তৃত হিতসম্বন্ধদ্বারা সম্মানিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ । এইরূপে ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ব্রজবাসীদিগের আত্মীয় বলিয়া মহনীয় খ্যাতি আছে, সেই কৃষ্ণপরিবারগণের প্রেম কৃষ্ণপ্রেমের পথিক অর্থাৎ বাৎসল্যভাবময় সিদ্ধভক্তদিগকে তাঁহাদিগের অভিলাষানুসারে ঐ খ্যাতি নিরন্তর অর্পণ করিতেছেন ॥১০৩॥

অনন্তর আরও কিছু চিন্তা করিয়া সম্ভাবনার বিষয় করা যাইতেছে । তাহা যদি সৎ সকলের অনুভবের বিষয় হয় তবেই মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে নূতন কাব্যের ব্যভিচার হইবে না কি ? অর্থাৎ অবশ্যই বিফল হইবে, অথবা এই কাব্য

তত্তু সম্ভাবনং যথা—অথ গোপাবাসাভ্যন্তরে তাদৃশামেব সভ্যানাং লভ্যা সভাবলিরুপলভ্যতে। যত্র ভূরিবৈচিত্রীধুরাণি মহাগোপুরাণি পুরাণীব* বিরাজন্তে যেষাং পন্থানঃ কিঞ্জল্ক-বলজ-পর্য্যান্তাঃ সমন্তাদ্বিভ্রাজন্তে। যত্র চ পরস্পরমভিমুখাঃ সুমুখা মহান্তস্তে গৃহা মিথঃ পৃথুলশোভালোকস্পৃহা ইব বিমৃশ্য দৃশ্যন্তে। যত্র চ সিংহসংহননানাং পুরুষসিংহানাং নিশ্চলাঙ্ঘ্রীণি মহা-সিংহাসনানি বিচিত্রতয়া নেত্রাণাং পরিবৃংহণতামংহন্তি। যত্র চ পরাবরকক্ষ্যাবাসিলোকলক্ষাণি সমমেব সমক্ষাণি সন্তি মিথঃ সুখশতানি বর্ষন্তি। যত্র চ একত্রাসীনানামন্যত্রাপি রূপককাব্য

তৎ সম্ভাবনং স্বয়মুদ্ঘাটয়তি অথেত্যাদিনা। ভূরিবৈচিত্রীধুরাণি বহুবৈচিত্রীণাং বাহকানি। মহাগোপুরাণি মহাপুরদ্বারাণি। কিঞ্জল্কবলজপর্য্যন্তাঃ তৎপদ্মকেশররূপং পূর্দ্বারং বলজং তৎসীমাঃ। সিংহসংহননানাং। বরাঙ্গরূপোপেতো যঃ সিংহসংহননোঽপি স ইত্যমরঃ। পরিবৃংহণতাং সমৃদ্ধিং অংহন্তি গচ্ছন্তি। পরাবরকক্ষ্যাবাসিলোকলক্ষাণি প্রথমদ্বিতীয়রূপায়াঃ

যদিও সামান্য হৌক, কিন্তু তাহা যদি সাধুদিগের বাঞ্ছিত হয় তবে সকলই অঞ্চি৹ অর্থাৎ উত্তম হইবে ইহাই আমি বোধ করিতেছি॥ ১০৪॥

সেই সম্ভাবনা যথা—তৎপরে গোপদিগের আবাসমধ্যে তাদৃশ সভাগণেরই যোগ্য সভাশ্রেণী উপলব্ধ হইতেছে। যে স্থানে দীর্ঘ পুরদ্বারসকল বহুবিধ বৈচিত্রী-পূর্ণ হইয়া যেন মহানগরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। যাহাদের পথ সকল সেই পদ্মকেশররূপ পুরদ্বারের সীমাস্বরূপ হইয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। যে স্থানে সুন্দর ও দীর্ঘাকৃতি গৃহসকল পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পরস্পর অত্যচ্চ শোভাদর্শনের জন্যই যেন অভিলাষী হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানে সিংহাকৃতি ভীষণা-বয়বসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহাদের নিশ্চল চরণযুগল,যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল মহাসিংহাসন, বিচিত্র ভাবে দর্শকগণের নেত্রসমূহে মহাসমৃদ্ধির ভাব প্রদান করিতেছে। যে স্থানে পর ও অবর অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবাসী লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গেই নেত্রগোচর হইয়া পরস্পর শত শত সুখ

* পুরাণীব ইতি পাঠঃ মাদ্রোগ্রন্থে নাস্তি।

ইব প্রতিরূপাণি রূপাণি প্রতীয়ন্তে, নচ তানি কেবলানি, অপি তু প্রতিধ্বনয়শ্চ ধ্বনিকাব্য ইব ধ্বনিতয়া বিভাব্যন্তে। যতঃ স্বচ্ছান্তঃকরণা মহান্তঃ খলু পরগুণান্তরাণ্যপ্যাযচ্ছন্তীতি প্রথিতিঃ প্রথীয়সী। যদা চ তথা প্রতীয়ন্তে বিভাব্যন্তে চ তদা হ্যাগন্তুকা নানাজনাস্তত্তদ্রূপাণাং জানানাঃ পরিতঃ পরিহস্যন্তে। যত্র চ কুত্রাপি যদা সদা পরমানন্দস্যন্দ-সন্দোহ-দোহন-কান্তি-কন্দলীলম্ভিতসুখতন্দ্রঃ শ্রীমন্নন্দকুলচন্দ্রঃ স্বয়মালোকসুধয়া লোক-চক্ষুশ্চকোর-বার-পারণামাপূরয়তি। তদাতূৎসবানামপি মহা-নুৎসবঃ স্ফুরতি ॥ ১০৫ ॥

কক্ষ্যায়া দ্বারাণি তদ্বাসিনাং লোকানাং লক্ষ্যাণি। প্রথীয়সী ভূয়সী। তত্তদ্রূপাণাং তত্তদ্রূপৈঃ প্রবর্ত্তমানানাং ইত্যর্থঃ। করণে ষষ্ঠী। দোহনং পূরণং। বারপারণা—বারঃ সমূহস্তস্য পারণা তৃপ্তিঃ ॥ ১০৫ ॥

বর্ণন করিয়া থাকে। যে স্থানে একত্র উপবিষ্ট জনসকলের রূপরাশি রূপককাব্যের ন্যায় অন্যস্থলে প্রতিরূপ ছলে প্রতীত হইতেছে। কেবল যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব-রূপ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিধ্বনি সকল, অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ধ্বনি কাব্যের মত, ধ্বনির স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইতেছে অর্থাৎ শরীরের প্রতিবিম্বের মত শব্দেরও প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ধ্বনি কাব্যেও এক ধ্বনি হইতে অন্য ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণ, যে সমস্ত মহাত্মগণের অন্তঃকরণ নির্ম্মল, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরগুণসকল আপনাতে গ্রহণ করেন এই খ্যাতিটী সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ সাধুদিগের নির্ম্মলহৃদয়ে যেমন পরের গুণ প্রতিফলিত হয় সেইরূপ মণিময়গৃহে লোকদিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া জানিতে এবং ভাবিতে পারা যায় অর্থাৎ রূপের প্রতিবিম্ব ও ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি প্রকাশ পায়, তখন নিশ্চয়ই নানাবিধ আগন্তুকজনগণ ঐ প্রতিবিম্বের নিকট সত্যবোধে উপস্থিত হইলে তথায় চারিদিকে উপস্থিত অবস্থাভিজ্ঞ লোক-

অথ সভাবলয়মন্তরা চ কক্ষ্যাপঞ্চকতয়া লব্ধবোধং সর্ব্বচিন্তাবরোধঃ সতু ব্রজনৃপাবরোধঃ সমুজ্জ্বজতে। তমেব হি সহ মাতরপিতরাদিবৃন্দঃ শ্রীগোবিন্দঃ স্বয়মাবসতি। যত্র সভাবলয়ান্তরন্তঃ পরিতঃ পরীতাশ্চতস্রোঽপ্যন্তঃ পৃথগবরোধলক্ষ্যাঃ কক্ষ্যা লক্ষ্যন্তে, অন্যা চ পঞ্চমী ধন্যা সর্ব্বমধ্যলব্ধন্যাসতয়া যত্র চিত্রীয়তে। যস্যাস্তু মহাপ্রাঙ্গণসঙ্গিন্যাং প্রতীচীমনু স্বান্তরঙ্গমঙ্গনমঙ্গনং পরিতো নিকায়ানাং নিকায়ঃ সর্ব্বতোঽপি শ্রেয়স্যা শ্রীমদ্ব্রজনরদেবপ্রেয়স্যা সমাশ্রীয়তে। উদীচীমনু সুখময়ূখ-

তত্র ব্রজরাজবাসস্থানং নিরূপয়তি অথেত্যাদিনা গদ্যেন। কক্ষ্যা হর্ম্ম্যাদিপ্রকোষ্ঠঃ। ব্রজনৃপাবরোধঃ ব্রজরাজস্য গৃহং। নিকায়ানাং নিকায়ঃ গৃহাণাং সমূহঃ। প্রেয়স্যা শ্রীযশোদয়া।

দিগের নিকট তাহারা পরিহাসাস্পদ হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে যখন শ্রীমান নন্দকুলের চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার দেহকান্তি দেখিলে সর্ব্বদা পরমানন্দনির্ঝরের প্রবাহ পরিপূরিত হইয়া উঠে, এবং তাঁহার কান্তিপ্রবাহ দেখিবামাত্র সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠে। তিনি স্বয়ং দর্শনসুধাপ্রদানে জনগণের নেত্রচকোরদিগকে পারণা অর্থাৎ তৃপ্তিদ্বারা পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু তত্তৎসময়ে উৎসবসমুদয়েরও মহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

অতঃপর সভাশ্রেণীর মধ্যে ব্রজরাজের অন্তঃপুর বিরাজমান আছে, এই অন্তঃপুর সর্ব্বজনের মনোহর ও সকলে ইহাকে পঞ্চম প্রকোষ্ঠ বলিয়া জানিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতা পিতা প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়বর্গের সহিত, সেই অন্তঃপুরেই স্বয়ং বাস করিয়া থাকেন। যে স্থানে সভাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত যে চারিটী কক্ষ্যা আছে তাহা সংখ্যাতে চারিটী হইলেও, মধ্যে লক্ষ অন্তঃপুরসমবেত কক্ষ্যার মত লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্য আর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চমকক্ষ্যা সকলের মধ্যে নিহিত হইয়া যে স্থানে বৈচিত্রী উৎপাদন করিতেছে। ঐ পঞ্চমকক্ষ্যা মহাপ্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ আছে। ইহার পশ্চিমদিকে স্বীয় অন্তরঙ্গস্বরূপ প্রত্যেক প্রাঙ্গণের চারিদিকে গৃহসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়িনী শ্রীব্রজ-

রোহিণ্যা রোহিণ্যা, প্রাচীমনু সমস্তকৃতসেবেন শ্রীব্রজনরদেবেন, অপাচীমনু স্বজনসভাজনভোজনাপবর্জ্জনপ্রয়োজনসামগ্র্যা ॥ ১০৬ ॥

অথ তদ্বহির্ব্বহিরন্তঃপুরপ্রযুতবিভাগপ্রচুরাণাং পরমসন্তুষ্টজনপুষ্টানাং চতুষ্টয়ীনাঞ্চ কক্ষ্যাণাং পশ্চান্নিশ্চিত-পশ্চিমাদি-ককুভাং শুভাং রীতিমবলম্ব্য সকলশর্ম্মদৃশ্বরী শ্রীমদ্ব্রজেশ্বরী । রামঘট্টাভিরামঃ শ্রীমদ্বলরামঃ সর্ব্বলোকগতিঃ সচ গোবর্দ্ধনানন্দনঃ শ্রীমদ্ব্রজাধিপতিনন্দনঃ পতিরতীব রাজতে ॥ ১০৭ ॥

অপবর্জ্জনং দানং ॥ ১০৬ ॥

তত্র বিশেষং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন । পশ্চাৎ পূর্ব্বস্মিন্ । শাস্ত্রে. বৃক্ষবদ্ব্যবস্থেতিন্যায়াৎ ॥ ১০৭ ॥

রাজের প্রেয়সী যশোদাদেবী ঐসকল গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন । তাহার উত্তরদিকে রোহিণীদেবী যেন আনন্দকিরণাঙ্কুর বা অভিনব আনন্দদ্বারা আক্রান্তা হইয়া গৃহসমূহ অবলম্বন করিয়া আছেন। তাহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীব্রজরাজ গৃহসকল আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছেন । এবং তাহার দক্ষিণদিকে আত্মীয়বর্গের সম্মান, ভোজন এবং দানের সামগ্রীদ্বারা গৃহ সকল পরিপূর্ণ আছে ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর তাহার বাহিরে যে চতুরবয়বা কক্ষ্যা বিদ্যমান আছে। ঐ সকল কক্ষ্যা নানাবিধ বাহ্য এবং অন্তঃপুর (সদর ও মফস্বল) বিভাগে পরিপূর্ণ এবং পরমসন্তুষ্ট জনসমূহে পরিপুষ্ট আছে । ঐ চতুষ্টয় কক্ষ্যা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমাদি দিক্ নিশ্চয় করিয়া দিতেছে । ঐ সকল শুভরীতিসম্পন্ন কক্ষ্যা অবলম্বন করিয়া সকল শুভদর্শনকারিণী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যমান আছেন । উত্তরদিকে * রামঘট্ট স্থলে ক্রীড়াকারী শ্রীবলরাম বিরাজ করিতেছেন । পূর্ব্বদিকে ভবনবাসি সকললোকের একমাত্র গতি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমদ্ব্রজাধিপতি বাস করিতেছেন এবং যেস্থানে দক্ষিণদিকে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের আনন্দদায়ী শ্রীমান্ নন্দনন্দন পতি বা অধ্যক্ষরূপে সম্যক্ বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

* রামঘট্ট যে উত্তর দিকে অবস্থিত তাহা ইতঃপূর্ব্বে ৬৯ এবং ১০৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

তত্র চাহরহরবিরহ-রহঃকেলি-কলিততৃষ্ণয়ো রামকৃষ্ণয়ো-র্বিখ্যাততত্তন্নামস্থ কক্ষ্যাদ্বয়ধামস্থ পরমরমাগণশ্রেয়সীনাং প্রেয়সী-নামাবাসপ্রাসাদাবলিরুদ্ভাসতে ॥ ১০৮ ॥

যত্র চাবেশনমনু সাবেশং নানাকলাকলাপং কলয়ন্তীনামা-লীনাং নিজনিজযূথবরূথপায়াঃ পরমাপূর্ব্ব-পূর্ব্বানুরাগাদিকথা-নিকায়ং গায়ন্তীনাং মধু-মধুরকাকলীকুলানি তত্রকীয়ং সর্ব্বং তর্ব্বন্তমার্দ্রীকুর্ব্বন্তি। কিমুত বহুকষ্টস্পৃষ্টতয়া মিথুনীভূতং তত্তন্মিথুনং ॥ ১০৯ ॥

অথ শ্রীরামকৃষ্ণয়োরন্তঃপুরং বর্ণয়তি অত্র চেত্যাদি গদ্যেন। অবিরহরহঃকেলিকলিত-তৃষ্ণয়োঃ বিচ্ছেদরহিতা বা নির্জ্জনকেলিস্তস্যাং গৃহীতাভিলাষয়োঃ। কক্ষ্যাদ্বয়ধামস্থ সভাবলয়-মন্তরা পঞ্চানাং কক্ষ্যাণাং মধ্যে তৃতীয়-চতুর্থরূপং যৎ কক্ষ্যাদ্বয়ং তেষু ॥ ১০৮ ॥

তত্রত্যানাং সখীনাং ভাবং বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদিনা। আবেশনং শিল্পশালাং অনু সাবেশং যথা স্যাত্তথা তর্ব্বন্তং তরুপর্য্যন্তং। বহুকষ্টস্পৃষ্টতয়া বহবঃ কষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ যত্র তদ্ভাবতয়া। তত্তন্মিথুনং রামমিথুনং কৃষ্ণমিথুনঞ্চ ॥ ১০৯ ॥

তথায় অহরহঃ বিরহরহিত রহস্যকেলিতে তৃষ্ণাযুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব স্ব নামে বিখ্যাত কক্ষ্যারূপ ধামদ্বয়ে অর্থাৎ সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চকক্ষ্যার তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষ্যাতে পরমলক্ষ্মীগণের শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীগণের আবাসস্বরূপ গৃহশ্রেণী প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০৮ ॥

এই কক্ষ্যাদ্বয়ে এক শিল্পশালা আছে। ঐ শিল্পশালায় সখীগণ আবেশের সহিত নানাবিধ শিল্পকলা রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহারা নিজ নিজ যূথ-স্বামিনীর পরমাশ্চর্য্যসগলিত পূর্ব্বানুরাগাদির কথাসকল গান করিতেছেন। ঐ সকল গায়িকা সখীগণের মধু অপেক্ষাও সুমধুর কাকলী অর্থাৎ মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনিসমূহ তরুপর্য্যন্ত তত্রত্য সমস্ত বস্তুকেও যখন আর্দ্র করিতেছেন, তখন তাঁহারা যে বহুতর কষ্টস্পৃষ্টে মিথুনীভাবপ্রাপ্ত মিথুনদ্বয়কে অর্থাৎ রাম ও রামপত্নী এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপত্নীগণকে যে আর্দ্র করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে ॥ ১০৯ ॥

তয়োর্দ্বয়োরাবরণতয়া লক্ষ্যে যে চান্যতরে কক্ষ্যে তে রাম-কৃষ্ণয়োর্যথাহরিতং বহিরবহিরুপবেশসদেশরূপে ভবতঃ। যথা-নিকটতটমেতয়োরভিমুখানি সর্ব্বতঃ মুখানি তয়োর্মধ্যময়োর্দ্বারাণ্যধিযন্তি ॥ ১১০ ॥

এষা চ সপ্তকক্ষ্যাতুলচাতুরাধুরীণা পুরী প্রত্যন্তরকক্ষ্যমেক-ভূম-দ্বিভূমতাদিপ্রকারেণাধিকভূমিকারচনাভিরুচ্চতররীতিকায়াঃ সমানমানগৃহস্বস্ববীথিকায়া ধারিণী গোলোকধরণী লোকহারিণী

তত্রাপি চ বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি তয়োরিত্যাদি গদ্যেন। যথেতি। নিকটতটমনতিক্রমস্য। তয়োস্তৃতীয়চতুর্থয়োঃ অন্যতরে। সম্ভাবলয়মধ্যরা পঞ্চানাং কক্ষ্যাণাং মধ্যে। প্রথমদ্বিতীয়রূপে তয়োর্মধ্যময়োঃ তত্র তত্র তয়োর্ব্রজপতিযশোদাখণ্ডয়োঃ ॥ ১১০ ॥

তস্য শোভাবিশেষং নির্দ্দিশতি এষা চেত্যাদি গদ্যেন। সপ্তকক্ষ্যেতি মধ্যকক্ষ্যায়া সহ সপ্ত-মহং। গোলোকেতি গোলোকধরণী জনানাং মনোহারিণী ॥ ১১১ ॥

সেই তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষ্যাদ্বয়ের আবরণস্বরূপ যে অন্যতর প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষ্যা আছে, সেই কক্ষ্যাদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের "যথাহরিত" অর্থাৎ উত্তরে শ্রীরামের ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের সদর ও মফস্বলের উপবেশনস্থান হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কক্ষ্যা-দ্বয়ের সম্মুখস্থ দ্বারসকল মধ্যবর্ত্তী শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার গৃহখণ্ডের দ্বারপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে ॥ ১১০ ॥

সপ্তকক্ষ্যা সুসজ্জিত, এই পুরী অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্য-কক্ষ্যা লইয়াই সপ্তকক্ষ্যা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিলে তাহার যেমন ভিন্ন ভিন্ন শোভা হয়, সেইরূপ প্রত্যেক কক্ষ্যার অভ্যন্তরে এক-তল, দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহগুলি যেন একই ধরার ভিন্ন ভিন্ন বেশ। গোলোকের ধরা এই প্রকারের সমপরিমাণ গৃহসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া গোলোকবাসি-সকল লোকের মনকে হরণ করিতেছে। তথায় যে সমস্ত গৃহশ্রেণী বিদ্যমান আছে, সেই সকল গৃহশ্রেণী মণিময় ভিত্তিতে সংক্রান্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক ভবনেরই ভিত্তিগুলি মণিময়, সুতরাং ঐ মণিময় ভিত্তিতে প্রতিগৃহেরই পরস্পর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, এজন্য ভবন নিজে এক হইলেও

ভবতি। তত্র সর্ব্বাস্তু গৃহলেখামণিভিত্তিসম্বন্ধমধ্যরেখালব্ধ-দ্বৈবিধ্যা সমন্তাদুভয়তঃ স্থিতদ্বারতয়া পরস্পরসম্মুখতাশোভা-নন্দিতদিগন্তাঃ কৈমুত্যমাসাদয়ন্তি ॥ ১১১ ॥

যত্র চ সর্ব্বমধ্যমাবরোধস্যাধিমধ্যং বৃহৎপ্রাঙ্গণমধিকৃত্যা-খণ্ডপুটভেদনমুকুটভঙ্গিলঙ্গিমং নিঃশ্রেণি-শ্রেণিমিশ্রান্তঃশ্বভ্রশুভ্র-লঘুলঘুদ্বারসুখারোহসঞ্চারমেরুবাকারচার্ব্বঙ্গকুট্টিমাদুপরি পরিতঃ স্তম্ভবারসঙ্গতনগরমেকং সর্ব্বতশ্চলৎপতাকমবলোক্যতে ॥ ১১২॥

যদা চ তস্য সর্ব্বককুদমুদঞ্চিতস্য ধিষ্ণ্যস্য পুরূপরি চাল-

তত্র চ সভাগৃহং বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদি গদ্যেন। অখণ্ডপুটেতি। অখণ্ডস্য পুটভেদনস্য পুরস্য মুকুটস্যেব যা ভঙ্গিস্তয়া লঙ্গিমং সুন্দরং। নিঃশ্রেণীতি। নিঃশ্রেণিরূর্দ্ধারোহিণী। সঞ্চারো গতিঃ। মেরুবাকারেতি সুমেরুসদৃশেত্যর্থঃ। কুট্টিমং গৃহং ॥ ১১২ ॥

তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণবর্ত্তনে উৎকর্ষং বর্ণয়তি যদা চেত্যাদি গদ্যেন। সর্ব্বককুদং সর্ব্বতঃ ককুদং

অপরের প্রতিবিম্বকে মণিময়ভিত্তিরূপ নিজ দেহে ধারণ করিয়া যেন দুই হইয়াছে। অপিচ সকল গৃহেরই চারিদিকে উভয়পার্শ্বে দ্বার থাকাতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে যে, সেই শোভায় যখন দিঙ্মণ্ডল আনন্দিত হইতেছে তখন তাহা দেখিয়া সকলেই "ইহা কি" বলিয়া মুগ্ধ না হইবে কেন? অপিচ ইহাতেই গৃহসমূহের আতিশয্য ও প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১১১ ॥

গোলোকের সর্ব্বমধ্যস্থল অধিকার করিয়া একটী গৃহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গৃহটী সমুদায় গোলোকনগরীর মুকুটস্বরূপ ও মনোহর। তন্মধ্যে সোপান-শ্রেণীযুক্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিদ্রের ঊর্দ্ধভাগস্থিত দীপ্তিমান্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারগুলি গমন-বিষয়ে আনন্দ দান করিতেছে। এবং মেরুসদৃশ উচ্চ ও মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট গৃহের ঊর্দ্ধভাগে চতুঃপার্শ্বস্থিত স্তম্ভসমূহে আন্দোলায়মান পতাকাসকল দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১১২ ॥

যে স্থান সর্ব্বপ্রকারেই প্রাধান্যযুক্ত সেইরূপ স্থানের উপরিভাগে প্রভৃত

স্ফরিষ্ণুতয়া শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং বর্ত্তিষ্ণুর্ভবতি তদা সর্ব্ববিজিষ্ণুতদুপরি-চরিষ্ণুজিষ্ণুনীলমণিরিব কং বা তল্লোকভবিষ্ণুলোকং কান্তিকন্দলীভির্ন পুষ্ণাতি ॥ ১১৩ ॥

যা চেয়ং কর্ণিকায়ামুপরিপুরী তদধস্তাদন্যাপি সমন্তাদস্তি, কিন্তু সা প্রতিকৃষ্ণকান্তাধামন্যেব নিজাঙ্গণনিভ-পত্রপঙ্‌ক্তি-সীমন্যেব চাযন্ত্রিতদ্বারগণেতি পরেষামজ্ঞাতা দ্যুমণিমণিগণসমুজ্জ্বলালয়কলাপা বাতানীত-সুজাত-পুষ্পজাত-পরিমল-সম্পাতা নির্জ্জনতাজনিত-স্বৈরতানারত-রতিপ্রদা শয্যাসনচ্ছত্রচামরাদি-

প্রাধান্যমুদ্গাতস্য। প্রাধান্যে রাজলিঙ্গে চ বৃষাঙ্গে ককুদো স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। পুরূপরি পুরু অধিকং উপরি জিষ্ণুনীলমণিরিন্দ্রনীলমণিঃ ন পুষ্ণাতি। নঞ্ শিরশ্চালনে। অপি তু সর্ব্বং লোকং পুষ্ণাতি, পুষ্টীকরণেন শ্রীকৃষ্ণকান্তের্ব্যাপকত্বং তল্লোকভবিষ্ণুলোকানাং চ হর্ষাতিশায়িত্বঞ্চ ধ্বনিতং ॥ ১১৩ ॥

তদেবং কেবলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিহারস্থানানি নিরূপ্য তৎকান্তানাং রহস্যস্থানানি নিরূপয়িতুং প্রস্তৌতি যা চেয়মিত্যাদি গদ্যেন। তেষু চ আভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণো বিহরন্ মহানন্দং লভতে ইতি চ বর্ণয়তি। পরিমলসম্পাতা পরিমলসংযুক্তা।

অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন বর্ত্তমান হয়েন, তখন তিনি সর্ব্ববিজয়ী অথচ তাঁহার উপরি সঞ্চরমাণ সর্ব্বপ্রভাবিজয়ী নীলকান্ত মণির মত দৈহিক প্রভাসমূহদ্বারা গোলোকস্থিত কোন্ লোককে না পালন করেন? অর্থাৎ তিনি সকলকেই পালন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

অপিচ, এই কর্ণিকার উপরিভাগে যে পুরী আছে, তাহার অধোভাগে অন্য এক পুরী সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু সেই পুরী পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মনোহর ধাম এবং শ্রীকৃষ্ণের যেন অঙ্গণতুল্য. সেই নিজাঙ্গণরূপ পত্রপঙ্‌ক্তির সীমাভাগেই দ্বারসকল বদ্ধ বলিয়া অন্যান্য সকলেরই তাহা অজ্ঞাত। সেই পুরীর গৃহসমূহ সূর্য্যসদৃশ রত্নরাশিদ্বারা সমুজ্জ্বল। পবনদেব সুন্দর পুষ্পরাশির পরিমলধারা আনয়ন করিয়া তথায় মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছেন। নির্জ্জন বলিয়া লোকের মনে তথায় যেরূপ স্বাধীনতা জন্মে. সেই স্বাধীনতাদ্বারা অবিরত প্রীতি উৎপন্ন হইতেছে। শয্যা. আসন, ছত্র এবং চামরাদি সামগ্রীর সম্যক্ ও

সামগ্রী সম্যগ্রীতিবহুশতী প্রীতিদা নানাক্রীড়াভাণ্ড-মণ্ডলমণ্ডিতা খণ্ডমণ্ডপা তত্তচ্চেষ্টাধিষ্ঠান-নর-মৃগ-পক্ষিপ্রতিকৃতিলক্ষবিলক্ষিতা প্রেয়সীষু বিভক্তপ্রদেশবিশেষা শেষালয়ায়তে। যত্রত্যেন পথা যথাবৎ প্রেয়সীনামানন্দনঃ শ্রীমান্নন্দনন্দনস্তত্র পত্রসমুদ্যদুদ্যান-বৃন্দমমূভিরনুবৃন্দমন্বীব নন্দতি। তস্মাদুদ্যানাদন্তর্দ্বারেণ চতুরস্রং প্রত্যুদ্যানমপি বিন্দতি॥ ১১৪॥

এবং শ্রীবলরামস্য রামঘট্টাখ্য-নিজক্রীড়াবনগমনঞ্চ তলবর্ত্মনৈব বর্ত্ততে, কিন্তু সঙ্ক্ষিপ্ততয়া নিহিতেন পত্রাবলিপর্য্যন্তালবাল-পিহিতেন মন্তব্যং॥ ১১৫॥

অন্তর্দ্বারেণ প্রচ্ছন্নদ্বারেণ॥ ১১৪॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রেয়সীনাঞ্চ স্থানাদিকং নিরূপ্য শ্রীরামস্যাপি তথা বর্ণয়তি এবমিত্যাদি গদ্যেন। সুগমং॥ ১১৫॥

বহুশত রীতিদ্বারা ঐ নগরী প্রীতি প্রদান করিতেছে। তথায় মণ্ডপসকল নানাবিধ ক্রীড়ার সামগ্রীদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আছে। সেই সেই চেষ্টার আধারস্বরূপ বা বহুবিধ চেষ্টাশীল লক্ষ লক্ষ মানব, পশু এবং পক্ষির প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবিদ্বারা সেই পুরী সুশোভিত আছে। ঐ পুরীর মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ বিশেষ প্রদেশে প্রেয়সীদিগকে বহুবিধ গৃহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহা যেন অনন্তভবনের মত প্রকাশ পাইতেছে। যে স্থানের পথ-দিয়া প্রেয়সী সকলের আনন্দপ্রদ শ্রীমান্ নন্দনন্দন প্রেয়সীগণ সহ পত্রস্থ বনশ্রেণীতে গমন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হয়েন, সেই উদ্যান হইতে প্রচ্ছন্নদ্বার দিয়া চতুরস্র (চতুষ্কোণ) স্থানে ও প্রত্যেক উদ্যানেই গমন করেন। পদ্মের কর্ণিকারের চতুঃপার্শ্বে যেরূপ পত্র থাকে, কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের ভবনের পার্শ্বেও সেইরূপ পত্রের মত বনশ্রেণী বিরাজমান আছে, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ১১৪॥

এইরূপে শ্রীবলরামের রামঘট্ট নামক স্বকীয় ক্রীড়াবনের মধ্যে গমনকার্য্যও তলস্থিত পথদ্বারাই সংঘটিত হয়। সঙ্ক্ষিপ্তভাবে নিহিত পত্রসমূহ পর্য্যন্ত আলবাল দ্বারা আচ্ছাদিত তলপথদ্বারাই যে তাঁহার তথায় গমন হয়, ইহা স্বীকার করিতে

তামেতামুপরিগতাং শ্রীমদ্‌ব্রজেশ্বরপুরীং পরি তু শ্লোকাঃ পরিগীয়ন্তে ॥ ১১৬ ॥

যস্যাং পতাকা মৃদুবাতকম্পিতা, নানামুখীভাবমিতাঃ পুনঃ পুনঃ।
সৌরভ্যমায়াতি যদা যতস্তদা, বিবৃত্য পশ্যন্তি দিশামমূমিব ॥
নিত্যং সুধাধামজ-ধামসঙ্গতঃ, পূর্ণাঙ্গতামঙ্গলসঙ্গতিং গতাঃ।

অধুনা শ্রীগোলোকপুর্য্যাঃ পরিপাটীং নবভিঃ শ্লোকৈরুপনিবন্ধুং প্রক্রমতে তামেতামিত্যাদি গদ্যেন। পরি লক্ষ্যীকৃত্য। অন্যৎ সুগমং ॥ ১১৬ ॥

তান্ শ্লোকান্ বর্ণয়তি যস্যামিত্যাদিকান্। যস্যাং পুর্য্যাং। বিবৃত্য পশ্যন্তীত্যনেন যাসাং দৃগুৎপ্রেক্ষ্যতে। দিশামিতি দিশাং মধ্যে যতো দিশঃ সৌরভ্যমায়াতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য। তদা অমূং দিশং ॥

হইবে। কৃষ্ণকান্তাগণের ভবনের পার্শ্বে যে উপবনশ্রেণী আছে, তথায় কৃষ্ণও তদীয় কান্তাগণ সর্ব্বদা বিচরণ করেন, এজন্য বলরামকে রামঘট্টে যাইতে হইলে ঐ উপবনের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়, কিন্তু তাঁহার গমন কেহ জানিতে পারেন না, বলরাম এবং কৃষ্ণও নিজ নিজ পত্নীগণকে দেখিতে পান না, কারণ উপবনের নিম্নভাগে বলরামের পথটী এমনভাবে গঠিত যে, তাহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ বাঁধ (আলবাল) নির্ম্মিত আছে * ॥ ১১৫ ॥

পূর্ব্বে যে শ্রীমদ্‌ব্রজেশ্বরের পুরীর সংস্থান বর্ণিত হইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ শ্লোকাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা—॥ ১১৬ ॥

যে পুরীতে পতাকাসকল মৃদুপবনে সঞ্চালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নানামুখ হইয়া থাকে, পরে সমস্তদিকের মধ্যে যে দিক্ হইতে যখন কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পতাকাসকল দিক্‌সকলের মধ্যে সেই দিক্‌কেই যেন দর্শন করিতে থাকে ॥

অপিচ, যে স্থানে নিত্যই চন্দ্রজাতকিরণের সঙ্গহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গলপ্রাপ্ত হইয়া

* জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীগণকে বা তাঁহাদিগের শয়নকক্ষাদিকে দেখা শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ নিষিদ্ধ। শ্রীবলরাম জ্যেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ, এই জন্যই উভয়ের গৃহ ও গৃহগমন-পথের রীতি ঐরূপ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যত্রাপি কুম্ভা বিধুকান্তসম্ভবাঃ, কূটান্তরন্তর্মুকুটা ইব স্থিতাঃ ॥
যত্রান্বিতা স্বচ্ছতয়া বিভাতয়া, হীরাদিরত্নচ্ছদিরালিরীক্ষ্যতে।
বিম্বচ্ছলাকৃষ্টনভস্থতেজসাং, সাযুজ্যভূমির্বিভুরাত্মনামিব ॥
ময়ূর-পারাবত-কোকিলাদ্যা, বসন্তি যস্যান্তু বিনাপি যত্নং।
শব্দায়মানা বিপিনস্থ তৈর্যৈ, বিবাদসম্বাদবদাচরন্তি ॥
বিচিত্ররত্নাবলিচিত্রচর্চ্চিতা, সৌবর্ণভিত্তিঃ পরিতশ্চকাসতী।
গোপালবাল্যাদিবিলাসমাধুরীঃ, সাক্ষাদিবালক্ষয়তে শিশূনপি ॥
বিস্তারিতোৎসঙ্গনিভৈরলিন্দৈঃ, শ্লিষ্যন্তি কৃষ্ণং ভবনানি নিত্যং

কূটান্তরন্তরিতি। কূটং শৃঙ্গং অন্তঃবরোধস্য উচ্চভাগস্তত্র কলশাকারো রচনাবিশেষো মুকুটতয়োৎপ্রেক্ষ্যতে। হীরাদীতি, হীরাদিরত্নময়ানাং ছদিষাং ছদানাং আলিঃ শ্রেণী। কৃতঃ সৈবম্প্রকারা তত্রাহ সাযুজ্যেতি। আত্মনাং জীবানাং বিভুঃ পরমাত্মা সাযুজ্যভূমিঃ। গোপালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।

চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত কুম্ভসকল শৈলশৃঙ্গসদৃশ উচ্চ অন্তর্গৃহের মুকুটের ন্যায় অবস্থিত আছে ॥

যে পুরীতে নির্ম্মল ও সুপ্রকাশ হীরকাদি রত্ননির্ম্মিত ছাদগুলি বিম্বচ্ছলে আকৃষ্ট গগনমণ্ডলস্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসকলের সাযুজ্যভূমি বা মোক্ষরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন জীবাত্মগণের সাযুজ্য ভূমি পরমাত্মা ॥

যে পুরীতে ময়ূর, পারাবত এবং কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গকুল বিনা যত্নে বাস করিয়াও বনবাসী ময়ূর কোকিলাদির সহিত শব্দ করিয়া যেন বিবাদ ও সম্বাদের ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥

যে স্থানে সুবর্ণময় ভিত্তি বিচিত্ররত্নখচিত চিত্রদ্বারা চর্চ্চিত হইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করত অন্যান্য শিশুদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য প্রভৃতি বিলাসমাধুরী যেন সাক্ষাতের ন্যায় দর্শন করাইতেছে ॥

যে স্থানে গৃহসকল বিস্তৃত ক্রোড়তুল্য অলিন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠ সমূহদ্বারা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং যে সকল গৃহমধ্যে ভক্তগণ

যেষাং সদান্তর্নিবসন্তি তে তদ্ভক্তা অমী তাদৃশতাং ব্রজন্তি ॥
প্রাঙ্গণানি মণিদর্পণচ্ছবীন্যুল্লসন্তি সদনাবলীমনু ।
যেষু নূতনবধূর্ব্বকান্তকং, ব্রীড়নম্রবদনাপি বীক্ষতে ॥
চন্দ্রকান্তমণিবদ্ধভূতলে, পল্বলানিচ লসন্তি সর্ব্বতঃ ।
রাধিকাদিমুখকান্তিকন্দলী, যানি পূরয়তি হন্ত সর্ব্বদা ॥
লোকঃ শ্রীনাথলোকপ্রতিরুচিবিজয়ী কাননং শ্রীস্পৃহাজি-
দ্বাসঃ শ্রীরাজধানীনিখিলশুভরুচাং বাসিনস্তে তএব ।
ভোক্তা কৃষ্ণঃ স ভোগ্যঃ প্রণয়মধুরিমা শশ্বদিত্যেবমস্মিন্
প্রত্যেকং সর্ব্বমন্তঃকরণমতিগতং কস্তদন্তং লভেত ॥ ১১৭ ॥

অমী গৃহাঃ । চন্দ্রকান্তমণিদ্রবেণ পল্বলজলবাহুল্যাৎ তেন চ শ্রীরাধিকাদিমুখেষু চন্দ্রত্ব-মারোপিতং । শ্রীনাথঃ পরব্যোমনাথস্তস্য লোকঃ বৈকুণ্ঠলোকস্তস্য কান্তিবিজয়ী ॥ ১১৭ ॥

নিরন্তর বাস করেন, সেই এই গৃহসমুদায় ভক্তভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভক্তের ন্যায় গৃহসকলও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥

গৃহশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া মণিময়-দর্পণপ্রভ প্রাঙ্গণসকল শোভা পাইতেছে । ঐ সকল প্রাঙ্গণে নববধূ লজ্জায় নতমুখী হইয়াও বকাসুরনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন ॥

চন্দ্রকান্তমণিসংযুক্ত ভূমিতলের সকলপার্শ্বে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সরোবরসকল শোভাকে পাইতেছে । আহা ! শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি প্রেয়সীগণের মুখপ্রভার প্রবাহ ঐ সকল ক্ষুদ্র সরোবরদিগকে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ করিতেছে ॥

এই গোলোকলোক শ্রীনাথলোকের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের সকল শোভা পরাজয় করিতেছে, কানন অর্থাৎ বৃন্দাবন লক্ষ্মীর অভিলাষকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ লক্ষ্মী বৃন্দাবনকে বাঞ্ছা করিয়াও প্রাপ্ত হয়েন নাই । এস্থানে শ্রীরাজধানী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের অখিল মঙ্গলময়ী শোভার বাস হইয়াছে । গোলোকবাসিগণ গোলোকবাসির ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ, ইহার অন্য উপমা নাই । শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বিষয়ের

তৎপ্রেমশর্ম্মণাং সর্ব্বাতিশায়িধর্ম্মতায়ামহমপি মর্ম্মবেত্তা ॥১১৮॥

যতঃ—হরির্গোপক্ষৌণীপতিমিথুনমন্যে চ বিবুধা-
ন নঃ ক্রূরং চিত্তং মৃদুলয়িতুমীশা লবমপি।
অহো তেষাং প্রেমা বিলসতি হরৌ যস্তু বলবান্
হরের্বা যস্তেষু দ্রুতয়তি সএব প্রতিপদং ॥ ১১৯ ॥

অতঃ সর্ব্বতঃ ক্ষেমাণাং সএব প্রেমা সর্ব্বত্র স্ফুরতি ॥১২০॥

তদেবং শ্রীগোলোকস্য শোভাদিকং বর্ণয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপরিকরাণাঞ্চ প্রেমসুখাতিশয়ং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদিত্যাদি গদ্যেন। অহমপি অতিকঠিনোঽপি ॥ ১১৮ ॥

তং কারণেন দর্শয়তি হরিরিত্যাদি শ্লোকেন ॥ ১১৯ ॥

তস্য প্রেম্নো মহিত্বং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অত ইত্যাদি গদ্যেন। সর্ব্বতোভাবেন মঙ্গলানাং মধ্যে স এব প্রেমা সর্ব্বতঃ স্ফুরতি মঙ্গলাতিশয়ং সন প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

ভোক্তা এবং তাঁহার সেই প্রেমমাধুরীই সর্ব্বদা উপভোগ্য বস্তু। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেক সমস্ত পদার্থই অন্তঃকরণ অতিক্রম করিয়াছে, অতএব কে তাহার অন্ত পাইতে পারে? ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের প্রেমসুখের ধর্ম্ম সর্ব্বাতিশায়ী হইলেও আমিও সেই বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাতিশায়ী বিষয়ের বর্ণনায় মাদৃশ অতিকঠিন লোকও প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥

যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ, ব্রজেশ্বরী যশোদা এবং অন্যান্য দেবগণও আমাদিগের কঠিন হৃদয়কে অল্পমাত্রও কোমল করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান্ প্রেম আছে, সেই প্রেমই সর্ব্বদা আমাদিগের কঠিন মনকে আর্দ্র করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

অতএব জগতে সকল পদার্থে যে সকল মঙ্গল আছে, তাহাদের মধ্যে সেই প্রেমই কেবল সকল স্থানে অতিশয় মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২০ ॥

তথাহি—

হরিঃ প্রেমা সাক্ষাদিব ভবতি কিংবা ব্রজজন-
স্তয়োরেকস্মিংশ্চ স্ফুরতি সতি শশ্বৎ স্ফুরতি নঃ।
ইদং বারং বারং বিধি-শিব-সুরর্ষি-প্রভৃতয়ঃ
স্ফুটং কর্ত্তুং শক্তিং দধতি নতরাং যৎ কিয়দপি॥ ১২১॥

সতু পরমাশ্চর্য্যাচর্য্যঃ। যতঃ—

তদীয়ানাং প্রেমা যদপি কৃতিচর্য্যাতিগসুখ-
স্তথাপ্যুচ্চৈর্হেতুর্ভবতি হরিসাহায়কবিধৌ।

তস্য স্বরূপস্য দুর্লক্ষ্যতাং ব্যঞ্জয়তি হরিরিতি। ব্রজজনবিষয়কো যঃ হরেঃ প্রেমা স হরিঃ সাক্ষাদাবির্ভূত ইব কিংবা হরিবিষয়কো যো ব্রজনস্য প্রেমা স ব্রজজনঃ সাক্ষাদাবির্ভূত ইব ভবতীত্যুভয়োঃ পরস্পরবিষয়কপ্রেমরূপত্বেনাবির্ভূতত্বং সংশয়েনোৎপ্রেক্ষিতং। তত্র হেতুমাহ তয়োরিতি। বার্থে চকারঃ। ততশ্চ তয়োরুভয়োর্মধ্যে একস্মিন্ হরৌ বা ব্রজজনে বা শশ্বৎ সমগ্রং স্ফুরতি সতি স প্রক্রান্তস্তাদৃশঃ প্রেমা নোঽস্মাকং স্ফুরতীতি। ননু স্বস্মানুভবেন সংশয়-নিরাসপূর্ব্বকমেতন্নিশ্চীয়তাং তত্রাহ ইদমিতি। অপিশব্দঃ সর্ব্বত্র যোজনীয়ঃ। ততশ্চ যদ্-যস্মাৎ ব্রহ্মশিবনারদপ্রভৃতয়োঽপি বারং বারং পুনঃ পুনরপি অর্থাৎ প্রণিদধতোঽপি অদ্যাপি ইদং কিয়দপি অল্পমপি স্ফুটং কর্ত্তুং শক্তিং সামর্থ্যং নতরাং দধতি নৈব ধারয়ন্তীত্যর্থঃ। তস্মা-দস্মাকন্তু কা বার্ত্তেতি শ্রীমতাং গ্রন্থকৃচ্চরণানাং দৈন্যাত্মকোঽভিপ্রায়ঃ॥ ১২১॥

তস্য পরমাশ্চর্য্যরূপতাং বর্ণয়তি সত্বিত্যাদিনা। তদীয়ানাং ব্রজজনানাং শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং বা। কৃতিচর্য্যেতি করণব্যাপারাতীতসুখরূপঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ॥ ১২২॥

দেখ, শ্রীকৃষ্ণই কি সাক্ষাৎ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন? অথব ব্রজজনই কি সাক্ষাৎ প্রেমশরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তজন ইহাঁদের মধ্যে একমাত্র স্ফূর্ত্তি হইলে আমাদের সম্বন্ধে সেই প্রেম নিত্যই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। বিধি, শিব এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই প্রেমপদার্থকে বারম্বার প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই॥ ১২১॥

কিন্তু সেই প্রেম পরম আশ্চর্য্য। কারণ, যদিচ ব্রজজনের প্রেম ইন্দ্রিয়-

জগৎকার্য্যে যদ্বচ্ছ্রুতিগত-পরব্রহ্ম নিতরা-

মচিন্ত্যো যো ভাবঃ সহি নহি বিতর্কং বিষহতে॥ ১২২॥

যস্মাদেবং স এব চিত্তমাকর্ষতি তস্মাৎ॥ ১২৩॥

জ্ঞাত্বা কর্ম্ম স্বয়মুত পরাৎ কৃষ্ণতৃষ্ণানুকূলং

তস্মিন্নন্তর্ব্বহিরপি সদা গোপরাজাবরোধে।

যাতায়াতং মুহুরতিতরাং কুর্ব্বতামাদৃতানা-

মপ্যুৎকণ্ঠাচলিতমনসাং মানসং ভাবমীহে॥ ১২৪॥

তত্রত্যানাং সমূহাবলোকনন্তু পরমপরমাদ্ভুতং॥ ১২৫॥

যস্মাদিতি সুগমং॥ ১২৩॥

তস্য চিত্তাকর্ষতাং ব্যঞ্জয়ন্ তেষাং তদাগ্রহং ব্যঞ্জয়তি জ্ঞাত্বেত্যাদি পদ্যেন। ঈহে চেষ্টে॥১২৪

তত্রস্থানাং সর্ব্বেষাং স্বয়ং প্রকাশো বর্ত্ততে ইতি ব্যঞ্জয়িতুমাহ তত্রত্যানামিতি গদ্যেন॥১২৫॥

ব্যাপারের অতিরিক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সুখস্বরূপ, তথাপি তাহা কৃষ্ণ পাইবার সাহায্যবিষয়ে প্রবল কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ বেদপ্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম জগদ্রূপ কার্য্যের প্রতি কারণ। ইহাতে ন্যায় এই যে, যে ভাব চিন্তার অগম্য, তাহা কখনও মিথ্যা তর্ককে সহ্য করেন না অর্থাৎ অচিন্ত্য ভাব তর্কের অগোচর॥ ১২২॥

ইহা যখন এইরূপ, তখন নিশ্চয়ই সেই প্রেম আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে॥ ১২৩॥

যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক তৃষ্ণা হয়, সেইরূপ অনুকূল কর্ম্ম, প্রথমে স্বয় অথবা পরের নিকট হইতে জানিতে হইবে। গোপরাজের অন্তঃপুরে সর্ব্বদা বাহিরে এবং ভিতরে যাঁহারা বারম্বার যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব বলিয়া যাঁহাদের চিত্ত উৎকণ্ঠায় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত আদরণীয় গোপগণের মানসিক ভাব ইচ্ছা করি॥ ১২৪॥

কিন্তু গোলোকবাসী সমস্তলোকের দর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক॥ ১২৫॥

তথাহি—

উদ্ঘূর্ণন্তে * প্রিয়পরিজনাঃ স্নিগ্ধভাবা যথাস্বং
গোপক্ষৌণীপতিমনুগতাস্তস্য চাত্মদ্বিতীয়াং ।
যৌ প্রেমাখ্যপ্রবলরসনাযন্ত্রিতৌ কৃষ্ণকান্তি-
জ্যোতিশ্চক্রে রবিশশিতনূ যে চ নক্ষত্রসঙ্ঘাঃ ॥ ১২৬ ॥

গানন্তু প্রতিগণং সাধারণমপি কঞ্চিদ্বিশেষং বহতি ।

যথা—জন্মাদ্যর্ভকতাপ্রথা প্রবয়সাং মধ্যেসভং প্রায়শঃ
পৌগণ্ডাদিষু নির্জ্জরাদিবিজিতিঃ প্রায়ঃ সুহৃন্মণ্ডলে ।
কালিয়াদিষু দুর্জ্জনেষ্বপি কৃপা ভক্তব্রজেঽনল্পশঃ
প্রায়েণাদ্ভুতরাগকেলিরভিতঃ কান্তাগণে গীয়তে ॥১২৭॥

তং দর্শয়তি তথাহি উদ্ঘূর্ণন্তে ইতি পদ্যেন । উদ্ঘূর্ণন্তে কৃষ্ণপ্রেমাধীনতয়োৎকর্ষেণ ভ্রমন্তীতি প্রিয়পরিজনানাং প্রেমাতিশয়ত্বং সদাদ্ভুতচেষ্টত্বঞ্চ সূচিতং । আত্মদ্বিতীয়াং পত্নীং । রসনা রজ্জুঃ ॥ ১২৬ ॥

অধুনা গানস্য বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে গানন্ত্বিতি গদ্যেন । তদ্দর্শয়তি যথা জন্মেত্যাদি পদ্যেন । প্রবয়সাং বৃদ্ধানাং ॥ ১২৭ ॥

দেখ, গোপরাজ শ্রীনন্দ এবং তাঁহার নিজের দ্বিতীয় আত্মা বা পত্নী শ্রীযশোদা এই উভয়ের যথাযোগ্য অনুগত ও স্নিগ্ধস্বভাব-যুক্ত প্রিয়জনসকল নক্ষত্রসমূহরূপে এবং শ্রীনন্দ ও যশোদা রবি শশি মূর্ত্তিরূপে প্রেমনামক প্রবল রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরূপ জ্যোতিশ্চক্রে উদ্ঘূর্ণিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ১২৬ ॥

অপিচ, তাঁহাদিগের সঙ্গীত সাধারণ হইলেও কোন এক বিশেষ ভাবকে বহন করিতেছে, যথা—

বৃদ্ধগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রভৃতি বাল্যলীলা, সুহৃৎসভায় পৌগণ্ডাদি-বয়সে কৃত দেবগণের বিজয়লীলা, ভক্তগণের সভায় কালিয়প্রভৃতি দুর্জ্জনসকলের

---

* উদ্ঘূর্ণান্তঃ ইত্যপি পাঠঃ ।

তত্র চ—

সঙ্গানে চেন্তুজতি মুরজিদ্ভক্তমাত্রং বিমোহং
শর্ম্মাশর্ম্মাপ্যনুমিতিমিয়াত্তর্হি ন প্রেক্ষকাণাং।
শান্তির্দাস্যং সহচরদশা বৎসলত্বং তথান্য-
তস্মিন্ গচ্ছেৎ কথমথ বদ* ক্ষীরবার্ব্বৎ পরীক্ষাং ॥১২৮॥

হন্ত পদ্যদ্বয়মিদমলোলে মনসি উদূয় তদেবান্দোলয়তি, যথা—

মাতর্মাতর্জননি মম তদ্দেহি দেহীতি শব্দৈ-
র্বৎসায়ুষ্মন্ সুত বদসি কিং প্রাণলাল্যেতি চার্দ্রৈঃ।

সঙ্গানে ইতি সম্যগ্ গানে। প্রেক্ষকাণাং দর্শকানাং বিমোহদশারাহিত্যেন সচেতনানামিত্যর্থঃ। সহচরদশাং সখ্যং। অন্যৎ মধুরং। তস্মিন্ সঙ্গানে বিমোহং বদ কথয়। ক্ষীরবার্ব্বৎ পরীক্ষাং যথা মিলিতয়োঃ ক্ষীরনীরয়োঃ পরীক্ষা ন ভবতি তথা পঞ্চরসাশ্রয়াণাং তত্র বিমোহে কথং পরীক্ষাং বদেত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ বাৎসল্যরসপরিপাটীং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে হন্তেত্যাদিনা। তদেব মন এব চঞ্চলয়তি। তত্র স্বয়ং কবিবাক্যং যথা মাতরিতি। মাতরিত্যাদাবধিকপদানাং গুণত্বমেব নতু দুষ্টত্বং।

প্রতি অনুষ্ঠিত বহু রূপারূপ লীলা এবং প্রেয়সীদিগের সভায় প্রায় অদ্ভুত পূর্ব্বরাগাদি লীলাসকল সর্ব্বতোভাবে গীত হইতেছে ॥ ১২৭ ॥

তন্মধ্যে সঙ্গীতকালে শ্রীকৃষ্ণের শান্ত ও দাসাদি সাধারণ ভক্তমাত্রেই যখন মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং সেই মোহে তাঁহাদের সুখ হইতেছে কি অসুখ হইতেছে, দর্শকবৃন্দ তাহার অনুমান করিতে পারেন না, সুতরাং বল দেখি দর্শকদিগের হৃদয়ে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস মিলিত দুগ্ধজলের ন্যায় তখন কিরূপে পৃথক্ পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবে? ॥ ১২৮ ॥

অহো! এই বক্ষ্যমাণ দুইটী পদ্য অচঞ্চল মনে উদিত হইয়া সেই মনকেই চঞ্চল করিতেছে—

যথা—"হে মাতঃ! হে মাতঃ! হে জননি! আমাকে সেই নবনীতাদি প্রদান করুন প্রদান করুন।" এইরূপ শব্দদ্বারা এবং "হে বৎস! হে আয়ুষ্মন! হে সুত! হে প্রাণাধিক! কি বলিতেছ" এইরূপ আর্দ্র বাক্যদ্বারা কেমন নানাবিধ

---

* গচ্ছেদেষাং হৃদি কথমিহ ইতি, পরীক্ষাং ইত্যত্র বিবেকং ইতি চ পাঠঃ।

নানালাপপ্রণয়বলিতা মাং বলাৎ স্নেহমুদ্রা
তস্মিন্ গোষ্ঠে স্মরয়তিতরাং তৌ সবিত্রীকুমারৌ ॥১২৯॥
গেহেশি ! ত্বং চরিতসুকৃতা হন্ত বৎসস্ত্বদগ্রে
বক্তি প্সাতি প্রথয়তি রুচিং যাচতে জাহসীতি ।
অর্দ্ধাদেবং স্থগিতবচনং স্নেহপূরাদ্‌ব্রজেশং
ধ্যায়দ্বৃত্তিং বত ন লভতে মন্মনো বংভ্রমীতি ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু গোলোকরূপ-নিরূপণং প্রথমং পূরণং ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

তাদৃশবক্তোস্তাদৃশোক্তিপ্রত্যুক্তিভ্যাং তদীয়হর্ষসংভিন্নস্নেহাতিশয়স্থচনাৎ। ইত্যালঙ্কারিকাণা-মাশয়ঃ। তদ্দেহি তন্নবনীতাদি। সবিত্রীকুমারৌ মাতাপুত্রৌ ॥ ১২৯ ॥

তত্র শ্রীব্রজরাজবাক্যং বর্ণয়তি গেহেশীতি পদ্যেন। চরিতসুকৃতত্বমেব হন্ত বৎসেত্যাদে-র্হেতুঃ। জাহসীতি পুনঃ পুনর্ম্মুহু মৃহু হসতি চ। অর্দ্ধাদিতি এতাদৃশা বৎসব্যাপারা মম ন সন্তীতি শেষঃ পূরণীয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস-বিশ্ববিখ্যাত-শ্রীকিশোরীমোহনগোস্বাম্যাত্মজ-শ্রীবীর-চন্দ্রগোস্বামিবিরচিতায়াং শ্রীগোপালচম্পূসংক্ষিপ্তটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং প্রথমং পূরণং ॥ * ॥

আলাপ এবং প্রণয়সংযুক্ত স্নেহমুদ্রা সেই গোষ্ঠস্থলে মাতা ও পুত্রকে (অর্থাৎ যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করাইতেছে ? ॥ ১২৯ ॥

নন্দ বাক্য যথা—"হে গৃহেশ্বরি ! যশোদে ! তুমি পূর্ব্বজন্মে কত কত না পুণ্য করিয়াছিলে। আহা কি সুখের বিষয় ! বৎস কৃষ্ণ তোমার অগ্রে সকল কথাই বলিয়া থাকে, ভোজন করে, নিজের অভিলাষ প্রকাশ করে, নবনীতাদি যাচ্ঞা করে এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়া থাকে", এইরূপ স্নেহপ্রবাহযুক্ত অর্দ্ধবাক্য বলিতে বলিতে নন্দরাজের বাক্য স্থগিত হইল, সেই স্থগিতবাক্ নন্দকে ধ্যান করতঃ আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না, পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত হইতেছে ॥১৩০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূ কাব্যে গোলোকনিরূপণ-নামক প্রথম পূরণে শ্রীবৈষ্ণবজনদাস্যাভিলাষী শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থলিখিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অথ দ্বিতীয়ং পূরণং ।

শ্রীগোলোকবিলাসঃ ।

(তত্র নিত্যলীলা)

অথ কথাপ্রথনায় গ্রথনমিদমারভ্যতে ॥ ১ ॥

স্বভজন-লসন্মানস-সন্মানদ-জন্মাদিলীলাভব্যায় ভুব্যাবির্ভাবিতস্য তস্য নিজব্রজলোকচক্রস্য দন্তবক্রং হতবতা শ্রীভগবতা তত্র বিগতসর্ব্বশোকে গোলোকে পুনরপি সংশ্লেষঃ সাধিতঃ । ইতি চম্পূদ্বয়স্য প্রতিসম্পূর্ত্তি-বক্ষ্যমাণ-সপ্রমাণকথা-লক্ষ্যতয়া বিবিক্ত-

---

শ্রীগোপালপূর্ব্বচম্পা দ্বিতীয়ে পূরণে হরেঃ ।
বর্ণ্যতে শ্রীলগোলোকবিলাসস্য বিকাসনং ॥ ০ ॥

অধুনা নিত্যলীলাং বর্ণয়িতুমারভতে অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১ ॥

অথ স্বভক্তজনবিনোদায় জন্মাদিলীলামঙ্কুর্ব্বতা ভগবতা সহ তত্তল্লীলাপরিকরস্য সম্মিলনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে স্বভজনেত্যাদিগদ্যেন। স্বভক্তসন্মানদস্য শ্রীভগবতো জন্মাদিলীলানাং ভবিতব্যতার্থমিত্যর্থঃ। ভব্যায় উপপত্তয়ে। হতবতা নাশং কুর্ব্বতা। প্রতিসম্পূর্ত্তীতি। প্রতিসম্পূর্ত্তৌ বক্ষ্যমাণা সপ্রমাণকথা লক্ষ্যা যত্র তদ্ভাবস্তয়া। বিবিক্তং রহস্যং ॥

অনন্তর নিত্যলীলাবর্ণনময়ী কথার বিস্তার নিমিত্ত এই দ্বিতীয় পূরণের রচনা আরব্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবার জন্য যাঁহাদের হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, সেই সদ্‌গণের মানদায়ক অর্থাৎ আনন্দপ্রদ জন্মপ্রভৃতি লীলাসকলের প্রকাশনিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া ব্রজবাসি-স্বজনবর্গকে ভূতলে আবির্ভূত করতঃ সর্ব্বশোক-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ গোলোকধামে (পুরলীলার পর) পুনর্ম্মিলন সম্পাদন করেন। এইরূপে পূর্ব্ব ও উত্তরচম্পূর প্রত্যেক পূরণে ভাবি-প্রামাণিক কথা লক্ষ্য হইবে বলিয়া, তাহাই স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইবে ॥

মেব ব্যক্তীকরিষ্যতে। সিদ্ধে তত্র তু সংশ্লেষে কুত্রাপি রাত্রি-বিশেষে শেষে গোলোকাদ্বন্দ্বমহেন্দ্রদ্বারি হারি দুন্দুভিদ্বন্দ্বমুন্ননাদ। নাদবিশেষমিষেণানন্দমেবেদমুজ্জগারেতি মত্বা লোকোঽপ্যুজ্জ-জাগার। নচ স এব কেবলঃ কিন্তু কৃষ্ণাবলোকতৃষ্ণয়া সহ, যথা কমলসমূহঃ পরিমলধারয়া॥

অথ নিজনিজবৃন্দিনঃ সূতমাগধবন্দিনঃ শ্রীমন্নন্দরাজপুর-বিরাজমানবৃংহিতসিংহদ্বারি সর্ব্বোর্দ্ধং বিন্দমানাং চন্দ্রশালিকা-মধিরুহ্য নূতনানি পূতনাদি-দন্তবক্রান্তদুর্ব্বুদ্ধিশক্রারিচক্রবধ-সম্বদ্ধানি বিরুদাদিচ্ছন্দাংসি স্বচ্ছন্দতয়া নটন্ত ইবাপর্য্যন্তং পঠন্তঃ

গোলোকাদ্বন্দ্বমহেন্দ্রদ্বারি গোলোকাদ্বিতীয় জেন্দ্রদ্বারে। হারি মনোহারি রম্যং। মিষেণ ছলেন। উজ্জজাগার জাগরিতো বভূব। নিজনিজবৃন্দিনঃ স্বস্বযূথবিশিষ্টাঃ। বৃংহিতং সমৃদ্ধং। চন্দ্রশালিকাং প্রাসাদোপরি গৃহং। শক্রারিচক্রং ইন্দ্রশত্রুবৃন্দং। বিরুদাদিচ্ছন্দাংসীতি। গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে, তদাদিচ্ছন্দাংসি। অপর্য্যন্তং নিঃসীমং॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পুনর্ব্বার সম্মিলন ঘটিলে কোন এক রাত্রিশেষে গোলোকের অদ্বিতীয় মহারাজ শ্রীনন্দের দ্বারদেশে মনোহর দুন্দুভিদ্বয় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ঐ দুই দুন্দুভি শব্দবিশেষচ্ছলে যেন আনন্দই উদ্গিরণ করিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া লোকসকলও জাগরিত হইয়াছিল। কেবল যে তাহাই ঘটিয়াছিল এরূপ নহে, কিন্তু যে রূপে কমলসমূহ পরিমলধারার সহিত প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ লোকসকলও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব মনে করিয়া উল্লসিতভাবে জাগিয়া উঠিল॥

অনন্তর সূত, মাগধ এবং বন্দিপ্রভৃতি স্তুতিপাঠকসকল নিজ নিজ দলে মিলিত হইয়া শ্রীমান্ নন্দরাজের নগরে সুশোভিত অথচ সমৃদ্ধিশালি-সিংহদ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ অট্টালিকার উপরিস্থিত গৃহে আরোহণ করিয়া পূতনাদি এবং দন্তবক্রপর্য্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি ইন্দ্রশত্রু অসুরসমূহের বধলীলাসংযুক্ত নূতন নূতন

সমন্তাদেব জনসন্দোহমানন্দদোহং লম্ভয়ামাসুঃ। সানুরাগাবলি-বিভাগ-লঙ্গিম-সঙ্গীতসঙ্গি-তল্লীলাকথাকুলমপ্যাকলয়ামাসুঃ ॥ ২ ॥

তদা মুহুরপি হরেরবদানগানতো লব্ধতোষ-পোষা ঘোষাধিপতি-দম্পতিমুখাঃ পরমসুখাদতিশস্ত-বস্ত্রালঙ্কারভারং তেভ্যঃ স্বয়মীহয়া বিহাপয়ামাসুঃ, কিন্তু শ্রবণেঽপি তৃপ্তি র্ন কল্পিমবাপ। কথং বা তত্রাবশ্যমেব বশনীয়া সাতিঃ সাতিমাসীদতু, তদনু চ সমুদ্ভূতপ্রেমরসরাশিব্র্রজবারিরাশিঃ স্বয়মেব নিজ-নিজ-হৃদয়ঙ্গম-

আনন্দদোহং সুখপূরং। লঙ্গিমং সুন্দরং ॥ ২ ॥

তদা চ শ্রী .জরাজাদীনাং ভাবসম্বলিতং কাব্যং বর্ণয়তি তদেত্যাদিনা গদ্যেন। অবদানগান-গানতঃ। অবদানং কর্ম্ম বৃত্তমিত্যমরঃ। বিহাপযামাসুঃ অর্পিতবন্তঃ। কল্পিং সম্পূর্ণতাং বশনীয়া কাম্যা। সাতির্দানং সাতিমবসানং প্রা. .তু। সাতির্দানাবসানয়োরিত্যমরঃ। ব্রজবারি-রাশির্ব্রজসমুদ্রঃ ॥

গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতিরূপ বিরুদ প্রভৃতি ছন্দঃসকল যেন নাচিতে নাচিতে স্বচ্ছন্দে ও অসীমভাবে পাঠ করিতে লাগিল এবং তাঁহারা চারিদিকেই সমস্ত লোকদিগকে আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন করিল। অবশেষে তাঁহারা অনুরক্ত হইয়া বহুবিধ রাগের বিভাগদ্বারা মনোহর সঙ্গীতসংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাসকল লোকদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎকালে গোপেশ্বর এবং যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকৃত লীলাগান শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষপূর্ণ হইলেন এবং পরমসুখে ঐ সকল স্তুতিপাঠক বন্দিগণকে স্বেচ্ছানুসারে অতিপ্রশস্ত রাশিরাশি বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু ঐ সকল গান শ্রবণ করিয়াও তাঁহারা পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন না। আর কি প্রকারেই বা তাঁহাদের অভিলষিত দান কার্য্যের সমাপন হইবে? অতএব দানের কথায় কোন প্রয়োজন নাই। তৎপরে যাহাতে প্রেমরসসকল উৎপন্ন হইয়াছিল সেই ব্রজসমুদ্র স্বয়ংই নিজ নিজ

ব্রজমঙ্গল-শ্যামলাঙ্গসঙ্গানতরঙ্গসঙ্গসঙ্গিতয়া বিশ্ববিস্ময়কারিতাং সঙ্গতবান্। তত্র চ, গীয়মানতয়া সন্নিধীয়মানস্য ত্বদীয়যশসশ্চন্দ্রমসঃ সমতামনুমিমীমহে ॥ ৩ ॥

যদা তু শ্রীলগোপাললীলাগানাগ্রহিলা মহিলা গাতুমারব্ধাস্তদা সর্ব্ব এব সতৃষ্ণাস্তূষ্ণীমাসন্, কৃষ্ণমুরলীকাকলীমনু কোকিলা ইব। যদেব গানং বৈদগ্ধীদিগ্ধকঙ্কণাদিঝঙ্কারালঙ্কৃত-মন্থাননির্ঘোষঃ স্বরতালাদিদানমিব কুর্ব্বাণঃ স্বপোষং পুপোষ ॥ ৪ ॥

তদেবং সতি সর্ব্বতঃ সারেণ সপ্রমাণবর্ণয়িতব্যানুসারেণাপ-

শ্যামলাঙ্গসঙ্গানং কৃষ্ণস্য সম্যগ্‌গীতিং। বিশ্বচমৎকারিত্বেন তাদৃশতরঙ্গসঙ্গস্যাতিশয়ত্বং সূচিতং। সন্নিধীয়মানস্য গোচরীক্রিয়মাণস্য ॥ ৩ ॥

তদেবং সূতমাগধবন্দিনাং গানপরিপাটীং বর্ণয়িত্বা তত্রত্যমহিলানাং গানবৈচিত্র্যং বর্ণয়তি যদেত্যাদিগদ্যেন। আগ্রহিলা আগ্রহবিশিষ্টা মহিলাঃ স্ত্রিয়ঃ। গানমিতি কর্ম্মপদং। দিগ্ধং সম্বদ্ধং। মন্থানো দধিমন্থদণ্ডঃ। স্বপোষং আত্মনা পুষ্টমিব স্বেন পুপোষেত্যর্থঃ। স্বাত্মাত্মীয়-বন্ধুবিত্তবাচকাৎ করণাদ্ গত্যর্থপুষঃ, ইতি ণম্ প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

এবং সামান্যমহিলানাং গানবৈদগ্ধীং বর্ণয়িত্বা অধুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং সখীভিঃ কলিতাং

হৃদয়ঙ্গম ব্রজমঙ্গল শ্যামলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গানরূপ তরঙ্গরাশির সহিত সমবেত হইয়া বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছিল। তথায় শ্রীকৃষ্ণের যে গেয় যশ গোচরীভূত হইয়াছিল, আমরা চন্দ্রমার সহিত সেই যশের সাদৃশ্য অনুমান করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

কিন্তু যখন সাধারণ ব্রজরমণীগণ আগ্রহসহকারে শ্রীল গোপালের লীলাকথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যেমন কোকিলাগণ মৌনাবলম্বন করে, সেইরূপ সকলেই সতৃষ্ণমনে তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, এবং কঙ্কণাদির নৈপুণ্যপূর্ণ ধ্বনিশোভিত দধিমন্থনের শব্দ নিজে পুষ্ট হইয়া যে গানকে স্বরতালাদি দান করিয়াই যেন পরিপুষ্ট করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

এইরূপ ঘটিলে, যাহার বিষয় প্রমাণসহকারে বর্ণিত হইবে এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীদিগের শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য

গতাপরপতিভ্রমাঃ সর্ব্বা এব ব্রজরমা মারবাণদলিতমর্ম্মাণস্তদেক-সেবাধর্ম্ম্যেষু নিজনিজহর্ম্ম্যেষু সগমেব লব্ধাগমনং তমেকমেব রমণং রমণতাং গময়মানা ন বিরাম, গচ্ছন্তীতি সখীভিরেব প্রাভাতিকরাগময়গান-নর্ম্মণা তস্মাদুপরময়ামাসিরে ॥ ৫ ॥

তচ্চ ন সহসা কিন্তু ক্রমশঃ। তথাহি—

বাহূ বিশ্লথিতৌ শ্লথীকৃতমুরো বক্ত্রং দর-চ্যাবিতং

তল্পাদুত্থিতমেকদা বিনিময়েনালম্ব্য যত্নাম্মুহুঃ।

গানপরিপাটীং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। অপগতাপরপতিভ্রমাঃ অপগতঃ শ্রীকৃষ্ণাদপরঃ পতিরিতি ভ্রমো যাসাং তাঃ। মারবাণদলিতমর্ম্মাণঃ প্রেমরূপকন্দর্পবাণবিদারিতমর্ম্মাণঃ। তদেকসেবা শ্রীকৃষ্ণৈকসেবা। রমণেতি। ক্রীড়াকর্ত্তৃতাং প্রাপয়মাণা ইত্যর্থঃ। তস্মাদুপরময়ামাসিরে রমণাদুপরতা বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

তদুপরমণরীতিং বর্ণয়তি তচ্চেত্যাদিনা। তচ্চ উপরমণং।

পতিভ্রম অপগত হইয়াছিল। প্রেমরূপ কামবাণে তাঁহাদের মর্ম্মস্থল বিদলিত হইয়াছিল, তাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেবারূপ পরিচর্য্যার অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল ব্রজমহিলাদিগের স্ব স্ব অট্টালিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ থাকাতে শ্রীকৃষ্ণ এককালে সেই সমুদায় হর্ম্ম্যতলে আগমন করিতেন। তাঁহারা হর্ম্ম্যাগত সেই একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়া সেই রমণবিষয়ে বিরত হইতেন না। তখন তাঁহাদিগের সখীগণ প্রাতঃকালোচিত রাগপূর্ণ সঙ্গীতকৌতুকে সেই রমণকার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিতেন ॥ ৫ ॥

সেই কার্য্য সহসা হয় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ ঘটিয়াছিল। দেখ, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রেয়সীগণ সর্ব্বাগ্রে বাহুদ্বয় শিথিল, তদনন্তর বক্ষঃস্থল শিথিল, তৎপরে অল্পে অল্পে বদন অবনত করিয়াছিলেন এবং শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। একদা বিনিময়পূর্ব্বক সযত্নে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বারম্বার স্পর্শসুখের

যাভ্যাং স্পর্শমুখাগ্রহোঽপি দমিতস্তাভ্যাং হরিপ্রেয়সী-
ব্যক্তিভ্যাং বত সোঢ়মত্র সহসাক্রষ্টুং ন দৃষ্টিং মিথঃ ॥ ৬ ॥

হন্ত তাসু চ সর্ব্বাধিকা যা খলু রাধিকা সা খলু তদারম্ভ-সম্ভবাদেব প্রায়শঃ সর্ব্বদা মূর্চ্ছামৃচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যত্র চ।—পূর্ব্বানুরাগগলিতাং মম লম্ভনেঽপি
লোকাপবাদদলিতামথ মদ্বিযুক্তৌ।
দাবানলজ্বলিতজাতিবনীসদৃক্ষা-
মেতাং কথং কথমহং বত সান্ত্বয়ামি ॥

হরিপ্রেয়সীব্যক্তিভ্যাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভ্যাং। সোঢ়মিতি ভাবে ক্তঃ সহনং ন। যাভ্যামিতি দমিতক্রিয়াপর্য্যন্তং সর্ব্বত্র কর্তৃপদং ॥ ৬ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি হন্তেত্যাদি গদ্যেন। তদারম্ভসম্ভবাৎ তাদৃশ-গানারম্ভাদেব। ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

মূর্চ্ছাং প্রাপ্তায়াং তস্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমকৃতবৈয়গ্র্যং বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদিনা পদ্যেন। যত্র মূর্চ্ছায়াং। পূর্ব্বানুরাগগলিতামিতি পূর্ব্বানুরাগস্য অগ্নিত্বং ধ্বনিতং। লম্ভনেঽপি প্রাপ্তাবপি। লোকাপবাদদলিতামিতি এতেন লোকাপবাদস্য প্রচণ্ডতাপত্বং ধ্বনিতং। জাতিবনীর্জাতি-পুষ্পলতাবনসমূহঃ। কথং কথমিতি বীপ্সায়াং অধিকপদস্য গুণত্বং খেদাতিশয়সূচনাৎ।

আগ্রহও দমন করিয়াছিলেন (প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের শিথিল হস্তধারণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ইহাই এস্থলে বিনিময় বুঝিতে হইবে)। কিন্তু হায়! সহসা পরস্পরের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে কাহারও সামর্থ্য হয় নাই ॥ ৬ ॥

অহো! শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধিকা, তিনি তাদৃশ গানের আরম্ভমাত্রেই প্রায় সর্ব্বদা মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অপিচ, যে শ্রীরাধিকার উপর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতেন যে, "আমার অগ্নিতুল্য পূর্ব্বানুরাগে শ্রীরাধিকা গলিত হইয়া থাকেন, আমাকে পাইলেও প্রচণ্ড লোকাপবাদ ভয়ে অতিশয় ক্লিষ্টা হয়েন এবং যদি ইহাঁর সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে ইনি জাতিপুষ্পবনের মত দাবানলে প্রজ্বলিত হইবেন। অতএব হায়! কি প্রকারে আমি ইহাঁকে সান্ত্বনা করি?"

ইতি সদা ভাবয়ন্তং সম্প্রতি চাতিব্যগ্রীভবন্তং ব্রজযুবরাজং প্রতি সমাশ্বাসনয়া বিশ্বাসনয়া চ তাং ব্যবহিতাং কুর্ব্বাণাঃ প্রাণতুল্যাঃ পরমাল্যস্তদীয়তাম্বূলোদ্গারাদিসম্বলনয়া চেতনামালম্বয়ন্তি ॥ ৮ ॥

সমন্তাদপি সান্ত্বিতামথ পৃচ্ছন্তি চ হন্ত কেয়ং তব রীতিরিতি ॥ ৯ ॥

সা পুনঃ সাশ্রমাশ্রাবয়তি ॥ ১০ ॥

> ন মূর্খধীরস্মি ন বা দুরাগ্রহা
> শারীরভোগেষু নবাতিলালসা ।*

ব্যবহিতাং চিন্তামিত্যর্থঃ। পরমাল্যঃ পরমসখ্যঃ শ্রীললিতাদয়ঃ। সম্বলনয়া চর্ব্বণেন ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং কিং বৃত্তমভূদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ সমন্তাদিতি গদ্যেন। সান্ত্বিতাং অর্থাৎ শ্রীরাধাং ॥ ৯ ॥

সখীনাং জিজ্ঞাসানন্তরং শ্রীরাধা যদাহ তদ্বর্ণয়তি সেত্যাদিনা। সাশ্রং অশ্রেণ রোদনেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ ॥ ১০ ॥

তচ্ছ্রবণং নির্দিশতি ন মূর্খেত্যাদি পদ্যেন বয়মিত্যন্তেন গদ্যেনচ। ন মূর্খধীরিত্যত্রায়ং ভাবঃ। অস্য প্রাণপতের্মথুরাদিগমনবশাৎ পূর্ব্ববন্ময়া সহ নায়ং দীর্ঘো বিয়োগঃ কিন্ত্বধুনা কাল-

---

এইরূপে ব্রজরাজকুমার সর্ব্বদা ভাবনা করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ব্যগ্রতা দূর হইল। প্রাণতুল্য ললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বিশ্বাস দেখাইয়া সেই চিন্তা দূর করত শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলাদি প্রিয়বস্তু দিয়া শ্রীরাধার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা যখন উত্তমরূপে সুস্থির হইলেন তখন সখীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হা কষ্ট! সখি! এ তোমার কি রীতি? ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধা পুনর্ব্বার কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন ॥ ১০ ॥

সখীগণ! আমি মূঢ়বুদ্ধি নহি, আমার অভিপ্রায়ও নিতান্ত মন্দ নহে; শারীরিক

---

* নবাতিলালসা ইত্যত্র নবাতিলম্পটা ইতি পাঠান্তরং।

কিন্তু ব্রজাধীশসুতস্য তে গুণা

বলাদপস্মারদশাং নয়ন্তি মাং ॥

কিং কুর্ম্মহে যয়া মর্ম্মপীড়য়া ক্বচন চ শর্ম্ম ন লভামহে বয়মিতি ॥ ১১ ॥

অথ পুনর্ব্যাকুলীভবন্তী সা শুভ্রদন্তী রসান্তরেণ তাভিঃ সান্ত্বিতীক্রিয়তে। তদ্দিনে তু তদিদমাচচক্ষে। অশেষমঙ্গল-সঙ্গতাচরণানাং শ্রীমদ্ব্রজেশগৃহিণীচরণানামাদেশপ্রবেশ আসীৎ। "হন্ত সর্ব্বা এবার্ব্বাচীনবয়সঃ সমাগতাঃ, মৎপ্রাণাধিকা রাধিকা

বশেষে আবশ্যককর্ম্মাদ্যর্থং গমনবশাৎ ক্ষণিকঃ সংযুক্ত এব ইত্যাদি জ্ঞানং মম অস্ত্যেবেতি। নবেতি। সন্নিকট এব স্থিত্যা তৎসঙ্গং আবশ্যকং কার্য্যং তেন সমাপ্যতাং। ইত্যাদি দুরাগ্রহোঽপি নাস্তি। শারীরেতি। শরীরসম্বন্ধিস্পর্শসুখভোগেষু অতিশয়তৃষ্ণাযুক্তা চাহং নেত্যর্থঃ। স্পর্শসুখস্পৃহয়োঃ সাকল্যেন দুর্ব্বারত্বাৎ অতিশব্দঃ প্রযুক্তঃ। অতএব তদ্গুণান্ বিনাস্যা অপস্মারদশায়া অন্যৎ কারণং নাস্তি তদেবাহ কিন্ত্বিতি। অনেন তদ্গুণানামীদৃশ-নির্ব্বচনীয় এব স্বভাব ইতি সূচিতং ॥ ১১ ॥

পুনস্তস্যাশ্চেষ্টান্তরং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। রসান্তরেণ রসান্তরোপলক্ষিতেন শব্দান্তরেণেত্যর্থঃ। রসান্তরমেব বিবৃণোতি তদ্দিনেতি। অর্ব্বাচীনবয়সঃ কনিষ্ঠবয়সঃ ॥

স্পর্শসুখাদি ভোগবিলাসেও আমি অতিশয় লালসাবতী নহি, কিন্তু ব্রজরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সেই অনির্ব্বচনীয় গুণসকল বলপূর্ব্বক আমাকে অপস্মাররোগের * দশা প্রাপ্ত করাইতেছে, এখন কি করি, যেরূপ মর্ম্মপীড়া হইয়াছে. তাহাতে কোন স্থানে আমি সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১১ ॥

অনন্তর সেই শুভ্রদন্তী শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার ব্যাকুলা হইলে, সেই সকল সখী অন্য প্রকার রসসম্বলিত বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু সেই দিবসে ইহাও বলা হইল যে, সর্ব্বমঙ্গল-সংযুক্ত পরমপূজনীয়া শ্রীমদ্ব্রজরাজগৃহিণী যশোদার আজ্ঞাবাক্য (লোকমুখে) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। "কি আশ্চর্য্য! সমস্ত অল্পবয়স্কা বালিকাই আসিয়াছে কিন্তু, আমার প্রাণাধিকা রাধিকা কেন

* বমনও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপস্মার রোগের চিহ্ন।

কথমধুনাপি নাগতেতি"। তদেবমবধারিতবতী শ্রীরাধাপি সাবধানীভবন্তী শীঘ্রমেব প্রাতরৌচিতীং বিধায় সর্ব্বাভিরেবোপশায়বিশায়বলিতাভিঃ কল্যমাকল্য মিলিতাভির্ললিতাবিশাখাদিসখীভিঃ সার্দ্ধং শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা ধাম জগাম। গত্বা চ পরমকান্তস্বকান্তিকন্দলীভিরন্তিমগতাভীরকান্তাঃ সমন্তাদপ্যন্তর্বহিরপি দেবয়ামাস ॥ ১২ ॥

যত্র তাসাং নির্নিমেষতাচ জাতা। সম্ভাবনাবতী ভাবনা চেয়ং ॥ ১৩ ॥

প্রাতরৌচিতীং মৈত্রকৃত্যাদিরূপাং। উপশায়-বিশায়বলিতাভিঃ। উপশায়ো বিশায়শ্চ পর্য্যায়শয়নার্থকৌ। অতঃ পর্য্যায়েণ যৎ শয়নং তেন যুক্তাভিঃ। অন্তিমেতি পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ। কল্যং প্রাতঃ। দেবয়ামাস হর্ষয়ামাস ॥ ১২ ॥

ততঃ শ্রীরাধাদর্শনে তাসাং যো ভাবো জাতস্তং বর্ণয়তি যত্রেত্যাদিনা। যত্র কান্তিদর্শনে ॥ ১৩ ॥

এখনও আসিল না?" এইরূপ আজ্ঞাবাক্য শ্রবণমাত্র শ্রীরাধিকাও সাবধানা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃকালোচিত কার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিয়া, যে সকল সখী পর্য্যায়-(পালা) ক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রাতঃকাল জানিতে পারিয়া একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, সেই সকল ললিতা ও বিশাখাদি সখীগণের সহিত শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তথায় গমন করিয়া পরমকমনীয় স্বীয় কান্তিসমূহ দ্বারা চারিদিকেই, এমন কি, অন্তরে বাহিরে এবং নিকটাগত বা অন্তিমদশাপ্রাপ্ত সমগ্র আভীরবালাদিগকে আনন্দিত করিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে দেবীর মত সুন্দরী করিয়া তুলিলেন ॥ ১২ ॥

এই শ্রীরাধিকার উপরে তাঁহাদিগের নির্নিমেষ চক্ষু পতিত হইয়াছিল এবং এইরূপ সম্ভবপর ভাবনাও উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

* ইন্দুর্নীলাম্বুজযুগ-মপি তিলপুষ্পং সবন্ধূকং ।
যস্যাং কনকলতায়াং, তস্যাং রাধেতি চাভিধা চিত্রং ॥ ১৪ ॥

অথ ভক্তিতৃষ্ণগমনা কৃষ্ণজননীমনু মাননীয়তয়া নিজমানন-মবনীমবনীয় ননাম ॥ ১৫ ॥

সাচ তাং সহসভ্যানন্দমভ্যনন্দৎ ॥ ১৬ ॥

ভাবনায়াঃ ফলিতং বর্ণয়তি ইন্দুরিতি পদ্যেন। ইন্দুর্মুখং। নীলাম্বুজযুগং নেত্রদ্বয়ং। তিল-পুষ্পং নাসিকা। বন্ধূকং সিন্দূরবিন্দুঃ। দেহদেহ্যভেদাৎ চিত্রত্বং ॥ ১৪ ॥

তত্র প্রবিষ্টায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ কৃত্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। অবনীং ভূমিং প্রতি স্থাপয়িত্বা ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধায়াং শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে সা চেত্যাদিনা। সহসভ্যানন্দং সহ মিলিতঃ সভ্যানামানন্দো যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

যথা—চন্দ্রমণ্ডল, নীলপদ্মযুগল এবং বান্ধুলীপুষ্পের সহিত তিলপুষ্প যে স্বর্ণলতায় শোভিত হইয়াছে তাহাতে "রাধা" এই নামেরই আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ কনকলতাসদৃশী শ্রীরাধার মুখই চন্দ্র. নেত্রযুগলই নীলপদ্মদ্বয়, নাসিকাই তিলকুসুম এবং সিন্দূরবিন্দুই বন্ধূকপুষ্প. অতএব "রাধা" এই নামটী পরম বিচিত্র। (দেহ এবং দেহীতে অভেদপ্রতীতিই বিচিত্র) ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা ভক্তি ও তৃষ্ণাসমন্বিতহৃদয়ে পরমমাননীয়া শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া এবং নিজবদন অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ১৫ ॥

যশোদাও সেই স্থানে শ্রীরাধাকে অভিনন্দন করিলেন এবং তাহাতে সকল সভ্যও আনন্দিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

* অধিবিধু নীলাম্বুজযুগমপি তিলপুষ্পং সবন্ধূকং ।
যস্যাং কনকলতায়াং সেয়ং কৃতাঙ্গনা চিত্রং ॥
ইতি আনন্দ-গৌর-বৃন্দাবন পুস্তকস্থ পাঠঃ ।

তত্র চ—

অসৌ চরণয়োর্নতা শিরসি হস্তগাধত্ত সা-
ঽপ্যসৌ ভুবি তথা স্থিতা কচমজিঘ্রদুত্থাপ্য সা।
অসৌ কুঞ্চিতবিগ্রহা ভুজতলে নিবেশ্যাথ সা
সবাষ্পকমুদৈক্ষত দ্বয়মহো দ্বয়োঃ কিং ব্রুবে ॥ ১৭ ॥

তদেবমপি রোহিণীপ্রভৃতীনামাদরায় ভৃতনিভৃতসঙ্কোচামালোচয়ন্তী রাজ্ঞী তামনুজজ্ঞে। পুত্রি! বন্দস্ব বন্দনযোগ্যা ইতি। সা চ রম্যগুণা পুরুনিপুণা ভক্তিপূরতঃ সর্ব্বাএব গুরূরবনম্য দূরদেশ এব বিনিবেশং বিনতবক্ত্রমাসসাদ ॥ ১৮ ॥

তত্র বাৎসল্যপরিপাটীং বর্ণয়তি অসাবিতি পদ্যেন। অসৌ শ্রীরাধা। সা শ্রীকৃষ্ণজননী। কচঃ কেশঃ। ভুজতলে ক্রোড়ে। কিং ব্রুবে কিং প্রেমপূরং কথয়ামি ॥ ১৭ ॥

তস্যাং তস্যা বাৎসল্যোচিতাং শিক্ষাং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। ভৃতো ধৃতো নিভৃতমস্ফুটং যথা স্যাত্তথা সঙ্কোচো যয়া তাদৃশীং। গুরূরিতি স্ত্রীবিশেষণত্বাৎ স্ত্রীত্বং ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধিকা যশোদার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলে যশোদাও তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন. শ্রীরাধা ভূতলে তদ্রূপ পতিত থাকিলে যশোদাও তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন এবং শ্রীরাধা সঙ্কুচিতশরীরে অবস্থান করিতে থাকিলে যশোদাও ভুজতলে তাঁহাকে রাখিলে পর উভয়েই উভয়কে সজলনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! এই দুই জনের প্রেম আমি আর কি বর্ণন করিব? ॥ ১৭ ॥

এই প্রকারেও ব্রজেশ্বরী ও রোহিণী প্রভৃতি মান্যাগণের আদরের জন্য শ্রীরাধার অস্ফুট সঙ্কোচ অর্থাৎ বিশেষ লজ্জাবশতঃ সঙ্কোচ অবগত হইয়া রাজ্ঞী যশোদা শ্রীরাধাকে অনুমতি করিলেন, পুত্রি! রাধে! যাঁহারা বন্দনের উপযুক্ত, তুমি সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দনা কর। তখন মনোহরগুণশালিনী শ্রীরাধিকাও অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অসীম ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত গুরুজনকে প্রণাম করিয়া বিনম্রবদনে গুরুজনের কিঞ্চিৎ দূরদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অথ ললিতাদিস্তদালিপালিরপি তাসু গুরুবনিতাসু তদ্বদেব কৃতবরিবস্যা তস্যা এব সদেশমুপবিবেশ ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ শ্রীরামপ্রসূঃ স্পষ্টমাচষ্ট। ব্রজেশ্বরি! সর্ব্বসুখরোহিণী রোহিণীতারাদ্য বিদ্যতে, তদা দিশ্যতামিয়ং সদ্ভাবধূত-সর্ব্বদিশ্য-বধূনৈপুণ্যা পাকাদিসাদ্গুণ্যায়, পূর্ব্বমেব সোমাভানুলোমতয়া যা রসবতীং প্রতীতাঃ সমমন্যা ধন্যামঙ্গলাদ্যা মঙ্গলারাম-রামানুজ-রামাস্তথা যাঃ পরাপরনামানঃ কল্যাণারাম-রামরামাঃ সমন্তাদপ্য-

তত্র শ্রীললিতাপ্রভৃতীনাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। তদালিপালিঃ রাধা-সখীশ্রেণিঃ। কৃতবরিবস্যা কৃতবন্দনাদিকা। বরিবস্যাতু শুশ্রূষেত্যমরঃ। তস্যাঃ সদেশং রাধায়া নিকটং ॥ ১৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরোহিণ্যা বাৎসল্যং দ্যোতয়িতুং তদুচিতং কার্য্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-গদ্যেন। সর্ব্বসুখরোহিণী শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মভত্বাৎ। সদ্ভাবধূতেত্যাদি। সদ্ভাবেন ধূতং পরাভূতং সর্ব্বদিগ্‌ভবানাং বধূনাং নৈপুণ্যং যয়া সা। সোমাভানুলোমতয়া চন্দ্রাবল্যনুগততয়া। রসবতীং পাকশালাং ॥

অনন্তর ললিতা প্রভৃতি শ্রীরাধার সখীগণও সেই সকল গুরুপত্নীদিগকে, শ্রীরাধিকা যে ভাবে বন্দনা করিলেন, সেইরূপ বন্দনা করিয়া শ্রীরাধিকার সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর শ্রীরামজননী স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন, ব্রজেশ্বরি! অদ্য সর্ব্বসুখ-দায়িনী রোহিণী তারা বিদ্যমান। এই রাধিকা আপনার সদ্ভাবদ্বারা সর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনী রমণীগণের নৈপুণ্য পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব পাকাদি কার্য্যে যখন ইহাঁর সমস্ত সদ্গুণ আছে, তখন পাকের জন্য তুমি ইহাঁকে অনুমতি কর, পূর্ব্বাবধি চন্দ্রা-বলীর অনুগত যত স্ত্রীগণ রসবতী অর্থাৎ পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মঙ্গলালয়া ধন্যা ও মঙ্গলা প্রভৃতি রমণীগণ, তথা ভিন্ন ভিন্ন নামধারিণী ও কল্যাণের উপবন অর্থাৎ মঙ্গলের নিত্য নিকেতনস্বরূপ শ্রীবলদেবের নারীগণ ঐ পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা সকলেই

মুরমুমেবানুবর্ত্তন্তাং। ললিতাবলিতাঃ পুনরস্যাঃ কায়নিকায়রূপা এবেতি ন সাহায়কায়াস্মাভির্নিযোজনীয়াঃ ॥ ২০ ॥

অথ তয়াপি তথাদিষ্টা শিষ্টাঙ্গনাগণেয়গুণা শিরো নময়িত্বা সখীষু তিরোভূয় তৎকালমেব চচাল ॥ ২১ ॥

অথ প্রসঙ্গমন্যমপি সঙ্গতং প্রথয়ামঃ ॥ ২২ ॥

অথ ধৃতপ্রণয়নয়সারা বয়সা মহসা সহসা চ কৃতসবয়স ইব সভানুকারাঃ * স্বকুলপরম্পরাগত-পরিচারক-শূদ্রাভীরকুমারাঃ

অমূঃ সর্ব্বা বধ্বঃ। অমুং শ্রীরাধাং। ললিতাবলিতা ললিতামিশ্রাঃ। অস্যা শ্রীরাধায়াঃ। কায়নিকায়রূপাঃ কায়ব্যূহাঃ ॥ ২০ ॥

ততস্তদাজ্ঞানন্তরং শ্রীরাধা কিং চকারেত্যপেক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। তয়া রোহিণ্যা রাজ্ঞ্যাপি। শিষ্টাঙ্গনাগণেয়গুণা শিষ্টাঙ্গনাভির্গণনীয়া বিবিধমণিবন্নিরূপণীয়া নতু প্রাপ্যাঃ গুণা যস্যাঃ সা ॥ ২১ ॥

তত্রাপি প্রসঙ্গান্তরং বর্ণয়তি অথ প্রসঙ্গমিত্যাদিনা। প্রথয়ামঃ প্রক্ষিপামঃ। প্রথক্ প্রক্ষেপে ইতি ধাতুপাঠঃ ॥ ২২ ॥

তৎ প্রপঞ্চয়তি অথ ধৃতেত্যাদিনা। সহসা বলেন ॥

সর্ব্বোতোভাবে শ্রীরাধার অনুগত হউক, আর শ্রীললিতা প্রভৃতি সখীগণ নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকার কায়বূ্যহস্বরূপ অতএব পুনর্ব্বার শ্রীরাধিকার সাহায্য জন্য আমাদের আর কাহাকেও নিয়োগ করার আবশ্যকতা নাই ॥ ২০ ॥

অনন্তর শিষ্ট নারীগণের শিরোমণি শ্রীরাধিকা রোহিণীকর্ত্তৃক তদ্রূপ আদিষ্ট হইয়া নতবদনে সখীগণমধ্যে প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ পাকগৃহে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে অন্য একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম বিষয় নিরূপণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

তৎপরে নিজবংশ-পরম্পরাক্রমে সমাগত পরিচারক শূদ্র ও আভীর বালকসকল শ্রীকৃষ্ণের এতই প্রিয় যে, তাহারা প্রেমনীতির সারভাগ গ্রহণ করিয়া বয়সে, তেজে ও বলে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্কতুল্য ও শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যসভায় অনুকরণশীল হইয়াছে

* সভানুকারাঃ ইত্যত্র ইব বিলসন্তঃ ইতি বৃন্দাবনপুস্তকে পাঠান্তরং।

স্বাবসরবিসরপ্রাপ্তাবসরতয়া প্রাতরেব মোহনাগারদ্বারসারগা-ব্রজন্তঃ সমং বিরাজন্তে স্ম ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ স্নানীয়াদিরম্যকরৈস্তৈঃ কিঙ্করৈরনুগম্যতয়া সতু বর-কিশোরবয়া নিখিলত্রাতা রামভ্রাতা প্রাতরাচারাচরণায় সদেশ-মুপবেশপ্রদেশং পূর্ব্বমেব বিবেশ ॥ ২৪ ॥

তত্র চ, নর্ম্মময়শর্ম্মদপ্রণয়া বৈশ্যাভীরতনয়াঃ সখায়ঃ সুবলা-দয়ঃ সমমেব সমগংসত। তৈঃ সঙ্গতৈঃ সহতু বিলম্বকথন্তা-কথাবলম্বেন মিথঃ পরিহাসবিলাসকৌতুকী বরাসনমধ্যাসামাস। তেচ সর্ব্বে প্রেম্না পরিচর্য্যায়াং পরমাশ্চর্য্যবর্য্যাঃ ॥ ২৫ ॥

স্বাবসরবিসরেতি। স্বেষামবসরসমূহেন প্রাপ্তোঽবসরো যেষাং তদ্ভাবস্তয়া ॥ ২৩ ॥
তত্র চ শ্রীকৃষ্ণচরিতং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সদেশং নিকটবর্ত্তিনং ॥ ২৪ ॥
তৎসুৎসখীনাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদিগদ্যেন। ২৫ ॥

এবং স্ব স্ব সেবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালেই বিলাসগৃহের উত্তম শোভমান দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছে। শূদ্র ও আভীর বালকদিগের সহিত এককালে সকলে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর রমণীয় স্নানীয় দ্রব্যাদি হস্তে ধারণপূর্ব্বক কিঙ্করগণ পশ্চাৎ আসিতে থাকিলে সেই নবকিশোরবয়স্ক সর্ব্বভয়ত্রাতা রামভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালোচিত কার্য্যসমুদায় করিবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী উপবেশন স্থানে পূর্ব্বেই গিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ২৪ ॥

এবং তথায় কৌতুকময় প্রেমসুখপ্রদ বৈশ্যজাতীয় গোপবালক সুবল প্রভৃতি বয়স্যগণ একসঙ্গেই মিলিত হইলেন। তাঁহারা মিলিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত "বিলম্ব হইল কেন" ইত্যাদি বহুবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পরস্পর পরিহাস বিলাসের কৌতুক অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, ঐ সকল সখা প্রেমপরিচর্য্যার আশ্চর্য্য গুণবিষয়ে সুন্দর শিক্ষিত ছিলেন ॥ ২৫ ॥

যতঃ—আধেয়াধারাদিভাবেন ভেদাৎ
প্রাণা ভিন্নাঃ প্রাণিনঃ সন্তি ভিন্নাঃ।
যে কৃষ্ণাদ্যাঃ স্নিগ্ধতাশর্ম্মভাজঃ
প্রাণা জ্ঞেয়াস্তে মিথঃ প্রাণিনশ্চ ॥ ২৬ ॥

প্রভাতে চ প্রভাতে তাদৃশানাং মধ্যে তাদৃশস্য তস্য তু।
শ্রীমদ্বক্ত্রকরাঙ্ঘ্রিধাবনকলা তৈলাদিভির্ম্মর্দ্দনং
স্নানং গাত্রমৃজাংশুকদ্বয়ধৃতিঃ সাচামপুণ্ড্রক্রিয়া।
প্রাতর্ধর্ম্মগকর্ম্ম দিব্যরসনং রত্নাবলীমণ্ডনং
বংশীশৃঙ্গশখণ্ডদণ্ডকলনা মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥ ২৭ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণবিলাসরূপতয়া তেন তেষামভেদং বর্ণয়তি যতঃ আধেয়াদিপদ্যেন। স্নিগ্ধতা-শর্ম্মভাজঃ সখ্যপ্রেমসুখভাজঃ। তে শ্রীকৃষ্ণবিলাসা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণরূপাদীনাং চিত্তাকর্ষকত্বং ব্যনক্তি প্রভাতে চেত্যাদিপদ্যেন। প্রভাতে প্রকাশ-মানে। তাদৃশস্য একাত্মনঃ ধাবনকলা শোধনবিধানং গাত্রমৃজাং গাত্রমার্জনং। সাচামপুণ্ড্রক্রিয়া আচমনসহিততিলকরচনং। রসনং সেবনং ॥ ২৭ ॥

যেমন আধেয় এবং আধারাদি অর্থাৎ দেহদেহিভাবে প্রভেদ থাকাতে প্রাণগণ হইতে প্রাণিগণ ভিন্ন হইয়া থাকে,তদ্রূপ প্রেমসুখাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সে সকল গোপবালক আছেন তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রাণ ও প্রাণী বলিয়া জানিতে হইবে, অর্থাৎ সকলে সকলকে নিজ প্রাণের মত বোধ করেন। এতদ্দ্বারা "গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন মূর্ত্তি" ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২৬ ॥

প্রভাতকাল সুপ্রকাশিত হইলে পূর্ব্বোক্ত গোপবালকগণের মধ্যে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমুখ, শ্রীহস্ত এবং শ্রীচরণের প্রক্ষালন, তৈলাদিমর্দ্দন, স্নান, গাত্রমার্জ্জন, পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রপরিধান, আচমন, তিলকরচনা, প্রাতঃকালীন ধর্ম্ম্য কর্ম্ম, স্বর্গীয় বিষয়ের সেবন, রত্নসমূহের অলঙ্কার পরিধান তথা বংশী, ভৃঙ্গ ময়ূরপিচ্ছ ও গোচারণের দণ্ডধারণ এই সকল প্রাতর্লীলা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

তেষু চ কেষুচিদঙ্গসেবকেষু বিশেষঃ শেষবচসামপি শেষস্য বিষয়ায়তে ॥ ২৮ ॥

যতঃ—সৌরভ্যং শিরসঃ পদাম্বুজযুগং বাহুপ্রসারাদিকং
লব্ধাশেষবিশেষতাং দধতি যে কৃষ্ণস্য তৃষ্ণান্বিতাঃ ।
বাৎসল্যে পরিবেষণে সখিপদে কান্তস্থিতাবপ্যমী
সৌখ্যং যত্তদশেষমেব দধতে প্রেম্না তদভ্যঙ্গিনঃ ॥ ২৯ ॥

অথ তস্মাত্তৈঃ পরিবীতঃ পীতবসনঃ স্বাঙ্গণপ্রবেশমঙ্গীকুর্ব্বন্ সদেশসমবয়স্কাভিঃ সমং জনন্যা জীবন্যাস ইব প্রতিময়া লভ্যতে স্ম ॥ ৩০ ॥

অধুনা সেবকানামনির্ব্বচনীয়াং সেবাপরিপাটীং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তেষু চেত্যাদিগদ্যেন । শেষবচসাং অনন্তবাক্যানাং । শেষস্য অন্তভাগস্য ॥ ২৮ ॥

তৎ শ্লোকেন নিবধ্নাতি সৌরভ্যমিত্যাদিনা । বাৎসল্যে ইতি, যে যে তত্তদ্দধতি অমী বাৎসল্যাদিষু যৎ সৌখ্যং তদশেষমেব দধতে । কান্তস্থিতৌ অর্থান্মধুরে । তদভ্যঙ্গিনঃ কৃষ্ণস্যাভ্যঙ্গকারিণঃ ॥ ২৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্যান্তঃপুরপ্রবেশে জনন্যা ভাবং তত্রত্যস্ত্রীণাং চিত্রতাঞ্চ বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন । সদেশসমবয়স্কাভিঃ নিকটস্থসখীভিঃ সহ ॥ ৩০ ॥

ঐ সকল সেবকগণের মধ্যে কতিপয় অঙ্গপরিচারক সেবকদিগের এরূপ বিশেষ গুণ ছিল যে, তাহা বর্ণন করিতে অনন্তদেবের অনন্তবাক্যও শেষ হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

কারণ, যাঁহারা সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের সৌরভ, পাদপদ্মদ্বয় এবং বাহুপ্রসারণাদি লাভ করিয়া আলিঙ্গনের চাতুরী ধারণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের তৈলমর্দ্দনাদি কার্য্য করিয়া যে বাৎসল্যরসের, পরিবেষণ কার্য্যের, সখ্যরসের এবং মধুর রসেরও অশেষ সুখরাশিকেই প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তথা হইতে দাসগণের সহিত মিলিত হইয়া পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ আপনার অঙ্গণে প্রবেশ করিলে, নিকটস্থ সহচরীগণের সহিত তদীয় জননী,

তত্র চ—

* আগচ্ছোজ্জয়তাদহো মধুরতা নির্ম্মঞ্ছনদ্রব্যতাং

গচ্ছেয়ং মম দৃগ্‌দ্বয়স্য ভবতাদত্রাপি পক্ষ্মাস্থিতিঃ।

ইত্থং কঞ্জবিলোচনস্য কলয়ন্নাকস্মিকীমাগতিং

চিত্রং চিত্রজনঃ সদা ভবতি চেদাসান্তু কিং তদ্ব্রুবে ॥৩১॥

অথ গুরবশ্চ তা রজনিজনিত-তদ্বিরহজ্বালা-কলিতস্নেহ-পূরবশতয়া মুহুরগুরুতামাসাদ্যানবদ্যামোদমাবিষ্কুর্বত্যঃ পূর্ব্ব-

তাসাং তদ্ভাবাদিকং বর্ণয়তি আগচ্ছেত্যাদিপদ্যেন। উজ্জয়তাৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং। এতেন তদ্বিষয়কভাবাতিশয়ো দ্যোতিতঃ। চিত্রং ক্রিয়াবিশেষণং। চিত্রজনঃ আশ্চর্য্যান্বিত-লোকঃ ॥ ৩১ ॥

তত্রাপি গুরুস্ত্রীণাং প্রেমাধিক্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। গুরবো গুরুবর্গস্ত্রিয়ঃ অগুরুতাং চঞ্চলতাং। যদ্বা অগুরুতাং লঘুতাং তরলতাং, শ্লেষেণ সুগন্ধিদ্রব্যত্বং ॥

পার্থিব অচেতন প্রতিমাদি যেমন জীবন্যাস লাভ করে, সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ জীবনের মত তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অন্যান্য লোকসকল কহিতে লাগিল, কেহ বলিল কৃষ্ণ! আইস, কেহ বলিল তোমার জয় হউক, কেহ বলিল আহা! রূপের কি মাধুরী! কেহ বা বলিল আমি নির্ম্মঞ্ছন করিবার দ্রব্য সকল আয়োজন করি, এবং কেহ বা বলিল, হে বয়স্য! তোমাকে দর্শন করিতে আমার যে নেত্রদ্বয় আছে তাহাতে যেন পক্ষ্ম অর্থাৎ লোমসকল না থাকে। এইরূপে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক আগমন দর্শন করিয়া জনসকল যখন সর্ব্বদা অতি আশ্চর্য্যান্বিত হয়, তখন জননীগণের যে অতিশয় আনন্দ হইবে, ইহা আর কি বর্ণন করিব? ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সেই গুরুপত্নীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের রজনীজনিত অদর্শনজন্য সন্তাপে স্নেহরাশি বর্দ্ধিত হওয়াতে অত্যন্ত অধীর হইয়া অগুরুতা অর্থাৎ চাঞ্চল্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং পরিশেষে পরম আমোদ প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখীন মহামন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ হইতে

---

* আগচ্ছেত্যত্র আগচ্ছৎ ইতি বৃন্দাবনানন্দগোরপুস্তকেষু পাঠঃ।

দিঙ্মুখ-মহামন্দিরালিন্দাদবতেরুঃ । তত্র পূর্ব্বং মাতা বৎসমিব মাতা বৎসং মিলিতবতী যত্র রোহিণ্যপি রোহিণীবদুহাঞ্চক্রে লোকচক্রেণ ॥ ৩২ ॥

শ্রীগোবিন্দশ্চ দ্বয়োরপি তয়োঃ পদারবিন্দং ক্রমাদ্বন্দিত্বা নন্দিত্বা মান্যানামন্যাসামপি যথান্যায়ং মানমুন্নময়ামাস ॥ ৩৩ ॥

তদৈব চ শ্রীনীলাম্বরমনু সমাগতিকরাঃ সহচরাঃ শ্রীদামসুদামাদয়ঃ শ্রীহরি-সহ-বিহারিবিততাস্তথা সর্ব্ববিদ্যাপটবঃ পুরোহিতবটবস্তথা কাশ্চিদন্যাস্তৎপ্রসূসমান-মাননীয়-তন্মাননীয়াদি-

মাতা গৌঃ । রোহিণীবৎ গোবিশেষবৎ । উহাঞ্চক্রে স্নেহকাতরতয়া দদৃশে ইত্যর্থঃ । লোকচক্রেণ লোকসমূহেন কর্ত্রা ॥ ৩২ ॥

তাসু শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরবং বর্ণয়তি শ্রীগোবিন্দ ইত্যাদিগদ্যেন । তয়োর্জননীরোহিণ্যোঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা তত্র শ্রীরামেণ সহ সখীনাং মিলনং বর্ণয়তি তদৈবেত্যাদিগদ্যেন । রামমনু রামং লক্ষ্যীকৃত্য । শ্রীহরিসহেতি । শ্রীহরিণা সহ যো বিহারস্তদ্বিশিষ্টতয়া বিততা বিস্তৃতাঃ খ্যাতা ইত্যর্থঃ । বিহারিণ ইতি পাঠস্তু সুগমঃ । তৎপ্রসূসমানেত্যাদি । শ্রীকৃষ্ণজননীসমানমাননীয়া-

অবতীর্ণ হইলেন । তন্মধ্যে ধেনু যেরূপ বৎসের সহিত মিলিত হয়, জননী শ্রীযশোদা তদ্রূপ প্রথমে পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন । যেস্থানে বৎসের জন্য স্নেহকাতরা ধেনুর ন্যায়, পুত্রের জন্য স্নেহকাতরা রোহিণীকে লোকসকল অবলোকন করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা এবং রোহিণীনাম্নী জননীদ্বয়ের চরণপদ্ম বন্দনা করিয়া ক্রমে আনন্দচিত্তে মাননীয় অন্যান্য গুরুস্ত্রীগণেরও যথাযোগ্য সম্মানবর্দ্ধন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই সময়েই শ্রীদাম ও সুদাম প্রভৃতি সহচরগণ, শ্রীনীলাম্বর বলরামের অনুগমন পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে বিখ্যাত ছিলেন । তথা সর্ব্ববিদ্যানিপুণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ বালকগণ এবং জননীর মত মাননীয় অন্যান্য নারীগণ ও তাঁহাদিগেরও মাননীয় বরাঙ্গনাগণের মধ্যে

বরাঙ্গনাসু গণ্যাস্তথা সর্ব্বসুখদোহাঃ স্বস্ব-স্বস্ত্রীয়াদি-স্নিগ্ধসম্বন্ধিনীসন্দোহাস্তৎপ্রদেশং বিশন্তি স্ম ॥ ৩৪ ॥

বারং বারং প্রত্যেকমুত্থানাদ্যভাবার্থং তথৈব হি সর্ব্বৈর্ম্মর্য্যাদা পর্য্যাপিতাস্তি ॥ ৩৫ ॥

অথ যা খলু সিদ্ধানাং পরিষদি যোগমায়েতি প্রসিদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তসদ্ভাবরতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ইত্যাদিনা ভগবল্লীলাধিকারিতয়া সিদ্ধা স্বরূপশক্তেঃ স্বাভিব্যক্তিমন্তরেণ তাপসীতি ব্যবসীয়তে। যস্যাঃ পৌর্ণমাসীতি নাম-ব্যাহারব্যবহার আসীৎ। তস্যামাগতায়ামগর্ব্বেণ সর্ব্বেঽপি সসম্ভ্রমমভ্রমং নমঃ সমমকুর্ব্বত তয়া চানন্দাদাশীর্ভিঃ স্ফুটমভ্যনন্দিষত ॥ ৩৬ ॥

তাসামপি মাননীয়াস্তা আদয়ো যাসাং এবম্ভূতা যা বরাঙ্গনাস্তাসু। সর্ব্বেতি। ভগিনীভাগিনেয়াদিসম্পর্কযুক্তজনসমূহাঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষাং ক্রীড়নেঽপি মর্য্যাদাং বর্ণয়তি বারম্বারমিতিগদ্যেন। সর্ব্বৈঃ সবিনয়বাক্যাদিভিঃ ॥ ৩৫॥

তত্র পৌর্ণমাস্যা আগমনং বর্ণয়িতুং তস্যাঃ স্বরূপং নির্দিশতি অথেত্যাদিগদ্যেন। পরিষদি সভায়াং। অগর্ব্বেণ নম্রভাবেণ। অভ্রমং সাগ্রহং। সমমেকদা ॥ ৩৬ ॥

গণনীয় স্ত্রীগণ, তথা সর্ব্বসুখপ্রদ ভগিনী ও ভাগিনেয়াদি স্নিগ্ধ সম্বন্ধবিশিষ্ট লোকসকল সেইস্থানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বারম্বার প্রত্যেককে দেখিয়া উঠিতে হইবে না বলিয়া খেলার সময়েও তাদৃশ বিনয়বাক্যাদি দ্বারা মর্য্যাদাকার্য্যের সমাধান করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধগণের সভায় যোগমায়া বলিয়া বিখ্যাতা এবং যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ সদ্ভাবরত শ্রীমদ্ভাগবতেও "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবল্লীলার অধিকারিণী হইয়া স্বরূপশক্তি নামে প্রসিদ্ধ. কিন্তু তাদৃশ চিন্ময় অচিন্ত্য স্বরূপের অপ্রকাশবশতঃ যিনি তাপসীরূপে বিখ্যাত এবং পৌর্ণমাসী বলিয়া যাঁহার নাম উক্ত হইয়াছে, তিনি আগমন করিলে এককালে সকলেই নম্রভাবে ও সসম্ভ্রমে আগ্রহের সহিত নমস্কার করিলেন এবং পৌর্ণমাসীও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ বাক্যদ্বারা সকলকে আনন্দিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অথ যশ্চ সর্ব্ববিদ্যানিষ্ণাতস্তস্যাঃ স্নাতকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রহস্য-নর্ম্মণি বদ্ধতৃষ্ণতয়া তদ্বয়স্যতাং বশ্যতামানিন্যে যশ্চাবিদূষণভাব-রূষিতএব দেবর্ষিপ্রকৃতিতয়া তস্য কৌতুককৃতে বিদূষকতামপি বিভূষয়তি স্ম, স খলু মধুমঙ্গলনামা নর্ম্মণা মর্ম্মস্পর্শিকুতুকরচনৈ-রাশীর্ব্বচনৈঃ সর্ব্বানমন্দমানন্দয়ামাস। নিধিমিব হরিসন্নিধি-ঞ্চানশঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ পরস্পরং করবদ্ধকরৌ সিতাসিতকুমারবরৌ মাতৃভ্যা-মুভয়তঃ পৃষ্ঠতঃ প্রদত্তহস্তৌ স্মিতবশম্বদবদনশস্তৌ মন্দং মন্দং তদেবামন্দমলিন্দমবিন্দতাং ॥ ৩৮ ॥

তত্র শ্রীমধুমঙ্গলস্য স্বরূপনির্ণয়পূর্ব্বকং গমনাদিকং বর্ণয়তি অথ যশ্চেত্যাদিগদ্যেন। স্নাতকঃ সমাবর্ত্তনানন্তরং গৃহস্থস্তৎপরিচারক ইত্যর্থঃ। অবিদূষণভাবরূষিতঃ দোষগন্ধরহিতঃ। দেবর্ষি-প্রকৃতিতয়া নারদপ্রতিমূর্ত্তিতয়া বিদূষকতাং। অমন্দমুত্তমং যথা স্যাৎ আনন্দয়তিবান্ ॥ ৩৭ ॥

অথ তত্রত্যালিন্দে শ্রীরামকৃষ্ণয়োরাগতিং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সিতাসিতকুমারবরৌ রামকৃষ্ণৌ। স্মিতেতি মন্দহাস্যাধীনবচনকুশলৌ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও স্নাতক ব্রাহ্মণ, তিনিও সেই পৌর্ণমাসীর সঙ্গে আগমন করিলেন, এবং যিনি পরিচারকরূপে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যকৌতুকে সতৃষ্ণ-ভাব ধারণ করিয়া তদীয় আয়ও বয়স্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ যিনি দোষগন্ধরহিত সুতরাং দেবর্ষি নারদের তুল্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক জন্য বিদূষক (হাস্যকারী) ভাবকে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মধুমঙ্গল রহস্যদ্বারা মর্ম্মস্পর্শি কৌতুক বচনযুক্ত আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সকলেরই সমধিক আনন্দোৎপাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানকে নিধির ন্যায় মনে করত তাহা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর সিতাসিত-কুমার অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ দুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্তধারণ করিলেন, এবং উভয়ের জননী উভয়ের পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রদান করিলে উভয় ভ্রাতাই মৃদুমধুর হাস্য প্রকাশপূর্ব্বক বাক্যপ্রয়োগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই উৎকৃষ্ট বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠদেশ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

সুবর্ণস্বর্ণকির্ম্মীরিতপ্রযত্ন-নির্ম্মিতপৃথু-রত্নপীঠমভি পৃথক্ পৃথক্ নিবিষ্টবন্তৌ সুধাবৃষ্টিমিব সর্ব্বেষূপবিষ্টেষু দৃষ্টিং বিসৃষ্টবন্তৌ ॥ ৩৯ ॥

অথ প্রতিমাস্থা সেয়মাস্থা জন্মতারাগমনময়ীতি শ্রীযশোদা-যশোদাতুস্তস্য তদা তদাচার্য্যাণামর্ভকাদর্ভকাগ্রীয়নীরাভিষেকং বিবেকাতিরেকবন্তঃ শস্তমমন্ত্রপ্রবচন-সচনয়া রচয়ামাসুঃ ॥ ৪০ ॥

ততশ্চ—

মন্ত্রা গীতানি বাদ্যান্যপিচ জয়রবাঃ কৃষ্ণশোভাস্তদীয়-
প্রেয়োবর্গাতিচিত্রপ্রণয়বিলসিতা নীতিপর্ব্বণ্যমুষ্মিন্।

শ্রীরামকৃষ্ণৌ আসনমধ্যমধিকৃত্য যৎ কৃতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি সুবর্ণেত্যাদিগদ্যেন। কির্ম্মীরিতং ছুরিতং ॥ ৩৯ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতিমাসপ্রাপ্ত-জন্মনক্ষত্রাগমনময়ং নীরাভিষেকং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথে-ত্যাদিগদ্যেন। প্রতিমাস্থা প্রতিমাসোত্তরা। আস্থা স্থিতিঃ। যশোদাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। অর্ভকাগ্রীয়-নীরাভিষেকং অর্ভকাৎ বালকাৎ সকাশাৎ যে অগ্রীয়া বিবেকাতিরেকবিশিষ্টাস্তে। যদ্বা। অর্ভকা-গ্রীয়নীরাভিষেকং অর্ভকে বালকে যোঽগ্রীয়ঃ প্রথমকর্ত্তব্যং জলাভিষেচনং। সচনয়েতি। সচনং সচঃ ততো নামণিচন্তাৎ ভনঃ। ঘটনয়েত্যর্থঃ। সচ সমবায়ে ধাতুঃ ॥ ৪০ ॥

তদুৎসবে বৈচিত্র্যং বর্ণয়তি মন্ত্রা ইত্যাদিপদ্যেন।

তৎপরে উজ্জ্বল কনকখচিত, বিশেষ যত্নসহকারে নির্ম্মিত এবং অত্যুচ্চ রত্নপীঠে উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য লোক উপবেশন করিলে পর তাঁহাদিগের উপর সুধাবৃষ্টির মত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর শ্রীযশোদার যশঃপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্র উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মাসেই এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইত। তৎকালে পুরোহিত বালকদিগের মধ্যে যাঁহারা অতিশয় বিবেকসম্পন্ন তাঁহারা অত্যন্ত মাঙ্গলিক মন্ত্র রচনা করিয়া বালকের প্রথমকর্ত্তব্য জলাভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর ঐ নীতিপূর্ণ মহোৎসবকার্য্যে মন্ত্রপাঠ, গান, বাদ্য, জয়ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের

প্রত্যেকং তত্তদেকীভবনমপি তদা প্রাপ রুচ্যত্বমুচ্চৈঃ
শৃঙ্গারাদ্যো রসো বা কবিকৃতিরথবা ষাড়বো বাপি যদ্বৎ ॥৪১
তস্মিন্নীরাজ-নির্ম্মঞ্ছন-ভবিকপদার্থালি-সংস্পর্শনানা-
মাজ্যাদর্শাদিদর্শদ্বিজনিজজনতার্চ্চাদিকানাং শুভানাং।
কৃষ্ণো গোত্রাদিরাসাৎ প্রবরবরদশাং তানি জগ্মুঃ সমন্তাদ্-
যেভ্যোঽন্যে চ প্রথন্তে শুভশতনিবহস্যান্বয়াঃ সর্ব্বলোকে ॥ ৪২ ॥

রুচ্যত্বমভিলষণীয়ত্বং। ষাড়বঃ পানকভেদঃ। যদ্বৎ যথা রুচ্যঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

তদুৎসবপরিপাটীং বর্ণয়তি তস্মিন্নিতিশ্লোকেন। নীরাজো নীরাজনং। নির্ম্মঞ্ছনমালোড়নং। ভবিকং শুভং। আলিঃ সমূহঃ। আজ্যাদর্শাদীতি, আজ্যং ঘৃতং আদর্শো দর্পণং তদাদের্দর্শনং। দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ নিজজনো গুর্ব্বাদিঃ। তেষাং পূজাদীনাং। গোত্রাদিঃ প্রবর্ত্তকঃ। প্রবরবরদশাং পরমোত্তমতাং অবান্তরস্বস্ববংশপ্রবর্ত্তকত্বশ্রেষ্ঠাবস্থাং। তানি শুভানি। অন্বয়াঃ সন্ততয়ঃ ॥ ৪২ ॥

শোভা এবং শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবগণের অত্যাশ্চর্য্য প্রেমবিলাস, এই সমুদায় একত্র মিলিত হইয়া অভিষেককার্য্যে অতিশয় রুচিকর হইয়াছিল, যেমন শৃঙ্গার প্রভৃতি রসসকল অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, অথবা কবিকৃতি (কাব্য) কিংবা ষাড়ব অর্থাৎ পানকদ্রব্য, কটু, তিক্ত ও মধুর প্রভৃতি রস একত্র মিলিত হইলে অতিশয় রুচিকর হয়, জয়ধ্বনিরও সেইরূপ মাধুরী অনুভূত হইয়াছিল ॥৪১॥

সেই অভিষেককার্য্যের পূর্ব্বে নীরাজনা, নির্ম্মঞ্ছন (আলোড়ন) এবং মাঙ্গলিক পদার্থরাশির স্পর্শ, ঘৃত, দর্পণ প্রভৃতি বস্তুর দর্শন এবং ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় জনগণের অর্চ্চনা প্রভৃতি শুভকার্য্যসমূহের শ্রীকৃষ্ণই প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, উক্ত নীরাজন প্রভৃতি কার্য্য অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন হইল ; তাহাতে সকল লোকে সম্যক্ উৎকর্ষ বা গোত্রপ্রবর্ত্তকত্ব প্রাপ্ত হইল, ঐ সকল গোত্র এবং প্রবর হইতে সকল জগতে চারিদিকেই অন্যান্য শত শত মঙ্গলরাশির সন্ততিগণ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণাভিষেক-মঙ্গলই জগন্মঙ্গলের নিদান ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ্যস্ত্বধিকচমচ্যুতস্য দূর্ব্বা-
পূর্ব্বাণি ন্যধিষত তত্র মঙ্গলানি ;
যদ্যাশীর্ব্বচনমিহারুরোধ বাষ্পঃ
কল্যাণং বত ভবতান্মনোরথস্য ॥ ৪৩ ॥
দৃগম্ভঃস্তম্ভরুদ্ধাপি কুর্ব্বতী তিলকং প্রসূঃ ।
কুর্য্যাৎ কিং যদি সাহায্যং নাকরিষ্যত রোহিণী ॥ ৪৪ ॥
মাতুঃ পিতুস্তস্য চ তত্র মাতৃভাবান্বিতাভ্রাতৃবধূস্বসৄণাং ।
উপায়নং পুণ্ড্রমিতীয়তী গীরাসীত্তদীয়ার্থচয়ে মিতির্ন ॥৪৫

তত্র বৃদ্ধব্রাহ্মণীনাং সপ্রণয়ং কৃত্যং বর্ণয়তি ব্রাহ্মণ্য ইতি পদ্যেন। অধিকচং কেশমধি-কৃত্য। আরুরোধ রুদ্ধবান্। গদ্গদকণ্ঠত্বাৎ কল্যাণং তথাপি মঙ্গলং ॥ ৪৩ ॥

শ্রীযশোদায়াঃ সপ্রেম কৃত্যং বর্ণয়তি দৃগম্ভ ইতিপদ্যেন ॥ ৪৪ ॥

তদাপি শ্রীকৃষ্ণে মাত্রাদিভিরুপায়নদানং পরিমাণাতীতমভূদিতি বর্ণয়তি মাতুরিতিপদ্যেন। মাতৃভাবান্বিতেতি। স্বসৃশব্দস্য প্রিয়াদিত্বান্ন পুংবৎ সমাসে সর্ব্বান্তপদস্য স্বসৃশব্দস্যৈবাত্র প্রাধান্যাৎ. মাতৃভাবান্বিতাশ্চ তা ভ্রাতৃবধূস্বসারশ্চেতি তাসাং। ইতীয়তী ইতীব আচরতীত্যর্থে ঈয়ঃ; পুণ্ড্রং তিলকং উপায়নমুপহারমিবাচরতীত্যর্থঃ। যদ্বা। তাসামুপায়নং পুণ্ড্রং চিত্রমিবাচরতীত্যর্থঃ. তদীয়ার্থচয়ে পূর্ব্বোক্তার্থসমূহে। মিতির্নির্ণয়ং ॥ ৪৫ ॥

তথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীগণ শ্রীকৃষ্ণের কেশমধ্যে দূর্ব্বাদি মঙ্গলদ্রব্য সকল অর্পণ করিলেন, যদিচ তাঁহাদের আনন্দজনিত নেত্রজল আশীর্ব্বাদকে রুদ্ধ করিয়াছিল তথাপি গদ্গদ কণ্ঠ হওয়ায় তাহা সর্ব্বমনোরথের সম্বন্ধে কল্যাণকর হইয়াছিল ॥৪৩

জননী যশোদা নেত্রজল ও স্তম্ভভাবে অবরুদ্ধা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের তিলকরচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তখন যদি রোহিণী তাঁহার সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই তিলকরচনা করিতে সমর্থা হইতেন না ॥ ৪৪ ॥

তথায় "শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, মাতৃভাবাপন্ন ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীগণের তিলকক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপহারতুল্য হইয়াছিল," কেবল এই বাক্যটিই পূর্ব্বোক্ত উপায়নদানের নির্দ্ধারপূর্ব্বক পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে - মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী ও ভগিনীগণের তিলকরচনায় শ্রীকৃষ্ণের যে শোভা হইল, তাহার তুলনা বা পরিমাণ হইতে পারে না ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রাচীগত-দ্বিতীয়-প্রকোষ্ঠাদাগত্য রম্যকুমারঃ কশ্চিদাচষ্ট।. যঃ খল্বেতদর্থমেব পূর্ব্বং বিসৃষ্টঃ। শ্রীমন্ ব্রজযুবরাজ! শ্রীমদ্‌ব্রজরাজসভায়াং সর্ব্বএব পর্ব্বণীহ সম্বলিতা বর্ত্তন্তে। কিন্তু ভবদ্‌যাত্রাদ্বারমাত্রাবলোকিনো যানি চ সর্ব্বারাধনধনানি শ্রীমদ্‌ব্রজরাজচরণরাজীবপরিসরায় সজ্জিতানি ভবদ্বিসর্জ্জিতানি তাম্বূলদুকূলাদীনি তানি চাধুনাপি মূর্দ্ধানং ধুনানা নোপযুঞ্জতে স্ম ॥৪৬॥

অথ সোঽপি তদবধারয়ন্নেব তদেবাবধারয়ন্মাতরমনু কাতর ইব নিষ্ক্রমণক্লম-সমনুজ্ঞাযাচনমনুসন্ধায় প্রণামাদিনা পৌর্ণমাসী-

অথেতি। ব্রজরাজসভায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনায় প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। বিসৃষ্টঃ প্রেষিতঃ। ভবদ্‌যাত্রা ভবদাগমনং। শিরো ধুনানাঃ সন্তঃ শিরশ্চালয়ন্তঃ॥ ৪৬।

তাদৃশং মিত্রবাক্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ অথ সোঽপীতিগদ্যেন। সোঽপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি অবধারয়ন্ মাতরমনুজ্ঞাপয়ন্। নিষ্ক্রমণেতি মাতরং লক্ষ্যীকৃত্য নিষ্ক্রমণদুঃখেন সমাগমনুযাচনং তদনুসন্ধায় বিহায় অর্থান্নিযোজ্য।

যে বালককে পূর্ব্বাবধি এই কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত করা হইয়াছিল, অনন্তর পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে সেই কোন এক রমণীয় বালক আগমন করিয়া এই কথা বলিল। বালকের উক্তি যথা—হে শ্রীমন্ ব্রজযুবরাজ! শ্রীমদ্‌ব্রজরাজের সভাতে এই পর্ব্বোপলক্ষ্যে সকলেই সমাগত হইয়া বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারা আপনার আগমনের পথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীমদ্‌ব্রজরাজের চরণপদ্মের পরিসরভূমিতে আপনার প্রেরিত, তাম্বূল বসনাদি আরাধনার ধন সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য এপর্য্যন্ত তাঁহারা শিরঃকম্পনচ্ছলে অনভিলাষ প্রকাশ করত গ্রহণ করিতেছেন না॥ ৪৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই নিশ্চয় করত মাতাকে লক্ষ্য করিয়া যেন কাতর হইলেন। আমি চলিয়া গেলে মাতার ক্লেশ হইবে, এই কারণে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা সঙ্গত বোধ করিলেন এবং প্রণাম ও কাকুবাক্যদ্বারা পৌর্ণমাসীকে তাঁহার পর্ণশালায় বিদায় দিলেন। শ্রীবলদেবকে অগ্রে

মুটজগৃহায় বিহায় শ্রীরামমগ্রে বিধায় শ্রীদামাদীন্ পরিতো নিধায় পশ্চিমাগ্রিমপ্রেমদোলায়মানস্বান্তস্ততো নিষ্ক্রান্তঃ । সহসা মহসা বৃতঃ সভ্যালিভিরভ্যালোকয়াঞ্চক্রে ॥ ৪৭ ॥

অথ সোদিতমেঘাশ্চাতকা ইব লব্ধচন্দ্রাশ্চকোরা ইব সঙ্গতজলা জলজন্মান ইব সমুন্মীলিতপ্রাণা দেহা ইব সর্ব্বেঽপ্যানন্দগর্ব্বেণ বন্দিবৃন্দাদিকলিতকোলাহলেন চ সমমেব সমুত্তস্থুঃ ॥৪৮॥

কিন্তূৎকলিকাকলিতমনসোঽপি স্বস্বমর্য্যাদয়া পর্য্যাপিতা ইব লব্ধস্তম্ভারম্ভাঃ শ্রীমন্নন্দাদয়স্তত্র তত্র কেবলং স্থিতবন্তঃ ।

পশ্চিমেত্যাদি । পশ্চিমদেশে যঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রেমা তেন চঞ্চলচিত্তঃ । যদ্বা । পশ্চিমঃ পশ্চাদ্ভবঃ শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রভৃতিবিষয়কঃ প্রেমা, অগ্রে ভবঃ অগ্রিমঃ শ্রীব্রজরাজাদিবিষয়কঃ প্রেমা অর্থাৎ রজ্জুঃ তয়া দোলায়মানমনাঃ । মহসা তেজসা ॥ ৪৭ ॥

তদা সর্ব্বেষাং সভাস্থানাং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিকার্য্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন । সমমেকদা ॥৪৮॥

গুরুবর্গকল্পানামবস্থামাহ কিন্ত্বিত্যাদিগদ্যেন । উৎকলিকা উৎকণ্ঠা । নন্থ তদ্‌গুরুবর্গাণামপি

ও শ্রীদাম প্রভৃতি সখাদিগকে চতুষ্পার্শ্বে লইয়া পশ্চিমদিগ্‌গত অর্থাৎ যে দিগ্‌ভাগে ব্রজরাজ আছেন সেই দিকে যাইবার জন্য, অথবা এ দিকে অন্তঃপুরে মাতৃপ্রেম ও দিকে সভাতে পিতৃপ্রেম এই উভয় প্রেমরূপ রজ্জুর আকর্ষণে বিশেষরূপ আন্দোলিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন । তখন সভ্যগণ সহসা সেই শ্রীকৃষ্ণকে তেজোময় দর্শন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মেঘোদয়ে চাতকগণের ন্যায়, চন্দ্রোদয়ে চকোরসমূহের ন্যায়, জললাভে পদ্মশ্রেণীর ন্যায় এবং প্রাণসংস্পর্শে নিষ্পন্দ দেহসমূহের ন্যায় তাঁহারা সকলেই আনন্দগর্ব্বসহকারে ও স্তুতিপাঠকদিগের উচ্চারিত কোলাহল শব্দের সহিত এককালেই উত্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

কিন্তু শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেও স্ব স্ব মর্য্যাদা পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, (পুত্রাগমনে গাত্রোত্থান করেন নাই) । সুতরাং তত্তৎ স্থলে তাঁহারা কেবল স্তম্ভিতভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যে স্তম্ভিতভাব ঘটিয়াছিল ইহা উপযুক্তই বটে,

যুক্তমেব চ তৎ প্রোক্তং, যতস্তস্মিন্ খল্বস্মাকং শ্রীমন্নন্দব্রজরাজ-গ্রামে তত্তৎপ্রেমবিশেষরীতিনীতিরেব গ্রামণীরিব বর্ত্ততে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি—কদাচিৎ কস্যাচৎ কঞ্চিৎ প্রতি বচনং ॥ ৫০ ॥

তৌ শুভ্রদ্যুতিনীরদদ্যুতিহরাবিন্দ্রাশ্মহেমপ্রভা-
হৃদ্বস্ত্রৌ সিতকঞ্জনীলকমলশ্রীচোরিচার্ব্বাননৌ ।
চঞ্চৎখঞ্জনগঞ্জনাক্ষিযুগলৌ দন্তীন্দ্রজিদ্বিক্রমৌ
তানস্তম্ভয়তাং জনান্ যদখিলাংস্তন্মিত্র চিত্রং নহি ॥৫১॥

যদা চ দক্ষিণে সর্ব্বানর্ব্বাচীনমাহাত্ম্যগুরবো গুরবো বভূবুঃ ।

তৎ সমুত্থানাদিকন্তু অযুক্তমেবেতি সম্ভাক্ষেপং নিরস্যতি যুক্তমেবেত্যাদিনা চিত্রং নহীত্যন্তেন(৫১) ।
তৎ প্রোক্তং স্তম্ভনং । গ্রামণীঃ অধিপতিঃ ॥ ৪৯ ॥

ততস্তেষাং প্রেমবিশেষরীতিনীতিং বর্ণয়তি তথাহীত্যাদিগদ্যেন । ৫০ ।

তদ্বচনং নির্দিশতি তাবিত্যাদিপদ্যেন । সুগমং ॥ ৫১ ।

তত্র চ সর্ব্বেষামপি উপবেশনস্থানং বক্তুং প্রক্রমতে যদা চেত্যাদিগদ্যেন ।

কারণ তাহাও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমান্ বজরাজনন্দের গ্রামে আমাদের নিশ্চয়ই তত্তৎ প্রেমবিশেষের রীতিনীতি কেবল গ্রামাধিপতির ন্যায় বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ নন্দরাজের বাৎসল্যপ্রেমপূর্ণ গ্রামে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলেও সেই সেই উৎকণ্ঠা নিজ নিজ প্রেমানুসারিণী হইয়া থাকে, প্রেমসীমাকে লঙ্ঘন করে না ॥ ৪৯ ॥

দেখ, কোন সময়ে কাহার প্রতি কোন ব্যক্তি বলিয়াছিল, যথা—॥ ৫০ ॥

হে মিত্র ! একজন শুভ্রদ্যুতি হরণ করেন, আর একজন সজলমেঘ-প্রভা হরণ করিয়া থাকেন, একজনের বস্ত্র ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ জয় করে, আর একজনের বস্ত্র হেমপ্রভা হরণ করিয়া থাকে, একজনের মনোহর মুখ শ্বেত শতদলের শোভা, আর একজনের মনোহর মুখ নীলকমলের শোভাকে অপহরণ করিয়া থাকে, উভয়েরই নেত্রযুগল চঞ্চল-খঞ্জনের চক্ষুকে গঞ্জনা দিয়া থাকে, উভয়েরই বিক্রমে (গমনে বা পরাক্রমে) গজেন্দ্র পরাজিত হয় । অতএব তাঁহারা দুইজনে যে সকললোককে স্তম্ভিত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ৫১ ॥

যে সময়ে সর্ব্বাধিক মাহাত্ম্যপরিপূর্ণ গুরুলোকসকল দক্ষিণভাগে বিদ্যমান

তে চ সর্ব্বে পূর্ব্বপূর্ব্বতঃ পূর্ব্বজা এব তস্থুঃ। যত্র পুরোহিতাঃ স্বয়মনর্ঘ্যমর্ঘ্যং দধানাঃ সর্ব্বতঃ পূর্ব্বে ভবন্তঃ স্বনামনিরুক্তিমিব ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি স্ম, পুরো ধীয়ন্ত ইতি। তদেতদপি যুক্তং শ্লেষেণচ প্রথমতো হিতাস্ত এব হি ভণ্যন্তে ॥ ৫২ ॥

অথ তাদৃশনিজকুলচন্দ্রপ্রেমানন্দামৃততুন্দিলিততয়া কিল শ্রীমদুপনন্দাভিনন্দ-নন্দ-সন্নন্দ-নন্দনাদিনামানঃ প্রবলনন্দনস্নেহ-মধুরধামানস্তানবপ্রেম্না * সম্যগ্বন্ধুতাবন্ধিনঃ সম্বন্ধিনঃ পরাপর-নামানস্তন্মিলনমনুসন্ধায় স্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বজাঃ অগ্রজাঃ। অনর্ঘ্যমুত্তমং ॥ ৫২ ॥

অধুনা পিতৃবর্গাণাং তত্র সপ্রেম স্থিতিং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। তানবপ্রেম্না তনুভবঃ পুত্রস্তস্য প্রেম্না ॥ ৫৩ ॥

ছিলেন. তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহারা সকলের পূর্ব্বে এইরূপ বয়ঃক্রমানুযায়ী উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সে স্থানে পুরোহিতগণ স্বয়ং অমূল্য অর্ঘ্য ধারণ করিয়া সকল লোকের অগ্রে অবস্থান করত আপনাদের নামের অর্থ যেন প্রকটিত করিয়াছিলেন। "পুরো ধীয়ন্তে" অর্থাৎ অগ্রে যাঁহাদিগকে স্থাপিত করা যায়, তাঁহারাই পুরোহিত। অতএব পুরোভাগে পুরোহিতগণের অবস্থিতি উপযুক্ত হইয়াছে। শ্লেষবাক্যদ্বারা এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে যে, প্রথমেই যাঁহারা হিত করেন, তাঁহাদিগকেই পুরোহিত বলে, এখানেও অর্ঘ্যপ্রদানে তাহাই ঘটিল ॥ ৫২ ॥

অনন্তর নিজবংশের চন্দ্রস্বরূপ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দরূপ অমৃতদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীমান্ উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দনপ্রভৃতি সকলেই প্রবল পুত্রস্নেহের মধুর আধারস্বরূপ ছিলেন এবং পুত্রপ্রেমদ্বারা সম্যক্রূপে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ নামধারী নানাবিধ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের মিলনসুখ অনুভব করত অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥ ৫৩ ॥

* তানবেত্যত্র তানপু চ ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দপুস্তকপাঠঃ।

"অথ * রামেঽপি তথৈবালঘুপ্রেম্না লঘূভবন্তো লঘবঃ সমব-তস্থিরে ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বে চৈতে যথাপূর্ব্বং যথাযথং সর্ব্বচিত্তারামেণ রামেণ সহ হারিণা হরিণা মিলিতাঃ সমুন্মীলিতভাবা বভূবুঃ, চন্দ্রমসং বিন্দমানাঃ কুমুদসন্দোহা ইব ॥ ৫৫ ॥

ততশ্চ, ক্ষণকতিপয়াদক্ষীণানন্দবৃন্দার্পিতসত্বরবিস্বত্বর-মোহাতুন্মগ্নেষু তদীয়শ্রীমন্মুখনিরীক্ষণলগ্নেষু শ্রীমান্ ব্রজরাজস্তং ব্যাজহার। তাত তবাদ্য বিদ্যতে সর্ব্বসম্পন্ময়ী জন্মতারা, তস্মা-

এবং শ্রীরামে মিলনমনুসন্ধায় গুরুবর্গাঃ স্থিতা ইত্যপি বর্ণয়তি অথ রামেঽপীতি গদ্যেন। অলঘূভবন্তো গুরুবর্গাঃ। লঘবো মনোজ্ঞাঃ ॥ ৫৪ ॥

তদেবং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং সহ তেষাং ভাবকুমুদানি প্রফুল্লিতানি বভূবুরিতি বর্ণয়তি সর্ব্বে চৈতাদিগদ্যেন ॥ ৫৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়িতুং পক্রমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। বিস্বত্বরমোহাৎ প্রসরণশীল-মোহাৎ। তং শ্রীকৃষ্ণং।

অনন্তর মনোজ্ঞ গুরুবর্গ শ্রীবলদেবের প্রতিও সাতিশয় প্রেমে গুরুভাব ধারণ করত অবস্থিত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

যেমন কুমুদগণ চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হয়, সেইরূপ এই সকল গোপগণ পূর্ব পূর্ব ক্রমে যথাযথভাবে সর্ব্বচিত্ত-সুখপ্রদ শ্রীবলদেব ও সর্ব্বমনোহর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগের হৃদয়ের ভাবও সম্যক্ উন্মীলিত হইল ॥ ৫৫ ॥

অতঃপর রামকৃষ্ণের সন্দর্শনসময়ে সমাগত লোকদিগের চিত্ত প্রচুর আনন্দ-রাশিতে সত্বর মোহ প্রাপ্ত হইল এবং সেই মোহদশা হইতে উত্থিত হইলেও পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয়সম্পন্ন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণে নিমগ্ন হইল। শ্রীমদ্ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, বৎস ! অদ্য তোমার সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণ জন্মনক্ষত্র উপস্থিত,

* রামেঽপি ইত্যত্র বামেঽপি ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকপাঠঃ। তত্র শ্রীব্রজরাজা-দীনাং বামেঽপি ইত্যর্থং, ইত্যপি টীকান্তরং।

ব্রজধাম স্বয়মামধ্যাহ্নমধ্যাসিতব্যং। গোসম্ভালনপালনায় পুনঃ প্রাতরেব ময়া সময়াস্থিতা যুক্তা নিযুক্তাঃ সন্তি। স্বয়মথ প্রথমত উপবিশ্য দৃশ্যতাং স্বজনব্রজ ইতি ॥ ৫৬ ॥

অথ সোঽপ্যবাচীনতাসমীচীন-শিরস্কতয়া রাজ্ঞাং তামাজ্ঞাং মালামিব শিরসি নিধায় শ্রীরামমুখতামরসমবধায় স্বজনব্রজসহিততয়া সহিতমধিরুহ্য চতুষ্কদেশগতং পুষ্কলমুপবেশবেশ্ম বলিতস্থিতং তারাপতিরিব পূর্ব্বপর্ব্বতমধ্যাসিতবান্ বিপ্রাদি-সম্প্রদানতয়া যথাযথং গবাদিকমপি সাতবান্। ততশ্চ তস্মিন্নুপবিশ্য পুনস্তাম্বূলাদিসম্বিভাগসুখসম্বলনয়া সম্বন্ধিভির্মিথো নর্ম্মসম্বাদ-সম্বন্ধিসন্ধিকুতূহলং কলয়ামাস ॥ ৫৭ ॥

ধাম গৃহং। গোসম্ভালনং গোদর্শনং। সময়াস্থিতা নিকটস্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

তদা তাদৃশীং ব্রজরাজস্যাজ্ঞাং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথ স ইত্যাদি-গদ্যেন। সোঽপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি। অবাচীনতাসমীচীনশিরস্কতয়া অধোরূপেণ সমীচীনং সঙ্গতং শিরো যস্য তদ্ভাবস্তয়া। রাজ্ঞামিতি গৌরবেণ বহুত্বং। তামরসং পদ্মং। সহিতং হিতেন সহ বর্ত্তমানং। সাতবান দত্তবান্। মিথো নর্ম্মসম্বাদসম্বন্ধিসন্ধিকুতূহলং অত্র সন্ধিমৈ ত্রীকরণং ॥ ৫৭ ॥

অতএব মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত ব্রজগৃহে স্বয়ং উপবেশন করিয়া থাকিবে. আমি প্রাতঃ কালেই গোদর্শন ও গোপালন নিমিত্ত নিকটস্থিত উপযুক্ত প্রতিবেশী লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি. তুমি স্বয়ং বসিয়া স্বজনসকলকে দর্শন কর ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও অধোভাবে মস্তককে বিনত করিয়া মহারাজ নন্দের সেই আজ্ঞাকে মালার মত মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শ্রীবলদেবের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করত আত্মীয়বর্গের সহিত হিতজনক চতুষ্ক প্রদেশস্থিত বিশাল উপবেশনগৃহে আরোহণ এবং সভাস্তমুখে উপবেশন করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বদিগবর্ত্তী পর্ব্বতারূঢ় তারাপতি শশধরের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। উপবেশনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি লোকদিগকে দান করিবেন বলিয়া যথাযোগ্য গো প্রভৃতি দ্রব্যসকল লইয়া দান করিলেন। তৎপরে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া পুনর্ব্বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাম্বূলাদি দ্রব্য

মুহূর্ত্তাদথ কশ্চিদন্তঃপুরসারঃ কুমারঃ সমাগম্য সাম্যেনোপবিষ্টয়োর্জ্যায়ঃকনিষ্ঠয়োঃ সম্বন্ধিনিবহারাধনায় ধৃততৃষ্ণয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ কর্ণাভ্যর্ণে লগিতবান্। তাভ্যামনুমতঃ পুনস্তদ্রূপতশ্চিত্রীভবিতুঃ শ্রীমদ্ব্রজধরিত্রীশিতুঃ। তেন চাদ্য শ্রীবৎসবৎসপ্রসাদলব্ধস্য বৎসস্য শুভসম্পন্ময়জন্মর্ক্ষমিতি বিনয়সম্বন্ধেন কেবলেনাঞ্জলিবন্ধেন ব্যঞ্জনয়া ভোজনায় যাচিতাঃ সন্তস্তেঽতিসন্তোষাদ্ব্যতিবীক্ষ্য যুগপদুত্থিতবন্তঃ প্রস্থিতবন্তশ্চান্তঃপুরং ॥ ৫৮ ॥

অথ তদনন্তরকৃত্যং বর্ণয়তি মুহূর্ত্তাদিত্যাদিগদ্যেন। অন্তঃপুরঃসারঃ সারোঽত্র শ্রেষ্ঠঃ। সম্বন্ধিনিবহারাধনায়। সম্বন্ধিজনসমূহসম্মাননায় চিত্রীভবিতুঃ চিত্রং সর্ব্বজনসমাগমং। ভবিতৃভাবকস্য। কর্ণাভ্যর্ণে লগিতবানিতি তেন ব্রজেশেন। শ্রীবৎসেতি শ্রীবৎসো নারায়ণঃ। বৎসস্য পুত্রস্য। ব্যতিবীক্ষ্য পরস্পরং সংবীক্ষ্য ॥ ৫৮ ॥

সুখে চর্ব্বণ, আত্মীয়বর্গের সহিত মিত্রভাবে পরস্পর কৌতুকসম্বাদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতুহল করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মুহূর্ত্তকালের পর অন্তঃপুরের কোন এক প্রধান বালক আসিয়া রাম ও কৃষ্ণের কর্ণসমীপে সংলগ্ন হইল অর্থাৎ কানে কানে কথা কহিবার ভাবে কৃষ্ণসমীপে উপবেশন করিল। তৎকালে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ উভয়েই সমভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই আত্মীয়বর্গের আরাধনার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়াছিলেন, দুইজনে অনুমতি করিলে ঐ বালক পুনর্ব্বার সমাগমপ্রার্থী অর্থাৎ "সকল লোকের সৎকার হয়" এই প্রার্থনাকারী শ্রীমান্ ব্রজরাজেরও কর্ণসমীপে গিয়া লগ্ন হইল অর্থাৎ সকল লোকের ভোজননিমিত্ত প্রার্থনা করিল, তখন ব্রজরাজ নন্দ "অদ্য নারায়ণের অনুগ্রহলব্ধ পুত্রের শুভসমৃদ্ধিযুক্ত জন্মনক্ষত্র উপস্থিত," এই হেতু বিনয়-সহকারে কেবল অঞ্জলিবন্ধন করিয়া প্রকাশ্যে ভোজনের জন্য তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিলে, সেই সজ্জনগণও অত্যন্ত সন্তোষসহকারে পরস্পরকে অবলোকনপূর্ব্বক এককালে উত্থিত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অথাগ্রতঃসরেণ তেন সুকুমারেণ কুমারেণ প্রাঙ্গণতঃ প্রতিরুদ্ধসঙ্গমনাসু শুদ্ধান্তসঙ্গতাঙ্গনাসু প্রবিষ্টাস্তে কংসজিদিষ্টা গৃহাদিশোভেক্ষণস্পৃহাতঃ ক্ষণমাবিষ্টাঃ ক্রমশো ভোজনালয়ায় কলয়াম্বভূবুঃ ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণৌতু গবালোকনসতৃষ্ণৌ তদঙ্গণসঙ্গত-মেরুবাকার-মহাগারমারুহ্য মহীমহিতমাহেয়াস্থানেষু পীযূষবৃষ্টীরিব দৃষ্টীর্বিধায় বিধেয়ৈর্বিদূরদেশাদ্বিনির্দেশয়ামাসতুঃ। ভো ভো গোপগণা বর্ত্মনঃ সব্যাপসব্যয়োরেব পাতব্যা গব্যা ইতি ॥ ৬০ ॥

অথাবতীর্ণাভ্যামাভ্যামভ্যাগতৈরপি—

অগুরুজ-গুরুধূপঃ শুভ্রতা রত্নপীঠা-
বলিমদশনপাত্রাসঙ্গভৃঙ্গারসঙ্ঘঃ।

তদা চ তেষাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। শুদ্ধান্তেতি শুদ্ধান্তোঽন্তঃপুরং। প্রতিরুদ্ধসঙ্গমনাসু অন্তঃপুরবদ্ধাসু। কংসজিদিষ্টাঃ কৃষ্ণানুকূলা ইত্যর্থঃ। কলয়াম্বভূবুর্গতবন্তঃ। ৫৯।

শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্গোসেবা তত্রাপি ন বিহিতা ইতি বর্ণয়তি রামকৃষ্ণাবিত্যাদিগদ্যেন। মেরুবাকারঃ মহাকৃতিঃ। মাহেয়ী গৌঃ। বিধেয়ৈর্ভৃত্যৈঃ। পাতব্যা রক্ষণীয়াঃ। গব্যা গোসমূহাঃ ॥৬০।

তদা চ তয়োরভ্যাগতানাঞ্চ চরিতং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। এতৈরপি ভোগহর্ম্ম্যাবালোকীতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। বলিমদিতি বিশিষ্টার্থে মতুঃ। ভৃঙ্গারসঙ্ঘঃ পানপাত্রসমূহঃ।

অনন্তর সেই অগ্রগামী সুকুমার কুমারের সহিত প্রাঙ্গণাবধি অন্তঃপুরপর্য্যন্তচারিণী রমণীগণের গমনাগমনস্থানে সকলে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সেই কৃষ্ণানুকূল বান্ধবগণ গৃহাদির শোভা সন্দর্শনের বাসনায় ক্ষণকাল আবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজনগৃহে ভোজনের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণ গোসকলের দর্শননিমিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া সেই প্রাঙ্গণস্থিত সুমেরুসদৃশ দীর্ঘাকার মহাগৃহে আরোহণপূর্ব্বক ধরণীতলে সুশোভিত গোচারণস্থলে অমৃতবৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভৃত্যগণ দ্বারা অতিদূরদেশ হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, "ভো ভো গোপগণ! তোমরা পথের বাম ও দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ উভয় দিগ্‌ হইতেই গোসকলকে রক্ষা কর" ॥ ৬০ ॥

অনন্তর তাঁহারা উভয়েই তথা হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমাগত ব্যক্তিগণের

নিয়তসচিবলোকঃ সাদরপ্রেম চাসী-
দিতি দিশি দিশি ধর্ম্ম্যং ভোগহর্ম্ম্যং ব্যলোকি ॥ ৬১ ॥
অঙ্ঘ্রিক্ষালনমার্জনে ইহ ভবান্ জীয়াদিতি প্রার্থনা
সম্যগ্বীজনমন্তরা প্রমদসুহাসপ্রসূসূক্তয়ঃ ।
রুচ্যানাং পরিবেষণং মুররিপোর্দৃষ্টিপ্রসাদামৃতং
যত্রৈবং সুহৃদাং স ভোজনবিধিঃ সূতে ন কিং বা সুখং ॥ ৬২

তত্রানুপযুক্তযুক্তভোক্তৃণাং বিপ্রাণাং পঙ্‌ক্তিরেকত্র। সন্ধি-দিগ্ধানামসন্দিগ্ধ-স্নিগ্ধানাং বৈশ্যবংশ্যানামন্যত্র। তত্র তত্র চ

প্রেম স্নেহঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং ॥ ৬১ ॥

অথ তেষাং পৃথক্‌তা-পৃথক্‌ ভোজনে পৃথক্ বাক্যানি বর্ণয়তি অঙ্ঘ্রীতিপদ্যেন। জীয়াদৃশাং করোতু। চীয়াদিতি বা পাঠঃ। অন্তরা মধ্যে। প্রমদসুহাসপ্রসূসূক্তয়ঃ হর্ষজহাস্যপ্রদসুন্দর-বাক্যানি। দৃষ্টিপ্রসাদামৃতং দৃষ্ট্যা প্রসন্নতা সৈব অমৃতং সুখং উৎপাদয়তি ॥ ৬২ ॥

তত্র পঙ্‌ক্তিভেদপরিপাটীং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিনা গদ্যেন। সন্ধিদিগ্ধানাং সহভোজিনাং।

সহিত চারিদিকেই ধর্ম্মকার্য্যসমন্বিত ভোজনগৃহ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন তথায় অগুরু-চন্দনের প্রশস্ত ধূপ, শুভ্রবর্ণ রত্নপীঠ-সমবেত ভোজনপাত্রের সহিত পানপাত্রসমূহ এবং কার্য্যানিযুক্ত অমাত্যবর্গও যেন আদরপূর্ণ মহিমান স্নেহরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

আপনি এই স্থানে পাদপ্রক্ষালন ও পাদমার্জন করুন এইরূপ প্রার্থনা। যথায় সম্যক্‌রূপে চামরাদি বীজন হইতেছে তাহার মধ্যে মধ্যে হর্ষজনিত হাস্যদায়ক সুন্দর বাক্য সকল, রুচিকর পদার্থরাশির পরিবেশন এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিরূপ প্রসন্নতাময় অমৃত। এই সকল ব্যাপারগুলি আত্মীয়গণের সেই ভোজনবিধিতে কি সুখই না উৎপাদন করিতে লাগিল? ॥ ৬২ ॥

তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত অপরের সহভোজন উপযুক্ত নহে, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের পঙ্‌ক্তি এক স্থলে, আর অন্য স্থলে যাহারা সহভোজনের উপযুক্ত ও পরম স্নেহসম্পন্ন তাদৃশ বৈশ্যজাতিদিগের পঙ্‌ক্তি হইল। সেই সেই স্থানেও আবার বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও

বৃদ্ধ-মধ্যম-নবযৌবনানাং পৃথক্ পৃথগ্‌গতি বিযুতাবপি মিথো যথাস্বং পরিহাসবিলাসেন সংযুতিরিব বীক্ষ্যতে স্ম। নচ কেবলেন তেন তদবলোচনসমুন্মীলিতলোচন-রোচন-বিলাসালাপ-লীলারস-বারিধেব্রর্জেন্দ্রসুত-সুধানিধেরসকৃদনুভব-যৌগপদ্যেন চ * ॥৬৩॥

যত্র চ স এব রসসত্রমমত্রমেকমাসীৎ। তত্র চ—

পরস্পরস্য স্ফুটহাসবার্ত্তাং
সঞ্চারয়ন্তঃ পরিতো হরৌ চ।

তেন ব্রজরাজেন। তদবলোচনেত্যাদি তস্য ভোজনস্য অবলোচনায় সমুন্মীলিতে লোচনে যেষাং তেষাং রোচনো যো বিলাসালাপলীলারসস্তস্য বারিধেঃ ॥ ৬৩ ॥

তত্র চ সংখ্যাতীতানাং ভুঞ্জানানাং ষড্রসা ন ন্যূনা ভবেয়ুরিতি বিভাব্য ব্রজেন্দ্রসুতসুধাপতিঃ স্বয়মেকপাত্রমভূৎ যেন চ ষড্রসা অক্ষয়া আসন্নিতি বর্ণয়তি যত্র চেতি। স ব্রজেন্দ্রসুতসুধা-নিধিঃ। রসসত্রং রসানাং সত্রং সদা দানং যত্র তৎ পাত্রং। হরৌ শ্রীকৃষ্ণে।

নবযুবকদিগের পৃথক্ পঙ্‌ক্তি বসিয়াছিল। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঙ্‌ক্তির বিভিন্নতা থাকিলেও পরস্পরের যথাযোগ্য পরিহাসবিলাস দ্বারা যেন অপৃথক্ ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কেবল যে শ্রীব্রজরাজ অপৃথক্ ভাব দেখিয়াছিলেন এমত নহে, কিন্তু সেই ভোজন দর্শন করিতে যাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, ব্রজরাজ-নন্দন সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিকট রুচিকর বিলাসপূর্ণ আলাপাদিরূপ লীলাময় রসসিন্ধু বিস্তার করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই অমৃতায়মান আলাপবাক্যের যুগপৎ ও বারম্বার অনুভব দ্বারাও অপৃথক্ ভাব লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

অসংখ্য লোক ভোজন করিতে বসিলেও কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও মধুর এই ষড়্‌বিধ রসদ্রব্য যেন কাহারই অল্প না হয়, এই ভাবিয়াই ভোজনমণ্ডলীতে সেই ব্রজরাজের পুত্ররূপ সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রসদানের একমাত্র পাত্র হইয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে পরিবেশকগণ সকলেই পরস্পরের প্রাণখোলা হাস্যবার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সঞ্চারিত করিতে লাগিল। পরিবেশকগণ যাঁহারা ছয় রসের পরিবেশন করিতেছিলেন, তাঁহারা তখন সপ্তম হাস্যরসেরও পরিবেশন কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন

* সুতেত্যত্র কুলেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠান্তরং।

ষণ্ণাং রসানাং পরিবেশকা যে
তে সপ্তমস্যাপি বভূবুরত্র ॥ ৬৪ ॥

যত্র পরিহাসবীজঞ্চ পৃথগ্দিগ্দেশলোকপ্রসিদ্ধানামত্রৈব চান্যথাসিদ্ধানাং তেমনাদীনাং নাম নাম্নাতুং শক্যতে নামান্তরেণ বাম্নায়তে চ সদাম্নায়জন্মভিরপি বন্ধুসম্বন্ধিভিরিত্যাদি-লক্ষণং লক্ষ্যতে ॥ ৬৫ ॥

সপ্তমস্য হাস্যরসস্য পরিবেশকাঃ। পরিহাসেন হাস্যরসস্যাপি পরিবেষকা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

তত্র ভোজনে আশ্চর্য্যোপকরণতাং ব্যঞ্জয়তি যত্রেত্যাদিগদ্যেন। তেমনাদীনাং ভোজনাদীনাং। আম্নাতুং কথয়িতুং। সদাম্নায়জন্মভিঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তোপদেশস্য জন্ম যৈস্তৈরপি। অয়মত্র ভাবঃ। নীচকুলজন্মভিস্তু ন শক্যতাং নামান্তরেণ বা আম্নায়তাং ন তত্রোপহাসাদিঃ, অসম্যগ্জ্ঞানত্বাৎ। সৎকুলজন্মভিরপি যন্ন শক্যতে নামান্তরেণ বা আম্নায়তে তত্তু পরিহাসাস্পদমিতি ॥ ৬৫ ॥

অর্থাৎ ভোক্তা সকল ছয় রসের দ্রব্যই ভোজন করিতেছেন সত্য, কিন্তু ভোক্তা ও পরিবেশনকর্ত্তা প্রভৃতি সকলের সহিত সুমধুর আলাপকারী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং ছয় রসের মধ্যে সপ্তম যে হাস্যরস, তাহারও যেন পরিবেশন করা হইল। কটু তিক্তাদি মুখের আস্বাদ্য রস, হাস্যটী বাক্যদ্বারা অনুভবনীয় রস, কিন্তু ভোজনমণ্ডলীতে ইহার প্রভেদ থাকিল না, সাতটী রস যেন যুগপৎ আস্বাদ্য হইয়া উঠিল ॥ ৬৪ ॥

তথায় যে সকল ব্যঞ্জনাদি ছিল, তাহাদের নামপর্য্যন্তও পরিহাসের মলীভূত কারণ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দিক এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসি লোকদিগের নিকট প্রসিদ্ধ থাকিলেও ঐ সমস্ত ব্যঞ্জনাদি এই স্থানেই কেবল অন্যপ্রকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের নামপর্য্যন্তও কেহ বলিতে সক্ষম হয় নাই। অথবা অন্য প্রকার নাম দিয়া তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নীচকুলজাত ব্যক্তিগণ প্রকৃত বা অন্য নামে ব্যঞ্জনের উক্তি না করুক, কিন্তু সৎকুলজাত ব্যক্তিগণও যে তাহা পারিলেন না ইহাই উপহাসের কারণ হইল। আত্মীয় বন্ধুগণ গুরু-

কিঞ্চ, তত্র মধুমঙ্গলঃ কৌতুকেন কেনচিৎ প্রহিতেন নিজ-হিতেন শ্রীমদ্ব্রজেশং সন্দিদেশ, রাজবর! তদেতদস্মাকং ব্রাহ্মণা নিবেদয়ন্তি, শৌক্র-নামধেয়ং প্রথমমেব জন্ম তাবদস্মাদৃশাং ভৃশ-শর্ম্মণে চকল্পে। যদ্দ্বিতীয়ে সাবিত্রাখ্যে জন্মনি লব্ধস্বকুলৈশ্বর্য্য-বৈশ্যদ্বিজতয়া রাজন্যবদ্ব্রাহ্মণভোজ্যপক্কান্নৈরপি ভবাদ্ভির্দূর-বিভক্তপঙ্‌ক্তাবেব নিবেশিতা বয়ং ন প্রতীমঃ, তত্র কিং কিং পরিবেশিতমত্র বা কিমিতি। তস্মাদ্গোষ্ঠাধিপতিনা স্বদৃষ্টিনিষ্ট-

---

৬৫ শ্রীমধুমঙ্গলস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি কিঞ্চেত্যাদিগদ্যেন। অস্মাদৃশাং অস্মাকমিব দর্শন-মেষাং ভবতাং। শর্ম্মেতি খ্যাতিং নিরূপয়িতুং কল্পতে, তস্মিন্নেব জন্মনি তৎখ্যাতিত্বাৎ। এতেন তদেব জন্মাতিসুখার্থং বভূব। লব্ধস্বকুলৈশ্বর্য্যেতি। লব্ধং স্বকুলৈশ্বর্য্যং স্বস্য ঈশিতা যস্য। তত্র ভবতাং পঙ্‌ক্তৌ অত্র অস্মাকং পঙ্‌ক্তৌ। স্বদৃষ্টিনিষ্টঙ্কিতানি স্বদৃষ্ট্যা নিরূপিতানি।

পরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ পাইলেও তাঁহারা কেবল এইরূপ লক্ষণ উপদেশ করিলেন, কিন্তু প্রকৃত নাম কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। এ গুলিকে ভোজনের আমোদ জানিতে হইবে। ॥ ৬৫ ॥

অপিচ, তথায় মধুমঙ্গল কৌতুক করিয়া নিজ হিতকারি কোন লোক দ্বারা শ্রীমান্ ব্রজরাজকে কহিলেন, হে নৃপবর! ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে এইরূপ নিবেদন করিতেছেন যে, আমাদের মত লোকের প্রথমেই শৌক্র অর্থাৎ বীর্য্য-সম্বন্ধীয় জন্ম ঘটে এবং সেই জন্ম "শর্ম্মা" এই খ্যাতির অথবা অত্যন্ত সুখের নিমিত্তই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর যে সাবিত্রনামক অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার কালে দ্বিতীয় জন্ম হয়, তাহাতে বৈশ্যগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীয় বংশের প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় আপনাদিগেরও পক্কান্ন ব্রাহ্মণদিগের ভোজ্য হয়। আপনারা যদি আমাদিগের পঙ্‌ক্তি দূরে বিভক্ত করিয়া আমাদিগকে সন্নিবেশিত করেন, তাহা হইলে আমরা, আপনাদের পঙ্‌ক্তিতে কি কি দ্রব্য পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং আমাদিগের পঙ্‌ক্তিতেই বা কি কি দ্রব্য

স্কিতান্যস্মৎকৃতে পুনঃ প্রথমতঃ সর্ব্বাণ্যেব তেমনানি পরিবেশ্যন্তাং, যান্যেব বার্ষভানব্যাদিস্বহস্তপ্রযস্ততয়া পক্কানি পরমশস্তানি,উত্তরতাপন্যনুসারেণ পূর্ব্বং দুর্ব্বাসসাপি ক্রোধদুর্ব্বাসনাং নির্বাসয়তা প্রসাদমপি ভাসয়তা রসনয়াভ্যস্তানীতি নিখিলমিষ্টতাবিশিষ্টতয়া কিল বর্ত্মন্যেব পরিবেশকৈশ্চোরং চোরমুর্ব্বরিতানি, পরাণ্যপি দৃশৈব ভুক্তপূর্ব্বাণি সন্তি, তানি চ ভুক্ত্বা বৈষ্ণব-

তেমনানি ভোজ্যানি। প্রযস্ততয়া সুসংস্কৃতব্যঞ্জনাদিরূপতয়া। উত্তরতাপনী গোপালোত্তরতাপনী। নির্ব্বাসয়তা পরিহরতা। অভ্যস্তানি ভুক্তানি উর্ব্বরিতানি অস্মভ্যং দানাভাবাৎ।

* পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা আমরা পরম্পরে জানিতে পারিতেছি না। অতএব গোষ্ঠাধিপতি মহারাজ নন্দ নিজ দৃষ্টিদ্বারা নিরূপিত করিয়া আমাদের জন্য পুনর্ব্বার প্রথম হইতেই ব্যঞ্জন সকল পরিবেশন করুন, যে সমস্ত ব্যঞ্জন বৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতি রমণীগণ স্বহস্তে সুসংস্কৃতভাবে পাক করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছে। গোপালতাপনী গ্রন্থের উত্তরতাপনী অনুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা-মুনিও ক্রোধরূপ দুষ্ট বাসনা সুদূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্নতাপ্রকাশ করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জন রসনাদ্বারা ভোজন করিয়াছিলেন.এই কারণে সেই সকল ব্যঞ্জন সমস্তমিষ্টতায় পরিপূর্ণ বলিয়া সত্যই পথিমধ্যে পরিবেষ্টৃগণ বার বার চুরি করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, (আমাদিগকে না দেওয়াতে) সেই সকল ব্যঞ্জন এখন প্রচুররূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর যে সকল ব্যঞ্জন আছে তৎসমুদায় তাহারা পূর্ব্বেই নয়নদ্বারা ভোজন অর্থাৎ দৃষ্টিভোগ করিয়াছিল। সেই সমস্ত ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বৈষ্ণবযজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার দেবতা এরূপ একটী যজ্ঞ করিবার জন্য শ্রুতিস্মৃতিবিহিত উপায়ময় দৈক্ষ অর্থাৎ দীক্ষাজনিত তৃতীয় জন্ম অতিশীঘ্রই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণকে না দিয়া অগ্রে ভোজন

* পরিবেষণ ও পরিবেশন এই দ্বিবিধ রূপই দৃষ্ট হয়। পরিবেষয়েদপ্রয়তঃ। মনুসংহিতা। ২২৮ এবং পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্বিত্বা শ্রীভাগবত ১০। ২৯। ৫ ইত্যাদি বহু প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞায় শ্রুতিস্মৃতিবিহিতপ্রতীকারময়ং দৈক্ষসমাখ্যং তৃতীয়মপি জন্ম দ্রুতমুররীকরিষ্যত ইতি ॥ ৬৬ ॥

তদেতদাকলয্য কলিতং হাসকোলাহলং গোকুলকুলেশ্বরী গৃহাদবকলয়ন্তী স্বয়মনলপক্বতুলিতানি সূর্য্যকান্তস্থালীষু সূর্য্য-পক্কানি বহূন্যনুপভুক্তচরাণি বিহাপয়ামাস, যেন বহুলমেব সহাস-কুতূহলং নিখিলঃ কলয়াম্বভূব ॥ ৬৭ ॥

বৈষ্ণবযজ্ঞায় বিষ্ণুদেবতাযজনায়। দৈক্ষ্যসমাখ্যং দৈক্ষ্যং দীক্ষাজনিতং তদাখ্যং। দৈক্ষসমক্ষং ইতি পাঠেতু দীক্ষাবিষয়ে তুল্যাংশং। যদ্বা। দীক্ষাসংস্কারেণ প্রত্যক্ষং ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতমিত্যপেক্ষায়াং ব্রজরাজ্ঞীকৃত্যং বর্ণয়তি তদেতদিত্যাদিগদ্যেন ॥ ৬৭ ॥

করায় যে অপরাধ হইয়াছে তাহার ক্ষালনের জন্য শ্রুতি স্মৃতির বিধান মতে একটি বিষ্ণুদেবতার যজ্ঞ করিতে হইবে, যজ্ঞ করিতে হইলে যজ্ঞদীক্ষার প্রয়োজন, সুতরাং তৃতীয় * দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করা হইল। রহস্য ও ভোজনপ্রিয় বিদূষক মধুমঙ্গলের গূঢ়াভিপ্রায় এই যে, পাপক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত অতিশীঘ্রই করিতে হয়, তজ্জন্য আর একটি উৎকৃষ্ট ভোজনের সংগ্রহ হইয়া উঠিল। সেই ভোজনটীও যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। শীঘ্র করিতে বলার ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬৬ ॥

মধুমঙ্গলের এইরূপ হাস্যকোলাহল শ্রবণ করিয়া গোকুলকুলেশ্বরী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বয়ং অনলে পাক করিয়া তুলিয়া লইয়া এবং সূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত স্থালীতে (পাত্রে) যাহা পূর্ব্বে ভোজন করা হয় নাই, সেই সকল সূর্য্যপক্ক বহুতর খাদ্য সামগ্রী সকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে সকল লোকেই বহুতর হাস্য-কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

* ব্রাহ্মণের জন্ম তিন প্রকার। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। পিতৃশুক্র হইতে মাতৃগর্ভে যে জন্ম তাহা শৌক্র। উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রীলাভে যে জন্ম, তাহা সাবিত্র। বিষ্ণু কালিকাদি মন্ত্রের দীক্ষাকালে যে জন্ম তাহা দৈক্ষ। (রসামৃতের টীকার আভাস ১। ১। ১৪)

তদেবমুদরপূরণমাত্রেণ তৃপ্তা নতু তত্তদ্বহুলরসপূরকুতূহলেন, নতরাং তত্তদানন্দমূলেন সদানুকূলপীতদুকূলেন প্রতিরুচিনব-নবায়মানতা হি তত্রায়তা, তথাপি বলাদিব পরিমল-রমণীয়-মাচমনীয়ং দত্তং গত্যন্তরেণাসমাপনীয়স্পৃহণীয়তা হি তত্র বৃহতী ॥ ৬৮ ॥

ততশ্চ—

দিব্যতাম্বূলচার্চ্চিক্যবস্ত্রমাল্যবিভূষণৈঃ।
অর্চ্চিতা বন্ধবঃ সর্ব্বে দক্ষিণাভিশ্চ ভূসুরাঃ ॥ ৬৯ ॥

তত্র যথা ষড়্‌রসানামক্ষয্যতাভুক্তভুক্তয়া বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। তেষামক্ষয্যত্বে হেতু-মাহ তত্তদিতি। পীতদুকূলেন শ্রীকৃষ্ণেন আয়তা আগতা। গত্যন্তরেণ অন্যদ্ভোজ্যং দেহি বয়ং ভুঞ্জামহে ইতি বাগাড়ম্বরেণ। তত্র আচমনে ॥ ৬৮ ॥

তদেবং ভোজনসমাপনে তেষাং সপর্য্যাপ্রকারং বর্ণয়তি দিব্যেত্যাদিশ্লোকেন। চার্চ্চিক্যং গন্ধলেপঃ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে সকলেই কেবলমাত্র উদরপূরণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কেহই সেই সেই বহুলরসপূরিত কৌতূহলে তৃপ্ত হয়েন নাই অর্থাৎ এরূপ অপরিসীম তৃপ্তি হইয়াছিল যে, সকলেই ভাবিল যেন আরও খাইয়া তৃপ্ত হই। তথা সেই সেই আনন্দের মূল সদানুকূল পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে একেবারেই লোক সকল পরিতৃপ্ত হয় নাই। যদিও শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেকের রুচিজনক নব নব ভাব নিশ্চয়ই দীর্ঘ হইয়া বর্ত্তমান ছিল, তথাপি বলপূর্ব্বক যেন সুগন্ধ সুন্দর আচমনীয় জল প্রদত্ত হইয়াছিল। "অন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী দান কর, আমরা ভোজন করিতেছি" এইরূপ বাগাড়ম্বরদ্বারা আচমনে অসমাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজনকালীন মহানন্দ হইতে অনিচ্ছা-সত্ত্বেই তাঁহারা উঠিয়া আচমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদনন্তর উৎকৃষ্ট তাম্বূল, চার্চ্চিক্য (গন্ধলেপ) বস্ত্র, মাল্য এবং আভরণ দ্বারা সমস্ত বন্ধুগণ এবং দক্ষিণাদ্বারা ব্রাহ্মণসকলও পূজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

লক্ষিতায়াঞ্চ দক্ষিণায়াং মধুমঙ্গলঃ সতু নর্ম্মশর্ম্মামৃতমতুন্ধ। ভো ব্রজমহনীয়া নাস্মামক্ষীণায়ামপি দক্ষিণায়াং ঈর্ষ্যয়া বয়ং বীক্ষণীয়াঃ। ভবতাং ভুঞ্জানানামেকৈক-ব্যঞ্জন-মূল্য-তুল্য-তয়াত্মানং সমস্তাপি সা ন প্রস্তাবয়তি ॥ ৭০ ॥

তদেবং বহুলহাসকোলাহল-কুতূহলে নিবৃত্তে পিতরমুপেত্য সর্ব্বসুখপালঃ শ্রীলগোপালঃ শনৈঃ সনিং প্রণয়ন্ সবিনয়মাললাপ। অর্ব্বাগেব সর্ব্বানাদায় সভালয়বলয়ং স্বয়ং তত্র ভবন্তঃ সময়ন্তু, বয়ন্তু শ্রীরামদামসুদামাদয়ঃ সমাগতপ্রায়াঃ। তদেবং মাতৃগৃহমুপেত্য তামপ্যুবাচ, মাতর্মাতৄণাং সম্ভালনার্থমনুযাতৄনস্মাননুমন্যস্ব ॥ ৭১ ॥

তত্রাপি মধুমঙ্গলস্য হাস্যজনকং বাক্যং বর্ণয়তি লক্ষিতায়ামিত্যাদিগদ্যেন। সা দক্ষিণা ॥৭০॥ তদেবং ভোজনাদিমহোৎসবে নিবৃত্তে শ্রীকৃষ্ণো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। সনিং যাচ্ঞাং। সনিস্ত্বধ্যেষণা যাচ্ঞেত্যমরঃ। সৎকারপূর্ব্বকং গুর্ব্বাদেঃ কচিদর্থে নিয়োজনমিতি ক্ষীরঃ। মাতৄণাং ধেনূনাং সম্ভালনার্থং দর্শনার্থং অনুযাতৄন্। অনু সহার্থঃ ॥ ৭১ ॥

দক্ষিণা লক্ষ্য করিয়া সেই মধুমঙ্গল কৌতুকরূপ সুধামৃত বিস্তারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রজপূজ্যগণ! এই দক্ষিণা প্রচুর হইলেও আমাদিগকে আপনারা ঈর্ষ্যার সহিত দর্শন করিবেন না, আপনারা সকলেই ভোজন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখুন, সেই সমস্ত দক্ষিণা আপনাদের এক এক ব্যঞ্জনের তুল্যমূল্য রূপে উপযুক্ত হইতে পারে না ॥ ৭০ ॥

এইরূপে সেই বহুল হাস্যকোলাহলের কৌতূহল নিবৃত্তি পাইলে, সর্ব্বসুখরক্ষক শ্রীমান্ গোপাল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রার্থনা করত সবিনয়ে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রথমে সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সভামণ্ডলীতে গমন করুন। আর শ্রীবলরাম, দাম ও সুদাম প্রভৃতি আমাদের সকলকেই আগতপ্রায় জানিবেন। এইরূপে মাতৃগৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকেও কহিলেন, মা! ধেনুদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা সকলে যাইতেছি, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করুন ॥ ৭১ ॥

মাতা চ ক্ষরৎক্ষীরকুলকুচমুকুলমাললাপ। আয়ুষ্মন্ যুষ্মদেক-প্রাণা বয়ং তস্মান্ন বিলম্বনীয়মিতি ॥ ৭২ ॥

ততশ্চ তস্যাঃ সবয়সঃ প্রবয়সশ্চ সর্ব্বাঃ সস্রশঃ সাস্রমূচুঃ, বৎস নাম্নৈব তা মাতরঃ, এষা তু তব মাতৈব, তস্মাদস্যাং কথং ন বিলক্ষণং পক্ষপাতমাপাতয়সি। সচ নতবদনঃ সাস্রস্মিতং বাচমুবাচ, মাতরঃ কিং কুর্ম্মস্তাস্তু পশুজাতয়ো ন বিবেকমেক-মপি লভন্তে যতো মাং বিনা তৃণমপি ন তৃণুবন্তি ॥

মাতোবাচ। সম্যগাহ বৎসঃ, যতো ধর্ম্ম এবাস্মাকং মর্ম্ম-

তাস্থ চ মাতুঃ স্বাভেদেন আনুকূল্যং বর্ণয়তি মাতা চেত্যাদিগদ্যেন। ক্ষরৎক্ষীরমিতি ক্ষরৎ-ক্ষীরকুলং যস্মাদেবম্ভূতং কুচমুকুলং যত্র তদ্যথা স্যাৎ তৎ ॥ ৭২ ॥

অথ তাদৃশং ব্রজরাজ্ঞীবাক্যং তস্যাঃ সখীভূতানাং মহিলানাঞ্চ সপরিহাসং বাক্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। তাস্তু গোরূপাঃ। তৃণুবন্তি খাদন্তি। তৃণু অদনে ॥

মাতা যৎকালে পুত্রের সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন তাঁহারও স্তনমুকুল-যুগলে দুগ্ধপ্রবাহের ধারা গলিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তোমরাই কেবল আমাদিগের একমাত্র জীবন অতএব যেন বিলম্ব করিও না ॥৭২॥

অনন্তর যশোদার সমবয়স্কা প্রাচীনা রমণীগণ সকলেই একেবারে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, বৎস! সেই সকল ধেনুগণ কেবল নামেই তোমার মাতা, কিন্তু এই যশোদাই তোমার যথার্থ মাতা. অতএব কেন তুমি এই যশোদার প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত করিতেছ না? তখন শ্রীকৃষ্ণ নতবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন। হে মাতৃগণ! আমরা কি করিব, তাহারা পশুজাতি, কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেক লাভ করিতে পারে না. অথচ তাহারা আমাকে না দেখিলে তৃণপর্য্যন্তও ভক্ষণ করে না ॥

মাতা কহিলেন বৎস যথার্থ বলিতেছে. যে হেতু ধর্ম্মই আমাদের মর্ম্মভেদী হই-য়াছে,যাহাদের ধনরূপী গোধন ও তনয়গণ অরণ্যসকলকে গৃহ করিয়া থাকে অর্থাৎ

ভেদী বভূব, যেষাং ধনানি তনয়াশ্চ সদা বনানি নিলয়ান্ কুর্ব্বন্তি।

কৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ স্ম। মাতরত্র বনে ন কোঽপি ত্রাসঃ, সতু সমূলকাষং কষিতানাং কেশিপ্রভৃতীনাং সঙ্গত এব গতঃ।

মাতোবাচ। তর্হি কিমাকর্ণ্যতে যদদ্যাপি কিঞ্চিত্তেষা-মৌদ্ধত্যং বিদ্যতে, প্রেতানামপি তত্তদাকারতয়া সদ্যঃ প্রেততাং প্রাপ্তানামিব।

কৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ স্ম। মাতর্ন তে প্রেতজাতিতামবাপ্তাঃ কিন্তু ভবচ্চরণরেণুগণ-গুণিত-ভূমিমনুমরণ-প্রতাপবর্গাদপবর্গমেব গতাঃ, বয়ন্তু মায়াময়তৎপ্রতিকৃতিপ্রপঞ্চসঞ্চয়মঞ্চন্তঃ সুখসন্তানায় মধ্যে মধ্যে লীলামধ্যস্যামঃ। যথা—

যেষামস্মাকং। নিলয়ান্ গৃহাণি। প্রেতানাং মৃতানাং। অপবর্গং ব্রহ্মসাযুজ্যং। অঞ্চন্তঃ ব্যাপ্নুবন্তঃ॥

আমাদের জাতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে অরণ্য ভিন্ন গোধন রক্ষা হয় না, আবার বালক নইলেও গোধনের তত্ত্বাবধান হয় না। অগত্যা গোধন ও বালকধন এই উভয়েই আমাদিগের পক্ষে বনকে ভবন করিয়া তুলিয়াছে। বন ভিন্ন আর গতি নাই।

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, মা! এই বনে আর কোন ভয় নাই, কেশিপ্রভৃতি অসুরদিগকে যখন সমূলে উন্মূলিত করা যায়, তখন সেই সঙ্গেই ভয় অপনীত হইয়াছে।

মাতা কহিলেন, তবে কেন শুনা যাইতেছে যে, অদ্যাপি সেই সকল অসুর-দিগের কিছু ঔদ্ধত্য (উৎপাত) বিদ্যমান আছে। মৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় সেই সেই আকার ধারণ করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ যেন প্রেতশরীরই প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন, মা! তাহারা প্রেতজাতি প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু আপনার পদধূলিরাশি-সেবিত ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থানে (বৃন্দাবনে) মরণের পর তাহাদের যে প্রভাবরাশি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা

"নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ"—
কৌশল্যেয়লীলাং ॥ ৭৩ ॥

ততশ্চ সর্ব্বাসু গতসন্দেহাসু স্নেহাতিশয়াৎ কৃষ্ণমাতা সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠমপসব্যেন চিবুকং স্পৃষ্ট্বা কৃষ্ণজ্যেষ্ঠং প্রতি সবাষ্পমাচষ্ট। বৎস নীলাম্বর ভবেয়মম্বা মম সমক্ষং বাল্যাদেব ত্বয়ি নাতীব বাৎসল্যমুল্লাসয়তি কিন্তু স্বয়মুদাসীনবদাসীনা ভবতি। তৎ খলু মম তারল্যং কথমিব নৈরল্যায় কল্পতাং। তস্মাদহমেব ত্বামুপদিশামি। পীতাম্বরেণ সমমবিলম্বমেবা-লম্বনীয়ং ব্রজবর্ত্মেতি ॥ ৭৪ ॥

নিলায়নৈঃ—নিলীয়স্থিতিতদন্বেষণাদ্যৈঃ। সেতুবন্ধৈঃ—লঙ্কাপ্রয়াণক্ষীরাব্ধিমথনাদিভিঃ। কৌশল্যেয়লীলাং শ্রীরামচন্দ্রলীলাং ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশং বাক্যং শ্রুত্বা ব্রজরাজ্ঞী যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। তারল্যং চাঞ্চল্যং ॥ ৭৪ ॥

নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়াছে। লুকোচুরি, সেতুবন্ধন এবং বানরদিগের উল্লম্ফন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা (ভা, ১০, ১৪, ৫৭) শ্রীরামচন্দ্রের লীলার মত, আমরা কেবল মায়াময় প্রতিকৃতিস্বরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চসমূহ প্রকাশ করিয়া সুখপ্রবাহের জন্য মধ্যে মধ্যে লীলাপ্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ৭৩ ॥

তদনন্তর সকল রমণীর সন্দেহ অপগত হইলে, স্নেহাধিক্য বশতঃ কৃষ্ণজননী যশোদা বামবাহু দ্বারা পৃষ্ঠদেশ এবং দক্ষিণবাহু দ্বারা চিবুকস্পর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরামের প্রতি সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, বৎস নীলাম্বর! তোমার এই জননী রোহিণী আমার সাক্ষাতে বাল্যকাল হইতেই তোমার প্রতি সেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন না, কিন্তু স্বয়ং উদাসীনের মতই অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব আমার চাঞ্চল্য ভাব কিরূপেই বা বিরত হইবে, অর্থাৎ তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাকে চঞ্চল হইতে হইয়াছে, সুতরাং আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি পীতাম্বরের সহিত অবিলম্বেই ব্রজপথে গমন করিবে ॥ ৭৪ ॥

অথ রামানুজং হিতবতী রোহিণ্যভিহিতবতী। তাত যশোদাগাত বাল্যাদেব লাল্যভাবান্মাতুরুপদেশং জাতু নচ মন্যসে। মম তু তং ন মতান্তরমাতনোষি। ততঃ সকৃদপি মম নিদেশমসকৃদিব মন্যস্ব। মাতুর্মনস্তাপবিস্তারান্নিস্তারায় নিজবদনাংশুসুধাং বিস্তারয় ত্বরিতমিতি॥ ৭৫॥

অথ তাসাং চরণপাতাচরণায় কৃতরোচনে নির্ম্মলকমললোচনে সর্ব্বাভিরনর্ব্বাচীনাভিঃ সহ গৃহং হিত্বা তৎপাণিং গৃহীত্বা প্রাঙ্গণসঙ্গিতাং গতায়াং গোপপতিপতিব্রতায়াং সর্ব্বতঃ শ্রেয়স্যস্তৎপ্রেয়স্যঃ সগবাক্ষভিত্তি-ভিত্তীকৃতনিজবিলোকনা বিলোকয়ামাসুঃ॥ ৭৬॥

ব্রজরাজ্ঞীবচনার্থমবগম্য শ্রীরোহিণী খলু যদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। যশোদামাতা যস্য ইতি বাক্যে সম্বোধনে পুত্রস্য স্ততো মাতুর্মাতাদেশঃ। অসকৃৎ বারং বারং॥ ৭৫॥
অধুনা সরামস্য তস্য গোষ্ঠগমনং বর্ণয়িতুমারভতে অথেত্যাদিগদ্যেন। কমললোচনে শ্রীকৃষ্ণে। অনর্ব্বাচীনাভির্বৃদ্ধাভিঃ। ভিত্তীকৃতং সংবিভাগীকৃতং॥ ৭৬॥

অনন্তর হিতকারিণী রোহিণী রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে বৎস যশোদামাত! তোমার মাতা বাল্যকাল হইতেই তোমাকে লালন করিয়া থাকেন, এই কারণে তুমি মাতার উপদেশ কিছুতেই মান না, কিন্তু আমার উপদেশ কখনও অন্যথা কর না। অতএব তুমি আমার একবারমাত্র প্রদত্ত উপদেশকে বারম্বার প্রদত্তের মত বিবেচনা কর। জননীর বিস্তীর্ণ মনস্তাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তুমি নিজমুখের কিরণসুধা শীঘ্র বিস্তার কর॥ ৭৫॥

অনন্তর নির্ম্মল কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল প্রাচীনা রমণীগণের চরণে নিপতিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে এবং প্রাচীনা সমস্ত রমণীগণের সহিত গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপরাজের পতিব্রতা রমণী যশোদা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ গবাক্ষভিত্তি হইতে নিজলোচন বাহির করিয়া অর্থাৎ গৃহের ছিদ্রদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৭৬॥

তথাহি—

ঔৎসুক্যং প্রিয়মাধুরীমধুমদং প্রেমাতিপাতভ্রমং
বিশ্লেষাগমভীতিমপ্যনুগতা লজ্জাতিপর্য্যাকুলাঃ ।
গোচারায় বনায় গচ্ছতি হরৌ তস্যাঙ্গনানাং গণা-
শ্চিত্রাণীব নিরীক্ষ্য তস্থুরভিতো দ্বিত্রক্ষণং ভিত্তিষু ॥ ৭৭ ॥

তত্র সতি—

অচ্যুতস্য নয়নদ্বয়মাসাং, তৃষ্ণগপ্যতিহ্রিয়া * নিমিমীল ।
অস্য মানসমমূরতিগূঢ়ং, পশ্যতীতি মিলিতুং তদিবেচ্ছু ॥৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং প্রেমবিকারসহিতং তস্য বিলোকনং বর্ণয়তি ঔৎসুক্যমিত্যাদিপদ্যেন । অনুগতেত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ । দ্বৌ বা ত্রয়ো বা পরিমাণং যেষাং তে দ্বিত্রাস্তাদৃশাঃ ক্ষণা যত্র তৎ । সংখ্যায়া ডোহবহোঃ । ইতি ডস্তদ্ধিতঃ ॥ ৭৭ ॥

তদাত্ব তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যো ভাবো জাতস্তং বর্ণয়তি তত্র সতীত্যাদিনা শ্লোকসহিতেন । তৃষ্ণক্ আসাং সম্বন্ধে তৃষ্ণাশীলমপি । তদিতি তৎ মানসং মিলিতুমিবেচ্ছু ॥ ৭৮ ॥

দেখ, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণের জন্য বনে গমন করিলে তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-গণ উৎকণ্ঠা, প্রিয়তমের মাধুরীরূপ মধুর মদ, প্রেমের আধিক্যভ্রম, এবং বিচ্ছেদাগমের ভয় প্রাপ্ত ও সমধিক লজ্জিত হইয়া ভিত্তির চারিপার্শ্বে দুই তিন ক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গনাগণ তদ্রূপে অবস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল প্রেয়সীগণের প্রতি অভিলাষী হইয়াও অত্যন্ত লজ্জায় নিমীলিত হইল । "শ্রীকৃষ্ণের মন যখন প্রেয়সী-গণকে অতীব গূঢ় ভাবেই দর্শন করিতেছেন, তখন আমারও মনের সহিত মীলিত হওয়াই উচিত" এই ভাবিয়াই যেন লোচনদ্বয় মনের সহিত মীলিত অর্থাৎ মুদ্রিত হইল ॥ ৭৮ ॥

---

* পিঙ্গলমুনির "প্রহ্রে বা" এই সূত্র অনুসারে প্র এবং হ্র পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব বিকল্পে স্বীকার করিতে হয় । সংযোগের পূর্ব্ববর্ণ গুরু ইহা সাধারণ নিয়ম, তন্মধ্যে প্র ও হ্র পরে থাকিলে গুরুত্ব বিকল্পে হয় । এখানেও হ্রিয়া পদের হ্র বর্ণের পূর্ব্বে তি বর্ণটীকে বৈকল্পিক নিয়মবশতঃ লঘু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, নচেৎ ছন্দোভঙ্গ হইয়া যায় ।

যদা চ তাসাং স্ফুরণং জগাম তন্
মনস্তদাশঙ্কত তাসু রাধয়া।
অহো গুরূণাং পুরতো বিকারিতাং
লভেয় চেৎ কিং করবৈতরামিতি ॥ ৭৯ ॥

তত্র মাতৃগণতঃ ক্রমপূর্ব্বং প্রাপ্য যন্ বকশমঃ সমনুজ্ঞাং।
অম্বকান্যহরত প্রতিবিম্ব-ব্যাজতঃ স্বতনুগান্যখিলানাং ॥ ৮০ ॥

অথামরদুর্ল্লভচ্ছত্রচামর-পটপুট-তাম্বূলসম্পুটাদিঘটিতকরাঃ সবয়সঃ কর্ম্মকরাঃ শ্রীরামদামাদিভিঃ সহ গচ্ছন্তং তমন্বগচ্ছন্॥৮১

যদা তন্মনঃ প্রাপ্য ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতীনাং স্ফুরণং জাতং তদা শ্রীরাধায়া লজ্জাজনিতামবস্থাং বর্ণয়তি যদা চেত্যাদিপদ্যেন। অশঙ্কত ভাবে প্রত্যয়ঃ। লভেয় অহং প্রাপ্নুয়াং ॥ ৭৯ ॥

তদা সব্যাজং শ্রীকৃষ্ণকৃত্যং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিপদ্যেন। যন্ গচ্ছন্। বকশমঃ বকহন্তা। অম্বকানি নেত্রাণি। লোচনং চক্ষুরম্বকমিতি শাশ্বতঃ। প্রতিবিম্বব্যাজতঃ চিত্রপত্রে তৎপ্রতিকৃতিদর্শনচ্ছলেন ॥ ৮০ ॥

তদনন্তরং সখীনাং স্বস্বসেবনদ্রব্যসম্বলিতকরাণামনুগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। পটপুটং জাতীফলং ॥ ৮১ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের মন জানিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির মনে স্ফূর্ত্তি হইল, তখন সেই সকল প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধা এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, হায়! গুরুজনদিগের সম্মুখে যদি আমার বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন আমি কি করিব? ॥ ৭৯ ॥

তথায় বকাসুরনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে মাতৃগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে সকল লোকের নেত্রসমূহ কৃষ্ণাঙ্গে পতিত হইল, ইহাতে বোধ হইল, যেন শ্রীকৃষ্ণই প্রতিবিম্বচ্ছলে নিজের দেহমধ্যে সকলের নেত্রসমূহকে হরণ করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাম ও দাম প্রভৃতি বালকগণের সহিত গমন করেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক কার্য্যনির্ব্বাহক ভৃত্যগণ দেবদুর্ল্লভ ছত্র, চামর, জাতীফল ও তাম্বূলসম্পুট প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার হস্তে করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৮১ ॥

অথ ততভায়াং পরমসভায়াং
পিতৃমুখলোকান্ স্ফুরদবলোকান্ ।
সুখয়িতুকামঃ সহসখিরামঃ
সমধুরবেশঃ সপদি বিবেশ ॥ ৮২ ॥

তত্তদ্বৃন্দৈঃ কৃতপরিবেষঃ, ক্ষৌণীপৃষ্ঠস্থিতবিধুরেষঃ ।
ক্রমতো দৃষ্টিভ্রমণাভ্রেষ-স্থিতিকৃতমখিলানপি বিশিশেষ ॥৮৩॥

রহিতনিমেষ-প্রথিতোন্মেষ-স্বকদৃক্প্রেষপ্রচিতান্বেষঃ ।
অভবদশেষচ্ছবি-সবিশেষ-স্বতনুশ্লেষঃ শ্রীহরিরেষঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ গোষ্ঠগমনে ব্রজরাজপ্রভৃতীনামনুজ্ঞাং প্রার্থয়িতুং সসখস্য তস্য সভায়াং গমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিপদ্যেন ॥ ৮২ ॥

সভাপ্রবেশে তস্য শুভগত্বাদিকং বর্ণয়তি তত্তদিত্যাদিপদ্যেন । পরিবেষস্তু পরিধিঃ । এষ কৃষ্ণঃ । দৃষ্টিভ্রমণেতি । দৃষ্টিভ্রমণস্য য অভ্রেষঃ গতিবিশেষঃ তেন সভ্যানাং স্থিতিকৃতং যথা স্যাৎ । ভ্রেষ গমনে ধাতুঃ, ভ্রেষ্ঞ্ চলে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ । অভ্রেষন্যায়কল্পাস্তু দেশরূপং সমঞ্জসমিত্যমরঃ ॥৮৩

সভাপ্রবেশে তস্যাচরণং বর্ণয়তি রহিতেতিশ্লোকেন । রহিতেত্যাদি । রহিতো নিমেষো যস্যাং সা, প্রথিত উন্মেষো যস্যাং সা, এবম্ভূতা যা স্বকদৃক্ স্বনেত্রং তস্যাঃ প্রেষঃ প্রেষণং তেন প্রচিতঃ অন্বেষোঽন্বেষণং যেন কো বা গতঃ কো বা অনাগত ইত্যাদিরূপং । অশেষেত্যাদি । অশেষচ্ছব্যাঃ সমগ্রকান্ত্যা বিশেষেণ সহ বর্ত্তমানা যা স্বতনুস্তস্যাং শ্লেষো যস্য সঃ । নিরুপম ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর মধুরবেশ শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ললোচন পিতা নন্দ প্রভৃতি লোক সকলকে সুখী করিতে অভিলাষ করিয়া সখা এবং বলরামের সহিত বিস্তীর্ণ শোভাসম্পন্ন পরমসভায় সহসা প্রবেশ করিলেন ॥ ৮২ ॥

সভাস্থ সেই সেই লোকসকল শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে ঐ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপৃষ্ঠে যেন চন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন । ক্রমে তিনি দৃষ্টিচালনের গতিবিশেষ দ্বারা অবস্থান করিয়া সকল লোককেই অতিশয় বিশিষ্ট করিলেন । অর্থাৎ সকলেই অতিশয় ও বিশিষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের নেত্রচালনা দেখিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বেশ অতি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল, তাঁহার স্বীয় চক্ষুতে

তদেবং লব্ধপরমানন্দমজ্জনেষু সর্ব্বসজ্জনেষু কুলপরম্পরাবরাবার্য্যঃ কশ্চন সূতাচার্য্যঃ কতিচিদাত্মীয়ান্ পরিবার্য্য পেশলবেশৌ কাকপক্ষকেশৌ কৌচিদ্বালকৌ পুরতঃ সন্ধার্য্য তত্র প্রাট্ পাঠয়ামাসচ তাবাশীর্ব্বাদবিরুদং। তৌচ চাতকানামম্ভ-স্তড়িত্বন্তমিব, সাগরাণাং বারিনিধিমিব,ধনচিন্তাচিতানাং চিন্তামণিমিব, জ্যোতি-

অধুনা শ্রীকৃষ্ণেন সহ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োর্মিলনং বক্তুং প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন কুলপরম্পরাবরাবার্য্যঃ কুলপরম্পরাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ, অবার্য্যঃ কৈরপি অবারিতঃ অপরাস্তশ্চ পরিবার্য্য অর্থাৎ সঙ্গীকৃত্য। কাকপক্ষকেশৌ মস্তকপার্শ্বদ্বয়ে কেশরচনাবিশিষ্টৌ। প্রাট্ জিজ্ঞাসকো ভূত্বা। বিরুদং গুণোৎকর্ষবর্ণনং। অম্ভশ্চিত্বং। সাগরাণাং সগরপুত্রাণাং বারিনিধি

কখন নিমেষ আবির্ভূত এবং কখনও বা নিমেষ তিরোহিত হইতেছিল। এইরূপ চক্ষু চালনা করিয়া তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদেহ সমগ্রকান্তি দ্বারা সবিশেষ ভাবে আলিঙ্গিত হওয়ায় তাহা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥

এই প্রকারে সমস্ত সজ্জনগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর বংশপরম্পরাক্রমে মাননীয় কোন একজন স্তুতিপাঠকাচার্য্য কতিপয় আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধুরবেশ এবং কাকপক্ষকেশ * কোন দুইটী বালককে সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক সেই সভাতে জিজ্ঞাসু হইয়া ঐ বালকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদরূপ বিরুদ অর্থাৎ গদ্যপদ্যময়ী স্তুতিবাক্য (গুণোৎকর্ষবর্ণন) পাঠ করাইলেন। তাঁহারা দুই জনে, চাতকদিগের মধ্যে মেঘের ন্যায়, সাগরের অর্থাৎ সগরপুত্রগণের পক্ষে সমুদ্রের ন্যায়, ধনচিন্তাপরিব্যাপ্ত মানবগণের চিন্তামণিরত্নের

* পঞ্চবর্ষীয় বালকদিগের চূড়াকর্ম্ম শেষ হইলে তাহাদের মস্তকে ২। ৩টী স্থানে কেশ রাখিয়া অবশিষ্ট স্থান মুণ্ডিত করিয়া দিতে হয়। ঐ কেশগুলি বাঁধিয়া তাহাতে শব্দায়মান ঘুণ্টী যোগ করা প্রাচীন প্রথা। এইরূপ কেশকে কাকপক্ষ কহে। "বালানাস্তু শিখা প্রোক্তা কাকপক্ষঃ শিখণ্ডকঃ। ইতি হলায়ুধঃ।" রঘুবংশে ৩। ২৮ শ্লোকে রঘুর সঙ্গী বালকগণের এই বেশ কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"স বৃত্তচূলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ"।

র্ম্মণ্ডলানাং ব্যোমমণ্ডলমিব, তেষামাশ্রয়ং তমেকং শ্রীব্রজরাজ-কুমারমালোকয়ামাসতুঃ। ততশ্চ তৌ সপরিবারমেব তং পারাবাররহিত-শোভাবার-বারাংনিধিং নিধ্যায় ক্ষণকতিপয়মনুধ্যায়চ স্বজনস্তম্ভিতপতনারম্ভৌ মূর্চ্ছাপ্রায়মৃচ্ছতঃ স্ম। তদুপরিষ্টাদেব কথঞ্চিদ্বিশিষ্টতামাবিষ্টৌ সগদ্গদং জগদতুঃ। জয়াশেষচিন্তা-রত্ননীলরত্নাকর ব্রজধরণীধর, জয় ধরণীভারাবতারাবতীর্ণ ধরণীধর-শেষপর্য্যন্তাশেষসুখসমাজ ব্রজযুবরাজ, জয় নিজবংশাগ্রব্রজ কীর্ত্তিধ্বজ-সমান শুভ্রধাম শ্রীবলরাম জয় জয়েতি।

সমুদ্রমিব। জ্যোতির্মণ্ডলানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং। পারাবারঃ অর্থাদিয়ত্তা তয়া রহিতঃ শোভাবারঃ শোভাসমূহস্তস্য বারাংনিধিঃ সমুদ্রঃ। তং নিধ্যায় দৃষ্ট্বা স্বজনস্তম্ভিতপতনারম্ভৌ স্বজনেন আত্মীয়েন স্তম্ভিতঃ পতনারম্ভো যয়োস্তৌ। ঋচ্ছতঃ স্ম প্রাপতুঃ। বিশিষ্টতাং বাহ্যজ্ঞানসম্বন্ধং ॥৮৫

তুল্য, গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের আশ্রয়মধ্যে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাদিগের আশ্রয় স্বরূপ, সেই এক অপূর্ব্ব ব্রজরাজকুমারকে দর্শন করিল। অনন্তর ঐ সুতবালক দুইটী ইয়ত্তারহিত শোভারাশির সমুদ্রতুল্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্বজনবর্গ-সহিত দর্শন করিয়া কিয়ংক্ষণ চিন্তা করত নিস্পন্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পতিত হইবার উপক্রম হইলে কোন কোন আত্মীয় লোকে তাঁহাদিগকে স্থির করিয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি এই কারণে তাহারা উভয়েই যেন প্রায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। তাহার পরেই কোন প্রকারে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কুমারদ্বয় সগদ্গদবাক্যে কহিল। হে অশেষ-চিন্তারত্ন-নীলরত্নাকর! অর্থাৎ আপনি সমস্ত চিন্তারত্নের মধ্যে নীলরত্নের আকরস্বরূপ, আপনার জয় হউক, হে ব্রজধরণীধর! অর্থাৎ আপনি ব্রজভূমির পোষণকর্ত্তা, আপনার জয় হউক, হে ধরণীভারাবতারাবতীর্ণ! অর্থাৎ আপনি পৃথিবীর ভার হরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে ধরণীধর! আপনি শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব পর্য্যন্ত অশেষ দেবগণের সুখসমূহ স্বরূপ, হে ব্রজযুবরাজ! আপনার জয় হউক, হে নিজবংশাগ্রব্রজ কীর্ত্তিধ্বজ-সমান! অর্থাৎ আপনি নিজবংশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের কীর্ত্তিরূপ ধ্বজতুল্য, সুতরাং হে শুভ্রকান্তি শ্রীবলরাম! আপনার জয় হউক, জয় হউক।

পুনশ্চ কমললোচনং বিলোচয়ন্তাবূচতুঃ ॥ ৮৫ ॥

রোহিণ্যুদ্যদ্বিধুঃ পক্ষ ইব কৃষ্ণঃ স্বজন্মনঃ।
সোঽয়ং যশোদানন্দঃ সন্ যশোদানন্দ-নন্দনঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনশ্চ সাশ্চর্য্যং—

যশঃ প্রশংসন্তি বুধা মুধাগিরঃ,
সর্ব্বত্র শশ্বদ্বিশদং ভবেদিতি।
অহো যশোদা যদসূত সা যশ-
স্তৎকৃষ্ণরূপং পুরতো বিলোক্যতাং ॥ ৮৭ ॥

তৌ যথা শ্রীকৃষ্ণরূপং বিভাবয়ামাসতুস্তথা বর্ণয়তি রোহিণ্যুদ্যদ্বিধুরিত্যাদিপদ্যেন। স্বজন্মনঃ স্বজন্মসম্বন্ধী কৃষ্ণঃ পক্ষ ইব সোঽয়ং যশোদানন্দনঃ সন্ বর্ত্তমানঃ। রোহিণ্যাং রোহিণীনক্ষত্রে উদ্যংশ্চাসৌ বিধুস্তন্নামা চেতি। দৃষ্টান্তে রোহিণ্যামুদান্ বিধুর্যত্র। যশোদশ্চাসৌ আনন্দস্বরূপঃ পক্ষে যশোদায়া আনন্দো যতঃ। পক্ষঃ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনস্তং যথা তুষ্টুবতুস্তদ্বর্ণয়তি যশ ইতিপদ্যেন। বিশদং নির্ম্মলং ব্যাপকং বা ॥ ৮৭ ॥

পুনর্ব্বার তাহারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

যে রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্র উদয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাদৃশ স্বজন্মকালসম্বন্ধীয় কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় সেই শ্রীকৃষ্ণ যশঃপ্রদ ও আনন্দস্বরূপ হইয়া যশোদা ও নন্দের নন্দন হইয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

পুনর্ব্বার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, পণ্ডিতেরা যে যশকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, এই সকল বাক্য মিথ্যা। কারণ, তাহা সকল স্থানে বারম্বার নির্ম্মল হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই সকলের যশকে কবিগণ নির্ম্মলরূপেই বর্ণন করিয়া থাকেন। আহা! সেই যশোদা যে একটী কৃষ্ণরূপী যশ প্রসব করিয়াছেন, তাহা সম্মুখেই বিদ্যমান, আপনারা অবলোকন করুন। তাৎপর্য্য এই যে—কবির বর্ণনায় সকলেরই যশ শুভ্রবর্ণ এবং তাহা অনেক, কিন্তু কৃষ্ণরূপী বা কৃষ্ণবর্ণ যে যশ, তাহা এক এবং কেবল যশোদাই তাহার জননী অথচ তাহা কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৮৭ ॥

ততশ্চ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ সুপ্রলাপং ললাপ ।

সর্ব্বসূতচূড়ারত্ন রত্নচূড় কাবেতৌ সুকুমারৌ কুমারৌ ॥৮৮॥

রত্নচূড় উবাচ । সর্ব্বসম্পদ্বিরাজমান শ্রীমদ্ব্রজরাজ মম ভাগিনেয়ৌ ॥

ব্রজরাজ উবাচ । কতমায়া ভগিন্যা ভাগধেয়রূপাবেতৌ ॥

রত্নচূড় উবাচ । অসপত্নরত্নগর্ভাপতে রত্নবত্যাঃ, সা চৈষা ভবদপূর্ব্বপূর্ব্বপুরুষপুণ্যদর্শনায় কৃতপরামর্শা সমাগতাস্তি, নমস্করোতি চেয়ং ॥

ব্রজরাজ উবাচ । ভগিনি ভাগধেয়েন বর্দ্ধস্ব ॥

তদেবং ব্রজরাজো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ নিরীক্ষ্য সবিস্ময়ং রত্নচূড়ং যদাহ তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । সুপ্রলাপং সুবচনং । হে রত্নচূড়নামন্ ॥ ৮৮ ।

ততস্তয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি রত্নচূড় উবাচেত্যাদিগদ্যেন ।

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজ সুমধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, হে রত্নচূড় ! তুমি সমস্ত সূতবংশীয়দিগের মস্তকের রত্নস্বরূপ । এই সুকুমার বালক দুইটী কে ? ॥৮৮॥

রত্নচূড় কহিল, হে সর্ব্বসম্পত্তিবিরাজিত শ্রীমন্ ব্রজরাজ ! এই দুইটী আমার ভাগিনেয় ।

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইটী তোমার কোন্ ভগিনীর ভাগ্যধর ?

রত্নচূড় কহিল, হে শত্রুরহিত রত্নগর্ভা ভূমির অধীশ্বর ! এই দুইটী বালক রত্নবতীর । সেই এই রত্নবতী আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব পুণ্যস্বরূপ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আগমন করিয়াছে অর্থাৎ আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের আশ্চর্য্য পুণ্যফলেই রামকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে। এই ভগিনীটী আপনাকে নমস্কারও করিতেছে ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, ভগিনি ! * তোমার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হউক ।

---

* রত্নচূড় নামক সূতাচার্য্যকে নন্দ মহারাজ প্রথমে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, এই কারণে এখানে তাঁহার ভগিনী রত্নবতীকেও নিজে ভগিনীশব্দে সম্বোধন করিলেন ।

রত্নচূড় উবাচ। দেব মম ভগিনীপতিরপ্যয়ং সুমতিনামা ॥

ব্রজরাজঃ সস্মিতমুবাচ। বাল্যে দৃষ্টোঽয়ং নাতীব নিষ্টঙ্কিতুং শক্যতে। তঞ্চ সৎকৃত্যোবাচ। মান্য স্বয়মগ্রতঃ সমগ্রমেহীতি, পৃষ্টবাংশ্চ, সম্প্রতি ভবতাং কুত্র ভবনং ॥

সুগতিরুবাচ। রাজবীর নীরধিতীর এব ॥

উপনন্দ উবাচ। তর্হি দূরাদভ্যাগতোঽয়মভ্যাগতঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ বদনসুধাকরাংশুস্নপিতদৃগন্তঃ * স্মিতমধুরাধরাবৃত কুন্দকোরকদন্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সতৃষ্ণমিব পৃষ্টবান্। কিংনামানাবেতৌ ॥

রত্নচূড় উবাচ। প্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়নখকোটে! মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠনামানৌ ॥

অভ্যাগতোঽতিথিঃ ॥ ৮৯ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ সপ্রেম নিরীক্ষ্য রত্নচূড়ং যথা জিজ্ঞাসিতবান্, যথা :

রত্নচূড় কহিল,হে দেব! এই দেখুন ইনি আমার ভগিনীপতি, ইহাঁর নাম সুমতি।

ব্রজরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বাল্যকালে ইহাঁকে দেখিয়াছিলাম, এখন ভাল করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রজরাজ সেই সুমতিকে প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মান্য! আমার সম্মুখ প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আগমন করুন, জিজ্ঞাসা করি যে, সম্প্রতি আপনাদের গৃহ কোথায়?

সুমতি কহিলেন। হে রাজবীর! এখন সমুদ্রতীরেই আমাদের বাস।

উপনন্দ কহিলেন। তবে দূরদেশ হইতে আগত, সুতরাং ইনি অভ্যাগত অর্থাৎ অতিথি ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্রের কিরণমালায় নেত্রপ্রান্তকে উজ্জ্বল করিয়া এবং ঈষৎ হাস্যপূর্ণ মধুর অধর দ্বারা কুন্দপুষ্পের কলিকাসদৃশ দন্তপঙ্‌ক্তি আবৃত করিয়া যেন সতৃষ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই জনের নাম কি?

রত্নচূড় বলিল। হে কৃষ্ণ! আপনার চরণের নখাগ্র কোটিকোটি প্রাণদ্বারা

---

* দিগন্ত ইত্যপি পাঠঃ মাওপুস্তকে।

কৃষ্ণ উবাচ। সমাননামানৌ দৃশ্যেতে॥

রত্নচূড় উবাচ। সহজাবেতৌ সহজাবেব॥

উপনন্দ উবাচ! রত্নচূড় কিং খলু ভবদ্বিদ্যামনবদ্যামধীতবন্তাবেতৌ॥

রত্নচূড় উবাচ। অথ কিং। আকস্মিকতয়া বিস্মায়কৌ গুণবিশেষাবপ্যনয়োঃ স্তঃ॥

উপনন্দ উবাচ। কৌ তৌ॥

রত্নচূড় উবাচ। সর্ব্বজ্ঞতা তদবিতা কবিতা চেতি। ততশ্চ সর্ব্বে সাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি স্ম॥

রত্নচূড়েন সহ সর্ব্বেষাং কথোপকথনমভূত্তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিমহাগদ্যেন। সহজাবেব তুল্যাবেব। যদ্বা সহোদরাবেব। অথ কিং। অথ কিং স্যাদনুমতৌ, অঙ্গীকারেঽপি চাথ কিং, ইত্যপি কোষঃ। তদবিতা তয়া রক্ষিতা কবিতা চ॥ ৯০॥

নির্ম্মঞ্ছনীয় বা বরণীয়, অর্থাৎ আপনার নখাগ্রভাগও আমাদিগের কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। এই দুই জনের নাম মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। এই দুই জনের নাম যে সমান দেখিতেছি।

রত্নচূড় কহিল। ইহারা উভয়েই সহোদর এবং যমজ।

উপনন্দ কহিলেন। রত্নচূড়! এই দুই জনে কি তোমার প্রশংসনীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে?

রত্নচূড় কহিল। হাঁ আমারই নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে। এই দুই জনের আকস্মিক বিস্ময়জনক গুণবিশেষও বিদ্যমান আছে।

উপনন্দ কহিলেন। কোন্ দুইটী গুণ?

রত্নচূড় কহিল। সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বজ্ঞতাদ্বারা রক্ষিত কবিতা।

তদনন্তর সকলে আশ্চর্য্যভাবে দেখিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজ উবাচ। মান্য সুমতে কুত এতৎপ্রভাবভাবিতাবেতৌ ॥

সুমতিরুবাচ। বিশ্বপাবন স্বচ্ছকীর্ত্তে পৃচ্ছ্যেতামেতাবেব ॥ ৯০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ। আয়ুষ্মন্তৌ! যুষ্মদ্বৃত্তেনাস্মাকং চিত্তং বিস্ময়মেবাবিবেশ তস্মাদপনীয়তাময়ং। তৌ চ সাঞ্জলিবচসা ব্যানঞ্জতুঃ। শ্রীগোলোকলোকদেব শ্রীগুরুপ্রসাদ এব সর্ব্বত্র দুর্ব্বারকারণমিতি তত্রভবন্ত এবানুভবন্তি ॥

ব্রজরাজ উবাচ। কে খল্বীদৃশমহামহিমানস্তে। অথ তৌ পুনর্ঘটিতকরপুটাবূচতুঃ। সুগৃহীতনামধেয়া মদ্বিধভাগধেয়রূপাঃ সর্ব্বসুখবর্ষিশ্রীদেবর্ষিচরণাঃ ॥

ততো ব্রজরাজেন সহ তয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। অপনীয়তাং বিস্ময়ো নশ্যতাং। স সুগৃহীতনামা স্যাৎ যঃ প্রাতরনুচিন্ত্যতে, ইতি শাস্ত্রাৎ।

ব্রজরাজ কহিলেন। হে মান্য সুমতে! কোথা হইতে এই দুই জন এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইল।

সুমতি কহিলেন। হে বিশ্বপাবন! হে নির্ম্মলকীর্ত্তে! এই দুই জনকেই তাহা জিজ্ঞাসা করুন ॥ ৯০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন। হে চিরজীবিদ্বয়! তোমাদিগের চরিত্রদ্বারা আমাদিগের চিত্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, অতএব এই বিস্ময় অপনয়ন কর।

অতঃপর সেই কুমারদ্বয় অঞ্জলিবন্ধনসহকারে বাক্যদ্বারা নিবেদন করিল, হে গোলোকলোকদেব! অর্থাৎ আপনি গোলোকস্থ লোকসকলের রাজা, (আমাদের বিদ্যাবিষয়ে) শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহই সর্ব্বত্র অনিবার্য্য কারণ জানিবেন, আপনারা পূজ্য ব্যক্তি, সুতরাং আপনারাই ইহা অনুভব করিতে পারেন।

ব্রজরাজ কহিলেন। যাঁহারা এইরূপ মহামহিমান্বিত, তাঁহারা কে?

অনন্তর কুমারদ্বয় পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। সুগৃহীতনামধেয়

অথ সর্ব্বৈঃপৃপ্যচুঃ। তর্হি নাশ্চর্য্যমিদং।

পুনশ্চ তাবূচতুঃ। সম্প্রতি চ যদুপদেশাদ্বৃন্দাবনদেশমাগতা বয়ং, নূনং যৎপ্রসাদাদেব দেববর্গদুর্গম-সমধিগমস্য ভবাভিভব-ভাবন-ভাবনস্য তদেতদ্ভবদীয়বৈভবপ্রদেশস্য প্রবেশে সদেশ-রূপতাং যাতাঃ স্ম।

পুনঃ সর্ব্বে সাশ্চর্য্যমিদং পশ্যন্তি স্ম॥ ৯১॥

ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চিন্তিতবান্। আং আং, চিরান্মমাপ্যনয়ো-রাগমনং স্ফুরণময়মাসীদিতি॥ ৯২॥

ভবাভিভবেত্যাদি। ভবাভিভবং ভাবয়তি জনয়তি তাদৃশী ভাবনা যস্য তস্য সদেশরূপতাং সমঞ্জসতাং॥ ৯১॥

তয়োশ্চ তাদৃশং বাক্যং শ্রুত্বা বিস্ময়াপন্নস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্তনপ্রকারং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-গদ্যেন॥ ৯২॥

অর্থাৎ প্রাতঃস্মরণীয় এবং মদ্বিধ জনের ভাগ্যস্বরূপ সর্ব্বসুখবর্ষী শ্রীদেবর্ষিচরণ অর্থাৎ মহামান্য শ্রীনারদ।

অনন্তর সকলে কহিলেন। তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

পুনর্ব্বার কুমারদ্বয় বলিল। সম্প্রতি যাঁহার উপদেশে আমরা বৃন্দাবনপ্রদেশে আগমন করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই যাঁহার অনুগ্রহবশতঃ দেবগণের দুর্গম জ্ঞানস্বরূপ তথা যাঁহার চিন্তা করিলে ভবতাপ অপনীত হয়, আপনার সেই এই গোলোক-নামক বৈভবপূর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নৈকট্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুনর্ব্বার সকলে আশ্চর্য্যরূপে ইহা দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৯১॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হাঁ আমার স্মরণ হইল, বহুকালের পর এই দুই জনের আগমন দেখিয়া ইঁহাদিগকে মনে হইল॥ ৯২॥

অথ শ্রীকৃষ্ণানুমতানুগততয়া শ্রীরামস্তু সমীপমাগম্য ব্রজ-রাজমুবাচ। বৃহত্তাত! তয়োরনয়োঃ কৌতুকং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতাঃ স্মঃ।

তদনুমোদ্য পুনর্ব্রজরাজ উবাচ। রামাদ্য দিনমারূঢ়ং, প্রাঘুর্ণাশ্চ ত এতে ঘুণাক্ষরন্যায়েনোপলব্ধাঃ, তদেষামাতিথেয়-বস্তুভিরবিতথমাতিথ্যমেবাদ্য বিধীয়তাং। পার্শ্ববর্ত্তিনশ্চাদিষ্টবান্ দীয়তামেভ্যো বর্ষং যাবদ্ভোগ্যা বরীয়সী সমগ্রা সামগ্রী, সাচ যথৈবাস্মাকং তথৈব। প্রাতরারভ্যতু সভ্যাঃ সমাহূয়ন্তাং কৌতুকাবলোকনায়॥ ৯৩॥

ততঃ শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা যদাচচার তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রাঘুর্ণা অতিথয়ঃ। ঘুণাক্ষরন্যায়েন দৈবেনেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সমগ্রা নিকটে। সাচ সামগ্রী॥ ৯৩॥

অনন্তর শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে নিকটে আগমন করিয়া ব্রজরাজকে কহিলেন, হে জ্যেষ্ঠতাত! এই দুইটী কুমারের কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

বলরামের বাক্য অনুমোদন করিয়া পুনর্ব্বার ব্রজরাজ কহিলেন। রাম! অদ্য দিন আরূঢ় অর্থাৎ অধিক বেলা হইয়াছে এবং এই সকল অতিথিদিগকে আমরা ঘুণাক্ষর ন্যায়ে অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছি। অতএব অতিথি সৎকারের উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা অদ্য ইহাদের যথাযথ আতিথ্য কার্য্যের ব্যবস্থা কর। তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তি ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, ইহাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে বর্ষভোগ্য সমগ্র সামগ্রী দান কর, আমাদিগের যেরূপ প্রচুর সামগ্রী আছে, ইহাদিগেরও যেন সেইরূপ সামগ্রী থাকে, অর্থাৎ গৃহস্বামী ও অতিথির খাদ্যবিষয়ে যেন প্রভেদ না হয়। এবং প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত সভাগণকে আহ্বান কর॥ ৯৩॥

অথ পুরস্কৃতোপনন্দেষু ব্রজজনবৃন্দেষু তত্র জ্ঞাপিতনিজানন্দেষু তথা তেষু সূতেষু চ কৃতসর্ব্বক্লেশবর্জনেষু ভোজ্যভোগ্যযোগ্যবস্তুভিঃ প্রস্তুতবিসর্জনেষু মধ্যাহ্নঃ সোঽয়মহ্নায় ব্যতীত ইতি রাজ্ঞে বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাতসকলতত্ত্বঃ শ্রীমান্ মহাসত্ত্বঃ শ্রীপতিরপি শ্রীরামাদিসহিতগতিস্তত্তন্নমনাদিক্রমান্নিষ্ক্রম্য প্রস্থিতবান্ ॥ ৯৪ ॥

তত্র চ—

বুদ্ধিরেব সুহৃদামনুমেনে, তং গবানুগতয়ে ন মনস্তু ।
সাহি মন্ত্রসচিবং সুবিচারং, পাতি তত্তু রহিতার্গলকামং ॥৯৫

তত্র তয়োর্যা লীলা জাতা তাং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন । পুরস্কৃতোপনন্দেষু পুরস্কৃতঃ সম্মানিত উপনন্দো যেষু তেষু । অহ্নায় শীঘ্রং । মহাসত্ত্বঃ মহৎ সত্ত্বং যস্য সঃ । তত্তন্নমনাদিক্রমাৎ তত্তস্য পিত্রাদেঃ ॥ ৯৪ ॥

নন্নু তদা সুহৃদাং বুদ্ধির্গৃহগমনে বনগমনে বা কং নির্ণয়ং চকার ইত্যপেক্ষায়াং তং নির্ণয়ং বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদিপদ্যেন । গবানুগতয়ে প্রস্থিতবন্তং শ্রীকৃষ্ণমনুমেনে নতু গৃহানুগতয়ে মনোঽনুমেনে তত্র হেতুঃ সাহীত্যাদি । তত্ত্বিত্যাদি । তন্মনঃ রহিতমর্গলং প্রতিবন্ধো যত্র এবম্ভূতঃ কামো বাসনা যস্য তৎ । মনসোঽবিচারেণ সর্ব্বস্পর্শিত্বাৎ ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর সমুদায় ব্রজবাসিগণ উপনন্দকে অগ্রে করিয়া নিজ নিজ আনন্দ প্রকাশ করিলে, তথা সেই সকল সূতগণ ক্লেশ বিসর্জ্জন করিলে, অবশেষে উপযুক্ত ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্তু দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল, এই সকল কার্য্যেই মধ্যাহ্নকাল শীঘ্র অতীত হইল. ইহা নন্দরাজকে নিবেদন করিয়া সকলতত্ত্বদর্শী মহাসত্ত্বসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণও বলরামাদির সহিত গমন করিয়া সেই সেই ব্যক্তিদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৪ ॥

তথায় সুহৃদ্গণের বুদ্ধি এইরূপ বিচার করিতে লাগিল যে. শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের অনুগমন করিতেই প্রস্থান করিয়াছেন. কিন্তু গৃহে গমন করিতে তাঁহার মন হয় নাই । কারণ সেই সুহৃদ্গণের বুদ্ধি কেবল মন্ত্রণাযুক্ত সুবিচারকেই রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু মনোবাসনার প্রতিবন্ধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৯৫ ॥

অথো বনং প্রতিচলিতঃ সহাগ্রজঃ
সমিত্রকঃ পৃথুমুরলীমনাদয়ৎ।
যতঃ শ্রুতাদ্বত পুরতস্তু তস্থুষাং
সুপূর্ণতাভবদতিশূন্যতান্যতঃ* ॥ ৯৬ ॥
তদা গুরুব্যবহিতিমাগতা মুদা
পরস্পরং পশুপসুতাঃ করৈর্যুতাঃ।
সভাগতং জহসুরধীত্য কস্যচি-
দ্বচস্তদা স্খলিতমনূদ্য চাপরে ॥ ৯৭ ॥

অধুনা বনগমনং বর্ণয়তি অথো ইত্যাদি পদ্যেন। যতঃ শ্রুতাৎ যস্য মুরলীরবস্য শ্রবণেন পুরতঃ সম্মুখে তস্থুষাং স্থিতবতাং বৃক্ষাদীনাং সুপূর্ণতা শাখাপল্লবাদিযুক্তশোভাস্পদত্বং অভবৎ। অন্যতঃ পশ্চাত্তস্থুষাস্তু মুরলীরবমশৃণ্বতামিত্যর্থঃ শূন্যতা শোভারাহিত্যমেবাভবৎ ॥ ৯৬ ॥

পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণসবয়সাং বৃত্তং বর্ণয়তি তদা গুরুব্যবহিতিমিতিপদ্যেন। সভাগতং কঞ্চিজ্জনং অধীত্য স্মৃত্বা অপরে জহসুরিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বনে প্রস্থান করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন। যে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তি বৃক্ষগণেরও সম্যক সুপূর্ণতা অর্থাৎ শাখাপল্লবাদিযুক্ত শোভা প্রকাশ পাইল, কিন্তু যাহারা পশ্চাতে অর্থাৎ অতিদূরে থাকিয়া ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিল না, তাহাদিগের অত্যন্ত শূন্যতা বা শোভাহীনতাই প্রকাশ পাইল ॥ ৯৬ ॥

তৎকালে গোপবালকগণ পরস্পর করধারণপূর্ব্বক গুরুজনকে ব্যবধান করিয়া অর্থাৎ গুরুজনের অসাক্ষাতে সভাগত কোন ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল এবং অন্যান্য লোকসকলও তাহার স্খলিতবাক্য অনুবাদ করিয়া হাসিয়া উঠিল ॥ ৯৭ ॥

* সুপূর্ণতাভবদাতশূন্যতান্যতঃ। ইতি মাওপুস্তকপাঠস্তু ছন্দোভঙ্গদোষদূষিতঃ

হাসে চোপরতাভাসে রাম উবাচ। ভঙ্গুর মধুমঙ্গল মাতৃভিরস্মাসু বিনীয়মানেষু ভবান্ কিমবিস্পষ্টমাচষ্ট "ব্রজেশ্বরি কথয়িষ্যাম্যহং রহঃ" ইতি। কিন্তু তাভিরাবেশবশান্নাবকলিতং ॥৯৮

মধুমঙ্গল উচ্চৈর্বিহস্য নিমীল্য চ মৌনমাললম্বে ক্ষণাদুবাচ চ, হন্ত শন্তমমপি তদ্বিস্মৃতমিব ॥

রাম উবাচ। প্রিয়সখ শপথং প্রথয়ামি তথ্যং কথ্যতাং কিন্তৎ ॥

মধুমঙ্গল উবাচ। যজ্ঞোপবীতায় শপে নান্যথা প্রথয়ামি ॥৯৯

মধুমঙ্গলেন সহ শ্রীরামস্য পরিহাসাদিকং বর্ণয়তি হাসে ইত্যাদিগদ্যেন। ভঙ্গুরঃ কুটিলঃ ॥ ৯৮ ॥

তস্তয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি মধুকণ্ঠ উচ্চৈরিত্যাদিগদ্যেন ॥ ৯৯ ॥

হাস্যরস কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া আসিলে বলরাম মধুমঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন। হে কুটিল মধুমঙ্গল! মাতৃগণ যখন আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন তুমি অস্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলে যে "হে ব্রজেশ্বরি! আমি আপনাকে নির্জ্জনে একটী কথা বলিব" কিন্তু তাঁহারা গৃহকার্য্যে আবিষ্টচিত্ত থাকায় তাহা শুনিতে পান নাই ॥ ৯৮ ॥

মধুমঙ্গল উচ্চহাস্যপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন এবং ক্ষণকাল পরে কহিলেন। হায়! যদিচ সেই কথা অত্যন্ত সুখের আস্পদ বটে, তথাপি বোধ হইতেছে যেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

বলরাম। হে প্রিয়সুহৃৎ! আমি তোমাকে শপথ দিতেছি, যথার্থ বল, তাহা কি?

মধুমঙ্গল। আমি যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, কখনই তাহা অন্যথা কহিব না ॥ ৯৯ ॥

যতঃ—

দান্তেন দমিতঃ সোঽহং শমিতঃ শান্তচেতসা।
জ্ঞপ্তেন জ্ঞপিতঃ পূর্ণেনাচার্য্যেণাস্মি পূরিতঃ ॥
তেন চ্ছন্নেন চাভূবং ছাদিতানৃতবাক্ পুনঃ।
কথং বা স্পাশিতান্ কুর্য্যাং গুণাংস্তান্ স্পষ্টমিষ্টদান্ ॥

কিন্তু যুবয়োর্বধূনাঞ্চাজ্ঞামাজ্ঞায় পরং বিজ্ঞাপনীয়ং তাস্থ, তন্ন চেন্ন ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ উবাচ। উন্মত্ত প্রথমমাবয়োরাবেদয় ॥

মধুমঙ্গল উবাচ। যদি ন খিদ্যাথে ॥

ততোঽভিনয়েন যদাহ তৎ পদ্যদ্বয়েন বর্ণয়তি দান্তেনেত্যাদিনা। শন্তমং সুখতমমপি। দান্তেন তপঃক্লেশসহনেন। জ্ঞপ্তেন বিজ্ঞাপিতেন লব্ধবিদ্যঃ। পূরিতঃ কৃতপূরণঃ। তেন দান্তাদিনা ছাদিতানৃতবাক্ আচ্ছাদিতা মিথ্যা বাক্ যেন সোঽভবং স্পাশিতান অবাধিতান্। স্পশ বাধনগ্রন্থয়োর্ধাতুঃ। ইষ্টদান্ অভীষ্টপূরকান্। তন্ন আজ্ঞাপনং চেন্ন বিজ্ঞাপনীয়ং ॥ ১০০ ॥

কারণ। যিনি দান্ত অর্থাৎ তপস্যার ক্লেশসহিষ্ণু তিনি আমাকে দমন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় করিয়াছেন, যিনি শান্তহৃদয় তিনি আমাকে শমগুণাবলম্বী করিয়াছেন, যিনি লব্ধবিদ্য তিনি আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছেন এবং যিনি পরিপূর্ণ আচার্য্য তিনিই আমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। অপিচ তিনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আমার মিথ্যা বাক্য আচ্ছাদিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত অস্পষ্ট ও অভীষ্টপূরক গুণ আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিব? কিন্তু তোমাদের দুই জনের এবং বধূগণের আজ্ঞা জানিতে পারিলে নিবেদন করিব। পরন্তু বধূগণের যদি আজ্ঞা না হয় তবে জানাইব না ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে উন্মত্ত! অগ্রে আমাদের দুই জনের নিকটেই বল।

মধুমঙ্গল। যদি তোমরা খেদ না কর।

উভাবূচতুঃ। নহি নহি॥

মধুমঙ্গল উবাচ। এবমুচ্চৈঃকারমপি বিবক্ষামি, তয়োরনয়োর্যথাস্বং প্রেয়সীভিঃ সহ সা সা শ্রেয়সী বিদ্যা নাদ্যাপি বিচ্ছিদ্যমানা বিদ্যতে, যন্মুহুরারভ্যত এব বনান্তরে কেলিকলহপ্রলাপকলাপ ইতি॥

ততশ্চ কৃষ্ণঃ সব্যেন পাণিনা তদপসব্যং বাহুং গৃহীত্বা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং তদধরপুটং মৃদু নিষ্পীড্য স্ময়মান উবাচ। সুষ্ঠু ঘৃষ্টপট্টডোরকেণ তদিদং সীব্যতে চেন্মুনিতামাপদ্যতে বিপ্রকীর্ণবুদ্ধিরয়ং মন্মিত্রবিপ্রঃ। মধুমঙ্গলস্তু তদ্বন্মুদ্রিতমুখ

মধ্বিতি। উচ্চৈঃকারমিত্যত্র ক্বচিদপৌনঃপুন্যেঽপি ণমম্ ইতি নিয়মাৎ অপৌনঃপুন্যে ণমম্। তত্র শ্রীকৃষ্ণোঽপি তেন সহ যং পরিহাসং কৃতবান্ তং বর্ণয়তি কৃষ্ণ উবাচেত্যাদিনা গদ্যেন। অনয়োর্যুবয়োঃ। তদপসব্যং তস্য দক্ষিণবাহুং। তদিদং অধরপুটং তন্তুনা রুদ্ধং স্যাচ্চেত্তদা। মুনিতাং মৌনং। বিপ্রকীর্ণবুদ্ধিরনিষ্টকারিমতিঃ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। না না।

মধুমঙ্গল। আমি কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই দুইজনের প্রেয়সীগণের সহিত সেই সেই যথাযোগ্য শ্রেয়স্করী বিদ্যা অদ্যাপি অবিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান আছে। যে হেতু বারম্বার বনমধ্যেই প্রণয়কলহের প্রলাপসকল আরম্ভ করা হইতেছে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বামহস্ত দ্বারা মধুমঙ্গলের দক্ষিণবাহু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা তদীয় অধরপুট মৃদুভাবে নিষ্পীড়ন করত ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন। উত্তম মার্জ্জিত পট্টরজ্জু (রেশমী সূত্র) দ্বারা এই অধরখানী সাবন (সেলাই) করিয়া দিই, তাহা হইলে বিপ্রকীর্ণবুদ্ধি অর্থাৎ অনিষ্টকারিণী বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ আমার এই মিত্রব্রাহ্মণটী মৌনভাব অবলম্বন করিবে। মধুমঙ্গল কিন্তু সেইরূপ মুদ্রিতমুখেই রহিলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে নিষ্ঠীবন (থুথু) বাহির হইতে

এবাম্বৃকৃত-নিরস্ত-গ্রস্তবচনতয়া ব্যক্তবান্, তথাচেদন্তর্লোভনমন্যত্র তু দুর্ল্লভং নিজগৃহান্মৎস্যণ্ডীখণ্ডচয়মাদায়াখণ্ডকালমেব মন্মুখং পূরয়থঃ। ততঃ কথং বা কিমর্থং বা বাণীব্যয়ং করবাণি, তদেতদপি সেবনমেব ভণ্যতে ॥

রামঃ সস্মিতমুবাচ। উৎকোচশ্চামিষমেব ভণ্যতে, তদপি ব্রাহ্মণাঃ কাময়েরন্। তদেবং সখিসভাসৎসু হসৎসু স্বয়ং সতু নর্ম্মপটুর্বটুঃ সতৃষ্ণং কৃষ্ণং ক্ষণমালিঙ্গ্য প্রেঙ্খোলয়ন্ প্রকটং জাহসীতি স্ম ॥ ১০১ ॥

অম্বৃকৃতনিরস্তেতি। অম্বৃকৃতং সনিষ্ঠেবমিতি, নিরস্তং ত্বরিতোদিতমিতি, লুপ্তবর্ণপদং গ্রস্তমিতি চামরঃ। অন্তর্লোভনং মন্মুখাচ্ছাদনায় অভীষ্টং। মৎস্যণ্ডীখণ্ডচয়ং মিছ্রীতি প্রসিদ্ধং। অখণ্ডকালং চিরকালং। সেবনমেব মৎস্যণ্ডীখণ্ডসমূহৈঃ। ষিবু তন্তুসন্ততৌ ইত্যস্মাৎ ধাতোরনটি কৃতে সীবনং সেবনমিতি দ্বিবিধমেব রূপং সিধ্যতি। ষ্ঠীবনসীবনে বা, পক্ষে ষ্ঠেবনং সেবনং। ইতি সূত্রাৎ। উৎকোচঃ ঘুস ইতি খ্যাতঃ। আমিষং লোভসঞ্চয়ং। প্রেঙ্খোলয়ন্ আন্দোলিতং কুর্ব্বন্। জাহসীতি স্ম পুনঃ পুনর্জহাস ॥ ১০১ ॥

লাগিল, সুতরাং তিনি দ্রুত উচ্চারিত ও লুপ্তবর্ণ বচনে ব্যক্ত করিলেন। "তথা চেৎ" অর্থাৎ আমার মুখাচ্ছাদন করাই যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অন্যত্র দুর্ল্লভ এমন কোন বিষয়ে আমার মনের লোভ আছে, অর্থাৎ নিজ গৃহ হইতে মৎস্যণ্ডী (মিছ্রী) খণ্ড সকল আনয়ন করিয়া সর্ব্বকালের জন্য আমার মুখ পূর্ণ করিয়া দাও। তাহা হইলে কি প্রকারে বা কি নিমিত্তই বা বাক্যব্যয় করিব? এইরূপ করাকেই সীবন অর্থাৎ সেলাই করা বলে।

বলরাম ঈষৎ হাস্য প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, উৎকোচ অর্থাৎ ঘুস্‌কেই ত আমিষ বা লোভজনক বস্তু বলে, তাহাও কি ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া থাকেন?

এইরূপ কহিলে, সমস্ত সভাগণ হাসিতে লাগিলেন। তখন সেই পরিহাসপটু বটু মধুমঙ্গল সতৃষ্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে আন্দোলিত করতঃ উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার হাসিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

অথ সর্ব্বগুণশালী বনমালী বহুল-কুতূহল-কলিতচিত্ততয়া চলিতঃ সখিভির্বলিতঃ ফলিতশাখিশাখাশিখাললিতেনাধ্বনা ধেনূর্লব্ধা বেণুধ্বনিমুদ্ভাবয়ামাস ॥ ১০২ ॥

তাংশ্চ ধেনূপলক্ষণতয়া সর্ব্বাণি যদাকৃক্ষন্ত তদা সাশ্চর্য্যং নভস্থঃ কশ্চিদাহ স্ম।

সর্ব্বঃ প্রবাহঃ সর্ব্বত্র স্বানুকূল্যেন কর্ষকঃ।
বেণুধ্বনিপ্রবাহস্তু প্রাতিকূল্যেন কর্ষতি ॥ ১০৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুধ্বনিমাধুর্য্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। বলিতো মিলিতঃ। ললিতেন রম্যেণ ॥ ১০২ ॥

অধুনা মাধুর্য্যেণ বেণোঃ সর্ব্বাকর্ষকতাং বর্ণয়তি তাংশ্চেত্যাদিনা গদ্যেন। অকৃক্ষন্ত আকৃষ্টাঃ। পদ্যেন তদাশ্চর্য্যং বর্ণয়তি সর্ব্ব ইতি। প্রাতিকূল্যেন বিলোমেন ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর সর্ব্বগুণশালী বনমালী বহুতর কৌতুকে আক্রান্তচিত্ত এবং সুহৃদ্বর্গের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি যে পথ দিয়া চলিয়া গেলেন সেই পথ ফলবান বৃক্ষগণের শাখাসমূহদ্বারা মনোহর ছিল। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণকে লাভ করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন ॥ ১০২ ॥

তদনন্তর ধেনুকে উপলক্ষ্য করিয়া যখন সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় আশ্চর্য্যের সহিত আকাশস্থ কোন ব্যক্তি যেন কহিল। সকল প্রবাহ (স্রোত) সকল স্থানে আপনার অনুকূলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বেণুর পবাহ আপনার প্রাতিকূল্যে বা বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ নদ্যাদির প্রবাহ যে মুখে যায়, তৎসংলগ্ন বস্তুও সেই মুখেই যাইতে থাকে, কিন্তু বেণুধ্বনি কৃষ্ণমুখ হইতে বহির্গত হইয়া যেদিকে যাইতেছে, ধেনুপ্রভৃতি বস্তুসকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ইহাই এখানে প্রাতিকূল্য বুঝিতে হইবে ॥ ১০৩ ॥

অনন্তরঞ্চ।

গাবঃ স্বানৃষভান্ ভুজঙ্গমভুজঃ ষড়্জান্ পিকাঃ পঞ্চমা-
নন্যে চ প্রতিপদ্য তান্নিজনিজান্ সুষ্ঠু স্বরান্ বেণুতঃ।
আশ্চর্য্যেণ বিকর্ষণং মুহুরহো মোহং তথা ভেজিরে
সর্ব্বে চেদসকৃৎ ক সান্ত্বনবিধিং কুর্ব্বন্তু কে বা তদা ॥১০৪॥
স্বয়মপি মোহং ভেজে, যদি নিজবেণুধ্বনৌ কৃষ্ণঃ।
স্যাদুর্ব্বরিতঃ কো বা, জীবঃ সহি সর্ব্বজীবস্য ॥ ইতি ॥১০৫
কিন্তু হন্ত বেণুরবশ্রবণসুখবিস্তার এব তত্র নিস্তারায় বভূব।
যতঃ—মোহেঽপি স্বপ্নকলিতং নিশম্য মুরলীকলং।
পরস্পরং জাগ্রতস্তে পশ্যন্তি স্ম সবিস্ময়ং ॥ ১০৬ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং মোহনকার্য্যং বর্ণয়তি গাব ইত্যাদিপদ্যেন। ভুজঙ্গমভুজঃ ময়ূরাঃ। পিকাঃ কোকিলাঃ। ষড়্জং ময়ূরা ব্রুবতে গাবস্ত্বৃষভভাষিতং। অজা বিরৌতি গান্ধারানুষ্ট্রঃ ক্বণতি মধ্যমং। ধৈবতং ব্রুবতে বাজী নিষাদং বৃংহতে গজঃ ॥ ১০৪ ॥

তস্য কৈমুত্যেন সর্ব্বমোহকত্বং বর্ণয়তি স্বয়মপীত্যাদিপদ্যেন। উর্ব্বরিতঃ অর্থান্মোহিতঃ॥১০৫

তস্যাপি মোহনিস্তারকত্বমপি বর্ণয়তি কিন্তু হন্তেত্যাদিগদ্যেন। তত্র মোহে ॥

তৎ পদ্যেন বর্ণয়তি মোহেঽপীতি। জাগ্রতঃ জাগরণবিশিষ্টাঃ ॥ ১০৬ ॥

তাহার পর ধেনুগণ আপনাদিগের ঋষভ স্বর, সর্পভোজী ময়ূরসকল ষড়্জ স্বর, কোকিলকুল পঞ্চমস্বর এবং অন্যান্য সকলে নিজ নিজ মধুর স্বর বেণু হইতে জানিতে পারিয়া, আশ্চর্য্যভাবে আকর্ষণ ও মুহুর্মুহুঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অহো! সকলে যদি বারম্বার এইরূপ অবস্থাপন্ন হইল, তবে তখন কে বা কোথায় সান্ত্বনা করিবে॥ ১০৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি নিজের বেণুধ্বনিতে নিজেই মোহপ্রাপ্ত হয়েন, তখন কোন জীবই বা অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইবে, যে হেতু তিনিই সকল জীবের মোহনকারী॥ ১০৫ ॥

কিন্তু আহা! বেণুরব-শ্রবণজনিত সুখবিস্তারই সেই মোহবিষয়ে নিস্তারের

ততশ্চ স্বস্থীভূতেষু তেষু সমুত্থিতেষু গাঃ প্রতি প্রস্থিতেষু চ মধুর্ম্মধুরস্মিতমুবাচ। ব্রাহ্মণান্ প্রতি দুরনুধ্যানস্য ফলং সদ্য এব জাতং নিধ্যাতং। যদহো মম মূকত্বমনুধ্যাতং সর্ব্বমধ্য-মধ্যাসীনেনৈকেন সর্ব্বৈস্যেব তু মূকত্বং জাতং ॥ ১০৭ ॥

এবমেব তেন সহ হসন্তস্তে মাথুরদেশদেশরূপগোনিদেশ-বচনতয়া—॥ ১০৮ ॥

সম্বোধনে হিহীত্যূচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীতি তু।
ধীরীহ ইতি বিষ্কম্ভে গাং নেতুং যমুনামমী ॥ ১০৯ ॥

ততো মধুমঙ্গলস্য পরিহাসং বর্ণয়তি স্বস্থীভূতেষিত্যাদিগদ্যেন। গা ইতি প্রতিযোগে দ্বিতীয়া। মধুর্ম্মধুমঙ্গলঃ। নিধ্যাতং দৃষ্টং। একেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেন ॥ ১০৭ ॥

অধুনা গোপানাং গাঃ প্রতি স্বজাত্যাচরণবাগ্বিলাসং বর্ণয়িতুমারভতে এবমিতিগদ্যেন। দেশরূপত্বং যোগ্যত্বং। দেশরূপং সমঞ্জসমিত্যমরঃ ॥ ১০৮ ॥

তং বাগ্বিলাসং বর্ণয়তি সম্বোধনে ইতি শ্লোকদ্বয়েন। ক্ষেপে ভর্ৎসনে। বিষ্কম্ভে স্তম্ভনে। অমী গোপাঃ ॥ ১০৯ ॥

কারণ হইল। যে হেতু, মোহদশাতেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মুরলীধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহারা জাগরিত হইয়া পরস্পর সবিস্ময়ে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর সকলে সুস্থ হইয়া উত্থিত হইলে এবং ধেনুগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে মধুমঙ্গল মৃদুমধুর হাস্যে কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবমাননা করিবার ফল যে সদ্যই ফলিয়াছে, তাহা দৃষ্ট হইল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখুন সকলের মধ্যে উপবেশন করিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমার মৌনভাব চিন্তা করিয়াছিলেন কিন্তু সকলেরই মৌনভাব উপস্থিত হইল ॥ ১০৭ ॥

এই প্রকার মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাস করতঃ সেই গোপবালকগণ মাথুর-প্রদেশের প্রচলিত গোচারণের নির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে ——— ॥ ১০৮ ॥

গোগণের সম্বোধন বিষয়ে 'হী হী' তিরস্কারে 'জিহি জিহি' গোগণকে যমুনা লইয়া যাইবার সময় স্থিরীকরণবিষয়ে 'ধীরীহ' জলপান সময়ে 'চো' পৃথক্করণ-

চোকারং পাথসঃ পানে ঝিরিকারং বিয়োজনে।
তস্মাৎ পয়স উত্থানে চক্রুস্তিরিতিরীতি তে ॥ ১১০ ॥
স্তম্ভয়িত্বাম্ভসস্তীরে গোসংখ্যা গোগণানথ।
সম্ভাল্য সম্ভৃতানন্দাঃ কৃতস্নানাদিকা জগুঃ ॥ ১১১ ॥
প্রহাপিতং প্রতিশিশু মাতৃভিস্তদা
সুভোজনং সুরভিতযোজনং মুদা।
হরিঃ সখীন্ পরি পরিবেষয়ন্ হসন্
পরীক্ষিতং সকৃদকৃত স্বজিহ্বয়া ॥ ১১২ ॥

ততশ্চাচরিতাচামঃ শ্রীদাম-দাম-সুদাম-বসুদামাদিভিঃ সহ কর্পূরপূরিতখপুরানুকূলস্বর্ণবর্ণপর্ণ-শুভ্রতারকার্ণচূর্ণময়তাম্বূলপূর্ণ-

পাথসো জলস্য। তে গোপা উচুঃ ॥ ১১০ ॥

তেষাং স্বাস্থ্যকৃত্যং বর্ণয়তি স্তম্ভয়িত্বেত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। গোসংখ্যাঃ গোপাঃ ॥ ১১১ ॥

প্রহাপিতং দত্তং। সুরভিতযোজনং সুরভিতস্য সুগন্ধেযোজনং মিলনং যত্র তৎ। পরীক্ষিতং উত্তমমধ্যমাধমরূপং ॥ ১১২ ॥

অথ গোগোপালৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। আচরিতাচামঃ কৃতমুখাদিশোধনঃ। কর্পূরেত্যাদি। কর্পূরপূরিতঞ্চ খপুরানুকূলঞ্চ গুবাগযুক্তঞ্চ, সুবর্ণবৎ অথবা সুন্দরোঽর্ণো বর্ণো যস্য তস্য ইব বর্ণো যস্য তাদৃশং যৎ পর্ণং শুভ্রতারকাবদর্ণো যস্য তাদৃশং যচ্চূর্ণঞ্চ তন্ময়ং যত্তাম্বূলং।

সময়ে 'ঝিরি' এবং জল হইতে উত্থানসময়ে 'তিরি তিরি' এইরূপ শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

অনন্তর গোপগণ জলের তীরে ধেনুদিগকে স্থিরীকরণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া মহানন্দে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করত গান করিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥

ঐ সময়ে মাতৃগণ প্রত্যেক বালকের সুভোজ্য সামগ্রী প্রেরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে ঐ সকল সৌরভপূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী সখাদিগকে পরিবেষন করিয়া হাসিতে হাসিতে একবার আপনার জিহ্বাদ্বারা পরীক্ষা করিলেন ॥ ১১২ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আচমনপূর্ব্বক শ্রীদাম, দাম, সুদাম ও বসুদামাদির সহিত

কপোল-লোলকুণ্ডলমণ্ডনাননলক্ষ্মীকশ্চক্ষুর্বিজিতনালীকঃ স্বজনাবলোকনাভীকঃ শ্রীলগোপালঃ স্বালয়ায় চচাল ॥ ১১৩ ॥

যথা—শনৈঃ শনৈঃ সরভসমন্যবন্যয়া
স তর্পয়ন্ সুরভিতৃণানি সৌরভং ।
ব্রজস্থিতান্ প্রতি বিরহাকুলীভবন্
বকান্তকঃ প্রতিচলতি স্ম তৈঃ সহ ॥ ১১৪ ॥

বিধায় গা গোকুলসম্মুখীনা মহাতরুচ্ছায়মুপাস্য কৃষ্ণঃ ।
দেবোপদেবস্তুতিগীতবাদ্যং শৃণ্বন্মুহুঃ প্রাপ তটং ব্রজস্য ॥ ১১৫

কপোলে লোলে চঞ্চলে দ্বে কুণ্ডলে তাভ্যাং মণ্ডনং যস্য এবম্ভূতেন আননেন লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য সঃ । চক্ষুর্ভ্যাং বিজিতং নালীকং পদ্মং যেন সঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্র গমনপ্রকারং বর্ণয়তি শনৈঃ শনৈরিত্যাদিপঞ্চকেন । অন্যবন্যয়া অন্যবনসমূহদ্বারা । সৌরভং সুরভিবৃন্দং । তর্পয়ন্ ভোজয়ন্ ॥ ১১৪ ॥

উপাস্য আশ্রিত্য । অন্যৎ সুগমং ॥ ১১৫ ॥

মিলিত হইয়া নিজগৃহের প্রতি গমন করিলেন। গমনকালে কর্পূরপূরিত, গুবাকের উপযোগী এবং সুবর্ণের মত সুন্দরবর্ণ পত্রবিশিষ্ট শুভ্র নক্ষত্র-চূর্ণতুল্য চূণযুক্ত তাম্বূল ভক্ষণ করাতে তদীয় কপোলদ্বয় পরিপূর্ণ হইল এবং ঐ শোভন কপোল-ফলকে চঞ্চল কুণ্ডলাভরণস্পর্শে তাঁহার মুখশোভা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি আপনার নেত্রযুগলদ্বারা কমলশ্রীকে জয় করিয়াছিলেন, যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় আত্মীয় স্বজন অতিশয় উৎসুখ হইয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

সেই বকনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে ধীরে ধীরে সহর্ষে অন্যান্য বনসমূহে গোচারণপূর্ব্বক ধেনুবৃন্দকে সুগন্ধ তৃণরাশি ভোজন করাইয়া ব্রজস্থিত সকলের প্রতি আকুল হওত সখাদিগের সহিত গমন করিলেন ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোসকলকে গোকুলের সম্মুখীন করতঃ বৃহৎ বৃহৎ তরুর ছায়া আশ্রয় করিয়া দেব ও উপদেব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদির স্তুতি, গীত এবং বাদ্যাদি শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজের নিকটভূমি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১৫ ॥

গীর্ব্বাণৈর্দিব্যযানৈঃ পথি পথি মুনিভির্মন্ত্রযোগাদিসিদ্ধৈ-
র্গব্যাভির্ঘ্রাণদৃগ্ভিস্তদনুগতনরৈর্দৃষ্টিদেশে সরদ্ভিঃ।
গোষ্ঠস্থৈরুন্নতস্থৈঃ প্রণিহিতবদনশ্রীময়ূখঃ সমন্তা-
ন্নেত্রাব্জপ্রান্তলক্ষ্মীকলিতসুখকুলঃ পূর্ণবেণুর্বিবেশ॥ ১১৬॥
হম্বারবঃ পশূনাং প্রমদকলকলঃ পাশুপাল্যব্রজানাং
স্তোত্রাসারঃ সুরাণাং নিগমসমুদয়াবৃত্তিঘোষস্তৃষীণাং।
ইত্থং সাংরাবিণান্তর্বধিরসমদশামাগতে সর্ব্বলোকে
বেণোঃ সূক্ষ্মোঽপি নাদঃ স জয়তি নিতরাং যঃ সমস্তং ভিনত্তি॥ ১১৭

গব্যাভির্গোসমূহৈঃ। সরদ্ভির্গচ্ছদ্ভিঃ। উন্নতস্থৈরট্টালিকাদিস্থিতৈঃ। প্রণিহিতেত্যাদি। প্রণিহিতা বদনস্য শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ ময়ূখাঃ কিরণানি যস্য সঃ। নেত্রাব্জেত্যাদি। নেত্রাব্জয়োর্যা কটাক্ষশোভা তয়া কলিতঃ উদ্ভাবিতঃ সুখসমূহো যেন সঃ। নানারাগেণ পূর্ণো বেণুর্যস্য সঃ। অবধিঃ সীমা। অসমদশাং বিষমাবস্থাং॥ ১১৬॥

হম্বারাব ইতি। পাশুপাল্যব্রজানাং গোপসমূহানাং। স্তোত্রাসারঃ স্তববৃষ্টিঃ। ঘোষো ধ্বনিঃ। ঋষীণাং সনকাদীনাং। সাংরাবিণং ব্যাপকশব্দস্তদন্তস্তন্মধ্যে। ব্যাপ্তৌ ভাবে ণিনঃ। ইত্যনেন সিদ্ধং। অন্তঃ শেষঃ॥ ১১৭॥

উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া দেবতাগণ, পথে পথে মন্ত্র এবং যোগাদিসিদ্ধ মুনিগণ, ঘ্রাণদৃষ্টি অর্থাৎ যাহারা ঘ্রাণদ্বারা জানিতে পারে এমন গোসমূহ তথা দৃষ্টিপথে সমাগত মানবগণ, গোষ্ঠস্থিত এবং অট্টালিকাদি উচ্চস্থানস্থিত মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখশোভা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে এবং চারিদিকে নেত্রকমলের প্রান্তভাগের শোভাদ্বারা সুখরাশি অনুভূত হইলে তিনি বেণুদ্বারা বিবিধ রাগ উচ্চারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ১১৬॥

পশুদিগের হম্বারব, পশুপালকদিগের হর্ষপূর্ণ কলকল ধ্বনি, দেবতাদিগের স্তববৃষ্টি এবং সনকাদি ঋষিগণের বেদাদি নিগম শাস্ত্রসমূহের আবৃত্তি ধ্বনি, এইরূপে চারিদিকেই ব্যাপক শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতে তত্রত্য লোকসমূহ বধিরের তুল্য অবস্থাপ্রাপ্ত হইল। যে শব্দ সকলশব্দকেও ভেদ করিয়া থাকে, বেণুর সূক্ষ্ম শব্দ তৎসমুদায়কেও ভেদ করিয়া নিতান্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ বেণুধ্বনির শ্রবণমাত্রে অন্য শব্দের শ্রবণ তিরোহিত হইল॥ ১১৭॥

অথ বনকুল-গোকুলাভ্যাং মিথঃ সুখমভিমুখমাগতয়োর্মহতাং সমূহয়োর্মহোদধিতুল্যয়োঃ সঙ্গমঃ সম্বৃত্তঃ। যথা নিত্যমেব তথানুভবিনামপি দিবৌকসাং চমৎকৃতিরজায়ত। যত্র শ্রীগোবিন্দ-এব স্বয়মিন্দবতি স্ম। স্বয়মেবচ বেণুশিক্ষয়া ধেনূঃ পৃথক্ পৃথগবাতস্তম্ভৎ ॥ ১১৮ ॥

তত্র গোষ্ঠাদ্বহির্লম্ভিতমুহুরুপষ্টম্ভানাং দোহাদিকর্ম্মণা গবাং তর্ণকাদীনামপি শর্ম্ম নির্ম্মায় দুগ্ধায় জনান্ পুরো বিধায় সবয়োভিরাবৃতৌ সর্ব্বেষাং মধ্যবৃত্তৌ সুবৃত্তৌ গোপুরমাব্রজন্তৌ গৃহায় ব্রজন্তৌ স্বকুল-যশোদায়ি-যশোদাদিপুরন্ধ্রীরাজি-নীরা-

অধুনা বনাৎ গোকুলাচ্চ নির্গতানাং সর্ব্বেষাং পরস্পরমিলনং বর্ণয়িতুমারভতে অথেত্যাদি-গদ্যেন। আগতয়োঃ স্থানদ্বৈবিধ্যাদনয়োর্দ্বিত্বং। ইন্দবতি স্ম ইন্দুশ্চন্দ্রঃ স ইব আচচার। অবাত-স্তম্ভৎ অবস্তম্ভয়ামাস ॥ ১১৮ ॥

গোকুলপ্রবেশে প্রকারভেদং বর্ণয়িত্বা প্রবেশানন্তরং শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্বিশ্রামসুখং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তত্রেত্যাদি গদ্যেন। উপষ্টম্ভানাং উদ্রেকাণাং। শর্ম্ম সুখং। নির্ম্মাণীয়েতি বা পাঠঃ। সুবৃত্তৌ আব্রজন্তাবিত্যত্র লক্ষণার্থে শতৃপ্রত্যয়ঃ। রাজিঃ শ্রেণী।

অনন্তর একদিকে বন হইতে, অপরদিকে গোকুল হইতে লোকসকল পরস্পরে সুখে সম্মুখপ্রদেশে আগমন করিলে, মহাসমুদ্রতুল্য মহৎ লোকসমূহদ্বয়ের মিলন হইয়াছিল। এই অবস্থা নিত্য নিত্য অনুভব করিলেও স্বর্গবাসি দেবগণের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। কারণ যে স্থানে গোবিন্দও স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ এবং স্বয়ংই বেণুশিক্ষাদ্বারা ধেনুগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থির করিয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

তথায় গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া বারম্বার যে সকল ধেনুগণের নিরোধ করা হইয়াছিল, দোহনাদি কার্য্যদ্বারা সেই ধেনুগণের এবং বৎসসকলের সুখোৎ-পাদনপূর্ব্বক দুগ্ধের নিমিত্ত সমস্ত লোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া সচ্চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সমবয়স্ক সখাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন। সকলের মধ্যস্থানে থাকিয়া পুরদ্বারে আগমনপূর্ব্বক যখন গৃহে যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হয়েন, ঐ সময়ে নিজ বংশের যশোদায়িনী যশোদাপ্রভৃতি পুরন্ধ্রীবর্গ তাঁহাদের দুই জনের

জিতৌ রাজিতৌ লাজাদিভিরভিবৃষ্টৌ সমমেব সমস্তনয়নদৃষ্টৌ গোষ্ঠাভ্যন্তরং প্রবিষ্টৌ নিজনিজপ্রেয়সীসমাকৃষ্টিপটুদৃষ্টিবিশিষ্টৌ নিহতদনুজৌ রামরামানুজৌ চরণমার্জ্জন-বীজনাদিভি-র্বিশ্রমতুঃ ॥ ১১৯ ॥

তত্র ক্ষণকতিপয়ং জননীজনিত-লালননির্ম্মাণ-শর্ম্মানুভূয় স্নানধামনি সম্ভূয় নিজসেবাকৃজ্জনকারিত-মজ্জনাদিভিঃ সুবেশতয়া বিভূয় পুনর্জ্জননীসনীড়মেবাজগ্মতুশ্চ ॥ ১২০ ॥

ততশ্চ সন্ধ্যাং গময়িত্বা জনকাদিভিঃ সহ ভোজনাদিলীলাং

রাজিতৌ শোভাবিশিষ্টৌ। সমস্তনয়নদৃষ্টৌ। সমস্তৈর্জনৈঃ নয়নৈর্দৃষ্টৌ ॥ ১১৯ ॥

ততোঽনুক্রমেণ তয়োঃ সেবাপরিপাটীং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিগদ্যেন। সম্ভূয় মিলিত্বা। সনীড়ং নিকটং ॥ ১২০ ॥

তদেবং দিবসকৃতলীলাং বর্ণয়িত্বা রাত্রিবিহিতলীলাং বর্ণয়িতুমারভতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১২১ ॥

আরাত্রিক করিলেন, তৎকালে উভয়েরই শোভা হইয়াছিল। সকলেই যখন তাঁহাদের উপর লাজ প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই যখন নেত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে, উভয়েই গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ নিজ প্রেয়সীদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উভয়েরই দৃষ্টি বেশ সুপটু ছিল। এইরূপে দনুজদলন রাম ও কৃষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে অর্থাৎ গোগৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চরণমার্জ্জন ও বীজনাদি দ্বারা শ্রমাপনোদন করিলেন ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর তথায় কিয়ংক্ষণ উভয়েই জননীকৃত লালনসুখ অনুভব করিয়া স্নানগৃহে একসঙ্গে গমন করিলেন। তাঁহাদের সেবকগণ তাঁহাদিগকে স্নানাদি কার্য্য করাইয়া দিলেন, পরে তাঁহারা সুবেশে সজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার জননীর নিকটেই আগমন করিলেন ॥ ১২০ ॥

তদনন্তর সন্ধ্যাকাল যাপন করত পিতা নন্দাদির সহিত ভোজনাদি লীলা

জনয়িত্বা বহিঃসভাভাগমাগম্য সমমেব * নানাবন্ধুজনতয়া সমাগম্য তদ্বিশিষ্টৌ সূপবিষ্টৌ বভূবতুঃ ॥ ১২১ ॥

যত্র নানাগুণিশতেষু সমাগতেষু তাভ্যাং সুকুমারতাপ্রভৃতাভ্যাং কুমারসূতাভ্যাং সহ সুমতিরত্নচূড়াবাবব্রজতুঃ ॥ ১২২ ॥

ততঃ শ্রীমতা গোলোকসাম্রাজ্যবতা ভোজনাদিকং পৃষ্টয়োস্তয়োঃ পরমহৃষ্টয়োঃ শ্রীযুতরামানুজস্তু নিজানুজবদেব তৌ সূততনুজাবাহূয় ভূয়সা স্নেহেন সদেশমুপবেশয়ামাস। নিজব্রজবাসিসুতাদীনাং প্রভৃতানাং ভব্যানি কাব্যানি তৈরেব শ্রাবয়ামাস চ। ততশ্চ তৌ পরমহৃষ্টৌ সন্তৌ স্বগুণকলাপং সফলয়িতুং বলবদুৎকণ্ঠিতবন্তৌ ॥ ১২৩ ॥

তত্র সভায়াং চতুর্ণাং সূতানাং প্রবেশং বর্ণয়তি যত্রেত্যাদিগদ্যেন। তাভ্যাং মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং ॥ ১২২ ॥

তদনন্তরং জাতং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। সদেশং নিকটং। সফলয়িতুং নিষ্পাদয়িতুং ॥ ১২৩ ॥

সমাপনপূর্ব্বক বাহিরে সভাভাগে আগমন করিলেন এবং একসঙ্গেই নানাবিধ বন্ধুসমূহের সহিত মিলিত হইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১২১ ॥

যে সভায় শত শত গুণিগণ সমাগত হইলে অতিসুকুমার সেই মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক সূতবালকদ্বয়ের সহিত সুমতি ও রত্নচূড় (অর্থাৎ উক্ত বালকদ্বয়ের পিতা ও মাতুল) আগমন করিলেন ॥ ১২২ ॥

তদনন্তর গোলোকসাম্রাজ্যের অধিপতি শ্রীমান্ নন্দ সুমতি ও রত্নচূড়কে ভোজনাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পরমহৃষ্ট হইলে, শ্রীযুত রামানুজ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ দুই জন সূতপুত্রকে আহ্বান করিয়া বহুতর স্নেহে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং বহুতর

* সমমেব ইত্যংশঃ ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি।

অথ প্রহরমাত্রায়াং রাত্রাবাচরিতযাত্রায়াং নন্দিতসর্ব্বসমাজেন শ্রীব্রজরাজেন সমজ্যাপ্রধানেষু প্রাতর্নব্যকাব্যশ্রবণ-নিমন্ত্রণমপবর্জ্য বিসর্জ্জ্যমানেষু তং নিজজনকমনুজ্ঞাপ্য কনকবসনস্তৌ সুকুমারৌ সূতকুমারৌ করে গৃহীত্বা স্পৃহান্তরং হিত্বা মাতৃগৃহান্তঃ সঙ্গতবান্ মাতরং প্রতি তয়োঃ প্রসঙ্গং সঙ্গমিতবাংশ্চ ॥ ১২৪ ॥

ততস্তু তাং সর্ব্বস্তুতাং তৌ কুমারসন্তৌ সুখসারং সম্ভবন্তৌ বিবিধমেবমুৎপ্রেক্ষিতবন্তৌ *। কিমিয়মস্য গোকুলচন্দ্রস্য ক্ষীর-

অধুনা শ্রীকৃষ্ণো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ প্রেমাতিশয়েন যথা সম্মাননং চকার তত্তু সপ্রসঙ্গং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। যাত্রায়ামুৎসবে। সমজ্যা সভা। অপবর্জ্য দত্ত্বা। কনকবসনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১২৪ ॥

তদেবং তৌ সূতপ্রবরৌ শ্রীকৃষ্ণমাতরং সভক্তি নিরীক্ষ্য যথা উৎপ্রেক্ষয়াঞ্চক্রতুস্তদ্বর্ণয়তি ততস্ত্বিত্যাদিগদ্যেন। কুমারসন্তৌ কুমারোত্তমৌ। সম্ভবন্তৌ প্রাপ্তবন্তৌ।

নিজব্রজনিবাসি সূতদিগের মঙ্গলবাক্যসকল তাহাদের দ্বারাই শ্রবণ করাইলেন। তৎপরে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ দুই জনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় গুণরাশিকে সফল করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজ এক প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত উৎসব বিধানপূর্ব্বক সকলকে আনন্দিত করিয়া ও সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে প্রাতঃকালে নূতনকাব্য শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিলেন। তৎপরে কনকবসন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার অনুমতি ক্রমে সেই সুকুমার সূতকুমারদ্বয়ের হস্ত ধারণপুরঃসর অন্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মাতার গৃহমধ্যে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উভয়ের প্রসঙ্গ জানাইলেন ॥ ১২৪ ॥

তদনন্তর কুমারশ্রেষ্ঠ সেই বালকদ্বয় সর্ব্বপূজ্যা ও আনন্দনির্য্যাসরূপা শ্রীযশোদাকে প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিল। ইনি কি এই গোকুলচন্দ্রের ক্ষীরসমুদ্রের গম্ভীর তীরভূমি? অথবা পূর্ণচন্দ্রের উদয়াস্পদ রাকাপূর্ণিমার

* বিচারিতবন্তৌ ইতি গৌরানন্দপুস্তকদ্বয়পাঠঃ।

নীরধিগম্ভীরবেলা, কিম্বা পূর্ণতদুদয়াকর-রাকাসাকারতয়া লব্ধ-মদ্বিধদৃষ্টিমেলা, কিম্বা প্রাচী দিগেবমানন্দনয়া রচিততনয়া, বস্তু-তস্তু * তনয়বিষয়া দয়া কিল স্ফুরদেবমুদয়তয়া শীতলীকৃতলোক-সমুদয়েতি ॥ ১২৫ ॥

অথ সাচ পরমরমণীয়চরিতা মধুরেণ ব্যবহারাদিনাভ্যবহারা-দিনা বস্ত্রালঙ্কারাদিনা চ প্রচুরতরমেব স্নেহং তয়োরাচরিত-বতী ॥ ১২৬ ॥

ততশ্চ তয়োর্ম্মঙ্গলায় মাতরমাশিষশ্চিত্বা বাস-সমাসাদনায় চানুজ্ঞাবিতরং যাচিত্বা স্বয়মপি স্নেহাবেশময়তন্নিদেশবশতয়া বিশ্রমায় সংবেশবেশ্ম প্রবিশন্ সর্ব্বসুখসারঃ শ্রীগোপাধিপতি-

রাকা পূর্ণকলচন্দ্রা পূর্ণিমা। মেলা মিলনং। স্ফুরদেবমুদয়তয়া স্ফুরন্নেবমুদয়ো যস্য স তদ্ভাবেন ॥ ১২৫ ॥

তদা ব্রজরাজ্ঞী বাৎসল্যেন তৌ যথা লালিতবতী তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু সখ্যেন গৃহীতাভ্যাং তাভ্যাং সহ শ্রীরাধানিকটং যথা জগাম তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-গদ্যেন। তয়োর্মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ। মাতরমিতি গৌণং কর্ম্ম। চিত্বা চয়নং কৃত্বা। বাসসমা-সাদনায় বাসগৃহে গমনায় চ। বিতরং বিস্তারং। সংবেশবেশ্ম শয়নগৃহং।

আকার ধারণ করিয়া মাদৃশ জনের দৃষ্টিপথে মিলিত হইয়াছেন ? কিম্বা পূর্ব্বদিক্ এইরূপ আনন্দ দেখাইয়া নীতিনির্ম্মাণ করিয়াছেন, বাস্তবিক কিন্তু পুত্রবিষয়িণী দয়াই এইরূপে উদয় পাইয়া লোকসমুদয়কে শীতল করিতেছেন ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর সেই পরমরমণীয়স্বভাবা শ্রীযশোদা মধুরব্যবহার, খাদ্যসামগ্রী এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ঐ সুতকুমারদ্বয়ের প্রতি প্রচুরতর স্নেহভাব প্রদর্শন করিলেন ॥ ১২৬ ॥

তদনন্তর সর্ব্বসুখের সারস্বরূপ সেই ব্রজরাজকুমার মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ-নামক সুতপুত্রদ্বয়ের মঙ্গল নিমিত্ত মাতার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লইয়া বাস-

* বস্তুতস্তু স্থলে কিং বেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

কুমারস্তৌ সূতসুতৌ স্বেন যুতৌ বিধায় শ্রীরাধিকা-সদেশমাসাদিতৌ চকার ॥ ১২৭ ॥

আসন্নৌ চ তৌ বিদ্যুদাবলিষু তদধিদেবতামিব, কমলিনীষু কমলালয়ামিব, সর্ব্বসম্পত্তিষু সদনুকম্পামিব, গুণশ্রেণীষু সবিনয়-নীতিমিব, হরিরতিজাতিষু মহাভাবসম্পদমিব, নিখিলসখীষু শ্রীরাধামীক্ষামাসতুঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ তাং পশ্যন্তাবেব প্রেমবশ্যং তাবাত্মানমজানন্তাবাত্মনা কৃষ্ণ এব সান্ত্বয়ামাস ॥ ১২৯ ॥

আসাদিতৌ প্রাপিতৌ ॥ ১২৭ ॥

অথ শ্রীরাধাদর্শনে তয়োর্যা যা উৎপ্রেক্ষা উদ্ভূতা তাং তাং বর্ণয়তি আসন্নৌ চেত্যাদিগদ্যেন। হরিরতিজাতিষু ভাবাদিষু। ঈক্ষামাসতুঃ দদৃশতুঃ ॥ ১২৮ ॥

ততস্তয়োস্তদ্দর্শনমাত্রেণ সভক্তিপ্রেমবিকারো জাতস্তদাতু শ্রীকৃষ্ণস্তু সখ্যকৃত্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১২৯ ॥

গৃহে গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ংই স্নেহাবেশপূর্ণ এবং মাতৃনিদেশের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্রামের জন্য শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সূত-পুত্রদ্বয়কে আপনার সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধার নিকটে লইয়া গেলেন ॥ ১২৭ ॥

সূতকুমারদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্যুন্মালার মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, কমলিনীসমূহের মধ্যে কমলালয়া লক্ষ্মীদেবীর ন্যায়, সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে সজ্জনের অনুকম্পার ন্যায়, গুণশ্রেণীর মধ্যে বিনয়পূর্ণ নীতির ন্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের রতিসমূহের মধ্যে মহাভাবসম্পত্তির ন্যায়, সখীগণের মধ্যে শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন ॥ ১২৮ ॥

তদনন্তর তাঁহারা যখন শ্রীরাধাকে দর্শন করিল, তখন প্রেমে বিবশ হইয়া তাহা-দের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ১২৯ ॥

সান্ত্বিতৌ চ তৌ তঞ্চ তাঞ্চ নিচায্য চিন্তয়ামাসতুঃ ॥ ১৩০ ॥

ইন্দ্রনীলরুচিজীবনং মহঃ, স্বর্ণবর্ণনিকরাকরপ্রভা ।
যচ্চ যাচ চয়নং তয়োরিদং, দ্বন্দ্বমাদিরসসারকারণং ॥ ইতি ॥ ১৩১

অথ কংসরিপুণা পরিচায়িতয়োশ্চ তয়োরেষা সকৌতুকং বালদেবরয়োরিব কুমারবরয়োঃ সশর্ম্ম সনর্ম্ম চ পুরস্কারং চকার ॥ ১৩২ ॥

ততঃ সঙ্গিনঃ প্রদাপ্য মাতুলগৃহমেব তৌ প্রস্থাপ্য শ্রীগোবিন্দঃ স্বমোহনমন্দিরং প্রবিবেশ সংবিবেশ চ ॥ ১৩৩ ॥

তদানীন্তনং তয়োর্বৃত্তং বর্ণয়তি সান্ত্বিতৌ চেত্যাদিগদ্যেন । নিচায্য আলোক্য ॥ ১৩০ ॥

তয়োশ্চিন্তনপ্রকারং বর্ণয়তি ইন্দ্রেত্যাদিশ্লোকেন । ইদং কিশোরকিশোরীরূপং দ্বন্দ্বং । মহস্তেজঃ । আদিরসো মধুররসঃ । ১৩১ ॥

ততস্তয়োঃ শ্রীরাধায়াঃ সশর্ম্ম নর্ম্মস্নেহকার্য্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন । এষা শ্রীরাধা । বালদেবরয়োঃ কনিষ্ঠদেবরয়োঃ ॥ ১৩২ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য শয়নলীলাং বর্ণয়িতুমারভতে তত ইত্যাদিগদ্যেন । সংবিবেশ শিশ্যে ॥ ১৩৩

উভয়ে সান্ত্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাকে দর্শন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩০ ॥

ইন্দ্রনীলমণির যে শোভা আছে সেই শোভার জীবনস্বরূপ তেজ এবং স্বর্ণবর্ণসমূহের আকরপ্রভা, এই উভয় পদার্থের যে একত্র মিলন, ইহাই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এবং ইহাই আদিরসের সারের কারণ ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন উভয়ের পরিচয় দিলেন তখন শ্রীরাধা কৌতুকসহকারে পরমসুখে কনিষ্ঠদেবরের ন্যায় সূতকুমারদ্বয়কে পুরস্কার প্রদান করিলেন ॥ ১৩২ ॥

তদনন্তর আপনার সহচরদিগকে সঙ্গে দিয়া সূতপুত্র দুইটীকে মাতুলগৃহে (রত্নচূড়ের বাসাবাটীতে) প্রেরণ করত শ্রীকৃষ্ণ নিজের মোহনমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

তত্র—

আয়াতে রমণে সসম্ভ্রমমুপাগম্যাসনাদিক্রিয়া-
মার্চর্য্য ব্যজনাদিভিঃ স্বয়মসৌ সেবাবধানং দধে।
শয্যায়াং ত্বরিতং গতে পুনরিয়ং লীনা সখীযাচিতা-
প্যাসীৎ ক্বাপি কদাপি তৎপরিচিতা নাস্মীতি তদ্ব্যঞ্জতী॥ ১৩৪

তত্র সখীনাং বচনং—

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠাং দৃষ্টেতু ত্বমপহ্নুতিং।
সর্ব্বদা কুর্ব্বতী কৃষ্ণে কীদৃশীতি ন লক্ষ্যসে॥ ১৩৫ ॥

অথ শয়নগৃহং প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধিকাকর্তৃকাং সেবাপরিপাটীং বর্ণয়তি তত্র আয়াতে ইত্যাদিপদ্যেন। অসৌ শ্রীরাধা। তদাপি তস্যা নবোঢ়ায়া ইব ভাবং ব্যঞ্জয়তি শয্যায়ামিত্যাদি-পদ্যার্দ্ধেন॥ ১৩৪ ॥

তস্যাস্তাদৃগ্‌ভাবদর্শনে সখীনাং পর[illegible]রবচনং বর্ণয়তি অ[illegible]ষ্টে ইত্যাদিপদ্যেন। অপহ্নুতি[illegible] স্বভাবগোপনং॥ ১৩৫ ॥

শয়নগৃহে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে শ্রীরাধা সসম্ভ্রমে আসিয়া আসনাদি প্রদান কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক চামরাদিদ্বারা স্বয়ংই সেবার পরিপাটী করিতে লাগিলেন; তিনি শয্যায় গমন করিলে শ্রীরাধা পুনর্ব্বার লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন, সখীগণ প্রার্থনা করিলেও "আমি কোনস্থানে কোনকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচিতা হই নাই" এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন॥ ১৩৪ ॥

সেই স্থানে সখীগণ কহিতে লাগিলেন। রাধে! যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাও তখন তোমার দেখিবার উৎকণ্ঠা হয়, আর যখন দেখিতে পাও তখন স্বভাবের গোপন করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাবপ্রকাশ কর, অতএব তুমি যে কিরূপ? তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না॥ ১৩৫ ॥

ততঃ সখীভ্যাং সুগৃহীতবাহু-র্নীতাপি মধ্যে গৃহমায়তাক্ষী।
স্তম্ভেন বাহ্বেন তথান্তরেণ, কৃতাবলম্বা চকৃষে প্রিয়েণ ॥১৩৬
বলেন কৃষ্টা হরিণাপ্যনল্পং, তল্পং গতাসীন্মিলিতুঞ্চ লোলা।
তথাপি নায়াদৃজুতান্তু কিন্তু করাকরিপ্রায়তয়া সসঞ্জ ॥১৩৭॥
অমিলনহঠকৃদ্যদামিলদ্বা হরিমথ ভেদয়িতেয়মাশু কেন।
দ্বয়মপি চরিতং ন চিত্রমস্যা যদলমসৌ রসরূপতামযাসীৎ ॥১৩৮

ততো দূরবর্ত্তিন্যাস্তস্যা মিলনে ললিতাবিশাখয়োঃ সখীকৃত্যং তদাচ শ্রীকৃষ্ণকৃত্যঞ্চ বর্ণয়তি তত ইত্যাদিপদ্যেন ॥ ১৩৬ ॥

তত্রাপি তস্যাঃ স্বাভাবিকবাম্যং বাহ্যে প্রাদুরভূদিতি বর্ণয়তি বলেনেত্যাদিপদ্যেন। লোলা সাভিলাষা। নায়াৎ সরলতাং ন প্রাপ। করাকরিপ্রায়তয়া করেণ যুদ্ধং বৃত্তং তত্তুল্যতয়া ॥১৩৭॥

তত্র তস্যা মিলনে যৎ দ্বয়ং চরিতং জাতং তদ্বর্ণয়তি অমিলনহঠকৃদিতিপদ্যেন। মিলনাভাবে যো হঠঃ বলাৎকারস্তৎকৃৎ যদা তদ্রূপা সা হরিমামিলৎ তদা কেন ইয়ং শ্রীরাধা ভেদয়িতা ভেদয়িষ্যতে বশীকর্ত্তুং সমর্থেতি ॥ ১৩৮ ॥

তদনন্তর ললিতা ও বিশাখা সুদৃঢ়রূপে বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া আয়তলোচনা শ্রীরাধাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলে তৎকালে তাঁহার বাহু ও আন্তরিক স্তম্ভ উপস্থিত হইল, তখন প্রিয়তম তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বলপ্রকাশ করিয়া যখন শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিলেন, তখন শ্রীরাধা অভিলাষিণী হইয়া যদিচ মিলিত হইবার জন্য শয্যায় গমন করিলেন, তথাপি তিনি সরলতা প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু প্রায়শঃ হস্তাহস্তি করিয়াই মিলিত হইলেন ॥ ১৩৭ ॥

অমিলনে তিনি যখন বলপ্রকাশ করিলেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন কোন্ ব্যক্তি শীঘ্র শ্রীরাধাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবে ? ইহাঁর উভয়বিধ চরিত্রই আশ্চর্য্যজনক, যে হেতু তিনি রসের সারস্বরূপ মধুররসের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু শ্রীগোলোকবিলাসবিকাসনং দ্বিতীয়ং পূরণং ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোলোকবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণেতি। যথা মহামন্ত্রঃ প্রণবপুটিতো ভবতি প্রণবস্য সর্ব্বসাধকত্বাৎ। তথৈতস্য পদ্যস্য সর্ব্বসাধকত্বাৎ আদ্যন্তয়োঃ পুটিতত্বং জ্ঞেয়ং। প্রথমপূরণারম্ভে দ্বিতীয়পূরণান্তেচ একবিধমেব মঙ্গলাচরণং। ইদীদমেব পুটিতত্বমিতি সরলার্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস-বিশ্ববিখ্যাতশ্রীকিশোরীমোহনগোস্বাম্যাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং টীকায়াং দ্বিতীয়ং পূরণং সমাপ্তং ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোলোকবিলাসো বর্ণিতঃ ॥ * ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে কৃষ্ণচৈতন্য! হে সনাতনসহিত রূপ! হে গোপাল হে রঘুনাথ! হে আপ্তব্রজবল্লভ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে শ্রীগোলোকবিলাস বিকাসন নামক দ্বিতীয় পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ শ্রীগোলোকবিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অথ তৃতীয়ং পূরণং।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১ ॥

তদেবং প্রশস্তশাস্ত্রাবলোকতঃ শ্রীমান্ গোলোকঃ প্রস্তুতঃ। যত্র লোকাভিব্যক্ত-তদনভিব্যক্ত-বৈভবভেদাদ্দ্বিধাপি বৃন্দাবন-বৈভবং বিভাবিতং। যত্র চ লোকানভিব্যক্ত-বৈভবে চিন্তামণি-ময়-কমলাকার-গোকুলপ্রকারশ্চাবিকলমবকলিতঃ। যত্র চ

শ্রীগোপালপূর্ব্বচম্প্বাস্তৃতীয়ে পূরণে শুভে।
যশোদায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মসম্পাদ্যতে ॥

অথাধুনা গোকুললীলাং বর্ণয়িতুং সিদ্ধমহামন্ত্রবৎ সর্ব্বার্থসাধকং পদ্যং গ্রন্থারম্ভে পুনর্লিখতি শ্রীকৃষ্ণমিত্যাদি। ব্যাখ্যাতু পূর্ব্ববিলাসে দৃশ্যা ॥ ১ ॥

তদেবং গ্রন্থকারঃ পূর্ব্ববিভাগে শ্রীগোলোকাদিবর্ণনং বিধায়াদৌ তদেবানূদ্য বর্ণনীয়পরগ্রন্থং রচয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। বিভাবিতং সম্পাদিতং।

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে কৃষ্ণচৈতন্য! হে সনাতনসহিতরূপ! হে গোপাল! হে রঘুনাথ! হে আপ্তব্রজবল্লভ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত পূরণে এই প্রকারে প্রশস্ত শাস্ত্রাবলোকনদ্বারা সুন্দররূপে গোলোক-ধাম প্রস্তাবিত হইল। যে গোলোকধামে জগন্মধ্যে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুই প্রকার বৈভবভেদবশতঃ বৃন্দাবনের বৈভবও দুই প্রকারে কথিত হইয়াছে। যে বৈভব জগতে অভিব্যক্ত নহে, সেই বৈভববিষয়ে চিন্তামণিস্বরূপ কমলসদৃশ গোকুলের প্রকার অবিকল নিরূপিত হইয়াছে। যে গোকুলে গোষ্ঠাধিপতি

সপ্তপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠাধিপতিপুরা বর্ণনাভিরুরীকৃতা। যত্র চ প্রাতরৌচিতী-চিতকৃতিপ্রভৃতি শ্রীহরিচরিতং প্রচারিতং। যত্র চ গোপরাজরাজিত-সকলসভাজিতসভায়াং ভব্যকাব্যবিজ্ঞসর্ব্ব-জ্ঞতাতিমনোজ্ঞপ্রজ্ঞসূতবংশপ্রসূতকুমারদ্বয়াগমনমনবদ্যং বর্ণিতং। যত্র চ ব্রজরাজাদিভিস্তৎকথাশুশ্রূষা প্রথয়াঞ্চক্রে ইত্যপি নিগদিতং। তদনন্তরমত্রতু তৎকথা বিতায়তে *॥ ২ ॥

অথান্যেদ্যুর্ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমারভ্য পূর্ব্ববদেব পূর্ব্বজরামঃ সর্ব্বং পর্ব্বতি স্ম। ভোজনং পুনরৈকান্তিকমেব নিত্যমিব তদ্দিনে জাতং।

উরীকৃতা বিস্তৃতীকৃতা॥ ২ ॥

তদেবং পূর্ব্বেদ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ শয়নান্তলীলাং বর্ণয়িত্বা দিনান্তরলীলাং বর্ণয়িতুং প্রযততে অথান্যেদ্যুরিত্যাদিগদ্যেন। পূর্ব্বজরামঃ পূর্ব্বজাতো রামো যস্য স শ্রীকৃষ্ণঃ পর্ব্বতি স্ম পূরয়ামাস। পর্ব্ব পূরণে ধাতুঃ।

নন্দমহারাজের সপ্তপ্রকোষ্ঠ পুরী বিবিধ বর্ণনা দ্বারা বিস্তার করা হইয়াছে। যে স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত সময়ের উপযুক্ত কার্য্যকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র প্রচারিত হইয়াছে। যে চরিত্রে গোপরাজবিরাজিত সর্ব্বজনপূজিত সভামধ্যে সর্ব্বত্র উপযুক্ত কাব্যনিপুণ অথচ সর্ব্বজ্ঞতাগুণে অতিমনোজ্ঞ সুবিজ্ঞ সূতবংশজাত কুমারদ্বয়ের সুন্দর আগমনবার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই তাহাদের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একথাও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর এই তৃতীয় পূরণে ঐ সূতপুত্রদ্বয়ের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা হইতেছে॥ ২ ॥

যথা—অনন্তর অন্য দিবসে শ্রীরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্থাৎ অতি প্রত্যূষ কাল হইতে অবিকল পূর্ব্বদিবসের মত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন নিত্য ভোজনের মত সেই দিবসেও পুনর্ব্বার ঐকান্তিক ভোজনকার্য্য ঘটিয়াছিল।

* "তনোতেৰ্যক্যপি ৰা" ইতি মুগ্ধবোধটীকা। তথাচ। তদুরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে। ইতি মাঘে। ২। ৩০। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ং।

যথাজ্ঞাপয়ন্তি স্ম শ্রীমৎপিতৃচরণাঃ। তাত! প্রাতরেব গোভিঃ শোভিষ্যমাণতাং সম্ভবতা ভবতা তাভ্যঃ সমগ্রানুত্তমগ্রাসান্ প্রাদেশ্য মদাদেশ্যতয়া যৎকিঞ্চিদুপযুজ্য স্বয়মঞ্চিতব্যমিতি॥ ৩॥

ভোজনঞ্চ যথা—

অগ্র্যে সদ্মনি রত্নপীঠমহিতৌ রামাজিতৌ তদ্বধূ-
হস্তেভ্যঃ পরিগৃহ্য মাতৃযুগলেনান্নাদি পর্য্যর্পিতং।
ভুঞ্জানৌ সখিভিঃ স্বনর্ম্মবলিতং প্রস্মায়য়ন্তৌ চ তদ্-
যুগ্মং তেন চ পর্ব্বণা পরিজনং সর্ব্বং সুখাচক্রতুঃ॥

সম্ভবতা মিলতা সম্ভবতির্মেলনার্থঃ। প্রাদেশ্য প্রদায় অঞ্চিতব্যং গন্তব্যং॥ ৩॥

তদ্ভোজনপ্রকারঃ বর্ণয়তি অগ্র্যে ইত্যাদিপদ্যেন। পর্য্যর্পিতং সমর্পিতং। প্রস্মায়য়ন্তৌ হাসয়ন্তৌ পর্ব্বণা উৎসবেন সুখাচক্রতুঃ। অভূততদ্ভাবে ডাচ্।

তৎপরে শ্রীল পিতৃপাদ নন্দ মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে যথা—গোপরাজ কহিলেন, বৎস! প্রাতঃকালেই যাহারা গোগণের সহিত শোভিত হইবে, তুমি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত গোগণকে সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রাসসকল প্রদান করিবা, তৎপরে আমার আদেশক্রমে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া স্বয়ং গমন করিও॥ ৩॥

ভোজনের প্রকার যথা—কোন এক উত্তম গৃহের মধ্যে রামকৃষ্ণ রত্নপীঠে বসিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে উভয়ের জননী উভয়ের বধূদিগের হস্ত হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। উভয়েই বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সেই মাতৃদ্বয়কে হাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই উৎসবে সমস্ত পরিজন সুখী হইল॥

ভোজনান্তরন্তু সাস্রং নিভালয়ন্ত্যাঃ সস্মিতঞ্চাকর্ণয়ন্ত্যাঃ শ্রীমত্যা মাতুর্দ্বিতীয়ায়াঃ পুরস্তাদগ্রজেন সখিভিশ্চ সুখদনানাবার্ত্তাং বর্ত্তয়তি শ্রীব্রজরাজকুমারে ব্রজনরেশাদেশঃ প্রবিবেশ। বৎস! সভাসদঃ সভায়াং সভাজিতাঃ শোভন্তে, তৌ চ সূতসুতৌ স্বসম্প্রদায়মাদায় বর্ত্তেতে, ইতি।

তদাচ—
সতু জননীমনুজানতীং প্রণম্য,
দ্রুতমনুরামমিয়ায় সভ্যবৃন্দং।
দ্বয়মপি তদথ প্রকাশযুক্তং,
কুমুদসুহৃৎ কুমুদাকরায়তে স্ম ॥ ৪ ॥

তত্রাভ্যন্তরতঃ সভাবলয়প্রবেশদ্বারং পরিতঃ স্তম্ভপঙ্‌ক্তিসক্ত-

দ্বিতীয়ায়াঃ শ্রীরোহিণ্যাঃ। দ্বয়মপি কৃষ্ণরামরূপং কুমুদাকরায়তে কুমুদাকরস্তড়াগাদিরিবাচরতি প্রকাশতে। অত্র কুমুদসমূহো লভ্যঃ। স্ম॥ ৪।

তত্র তেষাং সভাপ্রবেশানন্তরং যথাযোগ্যস্থানে উপবেশনপ্রকারং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিগদ্যেন।

ভোজনের পর দ্বিতীয়মাতা শ্রীমতী রোহিণী সজলনয়নে দেখিতেছিলেন এবং হাস্যমুখে সেই কথা শুনিতেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর সম্মুখে অগ্রজ বলরাম এবং সহচরগণের সহিত নানাপ্রকার সুখের কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ব্রজরাজের আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আদেশ এই যে, বৎস! সভাসদ্গণ পূজিত হইয়া সভামধ্যে শোভা পাইতেছেন। সেই সূতপুত্র দুইটি আপনার সম্প্রদায় লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে জননী অনুমতি প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক শীঘ্র বলরামের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সভাগণের সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং সভাগণ কুমুদবন্ধু চন্দ্র ও কুমুদাকর তড়াগাদির মত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তথায় অন্তঃপুর হইতে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে একটি

গৃহাকারং যৎ পঞ্চমং লোকসহস্রাধারতাসমুচিতাকারং পূর্ব্বদিগ্‌গতং পূর্দ্বারং তস্য বহিরন্তরতয়া ঘটিত-সূক্ষ্মজাল-রন্ধ্রজালেন কুড্যেন দ্বিধাবিভক্ত-দীর্ঘতাবিধানস্য তির্য্যক্তয়া মধ্যস্থিতেন নিম্নবর্ত্মনা বহিরন্তর্লব্ধকুট্টিমচতুষ্টয়স্য বহিঃকুট্টিমদ্বয়-বলিতরত্ন-পীঠঘটাসু যথাযথমুপবিষ্টাস্তে মুদাবিশিষ্টা বিভ্রাজন্তে স্ম ॥

যস্মিন্নুদীচী-কুট্টিমতটঘটিতামবাচীমুখতয়া বিভ্রাজিনীং রাজিমধিকৃত্য বিরাজমানঃ শ্রীব্রজরাজস্তস্য তু সব্যতটঘটিতাং প্রতীচীমুখতয়া শ্রীনিধানাং শ্রেণিমাশ্রিত্য দত্তসুখসমাজঃ শ্রীব্রজ-

জালরন্ধ্রং গবাক্ষং । কুড্যং ভিত্তিঃ । তে রামাদয়ঃ । অবাচী দক্ষিণা দিক্ । রাজিঃ পঙ্‌ক্তিঃ প্রতীচী পশ্চিমা । অপসব্যং দক্ষিণভাগঃ ।

পুরদ্বার আছে, চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ (থাম) থাকায় ঐ পুরদ্বারটীকে গৃহের মত দেখাইতেছে। ঐ পুরদ্বার পঞ্চম অর্থাৎ উহার ভিতরে আরও চারিটী দ্বার আছে। ঐ পুরদ্বারের এরূপ আকার যে তাহাতে সহস্রসংখ্যক লোকের নিয়মমত থাকিবার স্থান হইতে পারে। অপিচ ঐ পুরদ্বারের মধ্যস্থলে ভিতর ও বাহিরভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষযুক্ত একটী ভিত্তি আছে। এই কারণে ভিতর বাহিরের পথটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত পথ দিয়া বাহিরে ও ভিতরে দুইটী দুইটী করিয়া চারিটী কুট্টিম অর্থাৎ মণিবদ্ধ উচ্চভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বাহিরের দুইটী কুট্টিমে কতকগুলি রত্নখচিত পীঠ আছে, উহাদের দুইখানিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভ্রাতা যথাযথ অর্থাৎ বাম দক্ষিণভাবে উপবেশন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

যে সভামণ্ডলে উত্তর দিগ্বর্ত্তি কুট্টিমের তট সংঘটিত, অথচ দক্ষিণমুখে সুশোভিত শ্রেণী অধিকার করিয়া শ্রীমান ব্রজরাজ বিরাজমান রহিয়াছেন। ব্রজরাজে বামদিকে কুট্টিমতট সংস্পৃষ্ট অথচ পশ্চিমমুখে শোভার নিদানস্বরূপ যে শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী অবলম্বন করিয়া পরম সুখদাতা শ্রীব্রজরাজকুমার বিরাজমান

যুবরাজস্তথাপসব্যতত্তটগতকুড্যসংনীড়ঘটিতাং প্রাচীমুখতয়া সুখকরীমাবলিমাসাদ্য পরমহিতঃ ক্ষিতিসুরোত্তমসমূহসহিতঃ পুরোহিতঃ সম্যগ্বিরাজতে স্ম। তত্রাবাচীকুট্টিমগতাশ্চ কেচিদাভীরবীরা বিরাজন্তে স্ম ॥

ততশ্চ তয়োঃ কুট্টিমযোর্ম্মধ্যভাগশ্চ প্রাঙ্গণাৎ ক্রমত উন্নতঃ স্বয়ন্তু বিস্তীর্ণতয়া নিম্নতয়া চ কুট্টিমস্থানাং সুষ্ঠু দৃষ্টিসঙ্গতঃ সন্ বিভ্রাজতে স্ম। শ্রীভ্রাজং গোলোকসম্রাজমভিমুখীকৃত্য তয়োঃ কুট্টিমযোর্ম্মধ্যস্থৌ পুটিতাগ্রহস্তৌ তৌ সূতসুতৌ তু সহ সহায়মুত্থানযুতৌ বর্ত্তেতে স্ম। যয়োশ্চ সব্যাপসব্যতঃ সর্ব্বে ব্রজস্থাঃ সূতাদিষু স্ফুরদর্হদবস্থাবিশিষ্টমুপবিষ্টা বিস্তীর্ণতাসাঙ্গপ্রাঙ্গণেতু পরে শিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

আবলিং শ্রেণীং। অবাচীকুট্টিমগতা দক্ষিণদিক্কুট্টিমগতাঃ। সব্যাপসব্যতো বামদক্ষিণপার্শ্বে স্ফুরদর্হদবস্থাবিশিষ্টং স্ফুরন্তী যা অর্হদবস্থা পূজা তয়া বিশিষ্টং যথা স্যাৎ। পরে শিষ্টা অন্যে সাধুজনাঃ। পরিশিষ্টা ইতি পাঠে তাদৃশভক্তিনিষ্ঠয়া তং লোকং প্রাপ্তাঃ ॥ ৫ ॥

আছেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী কুট্টিমতটস্থিত ভিত্তির নিকটে সংলগ্ন অথচ পূর্ব্বমুখে বিদ্যমান সুখদায়িনী শ্রেণী আছে. তাহাতে পরমহিতৈষী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতগণ সম্যক্রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তথায় কতিপয় মহাবলপরাক্রান্ত আভীরবীর গোপ দক্ষিণদিকের কুট্টিমে উপবেশন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥

তৎপরে সেই কুট্টিমদ্বয়ের মধ্যভাগ প্রাঙ্গণ হইতে ক্রমে উন্নত হইয়া স্বয়ং বিস্তীর্ণরূপে ও নিম্নভাবে উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল অর্থাৎ সকলের উপবেশনের অবশিষ্ট সম্মুখবর্ত্তী স্থানটী ঢালুভাবে পড়িয়া রহিল। ঐশ্বর্য্যশালী গোলোকসম্রাট্‌কে সম্মুখীন করিয়া কুট্টিমদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত দুইটী সূতকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্প্রদায় সহকারে উঠিয়া দণ্ডায়মান রহিল। যে কুট্টিমদ্বয়ের দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে সমস্ত ব্রজবাসিগণ সূতপ্রভৃতি সকল লোকের উপর পূজা বা

ইতি স্থিতে—

সর্ব্বস্মাদুচ্চমানে মণিজনিতমহাসিংহপীঠে নিবিষ্টঃ
সাধ্বিষ্টঃ সৎপ্রকীর্ণাদ্যুপবলিতকরৈর্ভ্রাতৃমধ্যং প্রবিষ্টঃ ।
দৃষ্টিং পীযূষবৃষ্টিং বিনিদধদসকৃৎ কৃষ্ণবক্ত্রে সতৃষ্ণং
শ্রীমান্ গোলোকরাজঃ স সদসি দদৃশে রাজমানঃ প্রজাভিঃ॥৬
শ্রীশুভ্রাসনতূলিকোপরিমিলৎকায়াধরাংশো মনা-
গালম্বাদুপধানচন্দ্রবলয়স্যেষত্তিরোবর্ত্তনঃ ।
ধিন্বন্ সস্মিতয়া দৃশা পরিষদং শ্রীরামদামাদিমান্
শ্রীকৃষ্ণঃ সময়াত্র সাম্প্রতমপি প্রত্যক্ষবল্লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

তত্র শ্রীব্রজরাজস্য উপবেশশোভে বর্ণয়তি সর্ব্বস্মাদিতিপদ্যেন । সদিতি পুষ্পস্বর্ণাদি তেন যুক্তকরৈর্জনৈঃ ॥ ৬ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি শ্রীশুভ্রেতিপদ্যেন । আলম্বাদবলম্বাৎ । ধিন্বন্ প্রীণয়ন্ । অত্র দেশে ॥ ৭ ॥

সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্ট ব্যক্তিগণ বিস্তারপূর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ৫ ॥

এইরূপ উপবেশনপরিপাটী ঘটনার পর, সেই শ্রীমান্ গোলোকরাজ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বহুমূল্য মণিখচিত প্রশস্ত সিংহাসনে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়াছিলেন । ব্রজরাজ স্বর্ণ পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যধারী জনগণ দ্বারা সাধুবাক্যে আহূত ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সতৃষ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের বদনে অবিরত সুধাবৃষ্টিস্বরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন । এইরূপে তিনি যখন সভামধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন প্রজাগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শোভমান শুভ্রবর্ণ আসনতূলিকার অর্থাৎ তোষকের উপর যাঁহার শরীরের অধরাংশ (চরণ অবধি কটিপর্য্যন্ত) মিলিত হইয়াছে এবং ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত উপধান চন্দ্রবলয় অর্থাৎ গোলাকৃতি বালিশের ঈষৎ আলম্বন হেতু সস্মিতনয়নে পরিষদ্‌কে প্রীতিযুক্ত করিতেছেন । শ্রীরাম ও দামাদি বালকসমন্বিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে এই সভামধ্যে আমি এখনও যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতেছি ॥ ৭ ॥

তত্র চ তস্য বর্ণাদিকমেবং বর্ণ্যতে—

শ্যামে শ্যামদশামবাপ সহসা * শোণেঽথ শোণচ্ছবিং
পীতে পীতরুচিং তথা বহুবিধদ্যোতে বিচিত্রদ্যুতিং।
ইত্যঙ্গাদিরুচা হরের্জনদৃশাং বীথির্গতা তৎক্ষণা-
ন্নানারূপগতীর্নটানুপজহাসেব স্মিতব্যঙ্গতঃ॥ ৮॥

কিঞ্চ—

চন্দ্রোঽহয়ং শ্যাম এষ প্রথমজলধরঃ কান্তিভির্বিশ্বদীপো
ভ্রাজন্তে † বিদ্যুতোঽস্মিন্ন ন সপদি জহত্যাত্মসত্তামমূস্তু।

শ্যামে কৃষ্ণবর্ণে। শোণে নেত্রোষ্ঠাদৌ। পীতে পীতপট্টে। স্মিতব্যঙ্গতঃ মন্দহাস্যপ্রকাশনেন॥৮॥

তস্য রূপনিরূপণে কবীনাং বিরুদ্ধবাগ্মিতাং বর্ণয়তি চন্দ্রোঽহয়মিতিপদ্যেন। বিদ্যুতঃ পীত-বস্ত্রাণি। অমূর্বিদ্যুতঃ। অস্মিন্ কৃষ্ণে। আত্মসত্তাং তাদৃক্প্রকাশতাং সপদি ন জহতি ইতি ন

সেই সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি-প্রভৃতি এইরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। যথা—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণে সহসা শ্যামদশা, রক্তবর্ণ নেত্র ও ওষ্ঠে রক্তকান্তি, পীত-বসনে পীতশোভা এবং বহুবিধ কান্তিতে বিচিত্র দ্যুতি ঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভাদ্বারা জনসকলের দৃষ্টিপঙ্ক্তি তৎক্ষণাৎ নানাবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া মৃদুমধুর হাস্যচ্ছলে নটদিগকে যেন উপহাস করিতেছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের বিবিধকান্তিতে দর্শকজনগণের দৃষ্টি পতিত হইয়া চঞ্চল বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা নটদিগকে উপহাস করিতেই নেত্রভঙ্গী করিতেছে॥ ৮॥

অপিচ। এই কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামবর্ণ প্রথম জলধর স্বরূপ, ইনি কান্তিসমূহ দ্বারা বিশ্বের দীপ অর্থাৎ প্রকাশক হইয়াছেন। ইহাঁর উপরে বিদ্যুন্মালা অর্থাৎ পীতবস্ত্রের শোভা বিরাজ করিতেছে, ঐ সকল বিদ্যুন্মালা সহসা আত্মসত্তাকে (আত্মপ্রকাশকে) কি ত্যাগ করিতেছে না? অর্থাৎ আত্মসত্তাকে ত্যাগ

* সহসেত্যাদিস্থলে সদৃশেতি। শোণে তথা শোণতাং। তথা দ্বিতীয়তৃতীয়পাদাবপি বৃন্দাবনপুস্তকে এবং দৃশ্যেতে। যথা—পীতে রোচিষি পীতধাম বিবিধে বৈবিধ্যমাগাদিতি। অঙ্গোপাঙ্গরুচা হরের্জনদৃশাং বীথিগতা তৎক্ষণাৎ। ইতি।

† শোভন্তে বিদ্যুতস্তা ইহ সপদি জহত্যাত্মসত্তামমূস্তু।

নক্ষত্রাণীহ লীনান্যপি বত কুমতে নো নভঃ সা সভাসা-
বিত্যন্যোন্যং বিনোদাদ্বিবদনমুদভূত্তত্র শশ্বৎ কবীনাং ॥ ৯ ॥

তত্রৈব কস্যচিদন্যস্য কবিতা* —

উপরি মধুকরাবলী তদীয়ং, তলমনু সস্মিতনীলবারিজাতং ।
তদনু রবিসুতাচ্ছবারিপূরঃ,স্ফুরতি সখে কিমিয়ং সভা নবাস্তি ॥ ১০

অথাত্মস্থানে যুক্তঃ শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং প্রযুক্তঃ প্রসিদ্ধনামা

অপিতু জহত্যেব। নক্ষত্রাণি মুক্তাহারচন্দ্রনালকাদীনি। নভ আকাশং। বিনোদাৎ পরিহাসাৎ। বিবদনং কলহঃ ॥ ৯ ॥

অনিরূপ্যং তদ্রূপং পুনরুৎপ্রেক্ষালঙ্কারেণ বর্ণয়তি উপরীতিপদ্যেন। মধুকরাবলী কুন্তলশ্রেণী তস্যাঃ সচঞ্চলনমনু সস্মিতনীলবারিজাতং স্মিতহাসযুক্তং মুখং। রবিসুতেতি যমুনা। অচ্ছঃ নিৰ্ম্মলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ। নবা নূতনা ॥ ১০ ॥

অধুনা সভান্তর্গতরহস্যস্থানে শ্রীব্রজরাজ্ঞীপ্রভৃতীনাং প্রবেশং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিগদ্যেন। আত্মস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপে।

করিতেছে এবং ইহাতে নক্ষত্রগণ (মুক্তাহারস্থিত চন্দ্র ও গুচ্ছাদিও) লীন হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অন্য কোন ব্যক্তি বলিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! রে নির্ব্বোধ! ইহা আকাশমণ্ডল নহে, কিন্তু ইহা সেই সভা, এইরূপে পরস্পরের পরিহাস হেতু তথায় কবিগণের নিরন্তর কলহ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

সেই সভাস্থলেই অন্য কোন ব্যক্তির কবিতা যথা—যাহার উপরিভাগে মধুকরশ্রেণী এবং ঐ মধুকরশ্রেণীর নীচে সস্মিত অর্থাৎ ঈষৎ বিকসিত নীলবর্ণ পদ্ম এবং তৎপশ্চাৎ রবিসুতা যমুনার নির্ম্মল জলসমূহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে. হে সখে! এই কি সেই নূতন সভা ?

অর্থান্তর। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কুটিল কুন্তলরাশি, তাহার নিম্নদেশে সস্মিত নীলকমলসদৃশ মুখ এবং তৎপরে রবিসুতা যমুনার নির্ম্মল জলসমূহের ন্যায় তদীয় কান্তি। আহা! কি অদ্ভুতরূপ ? ॥ ১০ ॥

সভার অন্তর্গত অথচ নির্জ্জনস্থানে শ্রীব্রজরাজ্ঞীদিগের প্রবেশ বর্ণিত হইতেছে। অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত

* তত্রৈবেত্যাদৌ, সভাকারং শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরং বর্ণযতি। ইতি আনন্দপুস্তকপাঠঃ।

শ্রীদামা শ্রীরাজং ব্রজরাজমাবেদ্য স সদ্যঃ পুরমধ্যমাসাদ্য কৃতী শ্রীব্রজরাজরাজ্ঞীপ্রভৃতীর্ব্বহিঃকুট্টিমাৎ কিঞ্চিদুন্নতকুট্টিমমনু মর্য্যাদাপর্য্যাপণস্য দলপ্রায়-দলতাবলনস্য গরুড়মণিকুড্যবর্য্যস্য নিবিষ্টজননেত্রাধস্তনভাগং তনুপ্রমাণমংশমংশমপ্যতিচর্য্য স্ফুট-মুপর্য্যুপরি ঘটিতগাত্রং লব্ধসন্নিকৃষ্টিদৃষ্টিবিসৃষ্টিমাত্রপাত্রং শ্রেণি-তয়ালঙ্কৃতমনেকনীরন্ধ্রজালরন্ধ্রজালং সময়া সমানীয় প্রতীহারং সপ্রতীহারং প্রণীয় দৃগ্‌ভঙ্গিকলয়া তাসামন্তঃসভাসঙ্গিতামভিনীয় পুনস্তয়োরবিপ্রকৃষ্ট এবোপবিষ্টঃ ॥ ১১ ॥

মর্য্যাদাপর্য্যাপণস্য মর্য্যাদায়াঃ পর্য্যাপণং বিস্তারো যত্র তস্য। দলপ্রায়েতি। পদ্মপত্রপ্রায় ইব দলতাবলনং ঘনতাকথনং যস্য। তনুপ্রমাণমল্পং। অতিচর্য্য অতিক্রম্য। গাত্রমাকারঃ। লব্ধসন্নিকৃষ্টিরিতি। লব্ধা যা সন্নিকৃষ্টিঃ সন্নিকর্ষস্তস্মিন্। দৃষ্টের্যা বিসৃষ্টির্নিক্ষেপস্তন্মাত্রপাত্রং। সময়া কালে। প্রতীহারং দ্বারং। সপ্রতীহারং দ্বারপালসহিতং। অভিনীয় প্রাপয্য। তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ অবিপ্রকৃষ্টে নিকটে ॥ ১১ ॥

খ্যাতনামা কৃতী শ্রীদাম সমৃদ্ধিশালী শ্রীব্রজরাজকে আবেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিস্তীর্ণমর্য্যাদাযুক্ত অর্থাৎ বিস্তীর্ণপ্রান্ত এবং পদ্মপত্রতুল্য ঘনসমবেত ও মরকতমণিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ভিত্তির প্রত্যেক অল্পাংশ স্থান অতিক্রম করিলেন। এই অংশের উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের নেত্রের অধোভাগ পর্য্যন্ত হইয়াছিল অর্থাৎ সকলে অর্দ্ধনেত্রে দেখিতেছেন। ইহা অতিক্রমের পর বহিঃ-কুট্টিম হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত কুট্টিম লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ কুট্টিমের অবয়ব সকল স্পষ্টভাবে উপর্য্যুপরি ঘটিত হইয়াছিল, যাহার নিকটে গমন করিলে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকা যায় না এবং যাহা শ্রেণীভাবে পর পর বিরাজিত। ঐ কুট্টিমে ঘনসন্নিবিষ্ট গবাক্ষজাল ছিল। উল্লিখিত কুট্টিমের নিকটে শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবীকে আনয়ন করিয়া কুট্টিমের দ্বারে দ্বারপাল নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে ভ্রূকুটিরচনাদ্বারা তাঁহাদিগের সভামধ্যে নিজের সমাগম ভাব প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার রামকৃষ্ণের নিকটে গিয়াই উপবেশন করিলেন ॥ ১১

যত্র শ্রীমতাং মিত্রাণাং সঙ্গতো মধুমঙ্গলোঽপি রঙ্গ ইব তত্তৎ-প্রসঙ্গেন নর্ম্মভঙ্গিভিঃ শর্ম্ম দাতুমঙ্গীকুর্ব্বন্নিব নিবিবিশে ॥ ১২ ॥

তত্র শ্রীব্রজরাজরাজ্ঞী যথা—

মণিময়বরপীঠে যাতৃমুখ্যান্তরালে
নবতনয়বধূভিঃ * সেবিতারাৎপ্রদেশা ।
সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবন্তী
সুত-সুচরিতভৃষ্ণক্ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজীৎ ॥ ১৩ ॥

অথ রাজ্ঞা ব্রজস্য মধুরমাজ্ঞাপ্যতে স্ম । অয়ে মধুকণ্ঠস্নিগ্ধ-কণ্ঠৌ বয়মুৎকণ্ঠিতাঃ স্মস্ততঃ কিঞ্চিদুট্টঙ্ক্যতাং ॥ ১৪ ॥

তত্র চ মধুমঙ্গলস্য প্রবেশং বর্ণয়তি যত্রেত্যাদিগদ্যেন । রঙ্গে ইব নাট্যে ইব ॥ ১২ ॥

তত্র চ ব্রজরাজ্ঞীপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিগদ্যেন পদ্যেন চ । যাতৃমুখ্যান্তরালে পতিভ্রাতৃপত্নীনাং মধ্যে । সেবিতারাৎ প্রদেশা-সেবিত আরাৎ নিকটবর্ত্তী প্রদেশো যস্যাঃ সা । সা ব্রজরাজ্ঞী ॥ ১৩ ॥

ততস্তদানীং কথাপ্রসঞ্জনায় ব্রজরাজো যথাদিশৎ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১৪ ॥

সেই বহিঃস্থিত সভামধ্যে শ্রীমান সহচরগণ মিলিত হইলে মধুমঙ্গলও রঙ্গ-ভূমিতে যেমন কৌতুক করিয়া থাকেন এখানেও তত্তদ্বিষয়ের পসঙ্গে কৌতুক-ভঙ্গীদ্বারা আনন্দদান করিতে অঙ্গীকার করিবার জন্যই যেন প্রবেশ করিলেন ॥১২

সেই সভামধ্যে ব্রজরাজরাজ্ঞী যথা—ব্রজরাজমহিষী যশোদা মণিময় উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক যাতা অর্থাৎ পতির ভ্রাতৃপত্নীগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তৎকালে তনয়দিগের নববধূগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করিতেছিল । তিনি গবাক্ষ হইতে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন এবং পুত্রের অপূর্ব্ব চরিত্রের প্রতি তাঁহার মনোভাব দ্রবীভূত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ মধুরভাবে আজ্ঞা করিলেন, অয়ে মধুকণ্ঠ ! ও স্নিগ্ধকণ্ঠ ! আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তোমরা দুইজনে কোন এক বিষয়ের উল্লেখ কর ॥ ১৪ ॥

---

* তনয়-নববধূভিরিতি গৌরবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

তৌ চ সাঞ্জলী ব্যানঞ্জতুঃ। দেব! কিং প্রক্রমিতব্যমবলম্ব্য সংবদাবহে।

ব্রজরাজ উবাচ। ভবন্তৌ সর্ব্ববিজ্ঞাবিতি বিজ্ঞাপনায়াস্মদীয়-কথাভিরেবাস্মান্ বিস্মায়য়েতাং।

তাবূচতুঃ। যথা শিষ্টিঃ শিষ্টাগ্রণীচরণানাং, কিন্তু সাবয়োরাবয়োরেকতরঃ সমাজ্ঞাপ্যতাং যথান্যতরঃ শ্রোতা ভবতি।

ব্রজরাজ উবাচ। দিনমেকমেকমন্তরা প্রত্যেকমপি তত্তদ্রূপতামাপ্নোতু! প্রক্রান্তা পুনর্জ্যায়ানেব জ্যায়ান্ বিধীয়তে॥ ১৫

তদা চ ব্রজরাজেন সহ তয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি তৌ চেত্যাদিগদ্যেন। শিষ্টিঃ আজ্ঞা। সাবয়োঃ সজ্ঞানয়োঃ। অব ধাতোর্গত্যর্থত্বাৎ। শাবয়োরিতি পাঠে বালয়োরিত্যর্থঃ। তথাপি জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োর্ম্মধ্যে অগ্রে কো বক্তা ভবিষ্যতি তত্র জ্যেষ্ঠং নির্দ্ধারয়তি প্রক্রান্তেতি। পদমেতৎ তৃচ্‌প্রত্যয়ান্তং। বয়ঃক্রমেণ জনিতা জ্যায়ান্ বৃদ্ধঃ স কথকতায়াং শ্রেষ্ঠো বিধীয়তে॥ ১৫

তাহারা দুইজনে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! কোন আরভ্যমাণ বিষয় অবলম্বন করিয়া কথোপকথন করিব? ব্রজরাজ কহিলেন, তোমরা উভয়েই সর্ব্বজ্ঞ, আমাদেরই কথাদ্বারা আমাদিগকে বিস্মিত করিতে পার, ইহাতে তোমাদের সর্ব্বজ্ঞতাও প্রকাশ পাইবে।

তাঁহারা দুইজনে বলিলেন, শিষ্টগণের যেরূপ আজ্ঞা, কিন্তু যদিও আমরা উভয়ে জ্ঞানবান্ তথাপি আমাদের দুইজনের মধ্যে আপনি একজনকে আজ্ঞা করুন, তাহা হইলে অন্য একজন শ্রোতা হইতে পারে॥

ব্রজরাজ কহিলেন। এক এক দিন অন্তরে প্রত্যেকেই সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করুক। অর্থাৎ এক দিন যে বক্তা, পর দিন সেই শ্রোতা, তৎপর দিন সেই শ্রোতাই বক্তা হউক। কিন্তু আরম্ভকর্ত্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই তাহাকে কথকতাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে॥ ১৫॥

ততশ্চ ধৃতোৎকণ্ঠঃ সপদি মধুকণ্ঠঃ কৃতাঞ্জলিতয়া নান্দীং পঠন্নখিলমানন্দয়তি স্ম ॥ ১৬ ॥

নান্দী ।

যথা—

শ্রীমান্ যো ভগবান্ স্বয়ং বিজয়তে ব্রহ্মা সুরর্ষির্ম্মহান্
ব্যাসস্তৎপ্রভবঃ পরীক্ষিদপি যাবুগ্রশ্রবঃশৌনকৌ ।
শ্রীমদ্ভাগবতপ্রথাপ্রথয়িনস্তান্ বিশ্বনিস্তারিণঃ
শ্রীগোষ্ঠস্য মহিষ্ঠতাং প্রথয়িতুং কম্রান্নমস্কুর্ম্মহে ॥ ১৭ ॥

তদেবং কথাকথনে কথকশ্রেষ্ঠনীত্যনুসারেণ নির্দ্ধারিতে জ্যায়ান মধুকণ্ঠো যথাচচার তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১৬ ॥

নান্দীপঠনে শ্রীভাগবতপ্রবর্ত্তকান শ্রীভগবদাদীন সংক্ষেপে প্রণামাহান্ যথা প্রণনাম তদ্বর্ণয়তি শ্রীমানিত্যাদিপদ্যেন । তৎপ্রভবঃ শ্রীশুকঃ । উগ্রশ্রবাঃ রোমহর্ষণপুত্রঃ শ্রীভাগবতবক্তা । প্রথা খ্যাতিঃ রীতিশ্চ । কম্রান রমণীয়ান ॥ ১৭ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি হওত নান্দীপাঠ পূর্ব্বক সমস্ত ব্যক্তিকে আনন্দিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

নান্দী অর্থাৎ নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ যথা -

যে শ্রীমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তথা ব্রহ্মা, দেবর্ষি-নারদ, মহর্ষি বেদব্যাস, তদীয়-পুত্র শুকদেব, পরীক্ষিৎ, উগ্রশ্রবাঃ অর্থাৎ রোমহর্ষণের পুত্র এবং শৌনক ঋষি, উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন । ইহাঁরা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের রীতিনীতির বিস্তারকর্ত্তা ও বিশ্বের নিস্তারকারক এবং শ্রীগোষ্ঠের মহত্ত্ব বিস্তার করিতে একান্তপ্রার্থী হইয়াছেন, সুতরাং এই সকল মনোহর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাদিকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

ততশ্চ,—পশ্চাদল্পং তালযুগ্মং গৃহীত্বা
গায়ন্তৌ দ্বৌ পার্শ্বয়োর্মন্ত্রবিজ্ঞৌ।
শ্রোতা ভ্রাতা যস্য সব্যেতরাগ্রে
সোঽয়ং বক্তা সর্ব্বমুচ্চৈর্দিধিন্ব।

ইতি প্রকারে লব্ধসারে পুনর্ম্মধুকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠং গায়ন্নৃত্যন্‌ তত্তদ্ভাবাভিনয়ং প্রণয়ন্‌ কথামভ্যাদদে॥ ১৮॥

অথ কথারম্ভঃ॥

যথা,—অথ সর্ব্বশ্রুতিপুরাণাদিকৃতপ্রশংসস্য বৃষ্ণিবংশস্য বতংসঃ শ্রীদেবমীঢ়নামা পরমগুণধামা মধুরামধ্যাসামাস। তস্য চ

অধুনা কথাবাচনে পরিপাটীং বর্ণয়তি ততশ্চ পশ্চাদিত্যাদিপদ্যেন। মন্ত্রৈর্মন্ত্রণা; তথা; মন্ত্রঃ পুংস্যপরাধেঽপি মনুষ্যেঽপি প্রজাপতৌ। ইতি মেদিনী। প্রজাপতৌ মন্ত্রণায়াং ক্লীবমিতি মন্ত্র ইতি পাঠে মন্ত্রঃ পুমান মতঃ। গম্ভীরশব্দে শব্দে চ বাদ্যভেদে চ মন্ত্রণে। ইতি। রত্নচূড়সুমতী দিধিন্ব প্রীণয়ামাস। অভিনয়ন্‌ হস্তচালনাদিপ্রকাশনং কুর্ব্বন। অভ্যাদদে আরব্ধবান্‌॥ ১৮॥

ততো লব্ধানন্দো মধুকণ্ঠো যাং কথামারব্ধবান্‌ তাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিনা। গদ্যেন বতংসঃ শ্রেষ্ঠঃ। মধুরাং মথুরাং।

তদনন্তর যাহার পশ্চাৎ পার্শ্বদ্বয়ে দুই মন্ত্রণাবিজ্ঞ রত্নচূড় ও সুমতি দুইটি ছোট তালে গান করিতে লাগিলেন এবং যাহার দক্ষিণভাগের অগ্রে ভ্রাতা স্নিগ্ধকণ্ঠ শ্রোতা হইয়াছেন, সেই মধুকণ্ঠ বক্তা হইয়া সকলকে উচ্চরূপে প্রীতিসম্পন্ন করিলেন॥

এইরূপে সকল বিষয়ে উৎকর্ষলাভ হইলে পুনর্ব্বার মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠাসহকারে গান, নৃত্য ও তত্তৎভাব অভিনয় করত সকলকে প্রীতিযুক্ত করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন॥ ১৮॥

অথ কথারম্ভ যথা—

অথ। সমস্ত শ্রুতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে যাঁহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৃষ্ণি অর্থাৎ যদুবংশের শ্রেষ্ঠ ও পরম গুণের আস্পদস্বরূপ শ্রীদেবমীঢ়নামক ব্যক্তি মথুরাদেশে বাস করিতেন। সেই ক্ষত্রিয়শিরোমণির দুইটী ভার্য্যা ছিল

আর্য্যাণাং শিরোমণের্ভার্য্যাদ্বয়মাসীৎ। প্রথমা দ্বিতীয়বর্ণা, দ্বিতীয়া তৃতীয়বর্ণেতি। তয়োশ্চ ক্রমেণ যথাবদাহ্বয়ং পুত্রদ্বয়ং প্রথমং বভূব, শূরঃ পর্জ্জন্য ইতি। তত্র শূরস্য বসুদেবাদয়ঃ সমুদয়ন্তি স্ম। শ্রীমান্ পর্জ্জন্যস্তু "মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করঃ" ইতি ন্যায়েন বৈশ্যতামেবাবিশ্য গবামেবৈশ্যং বশ্যং চকার বৃহদ্বন এবচ বাসমাচচার। স চায়ং বাল্যাদেব ব্রাহ্মণদর্শং পূজয়তি, মনোরথপূরং দেয়ানি বর্ষতি, বৈষ্ণববেদং স্নিহ্যতি, যাবদ্বেদং ব্যবহরতি, যাবজ্জীবং হরিমর্চ্চয়তি স্ম। তস্য মাতুর্ব্বংশশ্চ ব্যাপ্তসর্ব্বদিশাং বিশাং বতংসতয়া পরং শংসনীয়ঃ, আভীরবিশেষতয়া সদ্ভিরুদীরণাদেষ হি বিশেষং ভজতে স্ম ॥ ১৯ ॥

আর্য্যাণাং ক্ষত্রিয়াণাং। দ্বিতীয়বর্ণা ক্ষত্রিয়া, তৃতীয়বর্ণা বৈশ্যা। বশ্যং চকার অথাজ্জগ্রাহ। ব্রাহ্মণদর্শং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা। দেয়ানি গোস্বর্ণাদীনি। বৈষ্ণববেদং বৈষ্ণবং বিদিত্বা বিদিত্বা যাবদ্বেদং। বিদ্‌ল লাভে ধাতুঃ ॥ ১৯ ॥

তাহার মধ্যে প্রথমা পত্নী দ্বিতীয়বর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া এবং দ্বিতীয়া পত্নী তৃতীয়বর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যা। ঐ পত্নীদ্বয়ের যথাক্রমে যথাযোগ্য দুইটী পুত্র হইয়াছিল। একের নাম শূর এবং দ্বিতীয়ের নাম পর্জ্জন্য। তন্মধ্যে শূর হইতে শ্রীবসুদেবাদি উৎপন্ন হয়েন. কিন্তু শ্রীমান্ পর্জ্জন্য "মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করঃ" এই ন্যায়হেতু বৈশ্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোগণের আধিপত্য অধিকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ বহুতর গো-প্রতিপালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বৃহদ্বন অর্থাৎ মহাবনেই তিনি বাস করেন। ঐ পর্জ্জন্য বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগকে দর্শনমাত্র পূজা করিতেন ও মনোরথ পূর্ণ করিয়া দেয় বস্তুসকল তাঁহাদিগকে দান করিতেন. বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদিগের উপর স্নেহ করিতেন. যতটুকু লাভ করিতে পারাযায় সেই পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন এবং যাবজ্জীবন হরিপূজা করিতেন। তাঁহার মাতার বংশও সকলদিকে সমস্ত বৈশ্যজাতির ভূষণস্বরূপ হইয়া পরম প্রশংসনীয়। পণ্ডিতগণ ইহাঁর মাতৃবংশকে আভীরবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাহাতেই এই মাতৃবংশ কিঞ্চিৎ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

তথাচ মনুঃ । ১০ । ১৫ ।

"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে ।

আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ ॥" ইতি ॥

"অম্বষ্ঠস্তু বিশঃ পুত্র্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাত উচ্যতে ।" ইতি চান্যত্র । অতঃ পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডাদৌ যজ্ঞং কুর্বতা ব্রহ্মণাপ্যাভীরপর্য্যায়-গোপকন্যায়াঃ পত্নীত্বেন স্বীকারঃ প্রসিদ্ধঃ । এষ এব চ গোপ-বংশঃ শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং সম্বলনমাপ্স্যতীতি সৃষ্টিখণ্ড এব তত্র স্পষ্টী-কৃতমস্তি । তস্মাৎ পরমশংসনীয় এবাসৌ বৈশ্যান্তঃপাতি-মহা-ভীরদ্বিজবংশ ইতি ॥ ২০ ॥

তস্য সন্তিরুদ্ধারণং মনুবাক্যং পুরাণবাক্যঞ্চ প্রমাণয়তি তথা চেত্যাদিনা । "ব্রাহ্মণাদিতি ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়ামুৎপন্না উগ্রা উগ্রা, চাসৌ কন্যা চেতি উগ্রকন্যা তস্যাং ব্রাহ্মণাদাবৃতনামা জায়তে । ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপন্না অম্বষ্ঠা তস্যাং ব্রাহ্মণাদাভীরাখ্যো জায়তে । শূদ্রেণ বৈশ্যায়ামুৎপন্না আয়োগবী তস্যাং ব্রাহ্মণাৎ ধিগ্বণো জায়তে ।" ইতি কল্লুকভট্টকৃতা মনুটীকা । অম্বষ্ঠকন্যায়ামিত্যুক্তং । তত্রাপেক্ষ্যান্তরাদম্বষ্ঠং লক্ষয়তি অম্বষ্ঠস্তু অম্বষ্ঠ ইতি । সম্বলনং মিলনং ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যথা—ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাজাতা উগ্রা (মনু ১০।৯। ব্রাহ্মণের ঔরসে উক্ত উগ্রকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম (১০।৮)। সেই অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে আভীর জাতির জন্ম হয়। শূদ্রদ্বারা বৈশ্যাতে আয়োগবীর উৎপত্তি (১০।১২)। সেই আয়োগবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে ধিগ্বণের জন্ম। অন্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশ্যের কন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম অম্বষ্ঠ। অতএব পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডের প্রথমে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ করেন, তিনিও তখন আভীরপর্য্যায় গোপ-কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এই গোপবংশই শ্রীকৃষ্ণলীলাতে মিলনপ্রাপ্ত হইবে। ইহাও সেই সৃষ্টিখণ্ডেই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণেই বৈশ্যের অন্তঃপাতী মহাভীর জাতি দ্বিজবংশ হইয়াছে, সুতরাং এই বংশ পরম প্রশংসনীয় ॥ ২০ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠেন চান্তশ্চিন্তিতং । এবমপি কেচিদহো এষাং দ্বিজতায়াং * সন্দেহমপি দেহয়িষ্যন্তি । যে খলু শ্রীমদ্ভাগবতে "কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং" ইতি গর্গং প্রতি ব্রজরাজবচনে "বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ" ইত্যারভ্য—

"কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে ।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশং" ।

ইতি ব্রজরাজং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনে, তথৈব, "অগ্ন্যর্কাতিথি-গো-বিপ্র—" ইতি শ্রীশুককৃত-গোপাবাসবর্ণনে ব্যতিরেকতস্তু ধর্ম্মরাজচরতায়ামপি বিদুরস্য শূদ্রাগর্ভোদ্ভবতয়ান্যথা ব্যবহার-শ্রবণেঽপ্যধিকং বধিরায়িষ্যন্ত ইতি ॥ ২১ ॥

তদেবং শ্রুতবতাং সভাসদাং ভাবং বিভাব্য সন্দিহানঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ যথাচিন্তয়ত্তদ্বর্ণয়তি অত্রেত্যাদিগদ্যেন । অহো বিস্ময়ে । দেহয়িষ্যন্তি উপচয়ং করিষ্যন্তি । দিহ উপচয়ে ধাতুঃ । ধর্ম্মরাজচরতায়াং । চরট্ প্রাগ্ভূতে ইতি চরট্ । পূর্ব্বং যো যম আসীত্তদ্ভাবতায়াং অন্যথা জ্ঞানোপদেশব্যবহারশ্রুতৌ বধিরায়িষ্যন্তে শ্রবণহীনা ইব আচরিষ্যন্তে ॥ ২১ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । আঃ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ ইহাঁদের দ্বিজত্ববিষয়ে সন্দেহ বৃদ্ধি করিবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে গর্গের প্রতি নন্দরাজের উক্তি আছে যে, "আপনি দ্বিজাতিসংস্কার করুন ।" "বৈশ্য বার্ত্তাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ।" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, "কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং চতুর্থ কুসীদ, বৈশ্যের এই চারিপ্রকার বৃত্তি । তন্মধ্যে আমরা নিরন্তর গোবৃত্তিদ্বারা জীবনরক্ষা করিয়া থাকি ।" এই রূপ ব্রজরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে, তথা শ্রীশুকদেবকৃত গোপাবাসের বর্ণনপ্রসঙ্গে "সূর্য্য, অগ্নি, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি" এবং ইহা ব্যতিরেকেও পূর্ব্বজন্মে যিনি ধর্ম্মরাজ যম ছিলেন সেই বিদুর শূদ্রাগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াও অন্যথা ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ

* দ্বিজতায়ামপি সন্দেহংদেহয়িষ্যন্তীতি পাঠান্তরং ।

অথ স্ফুটমূচে, ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। সচ শ্রীমান্ পর্জ্জন্যঃ সৌজন্যবর্য্যেণার্জ্জিতেন নিজৈশ্বর্য্যেণাপি বৈশ্যান্তরসাধারণ্যমতীয়ায়। তচ্চ নাশ্চর্য্যং, যতঃ স্বাশ্রিতদেশপালকতামান্যতয়া বদান্যতয়া ক্ষীরবৈভবপ্লাবিত-সর্ব্বজনতালব্ধপ্রাধান্যতয়া চ পর্জ্জন্যসামান্যতামাপ। যঃ খলু প্রহ্লাদঃ শ্রবসি, ধ্রুবঃ প্রতিশ্রুতি, পৃথুর্মহিমনি, ভীষ্মো দুর্হৃদি, শঙ্করঃ সুহৃদি, স্বয়ম্ভূর্গরিমণি, হরিস্তেজসি বভূব। যস্য চ সর্ব্বৈরপি কৃতগুণনেন গুণগণেন বশিতাঃ সহস্রসংখ্যাভিরপ্যনব-

---

তং সন্দেহং নিরাকর্ত্তুং স্পষ্টং পৃষ্টবান্ ইতি বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন ॥ ২২ ॥

মধুকণ্ঠস্তু তং সন্দেহং খণ্ডয়িতুং যদকথয়ৎ তং বর্ণয়তি সচেত্যাদিগদ্যেন। ক্ষীরেতি। ক্ষীরং দুগ্ধং জলঞ্চ। পর্জ্জন্যসামান্যতাং মেঘতুলনাং। প্রতিশ্রুতি ভাবে ক্বিপ্ প্রতিধ্বনৌ। ধ্রুবপ্রতিমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। দুর্হৃদি দুশ্চিত্তজনে। কৃতগুণনেন কৃতাভ্যাসেন। যদ্বা। কৃতং গুণনং পূরণং যস্য

জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা লোকোদ্ধাররূপ ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেন। উক্ত সন্দেহকারিগণ বোধ হয় এই সকল ব্যাপারগুলিতে বধির হইবেন অর্থাৎ বিদুরের ব্রাহ্মণত্ব শুনিতে পাইবেন না ॥ ২১ ॥

অনন্তর স্পষ্টবাক্যে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ॥ ২২ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, সেই শ্রীমান পর্জ্জন্য উত্তম সৌজন্য এবং নিজের অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যদ্বারা অন্যান্য সাধারণ বৈশ্যজাতিকে যে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। দেখুন, তিনি নিজের আশ্রিত দেশকে পালন করাতে সকলের মান্য হইয়া, তথা দানশীলতা থাকাতে দুগ্ধসম্পত্তি দ্বারা সকল লোককে প্লাবিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওত মেঘসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। অপিচ, নিশ্চয় যিনি যশে প্রহ্লাদ, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুব অর্থাৎ ধ্রুবের প্রতিমূর্ত্তি, মহিমায় পৃথু, শত্রুর প্রতি ভীষ্ম, সুহৃজ্জনের প্রতি শঙ্কর, গৌরবে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং তেজে হরির তুল্য ছিলেন। অপিচ সকললোকেই যাঁহার গুণগণের অভ্যাস করিয়া থাকে, তাদৃশ তদীয়গুণে বশীভূত হইয়া সহস্রসংখ্যাধিক মাতামহ বংশজাত

সিতা মাতামহবংশপ্রভবাঃ সর্ব্বথা প্রভবন্তে গোপাঃ সোপাধ্যায়াঃ স্বয়মেব সমাশ্রিতা বভূবুঃ । তৎসম্বন্ধিবৃন্দানি চ বৃন্দশঃ । যং খলু শ্রীমদুগ্রসেনাগ্রীয়যদুসংসদগ্রণ্যস্তে সমগ্রগুণগরিমণ্যগ্রগণ্য-মবলোকয়ন্তঃ সকলগোপলোকরাজরাজতাসম্বলকেন তিলকেন সম্ভাবয়ামাসুঃ । যস্য চ প্রেয়সা সকলগুণবরীয়সী বরীয়সী নামাসীৎ । যস্য চ শ্রীমদুপনন্দাদয়ঃ পঞ্চ নন্দনা জগদেবানন্দয়ামাসুঃ । তথাচ, বন্দিনস্তস্য শ্লোকং শ্লোকতামানয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্যস্তু জলপর্জ্জন্যঃ সুখপর্জ্জন্য এষ তু ।
সদা যো ধিনুতে স্বষ্টৈরুপনন্দাদিভির্জনং ॥
পর্জ্জন্যঃ কৃষিবৃত্তীনাং * ভুবি লক্ষ্যো ব্যলক্ষ্যত ।
তদেতন্নাদ্ভুতং স্থূললক্ষ্যতাং যদসৌ গতঃ ॥ ২৪ ॥

তেন । সোপাধ্যায়াঃ পুরোহিতসহিতাঃ । অগ্রণ্যঃ মুখ্যাঃ । সম্বলকেন সম্বলকং সম্বরণং । শ্লোকং যশঃ । শ্লোকতাং পদ্যতাং । পদ্যে যশসি চ শ্লোক ইতি নানার্থবর্গঃ ॥ ২৩ ॥

ব্যতিরেকালঙ্কারেণ তস্য দানশৌণ্ডতাং বর্ণয়তি অন্যস্ত্বিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন । স্থূললক্ষ্যতাং দানশৌণ্ডতাং যৎ অসৌ গতঃ প্রাপ্তঃ । স্যাদ্বদান্যঃ স্থূললক্ষ্যঃ দানশৌণ্ডো বহুপ্রদে । ইত্যমরঃ । এতত্তু ন অদ্ভুতং ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী গোপগণ উপাধ্যায়ের সহিত স্বয়ংই যাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন । তৎসম্বন্ধীয় স্বজাতীয়গণও বহুসংখ্যক । নিশ্চয়ই যাঁহাকে শ্রীমান উগ্রসেন প্রভৃতি যদুসভার অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ সমগ্র গুণগৌরববিষয়ে অগ্রগণ্য দেখিয়া সমুহ গোপলোকের সুন্দর রাজত্বসূচক তিলকদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । যাঁহার প্রেয়সী সকল গুণে বরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা হওয়াতে তাঁহার "বরীয়সী" এই নাম সার্থক হইয়াছিল । যাঁহার শ্রীমান্ উপনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন পুত্র জগৎকেও আনন্দিত করিয়াছিলেন । অধিক কি স্তুতিপাঠকগণ তদীয় যশকে শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বর্ণন করিত ॥ ২৩ ॥

জলপর্জ্জন্য অন্য, কিন্তু ইনি সুখপর্জ্জন্য ছিলেন । কারণ, এই পর্জ্জন্য, নিজসৃষ্ট

* কৃষবৃত্তীনা ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ । তৎ দরিদ্রাণামিত্যর্থঃ ।

উপমান্তি চ—

উপনন্দাদয়শ্চৈতে পিতুঃ পঞ্চৈব মূর্ত্তয়ঃ।
যথানন্দময়স্যামী বেদান্তেষু প্রিয়াদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

উৎপ্রেক্ষন্তে চ—

উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ নন্দঃ সন্নন্দ-নন্দনৌ।
ইত্যাখ্যাঃ কুর্ব্বতা পিত্রা নন্দিরর্থান্ সুদণ্ডিতঃ ॥ ২৬ ॥

যথা পর্জন্যোঽদ্ভুতচরিতস্তথা তস্য পঞ্চ পুত্রা অপি। তান্ সদৃষ্টান্তং বর্ণয়তি উপনন্দেত্যাদি পদ্যেন। প্রিয়াদয় ইত্যত্রাদিপদেন মোদপ্রমোদানন্দাদয়ঃ। আনন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ ॥ ২৫ ॥

পঞ্চসু পুত্রেষু নন্দপদপ্রয়োগ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতকঃ। এতদর্থমুত্তরার্দ্ধমাহ ইত্যাখ্যা ইত্যাদি। সুদণ্ডিত ইতি। দণ্ডধাতুর্দ্বিকর্ম্মকঃ। তত্রেপ্সিততমং মুখ্যং কর্ম্ম তদুপযোগি তৎসম্বন্ধি বা কর্ম্ম গৌণং। দণ্ডের্বৃত্তিস্তু নিগ্রহো গ্রহণঞ্চ নন্দধাতোরর্থ আনন্দনং স তু ধর্ম্মবিশেষঃ, এষাং পঞ্চানাং মূর্ত্তিমত্ত্বেন ধর্ম্মিত্বাৎ। তদানন্দস্য নিগ্রহঃ অর্থানাং সুখদানাদীনাং গ্রহণং অতো নন্দিঃ সুদণ্ডিতঃ সুন্দরং বশীকৃতঃ। তস্য ধাতোরর্থান্ সুদণ্ডিতঃ স্বস্মিন্নেব স্থাপিতঃ সদানন্দঃ স্বস্মিন্নেব বর্ত্ততাং নান্যত্র ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। নন্দেরর্থঃ সুদণ্ডিতঃ ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ২৬ ॥

উপনন্দ প্রভৃতি পঞ্চপুত্র দ্বারা সর্ব্বদা সকল লোকের সুখ বিধান করিতেন, পরন্তু মেঘরূপী পর্জন্য কৃষিজীবিসকলের লক্ষ্য হইয়া ভূতলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অদ্ভূত নহে যে, এই পর্জন্যগোপ স্থূললক্ষ্যতা অর্থাৎ দানশৌণ্ডতা বা বহুদাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

বন্দিগণ পর্জন্যের এইরূপ উপমাও দিয়া থাকে যথা,—যেরূপ বেদান্তশাস্ত্রে আনন্দময় পরব্রহ্মের "প্রিয়, আমোদ, প্রমোদ, আনন্দ, ব্রহ্ম" এই পাঁচ মূর্ত্তি আছে, এইরূপ উপনন্দাদি পাঁচটীকে পিতা পর্জন্যের মূর্ত্তিবিশেষ জানিবে ॥ ২৫ ॥

এই বিষয়ে তাহারা উৎপ্রেক্ষাও করিয়া থাকে যথা—উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ এবং নন্দন ইত্যাদি নামকরণ করিয়া ইহাঁদের পিতা, "নন্দ" ধাতুর অর্থ আনন্দকে সুন্দররূপে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তদেবং সতীষু সর্ব্বসম্পত্তিষু তস্য পুত্রসম্পত্তিস্তু পরমরমণীয়তামবাপ নেপথ্যসম্পত্তিষু বাসঃসম্পত্তিরিব । তত্রাপি মধ্যমসুতসম্পত্তিঃ সুতরাং ঐশ্বর্য্যাণামবিচ্ছিন্নসম্পত্তিপঙ্‌ক্তিমনু মধ্যমসম্পত্তিরিব ।

অত্র কেচিদর্জ্জুনমুপমানীকুর্ব্বন্তি । বয়ন্তু তস্য মধ্যসম্বধ্যমানস্য সর্ব্বানন্দনস্য শ্রীমৎপর্জ্জন্যনন্দনস্য বালকপর্য্যায়েণ তেন পাণ্ডুতনয়েনোপমানং ন মন্যামহে, অপিচ পরমোদারেষু চ সহোদরেষু তেষু ন কেবলং জন্মনা তাবন্মধ্যবর্ত্তিতয়া সোঽয়ং বর্ত্ততে, অপিতু স্নেহসম্পদাম্পদতয়াপি ন চ কেবলং তেষাং, কিন্তু

অধুনা তস্য পুত্রসম্পত্তিঃ বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । নেপথ্যেতি । বেশসম্পত্তিষু বস্ত্রসম্পত্তিরিব বস্ত্রং বিনা শোভায়া অনুৎপত্তেঃ । মধ্যমসম্পত্তির্যশঃশ্রীরূপা । ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা । ইতি শ্রবণাৎ । অর্জ্জুনং কুন্তীপুত্রং শ্রীনন্দস্য বালকপর্য্যায়েণ । বালক ইতি অর্জ্জুনস্য নামান্তরমপি অতস্তস্যোপমানতা ন যোগ্যেতি ভাবঃ । সোঽয়ং শ্রীনন্দঃ ।

এই প্রকার তাঁহার সকল সম্পত্তি থাকিলেও, সমস্ত নেপথ্য (বস্ত্রালঙ্কারাদি) সম্পত্তির মধ্যে বস্ত্রসম্পত্তির মত তদীয় পুত্রসম্পত্তি পরমরমণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বসন ও ভূষণাদির মধ্যে যেমন বসনই প্রধান, তদ্রূপ সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে পুত্রই তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ছিল। তাহাতে আবার তাঁহার মধ্যম সুত অর্থাৎ নন্দরূপ পুত্রসম্পত্তি সুতরাং অধিক হইয়াছিল। যেমন ঐশ্বর্য্য সকলের অবিচ্ছিন্ন সম্পত্তিশ্রেণীকে অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া যশ ও শ্রী অধিক, এখানেও তদ্রূপ জানিবে।

এ স্থলে কেহ কেহ অর্জ্জুনকে উপমা দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা মধ্যে সম্বধ্যমান (মধ্যে বর্ত্তমান) আনন্দদায়ক সেই পর্জ্জন্যনন্দনের বালকপর্য্যায়ে পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুনের সহিত উপমা স্বীকার করি না। অপিচ, সেই সকল পরমোদার সহোদরদিগের মধ্যে শ্রীনন্দ যে কেবল জন্মদ্বারা মধ্যবর্ত্তী ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি অন্যান্য সকললোকেরই স্নেহসম্পত্তির আস্পদ হইয়া বিদ্যমান ছিলেন,

সর্ব্বেষামপি, যেন তস্মিন্ পিত্রোরপ্যধিকা স্নেহর্দ্ধিকায়া বর্দ্ধিষ্ণুতা ভ্রাতৄণামপি সদা সুখসম্বর্দ্ধনী বভূব, ন জাতু স্পর্দ্ধনী। নচৈতাবানদ্ভূতঃ সুগুণস্তাস্মিন্নদ্ভূতঃ। ভবতি হি স্বয়ং ভগবতি তস্য ভক্তিবিশেষব্যক্তিঃ।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ"।

ইতি হি ভগবতী শ্রীভাগবতগীর্দেবী ॥ ২৭ ॥

তদেতন্মধুকণ্ঠকণ্ঠতঃ শ্রুত্বা শ্রীমদুপনন্দঃ শ্রীমদভিনন্দং নীচৈরুবাচ ॥ ২৮ ॥

স্নেহর্দ্ধিকায়াঃ প্রচুরস্নেহস্য। স্পর্দ্ধনী ঈর্ষ্যাদিদোষবতী ॥ ২৭ ॥

তদেব শ্রুত্বা শ্রীনন্দে উপনন্দাদীনাং ভ্রাতৄণাং স্নেহকার্য্যং বদ্ধত এব তাং তু বক্তুং প্রক্রমতে তদেতদিত্যাদিগদ্যেন ॥ ২৮ ॥

যে হেতু শ্রীনন্দের প্রতি পিতা মাতারও অধিক স্নেহপ্রাচুর্য্যের বর্দ্ধিষ্ণুভাব ভ্রাতৃগণেরও সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি করিয়াছিল, কিন্তু ঈর্ষ্যাদি বৃদ্ধি করে নাই, কেবল শ্রীনন্দের যে এইরূপ সুন্দরগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অদ্ভুত নহে, যে হেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ ভক্তিরই অভিব্যক্তি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১২শ্লোকেও ভগবতী বাগ্দেবী বিদ্যমানা আছেন, যথা—"শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি আছেন, সকল গুণের সহিত দেবগণ সেই জনে সম্যক্ বিদ্যমান হয়েন"। তাৎপর্য্য। মধ্যম পাণ্ডব বলিলে যেমন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এই পাঁচ জনের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অর্জ্জুনকে ধরা যায়, সেইরূপ উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ, নন্দন এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নন্দ মধ্যম, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা তাহা স্বীকার করি না। কারণ, নন্দ মহারাজ জন্মক্রমবশতই মধ্যম নহেন, কিন্তু পিতা মাতা ও সর্ব্বসাধারণের স্নেহ নন্দের প্রতি সর্ব্ব সহোদরের অপেক্ষায় যেন সকলের কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এইজন্য তিনি মধ্যম ॥ ২৭ ॥

শ্রীমান্ উপনন্দ মধুকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ অভিনন্দকে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিজ্ঞাতা কথাং প্রকুর্ব্বাণস্য কিমস্য পরহৃদয়বিজ্ঞতা ॥ ২৯॥

অথাভিনন্দস্তদবধার্য্য সাশ্চর্য্যং মধুকণ্ঠমুবাচ, ততস্ততঃ॥৩০

মধুকণ্ঠ উবাচ। তদেবং সতি, নাম্না সুমুখেন কেন চ গোপানাং মুখেন তস্মৈ পরমধন্যা কন্যা দত্তা। যা খলু স্বগুণ-বশীকৃতস্বজনা যশাংসি দদাতি শৃণ্বদ্ভ্যঃ কিমুত পশ্যদ্ভ্যঃ কিমুত-তরাং ভক্তিমদ্ভ্যঃ। ততশ্চ তয়োঃ সাম্প্রতেন দাম্পত্যেন সর্ব্বেষামপি সুখসম্পত্তিরজায়ত কিমুত মাতরপিতরাদীনাং ॥৩১॥

তদেবমানন্দিতসর্ব্বজন্তুর্বিগমন্যুঃ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বতো ধন্যঃ

তৎ পুষ্টীকর্ত্তুমুপনন্দস্য বাক্যং বর্ণয়তি বিজ্ঞাতেতিগদ্যেন। ত্বয়েতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

অভিনন্দস্যাপি তত্র তথৈব স্নেহ ইতি ব্যঞ্জয়িতুং তৎকৃতপ্রশ্নং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥৩০

ততো মধুকণ্ঠো যথাবদত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। মুখেন প্রধানেন ॥ ৩১ ॥

অথাধুনা শ্রীমন্নন্দস্য রাজ্যতিলকাভিষেকৌ বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। বিগতমন্যুর্বিগতশোকঃ। জন্তুঃ প্রাণী।

এই যে বালক কথা কহিতেছে, ইহার পরহৃদয়বিজ্ঞতা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ? ॥ ২৯ ॥

অনন্তর অভিনন্দ উক্ত বাক্য অবধারণ করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে মধুকণ্ঠকে কহিতে লাগিলেন। তাহার পর তাহার পর ॥ ৩০ ॥

মধুকণ্ঠ কহিল, তাহার পর সুমুখনামক কোন একজন প্রধান গোপ সেই শ্রীনন্দকে পরমধন্যা একটী কন্যা সম্প্রদান করেন। যে কন্যাটী স্বীয়গুণে আত্মীয়দিগকে বশীভূত করিয়া শ্রোতাদিগকেও যশোরাশি দান করিতেন, যাহারা দর্শন করিতেন, তাহাদিগকেও যশোরাশি দান করিতেন, এবং তন্মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমান্ ছিলেন তাঁহাদিগকেও যে যশোরাশি দান করিতেন, সে কথা আর কি বলিব, অর্থাৎ অবশ্যই তাঁহাদিগকে যশোরাশি দান করিতেন। তৎপরে উভয়ের সমুচিত দাম্পত্যপ্রণয়ে সকল লোকেরই সুখসম্পত্তি জন্মিয়াছিল। অতএব জনক জননী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের যে সুখসম্পত্তি ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে পর্জ্জন্য সকল প্রাণিকে আনন্দিত করিয়া, শোকরহিত ও সর্ব্বা-

স্বয়মপি ভূয়ঃ সুখমনুভূয় চাভ্যাগারিকতায়ামভ্যাগতম্মন্যঃ শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-ভজনমাত্রান্বিতাং দেহযাত্রামভীষ্টাং মন্যমানঃ সর্ব্বজ্যায়সে জ্যায়সে স্বককুলতিলকতাং দাতুং তিলকং দাতুমিষ্টবান্, শ্রীবসুদেবাদি-নরদেব-গর্গাদিভূদেব-কৃতপ্রভাং সভাং কৃত্বা দত্তবাংশ্চ ॥ ৩২ ॥

স পুনঃ পিতুরাজ্ঞামঙ্গীকৃত্য কৃতকৃত্যস্তস্যামেব শ্রীবসুদেবাদিসম্বলিতমহানুভাবানাং সভায়ামাহূয় সভাবমুৎসঙ্গিনং বিধায় মধ্যমমেব নিজানুজং তেন তিলকেন গোকুলরাজতয়া সভাজয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

দেহযাত্রা দৈহিককালহরণং। যাত্রা স্যাদ্যাপনে গতৌ। ইতি নানার্থবর্গঃ। অভ্যাগারিকতায়াং কুটুম্বভরণপোষণে। কুটুম্বব্যাপৃতস্তু যঃ, স্যাদভ্যাগারিকঃ। ইত্যমরঃ। সর্ব্বজ্যায়সে উপনন্দায়। জ্যায়সে শ্রেষ্ঠায় ॥ ৩২ ॥

অধুনা শ্রীমদুপনন্দস্য শ্রীনন্দে স্নেহসম্বলিতকৃতাং বর্ণয়তি স পুনরিত্যাদিগদ্যেন। সভাবং ভাবেন প্রেম্না সহ বর্ত্তমানং। উৎসঙ্গিনং ক্রোড়গতং। মধ্যমং শ্রীনন্দমেব ॥ ৩৩ ॥

পেক্ষা ধন্য হইয়া, স্বয়ংও বহুতর সুখ অনুভব করিয়া, তথা অভ্যাগারিকতায় (কুটুম্বপোষণব্যাপারে) অভ্যাগতম্মন্য অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কেবল শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্ম ভজনযুক্ত দেহযাত্রাকেই আপনার অভীষ্ট বিবেচনা করত সকলের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ উপনন্দকে স্বীয় বংশের প্রাধান্য দিবার নিমিত্ত তিলকদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। অবশেষে বসুদেবাদি নরদেব কর্ত্তৃক পরিশোভিত সভামধ্যে তাঁহাদিগের সমক্ষে তিলকদান করিয়াছিলেন ঐ সভা গর্গাচার্য্য প্রভৃতি ভূদেব মনিষিগণদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

অনন্তর উপনন্দ পিতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজে কৃতার্থম্মন্য হইলেন, কিন্তু শ্রীবসুদেব প্রভৃতি মহানুভাব ব্যক্তিগণের সেই সভাতেই নিজ কনিষ্ঠ মধ্যম শ্রীনন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণহৃদয়ে ক্রোড়ে করিয়া সেই তিলকদ্বারা গোকুলের রাজত্ব দিলেন অর্থাৎ "গোকুলরাজ" এই নামে সম্মানিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অথ তত্রানুজে সঙ্কুচতি সর্ব্বএব জনে বিস্ময়ং সংযানে পিতরি চ রোচমানলোচনে সচোবাচ। ময়েদং নাবিচারমাচরিতং, যতঃ সর্ব্ব এব স্নেহপরম্পরায়াঃ পরাধীনঃ, সাচ সাদ্গুণ্যস্য, তচ্চ সর্ব্বসমঞ্জসতায়াঃ, সা চাত্র যথা তথা ন মদ্বিধে, সৈবচ খলু সর্ব্ববশীকারিতায়াং স্বৈরিতামর্হতি ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বান্তর্যাম্যপ্যেনমেবোররীচরীকরীতি। দৃশ্যতামস্যাং ভাসমানায়াং সভায়াং সর্ব্বেষাং নেত্রপটলীষট্পদবল্লীলায়মানা কেবলমস্য মুখং কমলমিব সম্বলতে। তথা প্রথমতএব

তদা চ তেন কর্ম্মণা শ্রীমন্নন্দস্য সঙ্কোচং দৃষ্ট্বা উপনন্দো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। ষচ সম্বন্ধে গমনে চ ধাতুঃ। পিতরি পর্জ্জন্যে ॥ ৩৪ ॥

শ্রূয়তাং শুভাশুভকরণয়োরীশ্বর এব নিয়ামকস্তৎ ন কেষামপি শক্তিরিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিগদ্যেন। অতিশয়েন পুনঃ পুনরঙ্গীকরোতি। নেত্রপটলী নেত্রসমূহঃ। অস্য শ্রীনন্দস্য।

অনন্তর জ্যেষ্ঠের আচরণ দেখিয়া তথায় শ্রীনন্দ সঙ্কুচিত হইলে ও জনগণ বিস্ময়প্রাপ্ত হইলে, তাহা দেখিয়া পিতা পর্জ্জন্যের লোচন উৎসুক হইল। তখন উপনন্দ বলিতে লাগিলেন। আমি অবিচার করিয়া এরূপ কার্য্য করি নাই, যে হেতু সকলেই স্নেহপরম্পরার অধীন, সেই স্নেহপরম্পরা আবার সদ্গুণের অধীন, সেই সদ্গুণও আবার সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্যের অধীন, সেই নন্দবিষয়ক সামঞ্জস্যও কেবল যে মাদৃশ ব্যক্তিগণের উপরেই স্বেচ্ছাচার অথবা আধিপত্য প্রকাশ করে তাহা নহে, কিন্তু সকলকে বশীভূত করিতেই স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ স্নেহের বশীভূত হইয়া আমিই যে এইরূপ কার্য্য করিলাম তাহা নহে, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

অপিচ, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীনারায়ণদেবও ইহাঁকেই পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার করিতেছেন। দেখুন, সকললোকেরই নেত্রসমূহ ষট্পদের ন্যায় লীলা করিয়া কেবল শ্রীনন্দেরই মুখকে কমলের ন্যায় সেবা করিতেছে অর্থাৎ ইহাঁর প্রতিই সকলে লক্ষ্য করিতেছে। এইরূপে প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সেই শ্রীনারায়ণদেবেরই সহায়তা জানিতে পারা যাইতেছে। আমার নামেই কিন্তু এই নাম যাবৎ

তদানুকূল্যমত্রাকল্যতে। পরিকল্যতামপীদং মম নাম্নৈব তস্মা-
দস্মাকময়মেব রাজেতি ॥ ৩৫ ॥

অথাভবৎ কুসুমজবৃষ্টিভিঃ সমং
স্ফুটধ্বনির্দিবমনু সাধু সাধ্বিতি।
সভাসদামিহ চ বিকাসিদৃষ্টিভি-
র্যথাস্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলং ॥ ৩৬ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। মধুরকণ্ঠকৃতজগদুৎকণ্ঠ শ্রীমন্মধুকণ্ঠ শ্রীমদুপনন্দ-নন্দনয়োস্ত্রয় এব মধ্যমা ইতি কোহয়ং মধ্যমঃ কীদৃশী বা তস্য সমঞ্জসতেতি সোদাহরণমুচ্যতাং।

তদং পূর্ব্ববর্ণিত"। নাম্নৈব উপনন্দেত্যত্র উপো হীনার্থঃ অনুগতিঃ সাহায্যং বা। আধিক্যার্থস্তু জ্যেষ্ঠাংশ এব যুজ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তদা চ যৎ শুভোদয়মভূত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিপদ্যেন। বিকাসিদৃষ্টিভিরিত্যত্র সমমি." যোজ্যং অস্ফুরৎ প্রকটিতং ॥ ৩৬ ॥

তদা চ স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োর্যে উক্তিপ্রত্যুক্তী অভূতাং তে বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। নন্দনঃ সর্ব্বকনিষ্ঠঃ।

হউক। অতএব ইনিই আমাদের রাজা। সুতরাং আমার "উপনন্দ" এই নামের উপশব্দটিকে হীনার্থ, অনুগতার্থ বা সহায়ার্থ বোধ করি, অর্থাৎ আমি সদ্গুণবশতঃ নন্দের হীন, অনুগত বা সহায় হইয়া থাকিব. কিন্তু উপনন্দের উপশব্দে যে আধিক্যার্থ আছে তাহা জ্যেষ্ঠাংশেই উপযুক্ত হইয়া থাকিবে ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টির সহিত "সাধু সাধু" শব্দে প্রকাশ্যভাবে ধ্বনি হইতে লাগিল এবং সভাস্থলে সভাসদ্ব্যক্তিগণের প্রফুল্লনেত্রের সহিত "জয় জয়" এই মঙ্গলরব উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, হে শ্রীমন্ মধুকণ্ঠ! আপনি সুমধুর কণ্ঠরবে জগৎকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীমান্ উপনন্দ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ নন্দন এই দুই জনের মধ্যস্থ বলিয়া তিন জনই মধ্যম অতএব কে মধ্যম এবং কি রূপেই তাহার সামঞ্জস্য হয় তাহা আপনি উদাহরণসহ নিদর্শন করুন।

মধুকণ্ঠ উবাচ। একং তাবদ্ভবন্মনঃপ্রহ্লন্নতাসমুচিতং প্রবহ্লিকাপদ্যমিদমনবদ্যং পূর্য্যতাং।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। কামং ॥ ৩৭ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ।

আকৃষ্য মৎপুত্রমনেন পুত্রী-
কৃতেন ভূতিং ভজতে স এষঃ।
ইতি স্বয়ং বেত্তি ন তেন মৈত্রীং
ভিনত্তি কোঽয়ং বদনে বদেতি ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠতয়া শীঘ্রমেব সানন্দমুবাচ নন্দ এবেতি।

মধুকণ্ঠ উবাচ। ভবতা জ্ঞাতমেবেদমিতি,তদেতচ্ছ্রূয়তাং॥৩৮

প্রহ্লন্নতা আনন্দকতা। প্রবহ্লিকা প্রহেলিকা। কামমকামানুমতো ॥ ৩৭ ॥
তৎ পদ্যং লিখতি আকৃষ্যেত্যাদি। শ্রীনন্দস্য মানসোক্তিরিয়ং ॥ ৩৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, আপনার হৃদয়ানন্দের সমুচিত এই এক অনিন্দনীয় প্রহেলিকা অর্থাৎ হেঁয়ালী পদ্য পূরণ করুন।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, অনুমতি করুন ॥ ৩৭ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন। আমার পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া (লইয়া গিয়া) তাহাকে আপন পুত্র করিয়া যিনি এই পুত্রীকরণ দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার পুত্রকে আকর্ষণ করা হইয়াছে তিনি ইহা স্বয়ং জানেন, তথাপি মিত্রভাব ত্যাগ করেন না, ইনি কে? নিজমুখে বর্ণন কর। (এইটী শ্রীনন্দরাজের মনের কথা, তাহা মধুকণ্ঠের মুখ দিয়াই প্রকাশিত হইল)।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠা সহকারে শীঘ্র সানন্দবচনে কহিলেন, নিশ্চয়ই তিনি নন্দ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, হাঁ আপনি সত্যই জানিয়াছেন, অতএব শ্রবণ করুন ॥ ৩৮ ॥

স্বেনাল্পেন গুণেন বাঞ্ছতি নিজে পূজাসুখে ভূয়সী
লোকো যস্তু মহীয়সাপি খলু তেনৈবান্যদীয়ে সদা।
সোঽয়ং শ্রীব্রজরাজ এব যদসৌ শূরাঙ্গজং ধিন্বিতুং
তত্তদ্ধানিমসোঢ় সখ্যমভিনন্নাল্পঞ্চ তস্যান্তরং ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চ। তদেতন্মধুকণ্ঠসূক্তসুধাকরমাসাদ্য রত্নাকর ইবোচ্ছলদঙ্গতরঙ্গস্তদন্তর্ব্বহিরঙ্গসভ্যসঙ্ঘস্তদুপরি হৃদয়ঙ্গমরত্নাবলিং বিকীর্ণবান্ হৃদয়াবলিং বা বিতীর্ণবানিতি স্বয়মপি ন ভিদাং বিদাম্বভূব ॥ ৪০ ॥

তচ্ছ্রবণবাক্যং পদ্যেন লিখতি স্বেনেত্যাদি। মহীয়সা মহাগুণেন। অন্যদীয়ে পূজাসুখে। শূরাঙ্গজং বসুদেবং ধিন্বিতুং প্রীণয়িতুং তত্তদ্ধানিং পুত্রবিচ্ছেদং অসোঢ় সহ্যং কৃতবান। ন অভিনৎ ন বিদারয়ামাস। তস্য ব্রজরাজস্য। অন্তরং চিত্তং ॥ ৩৯ ॥

ততো মদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। বিকীর্ণবান নিক্ষিপ্তং চকার। হৃদয়াবলিং বহুচিত্তং বা। ন বিদাম্বভূব ন জ্ঞাতবান ॥ ৪০ ॥

লোকমাত্রই নিজের অল্প গুণদ্বারা বহুতর (গুণাতিরিক্ত) নিজ পূজা ও নিজ সুখ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যিনি সাতিশয় নিজগুণদ্বারা অন্য জনসম্বন্ধে পূজা ও সুখ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন, তিনিই এই শ্রীব্রজরাজ। যে হেতু ইনি শূরাঙ্গজ বসুদেবকে প্রীতিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই সেই হানি অর্থাৎ পুত্রবিচ্ছেদাদি সহ্য করিয়াছেন এবং ইহাঁর চিত্ত অল্পমাত্রও সখ্য বা মিত্রতাকে ভেদ করে নাই ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর সভান্বিত অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সমস্ত সভাগণ মধুকণ্ঠের এইরূপ সুন্দর বাক্যরূপ সুধার আকর অথবা সুধাকর চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নাকরের ন্যায় উচ্ছলিত অঙ্গতরঙ্গবিশিষ্ট হইলেন এবং ঐ মধুকণ্ঠের উপরে হৃদয়ঙ্গম রত্নাবলিই নিক্ষেপ করিলেন, কি হৃদয়াবলি অর্থাৎ অন্তঃকরণসমূহই বিতরণ করিলেন, তাহার প্রভেদ জানিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। ততস্ততঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ। ততঃ শ্রীমানসৌ ধন্যঃ পর্জন্যঃ শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দভজনায় বৃন্দাবনং প্রবিশন্ সমাসতএব সমস্তশাস্ত্রসারং পৃচ্ছতঃ পুত্রানুপদিদেশ ॥ ৪১ ॥

যথা।—

কিং ভয়মূলমদৃষ্টং, কিং শরণং শ্রীহরের্ভক্তঃ।
কিং প্রার্থ্যং তদ্ভক্তিঃ, কিং সৌখ্যং তৎপরপ্রেম ॥ইতি ॥৪২

তদেবং সহভার্য্যে বৃন্দাবনং গতে তস্মিন্নার্য্যে শ্রীমানুপনন্দঃ স্বনামানুরূপং শ্রীমন্নন্দব্রজমহেন্দ্রসভায়ামমন্ত্রিতমন্ত্রিতয়া স্থিত-

ততঃ পর্জন্যঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৪১ ॥

তদুপদেশবাক্যং পদ্যেন নিবধ্নাতি কিমিতি। তদ্ভক্তিঃ শ্রীহরিভক্তিঃ। ৪২ ॥

অধুনা তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। সভার্য্যে বরীয়সীসহিতে। স্বনামানুরূপং উপ সমীপে নন্দো যস্য স উপনন্দস্তদনুরূপং যথা স্যাৎ। অমন্ত্রিতঃ অবশীকৃতঃ।

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তার পর তার পর।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, অনন্তর এই শ্রীমান্ ধন্য পর্জন্য শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রগণ সঙ্ক্ষেপে সমস্তশাস্ত্রের সারমর্ম জানিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে তাহা উপদেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পুত্রদিগের প্রশ্ন যথা,—ভয়ের মূল কি? এই প্রশ্নের উত্তর, অদৃষ্ট অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম। আশ্রয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর হরিভক্ত। জগতের মধ্যে প্রার্থনীয় বস্তু কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্ভক্তি। সুখ কি? এই প্রশ্নের উত্তর কৃষ্ণপ্রেম ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর এই প্রকারে সেই শ্রীমান্ আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) পর্জন্য বরীয়সী পত্নীর সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলে শ্রীমান্ উপনন্দ শ্রীমান্ নন্দব্রজরাজের সভায় বিচিত্রবীর্য্য অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের পিতার সভায় ভীষ্মদেবের ন্যায় স্বাধীন মন্ত্রিরূপে

বান্ বিচিত্রবীর্য্যসভায়াং ভীষ্ম ইব। সোঽপি মন্ত্রমিষেণ বিশেষেণ তদাজ্ঞামেব গৃহ্লন্ সর্ব্বং সর্ব্বকালং সুরাজা প্রজাকুলং পালয়তি স্ম ॥ ৪৩ ॥

তত্র চেয়ং চর্য্যা চরিতাশ্চর্য্যা বভূব।

যথা—মর্য্যাদাং পিতুরয়মাবদেব সর্ব্বাং,
ধর্ম্মাদির্ন বিপদমেতি যত্র চার্থঃ।
সম্পত্তির্ন পুনরভূদমুষ্য বশ্যা
যেনাসৌ প্রসভমবাপ বৃদ্ধিমেব ॥ ৪৪ ॥

তদেবং সর্ব্ব-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি-সিদ্ধিমায়াতে রাজন্বতি ব্রজজনজাতে কলিকায়মানা কাচিদুৎকলিকা ক্রমেণ বিকাসময়ামাস

বিচিত্রবীর্য্যসভায়াং ধৃতরাষ্ট্রপিতুঃ সদসি। সোঽপি শ্রীনন্দঃ। মন্ত্রমিষেণ মন্ত্রণাচ্ছলেন। চর্য্যা অনুষ্ঠানং ॥ ৪৩ ॥

তং চর্য্যাপ্রকারং বর্ণয়তি মর্য্যাদামিত্যাদিপদ্যেন। আবৎ অরক্ষৎ। অব রক্ষণে ধাতুঃ। বিপদং স্থানভঙ্গং। অর্থঃ পুরুষার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অধুনা তস্য রাজ্যসম্পত্তিপরিপাটীং বর্ণয়িত্বা পুত্রসম্পত্তিরপি জাতৈবেতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রকরণমারভতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। রাজন্বতি সুরাজ্ঞি দেশে। সুরাজ্ঞি দেশে রাজন্বা-

এবং নিজনামের অনুরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীমান নন্দও মন্ত্রণাচ্ছলে বিশেষরূপে তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সুরাজা হইয়া প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্বদা পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

প্রজাপালন বিষয়ে এইরূপ অনুষ্ঠান অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। যথা—এই শ্রীনন্দ পিতৃকৃত সমস্ত নিয়মাবলী রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ পুরুষার্থ বিপদাপন্ন হয় নাই অর্থাৎ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়াছিল। আর তদীয় সম্পত্তিও কুণ্ঠিত হয় নাই, এই কারণে তিনি সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥৪৪॥

অনন্তর এইরূপে ব্রজবাসিজন দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সুন্দর ভূপতিসমবেত দেশ সর্ব্বপ্রকারে বর্দ্ধনশীল সমৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কোন এক প্রকার উৎকণ্ঠা, দীপশিখার মত রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

সর্ব্বেষাং প্রাণতুল্যস্য নিজকুল্যস্য রাজ্ঞস্তস্য সন্ততির্ন জায়ত ইতি। কালাত্যয়ে চাশাব্যত্যয়াৎ সর্ব্বং জনমতীব কৃচ্ছ্রমানচ্ছ, অগ্রজাদীংস্তু সুতরাং। শ্রীমদ্ব্রজপতিজম্পতী তু প্রজাশাং পূর্ব্বম্ এব সন্দিগ্ধদিগ্ধামপি কুর্ব্বাতে স্ম, উত্তরতস্তু বিশেষতঃ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। কথং তৎপ্রেষ্ঠাঃ পুত্রেষ্ট্যাদিকং নানুষ্ঠাপিতবন্তঃ, কথং বা বিদগ্ধয়োরপি তয়োঃ সন্দিগ্ধতা জাতা, তথাপি পরমেশপরয়োঃ কথন্তরাং বা তদাশা উত্তরতস্তু বিশেষতঃ কথন্তমাং।

নত্যমরঃ। উৎকলিকা ভাবনা বিকাসঃ প্রফুল্লতাং জগাম। আনচ্ছ প্রাপ। সন্দিগ্ধদিগ্ধাং সন্দেহলিপ্তাং। উত্তরতঃ বৃদ্ধাবস্থায়াং। ন অনুষ্ঠাপিতবন্তঃ অনুষ্ঠানং ন কারয়ামাসুঃ। বিদগ্ধয়োঃ কালগতিনিপুণয়োঃ। তদাশা পুত্রাশা।

"সকল লোকের প্রাণতুল্য নিজবংশীয় গোপকুলরাজ নন্দের সন্তান জন্মিল না" এইরূপ উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যত কাল গত হইতে লাগিল, ততই আশার বিনাশ দেখিয়া সকল লোকেই অতিশয় দুঃখে পতিত হইয়াছিল *। সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ যে সমধিক দুঃখিত হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রজরাজদম্পতি পূর্ব্বেই পুত্রের আশাতে সন্দিহান ছিলেন, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রমুখদর্শনে সমধিক সন্দেহই জন্মিয়া থাকে।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তবে নন্দরাজের প্রিয়তম উপনন্দাদি কেন পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান নাই? কেনই বা কালগতিনিপুণ হইলেও উভয়ের সন্দেহ জন্মিয়াছিল? উভয়েই ঈশ্বরপরায়ণ, ইহাঁদের কি প্রকারেই বা পুত্রের আশা হইবে? বিশেষতঃ প্রাচীন অবস্থায় ত কখনই সম্ভাবিত নহে॥

* বিপুল রাজ্যসুখসত্ত্বেও পুত্রের অভাবে রাজ্যমধ্যে বিশেষতঃ পিতামাতা প্রভৃতির মনে আকাঙ্ক্ষা এবং মাতাপিতাকর্ত্তৃক স্বপ্নযোগে অভিলষিত পুত্রদর্শন। এই ভাবটী রঘুবংশ ও কাদম্বরী হইতে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়।

মধুকণ্ঠ উবাচ । অনুষ্ঠাপিতমপি তত্তন্ন প্রতিষ্ঠামাসসাদ ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । কথং তৎ, কথং বান্যদন্যৎ ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । তথাহি, তত্তদশেষসম্পত্ত্যোরপি দম্পত্যো-রহসি সম্বাদোঽয়ং বভূব । যথা শ্রীমান্ পতিরুবাচ । কুটুম্বিনি ! কিমবলম্বী মম সন্তানায় বিতানাদি বিতনুতে শোকবশোঽয়ং লোকঃ । যতো মম সঙ্কল্পকল্পনাসময়ে যাদৃশায় সর্ব্বতো বিচিত্রায় পুত্রায় চিত্তং কল্পতে, সতু পরম এবাপূর্ব্বঃ কথমপূর্ব্ববিষয়তাং

অনুষ্ঠাপিতমপি পুত্রেষ্ট্যাদিকং কৃতমপি প্রতিষ্ঠাং সফলতাং । কথং তদিত্যাদি । তৎ অনুষ্ঠাপিতপুত্রেষ্ট্যাদীনাং অপ্রতিষ্ঠিতত্ব । অন্যদন্যৎ বিদগ্ধয়োরপি তয়োঃ সন্দেহজন্মাদি । অবলম্ব্য আশয়মানঃ । বিতানাদি যজ্ঞাদি । অপূর্ব্ববিষয়তা কর্ম্মজন্যাদৃষ্টগ্রাহ্যতাং ।

মধুকণ্ঠ বলিলেন, পুরোহিতাদি দ্বারা পুত্রেষ্টিপ্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করা হইলেও তাহা সফল হয় নাই ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন । তাহা কি প্রকার ? কি প্রকারেই বা অনুষ্ঠিত যাগাদি সফল হয় নাই এবং কি প্রকারেই বা কালগতিনিপুণ ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর সন্দেহ ও অত্যন্ত আশা জন্মিয়াছিল ?

মধুকণ্ঠ কহিলেন দেখ, ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বর্ত্তমান থাকিলেও উভয়ের নির্জ্জনে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল । শ্রীমান্ পতি (নন্দ) বলিয়াছিলেন যথা—হে কুটুম্বিনি ! কি অবলম্বন করিয়া আমার সন্তানার্থ এই শোকাকুল আত্মীয় ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ? যে হেতু সঙ্কল্পকল্পনার সময়ে আমার মন যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র পুত্রের জন্য অভিলাষ করিতেছে, সেই অপূর্ব্ব পুত্র কিরূপেই বা কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট অর্থাৎ পুণ্যের গ্রাহ্য হইতে পারে । (শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারের বশে প্রাণীর জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবশেই জীবের জন্ম মরণাদি ঘটিয়া থাকে) কিন্তু আমি যেপ্রকার পুত্রের অভিলাষী তাদৃশ পুত্র কখনই অদৃষ্টের বশীভূত হইতে পারেন না, তিনি অদৃষ্টের

প্রাপ্নোতু। তৎ পুনরন্যত্র বচনগোচরং রচয়িতুং সঙ্কুচত্যেব চেতোবৃত্তিঃ। যতো যৎ খলু ময়ি দয়াপরায়ণস্য শ্রুতিপারায়ণ-ফলস্য শ্রীনারায়ণস্য রূপং ততোঽপি মধুরতরং কতরদ্বা ভবেৎ, পারিজাতকুসুমাদাকাশকুসুমমিব ॥ ৪৫ ॥

অত্র*—স্নিগ্ধকণ্ঠস্তন্তশ্চিন্তয়ামাস। অস্য ততোঽপি মধুর-তরত্বং নাযুক্তং, যত এতদুদ্দিশ্য শ্রীভাগবতপদ্যং—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি"॥৪৬

শ্রুতিপারায়ণফলস্য শ্রুতিসাফল্যাবচনফলস্য। কতরদ্বা শ্রীনারায়ণাৎ মধুরতরাভাবাৎ অতো সঙ্কুচতীতি ৪৫।

ননু তাদৃশস্য বচনলভ্যত্বাদপমাস্যানন। সতো ন বৈফল্যায় কল্পতে ইতি বিভাব্য তদর্থং স্নিগ্ধকণ্ঠো বচিন্তয়ামকরোদিত্যাহ অত্রেত্যাদিপদেন। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। ততো নারায়ণাৎ। ৪৬

নিয়ন্তা বা বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অপিচ, অভিলষিত পুত্র ভিন্ন অন্যপ্রকার পুত্রের জন্য যাগাদি করার বিষয় মুখে আনিতেও ইচ্ছা হয় না। অভিলষিত পুত্রলাভ যখন শাস্ত্রতঃ অসম্ভব, সুতরাং সেরূপ পুত্রলাভের জন্য চিত্তবৃত্তি সত্যই সঙ্কোচিত হইতেছে, কারণ পারিজাতপুষ্পের নিকট হইতে আকাশপুষ্প আর কত সুমধুর হইতে পারে? তদ্রূপ আমার প্রতি দয়াবান্ এবং বেদের পরমাশ্রয় ফলস্বরূপ যে নারায়ণের রূপ আছে, তাহা হইতে অধিক মধুর আর কি হইতে পারে? ॥ ৪৫ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ হইতেও এই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মধুরভাব অযুক্ত নহে, যে হেতু এই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া (শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে) উদ্ধব বিদুরকে কহিয়াছেন, যথা—হে মহাত্মন্! সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যে আসিবার ছিল, ভগবান আপনার যোগমায়ার বলপ্রদর্শন করাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি

* অত্র—স্থলে অথেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

অথ স্ফুটং পপ্রচ্ছ, ততস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। অথ শ্রীমতী তৎপত্নী চোবাচ। কীদৃশং রূপং তদিতি কথ্যতাং।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শ্রীনারায়ণরূপান্মধুরত্বং স্ফুটীকর্ত্তুং স পপ্রচ্ছেত্যাহ অথেতিগদ্যেন ॥ ৪৭।
মধুকণ্ঠস্তু তদভিপ্রায়ং বুদ্ধা তথৈবাহ অথ শ্রীমতীত্যাদিনা। তত্র যথা শ্রীনন্দযশোদয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী অভূতাং তদ্বর্ণয়তি কীদৃশমিত্যাদিনা।

মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত ও সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা ছিল এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল যে, ভূষণসকলকেও ভূষিত করিত * ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তাহার পর ॥ ৪৭ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন; অনন্তর শ্রীমতী ব্রজরাজপত্নী বলিতে লাগিলেন, সেইরূপ যে কিপ্রকার, তাহা আজ্ঞা করুন। ব্রজরাজ কহিলেন, আমি দেখিতেছি যে শ্যামবর্ণ,

* এই কথাই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ললিতমাধব নাটকের অষ্টম অঙ্কে ৩২ বলিয়াছেন যথা

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।

অর্থ। দ্বারকায় মহিষীভবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঔৎসুক্যসহকারে বলিতেছেন—আহা! আমি এমন রূপ ত কখনই দেখি নাই, ইহা বড়ই অদ্ভুত বা আশ্চর্য্যকারী, মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন মাধুর্য্যরাশি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সম্মুখে শোভা পাইতেছে। অহো আমিও যে, ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, শুধু তাহাই নহে শ্রীরাধা যেমন আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন, আমারও সেইরূপ ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসকবিরাজও এই শ্লোকাবলম্বনে বলিয়াছেন—

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য। ৮ম)

স উবাচ—

শ্যামশ্চঞ্চলচারুদীর্ঘনয়নো বালস্তবাঙ্কস্থলে
দুগ্ধোদ্গারিপয়োধরে স্ফুটমসৌ ক্রীড়ন্ময়ালোক্যতে।
স্বপ্নস্তৎ কিমু জাগরঃ কিমথ বেত্ত্যেতন্ন নিশ্চীয়তে
সত্যং ব্রূহি সধর্ম্মিণি স্ফুরতি কিং সোঽয়ং তবাপ্যন্তরে?

সোবাচ—শ্রীমন্মমাপীয়মেব মনোবৃত্তির্মতিবৃত্তিমতিবর্ত্তমানা বর্ত্ততে, কেবলবিলজ্জয়া তজ্জাতু ভবন্তং ন নিবেদয়ামি, তস্মাদস্মাদসম্ভবমনোরথান্নিবৃত্তিশাস্ত্রবিচারমুদ্যচ্ছন্তৌ মন এব সংযচ্ছেবহি।

স উবাচ—যদ্যপি ময়াপ্যেতদেব মধ্যে মধ্যে স্ফুটমধ্যবসীয়তে, তথাপ্যস্ত্যেকো বশিতবিশ্বোদ্রেকো মহান্ সহায়ঃ শ্রীমন্নারায়ণ-

তত্র শ্যাম ইতি শ্রীনন্দস্য। মতিবর্ত্তমানা অতিক্রমন্তী। জাতু কদাচিৎ। নিবৃত্তিশাস্ত্রবিচারং বৈরাগ্যং। অধ্যবসায়মুদ্যচ্ছন্তৌ কুর্ব্বাণাবাবাং। এতদেব বৈরাগ্যং। বশিতবিশ্বোদ্রেকঃ—বশিতঃ কামিতো বিশ্বস্য উদ্রেক আরম্ভো যেন সঃ। মহান সহায়ো মহানুকূলঃ।

চঞ্চলমনোহর ও সুদীর্ঘনয়নযুক্ত একটী বালক তোমার দুগ্ধ-উদ্গারণকারি-পয়োধরশোভিত ক্রোড়দেশে ক্রীড়া করিতেছে, উহা কি স্বপ্ন? অথবা জাগরণ? তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। হে সহধর্ম্মিণি! তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল, সেই বালক কি তোমারও অন্তরে বিরাজ করিতেছে?

ব্রজেশ্বরী কহিলেন, হে শ্রীমন্! আমারও এই প্রকার মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, কেবল বিশেষ লজ্জাহেতু তাহা কখন আপনাকে নিবেদন করিতে পারি নাই। এখন সেই এই অসম্ভব মনোরথ হইতে নিবৃত্তিশাস্ত্রের বিচার অর্থাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আমরা দুইজনে মনকে সংযত করিব। (অলভ্যবস্তুর লাভবাসনা অপেক্ষা বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ)।

ব্রজরাজ কহিলেন, যদিচ আমিও মধ্যে মধ্যে সুস্পষ্টরূপে অসম্ভব মনোরথ

দেব এব শরণমিতি চিত্তবৃত্তিঃ পরিবর্ত্ততে। যোঽস্মাকমদৃষ্টা-শ্রুতমিদং দৃষ্টমিব করোতি, স সর্ব্বং কৃতপূর্ব্বী তদপি কুর্ব্বীত।

সোবাচ। দেব! তস্য দেবস্য কামপি সেবাযোগ্যামেবাত্র যোগ্যামুপলভামহে।

স উবাচ—বাঢ়ং। কিন্তু কীদৃশী সা?

সোবাচ। দ্বাদশীব্রতরূপা॥

স সানন্দমুবাচ। সঙ্গতং ব্রবীষি, মমাপ্যুৎকণ্ঠাঙ্কুরিতং

সঃ শ্রীনারায়ণঃ কৃতপূর্ব্বী সর্ব্বং কৃতং পূর্ব্বমনেন। কৃধাতোর্ব্বর্ত্তমানে ক্তঃ, কৃতং করণং। কৃতঞ্চ তৎ পূর্ব্বঞ্চেতি কৃতপূর্ব্বং তদস্যাস্তীতি কৃতপূর্ব্বী। ইত্যত্র ক্তাদন্যান্তর্হিতেন তন্প্রত্যয়েন যোগাভাবাৎ সর্ব্বমিত্যত্র কর্ম্মণি ন ষষ্ঠী। "ক্তাদন্যান্তর্হিতেন তদ্যোগ এবায়ং বিধিঃ" ইতি মুগ্ধবোধে "ক্তেনাঃ টে" ইত্যস্য দুর্গাদাসটীকাপ্রামাণ্যাৎ। সর্ব্বস্য পূর্ব্বকরণমস্ত্যস্য। ইতি নিষ্কলিতোঽর্থঃ। তদপি অদৃষ্টশ্রুতমপি। যোগ্যাং অভ্যাসং। উপলভামহে উপলব্ধিং কুর্ম্মঃ। ৪৮

হইতে মনের সংযম করাই নিশ্চয় বলিয়া বোধ করি. তাহা হইলেও, যাহা হইতে এই নিখিলব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, সেই শ্রীমান্ নারায়ণদেবই যে একমাত্র মহান্ সহায় এবং রক্ষাকর্ত্তা. এইরূপ চিত্তবৃত্তি বারম্বার হইতেছে। যিনি আমাদিগের সম্বন্ধে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব রূপকে যেন দৃষ্টের ন্যায় করিতেছেন সেই নারায়ণদেব যখন পূর্ব্বে সকল বিষয়ই করিয়াছেন, তখন তাহাও তিনি নিশ্চয়ই করিবেন।

ব্রজেশ্বরী কহিলেন, হে দেব! সেই নারায়ণদেবের কোন প্রকার সেবাযোগ্য অভ্যাসকেই এই বিষয়ে উপযুক্ত বোধ করিতেছি, অর্থাৎ তাঁহার সেবাকার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই এ সময়ে কর্ত্তব্য।

ব্রজরাজ কহিলেন হাঁ, কিন্তু সেই সেবা কি প্রকার?

ব্রজেশ্বরী কহিলেন, দ্বাদশীব্রত করিলে তাঁহার সেবা করা হয়।

ব্রজরাজ সহর্ষে কহিলেন, সঙ্গত বলিয়াছ, আমারও এইরূপ উৎকণ্ঠার অঙ্কুর

স্ফুরিতমেতদেবাসীৎ। তস্মাদদ্যারভ্য সমারভ্যতামেষ ব্রত ইতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবং সম্প্রবদমানয়োরনয়োরুদ্ভবন্ দেবদুন্দুভিনাদঃ সর্ব্বমতিচক্রাম ॥ ৪৯ ॥

অথ তদা বৃত্তস্বচিত্তবৃত্তপ্রথয়া তৎকথয়া শ্লথিতস্বান্তঃ শ্রীব্রজধরিত্রীকান্তঃ কান্তনিজালঙ্কারবারং সূতকুমারায় বিততার, শ্রীমতী ব্রজরাজপত্নী চ মহানীলমণিময়নায়কং হারং বিহাপয়ামাস ॥৫০॥

অথ সোৎকণ্ঠং স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। তর্হি কিং জাতং ?

এবং তয়োঃ সম্মন্ত্রণা যদা বভূব তদৈব দৈবেনং কৃতামকারি তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতি গদ্যেন। নানাপ্রকারজ্ঞানপূর্ব্বকং বাক্যং সহ বদতোঃ সতোরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

যদা মধুকণ্ঠ এবমবাদীত্তদা ব্রজরাজস্য প্রমোদকৃতাং যদভূত্তৎ কবির্বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। বৃত্তেত্যাদি—বৃত্তমতীতং যৎ স্বচিত্তস্য বৃত্তং চরিত্রং তস্য প্রথা যত্র তয়া। নায়কো হারমধ্যগতমণিঃ। নায়কো নেতরি শ্রেষ্ঠে হারমধ্যমণাবপীতি শাশ্বতঃ। বিহাপয়ামাস দত্তবতী ॥ ৫০ ॥

তদা তু স্নিগ্ধকণ্ঠস্তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তিং শুশ্রূষুঃ যদপৃচ্ছৎ মধুকণ্ঠশ্চ যদোত্তরং দত্তবান্ তদ্বর্ণয়তি অথ সোৎকণ্ঠমিত্যাদিনা।

স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, অতএব অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করা যাক ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে তাঁহারা দুইজনে যখন সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণা করেন, সেই সময়ে তথায় দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল, অর্থাৎ দুন্দুভিধ্বনিতে সমস্ত শব্দ ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর তৎকালে মধুকণ্ঠ যেরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই কথায় নিজের অতীত চিত্তচরিত্রের বিষয় নিহিত থাকাতে ব্রজরাজের অন্তঃকরণ শিথিল হইয়া গেল। তখন তিনি সূতপুত্রকে মনোহর স্বীয় অলঙ্কারশ্রেণী বিতরণ করিলেন এবং শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীও মহানীলকান্তমণিময় হারের মধ্যগত মণি দান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠাসহকারে বলিলেন, তাহার পর কি ঘটিয়াছিল ?

মধুকণ্ঠ উবাচ। তেন ব্রতেন পূর্ণে বর্ষে বৃংহিতে চ তয়োঃ যুগপদেব দেবদেবঃ স্বপ্নে তয়োরাবির্ব্বভূব চোবাচ চ। "অহো মযত্যতিসক্তৌ ভক্তৌ কথং নির্ব্বিদ্য খিদ্যাথে, যোঽসাবতসী কুসুমসুষমঃ সুকুমারঃ কুমারঃ শশ্বদেবানুভবতোর্ভবতোঃ কুমারতয়া স্ফূর্ত্তি, স তু সদা ভবতোরেবানুগতঃ প্রতিকল্পং স্বভক্তি প্রবর্ত্তনায় দিবি মৎপ্রবর্ত্তিতদ্রোণধরারূপাংশকলাবতোঃ "তদ্ভূরি ভাগ্যং" ইত্যাদিরীত্যা ব্রহ্মাদ্যলভ্যসাক্ষাত্তৎফলসাক্ষাৎকারায় স্বয়মেব পৃথিব্যাং ভবতোর্ভবতোরেব ভবং লভত এব। অচিরাদেব চ রুচিরা রুচিরেষা যুবয়োঃ সফলতাং বলিতা" ॥ ৫১ ॥

মদিত্যাদি। মৎপ্রবর্ত্তিতৌ দ্রোণধরারূপৌ যৌ তয়োঃ ভাবস্তদ্বিশিষ্টয়োঃ। ভবং প্রাদুর্ভাবং বলিতা সংবৃত্তা ॥ ৫১ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন। সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে এক বৎসর পূর্ণ হইলে এবং মনের বাসনা বৃদ্ধি পাইলে এককালেই দেবাদিদেব শ্রীনারায়ণ স্বপ্নদশায় উভয়েরই নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন। "অহো! আমার উপরে যখন অত্যন্ত অনুরাগপূর্ণ ভক্তি আছে, তবে কেন তোমরা দুইজনে শোকাকুল হইয়া খেদ করিতেছ? এই যে অতসীপুষ্প হইতেও পরমসুন্দর সুকুমার কুমার তোমরা দুইজন বারবার অনুভব করিয়া থাক বলিয়া তিনি পুত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনিই সর্ব্বদা তোমাদের দুইজনের অনুগত হইয়া প্রতিকল্পে স্বীয়ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত তোমাদের দুইজনের নিকট হইতেই জন্ম লাভ করেন, আমি যে তৎকালে স্বর্গে দ্রোণ ও ধরারূপ প্রবর্ত্তিত করি, তাহা তোমাদের দুইজনেরই অংশ বা কলা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তুতির "তদ্ভূরি ভাগ্যং" ইত্যাদি শ্লোকরীতি দ্বারা ব্রহ্মাদির অলভ্য শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই সাক্ষাৎ ফলের সাক্ষাৎকারবশতঃ তোমরা পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছ এবং শ্রীকৃষ্ণও তোমাদের নিজস্ব হইয়াই জন্ম লাভ করেন। অচিরকাল মধ্যেই তোমাদের দুইজনের এইরূপ সুমধুর ইচ্ছা সফলতা লাভ করিবে" ॥ ৫১ ॥

তদেবং শ্রাবিতাভিহিতে তিরোহিতে চ পরমহিতে ভগবতি লব্ধজাগরাবুপলব্ধামৃতসাগরাবিব চ মিথস্তদেব সঙ্কথয়ন্তৌ প্রথয়ন্তৌ চ পরমচমৎকারনির্বহং বহতঃ স্ম ॥ ৫২ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বগতং * চিন্তয়ামাস। তদেবং জাতান্যেব মম প্রশ্নানামুত্তরাণি। তত্র চ ভবতোরেবেতি যুক্তমেবোক্তং শ্রীভগবতা। "প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ" ইতি বদতোঽপ্যব্যভিচার-বচঃপ্রচারসর্গস্য মুনেঃ শ্রীগর্গস্য প্রায়ঃ সোঽয়মভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। শ্রাবিতাভিহিতে শ্রাবিতমভিহিতং বচনং যেন তস্মিন্। প্রথয়ন্তৌ পরমাত্মীয়েষু বিখ্যাতং কুর্ব্বন্তৌ ॥ ৫২ ॥

তদেবং শ্রুত্বা জাতহর্ষঃ স্নিগ্ধকণ্ঠো যচ্চিন্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রায়ঃ কচিচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ ॥ ৫৩ ॥

পরমহিতৈষী ভগবান্ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অন্তর্হিত হইলে, শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা উভয়েই জাগরিত হইয়া যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলেন এবং পরস্পর সেই বাক্যের আন্দোলনপূর্ব্বক আত্মীয়বর্গের নিকট ব্যক্ত করত পরম চমৎকার ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন † ॥ ৫২ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত বাক্যেই আমার প্রশ্নের উত্তর হইল। তন্মধ্যে শ্রীমান্ নারায়ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের দুই জনেরই পুত্র এবং ব্যভিচারশূন্য বাক্যপ্রয়োগপরায়ণ সেই শ্রীগর্গমুনিও বলিয়াছিলেন যে "তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কখনও

* বক্তা ভিন্ন অপরের যাহা শ্রবণযোগ্য নহে এরূপ বিষয়ের উক্তিকে স্বগত কহে। (অপরে শুনিতে পারুক বা না পারুক, নিজের মনকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলা হয় তাহা আত্মগত।) সকলের শ্রবণযোগ্য বিষয়ের উক্তির নাম প্রকাশ। যথা— অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতং। সর্ব্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ ..। ইতি সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাট্যোক্তিপ্রসঙ্গে।

† "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।" (কুমারসম্ভব ৫।১)। প্রিয়জনের কাছে প্রিয়কথা বলিয়া অথবা প্রিয়বস্তু দেখাইয়া অনুমোদনপ্রাপ্তিই সুখের চরমসীমা। নিজের ভালটা প্রিয়জনে ভাল বলিলেই তাহা ভাল হয় এবং সেই জন্যই সুখানুভব একাকী হয় না।

শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধঃ কিল কেবলপ্রেমনিবন্ধনঃ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদেঃ। অতস্তদ্বিশেষস্য তদ্বিশেষ এব হেতুঃ। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।' ইত্যাদেঃ। ততস্তস্মিন্ বৎসতাং যতাং বাৎসল্যাভিধ এব প্রেমা প্রমাপয়তি ॥ ৫৪ ॥

তত্র শ্রীবসুদেবস্য তদৈশ্বর্য্যপর্য্যালোচনেন বাৎসল্যস্য তারল্যং সারল্যঞ্চাসাদিতং। শ্রীব্রজরাজস্য পুনস্তদ্বাৎসল্যং শশ্বদুদ্বুদ্ধং

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নন্দাত্মজত্বে যুক্তিস্মৃতী প্রমাণয়তি শ্রীভাগবতেত্যাদিনা। তদ্বিশেষস্য সম্বন্ধবিশেষস্য। তদ্বিশেষঃ প্রেমবিশেষঃ। তস্মিন্ ভগবতি। বৎসতাং লাল্যতাং ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পুত্রত্বে পিত্রাদীনাং বাৎসল্যমেব হেতুস্ততো বসুদেবস্য বাৎসল্যাল্পত্বং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিগদ্যেন। চকারাৎ প্রেম-চ।

বসুদেবনন্দন হইয়া জন্মিয়াছিলেন।" ইহাতেও জানা যায় যে উক্ত মহাত্মা গর্গমুনিরও প্রায় এইরূপই অভিপ্রায় ছিল ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধও নিশ্চয়ই প্রেমনিবন্ধন ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, হে উদ্ধব! আমি শ্রদ্ধাসহকৃত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয়রূপে সাধুদিগের প্রাপ্য হই। অতএব ঐরূপ সম্বন্ধবিশেষের প্রতি তাদৃশ প্রেমবিশেষই কারণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমাকে যেরূপ ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট ফলদানাদিদ্বারাই অনুগ্রহ করি। ইত্যাদি বাক্যেও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং জানিতে হইবে যে, সজ্জনগণের বাৎসল্যনামক প্রেমই ভগবানের উপরে বৎসতা বা প্রতিপালনরূপী পুত্রভাবকে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া দিতেছে ॥ ৫৪ ॥

এস্থলে তদীয় ঐশ্বর্য্য পর্য্যালোচনা করাতে শ্রীবসুদেবের তরলবাৎসল্য এবং প্রেম, দুইটীই সরলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবের বাৎসল্য নন্দাদি অপেক্ষায় অল্প, কিন্তু শ্রীমান্ ব্রজরাজনন্দের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্যভাব

শুদ্ধমেব চ প্রসিদ্ধং, পিতৃভ্যাং পুত্রতয়া তদ্ধারণে কারণঞ্চ মুনিভির্ম্মন এব মন্যতে। "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ"। ইত্যাদেঃ। "দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং, কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ" ইত্যাদেশ্চ। শ্রীব্রজরাজাভ্যামপি মনসা ধারণং তস্য কার্য্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধেন ভক্তিস্বাভাব্যেনৈব সম্ভাব্যতে। তত্র চ সতি সাম্প্রতস্ত বিশেষত এব সাম্প্রতং পরাবস্থামনু কৃতাসক্তৌ হি ভক্তৌ তদুদয়ঃ স্যাৎ। তস্মাত্তবৈবাত্মজস্তস্য বসুদেবস্য তু ক্বচিৎ কার্য্যে নিমিত্তে জাতঃ প্রাদুর্ভূত ইতি॥ ৫৫॥

তদ্ধারণে হৃদয়ে স্থাপনে। সাম্প্রতং যোগ্যং। পরাবস্থাং অনু লক্ষীকৃত্য। কৃতা আসক্তির্যয়া তথাভূতায়াং ভক্তৌ। তদুদয়স্তস্য পুত্রভাবস্য উদয়ঃ স্যাৎ ভবেদিতি॥ ৫৫॥

নিরন্তর বুদ্ধিবিষয়ে উন্মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। পুত্রভাব থাকাতে মাতা ও পিতা তাঁহাকে যে হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারেন, মুনিগণ মনকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে "ভগবান্ বসুদেবের মনে অংশকলার সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলেন" এই রূপে এবং ২য় অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে "পূর্ব্বদিক যেমন আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে সেইরূপ শ্রীদেবকীদেবী হৃদয়দ্বারা শূরসুত বসুদেবের আহিত আত্মপদার্থ ধারণ করিয়াছিলেন," এইরূপে ঐ ভাব বর্ণিত আছে। শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীব্রজেশ্বরীও যে মনে মনে সেই পদার্থ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কার্য্যের অন্যথা অনুপপত্তিসিদ্ধ ও ভক্তিস্বভাবেই সম্ভাবিত হইতে পারে, এইরূপ হইলে সম্প্রতি কিন্তু বিশেষরূপে পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত আসক্তিসম্বলিত ভক্তির উদ্রেকে সেই পুত্রভাব যে আবির্ভূত হইবে তাহা উপযুক্তই বটে, অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অর্থাৎ নন্দেরই আত্মজ কিন্তু বসুদেবের পুত্ররূপে কোন কার্য্যবশতই জাত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন॥ ৫৫॥

অথ প্রকটমুবাচ। ততস্ততঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ। তদেবং পরমার্ত্তেরুপকণ্ঠতাং প্রাপ্তায়ামুৎকণ্ঠায়ামেকদা সর্ব্বেঽনর্ব্বাচীনা ব্রজবাসিনঃ সভাবাঃ সভায়াং মিলিতাঃ, মিলিত্বা চ তদেব সোৎকণ্ঠং সুষ্ঠু প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৫৬॥

তদাচ তত্রৈকা তাপসী কেনচন স্নাতকেন সমমায়াতা। তাঞ্চ মহাপ্রভাবলক্ষণাং লক্ষয়িত্বা সর্ব্বে সমুত্থায়াতিথ্যমাবিতথ্যেন বিধায় বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ। সাক্ষাদ্ভগবতো যোগমায়েব কা ত্বমসি? শ্রীমন্নারদস্যাভিনবতনুরিবায়ং বা কঃ? ইতি ॥ ৫৭ ॥

স্বচিন্তনমস্য প্রকাশয়িতুং যথাপৃচ্ছত্তদ্দর্শয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। উপকণ্ঠতাং সমীপতাং। অনর্ব্বাচীনাঃ প্রাচীনাঃ উপনন্দাদয়ঃ। সভাবাঃ সমানো ভাবো যেষাং তে, অথবা নন্দবিষয়কভাবেন প্রীতিযুক্তাঃ ॥ ৫৬ ॥

অথাধুনা মধুমঙ্গলসহিতায়াঃ শ্রীপৌর্ণমাস্যা ব্রজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদাচেত্যাদিনা। স্নাতকেন বটুনা। আবিতথ্যেন যাথাতথ্যেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, তাহার পর তাহার পর।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, উক্ত কারণে এই প্রকারে উৎকণ্ঠা পরমপীড়ার সান্নিধ-প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, একদিন সমভাবাপন্ন প্রাচীন উপনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সভাস্থলে মিলিত হইলেন এবং মিলিত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত সুন্দররূপে তাহারই প্রস্তাব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

এমন সময়ে কোন এক তপস্বিনী একজন স্নাতক অর্থাৎ সমাবর্ত্তনের পর গৃহস্থ এমত কৃতদার বটুর (ব্রাহ্মণবালকের) সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে লক্ষণদ্বারা মহাপ্রভাবযুক্তা দর্শন করিয়া সকলে গাত্রোত্থান এবং যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া নিবেদন করিলেন। আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ যোগমায়ার ন্যায়, অতএব বলুন আপনি কে? এবং ইনিই বা কে? দেখিতেছি ইঁহার দেহখানী যেন অভিনবদেহধারী শ্রীমান্ নারদের মত ॥ ৫৭ ॥

সা চ সহাসমাহ স্ম । পৌর্ণমাসীনাম্নী কাত্যায়নী চ কুমার-শ্রমণা চ পারিকাঙ্ক্ষিণী চেক্ষণিকা চাস্মি । অয়ঞ্চ মধুমঙ্গলনামা স্নাতকঃ শ্রীনারদপ্রকৃতিঃ । আবাঞ্চ বিদ্যাবিশেষৈরেতদ্বয়স্কাবেব সদা বিদ্যাবহে ॥ ৫৮ ॥

তে ঊচুঃ । এতাবতী কৃপা কৃপণেষু কথমস্মাসু কৃতা ? ।

সোবাচ । ভবতাং কিমপি বৈভবং সম্ভাব্য ।

সর্ব্বে ঊচুঃ । কিং তৎ ? ।

সা চেত্যাদি । ততঃ শ্রীপৌর্ণমাসী আত্মপরিচয়ং তথা মধুমঙ্গলপরিচয়ং যথা দত্তবতী তদ্বর্ণয়তি সা চেত্যাদিগদ্যেন । কাত্যায়নী—কাত্যায়ন্যদ্ধবৃদ্ধা যা কাষায়বসনাধবা । কাত্যায়নী ভবেদেষাং ভিক্ষুকাধবয়োরপীত্যজয়ঃ । কুমারশ্রমণা বাল্যাদেব ব্রহ্মচারিণী । কুমারী চাসৌ শ্রমণা প্রব্রজিতা চেতি । শ্রাম্যতি তপস্যতি যা সা শ্রমণা শ্রমধাতোর্নন্দ্যাদিত্বাদনঃ । কুমার্য্যাঃ শ্রমণাদিনা ইত্যনেন কর্ম্মধারয়ঃ পুম্বদ্ভাবশ্চ । কুমারীশব্দস্য জাতিবাচিত্বেতু কুমারীশ্রমণা ইত্যাং রূপং স্যাৎ । পারিকাঙ্ক্ষিণী তপস্বিনী । ঈক্ষণিকা দৈবজ্ঞা । বিপ্রশ্নিকা ঈক্ষণিকা দৈবজ্ঞেত্যমরঃ । স্নাতকঃ ব্রহ্মচর্য্যানন্তরং কৃতগার্হস্থ্যঃ । এতদ্বয়স্কাবেব—এতৎ যুষ্মাকং দৃগ্গোচরীভূতত্বেন বর্ত্তমানং বয়ো যয়োস্তৌ নতু বয়োভেদো ভবেদিতি ভাবঃ । বিদ্যাবহে ভবাবঃ ॥ ৫৮ ।

তদেতচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে ব্রজবাসিনো যদাহুস্তদ্বর্ণয়ন্তি তে ঊচুরিত্যাদিনা । ততো যথা তস্যাঃ

তাপসী হাস্যের সহিত কহিলেন । আমার নাম পৌর্ণমাসী, আমি অদ্ধবৃদ্ধা এবং কাষায়বসন পরিধান করিয়া থাকি । আমি কুমারী হইয়াও প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি । আমি তপস্বিনী ও দৈবজ্ঞা । ইহাঁর নাম মধুমঙ্গল, ইনি স্নাতক-লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণবালক । শ্রীনারদের তুল্য ইহাঁর স্বভাব । আমরা দুইজন বিদ্যা-বিশেষদ্বারা যে বয়স্ দেখিতেছ এইরূপ বয়সেই সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

ব্রজবাসিগণ কহিলেন, আমরা অতি দীনব্যক্তি, আপনি আমাদের প্রতি এত কৃপা কেন করিলেন ? তাপসী কহিলেন, তোমাদের কোন অনির্ব্বচনীয় বৈভব সম্ভাবনা করিয়া ।

ব্রজবাসিগণ কহিলেন, তাহা কি ?

সোবাচ। ভবতাং প্রাণকন্দস্য শ্রীমন্নন্দস্য জগদানন্দঃ স খলু নন্দনঃ সম্ভবিতেতি।

সর্ব্বে সবাষ্পপুলককুলমূচুঃ। বৃহদ্বনমস্মাকমিদং বৃহত্তীর্থং ভবতি, তস্মাদস্মভ্যং দত্তবিশ্রান্তিকে কৃষ্ণান্তিকে স্ফুটমুটজং তব ঘটয়ামঃ।

সোবাচ। উপশ্রুতিরেষা শ্রুতিবেষা নব্যাপি ন ব্যভিচরিতা। যতঃ কৃষ্ণায়া ইতি বিবক্ষিতমপি কৃষ্ণস্যেতি লক্ষিতং করোতি। কৃষ্ণনামা হি ভবিতাসৌ। মহাপ্রভাববতি যস্মিন্ জাতবতি নির্দ্দানবতা পৃথিব্যাং ভবিষ্যতি। তদীয়গুণে তু

স্তেষাঞ্চ উক্তিপ্রত্যুক্তী বভূবতুস্তে বর্ণয়তি সোবাচেত্যাদিগদ্যেন। কৃষ্ণান্তিকে কৃষ্ণায়া যমুনায়া অন্তিকে। বাগ্দেবী তু কৃষ্ণস্যান্তিকে ইতি বাচয়তি। উটজং পর্ণশালাং। উপশ্রুতিঃ স্বীকারবাণী। শ্রুতিবেষা শ্রুতিতুল্যা। নির্দানবতা-নির্গতা দানবা যত্র তদ্ভাবতা।

তাপসী কহিলেন, তোমাদের জীবনের মূলস্বরূপ শ্রীমান্ নন্দরাজের নিশ্চয়ই জগদানন্দদায়ক এক পুত্র জন্মিবে।

সকলে বাষ্পপূর্ণ-নয়ন ও পুলকাকুলকলেবর হইয়া কহিলেন, এই বৃহদ্বন অর্থাৎ মহাবন আমাদিগের মহাতীর্থ। অতএব যিনি আমাদিগকে বিশ্রামসুখ অর্পণ করিয়াছেন সেই কৃষ্ণার নিকটে অর্থাৎ যমুনাতীরে আমরা প্রকাশ্যরূপে আপনার নিমিত্ত একখানী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিব।

তাপসী কহিলেন, এই স্বীকার বাণী বেদবাণীতুল্য, ইহা নব্য হইলেও ইহার কখনও ব্যভিচার ঘটিবে না। যেহেতু "কৃষ্ণান্তিকে" এই বাক্যে যমুনার নিকটে এই কথা আপনাদের বলিবার বিষয় হইলেও "কৃষ্ণের অন্তিকে" এইরূপ অর্থই লক্ষ্য করিতেছে নিশ্চয়ই পুত্রটী কৃষ্ণনামে বিখ্যাত হইবেন। যে মহাপ্রভবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে পর পৃথিবীতে "নির্দানবতা" অর্থাৎ দানবের নামও থাকিবে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণে "সদা নবতা" অর্থাৎ সর্ব্বদাই নবভাব (জীর্ণ

সদানবতা, সগুণতা বিদ্যাদিপ্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে তু নির্গুণতা, সকিঞ্চনতা বিষয়সম্পত্তৌ, তদ্ভক্তৌ তু নিষ্কিঞ্চনতা। ইত্যাদিকং বিরুদ্ধায়মানমপি সর্ব্বৈরনুরুদ্ধং করিষ্যতে। তস্মাদস্মাকমত্র স্থাতুমাগ্রহ এব ভবতামনুগ্রহায় সম্পন্নঃ॥ ৫৯॥

অথ তাং সর্ব্বে সানন্দং বন্দমানাস্তয়া সমমিন্দীবররুচিনিন্দীহিতকালিন্দীং বিন্দমানাঃ পর্ণমন্দিরং পূর্ণয়ন্তস্তত্র চাবাসয়ামাসুঃ॥ ৬০॥

তৎসম্বন্ধে-তস্য ভগবতঃ সম্বন্ধে। সকিঞ্চনতা অল্পেন সহ বর্ত্তমানস্তদ্ভাবতা অর্থাদ্বিষয়সম্পত্তিষু॥ ৫৯॥

তদেবং তস্যাঃ পরমহিতবচনং শ্রুত্বা সহর্ষাস্তে তৎসন্তোষণার্থং যচ্চক্রুস্তদ্বর্ণয়তি অথ তামিত্যাদিগদ্যেন। ইন্দীবরেতি। ইন্দীবররুচিং নিন্দিতুং শীলমস্য এবম্ভূতং ঈহিতং চেষ্টিতং যস্যাঃ সা চাসৌ কালিন্দী চেতি তাং পূর্ণয়ন্তঃ সংরচয়ন্তঃ॥ ৬০॥

সকলেরও নবীন অবস্থা) হইবে। তথা বিদ্যাদিপ্রবন্ধে যে "সগুণতা" তাহা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে "নির্গুণতা" হইবে এবং বিষয়সম্পত্তিতে যে "সকিঞ্চনতা" অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়াসক্তি তাহা ভগবদ্ভক্তিতে "নিষ্কিঞ্চনতা" অর্থাৎ বিষয়াসক্তিবিহীনতা হইবে। এই সমুদায় বিরুদ্ধ হইলেও সকল লোকে ইহার অনুরোধ করিবে। অতএব আপনাদিগের অনুগ্রহেই আমাদের এই স্থানে থাকিতে আগ্রহ হইয়াছে*॥ ৫৯॥

অনন্তর সকলে সহর্ষে পৌর্ণমাসীকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহিত নীলপদ্মের পভাবিজয়ি চেষ্টাশালিনী কালিন্দী যমুনাতে গমন করিয়া পর্ণকুটীর রচনা করত সেই স্থানে বাস করাইয়া দিলেন॥ ৬০॥

---

* যথায় নির্দ্দানবতা তথায় সদানবতা, যথায় সগুণতা তথায় নির্গুণতা, যথায় সকিঞ্চনতা তথায় নিষ্কিঞ্চনতা। এই গুলি শ্রবণমাত্রেই বিরোধ, কিন্তু নির্দ্দানবতা—দানশূন্যতা, সদা নবতা—নিত্যনূতনতা, সগুণতা ত্রৈগুণ্যবিষয়তা, নির্গুণতা ত্রিগুণাতীতত্ব, বিষয়সম্পত্তিতে সকিঞ্চনতা সামান্যভাবে বা নির্লিপ্তভাবে বিষয়স্পৃহা, নিষ্কিঞ্চনতা—ভগবদ্ভক্তিতে বিষয়াসক্তিহীনতা। এইরূপ অর্থে বিরোধ থাকে না। সুতরাং আপাততঃ বিরোধের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় বিরোধাভাস অলঙ্কার। অতএব আপাততঃ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা সর্ব্বজনের অনুরদ্ধ হইতে পারে।

অস্মিন্নেব দিনেঽপগতদোষে প্রদোষে সমুদ্ভট-কংসরোষেণ জাতচিত্তশোষেণ কৃতপরিদেবেন বসুদেবেন প্রহিতা ব্রজহিতা বড়বারোহিণী রোহিণী গুপ্তমাজগাম। যস্যামাগতায়াং পরম-পতিব্রতায়াং সর্ব্বএব ব্রজরাজরাজসমাজঃ শুভশকুনসঙ্কুল-শকুনাদিসমজেন সমমুল্ললাস। তত্র চানন্দমোহিন্যৌ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যৌ যমুনাগঙ্গে ইব সঙ্গতসঙ্গে পরস্পরং পরেভ্যশ্চ সুখ-সমূহমূহতুঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজপত্নী চ তস্যা জ্যৈষ্ঠমবষ্টভ্য মাসত্রয়জাতমন্তর্ব্বত্নীত্বং পর্য্যালোচ্য স্বাভেদবেদনেনৈব শাতজাতং প্রাপ ॥ ৬২ ॥

যদ্দিবসে শ্রীপৌর্ণমাস্যা ব্রজাগমনং জাতং তদ্দিন এব শ্রীরোহিণ্যা ব্রজে আগমনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অস্মিন্নেবেত্যাদিগদ্যেন। বড়বা অশ্বা। শকুনাদিসমজঃ শুভসূচকচিহ্নানি তেন সহ ॥ ৬১ ॥

তস্যা মিলনে শ্রীযশোদায়াঃ প্রমোদপ্রাপ্তিং বর্ণয়তি ব্রজেত্যাদিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৬২ ॥

সেই দিবসেই দোষরহিত প্রদোষকালে চিত্তশোষণকারী দুর্দ্দান্ত কংসের কোপে বসুদেব বিলাপ করিয়া ব্রজের হিতকারিণী রোহিণীকে ব্রজে প্রেরণ করেন. রোহিণী একটী ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোপনে তথায় উপস্থিত হন। রোহিণী পরমপতিব্রতা ছিলেন। তিনি আসিবামাত্র ব্রজরাজের সমস্ত সুন্দর সভা শুভচিহ্নে পরিপূর্ণ বিহঙ্গকুলদ্বারা উল্লাস পাইয়াছিল। তথায় শ্রীমতী যশোদা এবং রোহিণী আনন্দে মোহিত হইয়া এবং গঙ্গাযমুনার মত উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের এবং অপর সকলের উদ্দেশেও সুখধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজপত্নী শ্রীযশোদা রোহিণীর জ্যৈষ্ঠমাস আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই মাসত্রয়জাত অন্তর্ব্বত্নীত্ব (গর্ভিণীভাব) পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আপনার সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া সমূহ সুখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬২ ॥

অথ মাঘমাসি চাসিতপ্রতিপদি কৃতসর্ব্বসুখপ্রসরজন্যাং রজন্যাং সা ব্রজরাজং সেবমানা তন্দ্রাপরতন্ত্রায়মাণা স্বপ্নতুল্যতা-সঙ্কিতং কিঞ্চিদঙ্কিতং দদর্শ ॥

যথা সএব বালঃ সর্ব্বতস্তদাবরণকারিকয়া কয়াচিদ্দিব্য-কুমারিকয়াত্মানং পিধায় ব্রজরাজহৃদয়ান্নিজহৃদয়ং প্রবিশ্য দৃশ্য-বদেব স্থিত ইতি। ততশ্চ সোঽয়ং স্বীয়ং হৃদয়কমলমধ্যমধ্যাসা-মাস, সেয়ন্তু জঠরমধ্যমিতি। ব্রজরাজশ্চ নিরন্তর-স্বান্তরতৎ-প্রবেশাবেশং দুর্নির্দ্দেশং চিরমনুভূয় দূয়মানতাং বিধূয় তথৈ-বানুভূতবান্ ॥ ৬৩ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বান্তে চিন্তয়তি স্ম। সত্যমেতদত এব

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য পুত্রতয়া শ্রীযশোদাহৃদয়ে প্রবেশং বক্তুং তৎপ্রসঙ্গমুত্থাপয়তি অথেত্যাদি-গদ্যেন। কৃতেতি-কৃতা সর্ব্বসুখপ্রসরস্য জনিরুৎপত্তির্যয়া তস্যাং সঙ্কিতং সম্ভূতমঙ্কিতমারাধিতং। তদাবরণকারিকয়া তস্যাঙ্গচ্ছাদিকয়া। সেয়ং কুমারিকা। দূয়মানতাং সন্তাপবত্তাং ॥ ৬৩ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা স্নিগ্ধকণ্ঠো যথাচিন্তয়ত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন।

অনন্তর মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে, যাহাতে সকল প্রকার সুখরাশির উৎপত্তি হইতে পারে এইরূপ রজনীতে যশোদা ব্রজরাজের সেবা করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তিনি তন্দ্রাপরতন্ত্রা হইয়া স্বপ্নলব্ধ বস্তুর মত কোন একটী আরাধিত ব্যাপার দর্শন করিলেন। যথা—সেই বালকই সর্ব্বতোভাবে আবরণ-কারিকা কোন কুমারিকাদ্বারা আপনার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ব্রজরাজের হৃদয় হইতে যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দৃশ্যের ন্যায় বর্ত্তমান হইলেন। তদনন্তর ঐ বালক যশোদার হৃৎপদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই কুমারিকা জঠরের মধ্যে উপবেশন করিয়া থাকিলেন। তথা ব্রজরাজও নিরন্তর স্বীয় অন্তরে তাঁহার প্রবেশের আবেশ বহুক্ষণ অনুভব করিলেন কিন্তু নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, পরন্তু সন্তপ্তভাব দূর করিয়া সেইরূপ অনির্ব্বাচ্য ভাবেই অনুভব করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন। ইহা সত্য, অতএব প্রশস্ত

সদ্বাণীগুণিভির্মুনিভির্মুহুরনয়োরাত্মজ ইতি মতং। ময়া চ সুবিচারতস্তদেব পূর্ব্বং নিশ্চিতমাচরিতমিতি। উবাচ চ ততস্ততঃ ॥ ৬৪ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। অথ তদারভ্য গর্ভলক্ষণমুপলভ্য সম্ভূতভব্যানাং সভ্যাঙ্গনাগণানাং গোকুলকুলপাত্রী সুখদাত্রী বভূব ॥ ৬৫ ॥

যথা—মুখমাপাণ্ডুকুচাগ্রং, স্ফীতং জঠরং দরোত্তুঙ্গং।
অভজত কর্ণেজপতাং, গর্ব্ভে বৃত্তে যশোদায়াঃ ॥ ৬৬ ॥

যথা চ—

ব্রজরাজ্ঞ্যাং স্ফুরিতাত্মা, কৃষ্ণঃ স্ফুরতি স্ম লোকেঽপি।
দীপঃ স্ফটিকঘটীভাগন্তর্ব্বহিরপি বিভাতি তত্তুল্যঃ ॥ ৬৭ ॥

সদ্বাণীতি-সদ্বাণীঃ গুণয়ন্তি অভ্যস্যন্তি যে তে তৈঃ ॥ ৬৪ ॥

গোকুলকুলপাত্রী গোকুলবংশরক্ষিকা ॥ ৬৫ ॥

তদা তস্যা গর্ভচিহ্নং বর্ণয়তি মুখমিত্যাদিপদ্যেন। কর্ণেজপতাং তাদৃশমুখাদীনাং সূচকতাং। কর্ণেজপঃ সূচকঃ স্যাদিত্যমরঃ ॥ ৬৬ ॥

যতো মহাপ্রভাববস্তু নির্ম্মলপাত্রে স্বপ্রভাবং দর্শয়ত্যেব অতো গর্ভস্থো ভগবান্ লোকে যথা প্রকাশতে তদ্বর্ণয়তি ব্রজরাজ্ঞ্যামিতিপদ্যেন। ৬৭ ॥

বাক্যগুণশালী মুনিগণ "এই দুই নন্দযশোদার পুত্র". এই কথা বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন। আমিও ভালরূপে বিচার করিয়া পূর্ব্বে তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। তৎপরে কহিলেন তাহার পর তাহার পর ॥ ৬৪ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিয়া সভ্যভব্য রমণীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে গোকুল-বংশের রক্ষাকর্ত্রী শ্রীযশোদা তাঁহাদিগের সুখদায়িনী হইলেন ॥ ৬৫ ॥

যথা, যশোদার গর্ভ হইলে তাঁহার মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কুচাগ্রভাগ স্ফীত এবং উদর কিঞ্চিৎ উচ্চভাব ধারণপূর্ব্বক গর্ভভাবের সূচনা করিয়াছিল ॥ ৬৬ ॥

স্ফটিকপাত্রের মধ্যস্থিত প্রদীপ যেরূপ অন্তরে ও বাহিরে দীপ্তি পাইয়া থাকে,

কিন্তু—

জিতরসনারসধৈর্য্যা, গাম্ভীর্য্যাদিপ্রবীণাপি।

স্পৃহিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্-ব্রজনৃপগৃহিণী তদা চক্রে॥ ৬৮॥

যথা—ঐহত দোহদমেষা, কৃষ্ণাবেশাবিশত্তৃষ্ণা।

তুলসীসংস্কৃতঘৃতযুক্, সসিতং সিতকান্তিগন্ধি পরমান্নং॥৬৯॥

অথ যোগমায়া রোহিণ্যাঃ সাপ্তমাসিকং গর্ভং স্রস্তং বিধায় দেবক্যাস্তদ্বিধং তং তস্যাং নিয়োজয়ামাস। ততশ্চ লব্ধসর্ব্বসময়-

---

অথ তস্যা গর্ভধারণজনিতচেষ্টাং বর্ণয়তি জিতরসনেত্যাদিপদ্যেন। জিতং রসনারসেন রসনাস্বাদেন ধৈর্য্যং যস্যাঃ সা॥ ৬৮॥

তত্রাহারচেষ্টাং বর্ণয়তি ঐহতেত্যাদিপদ্যেন। দোহদং গর্ভিণ্যাঃ প্রিয়া অভিলষণীয়ং। দোহদশব্দঃ অনেকার্থকঃ। গর্ভিণীমনোরথে গর্ভমাত্রে তরুগুল্মলতাদীনামকালে কুশলৈঃ কৃতে পুষ্পাদ্যুৎপাদকে বস্তুনি চ দোহদশব্দঃ প্রযুজ্যতে। ইতি সম্প্রদায়ঃ। কৃষ্ণাবেশবিশত্তৃষ্ণা-গভরূপতয়া প্রবেশেন আবিশন্তী আহারাদৌ তৃষ্ণা ইচ্ছা যত্র সা॥ ৬৯॥

অধুনা শ্রীরামস্য যোগমায়য়া শ্রীরোহিণীগর্ভপ্রবেশানন্তরং প্রাদুর্ভাবং বর্ণয়তি অথেত্যাদিপদ্যেন। লব্ধেতি-লব্ধা সর্ব্বসময়সম্পদ্দশা যত্র তস্মিন্।

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরীর গর্ভমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতেও তদ্রূপ প্রকাশ পাইয়াছিলেন॥ ৬৭॥

কিন্তু ব্রজরাজগৃহিণী যশোদা গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রামে প্রবীণা হইলেও জিহ্বার রসে (লালসায়) তদীয় ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল. এই কারণে তখন তিনি অল্প অল্প বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥ ৬৮॥

যথা—গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক প্রবেশবশতঃ আহারাদি গর্ভিণীমনোরথবিষয়ে তাঁহার স্পৃহা হইলে তিনি তুলসীদ্বারা সংস্কৃত, ঘৃতযুক্ত ও শর্করাসমবেত এবং কর্পূরের গন্ধসমন্বিত পরমান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ৬৯॥

অনন্তর যোগমায়া রোহিণীর সপ্তম মাসের গর্ভ নষ্ট করিয়া দেবকীর তাদৃশ সাপ্তমাসিক গর্ভ তাহাতে যোজনা করিয়া দেন। তাহার পর যত শুভসময় হইতে

সম্পদ্দেশে চতুর্দ্দশে মাসি শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে সমস্তসুখ-রোহিণী রোহিণী গুণগণনয়া সুষমং সিতসুষমং সুতং সুষাব। সান্দ্রশুভ্রতাবিভ্রাজমানতয়া পৌর্ণমাসী চন্দ্রমসমিব, দর্শিতবিক্রমক্রমতয়া সিংহবধূঃ শাবকমিব, *নির্ম্মলপরিমলধারাধারতয়া নবকমলিনী ধবলকমলমিব, সর্ব্বশ্রবণসঞ্জমঙ্গলতয়া নিরবদ্যবিদ্যতা-যশস্তোমমিব চ ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ—শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালিলোচনং
নবাব্দকেশং শরদভ্রবিগ্রহং।
ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী
তত্তচ্চ যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রাবণপূর্ণিমাপূর্ব্বমমাস্যমাসস্য প্রথমার্দ্ধে শ্রবণনক্ষত্রে। কমলিনী পদ্মলতা। সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং শ্রবণেনৈব বহুমঙ্গলং যস্মাৎ তত্তয়া বিশিষ্টং যশস্তোমমিব ॥ ৭০ ॥

তস্য বালকস্যাসাধারণসৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি শুভ্রাংশুবক্ত্রমিতিপদ্যেন। তড়িদালিলোচনং অর্থাচ্চঞ্চলনেত্রং। নবাব্দকেশং নবঘনকচং। দিব্যবালকঃ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণঃ ॥ ৭১ ॥

পারে তত শুভসূচক সময়রূপ সম্পত্তিদশাযুক্ত যে চতুর্দ্দশমাস, তাহাতে শ্রাবণমাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ মাসের প্রথমার্দ্ধে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত কালে, সমস্ত সুখলাভকারিণী রোহিণী, নিবিড় শুভ্রতাগুণে বিরাজিত হইয়া পূর্ণিমা যেরূপ চন্দ্রকে প্রসব (প্রকাশ) করে, বিক্রমের প্রণালী দেখাইয়া সিংহপত্নী যেরূপ সিংহশাবক প্রসব করে, নির্ম্মল পরিমলধারার আধার হইয়া নবকমলিনী যেরূপ শ্বেতপদ্ম প্রসব করে এবং অনিন্দনীয় বিদ্যা শ্রবণমাত্রেই সকলের মঙ্গলদানপূর্ব্বক যেরূপ যশোরাশি উৎপাদন করে, সেইরূপ গুণসমন্বিত পরমসুন্দর এবং সমস্ত পরমশোভাবিজয়ী শুভ্রবর্ণশালী এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭০ ॥

অপিচ, রোহিণীর গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইলেন তাহার মুখ শশধরের তুল্য এবং বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় নয়নজ্যোতিঃ, নবজলধরের মত কেশকলাপ

* নির্ম্মলপরিমলধারয়া ইতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ।

স এষ চ, অসিতবর্ম্মা সিতবর্ম্মা, সদনুজঃ সূদিতদনুজঃ, পালিতধেনুকো দলিতধেনুকঃ, প্রলম্ববাহুঃ প্রলম্বঘাতয়িতা, স্বয়ং রামনামা রামরমিতদ্বিবিদ-বিদারয়িতা চ ভবিতা। ইতি জ্যোতির্বিদ্ভিরুদ্ভাবিতং ॥ ৭২ ॥

অস্য জাতকর্ম্মাদিকঞ্চ মর্ম্মগৈরেব শর্ম্মান্তনামভির্গুপ্তমেব পর্য্যাপ্তমকারি আনকদুন্দুভিমন্ত্রণাপরতন্ত্রতয়া। কিন্তু তত্রৈকং দুঃখমিবাসীৎ ॥ ৭৩ ॥

দিব্যবালকত্বং বিরোধাভাসালঙ্কারেণ বর্ণয়তি অসিতেত্যাদি গদ্যেন। অসিতবর্ম্মা অসিতং অবদ্ধং বর্ম্ম প্রমাণং যস্য। অথবা অসিতং শুক্লং বর্ম্ম শরীরং যস্য স তং। বর্ম্ম দেহপ্রমাণয়োরিত্যমরঃ। সদনুজঃ সন্ননুজো যস্য সঃ। পরত্র দনুজঃ। ধেনুর্গৌঃ। পরত্র ধেনুকোঽসুরঃ। রামরমিতেতি-রামো রঘুনাথঃ ॥ ৭২ ॥

তদা তস্য জাতকর্ম্মাদিসংস্কারোঽপি বভূব তৎপ্রকারং বর্ণয়তি অস্যেত্যাদিগদ্যেন। মর্ম্মগৈরন্তরঙ্গৈঃ। শর্ম্মান্তনামভির্ব্রাহ্মণৈঃ। পর্য্যাপ্তং সমাপ্তং। আনকদুন্দুভিঃ শ্রীবসুদেবঃ ॥ ৭৩ ॥

শারদীয় মেঘের মত শুভ্রবর্ণ দেহ এবং দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী। এই সকল গুণ থাকা অনুপযুক্ত নহে, কারণ সেই পুত্র দিব্যবালক অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ ॥ ৭১ ॥

এই দিব্যবালক অসিতবর্ম্মা, অর্থাৎ ইহাঁর দেহ শুভ্রবর্ণ ছিল। ইনি সদনুজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃযুক্ত হইয়াও সূদিতনুজ অর্থাৎ অসুরবিনাশক। পালিতধেনুক অর্থাৎ ধেনুপালক হইয়াও ধেনুকাসুরের বধকর্ত্তা। প্রলম্ববাহু অর্থাৎ দীর্ঘবাহু হইয়াও প্রলম্বাসুরের ঘাতয়িতা (বিনাশকর্ত্তা) এবং স্বয়ং রামনামে বিখ্যাত হইয়াও রাম অর্থাৎ রঘুনাথ সঙ্গি দ্বিবিদনামক দানবের বিনাশকর্ত্তা হইবেন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌কর্ত্তৃক ইহাই উদ্ভাবিত হইল ॥ ৭২ ॥

এই বালকের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য বসুদেবের মন্ত্রণানুসারে মর্ম্মজ্ঞ ও নামের শেষে যাঁহাদের শর্ম্মা থাকে তাঁহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরাই গোপনভাবে সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে একটীমাত্র দুঃখ হইল ॥ ৭৩ ॥

যতঃ—সতু জন্মত এবানুজজন্ম যাবজ্জড় এবাদৃশ্যত, তত্র প্রতীকারশ্চৈক এবাসীৎ। যথান্তর্ধৃতনিজাবরজং ব্রজেশ্বর্য্যঙ্কমেব কেবলং বলমানঃ সমুল্লসিতবল্লক্ষ্যতে ॥ ৭৪ ॥

তদেবং দিনকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে গর্ভসন্দর্ভাৎ স্পষ্টমষ্টমমাসি তদবরজন্মজন্মনঃ সমারম্ভঃ সম্ভবতি স্ম। যথা চাধুনাপি বর্ণয়ন্তি—॥ ৭৫ ॥

অষ্টাবিংশচতুর্যুগে কলিশিরঃ সম্মর্দ্য বৈবস্বতে
ভাদ্রান্তর্ব্বহুলাষ্টমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুদ্গমে।

তদা তস্য শ্রীকৃষ্ণসহভাবাভাবেন যা অবস্থা আসীৎ তদাপি কদাচিচ্চেষ্টা যথা বভূব তদ্বর্ণয়তি স ত্বিত্যাদিগদ্যেন। স শ্রীরামঃ। অন্তর্ধৃতেতি। অন্তর্ধৃতো নিজাবরজঃ শ্রীকৃষ্ণো যয়া তাদৃশী যা ব্রজেশ্বরী তস্যা অঙ্কং ক্রোড়ং। বলমানো ভজমানঃ সন্ ॥ ৭৪ ॥

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। লব্ধব্যত্যয়ে অর্থাৎ গতে। গর্ভসন্দর্ভাৎ গর্ভস্য সংযোগাৎ। তদবরেতি-তস্মাৎ রামাৎ অবরং কনিষ্ঠং জন্ম প্রাদুর্ভাবো যস্য তস্য জন্মনঃ লোকে প্রাকট্যস্য ॥ ৭৫ ॥

তং সমারম্ভং বর্ণয়তি অষ্টেত্যাদিপদ্যেন। বিধিভং রোহিণীনক্ষত্রং।

কারণ, ঐ বালক জন্ম হইতেই কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মপর্য্যন্ত জড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে একটীমাত্র প্রতীকার ঘটিয়াছিল। যথা, ব্রজেশ্বরী যখন নিজের (বলদেবের) কনিষ্ঠকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অন্তরে মনোমধ্যে ধারণ করেন, তৎকালে তাঁহার ক্রোড়দেশে বলদেব গমন করিলেই লোকে বলদেবকে সমুল্লসিতের ন্যায় লক্ষ্য করিত ॥ ৭৪ ॥

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে গর্ভপ্রদেশ হইতে স্পষ্টরূপে অষ্টমাসে তদীয় কনিষ্ঠের জন্মপ্রারম্ভের উপক্রম হইল। যাহা পণ্ডিতগণ এখনও বর্ণনা করিয়া থাকেন—॥ ৭৫ ॥

যথা, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কলিশিরঃ সংমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ কলির প্রথমভাগ পরাভব করিয়া ভাদ্রমাসের অন্তর্গত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে,

যোগে হর্ষণনাম্নি শুদ্ধবিধিভে পূর্ণঃ পরঃ শ্রীবিধু-
র্নন্দন্নন্দবধূমুদে স্বয়মুদৈদহ্নায় ধুন্বংস্তমঃ ॥ ৭৬ ॥

যথা চ—তদা যুগাদিদেবাস্তে স্বস্বসম্পদুপায়নং ।
আদায় কৃষ্ণজন্মর্ক্ষনিশামাশু সিষেবিরে ॥ ৭৭ ॥

যত্র হি—বিবভুব বিনা সত্যং ধ্যানং ত্রেতাং বিনা মখঃ ।
বিনা দ্বাপরমভ্যর্চ্চা হরের্নাম কলিং বিনা ॥
বিনা মধুং সপ্তলাদি বিনোষ্ণং পাকিমাম্রতা ।
বিনা শরদমম্বুশ্রীঃ শালিস্তস্যাঃ পরং বিনা ॥

নন্দবধূমুদে মাতুঃ প্রীতয়ে । অহ্নায় ঝটিতি । উদৈৎ উদয়ং প্রাপ প্রকাশিতো বভূব । তমঃ কৃষ্ণপক্ষাষ্টমীকৃতমন্ধকারং পক্ষে পুত্রানুৎপত্তিরূপং শোকং ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মকালস্য অসাধারণতাং বর্ণয়তি যথাচ তদেত্যাদিপদ্যেন । নিশাং রাত্রিং ॥ ৭৭ ॥

যুগাদিদেবানাং সেবনপ্রকারং বর্ণয়তি বিবভূবেত্যাদিপদ্যেন । শ্লোকচতুষ্টয়ে হেতুং বিনা-কার্য্যোৎপত্ত্যা বিভাবনালঙ্কারঃ । যদুক্তং । বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে । ইতি দর্পণঃ । সপ্তলাদি-সপ্তলা নবমল্লিকা । পাকিমাম্রতা পাকেন নিষ্পন্ন আম্রো যেন তদ্ভাবতা । অম্বুশ্রীর্জলশোভা । তস্যাঃ শরদঃ পরং হেমন্তং ।

বুধবারে, চন্দ্রের উদয় হইলে হর্ষণনামক যোগে, দোষস্পর্শরহিত রোহিণীনক্ষত্রে আনন্দদায়ক অথচ পূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীনন্দরাজপত্নী শ্রীযশোদা দেবীর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য কৃষ্ণপক্ষাষ্টমীর অন্ধকার নাশ করিয়া অথবা পুত্রোৎ-পত্তির অভাবজনিত শোকান্ধকার দূর করিয়া স্বয়ং শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে যুগের আদি দেবতাগণ স্ব স্ব সম্পত্তি উপহার লইয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারার রাত্রি সেবা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রিতে সমস্ত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৭৭ ॥

যে সময়ে সত্যযুগ ব্যতীত ধ্যান, ত্রেতাযুগ ব্যতীত যজ্ঞ, দ্বাপরযুগ ব্যতীত অর্চ্চনা, কলিযুগ ব্যতীত হরিনাম, বসন্তকাল ব্যতীত নবমল্লিকাদি পুষ্প, গ্রীষ্মকাল ব্যতীত পক্ক আম্র, শরৎকাল ব্যতীত জলশোভা, হেমন্ত ব্যতীত আগ্রহায়ণিক ধান্য,

শিশিরেণ বিনা মাঘ্যং বিনাহ্নাম্বুজবিস্তৃতিঃ।
বিনা জ্যোতিঃশাস্ত্রেণ* গ্রহাণাং শুভদা স্থিতিঃ॥
বিনা গুরুপ্রভাবেণ পবিত্রস্ফুরণং হরেঃ।
বিনা সূতিপ্রতীত্যা চ প্রসূতোঽসৌ যশোদয়া॥ ৭৮॥
তদিদমগ্রে ব্যক্তীকরিষ্যতে॥ ৭৯॥

কিঞ্চ—

মধ্যে তারাবারসারং নভস্তৎ-প্রান্তে সিন্ধূর্দ্ধ্বং ধ্বনন্মেঘবন্ধু।
ইত্থং বর্ষাধামতর্ষা শরচ্ছ্রীস্তস্যাং তিথ্যাং তথ্যমাতিথ্যমাপ॥৮০॥

মাঘ্যং কুন্দপুষ্পং। অহ্না দিবসং বিনা। জ্যোতিঃশাস্ত্রেণ গ্রহাণাং গতিনিয়ামকেন। গুরুপ্রভাবেণ গুরোরুপদেশাদিনা। অসৌ হরিঃ॥৭৮॥

তদিদমিতি সুগমং॥ ৭৯॥

তদানীন্তনকালস্য বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি মধ্যে ইতিপদ্যেন। তারাবারসারং তারাণাং বারস্য নক্ষত্রাণাং সমূহস্য সারঃ প্রকাশো যত্র তৎ। তৎপ্রান্তে নভসঃ পরিতঃ। সিন্ধ্বিত্যাদি। সিন্ধোরূর্দ্ধ্বং-ধ্বনন্তো মেঘা বন্ধবো যস্য তৎ। বর্ষাধামতর্ষা বর্ষাসময়ে তর্ষা আকাঙ্ক্ষা যস্যাঃ সা। তথ্যং যাথার্থ্যং। আতিথ্যং জন্মর্ক্ষং। সত্যাদীনামতিথিবৎ সেব্যতাং প্রাপ॥ ৮০॥

শিশির ব্যতীত কুন্দপুষ্প, দিবস ব্যতীত পদ্মপ্রকাশ, জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যতীত গ্রহগণের শুভদায়িনী অবস্থিতি এবং গুরুর উপদেশ ব্যতীত হরির পবিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তৎকালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে অলৌকিক ঘটনাসকল সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীমতী যশোদাও প্রসবজ্ঞান অথবা প্রসবযন্ত্রণা ব্যতিরেকে তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন॥ ৭৮॥

ইহা অগ্রে প্রকাশিত হইবে॥ ৭৯॥

অপিচ, তৎকালে আকাশে নক্ষত্রসমূহের সারাংশরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল প্রান্তভাগে সমুদ্র এবং তাহার উপরিভাগে মেঘরূপ বন্ধুসকল শব্দ করিতেছিল তথা এইরূপে বর্ষাসময়েও শারদীয় শোভার আকাঙ্ক্ষা ঘটিয়াছিল এবং সেই তিথিতে শারদীয় শোভা যথার্থ আতিথ্য লাভ করিয়াছিল॥ ৮০॥

* বিনা জ্যোতির্বিদাং মত্যা। ইতি বৃন্দাবনগৌরমাণ্ডপুস্তকপাঠঃ।

কিঞ্চ—

জাতিভিঃ সহ মাধব্যঃ কেতক্যঃ কেতকৈঃ সমং ।
কুমুদান্যম্বুজৈঃ সার্দ্ধং স্ফুটন্তি স্মেতি দিগ্ যথা ॥ ৮১ ॥

তদা তদপি নাশ্চর্য্যমাচার্য্যৈঃ পরিচীয়তে ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যনিধিঃ সোঽপি জন্মচর্য্যাং যতো গতঃ ॥ ৮২ ॥

তথাহি, এতদুত্তরং ভাবি-তদ্বিলোকানাং লোকানাং ভাবিতানং* ॥ ৮৩ ॥

তদা ভিন্নকালপুষ্পকাণাং পুষ্পাণাং প্রফুল্লতাং বর্ণয়তি জাতিভিরিতিপদ্যেন । ন স্যাজ্জাতিবসন্তে ইতি কবিসময়ঃ । কেতক্যো বসন্তভবাঃ কেতকা বর্ষাভবাঃ । তথাচ রত্নমালা । জম্বুকঃ কেতকীতি চেতি । কেতকঃ কাষ্ঠপুষ্পঃ স্যাদ্বাসিকঃ পাণ্ডরচ্ছদ ইতি । দিগ্‌যথেতি প্রদর্শনং দিগ্দর্শনমাত্রং তেনান্যান্যপি ॥ ৮১ ॥

নন্বেবং বর্ণিতং কদাপি ন দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ তত্রাহ তদা তদিত্যাদিপদ্যেন । জন্মচর্য্যাং জন্মলীলাস্বীকারং ॥ ৮২ ॥

অত্র হেতুং বর্ণয়তি এতদিত্যাদিগদ্যেন । ভাবিতদ্বিলোকানাং—ভাবী ভবিষ্যন তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিলোকো যেষাং তেষাং । ভাবিতানং ভাঃ প্রকাশস্তস্যাঃ বিতানং প্রকাশনং । ৮৩ ॥

অপিচ তৎকালে জাতি অর্থাৎ মালতীপুষ্পের সহিত বাসন্তীলতার পুষ্প, গ্রীষ্মজাত কেতকীপুষ্পের সহিত বর্ষাজাত কেতকীপুষ্প এবং অম্বুজের সহিত কুমুদপুষ্প সকল প্রফুল্ল হইল। ইহা কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্রই করা হইল, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে এরূপ বহুবিধ অলৌকিক ঘটনাই বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৮১ ॥

তখন আচার্য্যগণ তাহাকেও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না, যে হেতু সর্ব্বাশ্চর্য্যের নিধিস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮২ ॥

ইহার পর যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন করিবে, সেই সকল লোকদিগের প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

---

* ভাবি ভানং ভাবিভবনং ইতি চ বৃন্দাবনগোরমাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

মুখমস্য লসিতস্মিতাসিতকমলানামধিপমিব বিলোক্যতে। নেত্রযুগলং সূক্ষ্মভ্রমরচিত্রকৈরবান্তঃপত্রাণাং, ঘ্রাণং নীলনীরদ-চ্ছবিলব্ধকীলতিলপ্রসূনানাং, ওষ্ঠাধরং সিন্দূরগিরিজনি-জবা-বন্ধূকবিম্বগোষ্ঠীনাং, কর্ণদ্বন্দ্বমঞ্জনভূমিজ-শ্যামলতাপোতানাং, করপ্রান্ততাকান্তভুজযুগলং সনবপল্লব-নবতমালশাখানাং, শ্রীবৎস-সিন্ধুবৎসাখ্যলেখাসহিতবৎসং * বলাকাবিদ্যুৎখচিতমেঘখণ্ডা-নামিতি ॥ ৮৪ ॥

পুনরপি উপমালঙ্কারসমূহেন তস্য রূপং বর্ণয়তি মুখমস্যেত্যাদিগদ্যেন। অন্তর্মধ্যার্থঃ। গিরিজনির্গৈরিকং। কর্ণেতি-কৃষ্ণমৃত্তিকাজাতশ্যামলতাশিশূনাং শিরাস্থানস্য তদাকারত্বাৎ। করেতি-করৌ প্রান্তে যস্য তদ্ভাবতয়া কান্তং ভুজযুগলং। শ্রীবৎসেতি। সিন্ধুবৎসা শ্রীর্লক্ষ্মীঃ সৈব আখ্যা যস্যাঃ সা চাসৌ লেখা চেতি সা স্বর্ণরেখা বৎসং বক্ষঃ। বলাকাবিদ্যুদিতি—বলাকা বকপঙ্‌ক্তিঃ সুমেরুসান্নিধ্যাৎ বিদ্যুতঃ পীতত্বাৎ। খচিতং সংপৃক্তং ॥ ৮৪ ॥

ইঁহার মুখমণ্ডল বিকসিত নীলকমলের অধিপতির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। নেত্রযুগল সূক্ষ্ম ভ্রমরদ্বারা মনোহর কুমুদপুষ্পের মধ্যস্থিত পত্রসকলের অধীশ্বরের মত। নাসিকাখানী নীলবর্ণ নীরদের কান্তিযুক্ত অথচ লব্ধশঙ্কু অর্থাৎ উন্নতাগ্র ও শ্রেষ্ঠ তিলপুষ্পের সদৃশ এবং ওষ্ঠাধর সিন্দূর গৈরিক জবাপুষ্প, বন্ধূকপুষ্প এবং বিম্বফল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। কর্ণদ্বয় অঞ্জনভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা-জাত অভিনব শ্যামলতার অধিপতির মত। তথা করদ্বয়ের প্রান্তভাগসমন্বিত ভুজযুগল নবপল্লবযুক্ত নব তমালবৃক্ষের শাখাসকলের অধিপতির মত। অপিচ শ্রীবৎস ও সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীনাম্নী লেখা বা স্বর্ণরেখার সহিত বৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত শ্বেত রোমরাজী-চিহ্নিত বক্ষস্থলটী বকপঙ্‌ক্তি ও বিদ্যুৎখচিত মেঘখণ্ড-সকলের অধিপতির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

---

* বলাকেত্যাদৌ ধৃতদক্ষিণাবর্ত্তদ্যুতিবিশেষকৃতস্থিরবিদ্যুদাশ্লেষমেঘখণ্ডানামিতি। ইতি বৃন্দাবনগৌরপুস্তকপাঠঃ।

কিঞ্চ—মুখেন মহাপদ্মং বিজেতা, নয়নাভ্যাং পদ্মং, নাসিকয়া মকরং, স্মিতেন কুন্দং, কণ্ঠেন শঙ্খং, চরণয়োঃ পৃষ্ঠাভ্যাং কচ্ছপং, রুচা নীলং, সর্ব্বৈরেব চ সর্ব্বেষাং খর্ব্বং। কিং বহুনা। স্বেন মুকুন্দমপীতি যুগপদত্র তত্তদবসর-লভ্যাবসর-প্রসবাদীনাং তথা দুর্ল্লভসন্নিধীনাং নিধীনামপি সন্নিপাতনং নাসম্ভাব্যং ॥ ৮৫ ॥

অথ তস্য জন্মনি কোঽপি বিশেষঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনরপি তদেব প্রকারান্তরেণ রূপং বর্ণয়তি মুখেনেত্যাদিগদ্যেন। মহাপদ্মং তন্নামনিধিং। সর্ব্বৈর্মুখাদিভিঃ। খর্ব্বং নিধিনামকধনবিশেষং সংখ্যাবিশেষঞ্চ। মুকুন্দমিতি প্রকৃতে নারায়ণং। যথোক্তং। পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যঃ কূর্ম্মস্তথোদকঃ। নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইতি। মতান্তরে, পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ খর্ব্বশ্চ নিধয়ো নব। ইতি হারাবলী। তত্তদবসরেতি। তস্মিন তস্মিন্ অবসরে সময়ে লভ্যোঽবসরো বিরামঃ প্রসবো জন্ম চ যেষাং তেষাং। ৮৫ ॥

অধুনা যোগমায়ায়াঃ শ্রীযশোদায়ামুৎপত্তিং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। ৮৬।

অপিচ, তিনি মুখদ্বারা মহাপদ্মকে (নিধিবিশেষ ও উত্তম পদ্মকে), নয়নযুগলদ্বারা পদ্মকে, নাসিকাদ্বারা মকরকে, ঈষৎ হাস্যদ্বারা কুন্দপুষ্পকে, কণ্ঠদ্বারা শঙ্খকে, চরণদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগদ্বারা কচ্ছপকে, কান্তিদ্বারা নীলকে এবং মুখাদি সমুদায় অবয়বদ্বারা খর্ব্বনামক নিধি বা ধনবিশেষকে অথবা খর্ব্বনামক সংখ্যাকে জয় করিবেন। অধিক আর কি বলিব? ইনি আপনাদ্বারা মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ এবং নিধিবিশেষকেও জয় করিবেন। পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ নামক যে অষ্টপ্রকার অথবা খর্ব্ব ধরিয়া নবপ্রকার প্রসিদ্ধ নিধি আছে, তাহাদিগকে নিকটে প্রাপ্ত হওয়া সাধারণের পক্ষে একান্তই অসম্ভব; অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর সেই সকল দুলভ নিধিগণও সেই সেই সময় পাইয়া ব্রজে জন্মলাভ করিয়াছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই সকল নিধি যে সমাগত হইয়াছিল, এবিষয়কে কিছুতেই অসম্ভব মনে করা যাইতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর এই শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে কোন একটী বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল ॥৮৬॥

যথা—তদা তত্র মায়া মিলদ্বাল্যকায়া,
তদীয়ানুকূল্যং কৃপামাত্রমূল্যং।
সদা কুর্ব্বতী তং সমস্তানতীতং,
বিধায়াগ্রজাতং স্বয়ং প্রাপ জাতং ॥ ৮৭ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠেন ভাবিতং সপ্রমাণং খল্বিদং।

"অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।" ইতি শ্রীভাগবতাদেব। তচ্চ "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ" ইত্যাদিষ্বাত্মজপদৈঃ স্থাপনাব্যপদেশতঃ সদেশরূপমেব নিরূপ্যতে, কিন্তু, তদিদমপ্রচ্ছন্নং বিবিচ্য পৃচ্ছামঃ, যথেহ সন্দেহঃ সর্ব্বেষামপি শাম্যতি। স্পষ্টমপ্যাচষ্ট ॥ ৮৮ ॥

তং বিশেষণপদেন বর্ণয়তি তদেত্যাদিনা। জাতং জন্ম ॥ ৮৭ ॥

ননু, বিধায়াগ্রজাতং স্বয়ং প্রাপ জাতমিত্যুক্তং তত্র প্রমাণবাক্যমস্তি নবেত্যাশঙ্ক্য স্নিগ্ধকণ্ঠো যচ্চিন্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথ স্নিগ্ধেত্যাদিগদ্যেন। স্থাপনাব্যপদেশতঃ স্থাপনায়াং নন্দপুত্রত্ব সাধনে যো ব্যপদেশঃ প্রয়োগস্তস্মাৎ। সদেশরূপং যোগ্যং ॥ ৮৮ ॥

যথা—তৎকালে যোগমায়া বাল্যশরীর ধারণপূর্ব্বক কেবলমাত্র কৃপামূলক তদীয় আনুকূল্য সর্ব্বদা করিবার জন্য সর্ব্বাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার সূতিকাশয্যায় অগ্রজ করিয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ যাহা চিন্তা করিলেন ইহা নিশ্চয়ই সপ্রমাণ।

ইহার পর সকলে দেখিতে পাইল যে, বিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী অষ্টভুজা ও প্রতিভুজে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে নিশ্চয়ই ইহা প্রমাণসঙ্গত হইয়াছে।

"কিন্তু আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।" ১০ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে এই আত্মজপদের প্রয়োগ থাকায় নন্দের পুত্ররূপ ভাবটী যোগ্য বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই বিষয়ে

অহো আর্য্য ! তর্হি কথং বসুদেবদেবকীপুত্রতয়া সোঽয়মবধার্য্যতে ॥ ৮৯ ॥

তদীদৃশ্বর্চসি সতি স্নিগ্ধকণ্ঠে বচসি কিঞ্চিৎকুণ্ঠেন মধুকণ্ঠেন মনসি ভাবিতং, শ্রীমতা দেবর্ষিণেদমাবাং প্রত্যতিহর্ষেণাদিষ্টং, 'যদি কদাচিচ্ছ্রীমতি মহাপ্রেমবতি ব্রজে কৃতব্রজনয়োঃ কথাযোগো ভবতোঃ সম্ভাব্যতে, তদা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বতো বর্য্যমৈশ্বর্য্যং গোপনীয়ং'। ইত্যতো মুনিবর্গপ্রসিদ্ধগর্গসিদ্ধান্তমেবালক্ষ্য * সন্দিশ্যাবহে। স চামীভিঃ শ্রুতএবেতি নাশ্চর্য্যায় পর্য্যবসিষ্যতীতি ॥ ৯০ ॥

অথ সর্ব্বেষাং সন্দেহখণ্ডনায় স্নিগ্ধকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি অহো ইত্যাদ্যেন ॥ ৮৯ ॥

তদেবং নিশম্য মধুকণ্ঠো যথা সমাধাতুং প্রসঙ্গমুত্থাপয়ামাস তদ্বর্ণয়িতুমারভতে তদীদৃগিত্যাদিনা গদ্যেন। সন্দিশ্যাবহে আবাং ত্বং বক্তুযাবহে। স চ গর্গসিদ্ধান্তঃ। অমীভিঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ ॥ ৯০ ॥

সকলেরই সন্দেহ নিবৃত্তি পাইতে পারে. আমরা সেই বিষয় প্রকাশিতরূপে বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করি। এই ভাবিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন—॥ ৮৮ ॥

কি আশ্চর্য্য ! হে আর্য্য ! তবে কি প্রকারে সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেবের ও দেবকীর পুত্ররূপে নিশ্চয় করিব ? ॥ ৮৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ এইরূপ বলিলে. মধুকণ্ঠ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতবাক্য হইয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন। শ্রীমান্ দেবর্ষি অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করিয়া আমাদের দুইজনকে এই কথা আদেশ করিয়াছেন। 'যদি কখন মহাপ্রেমপূর্ণ সুন্দর ব্রজভূমিতে তোমরা দুইজনে গমন কর এবং তথায় তোমাদের কথাবার্ত্তা ঘটে. তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণদেবের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ঐশ্বর্য্য গোপন করিও।' অতএব মুনিবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ গর্গমুনির সিদ্ধান্তই বিচারপূর্ব্বক উপদেশ করি। সেই সিদ্ধান্ত এই নন্দাদি গোপগণকর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, এ কারণ, ইহা কিছুতেই আশ্চর্য্যের নিমিত্ত পর্য্যবসিত হইবে না ॥ ৯০ ॥

* আলক্ষ্য ইত্যত্র আলম্ব্য ইতি গৌরমাণপুস্তকপাঠঃ

প্রকটঞ্চোবাচ—অত্র ত্বিদমস্য শ্রীব্রজরাজতনুজস্য রহস্য-মুদ্ভাবয়তো মম সমতিক্রমঃ স্বয়মমুনৈব বাঢ়ং সোঢ়ব্যঃ। তথাহি। অস্মিন্ সর্ব্বতো লব্ধাতিরেকা সংসিদ্ধিঃ খল্বেকা বর্ত্ততে। যদতিক্রান্তসর্ব্বেহ-স্নেহময়হৃদয় এব সদা বর্ত্তমানঃ স্নিগ্ধতাদিগ্ধজনানাং ভাবমুদ্রয়া পরোক্ষং কৃতয়াপি স্বহৃদি প্রতি-বিম্বিততয়া মুদ্রিতো ভবতি। অস্য স্বরূপেণাবির্ভাবশ্চ স্নেহ-

এবং মনসি বিভাব্য পরোক্ষাণস্তস্য পুত্রত্বে স্নেহময়হৃদয়মেব হেতুরিতি যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি প্রকটঞ্চেত্যাদিগদ্যেন। সমতিক্রমো দেবর্ষেরাজ্ঞাভঙ্গো ভবেৎ। অমুনা দেবর্ষিণা। সংসিদ্ধি স্বভাবঃ। সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে, স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চ। ইত্যমরঃ। যদতিক্রান্তেতি যৎ যস্মাৎ। অতিক্রান্তা সর্ব্বা ঈহা চেষ্টা যেন তাদৃশস্নেহময়ং হৃদয়ং তস্মিন্। ভাবমুদ্রয় চেষ্টাবৈশিষ্ট্যেন। পরোক্ষং জ্ঞাতাভাবং। মুদ্রিতো যন্ত্রাক্ষরবৎ।

অনন্তর স্পষ্টরূপে কহিলেন, আমি এই সভামধ্যে যখন শ্রীব্রজরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি, তখন দেবর্ষির আজ্ঞাভঙ্গরূপ আমার এই মর্য্যাদালঙ্ঘন স্বয়ং দেবর্ষিই নিশ্চয় সহ্য করিবেন। অর্থাৎ যাহা গোপন করিবার আদেশ ছিল, তাহা যখন প্রকাশ করিতে হইল, তখন সে অপরাধ দেবর্ষি সহ্য না করিলে আর উপায় কি ?

দেখুন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজবাসিগণের যে স্বভাব আছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আতিশয্য লাভ করিয়াই নিশ্চয় একভাবে বর্ত্তমান আছে। কারণ, যে হৃদয়ে কৃষ্ণাতিরিক্ত আর কোন প্রকার চেষ্টা থাকিতে পারে না, সেই একমাত্র স্নেহময় হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন, যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গেই স্নেহমাখা, সেই ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে তিনি প্রতিবিম্বিতভাবে দেখা দিলেও সেই প্রতিবিম্বদর্শন কোন এক বিশেষ চেষ্টাদ্বারা যন্ত্রাক্ষরের মত * অসাক্ষাৎ ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কতিপয় বাক্যের মধ্যে মন্ত্রবীজ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকিলেও উদ্ধারকালে সুস্পষ্ট

* যন্ত্রাক্ষর বিষয়ে একটী স্বমতানুকূল দৃষ্টান্ত যথা—"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" ভাগবত ১০।২৯।৩। এস্থলে "ক্লীঁ" এই কামবীজগান বৈষ্ণবতোষণীর সম্মত। কলং পদে ক্ল, মনোহর পদে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু "ঁ"। বামদৃশ্ শব্দে চতুর্থ স্বর (দীর্ঘ ঈকার) সমষ্টিযোগে "ক্লীঁ" এই মহামন্মথমন্ত্র বা কামবীজ হইয়া থাকে।

ময়স্ফূর্ত্তিপূর্ত্তিবশীভাবত এব সর্ব্বথা নত্বন্যথা । পুত্রতয়াবির্ভাবে চ বীজং পিতৃভাবময়স্নেহ এব নান্যেষামিবান্যৎ *। জাতে চ কুত্রচিৎ পুত্রতয়াবির্ভাবে তত্তৎসম্বন্ধময়-স্নেহকৃতচয়স্ফূর্ত্তিরেব তথা তথা ভাবেনাবির্ভাবে নিবন্ধনং ভবতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং স্থিতে সর্ব্বতঃ সমুদ্বুদ্ধশুদ্ধপিত্রাদিভাববিচিত্রাণাং ব্রজনৃপতিপ্রভৃতীনাং ভৃতিভুক্‌পর্য্যন্তানাং ব্রজজনানাং যেষামধি-

স্নেহময়েতি । স্নেহময়স্ফূর্ত্তেগা পূর্ত্তিঃ পূর্ণতা তয়া যো বশীভাবস্তস্মাৎ । অন্যৎ রজোবীর্য্যসংযোগাদি । কুত্রচিৎ যথা শ্রীরামচন্দ্রস্য ॥ ৯১ ॥

এবং তদাবির্ভাবকারণং বিবৃত্য ব্রজজনানামেব বাৎসল্যোহসাবিতি বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । ভৃতির্বেতনং ।

হয়, সেইরূপ তিনি দৃষ্ট হইয়াও অদৃষ্টের মত বর্ত্তমান থাকেন। সর্ব্বপ্রকারে স্নেহময়ী যে স্ফূর্ত্তি, তাহার পরিপূর্ণ ভাবের বশ হইয়াই যে তদীয় স্বরূপটী ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, এই বিষয়ে আর কোন অন্যথা নাই। পুত্ররূপ আবির্ভাবের প্রতি পিতৃভাবময় স্নেহকেই বীজ অর্থাৎ কারণ জানিবেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণের মত রজোবীর্য্যাদির সংযোগ কারণ নহে। কোন স্থানে (যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-লীলাতে) রজোবীর্য্যাদিদ্বারা পুত্রভাবের আবির্ভাব ঘটিলেও সেই সেই সম্বন্ধঘটিত স্নেহরাশির স্ফূর্ত্তিই সেই সেই ভাবে আবির্ভাব হইবার প্রতি প্রধান কারণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ রজোবীর্য্যাদির কারণতা তথায় অপ্রধান বলিয়া গণ্য ॥ ৯১ ॥

এইরূপ হইলে অর্থাৎ স্নেহই আবির্ভাবের কারণ হইলে, সর্ব্বতোভাবে সমুৎপন্ন বিশুদ্ধ পিতৃ-মাতৃ-ভাবদ্বারাই যাঁহাদের বৈচিত্র্য, সেই ব্রজরাজপ্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বেতনভোগি ভৃত্যপর্য্যন্ত সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের মধ্যে আত্মীয়

* দেহ হইতে উৎপত্তি হইলেই পুত্রভাব হয় না, কিন্তু পুত্রবিষয়ে পিতার যে প্রচুর স্নেহ তাহাই পুত্রত্বের প্রতি কারণ। দেহ হইতে উৎপন্ন হইলেই যদি পুত্র হয়, তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেবের উৎপত্তি এবং গৃহস্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার নাসিকা ও গৃহস্তম্ভের সহিত বরাহ ও নৃসিংহদেবের পিতাপুত্রসম্বন্ধাত্মক ভাববিষয়ে কোন প্রমাণেরই উল্লেখ নাই। এ সকল মীমাংসা গ্রন্থকর্ত্তাই পরে নানাস্থানে প্রকাশ করিবেন।

মধ্যং প্রতিদ্বিপরার্দ্ধং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি, বৃদ্ধিজীবিকানামিব* তেষামেব প্রেমসঞ্চয়-পর্য্যদঞ্চন-প্রপঞ্চমঞ্চংস্তদ্বৃদ্ধেরপরিচ্ছেদ্যতা-বুদ্ধ্যা প্রতিদাতুমধ্যবসায়ং মুঞ্চন্ সদা পুত্ত্রাদিতয়া স এষ বিরাজতে, নান্যেতু তত্র কিল তিলমপ্যবকাশকালং লভন্তে। এতদেবোক্তং ব্রহ্মণা। "এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নঃ।" ইত্যাদিনা। এতদেবচ শ্রীনারায়ণদেবেন সমাদিষ্টং "যোঽসাবতসীকুসুমসুষমসুকুমারঃ কুমারঃ"। ইত্যা-দিনা ॥ ৯২ ॥

অধিমধ্যং মধ্যমধিকৃত্য। বৃদ্ধিজীবিকানাং কুসীদেন জীবিকাকৃতাং। প্রেমসঞ্চয়েতি। প্রেমসঞ্চয় এব পর্য্যদঞ্চনপপঞ্চঃ ঋণসমূহঃ। স্যাদৃণং পর্য্যদঞ্চনমিত্যমরঃ। অঞ্চন্ গচ্ছন্। তদ্বৃদ্ধেঃ প্রেমর্ণবৃদ্ধেঃ। প্রতিদাতুং তদৃণং শোধয়িতুং। তিলমপি অতিক্ষুদ্রমপি ॥ ৯২ ॥

হইয়া তিনি প্রত্যেক দুই পরার্দ্ধে এবং প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাহারা কুসীদ অর্থাৎ সুদের ব্যবহারে ধনের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই কুসীদের চিন্তায় যেমন খাতককে বাধ্য থাকিতে হয়, সেইরূপ উল্লিখিত ব্রজবাসি-লোকদিগেরও এই এই প্রকারে প্রেমসঞ্চয়রূপ ঋণরাশি প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই ঋণকে অপরিহার্য্য বোধ করতঃ তাহার পরিশোধ জন্য অধ্যবসায়বিহীন ব্যক্তি যেমন কোথাও যাইতে সমর্থ হয় না, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অধ্যবসায়হীনের মত সর্ব্বদা পুত্রাদিভাবে বিরাজমান থাকেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, অপর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপর এইরূপ আধিপত্য করিতে তিলমাত্র সময়ের জন্যও অবকাশ লাভ করিতে পারে না। দশমস্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ে ৩৫শ শ্লোকে ব্রহ্মা কহিয়াছেন, "হে দেব! আপনি এই সকল ঘোষনিবাসিদিগের প্রেমঋণ-সম্বন্ধে কি প্রদান করিবেন।" এই প্রমাণ ব্যতীত শ্রীনারায়ণদেবও ইহাই আদেশ করিয়াছেন, যথা—"যিনি অতসীকুসুমের মত সুন্দর এবং সুকুমার কুমার" ইত্যাদি ॥ ৯২ ॥

* বৃদ্ধিজীবিকা জীবিকানামিব। ইত্যপি পাঠঃ।

ততশ্চ—"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ" ॥

ইতি গর্গবচনানুসারেণেদমুৎপ্রেক্ষামহে। *এতদ্রূপা-স্বপুত্র-মাত্রপর্য্যাপ্তসর্ব্বস্বার্থেন শ্রীমদ্‌ব্রজমহেন্দ্রেণ মহীয়্যমানস্য যস্য মহাভগবতো যা যোগমায়াখ্যা দুর্ঘটঘটনী স্বরূপশক্তিঃ শাস্ত্রেণ ব্যক্তীক্রিয়তে, তেন কিল দত্তা সা ত্বৎপুত্রে শ্রীকৃষ্ণ এব পর্য্যবস্যতি স্ম। সা চেহ স্বজনস্নেহনিক্ষিপ্তচিত্তস্য যদ্যপ্যস্য তৎপুত্রস্য প্রায়োঽবধানং ন প্রাপ্নোতি, তথাপি তস্মাদন্যস্মাচ্চ

উক্তে অর্থে কমপ্যসাধারণং হেতুং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। মহীয্যমানস্য পূজ্যমানস্য। তেন মহাভগবতা। পর্য্যবসাতি অধীনতয়েতি শেষঃ। সা চ স্বরূপশক্তিশ্চ প্রায়োঽবধানং মমৈব শক্তির্যোগমায়া অধীনা চ এবম্প্রকারং। তস্মাৎ ত্বৎপুত্রাৎ ব্রজস্থমাত্রাচ্চ। মায়াদয়ঃ প্রাপঞ্চিকমায়াজীবাদয়শ্চ।

তাহার পরেও দশমস্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে উক্ত আছে। "অতএব হে নন্দ! তোমার এই আত্মজ গুণ, সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং প্রতাপে নারায়ণের সমান; তুমি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" এই গর্গবাক্য অনুসারে ইহাও উৎপ্রেক্ষা করিতে পারি। যথা—কোন বস্তুর স্পৃহা না করিয়া কেবল এই স্বপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই যাঁহার স্বার্থ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যাঁহার জীবনের কোনই প্রয়োজন নাই, সেই শ্রীমান্ ব্রজরাজকর্ত্তৃক পূজ্যমান মহাভগবানের যে যোগমায়া নামে অঘটনঘটনপটীয়সী স্বরূপশক্তি আছে, তাহাই শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়া থাকে। সেই মহাভগবান্ যোগমায়াকে দান করেন এবং সেই যোগমায়াই নন্দপুত্র মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধীনরূপে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে স্বজনগণের স্নেহে ব্যাকুলিতচিত্ত হইলে, "এই যোগমায়া শক্তি আমারই অধীন," যোগমায়া নিজের প্রতি কৃষ্ণের এইরূপ ভাব জানিবার জন্য যদিও মনোযোগ দিতেও পারেন না, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোন লোকের

* স্বপুত্রমাত্র-স্থলে স্বরূপমাত্রেতি মাওপুস্তকপাঠঃ।

পরোক্ষমনুগতিং লীলাসাহায়কঞ্চ প্রপঞ্চয়তি, যথা চ যোগমায়া তথা তদনুগতা মায়াদয়োঽপীতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি ত্বৎপ্রভুপ্রত্তশক্তিমেনং ত্বমেব নিজশ্রীপ্রভৃতিভিঃ শক্তিভির্গোপায়স্বেতি গর্গো ব্যঞ্জিতবান্। তদেবং সতি "বহূনি সন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে" ইত্যপি তদুক্তিরুদ্রিক্তীস্যাৎ। যতঃ স্বস্নিগ্ধজনভজনরসাবেশিতাবেশতয়া যা যা খল্বিচ্ছা নিত্যানিত্যা বাস্য প্রাদুর্ভবতি সাচ সাচ যদৃচ্ছয়ৈব সিদ্ধিমৃচ্ছতি। ততো দ্বিভুজতয়া সদা বিরাজমানস্য শ্রীমদ্ব্রজরাজাত্মজস্য খল্বস্য স্বস্নিগ্ধজনভাব-

ত্বৎপ্রভুপ্রত্তশক্তিং—ত্বৎপ্রভুণা শ্রীনারায়ণেন প্রত্তা দত্তা শক্তির্যস্য স তং। শক্তিশক্তিমতোরভেদাদেবমুক্তং। উদ্রিক্তীস্যাৎ প্রকটবিরেকীস্যাৎ। রিচি ঞ্ ধৌ বিরেকে। স্বস্নিগ্ধেতি। স্বস্নিগ্ধজনভজনরসে যা আবেশিতা নিবিষ্টচিত্ততা তয়া আবেশো যস্য তদ্ভাবস্তয়া। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। স্বস্নিগ্ধেতি। স্বস্নিগ্ধজনানাং যো ভাব ইচ্ছা চেষ্টা বা তস্য যঃ স্বভাব-

অসাক্ষাতে যোগমায়ার অনুগতি এবং লীলাবিষয়ে সাহায্য বিস্তার করিতেছেন। যোগমায়াও যে প্রকার তাঁহার অনুগত, প্রাপঞ্চিক মায়া জীব প্রভৃতিও সেইরূপ। যদিও এইরূপে শ্রীকৃষ্ণই নিজে আনুগত্য ও যোগমায়াকে লীলার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি হে নন্দরাজ! আপনার উপাস্য প্রভু নারায়ণ যাঁহাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই পুত্রকে তুমিই নিজের শ্রী প্রভৃতি শক্তিসমূহদ্বারা রক্ষা কর, ইনি তুমি ভিন্ন অন্যের রক্ষণীয় নহেন, গর্গ এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যোগমায়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও নিত্যই লীলাসাহায্যকারিণী, ইহা তত্ত্বতঃ সুস্থির থাকিলেও কৃষ্ণের প্রতি নন্দের বাৎসল্য রসকে দৃঢ় করিবার জন্যই গর্গ বলিলেন যে, নারায়ণ যাঁহাকে এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহা হৌক ৮ম অধ্যায়ের ১১ শ্লোকেও গর্গবাক্যে প্রকাশ আছে যে—"হে নন্দ! তোমার তনয়ের বহুবিধ রূপ ও বহুবিধ নাম আছে।" যে হেতু, স্বীয় বন্ধুজনগণের ভজনরসাবেশে আবিষ্ট হইয়া ইহাঁর যে যে নিত্য বা অনিত্য ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই ইচ্ছা যদৃচ্ছাক্রমেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীমান্ ব্রজরাজ নন্দের পুত্র সর্ব্বদাই দ্বিভুজরূপে বিরাজমান এবং নিজ আত্মীয়জনগণের ইচ্ছাসংক্রান্ত

স্বভাববিশেষবিনোদমনু মোদমানস্য তদ্ভাবরূপানুরূপং রূপং যদৃচ্ছাবশাদেকধানেকধাচ সমীপতোঽসমীপতোঽপ্যস্যাবির্ভবতি তিরোভবতি চ ॥ ৯৩ ॥

ততঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোরন্তর্যচ্চতুর্ভুজমস্য রূপং স্ফুরতি স্ম তদেব হি বহিরাবির্ভবতি স্ম। "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে" ইতি ন্যায়েন। তেনৈব চ ন্যায়েন শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তু পরং দ্বিভুজ-মূর্ত্তিতয়া স্ফূর্ত্তিরাসাৎ। ততঃ "প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত-স্তবাত্মজঃ" ইতি ধৃততপোবর্গস্য গর্গস্য বচনমনুসৃত্য পরামৃশ্যতে। যদা নৃশংস-কংসভিয়া স্বাবির্ভূতচতুর্ভুজরূপাচ্ছাদনপূর্ব্বকদ্বিভুজ-

বিশেষস্তেন যো বিনোদঃ পরমকৌতূহলং তং। তদ্ভাবরূপানুরূপং তেষাং ভাবরূপস্য যোগ্যং। রূপং মূর্ত্তিঃ। তিরোভবতি অন্তর্হিতং ভবতি ॥ ৯৩ ॥

তদেবং স্বরূপশক্ত্যা সদা খলু দুর্ঘটঘটনা সম্ভবতি, তদেব কাব্যদ্বারা বর্ণয়তি তত ইত্যাদি-গদ্যেন। ধৃততপোবর্গস্য—ধৃতস্তপসো বর্গঃ সমূহো যেন তস্য।

বিশেষ বিশেষ স্বভাবজনিত পরম কৌতূহলকে ইনিই সর্ব্বদা অনুমোদন করিয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহাদের ভাবানুরূপ মূর্ত্তি যদৃচ্ছাক্রমে একবার এবং বহুবার এই শ্রীকৃষ্ণেরই নিকটে ও দূরে যথাক্রমে কখনও আবির্ভূত এবং কখনও বা তিরোভূত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর শ্রীবসুদেব এবং দেবকীর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের যে চতুর্ভুজরূপ স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহাই বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছিল। কারণ "ফলদ্বারাই ফলকারণ অনুমিত হইয়া থাকে," তদ্রূপ নিয়মেই শ্রীব্রজেশ্বর এবং শ্রীব্রজেশ্বরীতে শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বিভুজমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অতএব ১০ম স্কন্দের ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র! পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেব-তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন, বহুতপশ্চরণশীল গর্গমুনির এইরূপ বাক্য অনুসরণ করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে। যথা—

যখন নৃশংস কংসের ভয়ে নিজদেহাবিভূত চতুর্ভুজরূপের আচ্ছাদনপূর্ব্বক

রূপাবির্ভাবনায় শ্রীদেবকীচ্ছা জাতা, তদা তস্য যদপূর্ব্বং দ্বিভুজরূপং মায়য়া সহ শ্রীযশোদায়াঃ স্বান্তরমায়াতং তদেব তত্র সন্নিধানমবাপ্য চতুর্ভুজং রূপমন্তর্ভাব্য স্বয়মাবির্ব্বভূব । যত্র সাকারতয়া মাতৃগর্ভস্থিতাপি মায়া নিরাকারতয়া তূর্দ্ধগত্যা তস্য তদ্বাহনতামাগতা * । গন্ধবাহশ্রেণী নীলকমলদলমিব তত্র সর্ব্বালক্ষিততয়া তৎ প্রাপিতবতী । যা খলু পূর্ব্বং তদাকর্ষেণ ধর্ষেণ পরং মাতরমপি মোহেন ম্লাপিতবতী ॥ ৯৪ ॥

† অথ পুনস্তেন গর্ব্ভস্থেনাকারেণ মাতুঃ প্রসূতিভ্রমঞ্চ

তদাকর্ষেণ স্বপূর্বজেন শ্রীকৃষ্ণেন আকর্ষো যস্য তেন ধর্ষেণ প্রাগল্‌ভ্যেন ম্লাপিতবতী বিষণ্ণতাং প্রাপিতবতী ॥ ৯৪ ॥

তদা যোগমায়া যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ।

দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকীর ইচ্ছা জন্মিল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব দ্বিভুজরূপ যোগমায়ার সহিত শ্রীযশোদার অন্তরে আগমন করিয়াছিলেন ঐ দ্বিভুজরূপই দেবকীর শয্যাতে সন্নিধানপ্রাপ্ত হইয়া এবং চতুর্ভুজরূপকে অন্তরে অন্তর্ভূত করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ দ্বিভুজরূপে আবর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যশোদাপুত্রের তথায় সংস্থাপন ও চতুর্ভুজরূপের আবরণ কার্য্যবিষয়ে মায়া সাকাররূপে মাতা যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকারভাবে ঊর্দ্ধগতিশীল শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন এবং বায়ুরাশি যেমন নীলকমল-দলকে চালিত করে, তাহার ন্যায় মায়া যশোদার পুত্রকে সকলের অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণপূর্ব্বক মথুরাপুরে লইয়া গেলেন, এবং সেই যোগমায়া অবশেষে নিশ্চয়ই স্বীয় অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণরূপ প্রগল্‌ভতা দ্বারা জননী যশোদাকেও সাতিশয় মোহে বিষাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর সেই যোগমায়াই আবার গর্ভস্থিত আকারদ্বারা জননীর প্রসবভ্রম

* তদ্বাহনতামাগতা ইত্যত্র দৃশ্যতামাগতা ইতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

† যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর তাহার জন্ম হয় । শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে যথা—

সংপ্রথয্য বহিরাত্মানং সম্বলয্য প্রসূতিশয্যামেবাধিশয্য স্থিতবতী, যা খলু শ্রীদেবকীতঃ শ্রীরোহিণ্যাং সঙ্কর্ষণ-সংক্রমণেঽপি তথা প্রক্রমতে স্মেতি ॥ ৯৫ ॥

অত্র চ স্নিগ্ধকণ্ঠেনান্তশ্চিন্তিতং সত্যমিদমেবাহ স্ম নূনং। "অথাহমংশভাগেন" ইতি হি মায়াং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

তথা প্রক্রমতে স্মেতি অদৃশ্যতয়া কার্য্যং সাধয়ামাস ॥ ৯৫ ॥

তদেবং বর্ণিতে আশ্চর্য্যচরিতে স্নিগ্ধকণ্ঠেন যা সঙ্গতির্মনসি উদ্ভাবিতা তাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অত্র চেত্যাদিগদ্যেন।

বিস্তার করিয়া এবং আপনার বাহ্যরূপ প্রকটিত করিয়া প্রসবশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এই যোগমায়াই পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে বলরামের সংক্রমণপূর্ব্বক অদৃশ্যভাবেই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ অন্তরে চিন্তা করিয়া যাহা কহিলেন নিশ্চয়ই তাহা সত্য। ১০ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তিও আছে যে—"অনন্তর আমি অংশভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের বা প্রকাশভেদের

"যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা, যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া" এখানে শ্রীধরস্বামী বলেন, যখন বসুদেব গোকুলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়েই অজা (মায়া) যশোদাকে কেবল নিমিত্তমাত্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তোষণীকার বলেন, "তর্হি" অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের নবমীতিথিতে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন; এই কথা হরিবংশের প্রমাণেও সুব্যক্ত হয়। বসুদেবের গমনেচ্ছার অনেকপূর্ব্বেই দেবকী চতুর্ভুজ সংবরণের প্রার্থনা করেন, এ দিকে দেবকীর তাদৃশ প্রার্থনাকালেই নন্দালয়ে দ্বিভুজের জন্ম হয়। তৎপরে যোগমায়া সেই দ্বিভুজমূর্ত্তিকেই মথুরায় লইয়া যাইয়া এবং পুনশ্চ নিজে যশোদার গর্ভশয্যায় শয়ন করিয়া মাতার প্রসব ভ্রম জন্মাইয়া দেন। এই ঘটনাতে তৎকালের অষ্টমীতিথির অবসান ও নবমীতিথির প্রারম্ভ বেশ যুক্তিসঙ্গতও বোধ হয়।

"দেবকীচ যশোদাচ সুষুবাতে সমং তদা।" এই হরিবংশের বাক্যে "সমং" পদে যুগপৎ অর্থ বোধ হয়। কিন্তু ভাগবতে যশোদার প্রসব পরে উক্ত আছে। বস্তুতঃ ঐ যুগপৎপ্রসব কৃষ্ণবিষয়ে সঙ্গত হইতে পারে অর্থাৎ দেবকী ও যশোদা একসময়ে ক্রমশঃ চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ কৃষ্ণকে প্রসব করেন। তবে যশোদা দ্বিভুজমূর্ত্তি প্রসবের পরে যোগমায়াকেও প্রসব করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত প্রকারে শাস্ত্রদ্বয়ের সমাধান করিয়াছেন।

"অংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি" ইতি চ দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবচনং। তত্রাংশভাগেন চতুর্ভুজরূপেণাকারভেদেনেতি ভগবদভিপ্রায়ঃ, কার্য্যার্থে তন্মোহনায়াংশেন সম্ভবিষ্যতি শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বিভুজ-রূপেণাকারভেদেন সহ মিলিষ্যতি সেতি ব্রহ্মণোঽভিপ্রায়ঃ। তদেবমেব হি ব্যাখ্যাতমন্যত্র শ্রীভাগবততত্ত্ববিদ্ভিঃ। "অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ" ইত্যত্র স্বাংশেন মূর্ত্তিভেদে-নেতি ॥ ৯৬ ॥

অপিচ শ্রীব্রজেশ্বরসম্বন্ধনিবন্ধনা যা কৃষ্ণে যোগমায়াভি-ব্যক্তিরুক্তা সা সিদ্ধান্ততোঽপি সিদ্ধতামাসাদতি। ভগবতঃ

সহ মিলিষ্যতি। সম্ভবতের্মিলনার্থত্বাৎ। তথাচ। সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা ইতি মাঘকাব্যে ২। ১০০। সম্ভূয় মিলিত্বা ইতি তট্টীকায়াং মল্লিনাথঃ ॥ ৯৬ ॥

নন্থ শ্রীকৃষ্ণে যোগমায়াভিব্যক্তির্বিরুদ্ধেব প্রতীয়তে তত্রাহ অপি চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৯৭ ॥

সহিত দেবকীর পুত্র হইয়াছি।" দশমের ১ম অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যেও উক্ত আছে, যথা—"যোগমায়া নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ ও যশোদার মোহনাদি কার্য্যের জন্য তাহার গর্ভে উৎপন্না বা ভগবদংশ-ইচ্ছাশক্তির সহিত মিলিতা হইবেন।" এখানে অংশভাগশব্দে চতুর্ভুজরূপধারী আকারবিশেষ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়। কার্য্যার্থে অর্থাৎ যশোদাদির মোহনের নিমিত্ত অংশের সহিত উৎপন্ন হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ আকারভেদের সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই ব্রহ্মার বাক্যের অভিপ্রায়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অন্যস্থলে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ জগতের ভারহরণ নিমিত্ত স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এস্থানে স্বীয় অংশশব্দে মূর্ত্তিভেদ বুঝিতে হইবে ॥৯৬॥

অপিচ। শ্রীমান্ ব্রজেশ্বরের সম্বন্ধনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যোগমায়ার প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধান্তবশতঃ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের যে

খলু প্রিয়জনেচ্ছামেবানুগচ্ছতি সর্ব্বশক্তিব্যক্তির্নতু যদৃচ্ছামিতি ॥ ৯৭ ॥

অথ সর্ব্বে সাশ্চর্য্যমূচুঃ। ভবতু নাম তত্তৎ, কিন্তু ততঃ কিমনন্তরং জাতং ॥ ৯৮ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। * অনন্তরন্তু চতুর্ভুজতাবির্ভাবানুরূপ্যতঃ

অথ সর্ব্বে ইত্যাদিকং গদ্যং সুগমং ॥ ৯৮ ॥

তদা তেষাং সংশয়খণ্ডনার্থং মধুকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি অনন্তরমিত্যাদিগদ্যেন। আনুরূপ্যতঃ যোগ্যতয়া।

সর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয়জনের ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করে না (ভগবৎ-শক্তি পরাধীন হয়) ॥৯৭॥

অনন্তর সকলে আশ্চর্য্যের সহিত কহিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয় যাহা বলিলে, তাহা সমস্তই হউক, কিন্তু তাহার পর আর কি হইল ? ॥ ৯৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন। চতুর্ভুজরূপকে আবির্ভাবের যোগ্য করায় যাহার

---

* সিদ্ধান্তসার যথা—"ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ" তৎপরে বসুদেব ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন, ভাগবতে এইমাত্রই দৃষ্ট হয়। শ্রীস্বামিপাদ বলেন—যদি কংস হইতে ভয় পাও, তবে আমাকে গোকুলে রাখিয়া আমার মায়া যশোদানন্দিনীকে লইয়া আইস, বসুদেবের প্রতি ইহাই ভগবানের উপদেশ। তোষণীকার বলেন—"বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহৃরদচ্যুতঃ। অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপগৃহং নয়।" সংহরৎ সমহরৎ। (হরিবংশে)।

শ্রীকৃষ্ণ পিতার বাক্য শুনিয়া চতুর্ভুজরূপ গোপন করিলেন এবং "আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া যাউন"বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। এস্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত তোষণীকারের মতানুযায়ী। এক অভিনবপ্রকাশিত ভাগবতে (পাঠান্তরে) একটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ উহা যে প্রক্ষিপ্ত তাহা তোষণীর উদ্ধৃত হরিবংশবচনের প্রামাণ্যে মীমাংসিত হয়। শ্লোকটী এই—

"যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়।
মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদাগর্ভসম্ভবাং ॥"

শ্রীধরস্বামীর টীকার অনুসারে এই শ্লোক অন্য কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিচারপটু সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

"অত্রকীয়ং বালকং অত্র আনীয়" শ্রীগোপালচম্পূলিখিত এই (৯৯নং) গদ্যের এবং সিদ্ধান্তের সারাংশ যথা—গর্ভাবস্থাকালে দেবকী চতুর্ভুজ এবং যশোদা দ্বিভুজ দর্শন পাইয়াছিলেন, কাযাতও

প্রব্যক্তযোগমায়স্য তস্য প্রাগুপদেশতঃ শ্রীবসুদেবঃ সর্ব্বত্র মায়িকশায়িকায়াং জাতায়াং পূর্ব্বদেবভিয়া দ্বিভুজমত্রকীয়ং

মায়িকশায়িকায়াং শায়িকা স্বপ্নঃ নিদ্রা তস্যাং মায়াকৃতশয়নে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বদেবভিয়া অসুরভয়েন।

যোগমায়া প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই পূর্ব্ব উপদেশবশতঃ শ্রীবসুদেব সর্ব্বলোক মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইলে অসুরগণের ভয়ে অত্রকীয় অর্থাৎ নন্দগৃহজাত বালককে এই নন্দগৃহেই আনয়ন করিয়া ঐ বালককে যশোদার

তাহাই ঘটিয়াছিল। দেবকী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রসব করিয়া ভাবিলেন যে, এ মূর্ত্তি অলৌকিক ইহা কোথাও গচ্ছিত রাখা অসম্ভব, (অসম্ভবরূপধারী বালককে কেহ গোপনে রাখিতে সম্মত হইবে না), অতএব নৃশংসকংসভয়ে চতুর্ভুজ গোপন করিয়া লৌকিক দ্বিভুজমূর্ত্তিপ্রকাশের জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন, ঠিক এই প্রার্থনাকালেই যশোদা সূতিকালয়ে যে দ্বিভুজমূর্ত্তি মনে মনে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রসবজ্ঞান ব্যতীতই সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। তৎপরে যোগমায়া নিজপ্রভাবে যশোদাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া গর্ভ হইতেই আকাশমার্গে সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তিকে মথুরায় দেবকীর কাছে লইয়া গিয়া প্রদর্শন করাইলেন। তখন তথায় দ্বিভুজমূর্ত্তি চতুর্ভুজকে নিজদেহে অন্তর্ভূত করিয়া দেবকীকে দ্বিভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। এদিকে যোগমায়া ভগবতী নিজের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজে গোকুলে আগমনপূর্ব্বক যশোদার সূতিকাশয়নে আসিয়া স্বয়ং অযোনিজা হইলেও প্রসূতা হইলেন। ভগবৎপ্রভাবে কংসকারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত ও বসুদেব নিগড়মুক্ত হইলেন। তৎপরে বসুদেব সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তিকেই একটা পেটিকার মধ্যে মৃদুবসনে আচ্ছাদিত করিয়া বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নন্দালয়ে যশোদার সূতিকাশয়নে রাখিয়া এবং কন্যা যোগমায়াকে লইয়া আগমনপূর্ব্বক দেবকীর পার্শ্বে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ উভয়ে নিগড়বদ্ধ হইলেন। এদিকে যশোদা অচেতনাবস্থায় দেখিলেন যে, একটী পুত্র (পরমপুরুষ দ্বিভুজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) জন্মিয়াছেন, কিন্তু পুত্র কি কন্যা বা বসুদেবের আগমনাদি কিছুই দেখিতে পারিলেন না, কারণ তিনি তখন নিদ্রাবিষ্টা ছিলেন। ইহাতে জানা গেল যে, যশোদার পুত্রই দ্বিভুজ ও কন্যা যোগমায়া, এবং দেবকীর পুত্রই চতুর্ভুজ।

এই ঘটনার পূর্ব্বে বসুদেব মহাশয় রোহিণীনাম্নী পত্নীকে কংসভয়ে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং দেবকীর সপ্তমগর্ভ যোগমায়াকর্ত্তৃক রোহিণীর উদরে সংক্রামিত হয়, এইজন্য রোহিণীনন্দন বলরামকে সঙ্কর্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের মূলেই সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। নন্দ-যশোদার সহিত বসুদেব-দেবকীর ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ ছিল, সেই সৌহার্দ্দ বংশগত এবং প্রীতিগত ভেদে দুই প্রকার। (বংশগত পরিচয় ৩য় পূরণ ১৭৬ হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। উপরিলিখিত সিদ্ধান্তসমূহের মূল প্রমাণ অনেক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী এই—

বালকমত্রানীয় তয়া বালিকয়া বিমিলিতবান্। সোঽয়স্তু তেনেশ্বরতাপ্রত্যায়কেন চতুর্ভুজরূপেণোপদেশেন চ ন তত্র

বিমিলিতবান্ যুতো বভুব অর্থাত্তাং ক্রোড়েকৃত্য গতবান্ পরিবর্ত্তিতবানিত্যর্থঃ। সোঽয়ং বসুদেবঃ। তত্র স্বগৃহে।

বালিকার সহিত মিলিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোপদেশবশতঃ বসুদেব মহাশয় নিজগৃহে যে ঈশ্বরত্ববোধক চতুর্ভুজরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা

দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥
(সারার্থদর্শিনীধৃতং হরিবংশবচনং)

দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজং।
(তোষণীধৃতং বিষ্ণুপুরাণবচনং)

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত।
গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা॥
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোঽখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্! ঘনে সৌদামিনী যথা॥
(যামলবচনং) ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীপাদরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালার দ্বিতীয়স্তবের প্রথমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দনত্ব বা নন্দাত্মজত্বসম্বন্ধে অপর বিচার যথা—

"শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ।"

এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারসংগ্রহ এইরূপ—"সমস্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণনামই প্রধান, কারণ ভগবান্ ইহা নিজেই বলিয়াছেন, যথা—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।" কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণপদ নিষ্পন্ন, কৃষ্ ধাতুর ধাতুগত অর্থ আকর্ষণ, ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ। অর্থাৎ আনন্দ ও আকর্ষণের যথায় একত্র সমাবেশ তাহাই কৃষ্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দদ্বারা যিনি সর্ব্বাকর্ষী। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণনাম হইয়াছে, ইহাও কোন কোন স্মৃতিবাক্যে জানা যায়। বিজ্ঞান, আনন্দ, ব্রহ্ম, এগুলি শ্রুতিসিদ্ধ নাম, সুতরাং কৃষ্ণ পরমানন্দস্বরূপ। তিনি বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া আনন্দকে পরমপদে বিশেষণবিশিষ্ট করা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বিভু, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং

জাতকতাং ব্যঞ্জিতবানিতি পুত্রতাং সন্দেহিতবানগ্রে তু দ্বিভুজ-রূপেণ বচনাদিশক্তের্ব্যক্তেরভাবেন চ তামেব ব্যজ্য পুত্রতামেব

সন্দেহিতবান্ পুত্রো জাত ইতি সন্দেহং কারিতবান্। তামেব জাতকতাং।

ব্যক্ত করেন নাই, পরন্তু পুত্রই যে জন্মিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহই করেন। অপিচ দ্বিভুজরূপী যে পুত্র জন্মিয়াছে তাহাও বাক্যাদি কোন শক্তিতেই ব্যক্ত করিতে

মূর্ত্তিধারী এজন্যই পরমানন্দপদে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। মল্লারাদি রাগ যেমন মূর্ত্তিমান্ হয়েন, সেইরূপ তিনি অচিন্ত্য ও মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। গোগণের (গোধনের ও সর্ব্বজীবের) নিয়ন্তা বলিয়া একটী নাম গোবিন্দ। নন্দের ঔরসে যশোদাগর্ভে জাত বলিয়া নন্দনন্দন। ধনঞ্জয় অভিধানে দারক, নন্দন ও অর্ভক শব্দকে একার্থ বলিয়াই ধরিয়াছেন। তিনি যশোদারূপ খনি হইতে উৎপন্ন একটী মাণিক্যবিশেষ, ইহাও স্থানান্তরে উক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদার পুত্র ইহা দশমস্কন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই, সুতরাং তাহার মীমাংসা কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।" ইহা শ্রীশুকবাক্য। যশোদার একটী নাম দেবকী, এই কারণেও বসুদেবপত্নীর সহিত যশোদার অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছিল। ঘরের দ্বারের সম্মুখস্থ পিঁড়ি বা বারান্দায় প্রদীপ দিলে যেমন ভিতর বাহির উভয় দিকেই আলোক যায়, সেইরূপ উক্ত শ্লোকস্থিত "দেবক্যাং" এই পদটীর দেহলীপ্রদীপ ন্যায়ে উভয়দিকেই অন্বয়। অর্থাৎ দেবকীশব্দে যশোদা ও বসুদেবপত্নী দুই বুঝাইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ হইবে—অন্ধকারব্যাপ্ত মধ্যরাত্রে দেবকী অর্থাৎ যশোদাতে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে পর, সেই শ্রীকৃষ্ণই দেবকী অর্থাৎ বসুদেবপত্নীতে বিষ্ণুরূপে জন্মিলেন; অর্থাৎ একসময়ে উভয়স্থানে উভয়মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। হরিবংশেও দেখা যায় যে—"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকীচ যশোদাচ সুষুবাতে সমং তদা।" অর্থাৎ দশমাস পূর্ণ না হইতেই অষ্টমমাসে দুইজন অর্থাৎ দেবকী ও যশোদা একসময়ে প্রসব করিলেন। যশোদাগর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাবের পর দুর্গার আবির্ভাব হয়। কারণ ভাগবতের ১০।৩।১৭ শ্লোকে উক্ত আছে যে, বসুদেব ভগবৎপ্রেরণায় যখন পুত্র লইয়া বহির্গমনের ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই সময়েই নন্দপত্নী যশোদা যোগমায়া (দুর্গাকে) প্রসব করেন। অতএব ভগবজ্জন্মের কিঞ্চিৎ পরক্ষণে দুর্গার জন্ম, এজন্য তিনি বিষ্ণুর অনুজা। বসুদেব যশোদার পুত্রকে এবং যশোদা কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন না। (এস্থলে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত এই যে—যোগমায়া নিজের জন্মের পূর্ব্বে কৃষ্ণের জন্ম হইলে যশোদাকে অজ্ঞানাবস্থায়

নিদেহিতবান্, শ্রীমানানকদুন্দুভিস্তু তদিদং সর্ব্বং নানুসন্দধাবিতি ॥ ৯৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। নানুসন্দধাতু নাম, তথাপি, যাং তনয়ামত্রকীয়ামপমায় স্বয়মপনিনায় তস্যাঃ প্রতিদানস্যাপি সম্ভাবা-

নিদেহিতবান্ প্রত্যায়ামাস ॥ ৯৯ ॥

তদেবং শ্রুত্বা স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সুদৃঢ়সিদ্ধান্তং যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি নানুসন্দধাত্বিত্যাদিগদ্যেন। অপমায় পরিবর্ত্ত্য। মেঙ্ ব্যতীহারে। প্রতিদানস্য পরীবর্ত্তস্য। প্রতিদানং পরীবর্ত্ত ইত্যমরঃ।

পারা যায় না, সুতরাং সেই কন্যাতেই পুত্রভাব আরোপ করিয়াছিলেন আর ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে শ্রীবসুদেব কোন অনুসন্ধানও করেন নাই ॥ ৯৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তিনি তাহা অনুসন্ধান না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তথাপি যে তত্রত্য কন্যাকে পরিবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং লইয়া গিয়াছেন,

রাখিয়া কৃষ্ণকে আকাশমার্গে লইয়া গিয়া দেবকীর পার্শ্বে রাখিয়া আসেন এবং নিজেও প্রসূত হন)। উক্ত শ্লোকে দেবরূপিণী এই বিশেষণদ্বারা দেবভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গর্ত্তসম্বন্ধবশতঃ মানবের গর্ত্তবাসের ন্যায় যন্ত্রণাদিদোষের সম্ভাবনা ছিল না। বসুদেবপত্নী ও নন্দপত্নী উভয়েই "পরমেশ্বর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন" ইহাই জানিতে পারিলেন কিন্তু বসুদেবের যাতায়াত প্রভৃতি ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। "ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ" এরূপ পাঠ হইলে বসুদেবের গমনাগমনের চিহ্নও জানিতে পারিলেন না, এইরূপ অর্থ হইবে। (ন তল্লিঙ্গং স্থানে ন তদ্‌বেদ) ইহাই স্তবমালাভাষ্যের ধৃত পাঠ।

আদিপুরাণে আছে—"নন্দগোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ত্তসম্ভবঃ" এবং ভাগবতে "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে" (নন্দরাজ আত্মজের জন্মে আনন্দিত) ও "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ "(বিষ্ণুর অনুজাকে দেখিলেন) ইত্যাদি বাক্যগুলি পূর্ব্বকথিত মীমাংসাদ্বারা সুসঙ্গত হয়। "উপগুহ্যাত্মজাং" (আত্মজাকে ক্রোড়ে লইয়া) এই শ্লোকে গৌণভাবে যে আত্মজাশঙ্কা তাহাও বিষ্ণুর অনুজা এই বাক্যে নিরস্ত হয়। বসুদেবনন্দনের সহিত নন্দনন্দনের একতা থাকায় মথুরাগমন এবং ব্রজে আগমনও সঙ্গত হয়। সুতরাং দশমের অস্ফুট বাক্য প্রস্ফুট হইল। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদাগর্ত্তসম্ভূত ও নন্দাত্মজ তাহা ধ্রুব সত্য।

·ভাবাৎ কথমিব ন্যস্তেঽপ্যস্মিন্নাত্মীয়তাং প্রত্যপদ্যত। আগমাদাবপি যস্য নন্দনন্দন-নন্দাত্মজ-নন্দজ-নন্দতনয়-বল্লবীনন্দনাদি-নামানি তত্তদভীষ্টপ্রদতয়া নির্দ্দিষ্টানীতি।

পুনঃ সহাসমাহ স্ম। যস্য নন্দনন্দন ইতি নাম বিপরীততয়া পঠতাপি ক্রমপরীততয়ানুভূয়তে। তস্মাদেবমপ্যস্মন্নৃপতেরেব পূর্ব্বব্যঞ্জিতং সমঞ্জসতাসঞ্জনমঞ্জসা তস্য লভ্যত্বায়োপলভ্যত ইতি ॥ ১০০ ॥

হসিত্বা পুনরুবাচ। অথ স ব্রজদেবস্তুতস্য বসুদেবস্যাগমন-প্রকারস্তু বর্ণ্যতাং ॥ ১০১ ॥

ন্যস্তে স্বপুত্রে। তস্য পুত্রত্বস্য ॥ ১০০ ॥

তদেবং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদ্য পরবৃত্তান্তং যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১০

সেই কন্যার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না থাকায় ব্রজরাজের গৃহে নিজপুত্রকে গচ্ছিত করিলে পর কিপ্রকারে সেই পুত্রে ব্রজরাজের আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল? অথচ আগমাদি শাস্ত্রেও যাহার নন্দনন্দন, নন্দাত্মজ, নন্দজ, নন্দতনয় ও বল্লবীনন্দন, এই সকল নাম শ্রুত হইয়া থাকে। এবং এই সকল নাম প্রকৃত সেই সেই অভীপ্সিত অর্থকেই সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেয়।

পুনর্ব্বার সহাস্যে কহিলেন। যাঁহার "নন্দনন্দন" এই নামটী বিপরীত ভাবে পাঠ করিলে ও ক্রমপরীতরূপে অর্থাৎ অনুলোমের ন্যায় বিলোমেও এক প্রকার অনুভূত হয়। অতএব এইরূপে আমাদের ভূপতি শ্রীনন্দেরই শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিবার পক্ষে সেই পূর্ব্বকথিত সামঞ্জস্যসঙ্গতি বিশেষভাবে ও তত্ত্বানুসারে উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

পুনর্ব্বার সহাস্যে কহিলেন। অনন্তর ব্রজরাজের পুত্র লইয়া বসুদেব কি প্রকারে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন ॥ ১০১ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—

অঙ্ঘ্র্যোর্বন্ধো ব্যদালীদশয়িষত জনা দ্বাররোধা বিদীর্ণাঃ
শেষশ্ছত্রং বভূব দ্যুমণিজনি-নদী প্রাপ কেদারভাবং ।
আগোপাধীশগেহং বৃতিরহিতমভূদ্গোকুলং কৃষ্ণবাহং
প্রাপ্য শ্রীশূরপুত্রং যদিহ তদখিলং কস্য কিং ব্রূহি তত্ত্ব ॥১০২

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । তদখিলং গোপরাজস্য ভাগ্যমিতি ॥১০৩॥

তদেবং লব্ধপ্রথায়াং কথায়াং—

তয়োর্মায়াজালপ্রথনতুলয়া সঙ্কথনয়া
হরেঃ সা সা লীলা নয়নমিব যাতা কিল যদা ।

মধুকণ্ঠস্তু তদাগমনপ্রকারং বর্ণয়তি অঙ্ঘ্র্যোরিতিপদ্যেন । দ্যুমণিজনিনদী যমুনা । কেদারঃ ক্ষেত্রং ॥ ১০২ ॥

তদখিলমিতি সুগমং ॥ ১০৩ ॥

অধুনা তত্তল্লীলাশ্রবণেন ব্রজবাসিনাং যো যঃ সাত্ত্বিকভাবো জাতস্তং তং বর্ণয়তি তয়োরিত্যাদিপদ্যেন । তয়োর্মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন । বসুদেবের আগমনকালে তাঁহার চরণযুগলের বন্ধন খুলিয়া গেল, সকল লোক তৎকালে নিদ্রাগত হইল, অবরুদ্ধ দ্বারসকল উদ্ঘাটিত হইল, শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব ছত্র হইলেন, দ্যুমণিজনি অর্থাৎ সূর্য্যতনয়া যমুনা নদী ক্ষেত্রভাব (শুষ্কতা) ধারণ করিলেন এবং গোপরাজ নন্দের গৃহ হইতে গোকুল পর্য্যন্ত সকল স্থান বসুদেবের গমনাগমনের সুবিধার্থে বৃতিরহিত অর্থাৎ আবরণরহিত (গমনবিষয়ে বাধাশূন্য) হইয়াছিল । কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে পাইয়া তথায় কাহার কি ঘটিয়াছিল, বল দেখি, সেই সকল কি প্রকার ? ॥ ১০২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, সে সমস্ত ঘটনাই গোপরাজের ভাগ্য ॥ ১০৩ ॥

সে যাহা হউক, কথা এই প্রকার বিস্তৃতি লাভ করিলে, মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের মায়াজালের বিস্তারসদৃশ কথোপকথনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা যখন অবিকল

তদা বাষ্প-স্তম্ভ-প্রলয়মুখভাবাঃ প্রতিপদং
বভূবুর্যে বা তে কতি কতি চ বর্ণ্যা ব্রজসদাং ॥ ১০৪ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ পুনরুবাচ। ততস্ততঃ ॥

মধুকণ্ঠশ্চ সার্দ্রদৃষ্টিনিসৃষ্টসুখসমাজতয়া ব্যাজহার ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ তং রত্ননিধায়ং নিধায় গতে শ্রীবসুদেবে কারণাভাবাৎ প্রচলায়িততাপ্রচয়দোহমোহমপহৃত্য চ গতায়াং মায়ায়াং শ্রীব্রজরাজজায়া পুনঃ সম্ভূতং সুতং সাক্ষাদেব দদর্শ।

মুখভাবা ইত্যত্র মুখশব্দ আদ্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠো যদবর্ণয়ত্তদ্ব্যঞ্জয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। সার্দ্রেতি। সার্দ্রদৃষ্ট্যা নিসৃষ্টো দত্তঃ সুখস্য সমাজঃ সমূহো যেন তস্তাবস্তয়া ॥ ১০৫ ॥

তদেবং শ্রীবসুদেবপুত্রজন্ম তথা যোগমায়াজন্ম চ বর্ণয়িত্বা অধুনা শ্রীযশোদায়াঃ পুত্রপ্রাকট্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। প্রচলেতি। ব্যাপকতাসমূহপূরকং মোহং। যদ্বা প্রচলায়িততাপ্রচয়ং ঘূর্ণিততাসমূহং দোগ্ধীতি স তং। ঘূর্ণিতঃ প্রচলায়িতঃ। ইত্যমরঃ। পুনঃ সম্ভূতং বসুদেবগেহাৎ পুনর্মিলিতং।

নয়নগোচর হইয়াছিল, তখন ব্রজবাসিদিগের বাষ্প, স্তম্ভ ও প্রলয় প্রভৃতি যে সকল সাত্বিক ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার যে পরিমাণ কত, কে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ? মধুকণ্ঠ সজলনয়নে সুখরাশি বিতরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

তাহার পর শ্রীবসুদেব রত্নস্থাপনের ন্যায় অর্থাৎ গচ্ছিত রত্নের মত শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে গচ্ছিত রাখিয়া গমন করিলেন এবং অতিশয় ব্যাপকতাসমূহের পূরক (সম্পূর্ণরূপে পরিবিস্তৃত) মোহকে অপহরণ করিয়া মায়া গমন করিলে, শ্রীব্রজরাজপত্নী যশোদা পুনর্ব্বার সম্ভূত (অর্থাৎ বসুদেব গৃহ হইতে পুনর্ম্মিলিত) পুত্রকে যেন সাক্ষাতেই দর্শন করিলেন।

যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজং ।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥" ইতি ॥১০৬॥

যথাচ—

বালং দিব্যাতিদিব্যাসিতমণিবপুষং চন্দ্রজিচ্চন্দ্রবক্ত্রং
লোকাতীতাব্জনেত্রং দ্যুতরু-নব-দলোল্লঙ্ঘিশোভাঙ্ঘ্রিপাণিং ।
কিঞ্চিচ্চঞ্চৎকরাদি-ম্রদিম-মধুরিত-ক্রন্দনাদ্বিশ্বমোহং
পশ্যন্তী গোপরাজ্ঞী তনুজমমনুত স্বং তদা চিত্রকল্পং ॥ ১০৭ ॥

আত্মজমাত্মনি জাতং ॥ ১০৬ ॥

তস্য অত্যাশ্চর্য্যরূপং বর্ণয়তি বালমিতিপদ্যেন । চন্দ্রজিচ্চন্দ্রবক্ত্রং চন্দ্রজয্যাহ্লাদকমুখং । চন্দ্রঃ কর্পূর-কম্পিল্লে সুধাংশুস্বর্ণচারুষু ইতি রভসঃ । কর্পূরে রক্তরজতে নভোদীপেচ চন্দ্রকে । আহ্লাদজনকে দ্রব্যে চন্দ্রশব্দো বিদাং মতঃ । ইতি ব্যাড়িঃ । দ্যুতরু-নবেতি । অশোকরূপঃ কল্পবৃক্ষঃ । ম্রদিমেতি । মৃদুতয়া মধুরিতং যৎ ক্রন্দনং তস্মাৎ । চিত্রকল্পং আলেখ্যতুল্যং ॥ ১০৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অংশে ৩য় অধ্যায়ে ২২ শ্লোকেও উক্ত আছে, যথা—যশোদা জাগরিত হইয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে নীলোৎপলদলসদৃশ শ্যামবর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

বালকের মূর্ত্তিবর্ণন এইরূপ । যথা—বালকের দেহ দিব্য হইতেও অতিদিব্য ও নীলকান্তমণির ন্যায়, মুখচন্দ্র চন্দ্রবিজয়ী এবং আহ্লাদজনক, অলৌকিক কমলের ন্যায় নেত্রযুগল এবং স্বর্গীয় অশোকনামক কল্পতরুর নবদলশোভা জয় করিয়া তদীয় হস্তপদের শোভা প্রকাশ পাইতেছিল, কিঞ্চিৎ চঞ্চল হস্তপদাদির মৃদুতাবশতঃ অত্যন্তমধুর ক্রন্দন করিয়া ঐ বালক বিশ্বকে বিমোহিত করিতেছিলেন । গোপেশ্বরী যশোদা যখন এইরূপ সুন্দর পুত্রকে দর্শন করেন, তখন তিনি আপনাকে চিত্রার্পিতের ন্যায় বিবেচনা করিলেন ॥ ১০৭ ॥

সাম্রাজ্যং শ্যামভাসাং নিধিরপি তদিদং রূপরত্নাকরাণাং
*বীজং লাবণ্যবারাং ভরতকৃতিগুরুশ্চারুলীলায়িতানাং।
এবং মীমাংসমানা ব্রজপতিদয়িতা যাবদাস্তে স্ম তাবৎ
ক্রন্দন্নোমোমিতীত্থং নবশিশুরসকৌ তদ্ধ্রুবং স্বীচকার ॥ ১০৮॥

দৃষ্ট্বা পুত্রমসৌ ব্রজেশগৃহিণী সদ্যঃপ্রজাতং সখী-
রাহূতা ন শশাক কর্ত্তুমপি চেদাস্তাং পরং চেষ্টিতং।
অস্রৈরাবৃতমক্ষিকণ্ঠমথ যৎ স্তব্ধঞ্চ তস্যা বপু-
স্তস্মিঁল্লালনলালসাবশতয়া চাত্মাত্মনা ব্যগ্রিতঃ ॥ ১০৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যভাবাতিরেকং বর্ণয়ন্ রূপাদিকং কথয়তি সাম্রাজ্যমিত্যাদিপদ্যেন। চারুলীলায়িতানাং চারুঃ রম্যা যা লীলা বিলাসস্তাং যে কুর্ব্বন্তি তেষাং ॥ ১০৮॥

তাদৃশপুত্রং পশ্যন্ত্যাঃ শ্রীযশোদায়া বাৎসল্যরসাবেশং বর্ণয়তি দৃষ্ট্বেত্যাদিপদ্যেন। সখীঃ আহূতাঃ কর্ত্তুমিতি যোজনা। আত্মনা দেহেন ॥ ১০৯॥

ঐ বালক শ্যামবর্ণ দীপ্তিরাশির সাম্রাজ্যস্বরূপ, বহু বহু রূপসাগরের যেন নিধিস্বরূপ, লাবণ্যরূপ জলরাশির বীজ এবং নাট্যসূত্রকার ভরতমুনি যেমন নাটকীয় সমস্ত সুন্দর লীলাকৃতির গুরু, এই বালকও সেইরূপ রমণীয় লীলাবলী বিষয়ে ভরতমুনি। ব্রজরাজমহিষী এইরূপ মীমাংসা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ নববালক ওং ওঃ রবে ক্রন্দন করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহা স্বীকার করিলেন † ॥ ১০৮॥

ব্রজরাজপত্নী যশোদা সদ্যোজাত পুত্রকে দর্শন করিয়া যখন সখীদিগকেও আহ্বান করিতে সমর্থা হন নাই, তখন অন্য চেষ্টা ত দূরের কথা, পরে তাঁহার নেত্র এবং কণ্ঠ নয়নজলে আবৃত হইল এবং তাঁহার দেহ নিশ্চেষ্ট হইল। ঐ পুত্রকে লালন করিবার লালসাবিষয়ে বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজের দৈহিক চেষ্টাতে আত্মাকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ১০৯॥

---

* ভাগ্যং লাবণ্যভাজাং বিলসিতনিগমস্তত্তদঙ্গাবলীনাং। ইতি আনন্দপুস্তকপাঠঃ।

† ওম্, স্বস্তি, বাঢ়ং, অর্থকিং ইত্যাদি অব্যয়শব্দ স্বীকারসূচক।

কিঞ্চ—

যদা মায়া গতা তর্হি ব্রজে মোহং জহৌ জনঃ ।
কদা যদা হ্যাবিরাসীত্তত্র শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১১০ ॥
তদা ব্যবহিতানামপ্যেষ প্রাকাশয়ন্মনঃ ।
কুমুদ্বতীনাং সুমনোগণং বা শীতদীধিতিঃ ॥ ১১১ ॥
স্ফুরতি স্ম পরং মাতুঃ শয্যায়াং ন স বালকঃ ।
স্নিগ্ধানামপি চিত্তেষু স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১১২ ॥

ননু যেন শ্রীবসুদেবাগমনাদিকং কোঽপি জন্তো ন জ্ঞাতবান্ অধুনা কথং তং মোহং জহৌ, ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি যদেত্যাদিপদ্যেন ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মনি সর্ব্বেষাং মনঃপ্রাশস্ত্যং বর্ণয়তি তদেত্যাদিপদ্যেন । ব্যবহিতানামতিদূরস্থিতানাং । সুমনোগণং পুষ্পসমূহং । বাশব্দ উপমার্থঃ । শীতদীধিতিশ্চন্দ্রঃ ॥ ১১১ ॥

সর্ব্বেষাং চিত্তরঞ্জকতাং বর্ণয়তি স্ফুরতীত্যাদিপদ্যেন ॥ ১১২ ॥

অপিচ, মায়া যখন মথুরায় গমন করিলেন, তখন ব্রজে ব্রজজনও মোহ ত্যাগ করিলেন । যদি বল কোন্ সময়ে ? না, যে সময়ে ব্রজমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তম আবির্ভূত হইলেন * ॥ ১১০ ॥

তৎকালে শশধর যেরূপ বহুদূরব্যবধানস্থিতা কুমুদিনীর পুষ্পরাশি প্রকাশ করেন, সেইরূপ বালক বহুদূরস্থিত ব্যক্তিদিগেরও হৃদয় প্রফুল্ল করিয়াছিলেন ॥১১১

সেই বালক কেবল যে জননীর শয্যাতে শয়ন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, এরূপ নহে, কিন্তু তিনি আত্মীয়-ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্বের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

---

* যোগমায়া যশোদার গর্ভ হইতে অদৃশ্যভাবে বহির্গত হইয়া আকাশমার্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, তিনি বসুদেবনন্দন চতুর্ভুজকে স্বদেহে গোপন করেন এবং পুনশ্চ অদৃশ্যভাবে আসিয়া যশোদার সূতিকাশয্যায় যশোদাকে দর্শন দেন । ইহার পর বসুদেব ঐ দ্বিভুজকে লইয়া আসিয়া যশোদার সূতিকালয়ে স্থাপন করত যোগমায়াকে মথুরায় লইয়া যান । এই শেষবার যোগমায়া যখন মথুরায় যান তখনই ব্রজজনের মোহ দূর হয় ।

স্ফুর্ত্তি স্ম যদা বালস্তাসাং ব্যবহিতোঽপি সঃ।
তং দ্রুতং তাস্তদা জগ্মুঃ সারঙ্গ্যো বা ঘনাগমং ॥ ১১৩ ॥
রোহিণ্যাদিভিরেতাভিঃ সমমালোকি বালকঃ।
উদয়ৎপূর্ণচন্দ্রো বা চকোরীভিঃ সমন্ততঃ ॥
স্তম্ভেঽপি স্মেরনেত্রাভ্যাং পশ্যন্তীং সুতমেব তাং।
প্রতিকার্য্যাং বিচার্য্যামূঃ পর্য্যালোচন্ত তং ততঃ ॥
তা এতা মনসা দৃশা কলিতমপ্যত্রাসিতং বালকং
সন্দেহাস্পদতামনৈষুরসকৃদযত্তত্তু যোগ্যং মতং।
যদ্বস্তু প্রথিতং সুদুর্ল্লভতয়া তদ্দৈবতো লভ্যতাং
কিন্ত্বেতৎ প্রথমং প্রতীতিপদবীং নাত্মন্যলং যচ্ছতি ॥ ১১৪ ॥

তত্র স্নিগ্ধানাং স্ত্রীণাং সপ্রীতি কৃত্যং বর্ণয়তি স্ফুরতি স্ম যদেত্যাদিপদ্যেন। তাসাং স্নিগ্ধানাং। তং বালং। সারঙ্গাশ্চাতকাঃ। বা ইবার্থঃ ॥ ১১৩ ॥

অন্যৎ রূপাদিবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি রোহিণ্যাদিভিরিতিপদ্যত্রয়েণ। সমমেকদা। বা শব্দ উপমার্থঃ। প্রতিকার্য্যাং পুত্রপসবাদৌ যোগ্যাং। তং বালকং। কলিতং দৃষ্টং। অসিতং কৃষ্ণবর্ণং। সন্দেহাস্পদতাং অপূর্ব্বোঽয়ং বালকো দেবোঽন্যো বেতি। অনৈষুঃ প্রাপিতাঃ। এতৎ সুদুর্ল্লভং বস্তু। আত্মনি প্রতীতিপদবীং অয়ং সুদুর্ল্লভো দৃষ্ট ইতি ॥ ১১৪ ॥

সেই বালক ব্যবহিত হইয়াও যখন সেই সকল রমণীদিগের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তখন চাতকীগণ মেঘাগমের ন্যায় তাঁহারা সকলে বালকের নিকট আসিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

চকোরীগণ যেরূপ সমুদিত পূর্ণ শশধরকে চারিদিকেই দর্শন করে, রোহিণী প্রভৃতি রমণীগণ বালককে সেইরূপ ভাবে এক সময়েই দেখিলেন। নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেও যখন প্রফুল্লনয়নযুগলে যশোদা পুত্রকে অবলোকন করেন, তখন তাঁহাকে ঐ অবস্থায় পুত্রপসবাদিতে যোগ্য বিবেচনা করিয়া তৎপরে সকলেই ঐ বালকের বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ঐ সকল রমণী মন এবং নয়নদ্বারা দর্শন করিলেও এই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ বালককে দেখিয়া "এই অপূর্ব্ব বালকটী কি দেবতাই

তদ্‌যথা—

নবেন্দীবরমাল্যমস্তি কিমিদং কিং শক্রনীলং মহৎ
কিং বৈদূর্য্যমহো তদেতদতুলং জ্ঞাতুং ন যচ্ছক্যতে ।
পশ্যামঃ কিল বালকস্য তু তনুং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
রুন্ধানা খলু যা তনোতি নয়নদ্বন্দ্বস্য নির্দ্বন্দ্বতাং ॥ ১১৫ ॥

তত্র চ—নির্ম্মিতং কিল মৃগমদসৌরভতমালদল-জলদসারেণ, অভ্যক্তং কিল নিখিলবিলম্বক-লাবণ্যেন, উদ্বর্ত্তিতং কিল নিজ-

তস্য রূপে অনিরূপ্যতাং বর্ণয়তি নবেন্দীত্যাদিপদ্যেন । শক্রনীলমিন্দ্রনীলমণিঃ । নির্দ্বন্দ্বতাং তদেকনিষ্ঠতাং ॥ ১১৫ ॥

তস্য তাদৃগ্ রূপং নানাবিধতয়া বজমহিলাভির্যথা দৃষ্টং তদ্বর্ণয়তি নির্ম্মিতমিত্যাদিগদ্যেন । নিখিলং বিলম্বতে বিগলিতং কুরুতে যৎ তৎ, ততঃ স্বার্থে কঃ, তাদৃশং যৎ লাবণ্যং অলৌকিকদেহসৌন্দর্য্যং তেন । মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা । প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে । ইতি রসশাস্ত্রাৎ ।

হইবে অথবা অন্য কিছু হইবে ?” ইত্যাদিরূপে বারম্বার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা যোগ্যই হইয়াছে, কারণ, যে বস্তু নিতান্তদুর্ল্লভ বলিয়া বিখ্যাত, তাহাও দৈববলে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই দুর্ল্লভবস্তু প্রথমেই মনোমধ্যে প্রতীতিপদবী অর্থাৎ প্রত্যয়ের পথও সম্যক্‌রূপে প্রদান করে না ॥ ১১৪ ॥

সন্দেহ প্রকাশ যথা—ইহা কি অভিনব নীলকমলের মাল্য বিদ্যমান রহিয়াছে ? অথবা ইহা মহৎ ইন্দ্রনীলমণি ? কিম্বা মহৎ বৈদূর্য্য মণি ? । আহা ! এই অপূর্ব্ব রত্ন সত্যই জানিতে পারা যায় না । বালকের যে শরীর সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া নয়নযুগলকে একবস্তুনিষ্ঠ করিতেছে, আমরা বালকের সেই শরীর অবলোকন করিতেছি, অর্থাৎ আমরা লোচনদ্বারা সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতে করিতে কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারবিষয়ে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছি ॥ ১১৫ ॥

তথায় সদ্যোজাত বালককে দেখিয়া সকলে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—এই বালক যেন কস্তূরীর সৌরভপূর্ণ তমালদল ও জলদসার দ্বারা

দেহতেজসা, স্নাতং কিল নিজমুখনির্যৎকান্তিসুধয়া, অনুলিপ্তং কিল জননীদৃষ্টিকর্পূরলব্ধসংঘৃষ্টিভদ্রশ্রিয়া, ভূষিতং কিল সহজ-শুভতারূষিতনিজাকারেণেতি সদ্যোজাতং তদপত্যং বিতর্ক্য মিথঃকৃতসমাগমাঃ সর্ব্বাঃ পুনস্তং বালং লব্ধতমালপত্রভোগমৃগ-ভেদমৃগমদসারপঙ্কমিব কোমলাঙ্গং, নিজকরচূর্ণিততম ইব চূর্ণ-কুন্তলং বহন্মুখবিধুবিম্বমীক্ষয়ন্তং, সর্ব্বমনাংস্যাকৃষ্টুমিব করৌ মুষ্টীকুর্ব্বন্তং, তরণিজানিজাগুরুতরঙ্গমিব করচরণকমলং চালয়ন্তং বিলোকয়ামাসুঃ ॥ ১১৬ ॥

জননীত্যাদি। জননীদৃষ্টিরেব কর্পূরং তেন সহ সংঘৃষ্টির্যস্যাঃ সা চাসৌ ভদ্রশ্রীশ্চন্দনস্তয়া। ভদ্রশ্রীশ্চন্দনোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। রূষিতং ম্রক্ষিতং। লব্ধেত্যত্র ভোগো দেহঃ। মহৎ পূর্ণং। মুখবিধুবিম্বং মুখচন্দ্রমণ্ডলং। ঈক্ষয়ন্তং দর্শয়ন্তং। তরণীতি। তরণিজায়া যমুনায়া নিজো যোঽগুরুতরঙ্গোঽল্পতরঙ্গস্তং ॥ ১১৬ ।

নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সমস্ত চিত্তধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম বিগলিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ লাবণ্যদ্বারাই যেন দেহখানি অভ্যক্ত অর্থাৎ ম্রক্ষিত হইয়াছে, নিজ-দেহের তেজোদ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে, নিজমুখনির্গলিত কান্তিসুধাদ্বারা যেন স্নান করিয়াছে, জননীর দৃষ্টিরূপ কর্পূরযুক্ত ও সংঘর্ষিত চন্দনদ্বারা যেন অনুলিপ্ত এবং স্বাভাবিক ভদ্রতা-ম্রক্ষিত অর্থাৎ চন্দনগন্ধিত বা মঙ্গলময় স্বীয় দেহদ্বারাই যেন অলঙ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ তর্ক করিয়া নারীগণ পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই বালককে দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন একটী অসাধারণ মৃগ যেন তমালপত্র দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং সেইরূপ তমালমৃগের নাভিজাত যে মৃগমদ তাহার সারাংশ বা মৃগমদপঙ্কের মত এই বালকের দেহ অতীব কোমল। স্বীয় হস্তদ্বারা চূর্ণীকৃত অন্ধকারের ন্যায় অলকরাশিধারি মুখরূপ চন্দ্রবিম্ব দেখাইতেছেন, সকলের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই যেন দুই হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিতেছেন এবং যমুনার মৃদুমন্দবাহী ক্ষুদ্রতরঙ্গের ন্যায় করকমল এবং চরণকমলকে অল্প অল্প চালনা করিতেছেন ॥ ১১৬ ॥

তদেবং বিলোক্য চ—

সর্ব্বাস্তাঃ কলকলমেব মোদযুক্তাঃ
কুর্ব্বত্যঃ পরমবিদুর্ন তত্র কৃত্যং।
একা তু দ্রুতমথ সুষ্ঠু ধীরচিত্তা
তং কম্প্রে করযুগলে দধত্যপশ্যৎ ॥ ১১৭ ॥

ততশ্চ পুমপত্যচিহ্নমহ্নায়াবগত্য তাসাং প্রত্যেকমপি সমীহিতং ॥ ১১৮ ॥

যথা—

অহো শিরসি ধারয়ে নয়নয়োর্মুহুঃ স্পর্শয়ে
হৃদি প্রচুরমর্পয়ে হৃদয়মধ্যমাবেশয়ে।
ইদং বিবিধভাবনং ভৃশমতীত্য বীচিক্ষিষা
বলাদ্বরদৃশাং দৃশাং বিষয়তামনৈষীদমুং ॥ ১১৯ ॥

তাদৃশরূপস্য বিচিত্রতয়া দর্শনানন্তরং তাসাং হর্ষভরকৃত্যং বর্ণয়তি সর্ব্বাস্তা ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ১১৭ ॥

ততশ্চেতি গদ্যং সুগমং। অহ্নায় ঝটিতি। অবগত্য জ্ঞাত্বা ॥ ১১৮ ॥

তত্র তাসাং বিবিধভাবনাং বর্ণয়তি অহো ইতিপদ্যেন। বীচিক্ষিষা বিশেষেণেক্ষণেচ্ছা। বরদৃশাং রমণীনাং। দৃশাং নেত্রাণাং। অমুং বালং ॥ ১১৯ ॥

সেই বালককে এই প্রকার অবলোকন করিয়া সমস্ত রমণী আনন্দে এরূপ কলকল শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তথায় তাঁহারা অন্যান্য কার্য্য কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এক জন ধীরচিত্তা নারী শীঘ্র তথায় গিয়া শিশুর কম্পিত করযুগল ধারণ করিয়া দর্শন করিলেন ॥ ১১৭ ॥

তদনন্তর পুমপত্য-চিহ্ন অর্থাৎ "এটী কন্যা নহে পুত্র" ইহা পুংচিহ্ন দ্বারা ঝটিতি অবগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নানাবিধ চেষ্টা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১১৮ ॥

যথা—আহা! আমি শিশুটীকে মস্তকে ধারণ করি, নয়নযুগলে বারম্বার স্পর্শ করি, অধিক করিয়া হৃদয়ে অর্পণ করি এবং হৃদয়ের মধ্যে নিবেশিত করি।

তত্রচ—

মুহুরহো তনয়ং নয়নং গতং, প্রমদতঃ প্রণয়ন্ত্যপি নাতৃপৎ।
ঘনরুচির্জননী স্তনযুগ্মজামমৃতবৃষ্টিমধাদপি দৃষ্টিজাং ॥ ১২০ ॥

ততশ্চাত্যর্ব্বাগর্হশিশুস্নপনাদিপর্ব্বানুসন্ধানতঃ সর্ব্বাসাং সাবধানতাবিধানে জাতে—॥ ১২১ ॥

রোহিণ্যাজ্ঞামনু পতিসুতশ্রেয়সী বৃদ্ধবিপ্রা
বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমতুলানন্দমেতি স্ম নন্দং।

তদা শ্রীযশোদায়া বাৎসল্যমঙ্কুরিতমভূদিতি বর্ণয়তি মুহুরিতিপদ্যেন। ঘনরুচির্নিবিড়াভিলাষা অথচ মেঘরুচিঃ ॥ ১২০ ॥

তদেব তাসাং হৃদয়ে প্রমোদাতিশয়ো জাতস্তদনন্তরং বাহ্যে হমচেষ্টাং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। অত্যর্ব্বাগর্হং অতিপশ্চাৎকালযোগ্যং ॥ ১২১ ॥

অথ তং এজরাজং শুভবার্ত্তাং জ্ঞাপয়িতুং তাসাং চেষ্টিতং বর্ণয়তি রোহিণ্যেত্যাদিপদ্যেন। বিপ্রবৃদ্ধা কাচিৎ বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী। বৃত্তং বার্ত্তাং।

এইরূপে সুলোচনা রমণীদিগের বিশেষরূপে দর্শনেচ্ছা হইতেছে। বারম্বার এ প্রকার ভাবনা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঐ দর্শনেচ্ছাই বালককে তাঁহাদের নয়নগোচর করাইয়াছিল ॥ ১১৯ ॥

আহা! দর্শনবিষয়ে ঘনরুচি অর্থাৎ নিবিড়াভিলাষিণী অথচ মেঘবর্ণা জননী আনন্দাতশঃ বারম্বার তনয়কে নয়নগত করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না এবং স্তনযুগ্মজাত ও দৃষ্টিজনিত অমৃতবৃষ্টিকে ধারা করিলেন, অর্থাৎ স্তন হইতে দুগ্ধধারা ও নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু সমানভাবে পতিত হইল। (অপরাপর গোপীর দর্শন হইতে শ্রীযশোদার দর্শনে ইহাও একটী পার্থক্য) ॥ ১২০ ॥

তদনন্তর অনেকক্ষণ পরে বালকের স্নানাদি উৎসব কি ভাবে হওয়া উচিত, এইরূপ অনুধাবন করিয়া রমণীগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন ॥ ১২১ ॥

সেই কার্য্যের পর, পতিপুত্রবতী একজন প্রধান বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রোহিণীর আজ্ঞাক্রমে নন্দকে বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য আগমন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। এবং যিনি মুখপ্রভায়, জরাজনিত ধবলকেশকলাপের শোভায় ও শুভ্রবসনের

বক্তোল্লাসাৎ পলিতবলনাদম্বরাচ্ছুভ্রধামা
ধাম্নাং হাসপ্রথিতিতুলিতা যা জবান্নির্জগাম ॥ ১২২ ॥

অথ তদেতৎপর্য্যন্তে বৃত্তে বৃত্তে, জাততত্তদ্ভাবসম্পদঃ সভাসদঃ প্রতিকৃতাঞ্জলিতয়া স্থিতয়োর্মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োর্ম্মধুকণ্ঠঃ* প্রাহ স্ম ॥ ১২৩ ॥

ব্রজেন্দ্র! সোহয়ং পুত্রস্তে সদঃসাদ্ভুতশম্প্রদঃ†।
জন্মমাত্রাজ্জনশ্রেণ্যা নন্দনশ্রেণিজন্মদঃ ॥ ১২৪ ॥

ততশ্চ তৌ নিজোপকণ্ঠমনু ব্রজরাজ আজুহাব, আগতয়োশ্চ

পলিতেত্যাদি। পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদৌ তস্য বলনাৎ সম্বরণাৎ। শুক্লকেশবৃন্দৈঃ সম্বরণাদ্ধেতোঃ শুক্লবন্ত্রাৎ শুভ্রবস্ত্রাৎ শুভ্রমূর্ত্তিঃ। ধাম্নাং গৃহাণাং হাসবিস্তারস্য। প্রথিতিঃ ক্ষেপস্তত্তুলিতা তৎসদৃশী। প্রথক্ ক্ষেপে ক্তিঃ ॥ ১২২ ॥

ততো যো বৃত্তান্তো জাতস্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথ তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। বৃত্তে চরিত্রে। বৃত্তে গতে সতি ॥ ১২৩ ॥

তত্র মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি ব্রজেন্দ্রেত্যাদিপদ্যেন। সদঃসাদ্ভুতশম্প্রদঃ সদসো যৎ সাদ্ভুতং শং শুভং তৎপ্রদঃ। নন্দনশ্রেণিজন্মদঃ আনন্দসমূহোৎপাদকঃ ॥ ১২৪ ।

তদেবং শ্রুতবতো ব্রজরাজস্য প্রমোদকৃত্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। নিজোপকণ্ঠং স্বসমীপং।

দীপ্তিদ্বারা শুভ্রকান্তি হইয়া সমস্তগৃহেই যেন হাস্যনিক্ষেপ করত দ্রুতবেগে নির্গত হইলেন ॥ ১২২ ॥

অনন্তর এই পর্য্যন্ত চরিত্রসকল সংঘটিত হইলে পর, সভাসদ্গণ সেই সেই ভাবসম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। তখন ঐ সকল সভাসদ্গণের উদ্দেশে মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন। তৎপরে মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিলেন ॥ ১২৩ ॥

হে ব্রজরাজ! আপনার এই পুত্র ব্রজ সভার অপূর্ব্ব মঙ্গলদাতা এবং জন্মমাত্রেই জনসমূহের আনন্দরাশি উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥

তদনন্তর ব্রজরাজ মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠকে নিজ উপকণ্ঠে (সমীপে) আহ্বান

* মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ ইত্যংশঃ গৌরপুস্তকে নাস্তি।
† সাদ্ভুতসম্পদঃ ইতি বৃন্দাবনগৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ।

তয়োঃ শিরসি করসরোরুহমাধায় নিজালঙ্কারৈরলঞ্চকার। সর্ব্বঞ্চ তৎসম্প্রদায়ং বহুসম্প্রদানেন সম্প্রদানমকরোৎ। উবাচ চ, অদ্য বাসঃ সমাসাদ্যতাং ভোজনাদ্যর্থমিতি। সর্ব্বান্ প্রতি চোবাচ চ, পুনরেবং প্রাতঃ প্রাতরায়াতব্যমিতি॥ ১২৫॥

অথ গোসম্ভালনার্থং পিতরমনুজ্ঞাং সমভ্যর্থ্য মাতরঞ্চ বন্য-ভোজনপ্রস্থাপনং প্রার্থ্য সূতকুমারয়োশ্চাত্মসঙ্গমনং সমর্থ্য কৃত-ব্রাজে ব্রজযুবরাজে সর্ব্বে যথাস্বমাবাসং যযুঃ॥ ১২৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু কৃতপূরণব্রজবর্ত্তিতৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পন্ময়ং নাম তৃতীয়ং পূরণং ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

তৎসম্প্রদায়ং সূতসমাজং। সম্প্রদানং দানপাত্রং॥ ১২৫॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং সর্ব্বেষাং সভ্যানাং গৃহগমনঞ্চ বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। গোসম্ভালনার্থং গোদর্শনার্থং। সমর্থ্য সাধয়িত্বা। কৃতব্রজে কৃতগতৌ॥ ১২৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূসংক্ষিপ্তটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং তৃতীয়ং পূরণং ॥ * ॥

করিলেন. উভয়ে আগমন করিলে তাহাদিগের মস্তকে করকমল অর্পণকরত নিজ অলঙ্কারদ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করিলেন. এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে বহুবিধ অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং বলিলেন. অদ্য তোমরা ভোজনাদির নিমিত্ত বাস গৃহে গমন কর।

তৎপরে সর্ব্বসাধারণকেও বলিলেন, তোমরা সকলে এইরূপভাবেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আগমন করিবে॥ ১২৫॥

অনন্তর ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ নিজচরিত্র-শ্রবণান্তে গোগণের দর্শনের জন্য পিতার নিকট অনুমতি লইয়া. মাতা যাহাতে বন্যভোজন প্রেরণ করেন, তাহা প্রার্থনা করিলেন এবং সূতকুমারদ্বয়ের সহিত নিজমিলন প্রার্থনা করিয়া তিনি গমন করিলে, সকলেই স্ব স্ব আবাসস্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ১২৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে সর্ব্বসম্পত্তি পরিপূর্ণ এবং যাহাতে ব্রজবাসিগণের সমস্ত তৃষ্ণা পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পত্তিময় তৃতীয় পূরণ সম্পূর্ণ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

অথ চতুর্থং পূরণং ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবঃ ।

অথ পূর্ব্বেদ্যুর্মধুকণ্ঠঃ কৃতী যথাহচীকৃতৎ, এবমপরেদ্যুশ্চ ব্রজদেবসভায়াং ভাসমানায়াং স্বাবসরনির্দ্দিষ্টঃ স্নিগ্ধকণ্ঠস্তৎকীর্ত্তিমচিকীর্ত্তৎ ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠস্তু সোৎকণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ, যথা—

মধুকণ্ঠ উবাচ—

প্রাগ্ যদুচ্চরিতং হরেররসয়দ্বাগিন্দ্রিয়ং তদ্বদ-

হপ্যদ্যাস্বাদয়িতুং মমেচ্ছতিতরামুদ্যম্য কর্ণদ্বয়ং ।

চতুর্থপূরণে শ্রীলনন্দাদিসম্প্রবর্ত্তিতং ।

শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মপর্ব্ব বর্ণ্যতে পরমাদ্ভুতং ॥

অথ জন্মলীলানন্তরং ক্রমপ্রাপ্তমানন্দোৎসবং বর্ণয়িতুং চতুর্থপূরণারম্ভঃ প্রতিপদ্যতে। তং বর্ণয়িতুং কবিঃ প্রযতেতে অথেত্যাদিগদ্যেন। অচীকৃতৎ কীর্ত্তয়ামাস ॥ ১ ॥

তত্র মধুকণ্ঠস্য তল্লীলাবর্ণনশ্রবণয়োরৌৎসুক্যং বর্ণয়তি মধুকণ্ঠস্ত্বিত্যাদিগদ্যেন। তস্য প্রশ্নবাক্যং নির্দ্দিশতি প্রাগিত্যাদিপদ্যেন। অরসয়ৎ আস্বাদয়ামাস।

অনন্তর কার্য্যকুশল মধুকণ্ঠ পূর্ব্বদিবসে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরদিবসেও ব্রজরাজের প্রদীপ্ত সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার অবসর বুঝিয়া তদীয় কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যথা—

মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে কহিলেন, আপনি গত পূর্ব্বদিবসে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার বাক্যেন্দ্রিয় (রসনা) সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পূর্ব্বদিন আস্বাদন করিয়াছে অর্থাৎ আমি বক্তা হইয়াছিলাম। সেইরূপ অদ্য আমার

যদ্যপ্যেকক এব ভোক্তৃপদভাগ্ জীবস্তথাপি প্রতি-
স্বং চক্ষুঃপ্রভৃতীনি তানি চ মুহুর্ব্বাঞ্ছন্তি ভোগপ্রথাং ॥ ২ ॥

তথাচ—স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ।

অথানন্দসমৃদ্ধা সা বৃদ্ধা গোদোহনার্থং গোস্থানমধ্যবস্থিতান্ মধ্যস্থিতশ্রীমন্নন্দানুপনন্দাদীন্ বিন্দতি স্ম ॥ ৩ ॥

তত্রচ—

অস্তব্যস্তগতিঃ প্রমোদমধুরা পশ্যন্ত্যমূনগ্রতঃ
কিঞ্চিদ্বক্তুমিবোদ্যদাস্যবলনা দীর্ঘায়িতাল্পক্ষিতিঃ।

তানি বাক্‌কর্ণাদীনি ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠস্তু তদভিপ্রায়ং বুদ্ধা তাদৃশলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিগদ্যেন। আনন্দ সমৃদ্ধা আনন্দপূর্ণা। সা বার্ত্তাহারিকা ॥ ৩ ॥

তদ্বার্ত্তাহারিকায়াস্তস্যাশ্চেষ্টাং বর্ণয়তি অস্তেত্যাদিপদ্যেন। দীর্ঘায়িতাল্পক্ষিতিঃ—দীর্ঘায়িতা অল্পাপি ক্ষিতিভূমির্যস্যাঃ সা। এবমপি অনেন প্রকারেণাপি যতঃ অস্তব্যস্তগতিঃ। যদ্বা। শীঘ্রমিলনাভাবেন অল্পায়া ভূমের্দীর্ঘত্বমননাৎ।

কর্ণদ্বয় উদ্যমপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেছে, অর্থাৎ অদ্য বক্তা না হইয়া শ্রোতা হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিচ এক জীবাত্মাই ভোক্তার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি চক্ষুঃপ্রভৃতি সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যেকেই বারম্বার ভোগপ্রথাকেও বাঞ্ছা করিয়া থাকে. অর্থাৎ ভোগের আস্বাদনপূর্ব্বক ভোক্তা হইতেও ইচ্ছা করে ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন দেখুন. অনন্তর গোদোহনের নিমিত্ত গোষ্ঠে অবস্থিত শ্রীমান নন্দ যাহাদিগের মধ্যস্থিত, এতাদৃশ অবস্থায় উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণের নিকট সেই বার্ত্তাহারিকা বৃদ্ধা রমণী উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

তথায় বার্ত্তাহারিকা বৃদ্ধার ব্যস্তভাবে গতি নিরস্ত হইয়াছিল, হর্ষ মাধুরী ধারণ করিয়া সম্মুখে নন্দপ্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন। কিছু বলিবার জন্য তাঁহার মুখচেষ্টা উদ্যত হইল এবং গমনবাসনা সত্বর হওয়ায় অল্পমাত্র ভূমিও তখন তাঁহার পক্ষে দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তে ফল পুষ্পাদি ন্যস্ত ছিল

হস্তন্যস্তফলাদিরেবমপি সা পুত্রোদ্ভবং ব্যঞ্জতী
যৎ কিঞ্চিদ্বদতি স্ম তৎ পুনরবাদীদিত্যমী মেনিরে ॥ ৪ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । কিমুক্তবতী সা ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সস্মিতমুবাচ । অস্মাকং রাজাদ্য প্রজাতপ্রজাঃ, কথং ভবন্তস্তন্মিলনায় নায়ান্তীতি ।

মধুকণ্ঠঃ সহাসমুবাচ । ততস্ততঃ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । ততশ্চ তজ্জন্মবৃত্তামৃতনববর্ষাভিঃ শিখিন ইব গোপাঃ কোলাহলং কলয়ামাসুঃ,শ্রীগোপত্যধিপস্তু বানস্পত্য ইব পুলকাঙ্কুরকুলাকুলতয়া পরং পরমানন্দং ব্যঞ্জয়ামাস নতু বচসা ।

অবাদীদিতি তস্যাশ্চেষ্টয়ৈব তজ্জ্ঞানাদিতি ভাবঃ । অমী শ্রীনন্দাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

তদা মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি কিমুক্তবতী সেত্যাদিনা । বানস্পত্যঃ ফলপুষ্পবান্ বৃক্ষঃ ॥ ৫ ॥

এবং এইরূপ প্রকার অবস্থাদ্বারাই সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্রের উৎপত্তি সূচনা করিয়া দিলেন, তাহার পর মুখে যাহা কিছু বলিলেন তাহা পুনরুক্ত হইল, ইহা নন্দাদি গোপগণ মানিয়া লইলেন অর্থাৎ তাঁহার চেষ্টাতেই সমুদয় প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ৪ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণী কি বলিয়াছেন ?

স্নিগ্ধকণ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। আমাদের ভূপতির অদ্য পুত্র জন্মিয়াছে, তোমরা পুত্রের সহিত মিলিত হইতে আগমন করিতেছ না কেন ?

মধুকণ্ঠ সহাস্যে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর, নববৃষ্টিপাতে ময়ূরগণের ন্যায় গোপগণ জন্মবৃত্তান্তামৃত শ্রবণে কোলাহল করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ গোপাধিপতি ফল-পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় রোমাঞ্চরূপ অঙ্কুররাশি দ্বারা পরিব্যাপ্তাঙ্গ হইয়া কেবল পরমানন্দই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্যে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না ।

মধুকণ্ঠ উবাচ। ততস্ততঃ ॥ ৫ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। ততশ্চ স্মিতসম্ভ্রমাদরভর-কর্ব্বুরিতৈঃ সর্ব্বৈর্বন্দিতয়া নন্দিতয়া চ তয়া সত্বরয়া পলিক্লীবরয়া সনিজাঙ্গ-জাত এব ভবান্মঙ্গলসঙ্গী ভূয়াদিত্যপূর্ব্বাং সুখপূর্ব্বাং বাচং প্রোচ্য রোচনাকুঙ্কুমসঙ্গলেপ-সঙ্কুলসদঙ্কুরমঙ্গলফলে * শ্রীমদ্ব্রজ-রাজস্য ক্ষেমঙ্করকরয়োর্বিন্যস্তে তেন বিলোকিতকল্পঃ শ্রীমানুপ-নন্দঃ সানন্দং জল্পতি স্ম। ইহ দোহায় সংহায় রংহসায়মানা-ধেনুসঙ্ঘাঃ কামপ্যবিহায় দ্রুতমস্যাঃ সগৃহায় বিহাপ্যন্তাং।

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। পলিক্লীবরয়া অতিবৃদ্ধয়া। রোচনেত্যাদি। রোচনা হরিদ্রা সা চ কুঙ্কুমঞ্চ তয়োঃ সঙ্গেন যো লেপস্তেন সঙ্কুলে। সদঙ্কুর মঙ্গলফলেতি—সদঙ্কুরং দূর্ব্বাদিকমঙ্গলফলং নারিকেলাদি। বিন্যস্তে দত্তে সতি। তেন ব্রজরাজেন। বিলোকিতকল্পঃ দৃষ্টতুল্যঃ। সংহায় সংগত্য মিলিত্বেত্যর্থঃ। রংহসায়মানা গচ্ছন্ত্যঃ। কামপি একাং ধেনুমপি। অস্যাঃ বার্ত্তাহারিকায়াঃ। সগৃহায় পতয়ে। বিহাপ্যন্তাং প্রাপ্যন্তাং।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ॥ ৫ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর সকলেই মৃদুমধুর হাস্যসম্ভ্রম এবং আদরভরে অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়া সেই অতিপাচীনা ব্রাহ্মণীকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণীও অত্যন্ত দ্রুতপদে গমন করিয়া "নিজপুত্রের সহিত আপনি মঙ্গলযুক্ত হউন" এই অপূর্ব্ব সুখপূর্ব্বক বাক্য বলিয়া হরিদ্রা এবং কুঙ্কুম সংযুক্ত চন্দনাদি দ্বারা বিলিপ্ত দূর্ব্বাঙ্কুর ও নারিকেলাদি মঙ্গলময় ফল ব্রজরাজের মঙ্গলময় করযুগলে অর্পণ করিলেন; ব্রজরাজ যখন উপনন্দকে কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ তাহার প্রতি নেত্রসঙ্কেত করিলেন। তখন তিনি সহর্ষে বলিতে লাগিলেন। এই স্থানে দোহনের জন্য মিলিত হইয়া যে সকল ধেনু সবেগে আগমন করিয়াছে তন্মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া না দিয়া শীঘ্র এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহপতি অর্থাৎ স্বামী নন্দরাজের কাছে পৌছাইয়া দাও।

* সাধনফলে ইত্যত্র ফলমঙ্গলে ইতি গৌরপুস্তকপাঠঃ।

তত্র সর্ব্বে চামোদগর্ব্বেণ প্রোচুঃ।

অন্যদ্বা যৎ কিঞ্চিদস্যা হিতং সমীহিতং ভবতি॥ ৬॥

ততশ্চ—

আহ্লাদেন সমং জজ্ঞে বালঃ কিং কিং স এব সঃ।

এবং বিবেক্তুং নন্দস্য নাসীন্মতিমতী মতিঃ॥ ৭॥

অথ শ্রীমান্ ব্রজেশঃ স্বীকৃতধার্ম্মিকবেশস্তদপি বহুলমন্যদপি * বহুলাদিকং দানায় সঞ্চক্লৃপে। যত্র সর্ব্বশ্চ তথাভাবায় খর্ব্বশশ্চক্লৃপে। সঙ্কল্প্য চ গৃহে গন্তুং কৃতস্পৃহে ধৃতবেশেচ তত্তদ্বৃতব্রজনরেশে শ্রীরামপ্রসূসমাদেশান্মহাগোপুরদেশাদ্দুন্দুভিদ্বন্দ্বমুন্ননাদ।

সমীহিতং চেষ্টিতং॥ ৬॥

তদা শ্রীনন্দস্য প্রেমমোহো যথাভূত্তদ্বর্ণয়তি আহ্লাদেনেত্যাদিনা। স এব আহ্লাদ এব। স বালঃ। মতিমতী—শাস্ত্রাদীনাং বিচারেণ অর্থনির্দ্ধারণং মতিস্তদ্বতী॥ ৭॥

অথ কথঞ্চিৎ প্রেমমোহে অপযাতে ব্রজেশস্য হর্ষজন্যকার্য্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। স্বীকৃতঃ স্নানভূষণাদিনা ধার্ম্মিকবেশো যেন সঃ। বহুলাদিকং—বহুলা গাবঃ। বহুলাঃ কৃত্তিকা গাব ইত্যমরঃ। তথাভাবায় দানায়। খর্ব্বশোহত্যল্পশঃ। শ্রীরামপ্রসূঃ শ্রীরোহিণী।

তথায় সকলে আনন্দগর্ব্ব সহকারে কহিলেন আরও যদি কিছু হিতকর বিষয় রাজ্ঞী বাঞ্ছা করেন, তবে তাহাও বিধান কর॥ ৬॥

তদনন্তর, বালকের জন্ম হইল, কিম্বা আহ্লাদই বালকরূপে জন্মগ্রহণ করিল? নন্দের বুদ্ধি কিন্তু এইরূপে আহ্লাদের সহিত ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইল না॥ ৭॥

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ধার্ম্মিকবেশ ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহুতর গোপ্রভৃতি দানের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে দানকালে সকল বস্তুই অধিক হইলেও যেন অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল। ব্রজনরপতি

* বহুলমন্যদপি ইত্যংশঃ আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

তচ্চ বাদ্যবিদ্যাবিদুরব্যঞ্জিতং বাদ্যং ব্যক্তমেবেদং মুহুর্বক্তি স্ম। "প্রাদুর্ভূতো নন্দানন্দঃ প্রাদুর্ভূতো নন্দানন্দঃ।" ইতি ॥৮॥

ততশ্চ—

অপি শ্রুতমভূন্নিশি ত্রিদিববাদ্যগর্জ্জোর্জ্জিতং
জিতং জিতমিতি স্বনং নতু বিনিশ্চিতং কারণং।
তদা তদনুবাদিতং কলয়তামমীষাং মুহু-
র্মুদা কলকলারবঃ সমজনি ব্রজপ্রাণিনাং ॥ ৯ ॥

অথ সম্মদেন মুহুর্লম্ভিতস্তম্ভারম্ভতায়ামপ্যুৎকণ্ঠয়াকৃষ্ট ইব তত্রচ লব্ধকম্পসম্পত্তায়ামপি কেবলং স্বকৃতসেবেন নারায়ণ-

বাদ্যবিদ্যাবিদুরব্যঞ্জিতং। জ্ঞাতা তু বিদুরো বিন্দুরিত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ দুন্দুভিবাদ্যশ্রবণে ব্রজবাসিনাং কোলাহলং বর্ণয়তি অপীতিশ্লোকেন ॥ ৯ ॥

অধুনা ব্রজরাজস্য গোষ্ঠাৎ সপুত্রং গৃহাগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। স্বকৃতসেবেন স্বেন কৃতং সেবনং যস্য তেন ॥ ১০ ॥

এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই সেই উপনন্দাদি গোপগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং উত্তম উত্তম বেশ ধারণপূর্ব্বক গৃহে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইল, রামজননী রোহিণীর আদেশে মহাপুরদ্বার হইতে যুগল দুন্দুভিবাদ্য উন্নাদিত হইল। বাদ্যবিদ্যাবিশারদগণের সংসূচিত সেই বাদ্য প্রকাশ্যে ইহাই বারম্বার বলিয়াছিল যে, "নন্দের আনন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, নন্দের আনন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে" ॥ ৮ ॥

তাহার পর রাত্রিকালে জয় জয় ধ্বনিটীকে স্বর্গবাদ্যের গর্জ্জনে পরিবর্দ্ধিত হইতে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই কারণ নিশ্চয় হয় নাই, তৎপরে তখন সেই অনুবাদিত শব্দ শুনিয়া যে সকল ব্রজবাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আনন্দে বারম্বার কলকল রব করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর হর্ষভরে যদিও ব্রজরাজের বারম্বার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, তথাপি উৎকণ্ঠা আসিয়া যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত হইলেও প্রচুর কম্প উপস্থিত হইল। তথাপি তিনি নারায়ণদেবের সেবা করিয়াছেন বলিয়া

দেবেন দত্তহস্তাবলম্ব ইব * ধৈর্য্যমবলম্বমানঃ স্বালয়ং প্রতি ব্রজভূপালঃ প্রচচাল ॥ ১০ ॥

ততশ্চ—

তদ্বৃন্দে গৃহমভিযাতি বন্ধুবর্গা
ধাবন্তঃ ক্রমমিলিতা মিথঃ পুরোগাঃ ।
যে গঙ্গাঝরমনু নির্ঝরপ্রভেদা
যদ্বত্তুলিততয়ানয়ন্ত বৃদ্ধিং ॥ ১১ ॥

অথাগতাঃ পুরবনিতাঃ পুরঃ পুরঃ
সহস্রশঃ কলিতশুভাযুতাযুতাঃ ।

তদানীং সর্ব্বেষাং গোপানাং ব্রজরাজগৃহে গমনং বর্ণয়তি তদ্বৃন্দে ইতিপদ্যেন । গঙ্গাঝরঃ গঙ্গাপ্রবাহঃ গঙ্গাপ্রবাহং লক্ষীকৃত্য পৃথক্ পৃথগ্ বারিপ্রবাহো যদ্বৎ । গঙ্গেতি দৃষ্টান্তেন দার্ষ্টান্তিকে হৃনোৎসবব্যঞ্জিকা শুক্লবেশতা প্রসন্নতা চ । তথা বেগব্যঞ্জিকা সর্ব্বতোমুখতা নিরবচ্ছিন্নধাবনক্রিয়তা চ স্পষ্টা কৃতা ॥ ১১ ॥

এবং ব্রজমহিলানাং তত্রাগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিপদ্যেন । কলিতশুভা বেষভূষণাদিনা । যুতাযুতাঃ আদৌ যুতা মিলিতাঃ পশ্চাৎ হর্ষভরেণ ত্বরয়া অযুতাশ্চ । অথবা কলিতং গৃহীতং শুভানাং বস্তূনাং অযুতং অযুতং যাভিস্তাঃ ।

সেই নারায়ণ যেন হস্তাবলম্বন দান করিলেন, এবং তাহাতেই তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজভবনে গমন করিলেন, অর্থাৎ সেবাপরিতুষ্ট দয়ালু নারায়ণ যেন ব্রজরাজকে হস্তধারণপূর্ব্বক নিজগৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন ॥ ১০ ॥

তদনন্তর গোপবৃন্দ নন্দগৃহে গমন করিলে, বন্ধুগণ পরস্পর অগ্রসর হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া ক্রমে মিলিত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন জলপ্রবাহ গঙ্গাপ্রবাহকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ উভয় প্রবাহ একত্র হইলে তাহা যেমন ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই তুলনানুসারে তাঁহারাও সকলে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

তৎপরে সহস্র সহস্র পুরকামিনীগণ বহুবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া

* হস্তদত্তাবলম্ব ইতি গৌরপুস্তকপাঠান্তরং

ব্রজেশ্বরং পুরু নিররাজয়ন্ জয়-
ন্নবাত্মজ-প্রভবমহে মহেহয়া ॥ ১২ ॥
ততশ্চ কোলাহলিভির্ব্রজস্থিতৈঃ
সমং গতঃ শ্রীলমহাব্রজেশ্বরঃ।
স্বরাংস্তু সালঙ্কৃতি চারু শ্শুভ-
ন্নভঃসভং পূর্ণসুধাংশুবৎ প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
যদ্যপি বিপ্রাঃ সহসা,
স্বয়মাগতয়ে কৃতোদ্যমাঃ সর্ব্বে।

নিররাজয়ন্ নীরাজয়ামাসুঃ। জয়ন্নিতি। জয়ন্ যো নবাত্মজস্তেন প্রভা দীপ্তির্যস্য তস্মিন্ মহে উৎসবে। মহেহয়া মহতী যা ঈহা চেষ্টা তয়া॥ ১২ ॥

অথ ব্রজরাজগৃহালয়প্রবেশে শোভাবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিপদ্যেন। স্বরানিত্যাদি উদাত্তাদিস্বরান। অলঙ্কৃতিরলঙ্কারস্তেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাদেবং। চারু রম্যং যথা স্যাত্তথা। প্রভুর্ব্রজরাজঃ। পূর্ণসুধাংশুবৎ যথা পূর্ণচন্দ্রো নক্ষত্রসহিতং নভ আকাশং শোভয়ামাসেতি। অশ্শুভৎ শোভয়ামাস ॥ ১৩ ॥

তত্র বিপ্রাণামাগমনং বর্ণয়তি যদ্যপীতি পদ্যেন ॥ ১৪ ॥

নগরের সম্মুখে মিলিত হইয়াছিলেন এবং জয়শালী নবকুমারের জন্মপর্ব্ব উপলক্ষে মহতী চেষ্টা প্রকাশ করিয়া প্রচুরভাবে (মহানন্দের জন্মদাতা) ব্রজেশ্বরের আরতি করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ কোলাহলকারি ব্রজবাসি লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ শশধর যেরূপ নক্ষত্রবেষ্টিত আকাশমণ্ডলকে শোভিত করে, সেইরূপ অলঙ্কার দিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি স্বরসকলকে মধুরভাবে শোভিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সমাগত ব্রজবাসীর কোলাহলে উক্ত ত্রিবিধ স্বরের উচ্চারণ হইয়াছিল, নন্দমহারাজ আবার সেই স্বরকে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

যদ্যপি ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আসিবার জন্য সহসা উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন,

তদপি তদাদরবিধয়ে,
রাজ্ঞাহূতাঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রথমং ॥ ১৪ ॥
সুখাবিষ্টস্তস্মিন্মধুরমুপবিষ্টৈঃ সদসি তৈ-
র্মহাস্নিগ্ধৈঃ শর্ম্মপ্রকরপরিদিগ্ধৈঃ পরিবৃতঃ ।
পঠদ্ভিঃ পুত্রাশীরুচিতনিগমং ভূসুরবরৈঃ
কিরদ্ভির্দূর্ব্বাদ্যং শিরসি সুখপূর্ব্বং স মহিতঃ ॥ ১৫ ॥
সস্নে যৎ পরিচস্করে বপুরপি স্বস্তিশ্রুতিঃ শুশ্রুবে
শ্রীমন্নন্দমহাত্মনা সুতজনৌ তত্তৎ স্তুবে নাপরং ।
অদ্যাপি স্ফুটমেতি সর্ব্বজনতা যেষাং শ্রুতাদপ্যহো
স্নানাদ্যপ্যতিগম্য সৎকৃতিফলং যস্যাস্তি নান্তঃ ক্বচিৎ* ॥১৬

তত্র বিপ্রাণামাগমনানন্তরং তৈরপি কৃতং কৃত্যং বর্ণয়তি সুখাবিষ্ট ইত্যাদিপদ্যেন । পুত্রাশী-রুচিতনিগমং—পুত্রং প্রতি যা আশীরাশীর্ব্বাদস্তস্যাম্ উচিতো যো নিগমো বেদস্তং । স মহিতঃ আত্মনা সম্মানিতঃ ॥ ১৫ ॥

তদা ব্রজরাজস্য সুখজাতকৃত্যং বর্ণয়তি সস্নে ইত্যাদিপদ্যেন । স্বস্তিশ্রুতির্মঙ্গলাদিশ্রবণং । স্বস্ত্যাশীঃ ক্ষেম পুণ্যাদিরিত্যমরঃ । এতি গচ্ছতি । শ্রুতাৎ শ্রবণাৎ । স্নানাদি আত্মস্নানাদে-রধিকং । অতিগম্য প্রাপ্য । সৎকৃতিফলং এবংরূপং ॥ ১৬ ॥

তথাপি ব্রজরাজ তৎকালে তাঁহাদিগকে আদর করিবার জন্য প্রথমতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আহ্বান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অত্যন্ত মাঙ্গলিক কার্য্যকুশল ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই সভায় মধুরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক উপযুক্ত আশীর্ব্বাদসূচক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া দূর্ব্বাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য সহর্ষে পুত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্রজরাজ উক্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিবৃত ও সুখিত হইয়া সুখানুভবপূর্ব্বক হৃদয়ে সম্মানিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমান্ মহাত্মা নন্দ পুত্রের জন্ম উপলক্ষে স্নান ও শরীর পরিষ্কারপূর্ব্বক যে মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, আমি এই সকল কার্য্যকেই স্তব করি, অপর

* নান্তঃ ক্বচিৎ ইত্যত্র নান্তঃ সদা ইতি পাঠান্তরং গৌরবৃন্দাবনপুস্তকে ।

অথ জাতকর্ম্ম ভব্যং কর্ত্তব্যমিতি গুরুভিরাদিষ্টেন তেন তৎপ্রত্যুৎক্রমশ্চক্রে ॥ ১৭ ॥

যথা—

* আনর্চ্চিরে ব্রজেশিত্রা যাতৃকা যাস্তদা তু তাঃ।
মাতুঃ কমিব কং যাসামিত্যর্থব্যক্তিমাগতাঃ ॥ ১৮ ॥
অথ নান্দীমুখশ্রাদ্ধং রাদ্ধং গোপালপালিনা।
পিতরোঽপি স্বয়ং যস্মিংস্তে নান্দীমুখতাং গতাঃ ॥ ১৯ ॥

অধুনা জাতকর্ম্মাদিকং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিগদ্যেন। তেন ব্রজরাজেন। তৎ প্রত্যুৎক্রম তদুদ্যমঃ ॥ ১৭ ॥

অথ জাতকর্ম্মপরিপাটীং বর্ণয়তি আনর্চ্চিরে ইত্যাদিপদ্যেন। ব্রজেশিত্রা ব্রজরাজেন। যাতৃকা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নীঃ। কমিব সুখমিব ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্নান্দীমুখশ্রাদ্ধে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি অথ নান্দীত্যাদিপদ্যেন। রাদ্ধং সাধিতং। আশীর্ব্বচন সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা। ইতি সাহিত্যদর্পণে। নান্দীমুখতাং মঙ্গলারম্ভকতাং অথবা তৎপাঠকতাং ॥ ১৯ ॥

কার্য্যকে স্মরণ করি না। ইহা একটী আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদ্যাপি সকল লোকে যে স্নানাদির কথা শ্রবণমাত্রেই নিজে স্নানাদি না করিয়াই স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনন্তকালের জন্য অনন্ত-অক্ষয় সংকৃতিফল স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মাঙ্গলিক জাতকর্ম্ম করিতে হইবে, গুরুগণ এইরূপ আদেশ করিলে ব্রজরাজ সেই কর্ম্মের উদ্যম করিলেন ॥ ১৭ ॥

যথা—তৎকালে ব্রজরাজ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নীদিগকে পূজা করিলেন, পুত্রোৎসবে জননীর সুখের ন্যায় যাহাদিগের সুখ হয়, এই প্রকার অর্থই তাঁহাদিগের প্রকাশ হইয়াছিল অর্থাৎ চিরদিন যাঁহারা যশোদার সুখে সুখিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এখানেও তাহাই প্রকাশ পাইল ॥ ১৮ ॥

অনন্তর গোপরাজ নন্দ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন। যে শ্রাদ্ধে পিতৃগণও স্বয়ং

* যাতৃকাস্থলে মাতৃকা অপি পাঠঃ আনন্দপুস্তকে।

অথ বেদবিধানপটুভিঃ পুরোহিতবটুভিঃ সার্দ্ধমন্তঃপুরং প্রবিষ্টে ভদ্রকুম্ভাদিভদ্রবিশিষ্টসূতিকাগৃহাগ্রবেদ্যুপবিষ্টে শ্রীব্রজকুল-মহিষ্ঠে পরমমনোরথারোহিণী রোহিণী তদবধায় কুলত্রয়যশোদায়ি-যশোদা-খট্টামন্তঃপটেন ব্যবধায় বালং পিধায় গৃহাবগ্রহণীমানিনায়, কিন্তু নববালকং বিলোকয়িতুং শর্ম্মণা নর্ম্মণা চ নিজালঙ্কৃত্যর্থং প্রজাবত্যস্তং প্রত্যভিতঃ কিমপ্যমূল্যতাপর্য্যাচিতং যাচিতবত্যঃ প্রতিশ্রুতে তু তং বিলোকয়ামাসুঃ ॥ ২০ ॥

সচ খল্বস্তোকরোকলোকবলয়-ভরপ্রবল-নবকুবলয়-কুলপতি-

অথ সূতিকাগৃহপ্রবেশপূর্ব্বকং তৎ বিহিতকৃত্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিগদ্যেন। ভদ্রকুম্ভেতি। ভদ্রকুম্ভঃ পূর্ণকুম্ভস্তদাদি যদ্ভদ্রং শুভং তেন বিশিষ্টেত্যাদি। পিধায় ছাদয়িত্বা। গৃহাবগ্রহণীং দেহলীং। প্রজাবত্যো ভ্রাতৃজায়াঃ। পর্য্যাচিতং পরিষঙ্কিতং ॥ ২০ ॥

অথ তাদৃশং পুত্রং পরিপশ্যতো ব্রজরাজস্য যৎ সুখবর্ত্তনং জাতং তদ্বর্ণয়তি স চেত্যাদি

নান্দীমুখতা অর্থাৎ নান্দীপাঠকের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল কার্য্যতই যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এমন নহে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত শ্রাদ্ধে কার্য্যের ফলস্বরূপ নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলকেই সূচনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর বেদবিধিজ্ঞ পুরোহিত ব্রাহ্মণবালকদিগের সহিত শ্রীমান্ ব্রজকুলপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পূর্ণকুম্ভাদি মঙ্গল দ্রব্যবিশিষ্ট সূতিকাগৃহের অগ্রবর্ত্তিনী বেদিকার উপর উপবেশন করিলেন, পরমমনোরথে আরোহণকারিণী রোহিণী নন্দসমাগম জানিতে পারিয়া কুলত্রয়ের যশোদায়িনী যশোদার খট্টাকে অন্তর্বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বালককে ঢাক্‌না দিয়া দ্বারের অগ্রভাগের সমীপে আনয়ন করি-লেন, কিন্তু ভ্রাতৃজায়াগণ নববালককে দেখাইবার নিমিত্ত সুখে এবং কৌতুকে নিজ অলঙ্কারের জন্য তথা তাঁহার নিকট অমূল্যতাপরিব্যাপ্ত কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিলেন, নন্দরাজ যখন ভ্রাতৃজায়াদিগকে তাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তাঁহারা নববালককে অবলোকন করাইলেন ॥ ২০ ॥

ব্রজরাজ নিজপুত্রকে এইরূপ ভাবে দেখিলেন যে, তৎকালে যে সকল লোক-

দুর্ল্লঙ্ঘ্যং দুর্ল্লভ-কোমলামলকান্তি-বিশ্রান্তিভূমিং, * কলিত-মর্ম্মপ্রযতনকর্ম্ম--বিশ্বাদ্ভুত--বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত-নির্ম্মল-নীলচিন্তামণি-প্রতিমাপ্রতিপ্রতীকাতীত-পরিমিতসর্ব্বাবয়বং, ‡ প্রবলপ্রবাহ-দলিতচর--বালবায়জসমবায়জ--মঞ্জুলাঞ্জনকলিততল--নিশ্চলজল-

মহাগদ্যেন। সচ ব্রজরাজঃ। অস্তোকেত্যাদি। অস্তোক-রোকত্বং অধিকচ্ছিদ্রত্বং। রুচঙ্ ॥ প্রীতিপ্রকাশয়োরিত্যস্য ভাবে ঘঞি রোক ইতি পদং। যদ্বা। ন বিদ্যতে স্তোকরোকোঽল্প-শোকো যত্র এবম্ভূতো যো লোকবলয়ঃ লোকসমূহস্তেন ভরং পুষ্টং যৎ প্রবল-নবকুবলয়ং তস্য কুলপতিঃ শ্রেষ্ঠঃ তেন দুর্ল্লঙ্ঘ্যঃ শোভাসঙ্ঘঃ শোভাসমূহো যস্য তং। দুর্ল্লভেতি-দুর্ল্লভা যা কোমলামলকান্তিস্তস্যা বিশ্রামস্থানং তত্রৈব তস্যাঃ পর্য্যবসানাৎ। কলিতমর্ম্মেতি। কলিতং মর্ম্মণি প্রযতনকর্ম্ম যস্য এবম্ভূতো যো বিশ্বাদ্ভুতবিশ্বকর্ম্মা তেন নির্ম্মিতা যা নির্ম্মলনীল চিন্তামণিপ্রতিমা তস্যাঃ প্রতিপ্রতীকং সর্ব্বাবয়বং তস্মাদতীতং অথচ পরিমিতানি সর্ব্বাবয়বানি যস্য তং। প্রবলপ্রবাহেতি। দলনবিষয়ে যঃ প্রবলপ্রবাহঃ প্রবলপ্রবৃত্তিস্তেন দলিতচরঃ প্রাগ্দলিতঃ বালবায়জঃ বৈদূর্য্যমণিস্তস্য সমবায়ো মিলনং তস্মাজ্জাতং যন্মঞ্জুলাঞ্জনং তেন কলিততলং। তলশব্দঃ স্বরূপার্থো ভূতলাদিবৎ। তেন জাতো নিশ্চলজলকালিন্দীহ্রদজালঃ

দিগের অল্পমাত্রও শোক ছিল না, সেই সকল শোকবিহীন লোকদ্বারা পল্লী পরিপুষ্ট এবং যেন নবনীলোৎপলের অধিপতি হইয়াছে এবং তাহার শোভারাশি কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ বালক দুর্ল্লভ, কোমল এবং নির্ম্মলকান্তির বিশ্রামভূমি ছিলেন। মর্ম্মগ্রহণসম্বন্ধে যাঁহার যত্ন পর্য্যাপ্ত হইয়াছে সেই বিশ্বাদ্ভুত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল ও নীলচিন্তামণির যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন, সেই চিন্তামণির সর্ব্বাবয়ব হইতেও বালক অতীত অর্থাৎ তাদৃশ চিন্তামণি হইতেও বালকটী উৎকৃষ্ট ছিলেন, অথচ বালকের সমস্ত অবয়ব পরিমিত ছিল। দলন বিষয়ক প্রবল প্রবৃত্তিবশতঃ পূর্ব্বে যে বৈদূর্য্যমণি দলিত হইয়াছিল, সেই দলিত মণির মিলনে যে মনোজ্ঞ অঞ্জন জন্মে তদ্দ্বারা যাহার তলপ্রদেশ ব্যাপ্ত, সেই স্থির

* মর্ম্মস্থলে ভর্ম্ম ইতি পাঠান্তরং মাগুপুস্তকে।

‡ প্রবল-প্রবাহ-ব্যতিষঙ্গ-সঙ্ঘটন কুট্টিতবালবায়জেতি পাঠান্তরং গৌরানন্দপুস্তকে।

কালিন্দীহ্রদজালজ—বালশৈবালকরুচি—রুচিররোচির্বলিতারাল-শ্লক্ষ্ণবালসমুদায়ং, কমলালয়া-করকিশলয়-সিতলসিতসিতকমলান্তর্বলয়দল-নির্ম্মলবিলোচনং, বৈকুণ্ঠস্থিত-কল্পতরুতল্লজপল্লবকুণ্ঠতাকর-করচরণাধরং, নিপীতকনকরুচি-শুচি-পীতন-পীতাম্বরাবরণ-রোচনং রোচনং বালকমালোচয়ন্নাত্মানং নয়নপয়ঃপয়সা স্নপয়ন্ বিলক্ষতয়া * ক্ষণকতিপয়ং জলবদাসীৎ ॥ ২১ ॥

যমুনাহ্রদসমূহস্তস্মাজ্জাতং যৎ বালশৈবালং তস্য রুচেঃ কান্তেরপি রুচিরং রোচির্যস্য তৎ তেন বলিতং যৎ অরালং কুটিলং অথচ শ্লক্ষ্ণং কোমলং কেশসমূহো যস্য তং। কমলালয়েতি। কমলালয়া লক্ষ্মীস্তস্যাঃ কর এব কিশলয়ং নবপল্লবং তেন সিতং বদ্ধং ধৃতমিতি যাবৎ অথচ লসিতং দীপ্তং যৎ সিত কমলং তস্য যদন্তর্বলয়াদলং মধ্যচ্ছদং তস্মান্নির্ম্মলে বিলোচনে যস্য তং। বৈকুণ্ঠস্থিতেতি বৈকুণ্ঠে স্থিতো যঃ কল্পতরুতল্লজঃ প্রশস্তকল্পবৃক্ষস্তস্য যঃ পল্লবস্তস্য কুণ্ঠতাকরাণি হীনতাজনকানি করচরণাধরাণি যস্য তং। নিপীতেতি। নিপীতা কনকস্য রুচির্যেন তাদৃশং যৎ শুচি পীতনং হরিতালং তদ্বৎ পীতং যদম্বরং তেন যদাবরণং তেন রোচনং রোচকং। দ্বিতীয়-রোচনস্য প্রীতিনিদানমিত্যর্থঃ। নয়নপয়ঃপয়সা নয়নজলরূপদুগ্ধেন। বিলক্ষতয়া বিস্ময়ান্বিত-তয়া। জলবৎ জড়বৎ। ডলয়োরৈক্যাৎ ॥ ২১ ॥

সলিলা যমুনার হ্রদসমূহ হইতে যে সমস্ত অভিনব শৈবাল জন্মিয়াছে, সেই শৈবাল কান্তি হইতেও যাহার দ্যুতি মনোহারিণী, সেইরূপ আকুঞ্চিত, কুটিল এবং কোমল কেশসমূহ বালকের বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ বালকের কেশগুলি যেন যমুনাতলস্থ বৈদূর্য্যমণিজাত শৈবাললতার ন্যায় সুন্দর। কমলাদেবীর কররূপ নবপল্লবস্থিত সুন্দর নীলকমলের মধ্যপত্র হইতেও বালকের নেত্রযুগল নির্ম্মল ছিল ঐ বালকের করচরণ এবং অধর এরূপ সুন্দর যে, তাহাদের নিকট বৈকুণ্ঠস্থিত প্রশস্ত কল্পতরুর পল্লবও কুণ্ঠিত বা পরাস্ত হইয়া যাইত, স্বর্ণপ্রভাবিজয়ী হরিতাল বা কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবর্ণ বসনদ্বারা আবৃত থাকায় ঐ শিশু অত্যন্ত মনোহর হইয়াছিল। ব্রজরাজ এইরূপ বালককে দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে নয়নজলরূপ দুগ্ধে অভিষিক্ত করাইয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২১ ॥

* বিলক্ষণতয়া ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

যদ্যপি বহুবিধভাবা, জাতা গোষ্ঠেশিতুস্তর্হি।
তদপিচ জাড্যং বলবজ্জজ্ঞে গাম্ভীর্য্যশীলস্য ॥ ২২ ॥

অথ চিরায় ধীরভাবং ধারিতবতি ব্রজধরিত্রীরাজ্য-শ্রীমতি তদানন্দস্পৃহিণী নবনন্দনমুপনন্দগৃহিণী তদুৎসঙ্গসঙ্গিনং চকার॥২৩

উৎসঙ্গং বহতি শিশুং ব্রজাধিরাজে
সা দূরাদধিশয়িতা প্রসূতিশয্যাং।
আসীত্তচ্ছ্রবণজ-বাষ্পরোমহর্ষ-
স্তম্ভাদ্যৈর্বিবশতনুর্ব্রজাধিরাজ্ঞী * ॥ ২৪ ॥

তজ্জড়তায়াঃ প্রাবল্যং বর্ণয়তি যদ্যপীত্যাদিপদ্যেন। সুগমং ॥ ২২ ॥

ততো জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়ানাং প্রীত্যতিশয়কৃত্যং বর্ণয়তি অথ চিরায়েত্যাদিপদ্যেন। তদুৎসঙ্গসঙ্গিনং ব্রজরাজক্রোড়গতং ॥ ২৩ ॥

তদা শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা যে ভাবোদ্রেকা জাতাস্তান্ বর্ণয়তি উৎসঙ্গমিতি পদ্যেন। স্তম্ভাদৈরিতি উপলক্ষণে তৃতীয়া। বিবশা তনুর্যস্যাঃ সা। ধন্যবাচিদূরান্তিকার্থাৎ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়াতৃতীয়াপঞ্চমীসপ্তমীনামেকবচনানি স্যুঃ ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি নবনন্দন সন্দর্শনে গোষ্ঠপতির বহুবিধ ভাব জন্মিয়াছিল সত্য, তথাপি গাম্ভীর্য্যশীল ঐ গোপরাজের জড়তাই প্রবল হইয়াছিল। অর্থাৎ পুত্রদর্শনানন্দে তিনি জড় বা নিশ্চল হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর ব্রজভূমির রাজ্যেশ্বর শ্রীমান্ নন্দ বহুক্ষণের পর ধৈর্য্য ধারণ করিলে উপনন্দের গৃহিণী তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধনে অভিলাষিণী হইয়া নবকুমারকে শ্রীনন্দের ক্রোড়দেশে অর্পণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে, অতিদূরবর্ত্তি-প্রসূতিশয্যায় শয়ানা সেই ব্রজরাজরাজ্ঞী "পুত্র ব্রজরাজের ক্রোড়গত হইয়াছে" এই কথা শ্রবণ করিলে পর বাষ্প, রোমাঞ্চ ও স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব দ্বারা তাঁহার শরীর বিবশ হইয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

* অত্র শ্লোকে বিশ্বশতনুরিতি মাণ্ডপুস্তকীয়ঃ পাঠঃ। তত্র চ, বিশ্বস্য শং শুভং যস্যাঃ সা তাদৃশী তনুর্যস্যাঃ সেতি তত্রত্যবীরচন্দ্রীয়টীকা চ পুস্তকান্তরদৃষ্টমূলপাঠপরিবর্ত্তনাৎ পরিহৃতা

অথ তত্র মেধাজনকং কর্ম্ম শর্ম্মান্তনামভির্নির্ম্মমে। যত্র ১ ভূস্ত্বয়ীত্যাদিকং পঠিত্বা হেমান্তর্হিতয়ানামিকয়া বালো ঘৃতলবং লেহয়ামাসে। অথায়ুষ্যক্রিয়া ক্রিয়তে স্ম। ২ যত্রাগ্নিরায়ুষ্মানিত্যাদয়ঃ কুমারস্য দক্ষিণে কর্ণে জেপিরে। ততো ৩ দিবস্পতীত্যাদিকেন ডিম্ভঃ স্পৃষ্টঃ। দিক্‌চতুষ্টয়ে মধ্যে চ ৪ প্রাণেত্যাদিভির্ভূমিশ্চাভির্মন্ত্রিতা। ৫ অথাশ্মা ভবেত্যাদিনা পুনরর্ভকো-

কিঞ্চ। জাতকর্ম্মবিশেষো যঃ কৃতস্তং বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন। হেমান্তর্হিতয়া স্বর্ণাঙ্গুরীয়কযুক্তয়া অনামিকয়া অঙ্গুল্যা ইত্যর্থঃ। অনামা স্বর্ণমাধত্তে ন কনিষ্ঠা ন মধ্যমা। নিজনামপ্রসিদ্ধানাং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনং। ইতি প্রসিদ্ধশ্লিষ্টকবিতাদর্শনাৎ। লেহয়ামাসে কর্ম্মণি বাচ্যে প্রয়োগঃ। ডিম্ভঃ শিশুঃ। অভিস্পৃষ্টঃ শয্যান্তর্গতঃ। অত্র সম্পূর্ণা মন্ত্রা যথা,—দশকর্ম্মপদ্ধতৌ জাতকর্ম্মপ্রকরণে।

"ভূস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ স্বস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়ি দধামি। ১ ওঁ অগ্নিরায়ুষ্মান্ স বনস্পতিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ২। ওঁ দিবস্পতীত্যাদি ধামগ্নে যজমান। ৩। ওঁ ইদমন্নং প্রাণায়েতি। ৪। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুত স্ত্বঃ।

অনন্তর "যাঁহাদের নামের শেষে শর্ম্মা আছে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সেই জাতকর্ম্মে মেধাজনক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। যে কর্ম্মে "ভূস্ত্বয়ি" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সুবর্ণাঙ্গুরীয়শোভিত অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা বালককে ঘৃতকণ আস্বাদন করাইলেন। তাহার পর আয়ুষ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। যাহাতে "অগ্নিরায়ুষ্মান্" ইত্যাদি বেদমন্ত্র সকল বালকের দক্ষিণ কর্ণে জপ করা হইয়াছিল। তাহার পর "দিবস্পতি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বালককে স্পর্শ করিলেন। চারিদিকে এবং মধ্যে "প্রাণায়" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা ভূমিও অভিমন্ত্রিত হইয়াছিল। তৎপরে "অশ্মা ভব" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে শয্যার মধ্যে শয়ন করাইলেন।

সারল্যধিয়া। অনব্যয়ঃ শশব্দঃ যথা—মেদিনীকোষে। "শং বদন্তি বুধাঃ শ্রেয়ঃ শশ্চ শস্ত্রং নিগদ্যতে।" ইতি। পরন্তু, "যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবং। নচ্ছন্দোভঙ্গমপ্যাহুস্তদা দোষায় সূরয়ঃ।" ইতি গঙ্গাদাসকৃতচ্ছন্দোমঞ্জর্য্যুক্তনিয়মাৎ বিশ্বশতনুরিতি পাঠোঽপি স্থাতুমর্হতি। যথা—মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি। "রক্ষোগণা ভূতগণাশ্চ দ্রোণিমপূজয়ন্নপ্সরসঃ সুরাশ্চ। অত্র দ্রকারাৎ পূর্ব্বস্য গণাশ্চেতি চকারস্য লঘুত্বং (রাসঃ)।

হভিস্থন্টঃ * । ততঃ ৬ ইড়াসীত্যাদিনা তন্মাতাভিমন্ত্রিতা। ৭ পুনর্ম্মাতুঃ স্তনদ্বয়মিমং স্তনইতি ৮ যস্তে স্তন ইত্যাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং ক্রমেণ প্রক্ষালিতং। ততশ্চ তমুত্তানশায়িনং সূতিকাশয্যায়াং নিধায় তচ্ছিরঃপ্রদেশে আপো দেবেষ্বিত্যাদিনা উদপাত্রং নিহিতমিতি ॥ ২৫ ॥

তদেবং জাতকর্ম্মশর্ম্মণি নির্ব্বৃত্তে বালনাভিনালেচ প্রাপ্তচ্ছেদনকালে বৃত্তে পরমানন্দসন্দোহেনানবহিতপ্রায়া যা সৈব তদৈব তদবধাত্রী ধাত্রী স পুলককায়া চিত্রমিদমিতি দ্বিত্রিবারমিদং নিবেদিতবতী, রাজন্নিতরত্র নাভিসরসি নালমেব লক্ষ্যতে নতু নালীকং, অত্র পুনর্নালীকমেব নতু নালমিতি ॥ ২৬ ॥

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং। ৫। ওঁ ইড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরমর্জ্জনথাঃ সা ত্বং বীরবতী ভব যাস্মান্ বীরবতো হকরোৎ। ৬। ওঁ ইমং স্তনমূর্জ্জস্বন্তং রূপায়াঃ প্রপীণমগ্নে শরীরস্য মধ্যে। ৭। ওঁ যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো মায়া ভূ যো রত্নধারঃ সুবিদ্যঃ সুদতা। ৮।” ॥ ২৫ ॥

অথ সামান্যবালকস্যেব তস্যাপি জাতকর্ম্মণি সম্পন্নে নাড়ীচ্ছেদনায় প্রবৃত্তায়া ধাত্র্যা বিস্ময়জনকং বাক্যং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। নালীকং পদ্মখণ্ডং ॥ ২৬ ॥

তাহার পর “ইড়াসি” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া বালকের মাতাও সংস্কৃত হইলেন। “ইমং স্তনঃ” এবং “যস্তে স্তনঃ” এই দুইটী বেদমন্ত্র দ্বারা ক্রমশঃ জননীর স্তনদ্বয় প্রক্ষালিত হইয়াছিল। তাহার পর সেই শিশুকে উত্তানশায়ী ভাবে (চিৎ করিয়া) সূতিকাশয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক প্রদেশে "আপো দেবেষু” ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের নিকটে একটী জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিলেন ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার জাত-কর্ম্মরূপ মঙ্গলকার্য্যসম্পন্ন হইলে এবং বালকের নাভিনাল ছেদন করিবার কাল উপস্থিত হইলে পর, যে ধাত্রী হর্ষভরে অত্যন্ত অসাবধানা হইয়াছিল, সেই ধাত্রীও তৎকালেই সাবধানা হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে “ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য” এই কথা দুই তিন বার নিবেদন করিল, মহারাজ! অন্যান্য নাভিহ্রদে কেবল নাল অর্থাৎ পদ্মদণ্ডই লক্ষিত হইয়া থাকে পদ্মখণ্ড দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই নাভিহ্রদে পদ্মখণ্ডই দৃষ্ট হইতেছে, নাল দৃষ্ট হইতেছে না ॥ ২৬ ॥

* অভিমৃষ্ট ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

কিঞ্চ—

অঙ্ঘ্র্যোর্ব্যক্তদরারিবজ্রকমলাদ্যাশ্চর্য্যচিহ্নৈরলং
কম্রৈরুজ্জ্বলিতাং তথা করযুগে তৈঃ কৈশ্চিদন্যৈরপি ।
পশ্য শ্রীব্রজনাথ নীরদরুচের্ব্বালস্য * সামুদ্রকা-
হতীতশ্রীবিভবস্য দেহবলনামস্মাসু চিত্রপ্রদাং ॥ ২৭ ॥

তদাচ সর্ব্বস্মিন্নপি বিস্মিতচর্য্যাপর্য্যাকুলে বটবঃ সহাস-পাটবমূচুঃ । অয়ে সর্ব্বশর্ম্মদনির্ম্মলধর্ম্মণো ভবতঃ কথমশৌচং নাম সামর্থ্যং সমর্থয়তাং । যতো নাড়ীচ্ছেদ এব বৃত্তে তদা-মনন্তি স্ম ॥ ২৮ ॥

অপিচ ন কেবলং নাভৌ নালং ন লক্ষ্যতে কিন্তস্য হস্তাদৌ নানাবিধানি শুভচিহ্নানি লক্ষ্যন্তে এতানি ভবতাপি দৃশ্যন্তামিতি তদুক্তিং বর্ণয়তি অঙ্ঘ্র্যোরিতিপদ্যেন । ব্যক্তদরেতি । ব্যক্তানি দরারিবজ্রকমলাদ্যাশ্চর্য্যচিহ্নানি চেতি । তত্র দরঃ শঙ্খঃ । অরিঃ চক্রং । তৈঃ কম্রৈঃ রুচিরৈঃ । অন্যৈঃ প্রসাদদুন্দুভ্যাদিভিঃ । সামুদ্রকাতীতশ্রীবিভবস্য সামুদ্রকং নাম শুভাশুভ চিহ্নদ্যোতকং শাস্ত্রং তস্মাদতীতা শ্রীঃ শোভা সম্পত্তির্যস্য তস্য । দেহবলনাং দেহঘটনাং ॥ ২৭ ॥

ততস্তদুত্তরকৃত্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদা চেত্যাদিগদ্যেন । বিস্মিতচর্য্যাপর্য্যাকুলে—চর্য্যা স্বভাবঃ, বিস্মিতস্বভাবপরিব্যাপ্তে । তৎ অশৌচং ॥ ২৮ ॥

অপিচ । ধাত্রী কহিলেন, হে ব্রজনাথ ! তোমার এই নবঘনশ্যাম বালকের শুভচিহ্ন সকল দর্শন কর । এই বালকের শোভাসম্পত্তি শুভাশুভ চিহ্নসূচক সামুদ্রকশাস্ত্রকথিত চিহ্নকেও অতিক্রম করিয়াছে । এই শিশুর চরণযুগলে শঙ্খ, চক্র, বজ্র ও পদ্ম প্রভৃতি আশ্চর্য্য চিহ্নসকল অত্যন্ত রমণীয়ভাবে শোভা পাই-তেছে এবং দুই হস্তে শঙ্খ চক্রাদি এবং অন্যান্য শুভসূচক চিহ্নসকল বিরাজ করিতেছে । দেখুন এই বালকের দেহঘটনা এই সমস্ত শুভচিহ্নদ্বারা আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

তৎকালে সকলেই বিস্ময়কর স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আকুল হইলে, ব্রাহ্মণ-

* সামুদ্রকোল্লঙ্ঘিশ্রীবিভবস্য ইতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

তদেবমুল্লসন্নিখিলরোমসমুৎফুল্ল-মুখসোমঃ পরিবারিতবটু-স্তোমতয়া বহির্বিহিতহোমস্থানমাগম্য সম্যগর্পিতসর্ব্বানন্দঃ সঙ্গি-সমর্পিত-তত্তদ্বৃত্তশস্তম-কন্দঃ শ্রীমান্নন্দস্তান্ দানীয়বিপ্রানানীয় প্রদানারম্ভং সম্ভৃতবান্ ॥ ২৯ ॥

আরেভে সচ দাতুং, লেভে ন তুলান্তু সঙ্গিনাং তেষাং।
তাদৃশতৎপ্রসবশ্রীবার্ত্তা যৈরর্পিতা পরিতঃ ॥

তদেতৎ শ্রুতবতা ব্রজরাজেন পুত্রমঙ্গলার্থং যদ্যৎ কার্য্যং কৃতং তত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সোমশ্চন্দ্রঃ। সঙ্গিসমর্পিতেতি। সঙ্গিজনেন সমর্পিতং তত্তদ্ব্যবহারস্য শুভতমং কন্দং মূলং যস্য সঃ। সম্ভৃতবান্ সংপুষ্টবান্ ॥ ২৯ ॥

তৎপ্রদানারম্ভং বর্ণয়তি ষড়্ভিঃ পদ্যৈঃ। প্রায়ঃসুগমার্থানি। তুলাং মানং। তাদৃশতৎপ্রসবশ্রীবার্ত্তা—তাদৃশদানপরপ্রকারবার্ত্তা। শ্রীশব্দোঽত্র প্রকারবাচী।

বালকগণ হাস্যের পটুতা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বমঙ্গলদায়ক! আপনার ধর্ম্ম অত্যন্ত নির্ম্মল। অতএব কিরূপে অশৌচ আসিয়া আপনার কাছে সামর্থ্য দেখাইতে পারিবে? কারণ মুনিগণ বলিয়াছেন যে, নাড়ীচ্ছেদন হইলেই অশৌচ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১৮ ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজের অখিল রোমাবলী উল্লসিত হইল, তাঁহার মুখচন্দ্র প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণবালকদ্বারা পরিবৃত হইয়া বাহিরে বৈধ হোমস্থানে আগমনপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে সকলের মনে আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন, তাঁহার সহচরবর্গ আসিয়া যখন তত্তৎ আত্যন্তিক মাঙ্গলিক ব্যাপার নিবেদন করিল, তখন শ্রীমান্ নন্দ দানের উপযুক্তপাত্র ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে দানকার্য্য আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই ব্রজরাজ দান করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে সকল সঙ্গী চারিদিকে তাদৃশ দানপ্রকারের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সকল সঙ্গিদিগের পরিমাণ লাভ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নন্দ মহারাজের যে সকল সঙ্গি লোক চারিদিকে দানবার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা ঠিক করিতে পারেন নাই, তাৎপর্য্য এই যে, দানের কথা আর কি বলিব, দানবার্ত্তা-প্রচারক

তথাপি—

অযুতং প্রযুতং নিযুতং, ভবতি দশানাং সহস্রমারভ্য ।
নিযুতে বিংশতিলক্ষং, তাবদ্ধেনূরদান্নন্দঃ ।
বিংশতিলক্ষং দত্ত্বা, ধেনূঃ সৌবর্ণশৃঙ্গসঙ্গ্যঙ্গীঃ ।
হৃদয়মপূর্ণতয়াসীত্তস্যান্যস্মৈ প্রদানায় ।
দশভির্দশভির্দ্রোণৈঃ, কৃততিলসপ্তাচলীমদদাৎ ।
যদ্বৃতিমণিকনকানাং, তদধিকতরতারতা দ্বিজৈর্মেনে ॥
তেভ্যশ্চ দক্ষিণীয়েভ্যঃ প্রত্তা যা দক্ষিণামুনা ।
তয়াপ্যক্ষীণয়ান্যেষামক্ষীণ্যাশ্চর্য্যমাযযুঃ ।
বাড়ব্যানামসঙ্খ্যানাং নাসীৎ পরিচিতিস্তদা ।
ব্রহ্মবর্চ্চসমেবাস্মিন্ পরিচায়কতাং যযৌ ॥ ৩০ ॥

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদিতস্য (দশমে ৫।৩) ব্যাখ্যা অযুতমিত্যাদি । পূর্ণতয়েত্যত্র বিশেষণে তৃতীয়া । পলং কর্ষচতুষ্টয়ং তচ্চতুর্ভিঃ প্রকুঞ্চকং । প্রকুঞ্চকৈশ্চতুর্ভিস্তু মুষ্টিঃ স্যাৎ তচ্চতুষ্টয়ে । কুড়বং তৈশ্চতুর্ভিস্তু প্রস্থঃ স্যাদাঢ়কস্ততঃ । অষ্টভিরাঢ়কৈর্দ্রোণো দ্বিদ্রোণঃ সূর্প উচ্যতে । সার্দ্ধসূর্পো ভবেৎ খারী দ্বিখারী গোণ্যুদাহৃতা । তামেব ভারং জানীয়াদ্ বাহো ভারচতুষ্টয়মিতি । কৃততিলসপ্তাচলীং সপ্ত তিলপর্ব্বতান্ । তদধিকেতি । তিলসপ্তাচলেভ্যো বহুতরা মেনে বুবুধে । দক্ষিণীয়েভ্যঃ দক্ষিণার্হেভ্যঃ । অমুনা ব্রজরাজেন । অক্ষীণয়া তস্যা অক্ষয্যত্বাৎ । বাড়ব্যানাং ব্রাহ্মণবৃন্দানাং । দ্বিজাত্যগ্রজন্ম ভূদেব বাড়বাঃ । ইত্যমরঃ । ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রহ্মতেজঃ ॥ ৩০ ॥

লোকের সংখ্যা করাই কঠিন, তথাপি নন্দ দশ সহস্র হইতে আরম্ভ করিয়া, অযুত, প্রযুত, নিযুত এবং নিযুতদ্বয় বিংশতি লক্ষ ধেনু দান করিলেন। সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ-সমবেত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত বিংশতি লক্ষ ধেনু দান করিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় নাই। তিনি দশ দশ দ্রোণ * দ্বারা সাতটী তিলপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই সকল তিলপর্ব্বতের

* ৪ কর্ষে ১ পল, ৪ পলে বা তোলে—১ প্রকুঞ্চক, ৪ প্রকুঞ্চকে ১ মুষ্টি, ৪ মুষ্টিতে ১ কুড়ব, ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ৮ আঢ়কে ১ দ্রোণ, ২ দ্রোণে ১ সূর্প, ১॥০ সূর্পে ১ খারী, ২ খারীতে ১ গোণী বা ভার ; ৪ভারে ১ বাহ।

তত্র যে বিদিতবেদাভিপ্রায়া বিপ্রা নিজনিজবিদ্যাতিশায়কাঃ সূত-মাগধ-বন্দি-কৃশাশ্বি-গায়কাঃ স্বচ্ছন্দনানাশব্দবাদকা বাদকাশ্চ তে সর্ব্বেঽপি তস্মিন্ পর্ব্বণি সঙ্গিনঃ সন্তঃ সুমঙ্গলমেব শব্দায়মানাঃ * পৃথক্তায়ামপ্যপৃথঙ্নিস্বনা ইব বিশ্বং বিস্মায়য়ন্তি স্ম। যাবদেবং বৃত্তং বৃত্তং তাবদ্ব্রজস্থলমপি হৃষ্টমিব দৃষ্টং কিমুত ব্রজস্থাঃ। যতঃ সংসৃষ্টতয়া বিক্ষেপশূন্যমিব সংসিক্ততয়া স্নিগ্ধ-

তদানীং শ্রীনন্দোৎসবে যো মহামহোৎসবো জাতস্তং বর্ণয়িতুং প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি তত্র যে ইত্যাদিগদ্যেন। কৃশাশ্বীতি। কৃশাশ্বিনো নটবিশেষাঃ। শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারণাস্তু কুশীলবাঃ। ইত্যমরঃ। অপৃথঙ্নিস্বনা একবক্তৃবৎ প্রতীয়মানাঃ। বৃত্তং ভূতং।

আবরণসাধন রত্ন ও সুবর্ণরাশিকে সেই সকল তিলপর্ব্বত হইতেও অধিক ভার বিবেচনা করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ দক্ষিণাদির উপযুক্ত সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে যে দক্ষিণা দিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণা অক্ষয় হইলেও তদ্দর্শনে অন্যান্য ব্যক্তিগণের নেত্রসমূহ আশ্চর্য্যভাব ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে অসংখ্য অসংখ্য বৃদ্ধব্রাহ্মণগণের কোন পরিচয় হয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মতেজই পরিচয় প্রদান করিয়াছিল॥ ৩০॥

তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের তাৎপর্য্য জানিয়া নিজ নিজ বিদ্যার আতিশয্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ, তথা সূত, মাগধ, স্তবপাঠক, কৃশাশ্বী † গায়ক এবং স্বচ্ছন্দে নানাবিধ শব্দকারী (হরবোলা) বাদকগণ, এই সমস্ত লোকই সেই মহোৎসবে মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহারা যে সুমঙ্গল শব্দ করিল সেই শব্দ পৃথক্‌ভাবে বাদিত হইলেও বোধ হইল যেন সকলের শব্দ একত্র মিলিত হইয়াছে অর্থাৎ পৃথক্ শব্দও যেন একজনের শব্দ বলিয়া বোধ হইল। এইরূপ শব্দদ্বারা তাঁহারা বিশ্বকে বিস্ময়ান্বিত করিলেন। যখন এইরূপ ঘটনা হইল, তখন ব্রজবাসী

* শব্দায়মানা ইত্যনন্তরং "দেবানুকূল্যেন তৌ মূল্যেঽপি মিথঃ সমর্থিতদ্বয়রাগতালানী ভবন্তঃ" ইতি পাঠান্তরং গৌরপুস্তকে।

† নিজপত্নীদ্বারা নৃত্য গীতাদি করাইয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এরূপ শ্রেণীর নটকে "কৃশাশ্বী" কহে।

মিব, চলচিত্রধ্বজাদিতয়া নৃত্যদিব চাসীৎ। তত্র চ যদা গোবৃষবৎসানামপি স্বভাবত এব ভবতঃ সানুরাগস্নেহস্য তৈল-বিদ্রাবিত-হরিদ্রা-সমক্তি-ব্যাজাদ্বহিরপি ব্যক্তিরাসীৎ, হর্ষ-বৈচিত্রস্য চ বিচিত্রধাতু-বর্হ-স্রক্-কাঞ্চনমালা-ব্যাজাৎ, তদা কিমুত গোপানাং তে হ্যদ্যাপি যশসা বিদ্যমানা গোপৃথিব্যাঃ পাতার ইতীব তথোচ্যন্তে। যে খলু ব্যঞ্জিতরসভাবতয়া বিধৃতা-লঙ্কারতয়া চ স্ববর্ণনকাব্যগ্রন্থৈরভেদমার্যযুঃ। উল্লাসবিধৃতনানা-মণিময়বলিপাণিতয়া প্রেমণি স্বেষাং বীরতাঞ্চ ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। যদা চৈবং গোপাস্তদা পুনরতীব জীবনায়মান-গোকুলকুলেশ্বরী গুণগণ দিগ্ধস্নিগ্ধহৃদয়া গোপবরবর্ণিন্যঃ কিয়দ্বা বর্ণনীয়াঃ ॥ ৩১ ॥

সমক্তিব্যাজাৎ সম্যক্ ম্রক্ষণচ্ছলাৎ। অভেদং কাব্যগ্রন্থেষু তত্তদ্রসাদিবর্ণনাৎ। বলিপাণিতয়া উপহারদ্রব্যহস্ততয়া। বীরতাং প্রেমবিষয়ে শূরতাং। শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। ভর্তৃভক্তা চ যা নারী সা ভবেদ্বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

লোকদিগের কথা আর কি বলিব? সামান্যাকারে বা মায়িক জ্ঞানে অচেতন বলিয়া যে বিখ্যাত, সেই অচেতন ব্রজভূমিও হৃষ্টের ন্যায় হইয়া উঠিল। কারণ সকলের সমাগম হওয়াতে ব্রজভূমি যেন বিচ্ছেদশূন্য (ঘনসন্নিবিষ্ট) হইয়াছিল। সম্যক্-রূপে জলসিক্ত হওয়াতে যেন স্নিগ্ধ হইয়াছিল এবং চঞ্চল ও বিবিধ পতাকাদি থাকাতে যেন নৃত্য করিতেছিল। তথায় যখন গো, বৃষ এবং বৎসগণের মনে স্বভাবতই অনুরাগপূর্ণ স্নেহ বিদ্যমান থাকিলেও তৈলাক্ত হরিদ্রাম্রক্ষণচ্ছলে সেই স্নেহ যেন বাহিরেও প্রকাশ পাইল এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, স্রক্ এবং সুবর্ণ-মাল্যচ্ছলে, বিচিত্র হর্ষও যেন বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পশুগণও যখন এইরূপ হইল তখন গোপদিগের কথা আর কি বলিব? কারণ তাহারা অদ্যাপি যশস্বী হইয়া—"গোঃ অর্থাৎ পৃথিবীর অথবা গোরূপা পৃথিবীর যেন রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, যাঁহারা রস, ভাব ব্যঞ্জিত করিয়া ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া রস, ভাব এবং অলঙ্কারাদিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থের সহিত অভেদভাব লাভ

যাঃ খলু পূর্ব্বং তদপত্যসম্পত্ত্যভাবান্নির্ব্বেদবেদনয়া ত্যক্তপ্রায়পরিষ্কারাঃ সম্প্রতি তু কিঞ্চিচ্ছ্রবণপ্রবণতদপত্যশ্রবণমাত্রেণ বিধৃত-বিবিধ-সুখবিকারাস্তৎপর্ব্বরঞ্জনার্থং বিলম্বনীয়ামপি পরিপরিষ্কৃতিমুরীকৃত্য নৃত্যন্ত্য ইব তৎপুরীং প্রতি চলিতাঃ। যাশ্চ ব্যঞ্জিজিষত মঙ্গলসঙ্গতয়া স্নেহময়কামনাপরিণামতয়া চ স্বয়মেব মহামণিময়োপায়নপাণয়ো বভূবুঃ। যাসামানন্দাদন্যদেব শোভাবৈভবমাবির্ভবতি স্ম ॥ ৩২ ॥

অধুনা তাসাং গোপমহিলানাং তত্রাগতিং বর্ণয়তি যা ইত্যাদিগদ্যেন। ত্যক্তপ্রায়পরিষ্কারাঃ ত্যক্তপ্রায়া ভূষণাদয়ো যাভিস্তাঃ। কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ কর্ণবিস্তারণেন যত্তদপত্য শ্রবণং তন্মাত্রেণ বিলম্বনীয়াং বিলম্ব্যতে অনয়া তাং। ব্যঞ্জিজিষত মঙ্গলসঙ্গতয়া বিশেষেণ গমনেচ্ছাৰ্মিলিতমঙ্গলসঙ্গতয়া ॥ ৩২ ॥

করিয়াছিলেন এবং উল্লাসের সহিত নিজ নিজ হস্তে নানাবিধ মণিময় উপকরণ ধারণ করিয়া প্রেমবিষয়ে নিজ নিজ বীরত্বও প্রকটিত করিয়াছিলেন। যখন গোপগণের এইরূপ মহিমা, তখন সর্ব্বজীবন নন্দনন্দনের জননী বলিয়া গোকুলকুলের সমাক্‌জীবনস্বরূপিণী গোকুলেশ্বরী যে কিরূপ এবং গুণরাশি দ্বারা যাহাদের স্নেহপূর্ণ হৃদয় লিপ্ত হইয়াছে, সেই সকল প্রধান গোপাঙ্গনাও শ্রীকৃষ্ণের জন্মজনিত আনন্দবশতঃ যে কিরূপ হইয়াছিলেন তাহাই বা কিরূপে বর্ণনা করা যাইবে? ॥ ৩১ ॥

যে গোপীগণ পূর্ব্বে শ্রীযশোদার অপত্য-সম্পত্তির অভাববশতঃ অনাস্থা অনুভব করত প্রায় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাদিগের কর্ণ এতদিন একাগ্র হইয়াছিল, সম্প্রতি তদীয় অপত্য জন্মবার্ত্তা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র বহুবিধ সুখবিকার (আনন্দজনিত দৈহিকভাব) ধারণ করিলেন এবং সেই পুত্রোৎসব ব্যঞ্জিত করিবার নিমিত্ত বিলম্বে ধারণযোগ্য হইলেও সেই অলঙ্কার স্বীকার করিয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই নন্দপুরীর উদ্দেশে গমন করিলেন। মঙ্গলের সহিত মঙ্গল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং স্নেহকামনা করাই যাঁহাদিগের পরিণাম তাঁহারা নিজেই মহামণিময় উপঢৌকন হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের আনন্দবশতঃ যেন অন্য কোন এক শোভাবৈভব আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

তথাহি।

জিতকুঙ্কুমমুরু রুরুচে, মুখশশিনাং রোচিরেতাসাং।

সমুদিতমুদিতং পর্ব্বণি, সুতজনুষঃ শ্রীযশোদায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চ গায়ন্তি—

অজনি যশোদা নিশি সুতসারং। ইতি মহিলালিরিতা তদগারং ॥ ধ্রু ॥

সম্ভ্রমবিরচিতবহুবিধবেশং, পথি মাল্যচ্যবপূরিতদেশং।

চলমণিকুণ্ডলবলিতকপোলং,অপরিকলিতগলদংশনিচোলং ॥

উচ্ছলিতচ্ছবি-চপলাহারং, চিত্রবসনবসরসনারাবং।

* অপরস্পরগতিবিজিতান্যোন্যং,সগণা ব্যহসীদিহ চান্যোন্যং॥

ইতি ॥ ৩৪ ॥

তাসাং শোভাবৈভবং বর্ণয়তি জিতেত্যাদিপদ্যেন। সমুদিতমুদিতং। সম্যক্ উদিতং মুদিতং হর্ষো যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

তত্রোৎসবে গীতং বর্ণয়তি অজনীত্যাদি। ইতা প্রাপ্তা। মাল্যচ্যবপূরিতদেশং মাল্যক্ষরণেন পূরিতো দেশো যত্র তদ্যথা স্যাৎ। অপরীতি। ন পরিকলিতো দৃষ্টো গলন অংশাৎ স্কন্ধাৎ নিচোল উত্তরীয়বস্ত্রং যত্র তদ্যথা স্যাৎ। চিত্রেতি। চিত্রং বসনং তত্র বসঃ স্থিতঃ রসনারাবঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাশব্দো যত্র তৎ। সগণেতি পরিকরসহিতা হসিতবতী ॥ ৩৪ ॥

দেখ এই সকল গোপীমণ্ডলীর মুখশশির পভা কুঙ্কুমকে জয় করিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীমতী যশোদার পুত্র-জন্মের উৎসবে সমগ্ররূপে হর্ষ উদিত হইল ॥ ৩৩ ॥

সেই স্থানে সকলে গান করিতে লাগিলেন যথা—রাত্রিকালে যশোদার একটী উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিয়াছে এই কারণে মহিলাগণ তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ধ্রু ॥

যাইবার সময় তাঁহারা সম্ভ্রমে (ত্বরায়) বহুবিধ বেশভূষা করিয়াছিলেন। গমনবেগে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের মালাচ্যুতিদ্বারা পথপ্রদেশ সকল পরিপূর্ণ হইয়া-

* অপরেত্যারভ্য চরণদ্বয়ং গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তকেষু নাস্তি।

কিঞ্চ—

ব্রজঃ প্রকটতাং যাতস্তত্র কৃষ্ণশ্চ সঙ্গতঃ।
ইত্যবাদ্যন্ত বাদ্যানি বাদ্যাধিষ্ঠাতৃদৈবতৈঃ।
তস্মাদানন্দসন্দোহাদুপনন্দপুরঃসরাঃ।
গম্ভীরাস্তেঽপি চাভীরা বিজহ্রুর্ননৃতুর্জগুঃ॥ ৩৫॥
তদা তত্রাগতা যোষাস্তং সদাশীর্ভিরর্ভকং।
* বর্ণয়িত্বাভিষিঞ্চন্ত্যঃ স্বজনানিদমুজ্জগুঃ॥ ৩৬॥

তত্রাস্যদাশ্চর্য্যং বর্ণয়তি ব্রজ ইত্যাদি পদ্যদ্বয়েন॥ ৩৫॥
ততো মহিলানামাগতানাং প্রমোদকৃত্যং বর্ণয়তি তদেত্যাদিপদ্যেন॥ ৩৬।

ছিল। চঞ্চল মণিকুণ্ডলে গণ্ডস্থল শোভা পাইতে লাগিল। স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র যে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও জানিতে পারেন নাই। দেহপ্রভা এইরূপ উচ্ছলিত হইয়াছিল যে তাহাতে সকলে বোধ করিয়াছিলেন যেন বৈদ্যুতিক হার শোভা পাইতেছে বিচিত্র বসনে সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সকল শব্দিত হইয়াছিল। পরস্পরের গমনে পরস্পর জিত হইতে পারেন নাই, কেবল এই স্থানে পরিজনবর্গের সহিত মহিলাগণ পরস্পরে হাস্য করিয়াছিলেন॥ ৩৪॥

অপিচ। ব্রজভূমি প্রকটিত হইল এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণও মিলিত হইলেন। এইরূপ শব্দ করিয়া বাদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইতে লাগিলেন। তাদৃশ আনন্দরাশি উৎপন্ন হওয়াতে উপনন্দ প্রভৃতি সেই সকল গোপগণ গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও চঞ্চলের মত বিহার, নৃত্য ও গান করিতেছিলেন॥ ৩৫॥

তৎকালে রমণীগণ তথায় আসিয়া সেই বালককে উপযুক্ত আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দন করিলেন এবং স্বজনসকলকে দুগ্ধাদিদ্বারা অভিষেচন করত এই বলিয়া গান করিতে লাগিলেন—॥ ৩৬॥

---

* নির্বর্ণ্য বর্ণয়িত্বাচ পরস্পরমিদং জগুঃ। ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

পাহি চিরং ব্রজরাজকুমার ! অস্মানত্র শিশো সুকুমার ॥ ধ্রু॥
দ্রুততরবৃদ্ধিসমৃদ্ধিগতেন, শং ভবতাদ্ভবতাভিমতেন ।
স্পৃহয়ামস্তে হসিতমুখায়, অঙ্গণ-সঙ্গত-রিঙ্গ-সুখায় ॥
গোবালাবলিলূমালম্বি, চলনং তব বলতামবিলম্বি ।
সহ গোশাবক-গম-রমণেন, সুখয়সি হন্ত কদা কমনেন ॥
গোগণচারণবিহরণমস্য, স তু পশ্যেদ্বরভাগ্যং যস্য ।
দুষ্ট-কদন-দদ-সুষ্ঠু বলায়, ভবশিষ্টালিবিশিষ্টফলায় ॥ ৩৭ ॥

তাসাং প্রেমবিকারজাতং গীতং বর্ণয়তি পাহীত্যাদিপদ্যেন । শং ভবতাৎ শুভং ভূয়াৎ ভবতা হেতুনা অস্মাকং সুখং ভবতাৎ । অঙ্গণেতি । রিঙ্গং রিঙ্গণং করপাদদ্বয়েন চলনং । গোবালাবলিলূমালম্বি—গোবৎসশ্রেণীনাং যৎ লূম পুচ্ছং তদাশ্রয়ি । বলতাং শোভতাং । সহেতি তাদৃশগমনরূপক্রীড়য়া । সুখয়সীত্যত্র কদাকর্হিভ্যাং বা, ইতি কদাযোগে ভবিষ্যতি কী । দুষ্টেভ্যঃ কদনং মর্দ্দনং দদতে তাদৃশং সুষ্ঠু বলং যস্য তস্মৈ ॥ ৩৭ ॥

তাহার অর্থ যথা—হে ব্রজরাজকুমার ! হে সুকুমার শিশো ! এই বৃন্দাবনে তুমি আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা কর ॥ ধ্রু ॥

অতিশীঘ্র তোমার দেহবৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং তুমি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও । তুমি আমাদের অভিমত বস্তু, এখন তোমার দ্বারা আমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে আমরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিয়া থাকি এবং অঙ্গণসমাগত হইয়া তোমার দুই হস্তপদ দ্বারা গমনসুখ (হামাগুড়ি) বাঞ্ছা করিতেছি । গোবৎস শ্রেণীর পুচ্ছাবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অবিলম্বে সর্ব্বদা গমন হউক । আহা ! কবে তুমি মনোহর গোশাবকদিগের সহিত কমনীয় গমনক্রীড়া করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবে । যাহার অতিশয় ভাগ্য আছে সেই ব্যক্তিই তোমার এই গোচারণরূপ বিহার দর্শন করিতে পাইবে । তোমার যে প্রশস্ত বল দুষ্টদিগকে মর্দ্দন করিতে পারে, শিষ্টগণের তাদৃশ বিশিষ্ট ফলপ্রদানে তুমি সমর্থ হও ॥ ৩৭ ॥

ইতি সঙ্গীতসঙ্গিন্যো রঙ্গিণ্যো মহসম্পদি।
পীতা-তৈলেন সিঞ্চন্ত্যঃ সিঞ্চন্ত্যঃ প্রযযুর্ব্বহিঃ ॥ ৩৮ ॥

তত্র চ—

দধিদুগ্ধাদিসেকেন মিথোঽমী শুভ্রতাং গতাঃ।
তরঙ্গা ইব দুগ্ধাব্ধেরনৃত্যন্ বরগোদুহঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ তাস্তদবধায় তদেব গায়ন্তি স্ম। যথা—

পশ্য সখীকুল গোকুলরাজং, পুত্রোৎসবমনু খেলাভাজং ॥ ধ্রু
উদধি-প্রভ-দধি-সংপ্লুতদেশং, পরিতো ঘূর্ণিতমন্দরবেশং।
মধ্যধটী-ফণিরাজে কৃষ্টং, হৃদ্যসুহৃদ্ভিরতীবচ হৃষ্টং ॥

তাসাং হর্ষজচেষ্টান্তরং বর্ণয়তি ইতীতিপদ্যেন। মহসম্পদি উৎসবসম্পত্তৌ। পীতাতৈলেন পীতা হরিদ্রা তদ্যুক্ততৈলেন ॥ ৩৮ ॥

তত্র গোপানাং প্রমোদকৃত্যং বর্ণয়তি দধীতিপদ্যেন। বরগোদুহঃ শ্রেষ্ঠগোপাঃ ॥ ৩৯ ॥

তা রঙ্গিণ্যঃ। পুনর্মহিলানাং গীতং বর্ণয়তি পশ্যেত্যাদি। উদধীতি। ক্ষীরোদ ইব প্রভা যেষাং তৈর্দধিভিঃ সংপ্লুতো দেশো যত্র তৎ। পরিতো ঘূর্ণিতো যো মন্দরপর্ব্বতঃ স ইব বেশো যত্র। মধ্যধটী এব ফণিরাজো বাসুকিস্তত্র কষ্টমাকৃষ্টং বদ্ধমিত্যর্থঃ।

এইরূপে রঙ্গিণী রমণীগণ সঙ্গীতসুখে মগ্ন থাকিয়া এবং উৎসবসম্পত্তিতে হরিদ্রাক্ত তৈলদ্বারা বার বার সেচন করিতে করিতে বাহিরে নির্গত হইলেন ॥৩৮॥

তথায় ঐ সমস্ত প্রধান প্রধান গোপগণ পরস্পর দধিদুগ্ধাদি সেচনে শুভ্রতা-প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর সেই সকল গোপীগণ গোপগণের আনন্দনৃত্য অবধান করিয়া তাহাই গান করিতে লাগিলেন. যথা—

হে সখীগণ! গোপরাজকে দর্শন কর; ইনি পুত্রোৎসব উপলক্ষ্যে (বৃদ্ধ হইয়াও বালকের মত) খেলা করিতেছেন ॥ ধ্রু ॥

ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় দধিরাশিদ্বারা দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে গোপরাজ মন্দরপর্ব্বততুল্য বেশবিশিষ্ট হইয়া ঘুরিতেছেন। নন্দমহারাজের মধ্যদেশ ধটীরূপ ফণিরাজে (বাসুকিতে) বদ্ধ এবং ইনি প্রিয়তম সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া

মধ্যে মধ্যে দুর্ল্লভদানং, দদতং দধতং বিস্ময়ভানং *।
একং পুনরলমভবদপূর্ব্বং, অজনি বিধুর্বত যদিতঃ পূর্ব্বং॥
ইতি॥ ৪০॥

এতদপি শ্লোকয়ামাসুঃ—
নেয়ং দুগ্ধবিকীর্ণিপালিরপিতু দ্রাঘারিধারাগতি-
র্নেয়ং স্যান্নবনীতপিণ্ডবিস্তৃতির্মুক্তাস্তু মুক্তাম্বুদাঃ।
নেয়ং দীর্ণহরিদ্রনীরবিকৃতিঃ কিন্তু প্রভা বিদ্যুতাং
পর্ব্বৈবেদমতীব হর্ষমহসা বর্ষাবপুর্নির্ম্মমে॥ ইতি॥ ৪১॥

বিস্ময়ভানং বিস্ময়প্রকাশং। বিধুঃ কৃষ্ণঃ অথচ চন্দ্রঃ॥ ৪০॥

উৎপ্রেক্ষালঙ্কারেণ? (সাঙ্গরূপকগর্ব্বাপহ্নুত্যলঙ্কারেণ) তং মহোৎসবং বর্ণয়তি নেয়মিতি পদ্যেন। দুগ্ধবিকীর্ণিপালিঃ দুগ্ধনিক্ষিপ্তশ্রেণী। মুক্তাম্বুদাঃ ত্যক্তমেঘাঃ। মুক্তা নির্গতাঃ। দীর্ণেতি। দীর্ণা বিক্ষিপ্তা হরিদ্রা যত্র তাদৃশস্য নীরস্য বিকৃতিঃ। অত্রাপহ্নুতিরলঙ্কার এব প্রধানং। প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ॥ ৪১॥

অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছেন। অপর ইনি মধ্যে মধ্যে দুর্ল্লভ বস্তু বার বার দান করত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। আহা! এস্থানে ইহাই একটী অতিশয় আশ্চর্য্য যে, ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনের পরে প্রসিদ্ধ চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিবার পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইলেন॥ ৪০॥

এইরূপে ইহাও তাঁহারা শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন, যথা—

ইহা দুগ্ধ নিক্ষেপের শ্রেণী অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত দুগ্ধধারা নহে, কিন্তু ইহা গলিত জলধারার গতি। ইহা নবনীতের পিণ্ডবিস্তার নহে, কিন্তু ইহা মেঘমুক্ত মুক্তাফল। ইহা হরিদ্রাচূর্ণযুক্ত নীরবিকৃতি নহে, কিন্তু ইহা বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভা। যাহা হউক এই পর্ব্বই অতিশয় হর্ষভরে যেন বর্ষারূপ দেহ নির্ম্মাণ করিল॥ ৪১॥

* ভানমিত্যত্র ভাগং ইতি পাঠান্তরং মাণ্ডপুস্তকস্য

বালস্য মাতামহমেত্য মাতুলা-
স্তদা গৃহীতাঃ করচোরকা ইব।
দধ্যাদিপঙ্কেষু মুহুর্ব্বিকর্ষণাৎ
পিতৃব্যবর্গেণ বিহস্য দণ্ডিতাঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীমান্নন্দশ্চ—
মহোদারচিত্তশ্চিতানেকবিত্তঃ
সমাহূয় সর্ব্বং গুণাজীবিখর্ব্বং।
বিনা তদ্বিচারং বপুঃশক্তিসারং
সমুৎক্ষিপ্য রত্নং দদে সাতিযত্নং ॥ ৪৩ ॥

তত্র সপরিহাসমহোৎসবং বর্ণয়তি বালস্যেত্যাদিপদ্যেন। বালস্য মাতামহমেত্যাশ্রিত্য বর্ত্তমানা মাতুলা ইত্যর্থঃ। করচোরকা রাজস্বহারকাঃ ॥ ৪২ ॥

তদা শ্রীব্রজরাজস্য মহাদাতৃতাং বর্ণয়তি মহোদারেত্যাদিপদ্যেন। খর্ব্বঃ সংখ্যাবিশেষঃ। খর্ব্বসংখ্যকান্ গুণাজীবিনঃ সমাহূয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যগণ আমাদিগকে দণ্ডিত করিবে এইরূপ শঙ্কা করিয়া, এবং পিতার নিকট নির্ভয়ে থাকিব এই উদ্দেশে কৃষ্ণের মাতুলগণ বালকের মাতামহের নিকট আগমন করিলেও রাজস্ব-অপহরণকারী তস্করদিগের ন্যায় যেন তাঁহাদিগকে নন্দভ্রাতৃগণ আক্রমণ করিলেন। তৎপরে বালকের পিতৃব্যগণ সহাস্যবদনে সেই সকল কৃষ্ণমাতুলদিগকে দধ্যাদির পঙ্কে বারম্বার আকর্ষণ করিয়া দণ্ড প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

মহোদারচিত্ত শ্রীমান্ নন্দরাজও প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক খর্ব্বসংখ্যক বা সহস্র-কোটি গুণাজীবী অর্থাৎ বিভিন্ন গুণই যাহাদের জীবিকা হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি-দিগকে আহ্বান করিয়া এবং পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া শরীরের সামর্থ্যানুসারে রত্নরাশি উত্তোলনপুরঃসর অতিশয় যত্নসহকারে দান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ—

গ্রহীতা যাচিতান্যত্র প্রদাতাঙ্গীক্রিয়াযুতঃ ।
শ্রীমন্নন্দেন দানে তু তত্র জাতো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অতএব—

বিনা যাচ্ঞাং দদানে তু সর্ব্বং ব্রজপতৌ তদা ।
কল্পদ্রু-চিন্তামণ্যাদ্যাস্তেঽপ্যাসন্ কৃপণা ইব ॥ ৪৫ ॥

তত্র চ—

অনেন প্রীয়তাং বিষ্ণুস্তেন স্তান্মৎসুতে শিবং ।
এবং প্রসঙ্গমুদ্ভূতা দানে নন্দস্য ভাবনা ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্ দানেতু কৌতুকং বর্ণয়তি গ্রহীতেতি ॥ ৪৪ ॥

তত্র ব্রজরাজস্য মহোদারতাং বর্ণয়তি বিনেতিপদ্যেন ॥ ৪৫ ॥

তত্র চ দানে শ্রীব্রজরাজস্য সঙ্কল্পং বর্ণয়তি অনেনেতিপদ্যেন । স্তাদিতি অস্ধাতোরাশিষি তুঙ্ তস্য স্থানে তাৎ, তুহ্যোস্তাতঙ্ বাশিষি ইতি সূত্রাৎ ॥ ৪৬ ॥

অপিচ, অন্য দানে দেয় বস্তুর গ্রহণকর্ত্তা অর্থাৎ যাচক প্রথমে প্রার্থনা করিলে দাতা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া দান করিয়া থাকেন, কিন্তু নন্দরাজের দানবিষয়ে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতার দান ও গ্রহণবিষয়ে বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল. অর্থাৎ দাতা নন্দ বিনা প্রার্থনায় দান করিলেন, কিন্তু দেয় বস্তুর গ্রহণকর্ত্তা কেবল অঙ্গীকার অর্থাৎ স্বস্তি ক্রিয়াযুক্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তৎকালে ব্রজরাজ প্রার্থনাব্যতীত সকলবিষয় দান করিলে. কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণিপ্রভৃতি যে সকল ভূরিদ বস্তু আছে, তাহারাও যেন কৃপণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

সেই কার্য্যে ব্রজরাজের সহসা এইরূপ ভাবনা হইয়াছিল যে, এই দানকার্য্যে ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন এবং তাহাদ্বারা আমার পুত্রের মঙ্গল হউক * ॥৪৬॥

* বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দান অর্থাৎ নিষ্কামভাবের দান।

অথ সর্ব্বা জনতা জনিতস্নানকামা সমমমুনা যমুনায়াময়ামাস *॥ ৪৭ ॥

তত্র চানন্দেন শ্রীনন্দেন সহ গলদ্ব্রীড়াং জলক্রীড়াং সন্তত্য নির্ম্মলপরিমল-পরিমিলন-পূর্ব্বকং স্নানমাতত্য দিব্যবস্ত্রসংবস্ত্রণং বিতত্য চন্দ্রচন্দনসমালম্ভং প্রতত্য তত্রোটজমধ্যমধ্যাসীনাং সিদ্ধ-প্রতন-প্রযতনতয়া পূর্ণমানসাং পৌর্ণমাসীমনু নমনমবতত্য বন্দি-জনজনিত-বিশ্রাব-পূরিত-শ্রবসা শ্রবসা বলিতা সা পুনস্তদেব সদনমাসসাদ ॥ ৪৮ ॥

তদেবং মহোৎসবং সমাপ্য সা জনতা যথা স্নানং বিদধৌ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। অমুনা ব্রজরাজেন সহ। অয়ামাস জগাম ॥ ৪৭ ॥

তত্র জলক্রীড়াদিকং বিধায় সা জনতা যথা ব্রজরাজভবনং প্রাবিশত্তদ্বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদি-গদ্যেন। গলদ্ব্রীড়াং লজ্জারহিতাং। নির্ম্মলেতি। অতিসুগন্ধদ্রব্যপরিমিশ্রণপূর্ব্বকং দিব্যবস্ত্রাণাং সংবস্ত্রণং পরিধানং। চন্দ্রচন্দনেতি। কর্পূরচন্দনাভ্যাং বিলেপনং। উটজমধ্যং যমুনানিকটে। সিদ্ধেতি। সিদ্ধং যৎ প্রতনং পুরাতনং। অবতত্য বিতত্য। বন্দীতি। বন্দিজনজনিতেন বিশ্রাবেণ প্রবিখ্যাত্যা পূরিতং শ্রবঃ কর্ণো যেন তেন শ্রবসা যশসা। বিশ্রাবস্তু প্রতিখ্যাতিরিত্যমরঃ। বলিতা যুক্তা। সা জনতা ॥ ৪৮ ॥

নন্দোৎসবের অবসান হইলে সমস্ত লোক স্নানকামনা করিয়া ব্রজরাজের সহিত যমুনায় গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

তথায় আনন্দের সহিত শ্রীমান্ নন্দের সঙ্গে সেই সকল জন নির্লজ্জভাবে জলকেলি করিলেন। পরে নির্ম্মল পরিমল মিশ্রণপূর্ব্বক অর্থাৎ সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নানকার্য্য সম্পাদনানন্তর দিব্যবস্ত্র পরিধান এবং কর্পূর চন্দনের বিলেপন ধারণ করিলেন। তথায় পর্ণশালার মধ্যে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত চেষ্টা সফল হওয়াতে পৌর্ণমাসী পূর্ণহৃদয়ে আসীনা ছিলেন, সেই যশস্বী জনসকল তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বন্দিগণের সুখ্যাতিপূর্ণ যশোগান শ্রবণে কর্ণযুগল পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই রাজভবনেই আগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

---

* যমুনাময়ামাসেতি কেবলবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

ততঃ শ্রীমান্ ব্রজস্য রাজা রুচিদানানি রচয়ন্ বন্ধুবৃন্দসিন্ধুং পূরয়ামাস ॥ ৪৯ ॥

অথ তস্মিন্নানন্দপীথি প্রতিদীথি রোহিণ্যা শ্রদ্ধাযন্ত্রিততয়া নিমন্ত্রিতাঃ কৃতঘৃতপক্বজেমনাঃ সর্ব্ব এব পর্ব্বলক্ষ্ম্যা পূরিতাশ্চন্দ্রা ইব স্বস্বমন্দিরমবিন্দন্ত ॥ ৫০ ॥

বিদিত্বা চ তদানন্দং প্রতিকৃতপ্রতিজাগরাং জাগরামেব নৃত্যগীতাদিধন্যায়াং রজন্যামভজন্ত ॥ ৫১ ॥

শ্রীরোহিণ্যা হরিজনিসুখং শক্যতে কেন বক্তুং
যস্মাদ্বেষং বিবিধমদধাদ্ভর্তৃতঃ প্রোষিতাপি ।

তদেবং মহোৎসবে সম্পন্নে ব্রজরাজো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। রুচিদানানি রুচিকরদানানি ॥ ৪৯ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং স্বস্বগৃহে আগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। আনন্দপীথি আনন্দেন পীথি পুষ্টে প্রতিদীথি প্রশস্তদানে। প্রতি+দা+ভাবে ক্বনিপ্, সপ্তম্যেকবচনং। প্রতিশব্দঃ প্রশস্তিপরঃ। কৃতেতি। ঘৃতপক্বং জেমনমাহারো যেষাং তে। চন্দ্রাঃ কলাভিরিব ॥ ৫০ ॥

দিন ইব রাত্রৌ উৎসবোঽভূদিতি বর্ণয়তি বিদিত্বেতিগদ্যেন। কৃতপ্রতিজাগরাং জাগরণং প্রতি কৃতাবেক্ষণাং। অবেক্ষা প্রতিজাগর ইত্যমরঃ ॥ ৫১ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণজন্মনা শ্রীরোহিণ্যা প্রোষিতভর্তৃকাধর্ম্মো বিস্মৃত ইতি বর্ণয়তি শ্রীরোহিণ্যেতি-পদ্যেন। বেষং প্রোষিতভর্তৃকায়া হাস্যবেষাদিনিষেধাদপি।

তদনন্তর ব্রজের রাজা অর্থাৎ চন্দ্রবৎ আহ্লাদজনক নন্দরাজ রুচিজনক দানকার্য্য সম্পাদন করিয়া বন্ধুসমূহরূপ সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর সেই সকল প্রশস্ত দানকার্য্য মহানন্দে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হইল। রামজননী রোহিণী সমাদরপূর্ব্বক যে সকল লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঘৃতপক্ব নানা সামগ্রী আহার করিয়া উৎসবসম্পত্তিদ্বারা, পক্ষান্তরে পূর্ণিমার ঐশ্বর্য্যে চন্দ্রসমূহের ন্যায় নিজ নিজ গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তৎকালে সকলেই আনন্দলাভ এবং প্রতাবেক্ষণ করিয়া নৃত্যগীতাদিপূর্ণ রজনীতে কেবল জাগরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে শ্রীরোহিণীর যে কি প্রকার সুখ উৎপন্ন হইয়াছিল

চিত্রং চিত্রং সুকৃতবরিমা দৃশ্যতাং, বিশ্ববন্দ্যঃ-
শ্রীমান্নন্দোঽপ্যমনুত নিজং ভাগ্যমায়াতিমস্যাঃ ॥ ৫২ ॥

অথ সোঽয়ং রত্নাকরোঽপি ব্রজস্তং হরেরাবির্ভাবমারভ্যাহরহর্বিরহ-রহিত-তদ্বিহরণাদ্বর্দ্ধিষ্ণুসমৃদ্ধিঃ কামপি চমৎকারিতাং বিতেনে। * গোপসমবায়াৎ ক্রমাদাবির্ভূতানাং প্রভূতানাং পরমাণাং রমাণাং রমণধামতয়া তু কিমুত ॥ ৫৩ ॥

আয়াতিমাগমনং ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবেণ ব্রজস্য সকলসমৃদ্ধিমত্ত্বং বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন। প্রভূতানাং প্রচুরাণাং ॥৫৩॥

তাহা কে বলিতে সমর্থ হইবে? যেহেতু তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা † হইয়াও ঐ মহোৎসবে বহুবিধ বেষ রচনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সকলেই ইহাঁর পুণ্যমহিমা দর্শন করুন, বিশ্বপূজ্য শ্রীমান্ নন্দমহারাজও নিজগৃহে রোহিণীর যে আগমনকে আপনার ভাগ্য বলিয়া মানিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সমস্তরত্নের আকর অর্থাৎ সমুদ্রতুল্য সেই ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিনকে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন অবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বিহারবশতঃ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ এবং কোন এক অপূর্ব্ব চমৎকার ভাব বিস্তার করিল। ক্রমান্বয়ে যে সকল বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট রমণী গোপগণের ঔরসে আবির্ভূত হইলেন, অধিক কি বলিব ঐ ব্রজভূমি সেই সকল রমণীরূপিণী লক্ষ্মীগণের আস্পদস্বরূপ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

* গোপসমবায়াৎ ইতি, প্রভূতানামিত্যত্র প্রশব্দশ্চ বৃন্দাবনপুস্তকে নাস্তি।

† যাহার পতি দূরদেশে অবস্থিত সেই নারীকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। তাহার পক্ষে বেশভূষা ধারণ হাস্য ও যাত্রাদিতে যোগদান সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে রোহিণী দেবী সেই চিরপ্রথাও ভুলিয়া গেলেন।

অথ মধুকণ্ঠেন চিন্তয়াঞ্চক্রে । আং শ্রীমদ্ভাগবতসম্বাদশ্চাত্র সম্ভবতি—

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥" ইতি ॥ ৫৪ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠস্তু বিভাব্য পুনরাহ স্ম । অহো মহোৎসাহস্বভাবতাদিভির্বিরাজমানতা শ্রীমদ্ব্রজরাজস্য । যতঃ—

তাবন্মানং বিতরণমহো সম্পদস্তাঃ কিয়ত্য-
স্তাবৎসঙ্খ্যং মহসি রচনং ভৃত্যবর্গাঃ কিয়ন্তঃ ।
তাবৎপ্রান্তং জনসমবনং কত্যমূস্বাবধানা-
ন্যেবং সর্ব্বং ব্রজনরপতেঃ কো নু শক্তো বিবেক্তুং ॥
ইতি ॥ ৫৫ ॥

ব্রজস্য তথাভাবে শ্রীভাগবতীয়পদ্যং প্রমাণত্বেন মধুকণ্ঠো যথা চিন্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৫৪ ॥

অধুনা শ্রীব্রজরাজস্য রাজ্যসুখপরাকাষ্ঠাং স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যেন বর্ণয়তি অহো ইত্যাদিপদ্যেন । তাবন্মানং অপরিমিতং দানং । তাবৎপ্রান্তং নিঃসীমং । জনসমবনং জনসংরক্ষণং ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন, হাঁ স্মরণ হইল ।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বাদ অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১১ শ্লোক সম্ভবপর হইতেছে । যথা—

হে রাজন্ ! ঐ সময় হইতে গোপরাজ নন্দের ব্রজপুরী সমস্তসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল.অধিকন্তু ঐ পুরী ভগবান্ হরির নিবাসস্থান হওয়াতে নিজগুণে মহালক্ষ্মী রমাদেবীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল ॥ ৫৪ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠও চিন্তাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন. আহা ! শ্রীমান্ ব্রজরাজ কেমন স্বাভাবিক মহোৎসাহ প্রভৃতি গুণসমূহদ্বারা বিরাজমান আছেন ? কারণ অসংখ্য দান, সেই সকল অসংখ্য সম্পত্তি, উৎসবকার্য্যে অসংখ্য রচনা, সীমাতীত ভৃত্যবর্গ,

সমাপয়ংশ্চোবাচ—

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোষ্ঠক্ষিতীশ ! যঃ।
লক্ষ্মীলক্ষান্বিতং কুর্ব্বন্ গোষ্ঠং নিন্যে বিলক্ষতাং ॥ ৫৬ ॥

তদেতদ্বৃত্তে চ বৃত্তে পূর্ব্বদিনবদখিলা এব নিজনিজালয়-মাসাদিতবন্তঃ শ্রীগোকুলযুবরাজশ্চ গবাং কুলমিতি ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু শ্রীমন্নন্দনন্দনপর্ব্ব নাম চতুর্থং পূরণং ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

তাদৃশং ব্রজৈশ্বৈশ্বর্য্যং শ্রীকৃষ্ণজন্মনৈবেতি বর্ণয়তি ঈদৃশ ইত্যাদিপদ্যেন। লক্ষ্মীলক্ষান্বিত লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পত্তির্বা। লক্ষমত্রাপরিমিতবাচি ॥ ৫৬ ॥

এতৎ পূরণং সমাপয়তি তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। বৃত্তে ভূতে। গবাং কুলং গোষ্ঠং ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূসংক্ষিপ্তটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং চতুর্থং পূরণং ॥ * ॥

সেই পরিমাণ জনসকলের পালন এবং ইহাঁর অসংখ্য অবধান অর্থাৎ মনঃসংযোগ, ব্রজরাজের এই সকল বিষয় কোন্ ব্যক্তি বলিতে সক্ষম হইবে ? অর্থাৎ তিনি একাকী ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ॥ ৫৫ ॥

পরে কথা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন, হে গোষ্ঠাধিরাজ ! আপনার এরূপ পুত্র জন্মিয়াছেন যে,যিনি গোষ্ঠকে অসঙ্খ্য শোভা অর্থাৎ সম্পত্তিলক্ষণে সমবেত করিয়া সমস্ত গোষ্ঠবাসি জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলেপর পূর্ব্বদিনের মত সকল লোকই নিজ নিজ আলয়ে গমন এবং শ্রীগোকুলযুবরাজ গোষ্ঠে আগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে শ্রীমন্নন্দনন্দন-পর্ব্বনামক চতুর্থ পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চমং পূরণং ।

পূতনাবধঃ ।

অথোত্তরেদ্যুস্তথা দ্যোতমানায়াং সভায়াং কণ্ঠধ্বনিকৃতসর্ব্বোৎ-কণ্ঠঃ শুভংযুর্মধুকণ্ঠঃ সমাচষ্ট । অয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ ! শ্রূয়তাং ॥১॥

অথ তস্মিন্নেবাপদোষে প্রদোষে সমস্তদেবরূপ-শ্রীবসুদেব-সন্দেশতঃ সন্দেশহরঃ কোঽপি গোপিতাত্মা শ্রীব্রজরাজচর-

পঞ্চমে পূরণে বক্যাঃ স্তনপানচ্ছলাদসূন্ ।
পীত্বা তাং হতবান্ কৃষ্ণ ইত্যুক্তং বাল্যলীলয়া ॥ ০ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্যানির্ব্বচনীয়াং বাল্যলীলাং বর্ণয়িতুং প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন । শুভংযুঃ শুভবিশিষ্টঃ ॥ ১ ॥

তত্র তদ্দিনে বক্তুর্মধুকণ্ঠস্য বাক্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন । সন্দেশতঃ - সন্দেশঃ সমীপং । সন্দেশহরো দূতঃ ।

পঞ্চম পূরণে বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্তনপানচ্ছলে বকীর (পূতনার) 'প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,' এই পঞ্চবিধ প্রাণবায়ুকেই পান অর্থাৎ আকর্ষণ বা হরণ করিয়া তাহাকে যে বধ করেন, সেই লীলা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

অনন্তর পরদিবসে তাদৃশ শোভাশালিনী সভাতে নিজকণ্ঠধ্বনি দ্বারা সকলের উৎকণ্ঠা দূর করিয়া মঙ্গলনিলয় মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ ! শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

তাহার পর সেই নির্দোষ প্রদোষকালে সর্বদেবরূপী শ্রীবসুদেবের নিকট হইতে কোন এক বার্ত্তাবাহক আত্মগোপন করিয়া ব্রজরাজের পাদপদ্মের পীঠ-প্রাপ্ত স্থানে আগমন করিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ বসুদেবের পুরাতন ভৃত্যের

রাজীবপীঠপর্য্যন্তধাম সমাজগাম। সচ শ্রীমতা তেন তদীয়-প্রত্ন-সেবকরত্নতয়া পরিচিতিযুক্তঃ পর্য্যনুযুক্তকুশলততির্নমঃ সমাচরন্নুবাচ ॥ ২ ॥

রক্ষাংসি সর্ব্বং ভক্ষয়িতুং জীবতি ভৃশং নৃশংসে কংসে কিমিব নিরঙ্কুশং কুশলং ? তচ্চ মম বেশেনৈব বিতর্ক্যতাং, যদস্মাকং তরণ্যা তরণং তরণৌ চ সতি কুত্রাপি প্রস্থানং ন সম্ভবতীতি বাহুভ্যামেব সন্তরণাত্তীর্ণতরণিজঃ সার্দ্রবস্ত্রঃ প্রদোষে সমাগতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

ব্রজরাজস্তু রূক্ষং হসন্নাহ। বিশেষশ্চেৎ কথ্যতাং ॥

ধাম স্থানং। শ্রীমতা ব্রজরাজেন। তদীয়প্রত্নেতি। বসুদেবীয়পুরাতনসেবকশ্রেষ্ঠতয়া। পর্য্যনুযুক্তকুশলততিঃ—পর্য্যনুযুক্তত্বং জিজ্ঞাসিতত্বং। প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চেত্যমরঃ ॥ ২ ॥

তত্র দূতবাক্যং বর্ণয়তি রক্ষাংসীত্যাদিগদ্যেন। রক্ষাংসীতি প্রযোজ্যকর্ম্মপদং। বেশেনৈব ছিন্নমলিনবস্ত্রাদিনা। তরণৌ সূর্য্যে। তীর্ণতরণিজঃ—তীর্ণা উত্তীর্ণা তরণিজা যমুনা যেন সঃ ॥ ৩ ॥

অথ ব্রজরাজদূতয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি ব্রজরাজস্থিত্যাদিনা।

মধ্যে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া এবং তাহার সহিত পরিচয় থাকাতে কুশলপ্রশ্ন-সকল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দূত নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিল—॥ ২ ॥

রাক্ষসগণ দ্বারা সকলকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত নৃশংস কংস যখন জীবিত, তখন কিরূপে আর নির্ব্বাধ মঙ্গল ঘটিতে পারে ? তাহা আপনি আমার ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়াই অনুমান করুন। কারণ আমাদিগের নৌকা-যোগে উত্তীর্ণ হওয়া এবং সূর্য্যসত্ত্বে (দিবাভাগে) কুত্রাপি প্রস্থান করিবার সম্ভাবনা নাই, এই কারণে নিজে দুই বাহুর সাহায্যে সন্তরণ করিয়া এই সূর্য্যতনয়া যমুনানদী উত্তীর্ণ হইয়াছি, আমার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র রহিয়াছে এবং আমি এই সন্ধ্যাকালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৩ ॥

ব্রজরাজ রূক্ষভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে বল ?

দূত উবাচ। কিমধিকয়া বৈবধিকতয়া সাম্প্রতমস্মাকমজীবনিরেব জীবাতুবল্লী। যয়া নিজাধীশং তাদৃশতদধীনং ন পশ্যামঃ।

ব্রজরাজ উবাচ। সম্প্রতি তং প্রতি কিমপি বিশেষবৃত্তং বৃত্তমস্তি ?

দূত উবাচ। অথ কিং। যতএব তদীয়চরণহিতঃ প্রহিতস্তেনাহময়মস্মি ?

ব্রজরাজ উবাচ। কিং তৎ ?

দূত উবাচ। আনন্তর্য্যেণ পর্য্যবসিতায়া নিশায়া নিশীথে শ্রীমদীশস্য তস্মিন্ কারাগার এব শ্রীদেবকীদেবীতঃ কাচিৎ কন্যা জাতা।

বৈবধিকতয়া বার্ত্তাবহতয়া। বার্ত্তাবহো বৈবধিক ইত্যমরঃ। অজীবনিঃ জীবনাভাবঃ। জীবাতুবল্লী জীবনৌষধলতা। তদধীনং কংসাধীনং। বৃত্তং কৃতাবরণং। শ্রীমদীশস্য শ্রীবসুদেবস্য।

দূত বলিল; অধিক দৌত্যকার্য্যের প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আমাদিগের জীবনলতার জীবননাশের সম্ভাবনা। এক্ষণে এরূপ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত যে, নিজ প্রভুকে তাদৃশ সহায়সম্পন্ন বলিয়াও দেখিতেছি না, তাঁহার অধীন ব্যক্তিগণও কংসের অধীন হইয়াছে।

ব্রজরাজ কহিলেন, সম্প্রতি তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে কি ?

দূত কহিল আজ্ঞা হাঁ ? বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে বৈ কি ? এবং তাহাতেই তিনি তদীয় চরণের হিতকর এই মাদৃশ ব্যক্তিকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

ব্রজরাজ কহিলেন, সে কি প্রকার ?

দূত কহিল, অনন্তর গত রাত্রির নিশীথকালে আমার প্রভু শ্রীমান্ বসুদেবের সেই কারাগার মধ্যেই শ্রীদেবকী দেবী হইতে কোন একটী কন্যা জন্মিয়াছিল।

ব্রজরাজ উবাচ। ততস্ততঃ ?

দূত উবাচ। ততঃ সা নবসুতা সুতরাং গুপ্তাপি রুদতী রক্ষিভি-রক্ষিভিরলক্ষিতাপি বিদিতা বেদিতা চান্তঃপুরীশয়-সানুশয়দুরাশয়-দুরীশায়। সচ শ্রীদেবকীদেবীবিবাহগতাহমারভ্য নভঃসভ্যজনানাং বাণীতঃ সুষ্ঠু ভীতঃ সততং ব্যগ্রতয়া জাগ্রদেব তিষ্ঠতি। তত-স্তদ্বচনবর্ণাকর্ণনমাত্রেণ সমগ্রব্যগ্রমনা বিক্ষিপ্তকেশঃ স ভোজেশঃ সকরবালঃ করালঃ স্খলদ্গতিঃ কুমতিঃ সূতিকাগারমাসসার।*

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ। ততস্ততঃ ?

সানুশয়দুরাশয়দুরীশায়—অনুশয়ো দ্বেষঃ। ভবেদনুশয়ো দ্বেষে ইতি মেদিনী। অন্তঃপুর্য্যাং শয়নং যস্য দ্বেষেণ সহ বর্ত্তমানা যা দুরাশা তয়া দুষ্টো য ঈশঃ স্বামী তস্মৈ বেদিতা জ্ঞাপিতা চ। সচ কংসঃ। নভঃসভ্যজনানাং দেবানাং। সকরবালঃ সখড়্গঃ। করালো ভয়ঙ্করঃ।

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

দূত কহিল, তাহার পর সেই নবপ্রসূতা কন্যা গোপনে থাকিলেও কেবল রোদন করাতে প্রহরিগণ স্বচক্ষে না দেখিলেও তাহাকে জানিতে পারিয়াছিল এবং অন্তঃপুরস্থিত দ্বেষান্বিত দুরাশয় দুষ্ট প্রভু কংসকে কন্যার কথা নিবেদন করিয়াছিল। সেই নীচাশয় কংস দেবকীদেবীর বিবাহের পর দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতাদিগের কথায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া সর্ব্বদা ব্যাকুল ও জাগরূক (সতর্ক) ভাবে অবস্থিত ছিল। তৎপরে তাহাদের বাক্যের বর্ণমাত্র শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যাকুলচিত্ত হওত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তকেশে সেই ভীষণমূর্ত্তি দুর্ম্মতি ভোজপতি কংস খড়্গ হস্তে করিয়া স্খলিতপদে সূতিকাগৃহে আগমন করিল।

ব্রজরাজ সভয়ে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

* "সূতীগৃহমগাত্তূর্ণং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ।" ইতিতু শ্রীমদ্ভাগবতে। ১০। ৪। ৩।

দূত উবাচ—ততশ্চ নিরবগ্রহবন্নিরনুগ্রহঃ সহসা রংহসা সূতিকাশয্যামেব সজ্জন্ স নির্লজ্জঃ প্রজাতায়া জাতপরিবেদনায়া দেব্যাঃ ক্রোড়তঃ সমাচ্ছিদ্য তদ্বিদ্যমানমেব বিক্ষিপ্তচিত্তঃ ক্ষিপ্রমেব তাং প্রস্তরায় প্রক্ষিপ্তবান্ । যতঃ সর্ব্বতঃ সএব প্রতিক্ষিপ্ততামাপ ॥ ৪ ॥

অথ ব্রজরাজঃ সাস্রমুবাচ । আঃ ! কথমেতৎ দুরক্ষরম্রক্ষিতমনক্ষরমস্মাসু শ্রাবিতং । ভবত্বদ্যাপ্যবদ্যমিদং মদীয়সংস্ত্যায়ে ন প্রস্তাব্যং । সা তু তদ্দুঃখদুঃখিতা শ্রীদেবকীসখী তথা তদ্বিরহিণী শ্রীরোহিণী চ মোহমাপ্স্যতি ।

নিরবগ্রহবৎ—নিরবগ্রহত্বং প্রতিবন্ধরহিতত্বং । অবগ্রহো বৃষ্টিরোধে প্রতিবন্ধে । ইতি মেদিনী । নিরবগ্রহঃ স্বতন্ত্রশ্চ । প্রতিক্ষিপ্ততাং—অধিক্ষিপ্তপ্রতিক্ষিপ্তাবিত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

তদেবং শ্রুত্বা সাধুস্বভাবাৎ শ্রীবসুদেবেন সৌহৃদাচ্চ । মহাধীরোঽপি ব্রজরাজো যদাচচার তদ্বর্ণয়তি অপেত্যাদিগদ্যেন । অনক্ষরমবাচ্যং । মদীয়সংস্ত্যায়ে মদীয়ানাং সংস্ত্যায়ে সমূহে ।

দূত কহিল, তাহার পর প্রতিবন্ধরহিত ব্যক্তির ন্যায় অনুগ্রহশূন্য হইয়া সহসা সবেগে সূতিকাশয্যার নিকটে গমন করিয়া সেই নির্লজ্জ ও নির্দ্দয় কংসাসুর অপত্যবিশিষ্টা এবং বিলাপকারিণী দেবকীদেবীর ক্রোড় হইতে কন্যাটী কাড়িয়া লইল এবং ক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া শীঘ্রই সেই কন্যাকে দেবকীদেবীর সাক্ষাতেই প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিল, এই কুকার্য্যদ্বারা সেই কংস সর্ব্বতোভাবে সকলের নিকটেই তিরস্কার অর্থাৎ অবমাননা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ সজলনয়নে কহিলেন, আঃ কেন তুমি দুরক্ষরসংশ্লিষ্ট এইরূপ অবাচ্য বিষয় আমাদিগকে শুনাইলে । আচ্ছা তাহা হউক, কিন্তু অদ্যাপি এই নিন্দনীয় বিষয় আমার আত্মীয়বর্গের কাছে অথবা আমার গৃহে বলিও না, তাহা হইলে শ্রীদেবকীর সখী (শ্রীযশোদা) তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া এবং শ্রীরোহিণীও তাঁহার বিরহে অধীরা হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইবেন ।

দূত উবাচ। দেব শ্রূয়তামব্যগ্রমগ্রিমমাশ্চর্য্যং।

ব্রজরাজঃ সহর্ষমিবোবাচ। আয়ুষ্মন্! কথ্যতাং তথ্যং॥

দূত উবাচ। সা তু কন্যা তস্যান্যায়ভাজো ভোজেশস্য হস্তাদস্তাপি * প্রস্তরমপ্রাপ্তা প্রত্যুত তন্মস্তক-ন্যস্তচরণমূর্দ্ধগত্যা সমুৎপত্যাশু দিব্যন্যদেব দিব্যং রূপং স্মিতবতী প্রকাশিতবতী।

ব্রজরাজ উবাচ। কীদৃশং? ॥ ৫ ॥

দূত উবাচ।

শ্যামাষ্টপাণিপরিবেষ্টিতপার্শ্বযুগ্মা
চক্রাদিশস্ত্রবলিতা খগসিংহবাহা।
দেবাদিভিঃ পরিণুতপ্রসরৎপ্রভাবা
সর্ব্বৈঃ সমুন্নতমুখৈঃ পরিতো ব্যলোকি॥

সংঘাতে সন্নিবেশেঽপি সংস্থায় ইত্যমরঃ। মদীয়গৃহে বা। শ্রীদেবকীসখী শ্রীযশোদা। অস্তা নিক্ষিপ্তাপি ॥ ৫ ।

তদা চ তস্যাস্তদ্রূপং বর্ণয়তি শ্যামেত্যাদিপদ্যেন। খগসিংহবাহা—আকাশগতো যঃ সিংহঃ স এব বাহঃ বাহনং যস্যাঃ সা।

দূত কহিল মহারাজ! অব্যগ্রচিত্তে প্রধান আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ করুন।

ব্রজরাজ কহিলেন হে আয়ুষ্মন্! যাহা তথ্য বিষয় তাহা বল?

দূত কহিল, কিন্তু সেই কন্যা সেই অন্যায়শীল দুরাত্মা ভোজরাজ কংসের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রস্তরে পতিত হইলেন না প্রত্যুত তাহার মস্তকে চরণ রাখিয়া ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সমুৎপতনানন্তর শীঘ্র আকাশে সহাস্যমুখে আর এক প্রকার দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা কি প্রকার? ॥ ৫ ॥

দূত কহিল, সেই কন্যা শ্যামবর্ণা, অষ্ট বাহু দ্বারা তাহার উভয়পার্শ্ব পরিবেষ্টিত ছিল, তিনি চক্রাদি অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন, আকাশসঞ্চারী সিংহ

* হস্তাদস্তাদপীতি মাওপুস্তকপাঠঃ।

ইতি যাদৃশং ।

ব্রজরাজঃ সাশ্চর্য্যমুবাচ । কিং বদসি ?

দূত উবাচ । দেব নাত্রান্যথা । কিমপ্যন্যদপি কল্যমাকল্যতাং সা খল্বিদং সাচ্ছুরিতমচ্ছমুবাচ ॥ ৬ ॥

রে পাপ কংস কিমিতি ত্বমহন্মুধা মাং
ত্বৎপূর্ব্বশত্রুরজনি ক্বচন প্রদেশে ।
যস্মাদুপেত্য নিধনং তব জাতু কর্ত্তা
তন্নান্যমপ্যতিশিশুং ক্বচিদিচ্ছ হন্তুং ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজঃ সাশ্চর্য্যস্মিতমুবাচ ॥

নূনং শ্রীবসুদেবভক্তিপ্রণালীপুত্রীকৃতা ভদ্রকালী সা ভদ্র-

কল্যং কল্যাণবচনং । সাচ্ছুরিতং উপহাসসহিতং । স্যাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ । ইত্যমরঃ । অচ্ছং স্পষ্টং ॥ ৬ ॥

দেব্যাস্তৎ সোপহাসবাক্যং বর্ণয়তি রে পাপেতিপদেন । জাতু কদাচিৎ ॥ ৭ ॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজঃ শ্রীবসুদেবসৌভাগ্যং বিভাব্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি নূনমিত্যাদিগদ্যেন ।

তাঁহাকে বহন করিতেছিল, দেবাদি সকলেই তাঁহার বিস্তীর্ণ মহিমা গান করিতে লাগিলেন এবং সকলেই ঊর্দ্ধমুখে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার এই প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছিল । যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা এই প্রকার ।

ব্রজরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, কি বলিতেছ ?

দূত কহিল হে দেব ! কিছু অন্যথা নহে, ইহা ভিন্নও অন্য কোন শুভ বার্ত্তা শ্রবণ করুন । সেই কন্যা তখন সগর্ব্বে এবং প্রসন্নভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

রে পাপিষ্ঠ কংস ! কেন তুই আমাকে বৃথা বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ? তোর্ পূর্ব্বশত্রু কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সেই শত্রু সেই স্থান হইতে আসিয়া কোনও সময়ে তোর প্রাণবিনাশ করিবে । অতএব তুই আর কখন অন্য কোন অত্যন্ত শিশুকে বধ করিতে ইচ্ছা করিস্ না ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন । নিশ্চয়ই বসুদেবের

মিদং বদতি স্ম। যদদ্য বিধিনা ধীরমবধীরিতঃ * সোঽয়ং বচসাপি কেনচনাপীতি ॥ ৮ ॥

দূত উবাচ। অর্য্যক্ষিতীশ! পুনশ্চেদমাশ্চর্য্যমবধার্য্যতাং। স খলু ভ্রাতৃ-ব্যপদেশভ্রাতৃব্যঃ স্বভগিন্যষ্টমগর্ভমনিষ্টতয়া নিষ্টঙ্কিতং কুর্ব্বতীং সুরবর্ত্ম্যবাণীমপি দেব্যাদিষ্টঃ স্বদিষ্টসুরকল্পিতাং † মত্বা তৌ কারাগারাদাহূয় ভূয়ঃ পাদগ্রহচর্য্যাপর্য্যন্তাগ্রহতঃ পুত্রষট্কহত্যাগস্ত্যাগং ভূরিবিসূরিত ইব বিধিৎসন্নিগড়ান্মোচিতবান্।

কেনচন বিধিনা। ধীরং মস্তকন্যস্তপদত্বেঽপি ধীরং স্বৈরং। যদ্বা। অধীরং ক্ষুব্ধং যথা স্যাত্তথা অপমানিতঃ। স কংসঃ। কেনচন রে পাপ কংসেত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

দূতস্তু পুনরন্যদাশ্চর্য্যবাক্যং যদাহ তদ্বর্ণয়তি অর্য্যেত্যাদিগদ্যেন। অর্য্যক্ষিতীশ বৈশ্যভূমিপতে ইত্যর্থঃ। ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুঃ। স্বদিষ্টসুরকল্পিতাং স্বস্য ভাগ্যমেব সুরস্তেন রচিতাং। তৌ বসুদেবদেবক্যৌ। পুত্রষট্কহত্যাগস্ত্যাগং আগোঽপরাধঃ। ভূরিবিসূরিতঃ ভূরি অনুতাপো যস্য স ইব। অনুতাপো বিসূরিতং। ইতি ক্ষীরস্বামী।

ভক্তি-প্রণালী দ্বারা কন্যা হইয়া সেই ভদ্রকালী এই শুভবাক্য বলিয়াছেন। যেহেতু অন্য কোন বিধাতাই স্বাধীনভাবে কোন প্রকার বাক্যদ্বারা কংসকে অবজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

দূত কহিল, হে অর্য্যক্ষিতীশ! অর্থাৎ হে বৈশ্যভূমিপতে! পুনর্ব্বার এই আশ্চর্য্য অবধারণ করুন। নিশ্চয়ই সেই কংস ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রুচ্ছলে স্বীয় ভগিনীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তানকে অনিষ্টপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, সেই দেববাণীকে নিজশত্রু দেবগণের পরিকল্পিত ভাবিয়া বসুদেব ও দেবকীকে কারাগার হইতে আহ্বানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, দুই চরণ পর্য্যন্ত ধারণ করতঃ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াই যেন ছয়টী পুত্রের হত্যাজনিত অপরাধ ত্যাগ করাইতে ইচ্ছা করিয়াই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

* যদদ্যাবধি নাধীরমবধীরিতঃ। ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।
† স্বাদৃষ্টেতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ।

ব্রজরাজঃ সানন্দমুবাচ । ততস্ততঃ ॥

দূত উবাচ । ততশ্চ মদীয়শ্রীমদীশ্বরী পুত্রঘাতিন্যপি তস্মিন্ সারল্যদোষাদেব রোষান্নিববৃতে। শ্রীমন্মদীশিতা তু বিচারিতবান্, পূর্ব্বং শুষ্কপেষং পিষ্টবান্ সম্প্রতি তু সর্পিঃপেষং পিনষ্টি সোঽয়মস্মানিতি, তদেবং তৎকৌটিল্যকোটিং পরিকল্প্যাপি সৌজন্যপ্রাবল্যাদিহ সারল্যমেবাবলম্বিতবান্ । তেন পিতরি শূরেণ দুর্ম্মতিনানুমতঃ শূরনন্দনঃ সহধর্ম্মিণ্যা সহ স্বগৃহমাগতবাংশ্চ ন পুনর্বিশ্বাসমাশ্বাসঞ্চ লব্ধবান্ ।

যতঃ ।

জাত্যন্ধজনিতঃ কংসঃ সদা দুন্বন্ সমাশ্রিতান্ ।
মাতরঞ্চ ধুনোত্যুচ্চৈঃ শিলাপুত্রঃ শিলামিব ॥ ৯ ॥

পিতরি শূরেণ নিন্দিতেনেত্যর্থঃ । অলুক্ সমাসো নিন্দার্থে ॥ ৯ ॥

ব্রজরাজ (বন্ধন মোচনের কথা শুনিয়া) অতীব আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

দূত কহিল, তাহার পর মদীয় শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবকীদেবী পুত্রহন্তা কংসের প্রতি যে সরলতা ব্যবহার করিতেন, তাহা দেবকী দেবীর স্বভাবের উপযুক্ত হইলেও আধার দোষে ঐ সরলতাব্যবহার দোষ বলিয়াই গণ্য হইল, এবং সেই কারণেই তিনি সহোদর কংসের প্রতি কোপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মদীয় শ্রীমান্ ঈশ্বর বসুদেব বিচার করিলেন যে. এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদিগকে শুষ্ক করিয়া পেষণ করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ঘৃতদ্বারা পেষণ করিতেছে, তাহার এই প্রকার কুটিলতার চরম সীমা অবগত হইয়াও সৌজন্যের প্রবলতা হেতু তিনি এই বিষয়ে সরলতাই অবলম্বন করিলেন । সেই নিন্দিত ও দুরাত্মা কংস অনুমতি করিলে শূরনন্দন বসুদেব সহধর্ম্মিণী দেবকীর সহিত নিজগৃহে আগমন করিলেন, কিন্তু তিনি আর কংসের প্রতি বিশ্বাস বা আশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই ।

ব্রজরাজঃ সহাসমুবাচ। তদনন্তরং প্রাতরারভ্য স পুনরসভ্যঃ কাং কারিমকার্ষীৎ।

দূত উবাচ। স্বভাবজাং কারিমেব। তথাহি প্রাতরসৌ দুষ্টস্ত্বন্যদুশ্চেষ্টিতমনুষ্ঠিতবান্ *।

ব্রজরাজ উবাচ। হন্ত কথয় তৎ কিং॥

দূত উবাচ। প্রাতঃ সতু মলিনীকৃতনিজকুলঃ খলিনীপতিঃ স্বদয়িতান্ দৈতেয়ানানয়ামাস নিশাময়ামাস চ নিশীথিনীবৃত্তং। তেচ ভিন্নসেতবঃ কেতব ইব রাহুনিভমেতং মিলিতা ব্যাঘ্রবর্গ-

তদেতৎ শ্রুতবতো ব্রজরাজস্য তেন দূতেন সহ যে উক্তিপ্রত্যুক্তী অভূতাং তে বর্ণয়তি তদনন্তরমিত্যাদিগদ্যেন। স কংসঃ। কাং কারিং কিং কার্য্যং। স্বভাবজাং কারিং স্বভাবকার্য্যং। খলিনীপতিঃ খলসমূহপালকঃ।

কারণ কংস অন্য জাতি অর্থাৎ দ্রুমিলদানবের অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সর্ব্বদা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ব্যথা প্রদান করিত এবং শিলাপুত্র † যেরূপ শিলাকে সন্তাপিত করে, কংসও সেইরূপ অধিকরূপে জননীকেও কষ্ট প্রদান করিত॥ ৯॥

ব্রজরাজ সহর্ষে কহিলেন, তদনন্তর প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই অসভ্য পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিয়াছিল?

দূত কহিল স্বাভাবিক কার্য্যই করিয়াছিল দেখুন, প্রাতঃকালে ঐ দুষ্ট কংস এক অন্য প্রকার দুষ্ট চেষ্টার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

ব্রজরাজ কহিলেন, হায় বল তাহা কি?

দূত বলিল, নিজকুলের কলঙ্কজনক খলসমূহের অধিপতি সেই কংস আপনার প্রিয় দৈত্যগণকে আনয়ন করাইয়া রাত্রির বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করাইল। তাহারাও সেতুভঙ্গকারী অথবা মর্য্যাদানাশক কেতুসমূহের ন্যায় রাহুতুল্য ঐ কংসের সহিত

* অন্যদুশ্চেষ্টিতমিতি আনন্দবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

† শিলাপুত্র—নোড়া, যদ্দ্বারা হরিদ্রাদি পেষণ করা হয়। শিলা—পাটা, যাহাতে ফেলিয়া হরিদ্রাদি পেষণ করা হয়। শিলারূপ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অংশ বলিয়াই নোড়াকে শিলাপুত্র বলা হয়।

নির্ঘোষপ্রভবঘর্ঘরায়মাণাং গোষ্ঠীমনুষ্ঠিতবন্তঃ। কিং বহুনা। তত্র মহেন্দ্রাদিনির্জয়গর্জনপর্য্যবসানতস্তাৎপর্য্যমিদমেব জাতং, যদ্বিশ্বদ্রীচাং বিষ্ণুমনুচরিষ্ণূনাং দেবদেবদ্র্যগ্ভূদেবগবাদীনাং পীড়নেনৈব তৎপীড়নমীড়িতং তথা তৎসধ্রীচীনতয়া নির্দ্দশানির্দ্দশানাং বালানাং নির্দ্দয়তয়া নির্দ্দলনমিতি খল্যামেব বল্যামবলম্ব্য তত্র সচ সম্বলতে স্ম। তয়া চ তদানীং বহু সংপ্রযচ্ছতে স্ম।

ব্রজরাজস্তু তদিদং রুষদ্বচনমবকলয্য সরুষস্ততঃ সত্রাসমুবাচ। তত্র শ্রীমদ্ভ্রাত্রা কিমপ্যক্লিষ্টমুপদিষ্টমস্তি ?

ঘর্ঘরায়মাণাং ঘর্ঘরং শকটাদেরব্যক্তশব্দঃ। দেবদ্র্যক্ দেবানাং পূজকঃ সমীপগন্তা বা। ভূদেবঃ ব্রাহ্মণঃ। খল্যাং খলবৃন্দং। সচ কংসঃ। তয়া তস্যৈ খল্যায়ৈ। সংদানো ভেহধর্ম্মে নিত্যং। ইতি সম্প্রদানে তৃতীয়া। দানঃ সা চেচ্চ্যার্থে। ইতি আত্মনেপদং। রুষদ্বচনমবকলয্য। রুষতী অকল্যাণী বাক্। অমরকোষে — উষতী বাগকল্যাণীতি সাধারণপাঠঃ। রুষতীতি ক্ষীরস্বামিসম্মতঃ পাঠঃ। সরুষঃ সক্রোধাৎ।

মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রসমূহের শব্দসদৃশ ঘর্ঘরধ্বনিযুক্ত সভার অনুষ্ঠান করিল অর্থাৎ ব্যাঘ্রবৎ ভীষণগর্জ্জনে সভামণ্ডপকে প্রতিধ্বনিত করিল। অধিক আর কি বলিব, মহেন্দ্রকে জয় করিতে যেরূপ হুঙ্কার বা গর্জ্জন প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ মহেন্দ্রবিজয়ী গর্জ্জনের অবসানে তথায় এইরূপ তাৎপর্য্য ঘটিয়াছিল যে, সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর অনুচর, দেবতা, দেবপূজক এবং গো-ব্রাহ্মণাদির পীড়নদ্বারাই বিষ্ণুর পীড়ন অনুমোদিত হইয়াছিল এবং ঐরূপ পীড়নের সাহায্যে দশ দিনের বালক এবং দশ দিনেরও অনধিক বালকগণের নির্দ্দয়রূপে পীড়ন কর্ত্তব্য, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সেই কংসও বলশালী খলগণকে অবলম্বন করিয়া সেই পীড়নমন্ত্রণায় মিলিত হইয়াছিল এবং সেই উক্ত দুর্মন্ত্রণানুসারে খলগণের উদ্দেশে তৎকালে বহুতর দান করিয়াছিল।

ব্রজরাজ এই অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সক্রোধ-কংস হইতে ভীত হইয়া কহিলেন, তথায় শ্রীমান্ ভ্রাতা বসুদেব কোন অক্লেশিত বাক্য বোধ হয় উপদেশ দিয়া থাকিবেন ?

দূত উবাচ। অথ কিং। যৎ খলু শীঘ্রমেবাস্মৈ রাজব্যাজ-রাক্ষসায় সঙ্গত্য বলির্বলয়িতব্যো মিলিতব্যশ্চাহমিতি। কিঞ্চেদমপি সন্দিষ্টং ভবন্নন্দনোৎপত্তিসময়ং সময়া বয়মুৎকণ্ঠিতাস্তন্মঙ্গলেন সঙ্গমনীয়াঃ। তথা ভবৎপুত্র-নির্ব্বিশেষস্য তস্য বাল-বিশেষস্য * বৃত্তির্বর্ত্তয়িতব্যা ইতি ॥ ১০ ॥

অথ তদেতদবকলয্য সংশয্য চ তং ভোজনাদিনা যোজয়িত্বা নিজাগ্রজানুজানাকার্য্য তদগ্রে পুনস্তং তদনুরহসমনুব্যাহারিতবান্ ॥ ১১ ॥

তত উপনন্দ উবাচ। যুক্তমেবানকদুন্দুভিনা সন্দিষ্টং

বলিঃ করঃ। সময়া বিজ্ঞানার্থং অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ। বালবিশেষস্য বালানাং বিশেষেণ শেষোঽবশিষ্টঃ অস্মাভিঃ পরিত্যক্তো বা তস্য ॥ ১০ ॥

তদেবং শ্রীবসুদেবাভিপ্রায়মবগত্য ব্রজরাজো যদ্বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। আকার্য্য আহ্বানং কৃত্বা। তদনুরহসং রহসীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং শ্রুতবতা উপনন্দেন যদ্ধিতং নির্ণীতং তদ্বর্ণয়তি যুক্তমিত্যাদিগদ্যেন।

দূত বলিল, আজ্ঞা হাঁ, তিনি বলিয়াছেন যে, ভ্রাতা নন্দ নৃপতিচ্ছলে রাক্ষসরূপধারী কংসের সহিত শীঘ্র মিলিত হইয়া কর দান করিবেন এবং আমার সহিতও মিলিত হইবেন। অপিচ, ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, আপনার পুত্রোৎপত্তিরূপ সম্পত্তি জানিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম অতএব মঙ্গলের সহিত আমাদিগকে মিলিত করিবেন অর্থাৎ মঙ্গলসংবাদ দানে আমাদিগকে সুখী করিবেন। এবং আপনার অপত্যনির্ব্বিশেষ সেই বালকবিশেষ অর্থাৎ রোহিণী-পুত্রের (বলরামের) জীবিকাও সম্পাদন করিয়া দিবেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিহানচিত্তে তাহার ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নির্জ্জনে দূতদ্বারা পুনর্ব্বার সেই সকল বাক্যের উল্লেখ করাইলেন ॥ ১১ ॥

তদনন্তর উপনন্দ কহিলেন, বসুদেব যে আদেশ করিয়াছেন ইহা উপযুক্তই

* বৃত্তে ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ। বলদেবস্য সম্যগ্ব্যাপারে ইত্যর্থঃ।

সাম্প্রতং করেণৈব করেণ রাজবিষধরস্য তস্য মুখমুদ্রণমেব সাম্প্রতং ॥ ১২ ॥

অথ ব্রজেশস্তং সন্দেশমুরসিকৃত্য প্রাতঃপ্রায়মধিগত্য দূতং নিদিদেশ। সৌম্য! ভবান্ ব্যগ্রমগ্রতো যাতু তদ্বালকস্য সাঙ্গমঙ্গলসঙ্গিতাং তথা তস্য বাঞ্ছিতমন্যমুদয়ন্মুদমুদন্তমপি স্বমুখ-স্বস্তিমুখতএব * প্রথয়তু। বয়ন্তু ভ্রাতুরাজ্ঞয়া রাজ্ঞে করমাচিত্য প্রাভৃতঞ্চ পরিতঃ প্রচিত্য দিনপঞ্চকানন্তরমাগচ্ছন্ত এব স্ম ॥১৩॥

সাম্প্রতং যোগ্যং ॥ ১২ ॥

ততো ব্রজরাজ উপনন্দবাক্যং হৃদয়েকৃত্য দূতং যথা মথুরায়াং প্রেষয়ামাস তদ্বর্ণয়তি অথে-ত্যাদিগদ্যেন। প্রাতঃপ্রায়ং প্রাতর্বাহুল্যং। ব্যগ্রং সত্বরং। উদয়ন্মুদং উদয়ন্তী মুদ্যস্মাৎ স তং। স্বমুখস্বস্তিমুখতঃ স্বমুখদ্বারা স্বস্তি মুখে আদৌ যস্য তেন। প্রাভৃতং—প্রাভৃতমুপঢৌকনং। প্রাভৃ-তন্তু প্রদেশনমিত্যমরঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে। সম্প্রতি কর অর্থাৎ হস্তদ্বারা সর্পমুখমুদ্রণ অর্থাৎ সাপের মুখে ঢাক্না দেওয়ার মত কর অর্থাৎ রাজস্ব দ্বারা রাজরূপ বিষধরের মুখমুদ্রণই উপযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে রাজাকে রাজকর দিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বে যে মানসিক বৈর জন্মিয়াছে, সম্প্রতি তাহা আবৃত রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে ॥ ১২ ॥

ব্রজরাজ উপনন্দের সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া তখন দূতকে আদেশ করিলেন। হে প্রিয়দর্শন! তুমি সত্বর অগ্রে গমন কর. তাঁহার বালকের সম্পূর্ণ মঙ্গলের বার্ত্তা এবং সেই বসুদেবের বাঞ্ছিত অন্য আনন্দদায়ক মঙ্গলাদি বৃত্তান্তও নিজ মুখদ্বারাই বিস্তার করিও। আর আমরাও ভ্রাতৃ-আজ্ঞায় রাজোদ্দেশে দেয়কর সংগ্রহ করিয়া এবং সকলদিক্ হইতে উপঢৌকন সঞ্চয় করিয়া পাঁচদিনের পর যেন আগতপ্রায় হইয়াছি এইরূপ জানিবে। অর্থাৎ ঠিক পাঁচদিনের পর যে আমাদের মথুরাগমন হইবে. তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

* স্বমুখেতি পাঠঃ আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

তদেবং গতে দূতে দিনান্তরে তু জাতকমাতুঃ স্নানবিধানে কৃতসন্ধানে সর্ব্বমঙ্গলসঙ্গতমহঃ সঙ্গত্য মহন্মহঃ সন্তত্য*পুরোহিত-সহিতহিতমহিতপঞ্চজনজনপ্রপঞ্চং যথাপুরঃসরমন্তঃপুরমানায়-মানায়ং † নববালকং গোপালভূপালঃ সমালোকয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তথাহি।

তস্মিন্ পুণ্যাহবর্য্যে ব্রজনৃপতিশিশোরাদিবীক্ষাসুধাভিঃ
সত্রং জজ্ঞে তথা তচ্ছ্রবণপরিমলাদেব শক্তা যথা তে।
আজন্মপ্রাপ্তসম্পন্মৃদুতরতনবোঽপ্যাত্মান প্রীতিদানা-
ন্যুহুর্ভারায়মাণান্যুত দধুরমিতান্ স্বেদরোমাঞ্চবাষ্পান্ ॥১৫॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাথমিকদর্শনং বন্ধূনাং সম্ভাবয়িতুং ব্রজরাজো যথাকরোত্তদ্বর্ণয়তি তদেব মিত্যাদিগদ্যেন। জাতকমাতুঃ ব্রজরাজ্ঞ্যাঃ। পুরোহিতেতি। পুরোহিতসহিতা হিতসহিতাশ্চ যে পঞ্চজনজনাঃ পুরুষজনাস্তেষাং প্রপঞ্চং। স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনা ইত্যমরঃ। আনায়ং আনায়ং আভীক্ষ্ণ্যেনানীয়। আ+নী+ণম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তেষাং ভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি তস্মিন্নিত্যাদিপদ্যেন। আদিবীক্ষাসুধাভিঃ প্রথমদর্শনামৃতৈঃ। উদ্ধারয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর দূত গমন করিলে অন্য দিবসে গোপরাজ জাতকমাতা প্রসূতি যশোদার স্নানবিধির সংযোজনা করিলেন এবং সমূহ মঙ্গলপরিপূর্ণ দিন প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট মহোৎসব সম্পাদন করতঃ পুরোহিতের সহিত হিতকর অথচ পূজ্য পুরুষদিগকে যথাযোগ্য ক্রমে অন্তঃপুরে বারম্বার আনয়ন করিয়া গোপালভূপাল নন্দ নব বালককে অবলোকন করিলেন ॥ ১৪ ॥

দেখ, সেই প্রধান পুণ্যদিবসে ব্রজরাজনন্দনের প্রথম দর্শনরূপ অমৃতদ্বারা এক অমৃতযজ্ঞ হইয়াছিল এবং তাহার শ্রবণরূপ পরিমলবশতই গোপগণ এরূপ সমর্থ হইলেন যে, সেই সদ্যোজাত শিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের দেহে যে সকল

---

* মহন্মহঃ সন্তত্য ইতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

† অন্তঃপুরমানায়ং ইত্যেতন্মাত্রং আনন্দপুস্তকে।

শ্রীমদ্গোপনৃপেণ নূতনতনূজাতস্য বীক্ষাকৃতে
প্রাগ্র্যা এব নিমন্ত্রিতা ব্রজজনাঃ সর্ব্বে তু তত্রায়যুঃ।
যর্হ্যম্ভোজগণাকরঃ স্বকুসুমব্রাতপ্রকাশপ্রথা-
ব্যাপ্তঃ স্যাৎ কিমু তর্হি ষট্পদগণান্নাকারয়ত্যাত্মনা ॥ ১৬ ॥
পর্য্যগ্দ্বারিণি রাঙ্কবাস্তরচিতে বিস্তীর্ণগেহে যশো-
দাগ্যগ্রে স্থবিরোপনন্দগৃহিণীক্রোড়ে বিচিত্রং শিশুং।

অথার্থান্তরন্যাসালঙ্কারেণ তেষাং মিলনং বর্ণয়তি শ্রীমদিত্যাদিপদ্যেন। তত্র অর্থান্তরং ন্যস্যতি। অম্ভোজগণাকরঃ পদ্মষণ্ডমণ্ডিতঃ সরোবরঃ যর্হি যদি স্বকুসুমব্রাতপ্রথাব্যাপ্তঃ নিজপুষ্পসমূহস্য ব্যাপারেণ সৌরভেণ ব্যাপ্তঃ স্যাৎ তর্হি তদা ষট্পদগণান্ ভ্রমরসমূহান্ কিমু কিং ন আকারতি অপিতু আকারয়তি এব। ইত্থং কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্যলোভাদেব সর্ব্বে আকৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণং নিরীক্ষমাণানাং ব্রজজনানাং তৃপ্ত্যভাবয়তি পর্য্যগিত্যাদিপদ্যেন। পর্য্যগ্দ্বারিণি সর্ব্বদিক্ষু দ্বারবিশিষ্টে। রাঙ্কবাস্তরচিতে মৃগলোমজাতবস্ত্রাস্তরণব্যাপ্তে।

স্বেদ রোমাঞ্চ ও বাষ্পরূপ সাত্ত্বিক ভাবের উদ্গম হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন তাহারা অতিশয় কোমলাঙ্গ-কৃষ্ণরূপ যে সম্পত্তি জন্মাবধি লাভ করিয়াছেন সেই কোমলাঙ্গেই আবার অতিভারতুল্য প্রীতিদানের বস্তুকে ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে অঙ্গে অতিভার সহ্য হইতে পারে না সেই অঙ্গেই তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন-সুধা-পরিমলের গুণে অতিভার ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজ নবকুমারের দর্শননিমিত্ত প্রাগ্র্য অর্থাৎ প্রধান প্রধান জনসকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই তথায় আগমন করিলেন। তদ্ভিন্ন অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও নবকুমারকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই বিষয়টী অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা— পদ্মপুষ্পের আকর সরোবর নিজ পুষ্পসমূহের প্রকাশে ব্যাপ্ত হইয়া কি স্বয়ং ভ্রমরদিগকে আহ্বান করে না? বলিতে হইবে যে অবশ্যই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সরোবরের পদ্মে সৌরভ থাকায় ভ্রমরকে আহ্বান না করিলেও করা হয়, অর্থাৎ সৌরভই যেন আহ্বানকর্ত্তা হয়। সেইরূপ কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্যবশতঃ লোকসকল স্বয়ং আকৃষ্ট হইলেও ঐ মাধুর্য্যই যেন সকলের আকর্ষক হইল ॥ ১৬ ॥

সকলদিকে দ্বারবিশিষ্ট, রাঙ্কবাস্তরচিত অর্থাৎ মৃগরোমজাত বস্ত্রাস্তরণ

দর্শং দর্শমমী ন যদ্যপি গতাস্তৃপ্তিং তথাপ্যুচ্চকৈ-
র্নাস্থুঃ পৃষ্ঠ্যজনাবকাশবিধয়ে শীলং হি মর্য্যাদি তৎ* ॥১৭॥
অঙ্কভ্রাজিশিশূপনন্দগৃহিণীমাজ্ঞা মদীয়েদৃশী
যন্মা মাদৃশদৃষ্টিসম্ভ্রমবশাদুত্থাত যূয়ং মুহুঃ।
ইত্যেবং বিনিগদ্য যাজকগুরুঃ সম্মোদসম্পন্মিলৎ-
কম্পঃ সাক্ষতপাণি সাশ্রুনয়নং স্বস্তিশ্রুতীরূচিবান্ ॥ ১৮ ॥

অমী ব্রজজনাঃ। নাস্থুর্ন স্থিতবন্তঃ। হি মর্য্যাদি তদিতি। হি যতঃ শীলং স্বভাবঃ মর্য্যাদি মর্য্যাদাবিশিষ্টং ॥ ১৭ ॥

তদা যাজকবিপ্রাণাং শুভকৃত্যং বর্ণয়তি অঙ্কভ্রাজীতি। অঙ্কে ক্রোড়ে ভ্রাজী দীপ্তিশীলঃ শিশুঃ শ্রীকৃষ্ণো যস্যাঃ সা চাসৌ উপনন্দগৃহিণী চেতি তস্যা মা পূজা যস্যাঃ সা মদীয়া মৎসম্বন্ধিনী ঈদৃশী আজ্ঞা। যৎ মাদৃশদৃষ্টিসম্ভ্রমবশাৎ যূয়ং মুহুর্মা উত্থাত উত্থানং মা কুরুত ॥ ১৮ ॥

পরিব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ গৃহে, যশোদা প্রভৃতির সম্মুখে প্রাচীন উপনন্দপত্নীর ক্রোড়দেশে বিচিত্র শিশুকে বারম্বার দর্শন করিয়াও যদ্যপি পূর্ব্বসমাগত গোপগণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তথাপি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জনসকলকে অবকাশ দিবার জন্য বহুক্ষণ অবস্থিতি করিলেন না, অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী লোক কৃষ্ণদর্শনে তৃপ্তি না পাইয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগকে স্থান দিবার জন্য সরিয়া গেলেন। কারণ শীল অর্থাৎ স্বভাব কখনই মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

তৎকালে যাজকগুরু উপনন্দের গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার ক্রোড়দেশে নবকুমার শোভা পাইতেছে, অতএব আমার এইরূপ আজ্ঞা যে, তোমরা মাদৃশ গুরুজনকে দেখিয়া সম্ভ্রমবশতঃ বারম্বার গাত্রোত্থান করিও না। যাজকগুরু এইরূপ বলিলে তাহার দেহে প্রচুর হর্ষবশতঃ কম্প উপস্থিত হইল এবং আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া সজলনয়নে কেবল স্বস্তিবাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

* মর্য্যাদি তৎ ইত্যত্র মর্য্যাদিতা ইতি বৃন্দাবনগৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ

আগচ্ছন্তো* জনা যর্হ্যভিমুখমিলিতা বালবৈশিষ্ট্যপৃচ্ছা-
বন্তস্তর্হ্যন্তরালাবকলিতশিশুভিঃ প্রোচিরে কৈশ্চিদেতৎ ।
দৃঙ্মাত্রেণানুভাব্যং নতু পরবচসাং বাসিভিশ্চেতি কৈর-
প্যানন্দাৎ কুণ্ঠভাবৈর্ন্তু কিমপি গিরা ব্যঞ্জনাশ্রাবি চান্যৈঃ ॥১৯॥

আকৈশোরং যৎ পরিষ্কারবস্ত্রং
যাবদ্ধার্য্যং মাসমাসং সুতেন ।
তস্মৈ তাবদ্বুদ্ধিচারেণ সর্ব্বৈঃ
প্রত্তং পিত্রা কোঽপি কোষো হ্যনন্তঃ ॥ ২০ ॥

তদা তত্রত্যশিশূনাং বচনাদি বর্ণয়তি আগচ্ছন্ত ইত্যাদিপদ্যেন । অন্তরালে গৃহমধ্যে অবকলিতা দৃষ্টা যে শিশবস্তৈঃ । পৃচ্ছাবন্ত ইত্যত্র বভূবুরিতি পূরণীয়ং ॥ ১৯ ॥

বালকশোভার্থং যদযদ্যোগ্যং বস্তু তৎ সদা সর্ব্বৈর্দত্তং পিত্রাপি কোঽপি বস্ত্রাধারো দত্ত ইতি বর্ণয়তি আকৈশোরমিতিপদ্যেন । পিত্রেত্যত্র প্রত্ত ইতি সম্বন্ধনীয়ঃ ॥ ২০ ॥

বালকগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে আগমন করিয়া সম্মুখে মিলিত হইল । পরে তাহারা বালকোচিত স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহা সেই গৃহমধ্যে দৃষ্ট হইল । এবং বালকদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কতিপয় বালক এইরূপ বলিয়াছিল—সেই শোভা দর্শনমাত্রে অনুভব করা যায়, কিন্তু অপরের কথাসমূহে তাহা জানা যাইতে পারে না । এই কথা বলা হইলে তথাকার অবস্থিত অপর লোক হর্ষভরে প্রতিবাক্য দানে কণ্ঠকে কুণ্ঠিত করিলেন, কিন্তু অপরে সেই বাক্যের আভাসমাত্রও শুনিতে পাইলেন না ॥ ১৯ ॥

কৈশোর বয়ঃপর্য্যন্ত এই বালক যে পরিমাণে যে যে হারাদি আভরণ এবং বস্ত্রসকল মাসে মাসে ধারণ করিতে পারিবে, তাহা বিচার করিয়া সকলেই বালককে সেইরূপ হারাদি আভরণ এবং বস্ত্র দান করিলেন এবং বালকের পিতাও কোন এক অনন্ত কোষ অর্থাৎ ভাণ্ডারাগার পর্য্যন্ত দান করিলেন ॥ ২০ ॥

* আগচ্ছন্তঃ স্বগেহাদভিমুখমিলিতা বালবৈশিষ্ট্য পৃচ্ছাবন্তস্তদ্বালদৃষ্ট্যা প্রমুদিতহৃদয়ৈরূচিরে কৈশ্চিদেবং । শোভা সা দৃষ্টিগম্যা নতু পরবচনশ্রেণিগম্যেতি হর্ষাৎ, কুণ্ঠৎকণ্ঠৈরভাণি প্রতিবচসি পরৈস্তত্তু নাশ্রাবি চান্যৈঃ । ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

শোভাং বিন্দন্নন্দজালোকলোকঃ
সদ্মায়াসীৎ কৃত্রিমাকৃত্রিমা যা।
বস্ত্রাদীনাং চিত্রতা যত্র পূর্ব্বা
নেত্রাদীনাং চিত্রতাসীদপূর্ব্বা ॥ ২১ ॥

আগতা নিজগৃহং যদাপ্যমূ-
র্নন্দবালমবলোচ্য লোভনং।
হন্ত তর্হ্যপি দিনানি কানিচিৎ
মেনিরে দৃশিগতং ব্রজপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥

অথ মথুরাপথিকতাং প্রথয়িষ্যমাণঃ শ্রীগোকুল-কুলরাজ-

শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনানন্তরং সর্ব্বো লোকো গৃহমগাদিতি বর্ণয়তি শোভামিত্যাদিপদ্যেন। নন্দজালোকলোকঃ নন্দজঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্যালোকো দর্শনং যস্য স চাসৌ লোকশ্চেতি সঃ। শোভাং কান্তিং বিন্দন্ গৃহময়াসীৎ। যত্র সদ্মনি। চিত্রতা আসীৎ। চিত্রং তায়তে সন্তনোতি পালয়তি বা চিত্র+তায়্+ক্বিবন্তপ্রয়োগঃ। যা দ্বিধা কৃত্রিমা অকৃত্রিমা চ। তত্র পূর্ব্বা কৃত্রিমা চিত্রতা বস্ত্রাদীনাং। অপূর্ব্বা অকৃত্রিমা নেত্রাদীনাং সেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গৃহং গতানামপি ব্রজপ্রজানাং সদা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিরভূদিতি বর্ণয়তি আগতা ইতিপদ্যেন। দৃশিগতং নন্দবালং ॥ ২২ ॥

অধুনা শ্রীব্রজরাজস্য রাজকরং দাতুং মথুরায়াং গমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন

নন্দকুমারকে দর্শন করিয়া সকললোকই তাঁহার শোভাকে মনে মনে ধারণপূর্ব্বক গৃহে আসিয়াছিলেন, ইহাঁরা যে শোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেই শোভা কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম। তন্মধ্যে নানাবর্ণের বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া যে শোভা হইয়াছিল সেই শোভা পূর্ব্বা অর্থাৎ কৃত্রিম এবং নেত্র কর্ণাদি-অঙ্গে আশ্চর্য্যভাব ধারণ করিয়া যে শোভা হইয়াছিল সেই শোভাই অপূর্ব্ব অর্থাৎ অকৃত্রিম ॥ ২১ ॥

ব্রজবাসিগণ লোচনলোভনীয় নন্দকুমারকে দর্শন করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন অবধি তাঁহারা কিছুদিন ধরিয়া ঐ বালকে যেন নেত্রগত করিয়াই মনে করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর গোকুলকুলরাজ নন্দমহাশয় মথুরাপুরীর পথিক বা মথুরায় গমন

স্বগ্রজাদীন্ নিজপ্রতিনিধিতাদিকর্ম্মণি নির্ম্মায় চলন্নন্তশ্চিন্তিবান্। হন্ত সুহৃদি দুর্হৃদি চ মম মানসং সমানসম্বন্ধহার্দ্দবন্ধমপি প্রসভং ভৃশমেব তত্র প্রসজতি নবজাতকে*। যেনাসৌ পীবিতা জীবিতাশাপি ন পরিচ্ছিন্নতামিচ্ছতি। সম্প্রতি দুষ্টস্যাবিপ্রকৃষ্টগটন্নস্মি নানুভবন্নস্মি কিং ভবিতা। তস্মাদ্বিকলতাবিকলনায় বিলোকং বিলোকমেব তং বালকং যদুনিলয়ং চলানীতি ॥২৩

অথ গমনসময়ে চ।

উৎসঙ্গে নিহিতস্য তস্য তু শিশোর্বক্ত্রং মুহুর্দৃষ্টবা-
নামোদং চিরমাদদে নিটিলকাদ্গণ্ডাবধিস্পর্শী ভৃশং।

সমানসম্বন্ধহার্দ্দবন্ধং সমানসম্বন্ধেন সম্যক্ পরমাত্মকৃত্যা হার্দ্দবন্ধঃ প্রিয়তাসম্বন্ধমপি মানসং। তত্রেতি তয়োর্মধ্যে। পীবিতা স্থূলা বিশিষ্টা অর্থান্মহতী। অবিপ্রকৃষ্টং নিকটং। বিকলিতাবিকলনায় বৈকল্যনাশায়। তং বালকং শ্রীকৃষ্ণমেব বিলোকং বিলোকং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা আভীক্ষ্ণ্যে দ্বিত্বং। এতানি গদ্যানি॥ ২৩॥

গমনকালে ব্রজরাজস্য শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনে যো যো ভাবো বভূব তং তং বর্ণয়িতুং অথেতি উৎসঙ্গে ইত্যাদিপদ্যেন। নিটিলকাং ললাটং।

করিবার জন্য আপনার প্রতিনিধিকার্য্যে অর্থাৎ বালকাদির রক্ষণাবেক্ষণরূপ গৃহকার্য্যে অগ্রজপ্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া চলিতে চলিতে মনে মনে চিন্তা করিলেন। হায়! আমার অন্তঃকরণ শত্রু এবং মিত্রে সমানসম্বন্ধদ্বারা প্রিয়তাবন্ধনে আবদ্ধ, তথাপি ঝটিতি সেই নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত আসক্ত রহিয়াছে। যে হেতু অত্যন্ত মহতী জীবনাশাও পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইতেছে না, অর্থাৎ দীর্ঘ জীবনের আশা মনে স্থান পাইতেছে না। সম্প্রতি আমি দুষ্টের নিকট গমন করিতেছি, কি যে ঘটিবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না, অতএব ব্যাকুলতা-দূরীকরণের জন্য বারম্বার সেই বালককেই দর্শন করিয়া যদুকুলে (মথুরায়) গমন করা যাউক ॥ ২৩॥

অনন্তর গমনকালে, সেই ব্রজরাজ ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ বারম্বার দর্শন

* নবজাতকে ইতি বৃন্দাবনানন্দপুস্তকপাঠঃ।

আশিশ্লেষতরাং বপুর্ন তু তদা তৃপ্তিং ব্রজেশো যযৌ
যাং পাথেয়তয়া বিবেদ মথুরাপ্রস্থানমাস্থায় সঃ ॥ ২৪ ॥
'বৎস শ্যাম পিতা তবায়ময়িতুং রাজ্ঞঃ পুরং ত্বৎকৃতা-
হনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে ততো বিতরতা'দিত্যেষ ধাত্রীরিতঃ।
আশ্চর্য্যাতুলবালভাববলনাদ্দধ্রে স্মিতং তেন চ
শ্রীমান্ গোপজনাধিপঃ প্রচিতধীঃ প্রস্থানমাসেদিবান্ ॥২৫॥
স্মারং স্মারং তন্মুখং সুস্মিতাক্তং
ব্যক্তং ব্যক্তং গোপয়ন্ প্রেমধাম।

যাং তৃপ্তিং ॥ ২৪ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধাত্রী যদাহ তদ্বাক্যং বর্ণয়তি বৎসেত্যাদিপদ্যেন। বিতরতাৎ অর্থাদনুজ্ঞাং দেহি। আশ্চর্য্যেতি। আশ্চর্য্যরূপো যোঽতুলভাবস্তস্য বলনাৎ স্বীকারাৎ। স্মিতং মন্দহাস্যং। দধ্রে ধৃতবান্। প্রচিতধীঃ সুস্থিরবুদ্ধিঃ ॥ ২৫ ॥

তদা তস্য প্রেমমূর্চ্ছাং বর্ণয়তি স্মারং স্মারমিতিপদ্যেন। সুস্মিতাক্তং মন্দহাসম্রক্ষিতং ॥ ২৬ ॥

করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন। তিনি ললাট হইতে গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত অতিশয় চুম্বন করিয়া পুত্রের শরীরকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করত মনে তেমন তৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন না। কিন্তু ঐ সামান্যতৃপ্তিও ব্রজরাজের মথুরাগমন-কালে পথের সম্বলস্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ পুত্রস্পর্শ মনে করিতে করিতেই মথুরায় গমন করিতেছিলেন ॥ ২৪ ॥

ধাত্রী বলিতে লাগিল, 'বৎস শ্যাম কৃষ্ণ! এই তোমার পিতা রাজপুরে গমন করিবার নিমিত্ত তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তুমি অনুমতি প্রদান কর।' শ্রীকৃষ্ণও আশ্চর্য্যরূপ অতুলা বাল্যভাব স্বীকার করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীমান্ গোপরাজ সুস্থিরচিত্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

অত্যন্ত মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত পুত্রমুখ বারম্বার স্মরণ এবং অতিশয় প্রকটিত প্রেমস্বভাব গোপন করিয়া শ্রীমান নন্দ. গোপগণ সহর্ষে বহুতর জল্পনা করিতে

আনন্দেনানল্পজল্পেষু গোপে-

ষ্বাত্মারামপ্রায়তাং প্রাপ নন্দঃ ॥ ২৬ ॥

অথ মথুরামাসাদ্য সদ্যএব করাধিকারিষু করমুপসাদ্য তদ্দ্বারা দূরতএব রাজানমনুজানন্তং প্রসাদ্য শকটঘটাবমোচনমেবানঞ্চ নতু শ্রীবসুদেবসদ্ম, কংসে তেন সাকং নিজানাসঞ্জনব্যঞ্জনায় ॥২৭

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। শিষ্টদ্বিষ্টিবিশিষ্টোঽপি সঞ্জাতজাতক-দ্বেষপাতকোঽপি পরধনায়য়া ধনানুসন্ধাননির্ব্বন্ধসন্ধোঽপি স

ততো ব্রজরাজস্য মথুরাপ্রাপ্ত্যনন্তরং কৃত্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। অনুজানন্তং অনুজ্ঞাবিধায়িনং। অবমোচনং স্থানং। আনঞ্চ জগাম ॥ ২৭ ॥

নন্বু শ্রীনারদবাক্যাজ্জ্ঞাতভাবে দেবতাপ্রায়ে ব্রজরাজে কংসস্য তদা কীদৃগ্‌ভাবো জাত ইত্যাশঙ্ক্য স্নিগ্ধকণ্ঠো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি শিষ্টেত্যাদিগদ্যেন। দ্বিষ্টেত্যত্র ভাবে ক্তঃ। পরধনায়য়া পরধনতৃষ্ণয়া। পরস্য ধনং গ্রহীতুমিচ্ছয়া ইতি নামধাতুঃ ধনস্য গ্রহণে ঙা। স কংসঃ।

থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মারামের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দনিমগ্ন যোগীর সাদৃশ্য লাভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর মথুরা প্রদেশে গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ করাধিকারী অর্থাৎ খাজানা লইবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জনসকলকে (কোষাধ্যক্ষ খাজাঞ্চিদিগকে) কর অর্পণ করিলেন এবং ঐ সকল করাধিকারী পুরুষদ্বারা দূর হইতে অনুজ্ঞাকারী রাজাকে প্রসন্ন করিয়া যে স্থানে শকটগুলি রাখা হইয়াছে, সেই স্থানেই আগমন করিলেন, কিন্তু বসুদেবের গৃহে গমন করিলেন না, কারণ ইহার দ্বারা কংসরাজ জানুন্ যে, বসুদেবের সহিত আমার কোন অনুরাগ নাই, এই ভাব প্রকাশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই কংস শিষ্টগণের উপর দ্বেষান্বিত এবং নবকুমারের উপর দ্বেষরূপ পাতকে পাতকী হইয়াছিল ও পরধনের তৃষ্ণায় কেবল ধনানুসন্ধানের আগ্রহেই অভিসন্ধি করিত, সুতরাং যিনি বেদানুশাসনে রত ছিলেন, যিনি বিচিত্র পুত্রের জন্মরূপ

কথমস্মিন্ নিগমশিষ্টসংশ্লিষ্টে বিচিত্রেণ পুত্রেক্ষণেন পুত্রক্ষণেন চ বিস্মায়িতসকলে জগদ্বিত্তবিত্তাশকলে সরলায়তে স্ম ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। উক্তমেব পুরা যৎ প্রগুণতয়াখিলসমঞ্জসযশসঃ শ্রীব্রজেশচন্দ্রমসঃ খল্বস্য গুণেন গুণেনেব * কো বা বদ্ধো ন ভবেদিতি ॥ ২৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। ততস্ততঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ। ততো ব্রজত্রাতরি তং ভ্রাতরমনুনির্জনমিলনায় মন্ত্রং বলয়তি পর্য্যাকলিতাবসরঃ স শ্রীশূরতনূজবরঃ স্বয়ং কেবলসেবকবিশেষসঙ্গিতয়া সম্বলতে স্ম ॥ ৩০ ॥

অস্মিন্ ব্রজরাজে। নিগমশিষ্টসংশ্লিষ্টে বেদশাসনসম্বদ্ধে। পুত্রেক্ষণেন পুত্রজন্মনা যঃ ক্ষণ উৎসবস্তেন। জগদ্বিত্তবিত্তাশকলে জগতি বিত্তং খ্যাতং যাদ্বিত্তং ধনং তেনাশকলে অখণ্ডে পূর্ণে ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠেন তু তদ্ধেতুত্বেন যথোক্তং তদ্বর্ণয়তি উক্তমেবেত্যাদিগদ্যেন। গুণেন গুণেনেব-গুণেন রজ্জ্বা ইব গুণেন মহত্ত্বাদিনা ॥ ২৯ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠঃ শ্রীব্রজরাজেন সহ শ্রীবসুদেবমিলনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তত ইত্যাদিগদ্যেন। সুগমঃ ॥ ৩০ ॥

উৎসবে ক্ষণকালমধ্যে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার ধন জগতে অখণ্ড বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই মহাভাগ্য ব্রজরাজের প্রতি কংস কিরূপে সরলব্যবহার করিতে পারিবে ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন একথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃষ্ট গুণ থাকাতে যাঁহার কীর্ত্তি নিখিল সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্রজরাজরূপ শশধরের প্রশংসনীয় মহত্ত্বাদি গুণরূপ গুণ বা রজ্জুদ্বারা নিশ্চয়ই কোন্ ব্যক্তি না আবদ্ধ হইবেন ? ॥ ২৯

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর ব্রজের ত্রাণকর্ত্তা সেই ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া নির্জ্জনে মিলনের জন্য মন্ত্রণা নিরূপণ করিলে পর, অবসর পাইয়া সেই শূরনন্দন বসুদেব স্বয়ং কেবল কোন একজন বিশিষ্ট ভক্তকে সঙ্গে লইয়া নন্দের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

* গুণেয়গুণেনেব ইতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ।

অথ তেনাব্রজিতসদেশঃ শ্রীমান্ ব্রজমহেশঃ সহসা মহসা বৃততয়া সাভ্যুত্থানমুত্থায় ন্যায়পরমঃ কৃততদভিগমঃ স্বমনুজমনুরক্তঃ পরিষ্বক্তবান্ পরিষ্বক্তশ্চানেন নতু কঞ্চিৎ কশ্চিন্নতবান্ জাতাবেকস্য জ্যায়স্ত্বমন্যস্যতু জাতাবিতি। ন চ কেবলমেতদেব কারণতামবলম্বতে, অপিতু পরস্পরপ্রণয়াতিশয়শ্চ, যেনান্যন্নানুসন্ধাতুং শক্যতে। এতদেবচ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টীকৃতং শ্রীবাদ-

তদেবং বৃত্তে তয়োর্ম্মিলনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। আব্রজিতসদেশঃ আব্রজিতঃ প্রাপিতঃ সদেশো নিকটং যস্য সঃ। একস্য বসুদেবস্য ক্ষত্রিয়ত্বাৎ। অন্যস্য শ্রীনন্দস্য। জাতৌ জন্মনি। সতু বসুদেবঃ তচ্ছিবিরাগতঃ ব্রজরাজবাসস্থানং প্রাপ্তঃ। অত্র শ্রীভাগবতীয়পদ্য-

অনন্তর বসুদেব তাঁহাকে নিকটে লইয়া আসিলেন, নীতিপরায়ণ শ্রীমান্ ব্রজরাজ সহসা তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হইয়া গৌরবের সহিত গাত্রোত্থান করতঃ বসুদেবের সম্মুখে গমন করিলেন এবং অনুরক্ত ভাবে স্বীয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলে পর বসুদেবও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকে প্রণাম করিলেন না। কারণ, একজন অর্থাৎ বসুদেব ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া জ্যেষ্ঠ ছিলেন, আর একজন অর্থাৎ ব্রজরাজ জন্মে (বয়সে) জ্যেষ্ঠ ছিলেন।* কেবল যে ইহাই কারণ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু পরস্পরের সাতিশয় প্রণয়ও ছিল, যাহা দ্বারা অন্য কোন প্রণামাদি বিষয় অনুসন্ধান করিতে পারা যাইত না, অর্থাৎ সমধিক প্রীতির স্থলে প্রণামাদি বাহ্য অনুষ্ঠানের আদর নাই, উহা কেবল লৌকিক মর্য্যাদাবিশেষ। এই কথাই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণি শুকদেবও (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে) দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

* শ্রীবসুদেব মূলপুরুষ দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত শূররাজের পুত্র বলিয়া বর্ণজ্যেষ্ঠ হইলেও বৈশ্যা পত্নীর গর্ভজাত পর্জ্জন্যের পুত্র শ্রীনন্দমহারাজ যে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, ইহাতে জানা যায় যে বসুদেব বয়সে কনিষ্ঠ। ইহা "তত্র শ্রীমদ্ভ্রাত্রা কিমপ্যক্লিষ্টমুপদিষ্টমস্তি" অর্থাৎ শ্রীমান্ বসুদেব ভায়া কোন অক্লিষ্টবাক্য বলিয়াছেন কি? এই দূতের প্রতি পূর্ব্বোক্ত নন্দবাক্যে এবং "দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ" (১০।৫।১৪ ভাগবত) এই বসুদেবোক্তিতেও ইহা প্রমাণিত হয়। (এই বিষয়টী উক্ত স্থানের বৈষ্ণবতোষণীর ভাবেও জানা যায়)।

রায়ণিনা—"দেহঃ প্রাণমিবাগতং" ইতি। অত্র চ দেহস্থানীয়স্য গোস্থানপতেরস্মদীশিতুরেবাসক্তিরতিরিক্তা দর্শিতা, প্রাণঃ খল্বন্যং দেহং সঞ্চরতি, দেহস্তু তং বিনা ন ভবত্যেবেতি। সতু চতুরশিরোমণিঃ স্বয়মেবাগতস্তচ্ছিবিরাগতস্তেনাতিথিবদেব পূজিতস্তদ্ব্যবহারেণ জিতঃ সম্প্রতিজাতয়োঃ স্বতনুজাতয়োঃ প্রসক্তধীরিদমুক্তবান্।

"দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমজায়ত *॥" ইত্যাদি।

উপাধিকৃতহানিবৃদ্ধিং বিনা কৃতস্নেহসমৃদ্ধিময়দেহতয়া গম্ভীর-

মুখাপয়তি দিষ্ট্যেতি। উপাধীতি স্বভাবস্নেহাতিশয়ময়দেহতয়েত্যর্থঃ।

"হে রাজন্! মৃতদেহে প্রাণ আগত হইলে দেহ যেরূপ উত্থিত হয়, প্রিয়মিত্র বসুদেবকে আসিতে দেখিবামাত্র নন্দ সহসা সেইরূপে উত্থিত হইলেন"। এস্থলে আমাদিগের অধিপতি গোষ্ঠপতিকে দেহস্থানীয় বলায় অতিরিক্ত আসক্তি দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ বসুদেবকে প্রাণস্থানীয় ও নন্দকে দেহস্থানীয় বলা হইল। নিশ্চয়ই প্রাণ অন্য দেহে সঞ্চার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই প্রাণব্যতীত দেহ থাকিতে পারে না, (সুতরাং প্রাণ সর্ব্বত্রসঞ্চারী কিন্তু দেহ প্রাণাভাবে জড় বা মৃত। এখানে স্নেহভাবে দেহস্থানীয় নন্দেরই জলাভাবে মীনের ন্যায় সমধিক মাহাত্ম্য প্রকটিত হইল)। পরন্তু সেই চতুরশিরোমণি বসুদেব স্বয়ংই অনুরাগবশতঃ ব্রজরাজের শিবিরস্থান হইতে আগমনপূর্ব্বক তৎকর্তৃক অতিথির ন্যায় পূজিত ও তাঁহার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া সদ্যঃসমুৎপন্ন নিজ অপত্যদ্বয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত হওত এই কথা বলিলেন।

দশমস্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে যথা—"বসুদেব কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি অধিক বয়স্ পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলে, তোমার সন্তানাশা একপ্রকার নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে যে সন্তান লাভ করিয়াছ, এ তোমার পরম ভাগ্য।"

ঔপাধিক ক্ষয়বৃদ্ধিহীন স্নেহসম্পত্তি দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ এবং গম্ভীর স্বর

* প্রজা যৎ সমপদ্যত ইতি পাঠান্তরঃ।

স্বরতয়া চ পয়ঃপয়োধিরিবায়ং ব্রজাধীশ্বরস্তু তস্য সর্ব্বস্তুতস্য বংশান্ কংসকৃতধ্বংসাননুশোচন্ কর্ম্মবাদরোচনয়া ধৈর্য্যং সংবর্ম্ময়ন্নাত্মনশ্চ তস্য চ শর্ম্ম সূনৃতামৃতভৃতসন্তর্পণং কৃতবান্ ॥ ৩১ ॥

ততঃ শ্রীমানানকদুন্দুভিস্তং কৃতকার্য্যমবধার্য্য ভাব্যুৎপাতং বিচার্য্য স্বভবনমেব গন্তুমনুমতবান্ শ্রীব্রজরাজস্তু বস্তুতশ্চেতসা চেতঃ প্রচলিতএব সম্প্রতিতু গেহং প্রতি দেহমেবেহয়ামাস। অথ ব্রজবৃত্তমনুবৃত্ত্যতাং ॥ ৩২ ॥

যথা পূর্ব্বদেবানাং পূর্ব্বমন্ত্রণায়ামামন্ত্রিতা রাক্ষসপক্ষিণী

পয়ঃপয়োধিঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ। সংবর্ম্ময়ন্ বর্ম্মণা কবচনে সমাচ্ছাদয়ন্ সংবর্ম্মন্+নামধাতুঃ ণিঃ, ততঃ শতৃপ্রত্যয়ঃ। সূনৃতেতি সূনৃতং প্রিয়ং অথচ অমৃতেন পূর্ণং যদ্বাক্যং তেন সন্তর্পণং যথা স্যাৎ॥৩১

তদেবমুভয়োঃ প্রিয়ভাষণে সমাপ্ততাং গতে উভাভ্যাং যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। ইতো মথুরায়াঃ ॥ ৩২ ॥

অথ তাদৃশেঽপি ব্রজে পূতনায়া গমনাদিকং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে যথেত্যাদিগদ্যেন। পূর্ব্বদেবানামসুরাণাং।

থাকাতে ক্ষীরার্ণবের ন্যায় ঐ ব্রজরাজ সর্ব্বপূজ্য বসুদেবের বংশধরগণ কংসকর্ত্তৃক হত হওয়াতে অনুশোচনা করিলেন এবং কর্ম্মফলের অপারমহিমা বোধ করত ধৈর্য্য-কবচ আচ্ছাদন করিয়া সত্য অথচ প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতদ্বারা তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক নিজের এবং তাঁহার সুখ উৎপাদন করিলেন ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর শ্রীমান্ বসুদেব, 'গোপরাজ কৃতকার্য্য হইয়াছেন,' এইরূপ নিশ্চয় করত ভাবী উৎপাত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে গমন করিতেই অনুমতি করিলেন। ব্রজরাজও বাস্তবিক মনে মনে মথুরা হইতে একরূপ বহির্গতই হইয়াছিলেন, সম্প্রতি গৃহের প্রতি দেহকেও লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া নন্দের মনঃপ্রাণ গৃহেই ছিল, বসুদেবের কথায় এক্ষণে দেহটীকেও মথুরা হইতে ব্রজে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ব্রজের চরিত্র অনুসরণ করা যাউক্ ॥ ৩২ ॥

অসুরগণ পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিল, সেই মন্ত্রণায় রাক্ষসপক্ষপাতিনী

নির্দ্দশাননির্দ্দশাংশ্চ দেশদেশতঃ শাবকান্ বকানিব শ্যেনী বিনিঘ্নতী কংসস্য নিঘ্নতী বৈরোচনিকন্যা রজন্যামস্যাং ব্রজপ্রদেশসদেশমাজগাম। যা খলু জটাঘটা-বিঘটিত-প্রকটন-মুণ্ডা বিসঙ্কটদংষ্ট্রাসংস্পৃষ্টদষ্টডিম্ভকোটিবিকটতুণ্ডা নেত্রগর্ত্তবর্ত্তমানবর্ত্ম-লোমসমুদ্দণ্ড-কুণ্ডলি-খণ্ডিত-ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিধৈর্য্যা পক্ষতিদ্বয়মধ্যস্থিতবক্ষস্থললম্বমানবক্ষোজযুগলোদ্গীর্ণ-দুগ্ধমিষবিষবিষমজ্বালাসহ্যবলদহ্য-

—৪।—

শ্যেনী শ্যেনপক্ষিস্ত্রী। কংসস্যেত্যত্র স্বস্বামিভাবসম্বন্ধে ষষ্ঠী। সদেশং নিকটং। জটাঘটেতি। জটাসমূহেন বিঘটিতং বিরূপস্য প্রকটনং যস্য এবম্ভূতং মুণ্ডং যস্যাঃ সা। বিসঙ্কটেতি। বিসঙ্কটদংষ্ট্রাভিঃ সংস্পৃষ্টদষ্টা চ আদৌ সংস্পৃষ্টা পশ্চাৎ দষ্টাচ যা ডিম্ভকোটিস্তয়া বিকটং তুণ্ডং যস্যাঃ সা। নেত্রেতি। নেত্রগর্ত্তে বর্ত্তমানং যদ্বর্ত্ম তস্মিন্ যে লোমসমুদ্দণ্ডাঃ কুণ্ডলিনঃ তৈঃ খণ্ডিতং ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিজনানাং ধৈর্য্যং যয়া সা। পক্ষতীতি। পক্ষতিঃ পক্ষমূলং পার্শ্বদ্বয়মধ্যং যদ্বক্ষস্থলং তস্মিন্ লম্বমানং যৎ স্তনযুগলং তস্মাৎ ক্ষরিতং যদ্দুগ্ধং তদেব মিষং ছলং যস্য এবম্ভূতং যদ্বিষং

বলিকন্যা পূতনাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। শ্যেনপক্ষিণী যেরূপ বকশাবকদিগকে বধ করে, সেইরূপ কংসের অধীনা সেই রাক্ষসী দেশে দেশে অনির্দ্দশ ও নির্দ্দশ অর্থাৎ দশদিনের অনধিক ও দশদিনের অধিক বালকদিগকে বধ করিতে করিতে ঐ রাত্রিতেই ব্রজভূমির নিকটে আগমন করিল। উহার মুণ্ড জটাসমূহের ঘটনায় বিকৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছিল। ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রাদ্বারা যে সকল শিশু প্রথমে সংস্পৃষ্ট এবং পশ্চাৎ দষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তাহার ওষ্ঠভাগ অত্যন্ত বিকট হইয়াছিল। তাহার নেত্রের গর্ত্তমধ্যে যে পথ ছিল এবং সেই পথে লোমরূপ সমুদ্দণ্ড অর্থাৎ ঊর্দ্ধফণাযুক্ত যে কুণ্ডলী (সর্প) বিদ্যমান ছিল, তাহা দ্বারা ঐ রাক্ষসী ব্রহ্মাণ্ডস্থিত লোকসকলের ধৈর্য্য লোপ করিত অর্থাৎ নাসাবিবর হইতে বহির্গত সর্পাকৃতি ভীষণ লোমদর্শনে লোকসকল ভয়ে কম্পিত হইত। পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থিত বক্ষঃস্থলের মধ্যে তাহার যে স্তনযুগল লম্বমান ছিল ও তাহা হইতে যে দুগ্ধ রক্ষিত হইত, সেই দুগ্ধক্ষরণচ্ছলে বিষ নির্গত হইত এবং ঐ বিষের বিষম জ্বালার যে অসহ্য শক্তি ছিল, তাহা দ্বারা ঐ রাক্ষসী চরম অর্থাৎ প্রাণপর্য্যন্ত দগ্ধ

মানপর্য্যন্ততয়া যন্ত্রিতজন্তুস্থৈর্য্যা চেত্যাদিমহাঘোরতাবহা। কিং বহুনা। প্রতীকমাত্রপ্রাণিপ্রতীকা পৃথুকানেব চ পৃথুকানিব কুর্ব্বতী বর্ত্ততে॥ ৩৩॥

অথ সা শ্রীব্রজক্ষিতীশরক্ষিত-গীর্ব্বাণবাণজ্ঞ-ধানুষ্কভিয়া * দুষ্করস্বরূপং বিহায় হারিরূপান্তরং প্রাতিহারিকতয়া ধৃতবতী। যেন খলু সম্পদধিদেবীয়মধিভূমি সম্পতন্তী নিজাশ্রয়বিশেষ-মন্বিচ্ছন্তী চ সর্ব্বসল্লক্ষণতয়া কৃতলক্ষণং সম্প্রতি জাতং শ্রীব্রজ-

তস্যা যা বিষমজ্বালা তস্যা যদসহ্যং বলং তেন দহ্যমানং পর্য্যন্তং চরমো যয়া তয়া। যন্ত্রিতেতি যন্ত্রিতং প্রতিবদ্ধং জন্তুনাং প্রাণিনাং স্থৈর্য্যং যয়া সা। প্রতীকেতি। প্রতীকেন একদেশস্পর্শ-মাত্রেণ প্রাণিনাং প্রতিকূলা। পৃথুকান্ বালকান্। পৃথুকান্ চিপীটকান্॥ ৩৩॥

ননু তাদৃশে ব্রজে তাদৃশ্যাস্তস্যাঃ কথং প্রবেশো বভূব কথং বা রক্ষাকারিভির্ন নিবারিতা চেত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। শ্রীব্রজেতি। গীর্ব্বাণবাণা নারায়ণাদিবাণাস্তান্ জানন্তি যে ধানুষ্কাস্তেষাং ভিয়া। হারিরূপান্তরং মনোরমরূপভেদং। প্রাতিহারিকতয়া মায়োদ্ভবতয়া।

করিত বলিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রাণিগণের ধৈর্য্যও লোপ পাইত। এইরূপে সে মহাভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল। অধিক আর কি বলিব তাহার শরীরের একদেশের স্পর্শমাত্রে সে প্রাণিগণের পক্ষে প্রতিকূল বা ভীষণমূর্ত্তি হইত। পৃথুক অর্থাৎ বালকদিগকে পৃথুক বা চিপীটক (চিঁড়া) রাশির ন্যায় অক্লেশে ভোজন করিতে পারিত॥ ৩৩॥

অনন্তর সেই পূতনা ব্রজরাজরক্ষিত নারায়ণাদিবাণবেত্তা ধনুর্দ্ধারিব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া আপনার দুর্ল্লভ রূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মায়া উদ্ভাবন করতঃ একটী মনোহর রূপ ধারণ করিল। সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যদ্বারা লোকের মনে এবং পূতনার নিজসম্বন্ধেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যথা—নিশ্চয় হইল যে ইনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভূলোকে আগমন এবং আপনার আশ্রয়বিশেষের অন্বেষণ করিয়া "সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত ও সম্প্রতি সমুৎপন্ন

* গীর্ব্বাণবাণহৃদানুষ্কভিয়া। ইতি আনন্দপুস্তকপাঠঃ।

রাজজাতমেব সমাশ্রয়িষ্যতীতি মত্বা তস্যা নূতনবপুঃ পূতনায়াশ্চাকৃতমমত্বা হারিতহৃদ্ভীরক্ষিভির্ন নিবারিতা, রক্ষিণীভিশ্চ নাবধারিতা, যেয়ং পক্ষপাতিনী কংসপক্ষপাতিনী * সাত্বতভর্ত্তুঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিপ্রদেশমনুবর্ত্তিতুমসমর্থা তদ্বহির্মুখানামর্ভকান্নিঘ্নতী তৎপক্ষপাতিন্যেব লক্ষিতা। এবমপ্যস্যাঃ শ্রীমদ্ব্রজাগমনাদিকন্তু কৌতুকবিশেষায় সাধয়িতুং যোগমায়া খলু যোগমায়ান্তী বভূব। যস্যাশ্চ হেতোরন্যত্র কুত্রচিন্নেত্রমনাদধতী সর্ব্বমত্যাদধতী শ্রীমন্নন্দমন্দিরস্থং তমেব বালকমালোকয়ামাস।

অধিভূমি ভূমিমধিকৃত্য। আকূতং অভিপ্রায়ং অমত্বা অজ্ঞাত্বা। রক্ষিণীভির্ধাত্র্যাদিভিঃ। পক্ষপাতিনী পক্ষাভ্যাং পতিতুং শীলং যস্যাঃ সা। তৎপক্ষপাতিনী কংসসহায়া। যোগং ব্রজসম্বন্ধং আয়ান্তী আগচ্ছন্তী অত্যাদধতী। অত্যাধানমতিক্রম ইতি ক্ষীরস্বামী।

ব্রজরাজপুত্রকেই আশ্রয় করিবে" এইরূপ মনে করিয়া এবং সেই নূতন শরীরধারিণী পূতনার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া পূতনার বর্ত্তমান ভাবদর্শনে বুদ্ধিহারা রক্ষক পুরুষগণ তাহাকে নিবারণ করেন নাই, তথা বালকের রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রী প্রভৃতি রমণীগণও কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। এই পূতনা পক্ষপাতিনী অর্থাৎ দুইখানী পাখা দিয়া গমন করিতে পারিত, অথচ কংসের পক্ষপাতিনী (অনুগামিনী) ছিল। যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের যথায় শ্রবণ এবং কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল প্রদেশে গমন করিতে পারিত না, এই কারণে নারায়ণবহির্মুখ লোকদিগের বালকদিগকে বধ করিলেও তাহাকে সকলেই কংসের পক্ষপাতিনী বলিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিল।

এইরূপে শ্রীব্রজধামে পূতনার আগমনাদি কার্য্য কৌতুকবিশেষের জন্য সম্পাদন করিতে নিশ্চয়ই যোগমায়া যোগ বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ঐ যোগমায়ার প্রভাবেই পূতনা অন্য কোন স্থলে নেত্র সমর্পণ না করিয়া সকলকেই অতিক্রম করত শ্রীমান্ নন্দের গৃহস্থিত সেই বালককেই কেবল

* কংসপক্ষপাতিনীতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

অঙ্গারধানীসঙ্গতস্ফুলিঙ্গবদঙ্গারসঙ্ঘমিব তমসি পতঙ্গী তঞ্চ যোগমায়াকৃতপ্রাকৃতবালককল্পতাকল্পনয়া যথাবন্নানুবভূব, উজ্জ্বলগুঞ্জাপুঞ্জতুলনয়া প্রজ্বলদিঙ্গলমিব ॥ ৩৪ ॥

অয়ন্তু শ্রীমান্নন্দনন্দনঃ স্বতাতশুভানুধ্যানময়যোগমায়য়া সেবিততয়া জন্মতএব সমস্তজ্ঞানাদিসম্পন্ময়তাশস্তঃ স্বজনস্নেহবশম্বদবাল্যাদিলীলাসুখাবেশেন তত্রানাদৃত্যাতুলতদ্ব্যক্তিব্যতিরিক্তীকৃতস্তথাপ্যবসরমবাপ্য মধ্যং মধ্যং সা স্বসেবামধ্যবস্যন্তী

স্ফুলিঙ্গমগ্নিকণঃ তদ্বিশিষ্টাঙ্গারসমূহং । তমসি অন্ধকারে যোগমায়াকৃতপ্রাকৃতবালককল্পনয়া যোগমায়াকৃতো যঃ প্রাকৃতবালককল্পঃ তস্য ভাবস্তয়া যা কল্পনা তয়া । অত্র প্রাকৃতবালকতুল্যকল্পনয়া অঙ্গারসাদৃশ্যং বালকস্য স্ফুলিঙ্গসাদৃশ্যং । প্রজ্বলদিঙ্গলং প্রজ্বলিতানলং ॥ ৩৪ ॥

তাং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কিং কৃতবান্ যোগমায়া বা কিং সাহায্যং চকার ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি অয়ন্ত্বিত্যাদিগদ্যেন । অনুধ্যানময়েত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ । শস্তঃ স্তুতঃ প্রশস্তো বা । তত্র যোগমায়ায়াং তদ্ব্যক্তিব্যতিরিক্তীকৃতঃ তদ্ব্যক্ত্যা সমস্তজ্ঞানাদিসম্পন্ময়ত্বপ্রকাশেন ব্যতিরিক্তীকৃতঃ বিরহিতঃ । সা যোগমায়া ॥ ৩৫ ॥

অবলোকন করিয়াছিল । অঙ্গারের মধ্যে অগ্নিকণ থাকিলে বিহঙ্গী যেরূপ কিছুই অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ অঙ্গারের পাত্রস্থিত স্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গারসমূহের মত (ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ) সেই বালককে যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারে নাই । কারণ যোগমায়া যোগবলে প্রাকৃত বালকের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছিলেন, এই হেতু অগ্নিযুক্ত উজ্জ্বল অঙ্গাররাশিকে যেমন অজ্ঞ বালকাদি হঠাৎ উজ্জ্বল গুঞ্জাপুঞ্জ অর্থাৎ কুঁচের রাশির মত বোধ করে, সেইরূপ প্রজ্বলিত অঙ্গারের তুল্য বালকের প্রকৃত অবস্থা পূতনা অনুভব করিতে পারে নাই, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে প্রজ্বলিত অঙ্গারে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতই কৃষ্ণসমীপে পূতনা আত্মবিনাশের জন্য আগমন করিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু এই শ্রীমান্ নন্দকুমারকে তৎকালে নিজ পিতা নন্দের শুভানুধ্যায়িনী দেবী যোগমায়া সেবা করাতে, জন্ম হইতেই শিশু সমস্ত জ্ঞানাদি সম্পত্তিবিষয়ে প্রচুর নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন এবং আত্মীয় জনগণের স্নেহানুকূল বাল্যাদি লীলার

তত্র প্রাদুর্ভবতি। ততঃ সম্প্রতি চ তামন্তর্বিকৃতাকৃতিমুপলভ্য ভব্যস্বভাবরোচনে লোচনে নিমীলিতবান্॥ ৩৫॥

ততশ্চ সা সহসা পরাভাব্যধিয়া ভিয়া বিনা ভূতা তমঙ্কমেব নিঃশঙ্কমানীতবতী মূষিকধিয়া * সর্পন্তী সর্পী নকুলমিব॥ ৩৬॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। অগ্রজন্মংস্তন্মাতরৌ কথমিব তামপরিচিতাং ন নিবারিতবত্যৌ নচ বিচারিতবত্যৌ॥ ৩৭॥

এবমপি তস্যা নির্ভয়কার্য্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। পরাভাব্যধিয়া এষ মম পরাভববিষয় এবংরূপয়া বুদ্ধ্যা ভয়রহিতা॥ ৩৬॥

তদেবং সতি তস্য মাত্রোর্বাৎসল্যভাবো হতএব স্যাদিতি সন্দিহানঃ স্নিগ্ধকণ্ঠো যথা অপৃচ্ছৎ তদ্বর্ণয়তি অগ্রজন্মন্নিত্যাদিগদ্যেন॥ ৩৭॥

সুখাবেশে যোগমায়ার প্রতি আদর না থাকাকে প্রচুর জ্ঞানাদি সম্পত্তি প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ হইলেও অবসর পাইয়া মধ্যে মধ্যে সেই যোগমায়া স্বীয় সেবা নিশ্চয় করত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রাদুর্ভূত হইতেন। তদনন্তর অন্তরে সেই বিকৃতাকৃতি রাক্ষসীকে জানিতে পারিয়া শুভ অথচ স্বভাবসুন্দর নেত্রযুগল সম্প্রতি নিমীলিত করিলেন॥ ৩৫॥

তাহার পর মূষিকবুদ্ধিতে নিজের খাদ্যজ্ঞানে ভুজঙ্গী যেরূপ নিকটে গিয়া নকুলকে (নিজের শত্রুকে) ক্রোড়ে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই পূতনা সহসা এই বালককে 'আমি পরাভব করিতে পারিব' এইরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়াই নির্ভয়-মনে অকাতরে সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিল॥ ৩৬॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, হে অগ্রজ! অর্থাৎ হে জ্যেষ্ঠ মধুকণ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের জননীদ্বয় (যশোদা ও রোহিণী) কেন অপরিচিতা সেই রমণীকে নিবারণ করিলেন না, এবং কেনই বা বিচার করিলেন না?॥ ৩৭॥

* মূষিকস্থলে মূষকেতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । পুরস্তাদেব যোগমায়াখ্যং কারণমুপন্যস্তং প্রক্রিয়ান্তরঞ্চ তত্র তয়া ক্রিয়তে স্ম । যথা—সা হি, তত্রান্ত-র্গূঢ়াঙ্গভুজঙ্গীসঙ্গতায়াঃ কূটকনকময়-পয়ঃকনকালুকায়াঃ সাম্যাব-গম্যং রূপং দধতী পরিতঃ স্রবদস্রধারা-বারাঽজস্রস্তন্যপ্রবাহান্ বহন্তী স্নেহানুকারকদেহত এব তে মোহিতবতী ।

পুনশ্চেদং সগদ্গদং জগাদ । অয়ি যশোদে ! ত্বমপি হঠো-দ্ভরতয়া কঠোরাসি, সুতরান্তু স্বসুতস্থিতচিত্তাদ্রোহিণা রোহিণা শয়নতল এবেদৃশসুকুমারং কুমারং নিধায় চিন্তামবিধায় নাতি-কৃতনিষ্ঠং তিষ্ঠথঃ * নতু হৃদয়ে । প্রাণা অপি হৃদয়এব রক্ষণীয়াঃ কিমুত প্রাণাধিকোঽয়ং সুতঃ, তস্মাৎ ধিগ্বো রাক্ষসীতোঽপি

মধুকণ্ঠস্তু তত্র সমাধাতুং যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি পুরস্তাদেবেত্যাদিগদ্যেন । কনকালুকায়াঃ সুবর্ণভৃঙ্গারস্য । ভৃঙ্গারঃ কনকালুকা ইত্যমরঃ । ঈদৃশসুকুমারং অতিকোমলং ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, যোগমায়া যে ইহার কারণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে লোকে নিবারণ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে পূতনা অন্যপ্রকার প্রক্রিয়াও করিয়াছিল যথা—সেই পূতনা পুরমধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তৎকালে অন্তরে গূঢ়াঙ্গ ভুজঙ্গীর সহিত সঙ্গতা অর্থাৎ কালসর্পীর মত মায়া বা গিল্টিকরা স্বর্ণময় ভৃঙ্গারের (জলপাত্রবিশেষের) মত আকৃতি ধারণ করিয়াছিল ও নির্গলিত নয়নজলধারা সমূহে অবিরত স্তন্যদুগ্ধপ্রবাহ বহন করিয়া স্নেহানুকারী দেহদ্বারা দুই জননীকেই মোহিত করিয়া ফেলিল ।

পুনর্ব্বার গদ্গদ বাক্যে পূতনা এই কথা বলিল, অয়ি যশোদে ! তুমিও অধিক অবিবেচনার কার্য্যদ্বারা কঠিনা হইয়াছ, সুতরাং নিজপুত্রের প্রতি স্থিতচিত্তা রোহিণীও হিংসাকারিণী হইয়াছে। যে হেতু তোমরা শয্যাতলেই এইরূপ কোমলাঙ্গ পুত্রকে রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে পুত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া কার্য্যান্তরে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তোমরা পুত্রকে ভুলিয়া বসিয়া আছ । প্রাণকেও যখন

* তিষ্ঠথঃ ইত্যত্র নিঃথঃ ইতি আনন্দপুস্তকে দৃশ্যতে ।

রূক্ষমানসা মানুষীঃ। অহন্তু সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্বয়া প্রসূতং সুতং বিশ্ববিলক্ষণলক্ষণং শ্রুত্বা তৎক্ষণমেবাগতানেন বসন্তেন বাসন্তীমিব দৃষ্টিং হৃষ্টাং কৃতবত্যস্মি, মম চ স্তনৌ সর্ব্বশ্রেয়স্তননাবিত্যমৃতং * ক্ষরতঃ যেন পীতেন সোঽয়ং নিঃসন্দেহসিদ্ধদেহঃ স্যাৎ। তস্মাদহমস্য সর্ব্বসুখবিধাত্রী ধাত্রী চ ভবিষ্যামীতি ॥৩৮॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। ততো গ্রহণাদনন্তরং কিং জাতং।

মধুকণ্ঠ উবাচ। তদেবং মিষতঃ সা বিষযোষা তং গৃহীত্বা বিলম্বং হিত্বা চুচূকোপর্য্যেব † তন্মুখবায়ুর্য্যস্তবং নিদধে ॥ ৩৯ ॥

তৎক্ষণমেব শ্রবণকালএব। বসন্তেন ঋতুনা মাধবীলতামিব ॥ ৩৮ ॥

এবং শ্রুতবতা স্নিগ্ধকণ্ঠেন যৎ পৃষ্টং মধুকণ্ঠেনচ যথোত্তরং দত্তং তদ্বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। মিষতশ্ছলেন। বিষযোষা বিষপ্রচুরা নারী। বায়ুর্য্যস্তবং পদ্মং ॥ ৩৯ ॥

হৃদয়ে রাখিতে হয়. তখন প্রাণাধিক এই পুত্রকে যে কি করিতে হয়, তাহা আর কি বলিব, অতএব রাক্ষসী অপেক্ষাও কঠিনহৃদয়া তোমাদের মত মানবীদিগকে ধিক্। আর দেখ আমি সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (লক্ষ্মী) হইয়া আমার উৎপাদিত অলৌকিক সুলক্ষণদ্বারা লক্ষিত এই পুত্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়াছি এবং বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে মাধবীলতা যেরূপ আনন্দিত হয় সেইরূপ এই বালককে দেখিয়া আমি আমার চক্ষুকে আনন্দিত করিয়াছি, আমার স্তনযুগলও সকলের মঙ্গলবিস্তারকারী হইয়া নিত্যই অমৃতক্ষরণ করিতেছে। এই অমৃত পান করিলে বালকটী নিশ্চয়ই সিদ্ধদেহ হইতে পারিবে। অতএব আমি এই বালককে ধাত্রী হইয়া সর্ব্বসুখ বিধান করিব ॥ ৩৮ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর সে বালককে গ্রহণ করিলে কি ঘটিয়াছিল?

মধুকণ্ঠ কহিলেন, এই প্রকার ছলনাদ্বারা সেই বিষপ্রদায়িনী পূতনা বালককে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে স্তনের অগ্রভাগেই তাঁহার মুখপদ্ম স্থাপিত করিল। ৩৯ ॥

* স্তননৌ নিত্যমমৃতং ইতি গৌরপুস্তকপাঠঃ।

† চুচুকং চুচূকং চূচুকং ইতি রূপত্রয়ং দৃশ্যতেঽমরকোষটীকায়াং।

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সভয়মুবাচ । ততস্ততঃ ॥

মধুকণ্ঠঃ সহাসমুবাচ । ততঃ স তু স্বমাতুঃ সাক্ষাত্তস্যাস্তাদৃশভৃশদুর্নয়দর্শনাদুপজাতেন তৎপ্রাণান্ পিবতা রোষতেজঃসঙ্ঘাতেন তৎস্তন্যস্য তদ্দেহস্য চ দোষং শোষয়ংস্তথাপি * মাতৃভাবাভাসস্ফুরদুল্লাসস্বস্পর্শস্বাভাব্যেন তু তদ্দেহে সুগন্ধিতাসুগন্ধিতামিব † তৎস্তন্যে পীযূষতাং রূষয়ংশ্চূষণং চকার ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণেন পূতনাস্তন্যপানমিত্থং বিরোচতে ।
যথা গঙ্গাপ্রবাহেণ কর্ম্মনাশাজলাহুতিঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণোঽপি ছলমাশ্রিত্য যথা তস্যাঃ প্রাণানপিবত্তদ্বর্ণয়তি ততঃ স ত্বিত্যাদিগদ্যেন । সতু বালকঃ । সুগন্ধিতাসুগন্ধিতাং সুগন্ধিতায়া অপি সুগন্ধিতাং সুগন্ধিপরাকাষ্ঠামিব । পীযূষতাং সুধাত্বং । রূষয়ন্ ম্রক্ষয়ন্ । রূষৎক স্যাদ্বিস্ফুরণে ইত্যদন্তচুরাদিঃ ॥ ৪০ ॥

অত্র কবিসম্প্রদায়ো যথোৎপ্রেক্ষতে তদ্বর্ণয়তি কৃষ্ণেনেতিপদ্যেন ॥ ৪১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ সভয়ে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

মধুকণ্ঠ সহাস্যে কহিলেন । তাহার পর সেই বালক নিজ জননীর সাক্ষাতে পূতনার তাদৃশ নিতান্ত দুর্নীতি দর্শনজন্য তাহার প্রাণান্তকারি কোপ-প্রসূত তেজোরাশি দ্বারা তাহার স্তন্যদুগ্ধ এবং তাহার দেহের দোষকে শোধিত করিল এবং মাতৃভাবের যে আভাসমাত্র স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, সেই কিঞ্চিন্মাত্র মাতৃতাসংস্পর্শের স্বভাববশতই যেন তাহার দেহে সৌরভ সঞ্চারের ন্যায় অমৃতভাব সংযোজিত করিয়া রোষবিস্ফুরিতভাবে চূষণ অর্থাৎ স্তন্যপান করিলেন ॥ ৪০ ॥

যেমন গঙ্গানদীর প্রবাহদ্বারা কর্ম্মনাশা নদীর জলের আহুতি অর্থাৎ পবিত্রতা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পূতনার স্তনদুগ্ধ পান এই প্রকারে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

* তথাপীতি গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি ।

† প্রথমঃ "সুগন্ধিতা" ইত্যংশঃ গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি ।

সা তু রাক্ষসপক্ষিণী মুঞ্চ মুঞ্চেতি * পুষ্টক্রুষ্টতয়া ব্যথিতসনীড়াং পীড়াং প্রপঞ্চয়ন্তী প্রাণানপি মুঞ্চন্তী সংস্কারবশাৎ তং বক্ষস্যেব নিক্ষিপ্য পক্ষবিক্ষেপাদ্ব্রজাদ্বহিঃ সসার মমার চ। যত্র হ্রাদিনী সা হ্রাদিনীত্যেব তর্ক্যতে স্ম। যত্র চ স্বরূপাবস্থিতিমেব চাসসার ॥ ৪২ ॥

উড্ডিড্যে সপদি যদা তু পক্ষিণী সা
তং বালং হৃদি পরিগৃহ্য লম্বমানং।
উড্ডীনা দ্রুততরমেব মাতৃযুগ্ম-
প্রাণাশ্চ স্ফুটিতহৃদম্বুজাদিবাসন্ ॥ ৪৩ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন প্রাণাকর্ষণে কৃতে পূতনা যৎ কৃত্যং বিদধৌ তদ্বর্ণয়তি সা ত্বিত্যাদিগদ্যেন। ব্যথিতসনীড়াং ব্যথিততনুং। পক্ষবিক্ষেপাৎ পক্ষদ্বয়চালনাৎ। হ্রাদিনী শব্দায়মানা। হ্রাদিনী সবজ্রবিদ্যুৎ। আসসার প্রাপ ॥ ৪২ ॥

তস্যা মৃত্যোঃ পূর্ব্বাবস্থাং বর্ণয়তি উড্ডিড্যে ইতিপদ্যেন। আকাশমধ্যং প্রাপ্তা সতীত্যর্থঃ। উড্ডীনা মাতৃযুগ্মপ্রাণা উড্ডীনাঃ সন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কিন্তু সেই রাক্ষসরূপিণী বিহঙ্গী 'আমাকে ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও' এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং দেহের ব্যথাদায়িনী পীড়া প্রকাশ করিয়া নিজ জীবনও বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সংস্কারবশতঃ কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিয়াই পক্ষচালনাপূর্ব্বক ব্রজভূমির বাহিরে গমন করিল এবং মরিয়াও গেল। তাহা দেখিয়া সকল লোক এইরূপ তর্ক করিয়াছিল যে, যেন ভীষণশব্দে বজ্রই পতিত হইয়াছে। ঐ স্থানে গিয়া পূতনা নিজের স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

যৎকালে সেই রাক্ষসরূপিণী পাষাণী হৃদয়ে লম্বমান বালককে লইয়া সহসা উড়িয়া গেল, তৎকালে স্ফুটিতহৃদয়রূপ কমল হইতে যেন মাতৃদ্বয়ের জীবনও শীঘ্র উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

---

* সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী, নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মস্থ। ইতিতস্য মূলং ভাগবতে।

তস্মিন্ হৃতে পূতনয়াতু বালে
মাত্রোর্যদি প্রাণগণো ন মূর্চ্ছেৎ।
ভোক্তুং তদাভীলকুলং তদা তে
কিং শক্নুয়াতামপি কিন্তু নৈব ॥ ৪৪ ॥

আক্রন্দাদ্ভিদুরাণি পক্ষপবনাৎ কল্পং ভুবি ভ্রংশনাৎ
ভূভ্রংশং শবরূপতাশবলনাদ্গোত্রাঙ্গপঙ্‌ক্তীরপি।
আশঙ্ক্যাভিগতা দিবিষ্ঠপটলী তত্তদ্বিজাতীয়তাং
নির্ণীয়াথ বিসিস্মিয়ে কতিপয়ং কালং বকীসংস্থিতৌ ॥ ৪৫ ॥

ততশ্চ পূতনাং নিশ্চিত্য—

তস্যাঃ স্ম‌রা বক্ষসি লগ্নমেনং
স্মেরং গৃহীতাকৃশচূচুকাগ্রং।

তদাচ মাত্রোর্যাদৃগবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি তস্মিন্নিত্যাদিপদ্যেন। তদাভীলকুলং তাদৃশ-কষ্টসমূহং। তে মাতরৌ। কিন্তু নৈব মৃত্যুং প্রাপতুরেব ॥ ৪৪ ॥

তদা দেবানাং যাদৃগ্‌বিস্ময়ো জাতস্তং বর্ণয়তি আক্রন্দাদিতি পদ্যেন। ভিদুরাণি বজ্রাণি। শবরূপতা মৃতদেহমিশ্রণাৎ। গোত্রাঙ্গপঙ্‌ক্তীঃ পর্ব্বতশিলাশ্রেণীঃ। তত্তদ্বিজাতীয়তাং বজ্রাদীনাং। বকীসংস্থিতৌ পূতনামৃত্যৌ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রভাববিজ্ঞানাং দেবানাং বৃত্তং বর্ণয়তি তস্যা ইত্যাদিপদ্যেন। অকৃশং স্থূলং ॥ ৪৬ ॥

পূতনা রাক্ষসী সেই শিশুকে হরণ করিলে যদি মাতৃদ্বয়ের প্রাণবায়ুসকল মূর্চ্ছিত না হইত তাহা হইলে তৎকালে তাঁহারা দুইজনে কি সেই কষ্টরাশি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেন? কিন্তু কখনই পরিতেন না, সত্যই উভয়ে মরিয়া যাইতেন ॥ ৪৪ ॥

পূতনার মৃত্যু হইলে স্বর্গবাসী দেবগণ এইরূপ আশঙ্কা করিলেন যথা—তাহার ক্রন্দনরবে বজ্রপাত শব্দ, তাহার পক্ষপবনে উপস্থিত প্রলয়কাল, ভূতল-পতনে সঙ্ঘটিত ভূমিকম্প এবং শবদেহের মিশ্রণকে পর্ব্বতের শিলাশ্রেণী আশঙ্কা করিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক সেই সেই বিজাতীয় ভাব নির্ণয় করত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর দেবগণ পূতনাকে নিশ্চয় করিয়া দেখিলেন—পূতনার বক্ষঃস্থলে ঐ

অস্য প্রভাবাবলিবিজ্ঞচিত্তাঃ
সর্ব্বে সমন্তাজ্জহসুর্বিলোক্য ॥ ৪৬॥
ঊচুশ্চ ॥
অভজদিহ যদেষা পর্ব্বতাকারবর্ষ্মা
ক্ষয়মতিতনুমূর্ত্তিং প্রাপ্য বালং তমেতং।
ন হি তদতিবিচিত্রং প্রেক্ষ্যতামেব সাক্ষা-
দ্বিধুরয়মমৃতাঙ্গঃ পূতনেয়ং বিষাঙ্গী ॥ ৪৭ ॥
তথাচ।
বিষং স্যাদ্বিষমন্যস্মিন্নমৃতন্তু বিষে বিষং।
পূতনাকৃষ্ণসঙ্ঘর্ষে দৃশ্যতামেতদেব হি ॥ ৪৮ ॥

তেষাঞ্চ সমুক্তিবাক্যং বর্ণয়তি অভজদিতিপদ্যদ্বয়েন। অমৃতাঙ্গঃ অমৃতেন বিষস্য নাশো ভবত্যেব ॥ ৪৭ ॥
তদ্যুক্তিবাক্যং নির্দ্দিশতি বিষমিতিপদ্যেন ॥ ৪৮ ॥

বালক সংলগ্ন রহিয়াছেন এবং ঐ শিশু রাক্ষসীর স্থূল স্তনাগ্রভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব পরিচিতই ছিল, এই হেতু তাহা দেখিয়া সকলে চারিদিকে হাসিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে সেই পূতনা রাক্ষসীকে দেখিয়া দেবগণও বলিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ক্ষুদ্রমূর্ত্তি এই বালককে পাইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘাকার এই রাক্ষসী যে এই স্থানে ক্ষয় পাইয়াছে, ইহা অত্যন্ত বিচিত্র নহে, দেখ এই শিশু অমৃতদেহধারী সাক্ষাৎ শশধর এবং এই পূতনার দেহ বিষময়। অর্থাৎ অমৃতের দ্বারা বিষের নাশ অবশ্যম্ভাবী ॥ ৪৭ ॥

বিষ অন্য কোন বস্তুতে সংযুক্ত হইয়াও সেই বস্তুর সহিতই বিষ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকেও বিষ করিয়া লয়, এবং অমৃতও বিষে সংযুক্ত হইলে উভয়ে বিষ হইয়া থাকে। ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অমৃতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ

অথবা।

নবনবরসপাকাতুৎপলাভোগধাত্রী
স্থলজ-জলজ-পদ্মে সর্ব্বদা দুঃখদাত্রী।
রজনিচরগণানাং শশ্বদামোদপাত্রী
প্রতিহরি লয়মাগাৎ পূতনাব্যাজরাত্রী॥ ৪৯॥

কিন্তু, স্বচরিতচাতুরীভিরিদমিবায়ং সূচয়তি॥ ৫০॥

পূতনায়াঃ সদৃষ্টান্তং মৃত্যুং তেষাং বাক্যেন বর্ণয়তি নবনবেতি পদ্যেন। নবনবেত্যাদি পূতনাপক্ষে—নবনবরসো যঃ পাকো ডিম্ভস্তস্মাৎ তং প্রাপ্য। উৎ-পলং উৎকৃষ্টং পলং মাংসং তস্যাভোগধাত্রী। রাত্রিপক্ষে—নবনবজলানাং যঃ পাকঃ পরিণামস্তস্মাৎ উৎপলানাং পোষণ-কর্ত্রী। স্থলজানাং জলজানাঞ্চ পদ্মে বৃন্দে। পক্ষে। পদ্মং কমলং তস্মিন্। প্রতিহরি হরিং বিষ্ণুং লক্ষীকৃত্য। রাত্রিপক্ষে হরিঃ সূর্য্যঃ॥ ৪৯॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য হার্দ্দং ভাবং বর্ণয়তি কিন্ত্বিত্যাদি গদ্যেন। অয়ং বালকঃ॥ ৫০॥

বিষাঙ্গী পূতনাতে সংযুক্ত হইল, অথচ শ্রীকৃষ্ণ অমৃতাঙ্গই থাকিলেন, পূতনাও বিষাঙ্গী থাকিল, উভয়ের স্বভাবের কিছুই বৈপরীত্য ঘটিল না॥ ৪৮॥

অথবা—এই পূতনানাম্নী কপটরাত্রি, নব নব রসপরিপক্ব বালক হইতে "উৎ-পল" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মাংসের পরিপূর্ণতা (রাক্ষসোচিত ভীষণ বৃহদ্বপুঃ) ধারণ করিয়া স্থলজ ও জলজ পদ্মের (স্থলচর জলচর জীবগণের) উপর সর্ব্বদা দুঃখ দানপূর্ব্বক রজনীচরগণের সর্ব্বদা আনন্দ উৎপাদন করিয়া "প্রতিহরি" (শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া) লয় পাইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, রাত্রিও নব নব রসের পরিণামহেতু উৎপলদিগের পোষণকারিণী হইয়া স্থলপদ্ম এবং জলপদ্মের প্রতি দুঃখ দানপূর্ব্বক রাত্রিসঞ্চারী জীবগণের সর্ব্বদা আনন্দপাত্রী হইয়া "প্রতিহরি" (সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের আভাসমাত্রেই) লয় পাইয়া থাকে। সূর্য্যের নিকট নৈশ অন্ধকারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূতনার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই ফলিতার্থ॥ ৪৯॥

কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ আপনার চরিত্রের বহুবিধ চাতুরীদ্বারা কেবল ইহাই সূচনা করিতেছেন॥ ৫০॥

স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা
দত্তস্ত্বয়া স স্বয়মাননে মম।
ময়া চ পীতো ম্রিয়তে যদি ত্বয়া
কিম্বা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাং ॥ ৫১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ। হন্ত শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং দীনানাং কা মর্য্যাদা ধৈর্য্যায় জাতা কিম্বা তৎপরিজনৈঃ সমাধানমধায়ি ॥ ৫২ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ। অথ ব্রজে তু মহাকোলাহলব্রজে জাতে ব্রজেশগৃহিণীং রোহিণীঞ্চ বিহায়ং বিহায়মুপর্য্যুপরি পরিদ্রুতাসু বৃদ্ধামধ্যাবধূষু তাসু তদৈব দৈবনিশ্চিতদিশঃ কাশ্চিৎ পৃথুনগ-

---

তাং শ্রীকৃষ্ণচাতুরীং বর্ণয়তি স্তনন্ধয়স্যেতিপদ্যেন ॥ ৫১ ॥

তদেবং শ্রুত্বা ভয়ব্যাকুলচিত্তঃ স্নিগ্ধকণ্ঠো মধুকণ্ঠং যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি হন্তেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৫২ ॥

তত্র মধুকণ্ঠেন যৎ সমাধানং কৃতং তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। বৃদ্ধা মধ্যা ইত্যনয়োঃ সংজ্ঞাশব্দত্বাৎ নোপ্তাককোণ্ডিত্যনেন ন পুম্বদ্ভাবঃ। বিহায়ং বিহায়ং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা। দেব-

---

যথা—স্তন্যপায়ী বালকের স্তনই জীবিকা, তুমি আমার মুখে যখন সেই স্তন অর্পণ করিয়াছ, এবং আমিও সেই স্তন পান করিয়াছি। ইহাতে তুমি যদি মরিয়া যাও, তাহা হইলে আমার অপরাধ কি, তুমি নিজেই ইহা আমাকে বলিয়া দাও ॥ ৫১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, আহা! অত্যন্তকাতরা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃবর্গের ধৈর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য কিরূপ ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ সমাধান করিয়াছিলেন? ॥ ৫২ ॥

অনন্তর ব্রজমধ্যে মহাকোলাহলসমূহ উৎপন্ন হইলে বৃদ্ধা, মধ্যা ও বধূগণ ব্রজরাজের গৃহিণী ও রোহিণীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া উপর্য্যুপরি ধাবমান হইলেন এবং সেই সময়েই কতিপয় রমণী দৈবনির্ব্বন্ধে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া সুবৃহৎ শৈলসেনার ন্যায় সেই পূতনাকে ভূতলে পতিত দেখিয়াও নির্ভয়ে তাহার

পৃতনামিব পতিতাং পূতনাং দৃষ্ট্বাপি বিঘটিতভয়া নিকটমটিতা বিধিঘটিতস্খলিতবাহুঘট্টমারূঢ়া বালভাবাদকুতোভয়তয়া খেলন্তমিব তং বালগোপালমবিলম্বিতং গৃহীত্বা তাং হিত্বা সম্বেগজাতবেগতয়া সর্ব্বং চাতিহায় গৃহায় দুদ্রুবুঃ ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চ তদবলোকেনাসঙ্খ্যলোকেন সুখমগ্নেন পশ্চাল্লগ্নেন পরিপ্লবতয়া সমুৎপ্লবমানেন সহসমহং মহান্তঃপুরমাগতাঃ। নারীজনা জনন্যোর্নিশ্চেষ্টতাং দৃষ্ট্বা কর্ত্তব্যমূঢ়তামূঢ়া বভূবুঃ ॥৫৪

নিশ্চিতদিশঃ দৈবেন নিশ্চিতা দিক্ যাভিস্তাঃ। পৃথুনগপৃতনাং স্থূলপর্ব্বতস্য সেনাবৎ শিখরখণ্ডাং। বিঘটিতভয়া ভয়রহিতাঃ। ঘট্টং স্থানং। তাং পূতনাং। অতিহায় ত্যক্ত্বা ॥ ৫৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সহসমহং হাসেন সহ বর্ত্তমানো মহ উৎসবো যত্র তদ্যথা স্যাৎ। যদ্বা। সমহমিতি পৃথক্ পদং। জনন্যোঃ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যোঃ ॥ ৫৪ ॥

নিকটে আগমন করিলেন এবং দৈবনির্ব্বন্ধে তাহার দেহ হইতে যে বাহু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, সেই বাহুরূপ আরোহণপথ অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে সেই বালগোপালকে গ্রহণ করিলেন, তাহার বিশাল উন্নতদেহে উঠিবার জন্য ভূপতিত লম্বমান ও সুদীর্ঘ তদীয় বাহুদ্বয় যেন পর্ব্বতারোহণের পথের ন্যায় (সোপানের মত) হইয়াছিল। ঐ বালক পূতনার বক্ষে যেমন অকুতোভয়ে খেলা করিতেছিলেন, তাঁহারা বালককে সেই ভাবেই লইয়া এবং সেই রাক্ষসীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুগামী কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজ গৃহেই ধাবিত হইলেন, গৃহে আগমন কালে তাহাদের মনোযোগের অনুযায়ী দেহেও প্রবল বেগ হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার অবলোকনে অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক সুখে নিমগ্ন হইয়া এবং পশ্চাতে থাকিয়া চঞ্চলভাবে নিম্ন ও উচ্চভূমি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। এই সকল লোকদিগের সহিত মহাসমারোহ-পুরঃসর মহা অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীলোক সকল অর্থাৎ বৃদ্ধা, মধ্যা ও বধূগণ যশোদা এবং রোহিণীর নিষ্পন্দভাব দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥

অথ তথালক্ষণতয়া ক্ষণকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে যত্নান্তরপথে চ বিতথে কাচিদ্বুদ্ধিমতী সকশ্মলয়োস্তয়োরপ্যঙ্কে তং বালকমেবাবলম্বয়ামাস, অবলম্বিতে চ বালে তেনৈবামৃতেনেব কৃতত্রাণেষু প্রাণেষু তং বালকমবলোকমানে তে পুনরন্যাং মূর্চ্ছামানর্চ্ছতুঃ। ততঃ পুনঃপুনরেবম্বিধানাচ্চিদাধানেন প্রকৃতিমাসেদতুঃ, মুহুরেব জলসম্বলনেন নিদাঘদগ্ধভূমিবৎ ॥ ৫৫ ॥

অথ বালকমপ্যবলোকয়ন্ত্যা বালোকনবচনয়োঃ কারাভিরিবাশ্রুধারাভিরতীব ব্যগ্রতামগ্রতঃ প্রাপতুঃ। ততশ্চান্যাভি-

তদা তয়োর্মূর্চ্ছাভঙ্গায় য উপায় উদ্ভূতস্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। বিতথে মিথ্যাভূতে সতি। পুনরন্যাং আনন্দজাং। চিদাধানেন জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা ॥ ৫৫ ॥

ততস্তয়োর্ধৈর্য্যং কথঞ্চিদপি সঙ্গতমিতি বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন। কারাভির্বীণাদণ্ডৈরিব স্থূলাভিঃ। (বস্তুতস্তু চর্ম্মপ্রভেদিকা যা লৌহসূচী তদ্বদিত্যর্থ এব সঙ্গতঃ। কারা শব্দস্য বীণাদণ্ড-

অনন্তর এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে এবং জননীদ্বয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য অন্যান্য সকল উপায় নিষ্ফল হইয়া গেলে, কোন একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী যশোদা এবং রোহিণী মোহাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহাদিগের ক্রোড়ে সেই বালককে বসাইয়া দিলেন, বালক ক্রোড়দেশে অবলম্বিত হইলে সেই পুত্রলাভরূপ অমৃতদ্বারাই সমস্ত প্রাণবায়ু রক্ষিত হইল, বালককে দেখিতে দেখিতে উভয় জননী পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার (আনন্দজনিত) মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বারম্বার এইরূপ ঘটনার পর চেতনাপ্রাপ্তি দ্বারা উভয়েই প্রকৃতিস্থ হইলেন। বারম্বার জলসেচন করিলে নিদাঘ-তাপিত ভূতল যেরূপ স্নিগ্ধ হয়, তখন তাঁহারাও সেইরূপ ভাব ধারণ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর যশোদা ও রোহিণী বালককে অবলোকন করিলেও তাঁহাদের লোচন হইতে চর্ম্মভেদিকা ক্ষুদ্র লৌহসূচীর ন্যায় লম্ব ও স্থূল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং তাহাতে নয়ন ও বচনের অগোচর ব্যাকুলতা অগ্রেই প্রাপ্ত

রেব স্তন্যাভিমুখীকৃতেন তেন সুকুমারেণ কুমারেণ ক্রমানু-সারেণ ধীরতাং ধারয়ামাসতুঃ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চ ॥

আশ্লিষ্টঃ প্রতিদৃষ্টিচুম্বিতমুখঃ সুঘ্রাতমূর্দ্ধা দৃগ-
র্ণঃসিক্তঃ সুহৃদাং পুরো ভুবি ধৃতঃ স্বেনাপি নির্ম্মঞ্ছিতঃ ।
সত্যং সত্যমিদং নচান্যদিতি স ব্যক্তং বিবিক্তীকৃতো
মাতৃভ্যাং ন তথাপি সংহৃতভয়ং দৃষ্টো বকীমর্দ্দনঃ ॥ ৫৭ ॥

অথ শ্রীব্রজেশ্বরী সচমৎকারমুবাচ । হন্ত, বিলোক্যতামসৌ

বাচিহ্নং শস্ত্রীবাচিহ্নং বা বিরলপ্রচারং । আরা চর্ম্মপ্রভেদিকা ইত্যমরঃ । ঈষৎ ক্ষুদ্রা আরা কারা । কোরীষদর্থে ইতি কোঃ কাদেশঃ) ॥ ৫৬ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তয়োর্বাৎসল্যোদ্রেককৃত্যং বর্ণয়তি আশ্লিষ্ট ইত্যাদিপদ্যেন । দৃগর্ণঃসিক্তঃ অশ্রুজলৈঃ সিক্তঃ । অস্তোহর্ণস্তোয়পানীয়েত্যমরঃ । স্বেনাপি মাতৃযুগলেনাপি । ইদং বালকা-নয়নাদি । সংহৃতভয়ং ক্রিয়াবিশেষণং ॥ ৫৭ ॥

তত্রাপি ব্রজেশ্বর্য্যা ভাববৈশিষ্ট্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদিনা সাত্ত্বিতবতীত্যন্তেন ।

হইয়াছিলেন । তৎপরে অন্যান্য নারীগণ কর্ত্তৃক সেই কোমলাঙ্গ বালক স্তন্য দুগ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত সম্মুখে আনীত হইল । সেই বালককর্ত্তৃক ঐ জননীদ্বয় ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

তৎপরে সেই বালককে আলিঙ্গন করা হইল, বার বার দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার মুখচুম্বন করা হইল, মস্তক আঘ্রাণ করা হইল, বন্ধুগণের সম্মুখবর্ত্তিনী ভূমিতে স্থাপিত ও নির্ম্মঞ্ছিত করা হইল । পূতনা যে বালককে লইয়া গিয়াছিল তাহাও সত্য এবং এইটী যে তোমার পুত্র তাহাও সত্য, এইরূপে সুস্পষ্টভাবে তাঁহাকে স্থির করা হইল । কিন্তু তথাপি জননীদ্বয় নির্ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পূতনারিরূপে দেখিতে পারিলেন না ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজেশ্বরী চমৎকৃত হইয়া কহিলেন । আহা ! এই দ্বিতীয় বালক

দ্বিতীয়ো বাল ইতি। তদেতদুক্ত্বা চ তাং স্বয়ং ধাবিতুমুদ্যতাং বিবুধ্য প্রতিরুধ্য শ্রীলরোহিণী বহুলমহিলাভিঃ সহ গৃহান্তর-মবগাহমানা তং মঙ্গলসঙ্গতং বিলোকয়ন্তী সঙ্গিনীভিরঙ্গীকৃত-পালনং বিধায় বিহায়চ তদাগমনস্পৃহিণীং সংহায় সান্ত্বিত-বতী ॥ ৫৮ ॥

পূতনাহন্তুস্তু—
গোমূত্রাদ্যৈঃ স্নানমাচর্য্য তস্য
প্রেম্না চক্রুর্মন্ত্ররক্ষাং জনন্যঃ।
শ্রুত্বা যস্মিন্ শাস্ত্রবিজ্ঞত্বমাসাং
সর্ব্বেহপ্যুচ্চৈঃ কোবিদা বিস্ময়ন্তে ॥ ৫৯ ॥

তদাগমনস্পৃহিণীং তত্রাগতিকামিনীং। সংহায় সংপ্রাপ্য ॥ ৫৮ ॥

ততোঽরিষ্টবিনাশায় শ্রীকৃষ্ণস্য স্নাপনাদি কৃত্যং বর্ণয়তি গোমূত্রাদ্যৈরিত্যাদিপদ্যেন। যস্মিন্ রক্ষণবিষয়ে ॥ ৫৯ ॥

বলরামকে দর্শন কর। এই কথা বলিয়া যশোদা স্বয়ং ধাবমান হইতে উদ্যতা হইলে তাহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার গমনে বাধা দিয়া শ্রীমতী রোহিণী বহুতর মহিলাগণের সহিত গৃহান্তরে আসিয়া পুত্র বলরামকে শুভচিহ্নে চিহ্নিত দেখিলেন ও সঙ্গিনীগণ দ্বারা পুত্রের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন, তৎপরে পুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজরাজগৃহিণী তথায় আসিতে বাসনা করিলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

জননীগণ প্রেমের সহিত সেই পূতনাবিনাশী শ্রীকৃষ্ণের স্নানকার্য্য গোমূত্রাদি-দ্বারা সমাপন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাঁহার রক্ষাবিধান করিলেন, যে রক্ষাকার্য্যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ইহাঁদিগের শাস্ত্রজ্ঞান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৫৯ ॥

অথ তাদৃশমহোৎপাতদৃশ্বরী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী সর্ব্বানর্ব্বাচীনাঃ প্রতি সগদ্গদং জগাদ ॥ ৬০ ॥

পুত্রো ভবেদেবমতিস্পৃহা নৌ
নাসীদভূদেষ তু বঃ স্পৃহাতঃ ।
প্রত্যর্পি সোঽয়ং বত যুষ্মকাভি-
রস্মাসু যুষ্মাসু তথাস্মকাভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি তাসাং চরণপরিসরমনু বালং নময়ন্তী বাষ্পং মুমোচ॥৬২

তাশ্চ ধৈর্য্যং হিত্বা সসম্ভ্রমং বালকং গৃহীত্বা প্রোচুঃ ॥ ৬৩ ॥

এবং সতি শ্রীব্রজেশ্বরী ময়ি পুত্রলালনাদিসুখং যথাত্রা ন বহিতর্মিতি বিভাব্য অয়ং মম পুত্রো ন কিন্তু যুষ্মাকমেবেতি খেদাদ্দদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৬০ ॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি পুত্র ইত্যাদিপদ্যেন। নৌ আবয়োঃ। যুষ্মাস্বিত্যত্র প্রত্যর্পীতি ক্রিয়া যোজ্যা ॥ ৬১ ॥

তত্তু ন কেবলং বাচা কিন্তু কার্য্যেণাপীতি বর্ণয়তি ইতীতিগদ্যেন ॥ ৬২ ॥

তদেবং দৃষ্ট্বা তাশ্চ যথা চক্রুষথাহশ্চ তদ্বর্ণয়তি তাশ্চেত্যাদিগদ্যেন অস্মাকমিতি পদ্যেন চ ॥ ৬৩

অনন্তর তাদৃশ মহোৎপাত দর্শন করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রাচীনা রমণীদিগকে গদ্গদ বাক্যে কহিলেন ॥ ৬০ ॥

আমাদের দুই জনের পুত্র হইবে, এরূপ কোন অতিশয় স্পৃহা ছিল না, কিন্তু তোমাদের বাসনায় এই পুত্র হইয়াছে। আহা! তোমরাই আমাদের নিকটে এই বালককে প্রত্যর্পণ করিয়াছ এবং আমরাও তোমাদের নিকটে প্রত্যর্পণ করিলাম ॥ ৬১ ॥

এই বলিয়া ঐ সকল বৃদ্ধা রমণীদিগের পাদপ্রান্ত-ভূমিতে বালককে নামাইয়া বাষ্পমোচন করিলেন ॥ ৬২ ॥

ঐ বৃদ্ধা রমণীগণও ধৈর্য্যত্যাগপূর্ব্বক সবেগে বালককে গ্রহণ করিয়া কহিলেন ॥ ৬৩ ॥

অস্মাকং যদখিলমস্তি পুণ্যজাতং
যদ্বাস্মৎপিতৃজননীকুলানুজাতং।
তেনাসৌ বত ভবতাদহো যশোদে!
পুত্রস্তে নিরবধিমঙ্গলপ্রমোদে ॥ ৬৪ ॥

ইতি সাস্রমাত্মনা তং নির্ম্মঞ্ছয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৬৫ ॥

তস্যাঃ সান্ত্বনার্থং সমুদিতা মুদিতাস্তত্রৈব তস্থুশ্চ। তত্রচ পূতনয়া কৃতমজন্যং জনন্যাবন্যাশ্চ স্বস্বদৃষ্টমন্যোন্যং নির্দ্দিষ্টবত্যঃ ॥ ৬৬ ॥

তথাহি।
যথা গতা সা যদুবাচ যচ্চ বা
চকার তদগ্রস্তমমূ সমূচতুঃ।

মঙ্গলপ্রমোদে ইত্যত্র বিষয়সপ্তমী ॥ ৬৪ ॥

ইতীতি গদ্যং সুগমং ॥ ৬৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি তস্যা ইত্যাদিগদ্যেন। অজন্যমুৎপাতং ॥ ৬৬ ॥

তাসাং নির্দ্দেশবাক্যং বর্ণয়তি যথা গতেত্যাদিপদ্যেন। গ্রস্তং লুপ্তবর্ণপদং যথা স্যাৎ। অমূ জনন্যৌ ॥ ৬৭ ॥

আমাদিগের যে পুণ্যসমূহ আছে, অথবা আমাদিগের পিতৃ এবং মাতৃকুলসম্ভূত যে পুণ্যরাশি বিদ্যমান আছে, হে যশোদে! সেই পুণ্যসমূহদ্বারা তোমার এই পুত্রটী নিরবধি মঙ্গল ও প্রমোদবিষয়ে বর্ত্তমান হউক ॥ ৬৪ ॥

এই বলিয়া বৃদ্ধাগণ সজলনয়নে স্বয়ং ঐ বালককে নির্ম্মঞ্ছন করিলেন ॥ ৬৫ ॥

যশোদাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সকলে আনন্দিত হইয়া সেই প্রকারেই অবস্থান করিলেন, তথায় পূতনা যেরূপ উৎপাত করিয়াছিল, জননীদ্বয় এবং অন্যান্য নারীগণ পরস্পর নিজ নিজ দর্শনানুসারে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

সেই পূতনা যেরূপে আসিয়াছিল, যাহা বলিয়াছিল, অথবা যাহা করিয়াছিল

অমূঃ সমূচুশ্চ যথা স্বয়ং গতা
যথান্বপশ্যংশ্চ তথা সগদ্গদং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীব্রজরাজাদয়স্তু দূরতঃ কিঞ্চিদীক্ষিত্বা মিথঃকথয়া কথন্তয়া তদেতদুচ্চাবচবচনং রচয়ামাসুঃ ॥ ৬৮ ॥

তথাহি । সমুড্ডীয়মানামানবায়সাতায়িসমুদায়াবিবিক্তমহা-ঘোররূপং চণ্ডরশ্মি-রশ্মি-ভস্মীকৃত-সন্তমসাবশিষ্ট-মহিষ্ঠ-গ্রন্থি-সন্ততিতয়োপহসিতং ঝটিতি নিবিড়িত-*বড্রীভূতাটবী-খণ্ডমণ্ডিত-

শ্রীমথুরায়াঃ পরাবৃত্য ব্রজরাজাদয়ো যথা চেষ্টাং চক্রুস্তদ্বর্ণয়তি শ্রীব্রজেত্যাদিগদ্যেন । মিথঃ-কথয়া পরস্পরমুক্তিপ্রত্যুক্তিভ্যাং । কথন্তয়া সন্দেহেন অনুসন্ধানেন বা ॥ ৬৮ ॥

তদুচ্চাবচবচনং বর্ণয়তি সমুড্ডীয়েত্যাদিগদ্যেন । সমুড্ডীয়মানা অসঙ্খ্যা যে বায়সাঃ কাকা আতায়িনশ্চিল্লাস্তেষাং সমুদায়ো যত্র । অবিবিক্তং মহাঘোররূপং যত্র তৎ । চণ্ডরশ্মীতি । সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ভস্মীকৃতং দগ্ধং যৎ সন্তমসং ঘোরান্ধকারস্তস্মাদবশিষ্টা অথচ মহিষ্ঠা বন্ধনশ্রেণী যস্যাস্তদ্ভাবতয়া অতিশ্যামবর্ণেন উপহসিতং পরিহাসবিষয়ং । ঝটিতীতি । ঝটিতি শীঘ্রং । নিবিড়িতা ঘনীভূতা । বড্রীভূতা বৃহদ্ভূতা । বড্রোরু বিপুলং পীনমিত্যাদ্যমরঃ । বৃহদ্ভূতা চ যা অটবী বনং তস্যাঃ খণ্ডেন একদেশেন মণ্ডিতঃ প্রদেশো যস্যাস্তদ্ভাবতয়া ।

তৎসমুদায় জননীদ্বয় বর্ণন করিলেন । বর্ণনকালে দুঃখবশতঃ কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়ায় বাক্যের বর্ণ ও পদগুলি সম্যক্ উচ্চারিত হইল না, তথা অপর স্ত্রীগণও যেরূপে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন ও পশ্চাৎ যেরূপে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তদ্রূপ গদ্গদবচনে বর্ণন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই মথুরা হইতে আগমন কালে দূর হইতে পূতনার মৃতদেহকে কিঞ্চিৎ নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কথন্তা (সন্দেহ অথবা অনু-সন্ধান রূপ কথা) দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার বচন রচনা করিলেন ॥ ৬৮ ॥

যথা—যে সমুদায় অপরিমিত কাক এবং চিল উড়িতেছিল, তদ্দ্বারা এই ভয়ঙ্কর রূপ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না । বোধ হইল যেন প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ দ্বারা যে গাঢ় অন্ধকার ভস্মীকৃত হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট অথচ অতিস্থূল

* ভস্মীকৃত-স্থলে স্মিতীকৃতেতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

প্রবেশতয়া নির্দ্দিষ্টং ভূরিদূরতয়া ভূলগ্নবৎ প্রতীয়মানোঽয়ং তোয়দসম্ভার ইতি সম্ভাবিতং শ্রীবসুদেবসূচিতোৎপাতোচিতং কিঞ্চিন্নিচিতমিদমিতি চিন্তিতং পুনর্লব্ধপক্ষতয়োৎপাতমাচরন্নুৎপত্য পতিতোঽয়মখর্ব্বপর্ব্বতবিশেষ ইতি বিতর্কিতং।

রাক্ষসাকার-সাক্ষাৎকারবিকল্পকল্পনা-জনিত-জনচয়ভয়হাস-কৌতুকবিসম্বাদনাদং ক্ষণতো রাক্ষসতালক্ষণালক্ষণবিনিশ্চিত-ব্রজাপচিতিপ্রচয়ং সাভিমুখমাগতায়া জনতায়া মুখান্নৈকভেদ-

তোয়দসম্ভারঃ মেঘসমূহঃ। রাক্ষসাকারেতি। রাক্ষসানাং য আকারস্তস্য সাক্ষাৎকারে যা বিকল্পকল্পনা তয়া জনিতো জনসমূহানাং ভয়স্য হাসস্য কৌতুকস্য চ বিসম্বাদশব্দো যস্মাত্তং। রাক্ষসতালক্ষণা রাক্ষসতাদর্শনং তস্যাঃ লক্ষণেন শক্যতাসম্বন্ধস্থ নিদর্শনেন বিনিশ্চিতো ব্রজাপচিতিসমূহো যেন তং। নৈকভেদেতি।

শবদেহের বেষ্টনশ্রেণী থাকাতে তাহা উপহাসাস্পদ হইয়াছে, যেন সহসা নিবিড়িত এবং অত্যন্তদীর্ঘ বনের একদেশরূপে যাহার প্রদেশ অলঙ্কৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অত্যন্ত দূরত্বনিবন্ধন ভূতলসংলগ্ন মেঘরাশি বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইয়াছিল, শ্রীবসুদেব যে ভাবী উৎপাতের শঙ্কা করিয়া প্রথমে মথুরায় নন্দরাজের প্রতি সূচনা করিয়াছিলেন তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হইল। ইন্দ্রকর্তৃক পক্ষচ্ছেদনের পর পুনর্ব্বার পক্ষ লাভ করিয়া উৎপাত আচরণ করত ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই অতিবিশাল পর্ব্বতবিশেষ যেন পতিত হইয়াছে ইহাও বিতর্কিত হইয়াছিল। রাক্ষসদিগের আকার সাক্ষাৎকার করিলে যেরূপ বিকল্পকল্পনা হইয়া থাকে, সেইরূপ পূতনাদেহ হইতে জনসমূহের ভয়, হাস্য এবং কৌতুকের বিসম্বাদ শব্দ উৎপাদিত হইয়াছিল। ক্ষণকালমধ্যে রাক্ষসভাবের লক্ষণ দেখিয়া যে পূতনার দেহ হইতে ব্রজবাসি লোকদিগের অনিষ্টসমূহ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বন্ধনরজ্জুকে ভস্মীকৃত অন্ধকার, প্রকাণ্ড দেহকে সুবৃহৎ বনের একদেশ, মেঘরাশি ভূতলপতিত, পুনর্ব্বার লব্ধপক্ষ পর্ব্বত, ইত্যাদিরূপে নন্দমহারাজ যে পূতনাদেহকে বিভিন্ন জ্ঞানে সন্দেহ করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিকটে কতিপয় ব্রজ-

বেদনবিচ্ছেদকারণাবধারণাদবধারিতবেদনং * নৈকট্যঘট্যমান-বৈকট্যতয়া বিত্রস্তসমস্তচিত্তং পরি ব্রজাৎ পতিতং পূতনাপুদ্গল-মুদ্ভাবয়ামাসুঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত্বা পূতনয়া সুতস্য নয়নং তস্যাস্তু তস্মান্মৃতিং
মুর্চ্ছন্নেব তদা ব্রজক্ষিতিপতিঃ সম্যক্ প্রবোধং যযৌ ।
লব্ধ্বা দুর্দ্ধরকালনাগদশনত্রোটিং যথা তৎক্ষণা-
দ্দিব্যং মন্ত্রমপি শ্রয়েত মনুজঃ কশ্চিদ্দ্রুতং জীবিতুং † ॥৭০

অনেকভেদস্য যদ্বেদনং জ্ঞাপনং তস্য যদ্বিচ্ছেদকারণং তস্যাবধারণাৎ। অবধারিতবেদনং নিশ্চিতানুভবং। নৈকট্যেতি স্বার্থে ট্যণ্। নিকটে ঘট্যমানমাচরিতং বৈকট্যং যয়া তদ্ভাবতয়া। বিত্রস্তসমস্তচিত্তং। ত্রসী য ভয়ে। ভীতং সমস্ত জনানাং চিত্তং যেন তং। পরি ব্রজাৎ ব্রজং বর্জ্জয়িত্বা। পুদ্গলং দেহং ॥ ৬৯ ॥

ততো ব্রজজনমুখাত্তদাদিতদন্তং বৃত্তান্তং শ্রুতবতো ব্রজরাজস্য যা অবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি শ্রুত্বেত্যাদিপদ্যেন। ত্রোটিং দংশনং ॥ ৭০ ॥

বাসী লোক সমাগত হইয়া প্রকৃত পূতনারাক্ষসীর বিশাল দেহের কথা বর্ণন করিলে নন্দমহারাজের ভেদনিষ্ঠ সংশয়জ্ঞান দূর হইল এবং প্রকৃতজ্ঞানের উদয় হইল। নিকটপ্রদেশে বিকটমূর্ত্তি প্রকটিত হওয়াতে যাহা সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া থাকে, এইরূপে সকলে ব্রজের বাহিরে নিপতিত পূতনার দেহ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

পূতনারাক্ষসী পুত্রকে লইয়া গিয়াছে এবং পুত্র হইতে সেই রাক্ষসীর মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎকালে ব্রজরাজ মূর্চ্ছিত হইয়াও সম্যক্ রূপে চৈতন্য লাভ করিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন মনুষ্য কাল-সর্পের দন্তাঘাত লাভ করিয়া শীঘ্র বাঁচিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দিব্যমন্ত্র অবলম্বন করে, ব্রজরাজেরও সেইরূপ অবস্থা হইল ॥ ৭০ ॥

* বিচ্ছেদকাবধারণাদবধারিতবেদনং। ইতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ।

† জীবিতং ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

অথ ব্রজরাজস্তত্রাশ্চর্য্যপারম্পর্য্যমিদমশৃণোদদর্শয়দন্বভূদপি॥৭১

তত্রাশৃণোদযথা—

প্রথমং তাবৎ পূতনাতনূরায়ামতস্ত্রিগব্যূতিং ব্যাপ্য পতিতবতী বিস্তারতস্তু গব্যূতিং, উচ্ছ্রায়তশ্চ প্রায়ঃ ক্রোশমিতি ॥ ৭২ ॥

সাচ যামদ্বয়গম্যায়াম-তদর্দ্ধ-বিস্তার-ব্রজাগার-ব্রজাদ্বহিরেব পপাত, তত্র চ ন প্রাণিনঃ পীড়িতবতী কিন্তু দ্রুমানেবেতি ॥৭৩

তথাদর্শয়দযথা—

এতর্হি* কুলিশতুল্যনিষ্ঠুরমহিষ্ঠকুল্যকুলাকুলাঘনাস্তদপঘনাঃ

ততো বোধং প্রাপ্তবতো ব্রজরাজস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৭১ ॥

তত্র শ্রবণং বর্ণয়তি প্রথমমিত্যাদিগদ্যেন। ত্রিগব্যূতিং ষট্ ক্রোশান্। গব্যূতিং দ্বৌ ক্রোশৌ ॥ ৭২ ॥

তস্যাঃ পতনং বর্ণয়তি সা চেত্যাদিগদ্যেন। যামদ্বয়গম্যো য আয়ামঃ সীমাপর্য্যন্তো যঃ কালস্তেন গম্য আয়ামো দৈর্ঘ্যং যস্য সঃ। তদৰ্দ্ধো যামগম্যো বিস্তারো যস্য সচ সচ ব্রজাগারব্রজশ্চেতি তস্মাৎ। ব্রজঃ সমূহার্থঃ ॥ ৭৩ ॥

দর্শনপ্রকারং বর্ণয়তি এতর্হীত্যাদিগদ্যেন। কুলিশতুল্যেতি। বজ্রতুল্যনিষ্ঠুরোঽথচ মহিষ্ঠো-

---

অনন্তর ব্রজরাজ তথায় এইরূপ আশ্চর্য্যসমূহ শ্রবণ করিলেন১, দেখিলেন২, এবং অনুভবও করিলেন ৩ ॥ ৭১ ॥

১। তন্মধ্যে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা দর্শিত হইতেছে যথা—প্রথমেই ত পূতনার শরীর দৈর্ঘ্যে ছয় ক্রোশ ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল এবং তাহার বিস্তার দুই ক্রোশ এবং উর্দ্ধে প্রায় এক ক্রোশ ছিল ॥ ৭২ ॥

ব্রজভূমির যে গৃহশ্রেণী, তাহার দীর্ঘতা দুইপ্রহরগম্য অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে দুইপ্রহর সময় লাগিয়া থাকে, এবং প্রস্থটীও এক প্রহরগম্য, এতাদৃশ বিপুলনগরীর কোনই অনিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ পূতনার দেহ ঐ নগরীর বাহিরে পতিত হইয়া কেবল বৃক্ষাদিকেই চূর্ণ করিয়াছিল, পূতনার দেহপাতে কোন প্রাণীর হিংসা হয় নাই, কেবল বৃক্ষেরই হিংসা হইয়াছিল ॥ ৭৩ ॥

২। যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যথা—ঐ সময়ে ব্রজবাসিজন

---

* তত্রহি ইতি বৃন্দাবনগৌরপুস্তকপাঠঃ।

স্বীয়সমাজ্ঞয়া ব্রজজনপৃথগ্জনব্রজেন ঝটিত্যেব কঠিনকুঠারৈর্বিপাটিতাঃ প্রচুরতরস্থানস্থাপিতাস্ততোঽতিবিততানি নির্ব্বন্ধেনেন্ধনানি সন্ধায় সন্দগ্ধাশ্চেতি ॥ ৭৪ ॥

তদেবং তদ্ব্রজবহির্দ্ধামপামরচর্ম্মকারাদিকর্ম্মকারগণানামপি গণনা শক্তিসমতিরিক্ততা চ ন ব্যক্তীকর্ত্তুং শক্যতে, কিমুত গোপাদীনামিতি ॥ ৭৫ ॥

অথান্বভূদ্‌যথা—

কংসারেঃ স্বমধুরিমা প্রমাণচর্য্যাং
ন প্রাপ্স্যত্যধিযুগকোটিকূটিতোঽপি।

হস্থিসমূহো যেষু তে। কুল্যং অস্থি। কীকসং কুল্যমস্থি চ ইত্যমরঃ। ঘনা নিবিড়াঃ তস্থা অপঘনা অঙ্গানি। স্বীয়সমাজ্ঞয়া আত্মীয়ানাং শ্রীমদুপনন্দাদীনাং সম্যগাজ্ঞয়া। ব্রজজনেভ্যঃ পৃথক্ পৃথগ্জনা নীচজাতয়স্তেষাং সমূহেন। ইন্ধনানি কাষ্ঠানি ॥ ৭৪ ॥

তত্তৎকার্য্যসাধনে অসঙ্খ্যানাং নীচজাতীনাং শক্তিপ্রাচুর্য্যমেব হেতুরিতি বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। শক্তিসমতিরিক্ততা শক্তিপ্রচুরতা ॥ ৭৫ ॥

তমনুভবং বর্ণয়তি কংসারেরিতিপদ্যেন। অধিযুগকোটিকূটিতোঽপি অধিযুগকোটিষু

হইতে পৃথক্ অন্যান্য নীচজাতীয় লোকসকল উপনন্দ ও নন্দাদির সম্যক্ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অথচ ব্রজতুল্য নিষ্ঠুর বৃহত্তম অস্থিসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত পূতনার নিবিড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল তৎক্ষণাৎ কঠিন কুঠারাঘাতে বিদারিত করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে (ময়দানে) স্থাপনপূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে অতিবিস্তৃত কাষ্ঠরাশি সংগ্রহপূর্ব্বক দগ্ধ করিল ॥ ৭৪ ॥

এই প্রকার ঐ ব্রজধামের বাহিরে যে সকল স্থান ছিল, সেই সকল স্থানে পামর অর্থাৎ অতিহীন চর্ম্মকার প্রভৃতি কিঙ্কর বা কার্য্যনির্ব্বাহক, লোকদিগের যে সকল সঙ্খ্যা ছিল, তাহাদের গণনা এবং প্রচুরশক্তি, অর্থাৎ সেই নীচ লোকদিগের কত সঙ্খ্যা ও তাহাদের দেহেই বা কত বল? ইহাই যখন প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তখন গোপপ্রভৃতি সাধুগণের সঙ্খ্যা এবং অসীম শক্তি কিরূপে ব্যক্ত করা যাইবে ॥ ৭৫ ॥

৩। অনন্তর তিনি যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা দর্শিত হইতেছে যথা—

সা রাক্ষস্যপি রুধিরাশনাপি যস্য
স্পর্শাংশাদ্বরসুরভিত্বমাসসাদ ॥ ৭৬ ॥

যতঃ।

তদা চ দূতা ইব পূতনাঙ্গতো
দগ্ধাদ্গতা ধূমগণাঃ সুগন্ধয়ঃ।
গ্রামান্তরং যাতবতাং দিনান্তরে
কেষাঞ্চিদাহ্বানকৃতিং বিনির্ম্মমুঃ ॥ ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথাত্মজং কলয়িতুমাশু গোকুল-
ক্ষিতীশিতা ব্রজপুরমধ্যমাযযৌ।
গতেঽন্তিকে পথি পতদশ্রুবিগ্রহঃ
ক্ষণং স্থিতঃ স্বজনগৃহীতদোর্যুগঃ ॥ ৭৮ ॥

কৈতবযুক্তোঽপি। স্তন্যপানমিষেণ প্রাণাপকর্ষণাৎ কিমুত কৃপাযুক্তঃ। যদ্বা। কূটিতো নিশ্চলঃ। স্পর্শাংশাৎ স্পর্শলেশাৎ ॥ ৭৬ ॥

তদ্বরসুরভিত্বং বর্ণয়তি তদা চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৭৭ ॥

অধুনা ব্রজরাজস্য স্বভবনপ্রবেশং বর্ণয়িতুমারভতে অথাত্মজমিতি পদ্যদ্বয়েন। পতদশ্রুবিগ্রহঃ পতন্তি অশ্রূণি যত্র এবম্ভূতো বিগ্রহো যস্য সঃ ॥ ৭৮ ॥

রক্তপায়িনী নিশাচরীও যে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলেশে উৎকৃষ্ট সৌরভব্যাপ্ত হইয়াছিল. সেই কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর মাধুরী কোটি কোটি যুগে স্তন্যপানচ্ছলে প্রাণ আকর্ষণ করায় কপটতাযুক্ত হইলেও পমাণের পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৭৬ ॥

কারণ, তৎকালে পূতনার শরীর দগ্ধ হইলে তাহা হইতে দূতগণের ন্যায় সুগন্ধি ধূমপটল উৎপন্ন হইয়াছিল, অন্যান্য লোক কোন দিবসে গ্রামান্তরে গমন করিলে ঐ দূতস্বরূপ ধূমশ্রেণী তাহাদিগের আহ্বানকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, অর্থাৎ পূতনার দগ্ধদেহোত্থিত ধূমশিখা বহুদূরে উত্থিত হইয়াছিল. এবং তাহা দেখিয়া বহুলোকই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর গোকুলভূপতি নন্দ শীঘ্র পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রজপুরমধ্যে আগ-

অথ ধীরতামেব ধারয়ন্ পরমধীরধীরসৌ দ্বিত্রমিত্রপরিবৃত-তয়া * বৃহদ্গৃহালিন্দবেদীং বিন্দমানঃ কনকাসনকৃতাসনঃ স্বকুল-গোকুলকুলপুরন্ধ্রীভিঃ সার্দ্ধমর্দ্ধাঙ্গেন সানন্দমুপনন্দবধূহস্তবিন্যস্তং বালং পুরস্কুর্ব্বতা পুরতঃ পতিরভিজগ্মে। বালশ্চ তস্যোৎসঙ্গ-সঙ্গী কারয়াঞ্চক্রে ॥ ৭৯ ॥

তত্র চ।

কিং গ্রহার্দ্দিততয়া স বালকো দূনতামগমদেকরাত্রতঃ।
ইত্যচিন্তয়দমুং তদেন্দুবৎ স্ফীতমৈক্ষত পুনর্ব্রজাধিপঃ ॥৮০

দ্বিত্রমিত্রপরিবৃততয়া দ্বিসঙ্খ্যাবিশিষ্টসখিজনেন ব্যাপ্ততয়া তেন হস্তদ্বয়গ্রহণাৎ। অর্দ্ধাঙ্গেন ভার্য্যয়া কর্ত্র্যা। পতির্ব্রজরাজঃ অভিজগ্মে, কর্ম্মণি লিট্ ॥ ৭৯ ॥

অথ ক্রোড়ে বালং ধৃতবতো ব্রজরাজস্যাপূর্ব্বভাবং বর্ণয়তি কিমিত্যাদিপদ্যেন। ইন্দুবৎ পূর্ণচন্দ্রমিব ॥ ৮০ ॥

মন করিলেন। তিনি নিকটে গমন করিবার কালে পথমধ্যে নির্গলিত নেত্র-নীরে দেহ অভিষিক্ত করিলেন এবং আত্মীয়গণ তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলে তিনি ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন ॥ ৭৮ ॥

তৎপরে পরমপ্রশান্তচেতাঃ ব্রজরাজ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দুইজন মিত্রসমভি-ব্যাহারে বৃহৎ গৃহের বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠের বেদীতে গিয়া তথায় কনকাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে তদীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পত্নী আপনার আত্মীয় গোকুলস্থ কুলকামিনীগণের সহিত সহর্ষে উপনন্দপত্নীর হস্তস্থিত বালককে দুই হস্ত অগ্রসরভাবে ধারণ করিয়া সম্মুখে পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বালককে তাঁহার ক্রোড়দেশে অর্পণ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

সেই বালক গ্রহপীড়িত হইয়া কি একরাত্রির মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়াছে? এই-রূপে ব্রজেশ্বর পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে পুনর্ব্বার পুত্রকে চন্দ্রের মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দর্শন করিলেন ॥ ৮০ ॥

* দ্বিতমিতপরিবৃততয়া। ইতি মাওপুস্তকপাঠঃ।

কিঞ্চ।

লীঢ়ং রূপমধু প্রকৃষ্য রসিতং বক্তুপ্রসাদামৃতং
সম্যক্ স্বাদিত এব তুল্যরহিতস্পর্শোৎসবঃ কোঽপ্যসৌ।
তস্য শ্যামলবালকোমলতনোর্মূর্দ্ধ্ন স্তু তাতেন তাং
সৌরভ্যস্বদনানুভূতিমভিতো বিশ্বং মদাদ্বিস্মৃতং॥ ৮১॥

নিভাল্য চ শ্রীমন্মুখং সুখমূচে—
যদি নারায়ণেন ত্বং দত্তোঽসি কৃপণায় মে।
তেনৈব সর্ব্বং নির্ব্বোঢ়া সোঢ়া চ মম দুর্নয়ঃ॥ ৮২॥

অথ নির্ব্বোঢ়া নির্বোঢ়েত্যনুবদন্ত্যত্যন্তাভিনিবেশাদেকেনাপ্য-

তদানীং সুতং লালয়তা ব্রজরাজেন প্রেমমোহাজ্জগদ্বিস্মৃতমভূদিতি বর্ণয়তি লীঢ়মিত্যাদি-পদ্যেন। প্রকৃষ্য প্রকর্ষপূর্ব্বকং। তুলায়াভাবস্তুল্যং তদ্রহিতঃ। যয়োর্লোপইতি আলোপঃ। কোঽপ্যসৌ অনির্ব্বচনীয়োঽসৌ। তাতেনেতি পদং সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে॥ ৮১॥

তদা ব্রজরাজস্য সহর্ষবাক্যং বর্ণয়তি যদীত্যাদিপদ্যেন। কৃপণায় পুত্রলাভপরায় দীনায় বা। নির্বোঢ়া কর্ম্মণি লুট্। নির্বহণং করিষ্যতে সহিষ্যতে চ॥ ৮২॥

তদেবং সুখসম্পন্নে ব্রজরাজে তত্র শ্রীপৌর্ণমাস্যা আগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন।

অপিচ, বালকের পিতা নন্দ, বালকের রূপমধু আস্বাদন করিলেন, সম্যক্ভাবে মুখের প্রসন্নতারূপ অমৃত পান করিলেন, কোন এক অনির্ব্বচনীয় তুলনারহিত স্পর্শসুখ সম্যক্প্রকারে অনুভব করিলেন এবং সেই শ্যামল ও কোমলাঙ্গ বালকের মস্তকের সৌরভ্যরসের অনুভব করিতে গিয়া সেই আনন্দবশতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইলেন॥ ৮১॥

বালকের শোভমান মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন—আমি এরূপ দীনব্যক্তি ছিলাম যে কিছুতেই পুত্রলাভ করিতে পারি নাই, তবে যদি নারায়ণ কৃপা করিয়া পুত্ররূপে তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনিই সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন এবং আমার দুর্নীতিও সহ্য করিবেন॥ ৮২॥

অনন্তর "নির্ব্বাহ করিবেন, নির্ব্বাহ করিবেন" এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে

কৃতনির্দ্দেশা পৃষ্ঠদেশাদিতপ্রবেশা জটিলিতকচা সত্যবচাঃ পৌর্ণমাসী সর্ব্বৈরেব তূর্ণমুত্থায় সমনস্কারেণ নমস্কারেণ পুরশ্চক্রে অর্চ্চয়াঞ্চক্রে চাসনাদিভিঃ ॥ ৮৩ ॥

ততশ্চ। স্বপ্রশ্নোত্তরবিষয়ীকৃত-তদ্বিষযোষাবৃত্তবিশেষা রাজ্ঞানুজ্ঞাপয়াম্বভূবে পূর্ব্ববদপূর্ব্বদানাদ্যপূর্ব্বায়, তচ্চ তামেব প্রধানং বিধায় বিধীয়তে স্মেতি ॥ ৮৪ ॥

একেনাপ্যকৃতনির্দ্দেশা স্বাতন্ত্র্যেণ আগতেত্যর্থঃ। ইতপ্রবেশা, ইতঃ প্রাপ্তঃ প্রবেশো যয়া। সমনস্কারেণ স্থিরচিত্তেন। চিত্তাভোগো মনস্কার ইত্যমরঃ ॥ ৮৩ ॥

পৌর্ণমাস্যা গমনানন্তরং কৃত্যং বর্ণয়তি স্বপ্রশ্নোত্তরেতিগদ্যেন। স্বস্য ব্রজরাজস্য প্রশ্নে যদুত্তরং তস্য বিষয়ীকৃতঃ গোচরীকৃতঃ তস্যা বিষযোষায়াঃ বৃত্তবিশেষঃ চরিত্রবিশেষঃ যয়া সা পৌর্ণমাসী। অপূর্ব্বায় কর্ম্মজন্যশুভাদৃষ্টায়। তচ্চ অপূর্ব্বদানাদি। তাং পৌর্ণমাসীং ॥ ৮৪ ॥

করিতে পৌর্ণমাসী তথায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সকলে তখন এরূপ অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, কেহই তাঁহার প্রবেশ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। তিনি সহসা সকলের পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেশসমূহ জটায় পরিণত হইয়াছিল, সকলেই সত্বর উঠিয়া মানসিক ভক্তি ও স্থিরচিত্ততা-সহকারে নমস্কারপূর্ব্বক সেই সত্যবাদিনী পৌর্ণমাসীকে সম্মুখীন করিয়া এবং আসনাদি দিয়া পূজা করিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাহার পর ব্রজরাজের প্রশ্নে যেরূপ উত্তর হওয়া আবশ্যক, পৌর্ণমাসী সেই বিষনারী পূতনার চরিত্র বিশেষরূপেই অবগত আছেন, এজন্য ব্রজরাজ তৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ইহা আদেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রকাশ করিয়া অপূর্ব্ব অর্থাৎ কর্ম্মজন্য শুভাদৃষ্টনিমিত্ত, অপূর্ব্ব দানাদি করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, সেই অপূর্ব্ব দানাদি কার্য্যও তাঁহাকেই প্রধান করিয়া অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল ॥ ৮৪ ॥

তদেবং পূতনাং ঘাতয়িত্বা সমাপনায় পুনরপীদং মধুকণ্ঠঃ পরমর্ষিসম্মততাব্যঞ্জনয়া সমুট্টঙ্কিতবান্ ॥ ৮৫ ॥

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপপতে যতঃ।
সা বালরাক্ষসী জজ্ঞে নিজসংসাররাক্ষসী ॥ ৮৬ ॥

চেতসি চেদং বিবিক্তবান্—
অর্ভাসৃগ্‌ভুগজনি যৎ পুরা যদর্ব্বাগ্-
ধাত্রী চাভবদিয়মত্র নন্দসূনোঃ।
তৎ ক্বাধস্পদমথ তচ্ছিরস্পদং বা
কেত্যন্তর্হৃদি বিমৃশন্ ভৃশং ভ্রমামি ॥ ৮৭ ॥

অধুনা পূতনাবধলীলাং সমাপ্য পুনর্মধুকণ্ঠো যদুট্টঙ্কিতবান্ তদ্বর্ণয়িতুমারভতে তদেবমিত্যাদি-গদ্যেন। ঘাতয়িত্বা পূতনাবধমাখ্যায়েনামধাতৌ আখ্যানে ণ্রো অলো লুক্ ॥ ৮৫ ॥

তদুট্টঙ্কনপ্রকারং বর্ণয়তি ঈদৃশ ইতিপদ্যেন। রাক্ষসী ভক্ষিকা ॥ ৮৬ ॥

তদা চেতসি স যথা বিবেচ তদ্বর্ণয়তি অর্ভাসৃগিত্যাদিপদ্যেন। যদর্ব্বাক্ যদনন্তরং অধস্পদমধোগতিঃ শিরস্পদমত্যুচ্চা গতির্বা ॥ ৮৭ ॥

সে যাহা হউক, এই প্রকারে পূতনাবধ বর্ণন করিয়া সেই কথার সমাপন-নিমিত্ত পুনর্ব্বার মধুকণ্ঠ দেবর্ষির সম্মতি সূচনা করিয়া ইহা সম্যক্ প্রকারে উল্লেখ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

হে গোপপতে! আপনার এইরূপ পুত্রই জন্মিয়াছে যে, যেরূপ পুত্র হইতে ঐ বালরাক্ষসী পূতনা নিজসংসারের রাক্ষসী বা ভক্ষিকা হইয়াছে অর্থাৎ তোমার পুত্রদ্বারাই তাঁহার মাতৃগতি লাভ হইল, বা জন্মমরণাত্মক সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পূতনার মুক্তি লাভ হইল ॥ ৮৬ ॥

তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্বে এই রাক্ষসী বালকের রক্ত পান করিতে ইচ্ছা করে, তৎপরে এইস্থানে নন্দকুমারের ধাত্রীও হয়। কোথায় বা সেই অধোগতি এবং কোথায়ই বা অত্যন্ত উচ্চগতি। ইহা আমি হৃদয়ের মধ্যে বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত ভ্রমাকুল হইতেছি ॥ ৮৭ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে তদ্দিনেঽপি পূর্ব্ববদেব কথা রক্ষিতা। যথাযথমপি স্বাবসথাদিপথানুগতিরাচরিতা ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু পূতনাবধাবধারণং নাম পঞ্চমং পূরণং ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অধুনা সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। স্বাবসথাদি স্বস্য গৃহাদি ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূসংক্ষিপ্তটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং পঞ্চমং পূরণং ॥ * ॥

সে যাহা হউক, এইরূপ ঘটনা ঘটিলে সেই দিবসেও পূর্ব্বের ন্যায় কথা স্থগিত থাকিল এবং সকলেই যথোচিতবিধানে স্ব স্ব গৃহাদি গমনপথের অনুসরণ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে পূতনাবধাবধারণ নামক পঞ্চম পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠং পূরণং।

শকটভঞ্জনাদিঃ।

অথ তথৈবাধরেদ্যুঃ সুভাসমানায়াং সভায়ামনুমোদননিদিগ্ধঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠ উবাচ। মধু-মধুরকণ্ঠ শ্রীমন্মধুকণ্ঠ! শ্রূয়তাং॥ ১॥

ততঃ সমন্তাদহরহরন্যদন্যল্লাবণ্যমুৎফুল্লয়ন্ বিধুঃ স্বজন্মপক্ষমুল্লাসয়ামাস॥ ২॥

ষষ্ঠে চ পূরণে যস্মিন্ শকটাসুরভঞ্জনং। এব নানাবিধা লীলা বর্ণ্যতে শ্রবণপ্রিয়া॥

তদেবং শ্রবণেন পরমপ্রমোদান্বিতে ব্রজরাজসমাজে সতি শকটভঞ্জনাদিবাললীলাং বর্ণয়িতুং স্নিগ্ধকণ্ঠো যথাবৎ তদ্বর্ণয়িতুমারভতে অথেত্যাদিগদ্যেন॥ ১॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। বিধুঃ কৃষ্ণঃ। কৃষ্ণপক্ষঃ স্বভক্তপক্ষঃ। শ্লেষপক্ষে বিধুশ্চন্দ্রঃ শুক্লপক্ষঃ॥ ২॥

ষষ্ঠপূরণে শকটাসুরভঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ শ্রবণরসায়ন বিচিত্র লীলা বর্ণিত হইতেছে॥ ০॥

অনন্তর সেইরূপ নিয়মেই, তাহার পরদিবসে সুন্দররূপে প্রকাশমান সভায় সকলের অনুমোদনে স্নিগ্ধকণ্ঠ পরিবর্দ্ধিতচিত্ত হইয়া উৎকণ্ঠাসহকারে কহিলেন, হে শ্রীমন্ মধুকণ্ঠ! তোমার কণ্ঠ মধু অপেক্ষাও সুমধুর, অতএব শ্রবণ কর॥ ১॥

তদনন্তর, দিন দিন সর্ব্বতোভাবে অন্যান্য লাবণ্যকে প্রকটিত করিয়া বিধু (শ্রীকৃষ্ণ) স্বজন্মপক্ষ অর্থাৎ আপনার ভক্তবর্গকে আনন্দিত করিতেলাগিলেন। পক্ষান্তরে, বিধু (চন্দ্র) স্বজন্মপক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন॥ ২॥

তত্র দিগ্‌দর্শনং যথা—

একা দ্বিত্রাশ্চতস্রো যুগবিযুততয়া পঞ্চষাঃ সপ্ত চাষ্টৌ
পঙ্‌ক্তির্ব্বা পঙ্‌ক্তিবদ্ধাঃ শিশুযুবতিজরত্যর্দ্ধবৃদ্ধাঃ সমন্তাৎ।
আয়ান্তি দ্রাগ্বিশন্তি ব্রজনৃপতিগৃহং তঞ্চ পশ্যন্তি বালং
কৃত্বা চূকারমিশ্রং * বহুলবিলসিতং স্মায়য়ন্ত্যো হসন্তি ॥৩॥

যথা চ।

মাত্রা পিত্রাথ মাতাপিতরকুলভবৈরাকুলৈশ্চিত্রমিত্রৈ-
র্নেত্রাণামঞ্জনাভং শিশুমনুভবিতুং সন্ততং কঞ্জনাভং।
আগম্যাগম্য রম্যাকৃতিপরিবৃতিমুদ্বাস্য হাস্যাদিপূর্ব্বং
স্পর্শং স্পর্শং তমুচ্চৈরহরহরহহো দৃগ্মহো লভ্যতে স্ম ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বলাবণ্যপ্রকাশনেন স্বপক্ষমুল্লাসিতবান্ যথা তদ্বর্ণয়তি একেত্যাদিপদ্যেন। চূকারমিশ্রং চূকারো লৌকিকশব্দঃ। স্মায়য়ন্ত্যঃ অথাদ্বালং মৃদু হাসয়ন্ত্যঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনেন মাত্রাদীনাং নেত্রোৎসবো যথা জাতস্তং বর্ণয়তি মাত্রেত্যাদিপদ্যেন। চিত্র-মিত্রৈঃ চিত্রং বিস্ময়ো মিত্রং সহায়ো যেষাং তৈঃ কিম্বা আশ্চর্য্যমিত্রৈঃ। রম্যাকৃতিপরিবৃতি শোভনমঙ্গাবরকবস্ত্রং। উদ্বাস্য নিক্ষিপ্য। দৃগ্মহঃ নেত্রোৎসবঃ ॥ ৪ ॥

তাহাতে এক দেশমাত্র দর্শিত হইতেছে যথা—প্রথমে একটী, পরে দুইটী, তিনটী, চারিটী তৎপরে যুগ্ম এবং অযুগ্ম, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় এবং দশজন, শিশু, যুবতি, বৃদ্ধা এবং অর্দ্ধবৃদ্ধা রমণীগণ চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন পূর্ব্বক ব্রজরাজের গৃহে প্রবেশ করত সেই বালককে দেখিতে লাগিলেন, পরে চূকার শব্দমিশ্রিত † বহুতর বিলাস করিয়া বালককে মৃদুমধুর ভাবে হাস্য করাইয়া আপনারাও হাঁসিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

আরও দেখ, মাতা, পিতা, তথা মাতৃকুলজাত ও পিতৃকুলজাত আশ্চর্য্য

---

* চূচ্‌কারেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

† পশুশাবকাদিকে ডাকিতে হইলে এবং মৃত্যুসংবাদাদি কষ্টজনক ব্যাপারে চূকার ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দুই ওষ্ঠ দীর্ঘভাবে সঙ্কুচিত ও তন্মধ্যে সজল জিহ্বা সংলগ্ন হয়। সকলেই ব্যবহার করিয়া বুঝিতে পারেন। ইহাতে টিক্‌টিকির ডাকের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হয়।

ততশ্চ।

বিগলদলকজালালোলদৃক্‌খঞ্জরীটঃ
প্রকটিততিলকশ্রী রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং।
স্মিতবিলসিতবক্ত্রঃ শ্যামধামাচলাঙ্ঘ্রিঃ
শিশুরতিশুশুভে স প্রাপ্য মাসং তৃতীয়ং॥ ৫॥

তত্র চ।

স্নিগ্ধং পশ্যতি সেস্ময়ীতি ভুজয়োর্যুগ্মং মুহুশ্চালয়-
ন্নত্যল্পং মধুরঞ্চ কূজতি পরিষ্বঙ্গায় চাকাঙ্ক্ষতি।

অথ বাল্যানুকারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতশোভাং বর্ণয়তি বিগলদিতিপদ্যেন। অচলাঙ্ঘ্রি-র্গতিরহিতঃ॥ ৫॥

তদানীন্তনভবমপুরং বালচরিতং বর্ণয়তি স্নিগ্ধমিত্যাদিপদ্যেন। সেস্ময়ীতি পুনঃ পুনর্মন্দং মন্দং হসতি। পরিষ্বঙ্গায় ক্রোড়ারোহণায়।

মিত্রগণ আকুল হইয়া নেত্রপঙ্‌ক্তির অঞ্জনসদৃশ পদ্মনাভ শিশুকে সর্ব্বদা অনুভব করিবার জন্য বারম্বার আগমন করিয়াছিলেন এবং মনোহর গাত্রাবরণ বস্ত্র উত্তো-লন করিয়া হাস্যাদিপূর্ব্বক প্রতিদিন তাঁহাকে অতিশয়রূপে বারম্বার স্পর্শ করত নেত্রের উৎসব লাভ করিয়াছিলেন. অহো আশ্চর্য্য !!! ॥ ৪॥

অনন্তর বাল্যলীলানুকারি শ্রীকৃষ্ণের তদুচিত শোভা বর্ণন করত কহিলেন। অলকাবলি অর্থাৎ চূর্ণকুন্তলরাশি বিগলিত হওয়াতে যাঁহার নেত্ররূপ খঞ্জনপক্ষী চঞ্চল হইতেছিল, তথা গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা তিলক রচিত হওয়ায় যিনি হাস্যবদন হইয়া শোভা পাইতেছিলেন, সেই নীলবর্ণ এবং গতিশূন্য বালক তিন মাসে পতিত হইয়া অতিশয়রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন॥ ৫॥

তৎকালে বাল্যলীলার অনুকরণ এইরূপ হইয়াছিল যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুস্নিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বারম্বার মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, ভুজদ্বয়কে বারম্বার চালনা করত অত্যল্প এবং মধুরস্বরে শব্দ করিতেছেন, ক্রোড়ে আরোহণ করিবার

লাভালাভবশাদমুষ্য লসতি ক্রন্দত্যপি কাপ্যসৌ
পীতস্তন্যতয়া স্বপিত্যপি পুনর্জ্জাগ্রন্মুদং যচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অথ কদাচিন্নাক্ষত্রমাসত্রয়ান্তে নক্ষত্রেশকান্তে তজ্জন্মনক্ষত্রে শ্রীমন্মাত্রা পুত্রাভিষেককৌতুকযাত্রা প্রবর্ত্তিতা ॥ ৭ ॥

তদা চ—

ভবনমনু সুযত্নে রত্নপর্য্যঙ্কবর্য্যে
সুরভিমৃদুলতূলীশুভ্রবস্ত্রপ্রশস্তে।
হরিমণিরুচিবালঃ শোভতে স্মাসিতাম্ভো-
রুহমিব সুরসিন্ধৌ ক্ষীরসিন্ধৌ হরির্ব্বা ॥ ৮ ॥

অমুষ্য পরিধঙ্গস্য ॥ ৬ ॥

ততস্তস্য পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসবং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথ কদাচিদিত্যাদিগদ্যেন। নক্ষত্রেশ-কান্তে নক্ষত্রেশশ্চন্দ্রঃ কান্তো যস্য তস্মিন্ রোহিণীনক্ষত্রে ॥ ৭ ॥

তদা শয্যায়াং শায়িতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শোভাং বর্ণয়তি ভবনমিত্যাদিপদ্যেন। সুরসিন্ধৌ দেবনদ্যাং। হরিব্বা বিষ্ণুরিব। ইবার্থে বাশব্দঃ ॥ ৮ ॥

ইচ্ছা করিতেছেন, ক্রোড়ে উঠিতে পারিলে আনন্দিত হইতেছেন, এবং ক্রোড়ে উঠিতে না পারিলে রোদন করিতেছেন, কখন বা স্তনপান করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া হর্ষপ্রদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর পার্শ্বপরিবর্ত্তন লীলা বর্ণন করিতেছেন, যথা—কোন এক সময়ে নাক্ষত্রিক মাসত্রয়ের অবসান হইলে, চন্দ্র যাহার পতি সেই রোহিণীনক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে শ্রীমতী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক-কৌতুকযাত্রা প্রবর্ত্তিত করিলেন ॥ ৭ ॥

তৎকালে গৃহমধ্যে অত্যন্ত যত্নের সহিত স্থাপিত এক উৎকৃষ্ট মণিময় পর্য্যঙ্ক ছিল, তাহাতে সুগন্ধযুক্ত অথচ কোমল ক্ষুদ্র বালিশ এবং প্রশস্ত শুভ্রবসন ছিল, সেই শয্যার মধ্যে ইন্দ্রকান্তমণির ন্যায় প্রভাশালী বালক শোভা পাইতেছিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন গঙ্গানদীর জলে নীলপদ্ম অথবা ক্ষীরসমুদ্রে নারায়ণ শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

অথোত্তানশায়ী স সর্ব্বাতিশায়ী
নিজাম্বাযশোদঃ স্বতাতপ্রমোদঃ।
স্বনক্ষত্রভাতে বভূব প্রভাতে
বলেনাতিসাঙ্গঃ পরাবর্ত্তিতাঙ্গঃ ॥ ৯ ॥

ততশ্চ। শয়নং পার্শ্বেনোপপীড়ং শয়ানমমুং সুকুমারকুমারাপীড়মকস্মাদ্বিলোক্য তদ্বৃত্তে ধাত্রীভির্মাত্রে নিবেদিতমাত্রে সতি সাতিমাত্রা নন্দকন্দলিতা নিজনন্দনমঙ্গলাতিশয়স্পৃহিণী শ্রীমন্নন্দক্ষিতীশগৃহিণী ভর্ত্তুরাজ্ঞাং সুজ্ঞাতাং সম্ভূয় ভূয়ঃ সর্ব্বাঃ সমাহূয় তমেব মহোৎসবমহো মহোৎসবং চকার ॥ ১০ ॥

পার্শ্বপরিবর্ত্তনপ্রকারং বর্ণয়তি অথোত্তানশায়ীতিপদ্যেন। নিজাম্বাযশোদঃ স্বমাতৃযশোদদাতীতি সঃ। বলেনাতিসাঙ্গঃ তাদৃশবলেন সম্পূর্ণাঙ্গঃ ॥ ৯ ॥

তদেবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ভূতে মহোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তস্তং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সুকুমারকুমারাপীড়ং সুকুমারকুমারাণামপি স্পর্শেনাপীড়ং পীড়নাভাবো যস্মাৎ। পরমসুকোমলমিত্যর্থঃ। যদ্বা। কশ্চিৎ সুকুমারকুমারস্তচ্ছয্যায়াং শায়িত আসীত্তস্য আপীড়মাত্রেণৈবং যথা স্যাৎ। অতিমাত্রানন্দকন্দলিতা অতিশয়ানন্দযুক্তা। মহোৎসবমহো—অহো আশ্চর্য্যে, মহান উৎসবো যত্র এবম্ভূতো যো মহোৎসবঃ অতিশয়সুখজনকং কর্ম্ম তং ॥ ১০ ॥

অনন্তর উত্তানশায়ী, নিজ-জননীর যশোদাতা, স্বীয়-জনকের আনন্দজনক, বলপরিপূর্ণ ও সর্ব্বোৎকর্ষশালী সেই বালক রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত প্রভাতকালে অঙ্গপরিবর্ত্তন অর্থাৎ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন ॥ ৯ ॥

তদনন্তর ঐ সুকুমার কুমারশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বভাগদ্বারা শয্যাতল পীড়ন করিয়া যখন শয়ন করিলেন, অকস্মাৎ উহা দর্শন করিয়া ধাত্রীসকল বালকের ঐরূপ চরিত্র জননীর নিকট যেমন নিবেদন করিলেন, অমনি শ্রীমন্নন্দরাজগৃহিণী যশোদা অতিশয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া নিজপুত্রের মঙ্গলকামনা করত পতির আজ্ঞা সুন্দররূপে অবগত হইলেন ও পুনর্ব্বার পুরন্ধ্রীবর্গকে ডাকিয়া অত্যন্ত ইচ্ছাপূর্ণ মহান্ উৎসবযুক্ত মহোৎসব অর্থাৎ অতিশয় সুখজনক কর্ম্ম করিলেন ॥ ১০ ॥

তত্র কাসাঞ্চিদপি গৃহপালনায় স্থিতানামাহূতিরেবমনুসন্ধেয়া ॥ ১১ ॥

লাল্যস্যাস্যতু জন্মভং বিজয়তে তত্রাপি চৌত্থানিকং
সর্ব্বা এব গতাস্ত্বমেব কিল কিং সদ্মাবিতুং বর্ত্তসে ।
আগৃহ্লাতি মুহুর্ব্রজেশগৃহিণী কিং বা ব্রজে মোষকঃ
কোঽপ্যস্তি স্ফুটমস্তি বা সতু শিশুর্মুষ্ণাতি চেতঃ পরং ॥১২॥

অথ তত্র চিত্রবাদিত্র-শুভগীতি-প্রশস্ত-বিপ্রকুলশস্ত-স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকবিধিমতিরিচ্যাভিষিচ্য পীতবাসসা পরিহৃত্যালঙ্কৃত্য

তাদৃশে মহোৎসবে সর্ব্বাসামাগমনে সতি গৃহরক্ষণায় কাঃ স্থিতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১১ ॥

তদর্থং ব্রজেশ্বর্য্যাদেশবাক্যং বর্ণয়তি লাল্যস্যেতিপদ্যেন । অবিতুং রক্ষিতুং আগৃহ্লাতি আগ্রহং করোতি । তদাগ্রহে কারণং কিংবেতি । কিম্বেতি সম্ভাবনায়াং । মোষকশ্চৌরঃ ॥ ১২ ॥

তত্র মহোৎসবে পুত্রশুভার্থং ব্রজেশ্বরীকৃত্যং বর্ণয়তি অথ তত্রেত্যাদিগদ্যেন । অতিরিচ্য আধিক্যেন কৃত্বা পরিহৃত্য অভিষেচনজলং নির্মৃচ্য ।

সেই মহোৎসবে গৃহরক্ষার নিমিত্ত কতিপয় রমণী বিদ্যমান ছিলেন । তাঁহাদিগেরও যে আহ্বান করা হইয়াছিল, ইহ এইরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে যথা—॥ ১১ ॥

ব্রজেশ্বরী আদেশ করিতেছেন যথা—আজ কিন্তু বালকের জন্মনক্ষত্র শোভা পাইতেছে । তন্মধ্যে আবার ঔত্থানিক পর্ব্ব উপস্থিত । সকলেই সেই উপলক্ষে গমন করিয়াছে, তুমিই কি কেবল গৃহরক্ষার নিমিত্ত বসিয়া রহিয়াছ । এইরূপে ব্রজরাজমহিষী বারম্বার আগ্রহ করিয়া কহিলেন. ব্রজে কি কোন চোর আছে ? যদি স্পষ্টই চোর থাকে, তাহা হইলে এই শিশু তাহার চিত্ত চুরি করিবেন, অর্থাৎ আমার গৃহে কেহই না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না ॥ ১২ ॥

ব্রজেশ্বরী এইরূপ আদেশ করিয়া তথায় বিচিত্র বাদ্য. মঙ্গলগীতি এবং প্রশস্ত ব্রাহ্মণকুলের শুভ স্বস্তিবাচনাদিদ্বারা অতিশয়রূপে বিধানকার্য্যটী সম্পাদন করিলেন । বালকের অভিষেক করিয়া, পীত বস্ত্রদ্বারা অভিষেচন জলকে প্রোঞ্ছন করিলেন,

মন্ত্রাদিভিরভিরক্ষ্যাভিলক্ষ্য তদুদ্ধর্ষহর্ষময়বহুতরকার্য্যচর্য্যামর্য্যাদাং পর্য্যাপয়িতুমিতস্ততশ্চলন্তী প. জনানপি নিযোজনয়া সপ্রয়োজনান্ জনয়ন্তী জননী * গেহায়মানানুবিসঙ্কটঘটমহাশকটাধঃ কল্য এব পল্যঙ্কে বালমালোকাজির এবাজিরে শায়িতবতী। তত্র কুমারয়তঃ কুমারাংশ্চ স্থাপিতবতী তত্রাঁহ বষ্টম্ভস্তম্ভচতুষ্টয়মধ্যগ-দোলাকারঃ স পল্যঙ্কো যথা—॥ ১৩ ॥

প্রবালাঙ্ঘ্রি র্গারুত্মতঘটিতপট্টীপ্রকটিতঃ *
স্ফুটত্তেজঃ পট্টারুণচিপিটডোরীকটযুতঃ।

তদুদ্ধর্ষেত্যাদি। তদুৎসবে যা হর্ষময়বহুতরকার্য্যস্য চর্চ্চা আচরণং তস্যাঃ যা মর্য্যাদা ন্যায়-পথস্থিতিস্তাং সমাপয়িতুং। গেহায়মানেতি। গেহমিবাচরতি এবম্ভূতোঽহনু আয়ামো যস্য এবং বিসঙ্কটো বিশালঘটনা যস্য এবম্ভূতং যন্মহাশকটং তস্যাধঃ নিম্নভাগে। কল্যে নিরাময়ে। কল্যং সজ্জ-নিরাময়য়োরিতি নানার্থঃ। পয্যঙ্কে আলোকাজিরে দর্শনবিষয়ে। অজিরং বিষয়ঃ প্রাঙ্গণঞ্চ। কুমারয়তঃ কুমারং বালং যন্তি প্রাপ্নুবন্তি কুমারয়ন্তস্তান্ পঞ্চবর্ষীয়বালকান্। অথবা, স্যাৎ কুমার কুমালৎ ক কেলৌ। ইতি কবিকল্পদ্রুমধৃতকুমার ধাতোঃ শতৃ। অবষ্টম্ভঃ আশ্রয়ভূতঃ ॥১৩
শয়নপর্য্যঙ্কশোভাং বর্ণয়তি প্রবালেত্যাদিপদ্যেন। গারুত্মতং মরকতমণিঃ। চিপীটডোরী

এবং অলঙ্কার পরাইয়া. মন্ত্রাদিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা এবং নিরীক্ষণ করিয়া বালকের উৎসবে হর্ষপূর্ণ বহুতর অনুষ্ঠানের সীমা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত জননী চারিদিকে গমন করিতেলাগিলেন এবং প্রত্যেক পরিজনদিগকে কোন না কোন প্রয়োজনীয়কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যাহার দেহঘটনা গৃহের ন্যায় দীর্ঘ ও অত্যন্তভীষণ অর্থাৎ বৃহৎ, এরূপ কোন এক শকটের নিম্নপ্রদেশে নিরাময় পর্য্যাঙ্কমধ্যে দৃষ্টিগোচর প্রাঙ্গণভাগেই বালককে শয়ন করাইয়া তথায় ক্রীড়ন-শীল পঞ্চবর্ষীয় বালকদিগকেও স্থাপিত করিয়াছিলেন। তথায় আশ্রয়স্বরূপ চারিটী স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী দোলাকৃতি সেই পর্য্যঙ্ক বিদ্যমান ছিল ॥ ১৩ ॥

যে দোলার উপরিভাগে বালক শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন, তাহার চারিটী

* গেহায়মানবিসঙ্কটেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

† প্রবালাঙ্ঘ্রি র্গারুত্মতঘটিতপট্টীপটুরুচির্বহন্মধ্যে পট্টারুণচিপিটডোরীপটবৃতিঃ।

দুকূলান্তস্তূলস্ফুরিত-বরতূলী-বলয়িতো
দরান্দোলো দোলো যদুপরি বিরেজে শিশুহরিঃ ॥১৪॥

তত্র চ

স্থবিষ্ঠপট্টস্তবকং বিচিত্রং নিবদ্ধমূর্দ্ধাদভিলম্বমানম্ ।
স্পৃশন্ করাভ্যামসিতঃ স কূজন্নুত্তানশায়ী
মুহুরুজ্জহাস ॥ ১৫ ॥

ততশ্চ* ব্রাহ্মণাদিপূজায়াং পূর্য্যমাণায়াং কৃতসমাহরণেন হরণেন সার্দ্ধং সার্দ্ধপ্রহরেঽপ্যতিযাতে ন কস্যচিদন্যৎ কিঞ্চিদপি ছিদ্রমাত্রমাসীৎ † ॥ ১৬ ॥

কটযুতঃ চিপীটডোরী ফিতা ইতি প্রসিদ্ধা, সা কটে পার্শ্বে যুতা যস্য সঃ । দুকূলান্ত ইতি দুকূলমধ্যে যত্তূলং তেন স্ফুরিতা যা বরতূলী (তোষক ইতি খ্যাতা) তেন যুক্তঃ, দোলঃ দোলা ইতি প্রসিদ্ধঃ । যদুপরি যস্য উপরি ॥ ১৪ ॥

তদা রহস্যং প্রাপ্য বাল্যভাবেন শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি স্থবিষ্ঠেতি পদ্যেন । নিবদ্ধমূর্দ্ধাদুপরিভাগা অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণো বালঃ (কূজন্ অব্যক্ত-শব্দং কুর্ব্বন্) ॥ ১৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রাহ্মণাদীত্যাদিগদ্যেন । হরণেন যৌতুকদেয়-দ্রব্যেণ ছিদ্রমাত্রং বিচ্ছেদমাত্রং ॥ ১৬ ॥

চরণ অর্থাৎ খুরা প্রবালখচিত এবং ঐ খুরার নীচে মরকত মণি-নির্ম্মিত পট্ট অর্থাৎ পাটা শোভা পাইতেছিল, আর উজ্জ্বল বর্ণ চাক্‌চিক্যময় অরুণবর্ণ পট্ট-নির্ম্মিত ফিতা তাহার পার্শ্বে সংযুক্ত, তথা পট্টবস্ত্রের মধ্যে স্থূল ভাবে স্থাপিত ও ফাঁপা উৎকৃষ্ট তোষক মিলিত ছিল এবং তাহা মৃদু মৃদু দুলিতে ছিল ॥ ১৪ ॥

ঐ দোলার মধ্যে ঊর্দ্ধ হইতে লম্বমান অত্যন্ত স্থূল অথচ বিচিত্র পট্টগুচ্ছ নিবদ্ধ ছিল। উত্তানশায়ী কৃষ্ণবর্ণ বালকটী করযুগল দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে বারম্বার হাসিতে ছিলেন ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর ব্রাহ্মণাদির পূজা সমাপ্ত হইলে, সকলে যে যৌতুক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন সেই যৌতুকের সংগ্রহে দেড় প্রহর কাল অতীত হইলেও কোন ব্যক্তির যৌতুক-দেয় দ্রব্যে কিঞ্চিন্মাত্র বিচ্ছেদ হয় নাই ॥ ১৬ ॥

* তত ইতি বিদ্যারত্ন পাঠঃ ।

† চিদমত্রমাসীদিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকেষু পাঠঃ । চিতো জ্ঞানস্য অমত্রং পাত্রং বিষয়ঃ ।

তদাচ পূতনাবন্নূতনার্ভকায় কংসপ্রহিতঃ কশ্চিদ্দিবিষদহিতঃ সমাগম্য দিবিস্থিত এব (এবং) চিন্তয়ামাস। স পূতনা-পোথকোঽয়ং পোতো বিশঙ্কট-শকটাদধস্তাদাস্তে, সাক্ষাদমুং বিধাতুং ন কোঽপি জন্তুরমুষ্য শক্ষ্যতীতি লক্ষ্যতে। ছদ্ম-রূপসদ্মতয়া চ পূতনা সংস্থিতা, তস্মাদমূর্ত্ত এব সমত্র পূর্ত্তয়ে ভবানীতি। ততশ্চাসৌ শকটমপ্রকটমাবিষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥

তদাবেশেন চাসৌ ভূম্যাং প্রবিশচ্চক্রতয়া বক্রীভবদক্ষ-তয়া চোপরিপাত-পরীপাতকে প্রক্রমং § যদা চক্রে তদৈব তদ্দৈববশতঃ কিল তস্য পোতস্য স্তননিদিগ্ধ-দুগ্ধজগ্ধীচ্ছা

তদেবং তেষাং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা তদসহমানঃ কংসপ্রহিতঃ কশ্চিদসুরঃ শ্রীকৃষ্ণং হর্ত্তুং যথাচিন্তয়ত্তদ্বর্ণয়তি – তদাচেত্যাদি গদ্যেন। অর্ভকায় অর্ভকং হর্ত্তুং, দিবিষদহিতোঽসুরঃ। পূতনাপোথকঃ নাশকোঽয়ং (পুথ্য হিংসে) পোতো বালঃ, মন্তুমপরাধং, ছদ্মরূপসদ্মতয়া, কপটরূপাশ্রয়তয়া, সংস্থিতা মৃতা। পূর্ত্তয়ে কার্য্যসাধনায় ॥ ১৭ ॥

তস্য তথাবেশে কিং জাতমিত্যপেক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি—তদাবেশেনেত্যাদি গদ্যেন। অসৌ শকটঃ বক্রীভবদক্ষতয়া অক্ষো মিঘা ইতি প্রসিদ্ধঃ। উপরিপাতেতি উপরিপাতে পতনে যঃ পরীপাতঃ অশুভং তত্র প্রক্রমং (আরম্ভঃ) পোতস্য বালস্য। (নিদিগ্ধং—উপচিতং) জগ্ধীচ্ছা

তৎকালে নূতন বালকের উদ্দেশে কংসপ্রেরিত কোন এক অসুর পূতনার মত আগমন পূর্ব্বক আকাশে থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। এই সেই পূতনাবিনাশী বালক, বিশাল শকটের নিম্নদেশে বিদ্যমান আছে, কোন জন্তু এই বালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধ করিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হইতেছে, কপটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া পূতনা মারা গিয়াছে। অতএব আমি মূর্ত্তি ধারণ না করিয়াই এস্থানে কার্য্য সাধন নিমিত্ত চেষ্টা করি, এই মন্ত্রণা করিয়া অসুর অপ্রকাশ্য ভাবে শকট মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৭ ॥

শকটে প্রবেশ করাতে শকটের চক্র ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং অক্ষ অর্থাৎ চক্রাধার দণ্ড বক্রভাবে থাকাতে ঐ অসুর যখন উপরি পতনের জন্য উপদ্রব আরম্ভ করিল তখনই তাহার অদৃষ্টানুসারে সেই বালকের স্তনলিপ্ত দুগ্ধপানে ইচ্ছা

§ পরীপাক-প্রক্রমং ইতি বৃন্দাবনানন্দগোর পাঠঃ।

জাতা। তদা চ মাতরমনুপলভ্য কাতর ইব নবকমলদল-কোমলচরণাস্ফালনাদুদ্ঘট্টিতং নিকটসঙ্ঘটিতং নিজশকটং পক্ষ-বিহীনমপি *কুতুকাদিব রাক্ষসপক্ষিণীবদুড্ডীনং বিধায় বিবৃত্তপতনত্বমাসাদয়ামাস (স) শাবকঃ ॥ ১৮ ॥

ইদমেব সাশ্চর্য্যতয়ানূদিতং শ্রীমদর্জ্জুনেন বিষ্ণুধর্ম্মে—
"তালোচ্ছ্রিতাগ্রং গুরুভারসারমায়াম-বিস্তারবদদ্যজাতঃ† ।
পাদাগ্রবিক্ষেপবিভিন্নভাণ্ডং চিক্ষেপ কোঽন্যঃ শকটং যথা ত্বম্ ॥"
ইতি ॥ ১৯ ॥

ভোজনেচ্ছা। উদ্ঘাটিতং নিক্ষিপ্তং, (উল্কে চালিতঃ 'নটক চালে') রাক্ষসপক্ষিণী পূতনা উড্ডীনমাকাশগামিনং কৃত্বা বিবৃত্তপতনত্বং ভূমি সংযোজিত্বং। শাবকো বালকঃ ॥ ১৮ ॥

এতত্তু প্রমাণান্তরলব্ধং ন কেবলং শ্রীভাগবতীয়সম্মতমিতি বর্ণয়তি—ইদমিতি গদ্যেন (আয়ামঃ দৈর্ঘ্যং) ॥ ১৯ ॥

জন্মিয়া ছিল, কিন্তু তৎকালে তাহা প্রাপ্ত না হওয়াতে যেন কাতর হইয়াই নব-কমলদলসদৃশ কোমল চরণ আস্ফালিত করিতে লাগিলেন, সেই আস্ফালিত চরণাঘাতে নিকটস্থিত নিজ শকট পক্ষবিহীন হইলেও রাক্ষস-পক্ষিণীর ন্যায় তাহাকে, কৌতুক পরবশ হইয়াই যেন আকাশগামি করিয়া পরে ভূমিতলে মিলিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

এই বিষয় শ্রীমান্ অর্জ্জুন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে আশ্চর্য্যতা সহকারে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

যাহার অগ্রভাগ তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, এবং সারাংশ অত্যন্ত গুরু-ভার বিশিষ্ট এবং যাহা দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বিশিষ্ট হইয়াও চরণের অগ্রভাগ দ্বারা বিদীর্ণ-ভাণ্ড হইয়াছিল, সেইরূপ শকটকে অদ্য জাত—নিতান্ত শিশু অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি নিক্ষেপ করিয়াছে ? ॥ ১৯ ॥

---

* স কুতুকাদিতি বিদ্যারত্নপাঠঃ।

† জাতং ইতি মাণ্ডবিদ্যারত্নপাঠঃ।

স চাসুরঃ স্বয়মেবামূর্ত্ততামুরীকৃতবানিতীব তমপ্যসাবাকাশনীকাশতয়া নাশয়ামাস। তদিদমহো কাকতালীয়মেব জাতম্।

সোঽয়মসুরাবেশ এব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর-শত-নামস্তোত্রে "শকটাসুরভঞ্জন" ইতিনাম্না ব্যঞ্জিতঃ* ॥ ২০ ॥

অত্র (তত্র) দেবাঃ শ্রীলগোপালভাবমুৎপ্রেক্ষাঞ্চক্রিরে ॥২১

তস্য নাশে পরিহাসং বর্ণয়তি সচেত্যাদি গদ্যেন। অসৌ বালঃ আকাশনীকাশতয়া (আকাশ) তুল্যতয়া ॥ ২০ ॥

তদা তন্নাশনেন হৃষ্টানাং দেবানাং কার্য্যং বর্ণয়তি অত্র দেবা ইত্যাদি গদ্যেন ॥ ২১ ॥

ঐ অসুর স্বয়ংও মূর্ত্তি ধারণ করে নাই, এই হেতুই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও আকাশের সাদৃশ্যে বিনাশ করিয়াছিলেন ; কি আশ্চর্য্য ! বস্তুতঃ মূর্ত্তিহীনের মূর্ত্তি-হীনতা কাকতালীয় + ন্যায়ে অর্থাৎ ঘটনা চক্রেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল ।

এইরূপ অসুরাবেশ হওয়াতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রে "শকটাসুরভঞ্জন" এই নামে ভগবান্ কথিত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

সেই অসুর মরণে দেবগণ আনন্দিত মনে শ্রীগোপালের ভাবকে উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন । ॥ ২১ ॥

* নাশয়ামাস ... .ব্যঞ্জিতঃ ইত্যত্র "নাশয়ামাস । ইত্থমেব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "শকটাসুভঞ্জন" ইত্যেতদষ্টৈকং নামাম্নায়তে । অত্র দেবাঃ শ্রীলগোপালভাবমুৎপ্রেক্ষাঞ্চক্রিরে, তদিদমহো কাক তালীয়মেব জাতং ইত্যেব মাণ্ডপুস্তক পাঠঃ ।

+ তালটী পাকিয়া পড়িবার সময় হইয়াছে, কাকটীও তালের উপর আসিয়া বসিয়াছে কাক বসিবামাত্র তালটী পড়িয়া গেল । লোকে মনে করিল কাকে তাল ফেলিয়া দিল । বস্তুতঃ তালের পড়িবার উপযুক্ত সময় না হইলে কাকে কখনই তাল ফেলিতে পারে না। ঘটনাচক্রে তালের পতন সময় ও কাকের তালোপরে উপবেশন সময়, যুগপৎ সংঘটিত হওয়ায় উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইল ; ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় কহে।

যথা—শকটমিদমিহাস্তি মদ্গৃহস্য †
স্বয়মবিশস্তদনেন চোৎপ্লুতোঽসি।
রুদিতমনুপদং ময়া বিকীর্ণং
তদপি যদি ম্রিয়সে ন তন্মমাগঃ॥ ইতি॥ ২২॥
আবির্ভবৎকটকটে শকটেঽথ সর্ব্বে
কিং কিং কিমিত্যভিত এব ভিয়াভিযাতাঃ॥
তস্যাতিপাতমবলোক্য বিলোক্য তোকং
ক্রন্দদ্বিমূঢ়মতিতাতিমূঢ়বন্তঃ॥ ২৩॥
মাতা চ তং বিবশিতাবয়বাপি দেবা-
বিষ্টেব পশ্যতি জনে জগৃহে দ্রবেণ।
পশ্চাত্তু কম্পমুখভাবনিপীড়িতাঙ্গী
তাং বিদ্রুতাঃ পরপরাঃ পরিতোঽপ্যগৃহ্ণন্॥ ২৪॥

তামুৎপ্রেক্ষাং বর্ণয়তি—শকটমিত্যাদি পদ্যেন। উৎপ্লুত উর্দ্ধং গতঃ। অনুপদং প্রতিক্ষণং॥ ২২॥

অধুনা শকটপতন-মহাধ্বনৌ জাতে যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—আবির্ভবদিত্যাদি পদ্যেন। (তোকং বালং) ক্রন্দদিতি ক্রন্দঃ ক্রন্দনং তৎ করোতীত্যাদৌ আয়ন্লুগন্তাৎ ক্বিপ্। ক্রন্দৎ যথা স্যাৎ বিমূঢ়মতিতাসমূহং তথা ধৃতবন্তো বভূবুঃ॥ ২৩॥

তদা তু শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যকৃতং সাত্ত্বিকভাবঞ্চ বর্ণয়তি মাতা চেত্যাদি পদ্যেন। বিবশিতাবয়বা অবশাঙ্গাপি দ্রবেণ বেগেন। (মুখং—আদিঃ) তাং মাতরং পরপরাঃ অন্যান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২৪॥

যথা—আমার গৃহের এই অংশে এই শকট আছে। তুমি স্বয়ং সেই শকটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ এবং শকট দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিয়াছ। আমি প্রতিক্ষণ রোদন করিয়াছি। তথাপি যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে আমার অপরাধ নাই॥ ২২॥

অনন্তর শকটের কট কট শব্দ আবির্ভূত হইলে ভয় বশতঃ সকলে "কি কি কি" বলিয়া চারিদিকেই গমন করিতে লাগিলেন। পরে শকটের পতন ও বালককে অবলোকন করিয়া ক্রন্দনবিধায়ক সমধিক মূঢ়বুদ্ধিতা ধারণ করিলেন॥ ২৩॥

জননীও অবশাঙ্গী হইয়া দেবাবিষ্টা রমণীর ন্যায় দর্শকদিগকে অবজ্ঞা

† শকটমিদমন্তরে ত্বং মদ্গৃহস্য ইতি পাঠান্তরং।

তস্মিন্নন্নস্যন্দবচ্ছন্দে (ন্দ) জাতে তু ॥ ২৫ ॥

*কিন্তৎ কিন্তৎ কিমেতচ্ছশকট-শকটং তস্য কিং পর্য্যয়োঽভূৎ-
কস্মাৎ কস্মাদকস্মাৎ কুশলকুশলকং বাসুদেব-প্রসাদাৎ† ।
ইত্থং প্রশ্নোত্তরাভ্যাং ব্রজকুলপতয়ঃ প্রাপুরন্তঃপুরান্ত-
দৃষ্ট্বানিঃপাতমাসন্ ‡ দশনততিশিখাদষ্ট-জিহ্বাশ্চিরায় ॥২৬॥

তস্মিন্ শকটে মেঘবচ্ছন্দে জাতে সতি ॥ ২৫ ॥

তদেবং জাতে ব্রজকুলপতীনাং বৈয়গ্র্যেণ প্রশ্নোত্তরে খেদেন জিহ্বাদংশনমপি বর্ণয়তি—কিন্তুদিতি পদোন। শশকটশকটমিতি ত্বরায়াং শস্য শকটস্য চ দ্বিত্বং। (ত্বরায়াং যাবদবোধ ইত্যনেন বীপ্সায়াং দ্বিত্বং, এবমগ্রেঽপি। অত্র বীপ্সায়াং বক্তৄণাং ভয়াদাতিশয়ঃ সূচ্যতে) এবং সর্ব্বত্র। পর্যায়ো ব্যতিক্রমঃ অতিপতনং। কুশলকমিত্যত্র স্বার্থে কঃ। পুরান্তঃ পুরমধ্যং অনঃপাতং শকটপতনং। (দৃষ্ট্বেতি বাক্যেনাদ্ভুতো রসো ব্যজ্যতে) দশনেতি দন্তব্রজাগ্রেণ দষ্টা জিহ্বা যেষাং তে ॥ ২৬ ॥

করিয়া বেগে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন, পশ্চাৎ কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিপীড়িত হইলে অন্যান্য স্ত্রীগণ বেগে আগমন করিয়া চারিদিকে তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

সেই শকটপতনকালে মেঘের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিলে এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইল যথা ॥ ২৫ ॥

প্রশ্ন ;—ইহা কি, ইহা কি, একি ? উত্তর ;—শশকট, শকট। প্র ;—তাহার কি ? উ ;—বিপর্য্যয় হইয়াছে। প্র ;—কি হেতু ? কি হেতু ? উ ;—অকস্মাৎ। প্র ;—কুশল কুশল ? উ ;—বাসুদেবের অনুগ্রহে।

এইরূপ বাক্যের প্রশ্ন এবং উত্তর দ্বারা ব্রজকুলপতিগণ অন্তঃপুরের মধ্যে গমন পূর্ব্বক শকটপতন নিরীক্ষণ করিয়া দন্তপঙ্ক্তির অগ্রভাগ দ্বারা স্ব-স্ব জিহ্বা দংশন পূর্ব্বক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

* কিন্তৎ কিন্তন্ননাদ শ্রুতিকটুশকটস্তৎ কথং স ব্যলোঠীৎ। ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তক-পাঠঃ।

† কুশলকুশলমোম্ বাসুদেবপ্রসাদাৎ ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

‡ দৃষ্ট্বা তৎ পাতমাসন্ ইতি বৃন্দাবনানন্দ গৌর পাঠঃ।

ততশ্চ সহসা বহিঃপুরাদন্তঃপুর-পুরঃস্থলভাজং শ্রীমদ্‌ব্রজরাজং নির্ব্বর্ণ্য সর্ব্বে পর্য্যায়াগতা দ্বিধাভূতাঃ পুরতো দূরতোঽবকাশং দদুঃ ॥ ২৭ ॥

ততোঽসৌ জনকস্তু জন-কলকলতস্তদ্বৃত্তমবকলয়ন্নম্বা-(লা) গলাবলম্বং বালকমেব স্বপাণিতলমবলম্বয়ামাস, বিলোকয়ামাস চ তস্য সর্ব্বাবয়বান্ ॥ ২৮ ॥

তদনু চ সর্ব্ব এব শান্ততামায়ান্তস্তদুদন্তং সমন্ততঃ শকট-নিকট-সম্বলকান্ বালকানেব পপ্রচ্ছুঃ। তেচ তদেকনির্দ্দেশিন্যা প্রদেশিন্যা* দর্শয়ন্তস্তমেব নির্দ্দিদিশুঃ, তত্রৈকো লোহলোঽপ্যগ্রবাদী নিবারিত-কোলাহলঃ প্রললাপ ॥ ২৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। পুরঃস্থলভাজং অগ্রদেশং নির্ব্বর্ণ্য অবলোক্য (পর্য্যায়াগতা —ক্রমেণাগতাঃ "পর্য্যায়োঽবসরে ক্রমে" ইতি নানার্থঃ। তস্য গমনায় পন্থানং দাতুং পৃথগ্‌ভূতাঃ অবকাশং স্থানং ॥ ২৭ ॥

এবং জনজাতে ব্রজরাজালয়মভিযাতে ব্রজরাজস্য শ্রীকৃষ্ণে স্নেহকার্য্যং বর্ণয়তি— ততোঽসাবিতি গদ্যেন। (তেষাং সর্ব্বেষাং বৃত্তং চরিত্রং বালস্যালোকস্পৃহাং অবকলয়ন্ জানন্) অম্বাগলাবলম্বং মাতৃগলাশ্রয়বন্তং অবলম্বয়ামাস আশ্রয়ামাস। বিলোকয়ামাস দদর্শ ॥ ২৮ ॥

ততস্তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদনু চেত্যাদি গদ্যেন। তদুদন্তং তদ্বৃত্তান্তং বচঃ সম্বলকান্ মিলিতান্ (প্রদেশিন্যা তর্জ্জন্যা। তমেব বালং, লোহলোঽস্পষ্টবাক্ (লোহলঃ স্যাদস্ফুটবাক্ ইত্যমরঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর, সহসা পুরের বহিঃপ্রদেশ হইতে শ্রীমান্ ব্রজরাজকে অন্তঃপুরের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে আগমন করতঃ তাঁহাকে পথ দিবার জন্য পথের দুইধারে দুইভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সম্মুখ প্রদেশে দূর হইতে স্থান দান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর পিতা নন্দ জন-সকলের কোলাহল শব্দে শকট-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জননীর গলদেশাবলম্বী সেই বালককে নিজ করতলে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর সকলেই শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং শকটের চতুষ্পার্শ্বে

* প্রদেশিন্যা ইতি পাঠঃ গৌর-পুস্তকে নাস্তি।

* মম মম পা পা পা পার্শ্বতঃ শ্রূয়তাং, য য য যদা চ চ চরণ মুমুত্থাপিতবানয়ং, ত ত ত তদা তে তেন স্পৃষ্টমাত্রো ডি ডি ডি ডি ডীন ইবোদ্বৃত্তঃ সোঽয়ং শ শ শকট ইতি ॥ ৩০॥

ততশ্চ তদ্বিড়ম্ববাদিষু বালাদিষু হসৎসু বীভৎসিত-বালিশভাষিতাঃ পরমবৎসলা বিচিকিৎসাং ন ধিৎসাং চক্রুঃ। পূতনাবধাবধারিতানুবাদিতয়া কর্কশ-তর্ক-চক্র-নিরুদ্ধবুদ্ধয়স্তু চক্রুঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য প্রলাপবাক্যং বর্ণয়তি—মমেত্যাদি গদ্যেন। পার্শ্বতো মম নিকটে ডীন ইব যথা পক্ষী ঊর্দ্ধং গত্বা পততি ॥ ৩০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি – ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। তদ্বিড়ম্ববাদিষু (তদনুকরণবাদিষু) তত্র বিড়ম্বনং প্রতারণং, বীভৎসিতবালিশভাষিতাঃ বীভৎসিতং ঘৃণাস্পদীকৃতং বালিশস্য শিশোর্ভাষিতং যৈস্তে, বিচিকিৎসাং বিগতঃ সংশয়ো যস্যাং । (বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ ইত্যমরঃ) এবং ধিৎসাং পিপাসাং তৃষ্ণামাকাঙ্ক্ষাং ন চক্রুঃ কিন্তু সংশয়মিতি। কর্কশেত্যাদি কর্কশতর্কসমূহেন নিরুদ্ধা ধীর্যেষাং তে তত্র নিঃসন্দেহধারণাং চক্রুঃ ॥ ৩১ ॥

নিকটস্থিত বালকদিগকে সেই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকেরাও একমাত্র তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিয়া সেই বালককেই নির্দ্দেশ করিল। তন্মধ্যে একজন অস্পষ্টভাষী (তোতলা) ও মুখর বালক কোলাহল নিবারণ করিয়া প্রলাপ বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

"মম মম" অর্থাৎ আমার আমার "পা পা পা" পার্শ্বে। শ্রবণ কর। "য য য" যখন এই বালক "চ চ" চরণ তুলিয়াছিল "ত ত ত" তখন, তা তাহার স্পর্শমাত্রে এই "শ শ" শকট ঊর্দ্ধে উঠিয়া যেন "ডি ডি ডি ডি" ডীন অর্থাৎ পক্ষীর মত উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তাহার পর অন্যান্য বালকগণ উক্ত তোতলা বালকের বাক্যের অনুকরণ করিয়া হাসিতে থাকিলে, পরম স্নেহান্বিত ব্যক্তিগণ বালকদিগের কথায় নিন্দা প্রকাশ

* মম মম পাপা পাপা ইত্যাদের্ব্বিবক্ষিতোঽংশো যথা— মম পার্শ্বতঃ শ্রূয়তাং, যদাচরণমুত্থাপিতবানয়ং। তদা তেন স্পৃষ্টমাত্রো ডীন ইবোদ্বৃত্তঃ সোঽয়ং শকট ইতি।

পিতা তু পুনঃ স্বস্তিবাচনাভিষেচনাদিনা বিপ্রকুলপ্রতোষণাদিনা সর্ব্বাশীরাশিনা চ তং লঙ্গিমবালং মঙ্গলেন সঙ্গময়ামাস মাতুরুৎসঙ্গেন চ ॥ ৩২ ॥

তয়া চ স্ববাললালনাকলাপময্যা গৃহান্তঃশয্যায়ামেবায়ং শায্যতে স্ম ॥ ৩৩ ॥

গোপমহেন্দ্রাদিভির্ম্মহিত-মহাশকটশ্চ যথাস্থানং ঘটয়ামাসে ॥ ৩৪ ॥

ব্রজরাজস্তু পুত্রমঙ্গলার্থং শান্তিং কারয়ামাসেতি - বর্ণয়তি পিতাত্বিত্যাদি গদ্যেন। লঙ্গিমবালং রম্যবালং (লোকাতীতবালং যদ্বা অতিশিশুত্বেন গতিশক্তিরহিতবালং "লগি গতৌ খঞ্জে" ইতি ধাতুপাঠাৎ) ॥ ৩২ ॥

তদা তু ব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যকৃতং যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি --তয়া চেত্যাদি গদ্যেন। কলাপঃ সমূহঃ ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চ গোপরাজাদিভিঃ পুনঃ শকটস্থাপনং যথাকৃতং তদ্বর্ণয়তি—গোপেত্যাদি গদ্যেন। মহিতং পূজিতং ॥ ৩৪ ॥

করিয়া সেই বাক্যে সংশয় রহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু পূতনা বধে যাহা অবধারিত হইয়াছিল, তাহার বিষয় অনুধাবন পূর্ব্বক কর্কশ তর্কসমূহে বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া আসিলে সংশয়ও করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

কিন্তু পিতা পুনর্ব্বার স্বস্তিবাচন, অভিষেকাদি, ব্রাহ্মণবর্গের সন্তোষসাধনাদি এবং সকলের প্রচুর আশীর্ব্বাদ দ্বারা সেই রমণীয় বালককে মঙ্গলাচার পূর্ব্বক জননীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন ॥ ৩২ ॥

জননীও নিজ বালকের লালন পালনাদি নানাকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিয়া গৃহ মধ্যে শয্যাতেই ঐ শিশুকে শয়ন করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রজরাজ নন্দ অন্যান্য লোক সমভিব্যাহারে উক্ত মহাশকটের পূজা করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥

অথ মধুকণ্ঠ উবাচ—বৎস! বালকেন মহাশকটসমুচ্চাটনমসম্ভাব্যমিতি সম্ভাব্য ভণ্যতাং*। অন্যথা হি কবেরেবান্যথাত্বমাপদ্যেত॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—আর্য্য! পূর্ব্বমেবাত্রাপূর্ব্বতা নিবারিতাস্তি যতো যোগমায়া খল্বস্য সম্ভাবিতযোগং নির্ম্মাপয়তীতি পুনর্ম্মাপ্রাক্ষীঃ॥ ৩৫॥

মধুকণ্ঠঃ সস্মিতমুবাচ—তদনন্তরমুদন্তঃ কঃ?

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথাগ্রজানুজাননুব্রজস্য রাজা বিবিবেচ। বালক-যুগলমিদমপৃথগালয়ালম্বনতামেব নিতরামর্হতি। যতস্তদীয়জনন্যোঃ স্বয়মেব তল্লালনায় লালসাধন্যয়ো স্তত্রচ

অধুনা বালকেনাশকো তাদৃশকর্ম্মণি সমাধানার্থং মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি - অথ মধ্বিত্যাদিনা মাপ্রাক্ষীরিত্যন্তেন গদ্যেন॥ ৩৫॥

ততো মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি- -তদনন্তরেত্যাদি গদ্যেন। উদন্তো বৃত্তান্তঃ।

অনন্তরবৃত্তং শুশ্রূষৌ মধুকণ্ঠে স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। অগ্রজানুজান

অনন্তর মধুকণ্ঠ কহিলেন, বৎস! বালক দ্বারা মহাশকটের উচ্চাটন (পাতিত করা) অসম্ভব, তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া বল, অন্যথা ঐ বক্তার তাৎপর্য্য অন্য প্রকারও হইতে পারে।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বেই এই বিষয়ে অদ্ভুত ভাব নিবারিত হইয়াছে। যে হেতু নিশ্চয়ই যোগমায়া এই বালকের সম্ভব পর সম্বন্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যোগমায়ার বলে ইঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে অতএব আপনি আর পুনর্ব্বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না॥ ৩৫॥

মধুকণ্ঠ হাস্য-বদনে কহিলেন, তাহার পরে কি বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে?।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তৎপরে ব্রজরাজ, অগ্রজ এবং অনুজগণের সহিত বিবেচনা করিলেন, এই দুইটী বালক নিতান্তই এক গৃহে থাকিবার উপযুক্ত;

* মহাশকটসমুচ্চাটনমশক্যমিতি সম্ভাব্য গণ্যতাং ইতি বিদ্যারত্ন-মাণ্ড-পাঠঃ।

*পরস্পরং তদাস(শ)ক্তয়ো র্নানাস্পৃহগৃহকার্য্যপর্য্যাপণব্যসনয়ো-র্যুগপত্তদ্‌যুগলস্য পৃথগবকলনং দুর্ব্বলমিতি কেবলং সুদিনাগমন-বিলম্বতামবলম্বে। যথা বা ভবতামিচ্ছা ভবতীতি শ্রুত্বা শ্রুতজ্ঞাঃ শ্রোত্রিয়ানাশ্রাব্য তদৈব দৈবানুকূল্যং নিভাল্য †সমমুদ্যদ্বাদ্যপরীত-গীতস্বস্তিবাচনাদি-প্রশস্তিপূর্ব্বকং দ্বয়ো-রপূর্ব্বমিলনমাশু কলয়ামাসুঃ ॥ ৩৬ ॥

তচ্চ যথা—মিথোলগ্না দৃষ্টিঃ সমজনি চিরং মূর্ত্তিরচলা
দ্রবচ্চিত্তং নেত্রোদকমিষতয়াগাদভিমুখম্ ।
ইতি ভ্রাত্রোর্ব্বাল্যেঽপ্যসিতসিতয়োঃ সা প্রসিততা
নবে ব্যত্যালোকে কুতুকমিহ কিং বা ন তনুতে ‡ ॥৩৭॥

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠান্ অনুতৈঃ সহ পৃথগিতি একগৃহবাসত্বং, (পর্য্যাপণং সম্পাদনং) ব্যসনয়োর্ব্যাকুলয়োঃ (অবকলনং রক্ষণং) দুর্ব্বলং ন শক্তিমৎ (শ্রুতং শাস্ত্রং জানন্তীতি 'শ্রুতং শাস্ত্রাবধৃতয়ো'রিতি নানার্থঃ) শ্রোত্রিয়ান্ বিজ্ঞব্রাহ্মণান্ নিভাল্য নিরূপ্য, সমং সহৈব) কলয়ামাসুঃ যোজিতবন্তঃ ॥ ৩৬

তদা তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ নব-মিলনে যো যঃ প্রেমবিকারোঽভূত্তদ্বর্ণয়তি মিথো ইত্যাদি

যে হেতু উভয়ের জননী স্বয়ংই উভয়কে লালন করিবার জন্য নিতান্ত ভাল বাসিয়া থাকেন, তন্মধ্যে আবার পরস্পরই উভয় বালকের প্রতি আসক্ত, এবং অভিপ্রেত ও স্পৃহণীয় নানাবিধ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে উভয়েই ব্যাকুল, বালক দুইটীকে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য। কবে শুভদিন আসিবে এই ভাবে আমি কেবল বিলম্ব অবলম্বন—সময়াপেক্ষা করিতেছি। অথবা "আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য" শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে উহা শ্রবণ করাইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই দৈবের আনুকূল্য নিরূপণ করিয়া এককালে সমুদ্যত-বাদ্য সংযুক্ত গীত এবং স্বস্তিবাচনাদি ও প্রশস্তি অর্থাৎ স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক শীঘ্র রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই মিলন যথা—পরস্পরের দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছিল, বহুক্ষণ ধরিয়া

* পরস্পরতদাশক্তয়োঃ ইতি বৃন্দাবন-পাঠঃ ।

† সমুদ্যাদিতি মাণ্ড-পাঠঃ । ‡ মনুতে ইতি মাণ্ড-পাঠঃ ।

বাল্যে প্রথমমন্যোঽন্যং মিলতো রামকৃষ্ণয়োঃ।
সিতাসিতাংশবঃ পৃক্তা জজ্ঞিরে মৃগলাঞ্ছনাঃ॥

তদেবমেব সর্ব্ব এব পর্ব্ব বিধায় নিজ-নিজ-নূতনতনূজান্ গণকগুণিতগুণগণেঽহনি স্নেহং তেষাং তেনেহ সহেহমানাঃ সমঙ্গলং সঙ্গময়ামাসুঃ॥ ৩৮॥

অথ যুক্তিমত্যা সদুক্তিসম্মত্যা শ্রীমদ্ভাগবতকথনব্যুৎক্রমেণাপ্যুপক্রম্যতে॥ ৩৯॥

পদ্যেন। (অভিমুখং প্রাকট্যং) প্রসিততা অনুরক্ততা (তৎপরে প্রসিতাশক্তৌ ইত্যমরঃ) ব্যত্যালোকে পরস্পরদর্শনে॥ ৩৭॥

তয়োঃ পরস্পর-মিলনজাতাং শোভাং বর্ণয়তি—বাল্য ইত্যাদি পদ্যেন। (পৃক্তাঃ সন্তঃ চন্দ্রাঃ জজ্ঞিরে) অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং সহ তৎসমবয়স্কানাং গোপবালকানাং মিলনং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। তনুজান্ পুত্রান্ (ইহ বালযুগলে তেষাং স্নেহমীহমানঃ তেন বালযুগলেন সহ নিজনিজতনূজান্ সমঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা সঙ্গময়ামাসুঃ)॥ ৩৮॥

অথ স্বয়ং কবিরনুক্রমলীলাবর্ণনে রসাস্বাদপরিপাটী স্যাদিতি বিভাব্য ক্রমেণ লীলাঃ বর্ণয়িতুং যুক্তিমপি নির্দ্দিশতি- অথেত্যাদি গদ্যেন॥ ৩৯॥

মূর্ত্তি স্তব্ধ থাকায় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া নয়নজলচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই রূপে কৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতার বাল্যকালেও প্রসিদ্ধ আশক্তি ছিল, পরস্পরের নবদর্শন হইলে এই জগতে সেই আশক্তি কি কৌতূহল না বিস্তার করিয়া থাকে?॥ ৩৭॥

বাল্যকালে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন পরস্পর মিলিত হন তখন উভয়ের কৃষ্ণবর্ণ এবং শুভ্র কিরণমালা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুতর চন্দ্রমা জন্মিয়াছিল।

অতএব এইরূপ প্রকারে সকল লোকেই উৎসব করিয়া গণকেরা যে সকল দিবসের বহুতর গুণ গণনা করিয়াছিলেন, সেই সকল দিবসে এই বালক যুগলের সহিত নিজ নিজ নূতন বালকদিগকে মঙ্গলাচারের সহিত সঙ্গত করিয়া দিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ বলরামের প্রথম মিলনের পর অন্যান্য ব্রজ-বালকও কৃষ্ণরামের সহিত মিলিত হইলেন,॥ ৩৮॥

অনন্তর (স্বয়ং গ্রন্থকার বলিলেন) অনুক্রম লীলা বর্ণনে রসাস্বাদের পরি-

যতঃ—

সর্ব্বৈঃ কবিভিরনুক্রমশালি প্রোচ্যেত কৃষ্ণলীলাদ্যম্।
শুকমুখবচসি প্রেম-প্রমদময়ে তদ্বিনা তু চিত্রায় ॥ ৪০ ॥

তদেবং নানাকৌতুকেন দিনানাং শতং কনিষ্ঠস্য জাতং জ্যেষ্ঠস্য কিঞ্চিদধিকং* ॥ ৪১ ॥

তদাচ—

সম্যঙ্মাতুঃ পরিচিতিরভূৎ যত্র কিঞ্চিৎ পিতুশ্চ
প্রাপ্তঃ সোঽয়ং স্বসদনজনঃ কিং ন বেত্থং মতিশ্চ † ।
তস্মিন্ বাল্যে বলয়তি তয়োঃ কাপি শোভা সুধাব্ধি-
প্রখ্যা গোষ্ঠং ভুবনমপি সা বীচিভিঃ সিঞ্চতি স্ম ॥৪২॥

তাং যুক্তিং বর্ণয়তি —সর্ব্বৈরিত্যাদি পদোন। অনুক্রমশালি অনুক্রমেণ শ্লাঘাবিশিষ্টং, তদ্বিনা অনুক্রমং বিনা ॥ ৪০ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৪১ ॥

তদেবং তয়োঃ ক্রমেণ বয়ঃপ্রাকট্যে যা যা লীলা উদ্ভূতা যা শোভা প্রাদুর্ভূতা চ তাং

পাটী হয়, এই হেতু যুক্তি যুক্ত সৎ সম্মতি বিবেচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই ব্যতিক্রমে আরম্ভ করা যাইতেছে ।। ৩৯ ।।

যে হেতু সকল কবিগণই বিচিত্র ভাবের জন্য অনুক্রম ব্যতীত প্রেম ও হর্ষ পূর্ণ শুকদেবের মুখোদ্গত বাক্যে কৃষ্ণলীলাদি বিষয় অনুক্রম সম্পন্ন অর্থাৎ শ্লাঘাযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন ।। ৪০ ।।

অতএব এই প্রকারে নানাবিধ কৌতুকে কনিষ্ঠের এক শত দিন এবং জ্যেষ্ঠের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিন গত হইল ।। ৪১ ।।

সেই সময়ে যে শৈশবে জননীর সঙ্গে সম্যক্ রূপে ও পিতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল এবং পিতা উপস্থিত হইলে "ইনি আমাদের নিজ গৃহলোক

* তদেবং দিনশতপূরণমদূরতামনুজস্যাগ্রজস্য তু তস্মাদ(পা)তাদূরতাং লব্ধঃ। ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকপাঠান্তরং ।

† প্রাপ্তোঽয়ং নঃ স্বসদনজনঃ কিং ন বেত্ত্যাহনঞ্চ" ইতি মাণ্ডবিদ্যারত্ন পাঠঃ ।

* তত্র তমেব বাসরং নামকরণাবসরং স্মরন্ বসুদেবস্তৎপূর্ব্বদিবসে তপোধামানং গর্গনামানমাত্মনঃ পরমহিতং কুলপুরোহিতং মনসি সম্মত্য রহসি সঙ্গত্য নিজতনয়-বিনিময়ময়ং বৃত্তং বিতত্য নিবেদয়ামাস। সচ সহাসমাহ স্ম— তদেতদপরমপ্যহং নানাবৃত্তং জানাম্যেব সম্প্রত্যত্র মৎকৃত্যন্ত্বাজ্ঞাপ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥

তাং বর্ণয়তি—সম্যগিতি পদ্যেন। (যত্র বাল্যে) (স পিতা) স্বসদনজনঃ স্বগৃহজনঃ (বলয়তি অসমর্থয়তি সতি) (প্রথা তুল্যা) বীচিভিঃ তরঙ্গৈঃ ॥ ৪২ ॥

অথ ক্রমেণ নামকরণাদি লীলাং বর্ণয়িতুমারভতে—তত্রেত্যাদি গদ্যেন। (তপসো ধাম প্রভাবঃ যস্য তং "গৃহদেহত্বিট্ প্রভাবা ধামানি" ইতি নানার্থঃ) বিনিময়ঃ পরিবর্ত্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কি? অথবা নয়,এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছিল,সেই বাল্যভাব প্রবল হইলে সুধাসিন্ধুর ন্যায় কোন এক অপূর্ব্ব শোভার তরঙ্গসমূহ-দ্বারা গোষ্ঠ এবং জগৎকেও সিক্ত করিয়াছিল, অর্থাৎ যখন রামকৃষ্ণ আত্মীয় ও পর লোককে কিছু কিছু চিনিতে লাগিলেন, তখন সকলেই তদ্দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তখন বসুদেব সেই দিনকেই নামকরণের উপযুক্ত দিন মনে করিয়া তাহার পূর্ব্বদিবসে নিজের পরম হিতকর কুলপুরোহিত তপোনিধি গর্গাচার্য্যকে মনে স্থির করিয়াছিলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক নিজ পুত্রের পরিবর্ত্তন ব্যাপার বিস্তৃত ভাবে নিবেদন করিলেন; তিনিও হাস্য সহকারে বলিলেন—ইহা ভিন্ন আমি আরও নানাবিধ চরিত্র অবগত আছি; কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়ে আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি কর ॥ ৪৩ ॥

* তত্র······দিবসে, ইত্যত্র "তদেতদধিগত্য শীঘ্রমেব নামকরণং কর্ত্তব্যমিতি সম্মন্ত্য শ্রীনন্দঃ বসুদেবং প্রতি যদা শ্রীব্রজনরদেবস্তন্নিজমিষ্টং সন্দিষ্টবান্ তদা পরমার্থবিচারেণ মিত্রপুত্রতাইসমধিকবহির্ব্যবহারেণ চানুজস্য শততমং বাসরমেব তদবসরং নিশ্চিন্বন্ শ্রীবসুদেবঃ শ্রীব্রজরাজং প্রতি যথাবসরং তন্নিবেদয়িষ্যাম ইত্যনিশ্চিন্বন্নিব সন্দিদেশ। অথ" ইত্যেব গৌরানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ) বহুপুস্তকপঠিতোঽপ্যয়ং পাঠঃ সর্ব্বথা সুসঙ্গতোঽপি টীকানুরোধাদেব মূলান্তর্নিবেশয়িতুং ন সমর্থা বয়ং।

বসুদেব উবাচ—

ততস্তত্র ভবতা নন্দব্রজভুবং ব্রাজং ব্রাজং মিথঃ সংযুতৌ নব্যৌ নিজযজমানসুতৌ দ্বিজাতিজাতিসমুচিতপ্রকারেণ সংস্কারেণ পুরস্কর্ত্তব্যৌ কিন্তূপনয়নোপযমনে যথা তস্যাং ন স্যাতাং তথা প্রযতনীয়ম্ ॥

মুনিরুবাচ,—যুক্তমুক্তং, যতঃ স্বপক্ষ এবাস্মাভিরপেক্ষণীয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

† তদেবং স্থিতে মুনৌ চ প্রস্থিতে তস্মিন্নেব শততমদিনে প্রাতরেব তর্ণকাণাং কোটিভির্ন্ত্যপরিপাটীভিরাটীক-

তদেবং গর্গবসুদেবয়োঃ কথোপকথনে বসুদেবস্য নিবেদনং বর্ণয়তি—ততস্তত্রেত্যাদি গদ্যেন (ব্রাজং ব্রাজং ব্রজিত্বা ব্রজিত্বা ইতি ত্বরায়াং বীপ্সা) পুরস্কর্ত্তব্যৌ দ্বিজাতিত্বেনাদরণীয়ৌ, উপনয়নোপযমনে উপনয়ন-বিবাহৌ, তস্যাং নন্দব্রজ-ভুবি ॥ ৪৪ ॥

অথ শ্রীগর্গস্য ব্রজে আগমনং বর্ণয়িতুং তৎপ্রসঙ্গং বিবৃণোতি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন।

বসুদেব কহিলেন ; অনন্তর আপনি ত্বরা করিয়া নন্দ-ব্রজভূমিতে গমন পূর্ব্বক পরস্পর একত্রস্থিত নিজ যজমানের নবীন পুত্রযুগলকে দ্বিজাতির উচিত প্রণালী যুক্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন কিন্তু সেই ব্রজভূমিতে যাহাতে তাহাদের উপনয়ন এবং বিবাহ না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিবেন।

মুনি কহিলেন—যথার্থই বলিয়াছ,যেহেতু আমাদিগের স্বপক্ষকে অপেক্ষা করাই উচিত (কিন্তু উপেক্ষা করা কথনও কর্ত্তব্য নহে) ॥ ৪৪ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মুনিবর গর্গ প্রস্থান করিলে সেই শততমদিবসের

† তদেবং.........দিনে ইত্যত্র "অথ তস্মিন্ননুজস্য শততম এব বাসরে ব্রজং প্রস্থিতে চ মুনিবরে ব্রজরাজস্য জ্যায়সস্তদ্দিনাতিক্রমাৎ পুণ্যতরং দিনান্তরমেব দ্বয়োরপি নামকরণস্যাধিকরণং ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য" (১) ইত্যেব বৃন্দাবনগৌরানন্দপুস্তকপাঠান্তরং।

(১) অনন্তর অনুজের অবিকল সেই শততম দিবসেই মুনিবর গর্গ ব্রজের দিকে গমন করিলেন, ব্রজরাজও জ্যেষ্ঠের নামকরণের উপযুক্ত দিবসের অতিক্রম হেতু কোন এক পুণ্যপূর্ণ দিবসে দুই জনেরই নাম করণের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া।

মানাভিৰ্ব্বিচিত্রং স্থানং গো-গোপানাং বন-প্রস্থানান্নির্জ্জনাবস্থানং গোস্থানমনুসংস্কারসম্ভালনার্থমেকসেবকমাত্রকৃতানুব্রজনতয়া কৃতব্রজনঃ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ সকৃপতয়া তান্ পশ্যন্নাসীৎ। তত্রৈব* সর্ব্বতোঽপ্যতিরিক্তে বিবিক্তে বাল্যত এব কৃতসেবং নিজদেবং সর্ব্বসল্লক্ষণনন্দিতনিখিলায়াং † শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণাখ্য--শালগ্রামশিলায়ামষ্টাক্ষরেণোপতিষ্ঠমানশ্চিরাদ্বিরাজতে স্ম। কৃতসমাপনে চ সভাজনে সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞ-গুরুর্মুনি-পরিষদামুরুর্বাণীবাসিতসামা শ্রীগর্গনামা বারং বারং নিষ্ক্রম-

তর্ণকাণাং গোবৎসানাং আটীকমানাভিঃ লম্ফং কুর্ব্বতীভিঃ, বিচিত্রস্থানং বিচিত্রং সন্নিবেশো যস্য তৎ, নির্জ্জনাবস্থানং নিৰ্জ্জনে অবস্থিতি যত্র তৎ, (তান্ তর্ণকান্) সর্ব্বেতি সর্ব্বসল্লক্ষণৈর্নন্দিতং নিখিলং যয়া তস্যাঃ সভাজনে পূজনে উরুরধিকঃ বাণীবাসিতসামা বাচি নিবেশিতঃ সামবেদো যেন সঃ। (একস্মাৎ নিষ্ক্রমদ্বারঃ প্রাপ্য উৎকর্ণতা নির্ব্বর্ণনয়া উর্দ্ধকর্ণতা দর্শনেন অভ্যর্ণতঃ নিকটে নিরবর্ণি) ॥ ৪৫ ॥

প্রাতঃকালেই কোটি কোটি নববৎস সুপরিপাটীতে নৃত্য করিয়া এবং লম্ফ দিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে ঐ গোষ্ঠ স্থান মনোরম করিয়াছিল। ধেনু এবং গোপগণ বনে প্রস্থান করাতে গোষ্ঠভূমি নির্জ্জন হইয়াছিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ এইরূপ গোষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সংস্কারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য একটী মাত্র ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া গমন পূর্ব্বক দয়া পূর্ণহৃদয়ে ঐ সকল নব বৎস দর্শন করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত পবিত্র (অথবা নির্জ্জন) সেই স্থানে, বাল্যকাল হইতে যাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রশস্তচিহ্ন সমূহ দ্বারা যিনি নিখিল লোকের আনন্দদায়িনী, সেই নিজ দেবতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শালগ্রাম শিলাতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া বহুক্ষণ বিরাজ করিলেন। পূজা

* এক সেবক ইত্যতঃ তত্রৈব ইত্যন্তগদ্যাংশে "কৃতানুব্রজনতয়া" "সকৃপতয়া" "পশ্যন্নাসীৎ" ইতি গদ্যাংশাঃ মাণ্ডপুস্তকে ন সন্তি। "শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ" অয়ং তু গদ্যাংশঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকেষু নাস্তি।

† শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যেতি বিশেষণ-পদং মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

দ্বারং বিলোকমানেন গোপলোক-প্রধানেন তস্মাদকস্মাত্তর্ণকানামুৎকর্ণতা-নির্ব্বর্ণনয়া কস্যচিদাগমনং বিতর্কয়তা তূর্ণমভ্যর্ণত এব নিরবর্ণি ॥ ৪৫ ॥

তদাচ—উন্মীলদ্বিধুবর্ণমর্দ্ধপলিতং বক্ত্রাদিরূপান্বিতং
কিঞ্চিৎস্থূলমখর্ব্বমায়তভুজং বিষ্বক্‌প্রসাদাকরম্ ।
শুভ্র-শ্রীবসনদ্বয়ং শ্রুতিকরালঙ্কারদীব্যৎপ্রভং
পুত্রপ্রেমবিলক্ষিতাখিলমৃষিঃ শ্রীনন্দমৈক্ষত ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগর্গো যথা ব্রজ-রাজেন দৃষ্টস্তথা ব্রজ-রাজোঽপি তেন দৃষ্ট ইতি বর্ণয়তি—উন্মীলদিতি পদ্যেন। অর্দ্ধপলিতং অর্দ্ধবৃদ্ধং (পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদৌ) বিষ্বক্‌প্রসাদাকরং সর্ব্বপ্রাণিনামনুগ্রহাধারং (সমন্ততঃ প্রসন্নতাশ্রয়ং)। শ্রুতিকরেত্যাদি। কর্ণহস্তয়োর্যে অলঙ্কারাস্তৈঃ দীব্যন্তী প্রভা যস্য তং। পুত্রেতি, পুত্রে প্রেম বিলক্ষিতোঽখিলেষু যেন, (পুত্রবিষয়প্রেম্ণা বিলক্ষিতং বিস্মায়িতং অখিলং যেন তং) সম্যক্‌ পুত্রস্নেহযুক্তা ইতি ভাবনাযুক্তমিত্যর্থঃ। ঋষির্গর্গঃ ঐক্ষত দদর্শ ॥ ৪৬ ॥

সমাপন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ গুরু, মুনিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান, বাক্যে সামবেদের নিবেশকর্ত্তা গর্গনামক মুনি অবস্থান করিলে শ্রীব্রজরাজ তথা হইতে বারম্বার নির্গমনের দ্বার দিয়া বৎসগণের অকস্মাৎ ঊর্দ্ধকর্ণে অবস্থান দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি যেন আগমন করিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া নিকটেই তাঁহাকে শীঘ্র দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তৎকালে গর্গমুনিও ঐস্থানে ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন উদীয়মান শশধরের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি, তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধ নহেন, মুখ ও লোচন প্রভৃতির বিলক্ষণ শোভা আছে। কিঞ্চিৎ স্থূল কিন্তু খর্ব্ব নহেন, বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং চারিদিকেই যেন প্রসন্নতার আকর স্বরূপ। পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র সুন্দর শুভ্র। তাঁহার কর্ণে এবং হস্তে যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা দ্বারা প্রভা বিরাজমান রহিয়াছে, এবং তিনি পুত্রবিষয়ক প্রেমে অখিল-ভূ-মণ্ডলকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অস্য চ মুনেরনেন চিরাদ্বীপ্সয়াভীপ্সিতমাগমনমাসীৎ। যতঃ প্রতীক্ষ্য এব সর্ব্বত্রায়ং প্রতীক্ষ্যতাং বা কথং ন লভেত ॥৪৭॥

তদেবং প্রতীততয়া প্রতীতঃ সোঽয়মিতি তং ব্রজপতিরপি নিপীতামৃতবৎ পরমপ্রীতঃ শীঘ্রমাসন-প্রদেশং সমানীতঃ * সমতিরিক্তভক্তিপরীতঃ কৃতাঞ্জলিতয়াতিবিনীতঃ সাক্ষাদধোক্ষজ-ধীতঃ প্রণনাম। ব্রহ্মবর্চ্চসেন চর্চ্চিতমেনমানর্চ্চাশেষেণ দেবার্চ্চনদ্রব্যশেষেণ; প্রোবাচ চ—

অলমিহ কুশলং পৃষ্ট্বা, কুশলং কুশলং ভবেদযস্মাৎ।
কিন্তু স্বক-কুশলার্থং, কুশলং তত্র চ বিপৃচ্ছ্যতে সদ্ভিঃ ॥৪৮॥

শ্রীগর্গস্য ব্রজে আগমনং শ্রীব্রজরাজস্যাপি চিরাদাকাঙ্ক্ষিতং তদেব তদা সিদ্ধমিতি বর্ণয়তি—অস্য চেত্যাদি গদ্যেন। অনেন শ্রীনন্দেন। (পৌনঃপুন্যেনাভীপ্সিতং) অয়ং প্রতীক্ষ্যো দর্শনীয়ঃ (পূজ্যতাং "পূজ্যঃ প্রতীক্ষ্য" ইত্যমরঃ) ॥ ৪৭ ॥

ততঃ পরস্পরদর্শনানন্তরং শ্রীব্রজরাজস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। (প্রতীততয়া প্রতীতঃ পরিচিততয়া বিজ্ঞাতঃ "প্রতীতে প্রথিতখ্যাত-বিত্ত-বিজ্ঞাতবিশ্রুতাঃ" ইত্যমরঃ) স গর্গঃ আনীতঃ সম্যক্ প্রাপিতঃ। অধোক্ষজধীতঃ বিষ্ণুবুদ্ধ্যা। ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রহ্ম-তেজসা চর্চ্চিতং ব্রক্ষিতং, আনর্চ্চ পূজয়ামাস।

তৎ ব্রজরাজস্য বচনং শ্লোকষট্‌কে বর্ণয়তি—অলমিত্যাদি করুণ ইত্যন্তৈঃ। অলং নিষেধার্থঃ (ইহ অলং কুশলস্য প্রশ্নেনেত্যর্থঃ "ক্ত্বাচ্ বা নিষেধেঽলং খলুনা" ইত্যনেন নিষেধার্থালং

এই গর্গ মুনির ব্রজে আগমন হয়, ইহা ব্রজরাজ বহুকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ বাসনা করিয়াছিলেন; যে হেতু এই মুনি সকল স্থানেই পূজ্য অতএব কেনই বা তিনি দর্শনযোগ্য হইবেন না ? ॥ ৪৭ ॥

সে যাহাই হউক, এই প্রকারে তিনি পরিচিত বলিয়া বিদিত হইলে ব্রজপতিও যেন অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহাকে শীঘ্র আসন-স্থানে আনয়ন করিয়া পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনীত ভাবে

---

* অতীত ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরেষু পাঠঃ।

স্বাগত-পৃচ্ছা ধার্ষ্ট্যং, ভবতি মহিষ্ঠে সদেতি গীর্যুক্তা।
তদপি সুরার্চ্চামনু সা, যদ্বন্নির্ম্মীয়তে তদ্বৎ ॥ ৪৯ ॥
কেবলবচসা তোষো, বৈভবসত্ত্বে ন যুজ্যতে নূনং।
কিন্ত্বিদমপূর্ণবিষয়ং, পূর্ণে কিঞ্চিন্ন মাত্যেব ॥ ৫০ ॥
ন সতঃ স্বার্থাপেক্ষা, কিন্তু সদা সা পরার্থৈব।
তস্মাদ্বিহরতি তস্মিন্, পর-পর-বিজ্ঞাপনং সুখদম্ ॥৫১॥

যোগে প্রচ্ছধাতো র্ভাবে বৈকল্পিকঃ ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ঃ, কচিৎ ভাবেঽপি সকর্ম্মকতা স্যাৎ ইতি। "পর্য্যাপ্তিক্ষেমপুণ্যেষু কুশলং শিক্ষিতে ত্রিষু" ইতি নানার্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

স্বাগতপৃচ্ছা সুখেন আগতমাগমনং তস্য জিজ্ঞাসা ॥ ৪৯ ॥

(বৈভবস্য বর্ত্তমানত্বে সতি) ইদং তোষাভবনং (পূর্ণে ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ পরিপূর্ণে পুরুষে) মাত্যেব মিতঃ ন ভবতি ॥ ৫০ ॥

তস্মিন্ বিহরতি সতি পরপর-বিজ্ঞাপনঃ পরস্য অভীষ্টবিজ্ঞাপনং। তস্মাৎ পরার্থাদ্বিহরতি, "বিহারস্তু পরিক্রম" ইত্যমরোক্তেঃ পরিক্রামতি তস্মিন্ সাধৌ। পরৈঃ কর্ত্তৃভিঃ

ও সাক্ষাৎ নারায়ণ বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান ঐ মুনিকে বহুবিধ দেবপূজার অবশিষ্ট দ্রব্য দিয়া অর্চ্চনাও করিলেন।

পরিশেষে বলিলেন, এই স্থানে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতু আপনার নিকট কুশলও কুশল লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ নিজের কুশলের জন্যই তথায় অর্থাৎ কুশলময় আপনার নিকটেই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

আপনার মত পূজনীয় ব্যক্তির নিকটে স্বাগত প্রশ্ন ধৃষ্টতার পরিচায়ক, এই কথা সর্ব্বদাই ন্যায্য, তথাপি স্বাগত প্রশ্ন যেরূপ দেবপূজায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেইরূপ ভবাদৃশ জনের প্রতিও স্বাগতবাক্য প্রযুক্ত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

বৈভব সত্ত্বে কেবল বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, কিন্তু এই বিষয়টী অপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ যাঁহারা কোন প্রকার অভাব যুক্ত তাঁহাদের নিকটেই খাটে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য পূর্ণ (অথবা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ পুরুষের উপর ঐ বৈভব স্থানও প্রাপ্ত হয় না, তথায় সমুদ্রে পাদ্যার্ঘের ন্যায় হইয়া থাকে) ॥৫০॥

সাধু ব্যক্তি কখনও স্বার্থ অপেক্ষা করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের যে

জ্যোতিঃশাস্ত্রং ভবতা কৃতমথ বেদেঽপি নিষ্ণাতম্।
তত্তৎ পরসুখমাত্রাপেক্ষং তদিদং (বি) নিবেদ্যং মে ॥৫২॥
বালো যো মম জাতস্তস্মাদধিকশ্চ (হি) বাসুদেবো যঃ।
নিজদৃক্সুধয়া তং তং, শীকিতুমাস্তাং ভবান্ করুণঃ ॥৫৩॥

তদেতদাশ্রুত্য গর্গঃ সগদ্গদং জগাদ ;—

যন্মনা ভিক্ষুরায়াতস্তদ্দাতা দিৎসতি স্বয়ং।
তদা ভাগ্যং কিয়দ্বর্ণ্যং ভিক্ষোর্দাতুশ্চ কৌশলম্ ॥ ৫৪ ॥

পরস্য উত্তরস্য আগামিনঃ কর্ম্মণো বিজ্ঞাপনং সুখদং ভবতি (পরঃ শ্রেষ্ঠাবিদূরান্ত্যোত্তরে ক্লীবন্তু কেবলে) ॥ ৫১ ॥

নিষ্ণাতং ভাবে প্রত্যয়ঃ কুশলং ॥ ৫২ ॥

বাসুদেবঃ শ্রীরোহিণীপুত্রঃ। (নিজ দৃক্সুধয়া নিজজ্ঞানামৃতেন) শীকিতুং সেচয়িতুং (শীকৃঙ্-সেকে ইতি ধাতুঃ) ॥ ৫৩ ॥

তাদৃশং ব্রজরাজবচনং শ্রুত্বা শ্রীগর্গো মনসি যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি- তদেতদিত্যাদি গদ্যেন পদ্যেন চ (যস্মিন্ মনো যস্য সঃ) ॥ ৫৪ ॥

স্বার্থাপেক্ষা তাহা সর্ব্বদা পরের জন্যই ঘটিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ সাধু-পুরুষ পরার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট ভাবী কার্য্যের বিজ্ঞাপন করাই সুখের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

আপনি জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আপনি বেদেও সুনিপুণ ; সেই সেই বিষয় কেবলমাত্র পরসুখাপেক্ষী অতএব এই সকল বিষয় আমি নিবেদন করিতেছি ॥ ৫২ ॥

আমার যে বালক জন্মিয়াছে এবং তাহা হইতেও অধিক যে বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, সেই দুই বালককে আপনি নিজ জ্ঞানামৃত দ্বারা অভিষেক করিবার জন্য সদয় হউন ॥ ৫৩ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গর্গমুনি গদ্গদ স্বরে কহিলেন ;—

ভিক্ষুক যে বিষয় মনে করিয়া আসিয়াছে, দাতা যদি স্বয়ং তাহা দান করেন তাহা হইলে ভিক্ষুর ভাগ্য এবং দাতার কৌশল যে কতদূর তাহা আর কি বর্ণন করিব ? ॥ ৫৪ ॥

তদেবমাত্মনে শ্লাঘমানে মুনিরাজে শ্রীব্রজ-রাজঃ স্ব-নিযোজ্যস্য কর্ণে বর্ণিতবান্ এবমেবং কুর্ব্বিতি ॥ ৫৫ ॥

প্রবর্ত্তয়ামাস চ মুনিনা কংসদুর্ব্বৃত্তবিবর্ত্তিত-বসুদেব-বৃত্ত-সংবাদম্ ॥ ৫৬ ॥

সংপ্রবদমানয়োশ্চ তয়োঃ সোঽপি তৎপ্রয়োজনং পরামৃশ্য শুদ্ধান্তং প্রবিশ্য নিজনিজোৎসঙ্গ-সঙ্গতীকৃতবালে অম্বালে পুরো বিধায় গন্ধপুষ্পাদিলষিত-চামীকরভাজন-করঃ পরমকিঙ্করঃ সহসা রহসা সসাদ ॥ ৫৭ ॥

"মৌনং সম্মতিলক্ষণ"মিতি ন্যায়েন শ্রীগর্গেণ তথা স্বীকারে প্রাপ্তে ব্রজরাজস্য রহস্য-কৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি কুর্ব্বিত্যন্তেন। আত্মনে ইত্যত্র কর্ম্মপ্রাপ্তৌ সম্প্রদানং (স্ব-নিযোজ্যস্য সেবকস্য)। ॥ ৫৫ ॥

তদা তু শ্রীগর্গঃ বসুদেববৃত্তান্তং জ্ঞাপিতবানিতি বর্ণয়তি—প্রবর্ত্তয়েত্যাদি গদ্যেন। কংসেতি কংসদুর্ব্বৃত্তেন বিবর্ত্তিতং যদ্বসুদেবস্য বৃত্তং বিবরণং তস্য সংবাদং (দুশ্চরিত্রকংসেন বিবর্ত্তিতং আরোপিতং বসুদেবস্য যদ্‌বৃত্তং চরিত্রং তৎসংবাদং। কংসদুর্ব্বৃত্তেত্যত্র ভ্রান্তবিশেষণপদস্য পর-নিপাতঃ) ॥ ৫৬ ॥

তদৈব স্ব-নিযোজ্যস্য তস্য ভৃত্যস্য কার্য্যং বর্ণয়তি—সংপ্রবদমানয়োশ্চেত্যাদি গদ্যেন। (নানাপ্রকারজ্ঞানপূর্ব্বকং ব্যক্তং সহ বদতোঃ। 'তদ্‌যোগে বে'ত্যনেনাত্মনে পদং। সোঽপি নিযো-জ্যোঽপি) শুদ্ধান্তমন্তঃপুরং। অম্বালে জনন্যৌ। (সহসা—অতর্কিতে তু সহসেত্যমরঃ) রহসা বিরলেন (নির্জ্জন-পথেন, সসাদ জগাম) ॥ ৫৭ ॥

মুনিবর এইরূপে আত্মশ্লাঘা করিলে ব্রজরাজ, নিজ ভৃত্যের কর্ণে বলিয়া দিলেন "এইরূপ এইরূপ কর" ॥ ৫৫ ॥

অপিচ তিনি ঐ মুনিদ্বারা দুর্ব্বৃত্ত কংস কর্ত্তৃক আরোপিত বসুদেবের চরিত্র-সংবাদ প্রবর্ত্তিত করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে উভয়েই নানাপ্রকার জ্ঞান পূর্ব্বক প্রকাশ্যবিষয় এক সঙ্গে বলিতে ছিলেন। তখন সেই পরমভৃত্যও সেই প্রয়োজন জানিতে পারিয়া অন্তঃপুরে

বীক্ষ্যাপি* মাত্রোরুরসি প্রসঞ্জিতাবত্যর্ভকৌ দূরত এব তাবৃষিঃ।
জবাদুদস্থান্মণিমন্ত্রবৎ প্রভোঃ প্রভাব এবাদৃতয়ে ন বিস্তৃতিঃ ॥৫৮

ততশ্চ—

মাতৃযুগ্মললিতাঙ্গ-লালিতৌ বীক্ষ্য কৃষ্ণ-ধবলৌ স বালকৌ।
নির্ণিমেষদশয়া দৃশোর্জলং রোদ্ধুমৈষ্ট নিতরাং ন তাপসঃ ॥৫৯॥

তদা তৌ মাতৃক্রোরস্থৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা শ্রীগর্গো যদাচচার তদ্বর্ণয়তি—বীক্ষ্যেত্যাদি পদ্যেন। ঋষি গর্গঃ উদস্থাদুত্থিতবান্। যতস্তস্য বিস্তৃতিরাচ্ছাদনং ন ভবতি ॥ ৫৮ ॥

তৌ দৃষ্ট্বা শ্রীগর্গস্য সাত্ত্বিকভাবোদয়োঽভূত্তদেকদেশং বর্ণয়তি—মাতৃযুগ্মেতি পদ্যেন। (মাতৃযুগ্মেন ললিতাঙ্গানি লালিতানি যয়োস্তৌ, দশয়া—অবস্থয়া) স গর্গঃ ন ঐষ্ট ন সমর্থঃ (নিতরাং সমর্থো নাভবৎ, ঈশনঙ্ ঐশ্বর্য্যে) ॥ ৫৯ ॥

প্রবেশ করিল। যাঁহারা নিজ নিজ ক্রোড়দেশে পুত্রকে রাখিয়া ছিলেন, সেই যশোদা এবং রোহিণীকে অগ্রে করিয়া গন্ধপুষ্পাদি শোভিত স্বর্ণপাত্র হস্তে গ্রহণ-পূর্ব্বক সহসা নির্জ্জন পথ দিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর গর্গমুনি দূর হইতে জননীদ্বয়ের বক্ষঃস্থলস্থিত সেই অত্যন্ত শিশু পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিয়া মণিমন্ত্রের ন্যায় সবেগে উত্থিত হইলেন, কারণ প্রভুর প্রভাবই আদরের কারণ হয়, কিন্তু বয়োঽধিকতা নহে † ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর সেই তপস্বী গর্গাচার্য্য কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ ও বলরাম নামক বালক যুগলকে জননীদ্বয়ের ক্রোড়ে লালিত দেখিয়া নেত্রদ্বয়ের নিতান্ত নির্ণিমেষ ভাব উপস্থিত হওয়ায় নেত্রজল রোধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৯ ॥

* বীক্ষ্যাথ ইতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

† মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা যেমন অসম্ভব, বালক দ্বয় দর্শনে জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ মুনিবরের গাত্রোত্থানও সেইরূপ অসম্ভব বা অতর্কিত ভাবেই যেন নিষ্পন্ন হইল। "গুণাঃ পূজা স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ" তাৎপর্য্য—স্ত্রীপুংস্বাদি চিহ্ন বা বৃদ্ধত্ব বাল্যাদি বয়স সম্মানের কারণ নহে, কিন্তু গুণগণই তাহার কারণ হইয়া থাকে। (উত্তর রাম চরিত)

অথ সঙ্কোচং বিধায় সন্নিধায় মাতৃভ্যামাত্মজাভ্যাং * মৌনেনৈবানামি মুনিবরঃ ॥ ৬০ ॥

সোঽয়মুচ্চৈরাশীশিষচ্চ ॥†

যথা—

পিত্রোঃ প্রতিস্বং কুলয়োস্তদীয়য়োঃ
সম্বন্ধিবন্ধুপ্রকরে জগত্যপি।
আনন্দদাতা ‡ ভব নন্দনন্দন !
ত্বং তদ্বদপ্যানকদুন্দুভেঃ সুত ! ॥৬১—৬২॥

তদা তু শ্রীগর্গং দৃষ্ট্বা সাত্মজাভ্যাং মাতৃভ্যাং যথা প্রণতিঃ কৃতা, তাং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। অনামীতি কর্ম্মণি লুঙ্ প্রণতঃ॥ ৬০ ॥

তদা তেন শুভাশীর্ব্বাদো যথা বিহিতস্তং বর্ণয়তি—সোঽয়মিত্যাদি সূত্রেত্যস্তেন। আশীশিষৎ আশিষঃ কৃতবান্। আশীর্ব্বাদবাক্যং বর্ণয়তি—পিত্রোরিতি পদ্যেন। প্রতিস্বং স্বং প্রতি। পিতৃ-মাতৃবংশয়োঃ তদীয়য়োঃ কুলদ্বয়য়োঃ (প্রকরে—সমূহে আনন্দদাতা আনন্দকঃ) সুত হে রোহিণীনন্দন ! ॥ ৬১—৬২ ॥

অনন্তর জননীদ্বয় ও পুত্রদ্বয় সঙ্কুচিত ভাবে নিকটে গিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বকই মুনিবরকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬০ ॥

সেই গর্গমুনিও উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা—হে নন্দনন্দন ! তুমি পিতা, মাতা এবং তাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধি প্রত্যেক জনের প্রতি এবং কুলদ্বয় সম্বন্ধি বন্ধুসমূহের প্রতি, অধিক আর কি বলিব সমুদায় জগতের প্রতি আনন্দদাতা হও, তথা হে বসুদেবনন্দন বলরাম ! তুমিও তদ্রূপ আনন্দ-প্রদ হও ॥ ৬১—৬২ ॥

* মাতৃভ্যামাত্মনাত্মজাভ্যাঞ্চেতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

† "সোঽয়মুচ্চকৈ"রিতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

‡ কল্যাণদাতা ইতি আনন্দপাঠঃ।

ততশ্চ তদেকসর্গে গর্গে ব্রজেশ্বর-যাচনতঃ স্বাসনমাগতে পুরতঃ কিঞ্চিদ্দূরতঃ * ॥ ৬৩ ॥

সিতাসিতৈকৈকপুষ্প-বিষ্ণুক্রান্তাদ্বয়প্রভে।
তে রোহিণী-যশোদাখ্যে তনয়াভ্যাং বিরেজতুঃ ॥ ৬৪ ॥

ততো মুনেরাদেশতস্তেঽপ্যুপবিবিশতুঃ চ ‡ শ্রীগর্গে চ তয়োরাবেশিতধীন্দ্রিয়বর্গে ব্রজক্ষিতিপতিঃ ক্ষণং প্রতীক্ষ্য সাঞ্জলিগিরাভিলষিতং ব্যঞ্জিতবান্ ॥ ৬৫ ॥

অথ তদনন্তর-বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন পদ্যেন চ। তদেকসর্গে তাসামাশিষাং এক এব সর্গ উচ্চারণং যেন তস্মিন্, (তস্মিন্ আশীর্ব্বাদে একসর্গ একতানস্তস্মিন্ "একতানোঽনন্য-বৃত্তিরেকাগ্রৈকায়নাবপি, অপ্যেক সর্গ" ইত্যমরঃ। ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—পুরত ইতি গদ্যেন (বিরেজতুরিতি পরপদ্যেনান্বয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

(শুভ্রং কৃষ্ণং একং একং পুষ্পং যস্য তাদৃশাপরাজিতালতাদ্বয়েন তুল্যে) সিতেতি বিষ্ণুক্রান্তা অপরাজিতা লতাবিশেষঃ। তে রোহিণী-যশোদে ॥ ৬৪ ॥

তয়োর্ব্বালকয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) আবেশিতেতি আবেশিতো জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহো যস্য তস্মিন্ ॥ ৬৫ ॥

তদনন্তর আশীর্ব্বাদপরতন্ত্র গর্গাচার্য্য ব্রজেশ্বরের প্রার্থনায় স্বীয় আসনে উপবেশন করিলে, সম্মুখভাগে কিঞ্চিদ্দূরে একটী কৃষ্ণ এবং একটী শ্বেতবর্ণ পুষ্পযুক্ত দুইটী অপরাজিতা লতার মত সেই যশোদা এবং রোহিণী (কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ) দুইটী পুত্র লইয়া শোভা পাইতেছিলেন। অনন্তর মুনির আদেশক্রমে যশোদা এবং রোহিণীও উপবেশন করিলেন। শ্রীগর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্গ সন্নিবেশিত করিলে, ব্রজরাজ ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বাক্য দ্বারা বাঞ্ছিত বিষয় ব্যক্ত করিলেন ॥ ৬৩—৬৫ ॥

* কিং দূরতঃ ইতি গৌর পাঠঃ।

‡ তেঽপ্যুবেশমঙ্গীকুর্ব্বন্তি স্ম ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকপাঠঃ।

যোগ্য এব পরযোগ্যতাকরস্তাদৃশত্বমপি বেদবেদজম্।
ত্বন্তু বেদবিদুষাং বরস্ততঃ সংস্কুরু দ্বিজজনুস্তনূ অমূ ॥ ৬৬ ॥

গর্গ উবাচ, ভবন্তো যদুবীজ্যত্বেঽপি বৈশ্যততীজ্যমাতৃবংশান্বয়িতয়া তদ্গুরুপদব্যাগতৈরেব কর্ম্ম কারয়িতব্যা, নতু ময়া ॥ ৬৭ ॥

ব্রজ-রাজ উবাচ ;—ভবেদেবং কিন্তু "ক্বচিদুৎসর্গোঽপ্যপ-

ব্রজপতেস্তদভিলষিতং ব্যনক্তি—যোগ্য এবেতি পদ্যেন। পরযোগ্যতাকরঃ পরস্য যোগ্যতাং করোতীতি যঃ স যোগ্য এব পরযোগ্যতাকরত্বমপি বেদবেদজং বেদজ্ঞানজাতং দ্বিজজনুস্তনূ দ্বিজজন্মবিশিষ্টে তনূ যয়োঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগর্গস্তু স্বাভিপ্রেতে কর্ম্মণি নিযুক্তোঽপি তৎকুল-পুরোহিত-সম্মানার্থং যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি ভবন্ত ইত্যাদি গদ্যেন। বৈশ্যততীজ্যো বৈশ্যসমূহপূজ্যঃ * যদুকুলসম্ভবত্বেঽপি। বীজাস্তু কুলসম্ভবঃ ইত্যমরঃ) তদ্গুরুপদব্যাগতৈস্তেষাং বৈশ্যানাং গুরুপথাগতৈ বিপ্রৈঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্রজরাজস্তু তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সন্ন্যায়বাক্যং যদাহ তদ্বর্ণয়তি— ভবেদেবমিত্যাদি করিষ্যাম

যোগ্য ব্যক্তিই অপরের যোগ্যতা করিতে পারেন, গুণি ব্যক্তিই গুণ জানাইয়া থাকেন। অপরের যোগ্যতাকারিণী যোগ্যতাও বেদজ্ঞান হইতে জন্মিয়া থাকে কিন্তু আপনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান অতএব আপনি দ্বিজজাতি-জাততনু + এই তনুজদ্বয়ের সংস্কার করুন ॥ ৬৬ ॥

গর্গ কহিলেন, আপনারা যদুবংশসম্ভূত হইলেও বৈশ্যগণের পূজ্য এবং মাতৃবংশ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় যে সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্যগণের গুরুপদে আরূঢ় ; তাঁহারাই আপনাদের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু আমাদ্বারা হইবে না ॥ ৬৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, এইরূপ হওয়াই উচিত। কিন্তু কোন স্থানে অধিকারি-

* বৈশ্যসমূহপূজ্যমাতৃবংশসম্বন্ধিতয়া তেষাং বৈশ্যানাং গুরুপদবীমাগতৈঃ প্রাপ্তৈরেব ব্রাহ্মণৈর্ভবন্তঃ কর্ম্ম কারয়িতব্যাঃ। ভবন্ত ইতি হেতুকর্ত্তৃণ উক্তত্বাৎ প্রথমা।

+ "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতিকেই দ্বিজাতি বা দ্বিজশব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে বৈশ্যজাতীয় ও ক্ষত্রিয় জাতীয় ভেদে বৈশ্যের পৃথক্। দেবমীঢ়ের বৈশ্যপত্নীর গর্ভজাত মহাবনবাসী পর্জ্জন্য-পুত্র গোপজাতি নন্দমহারাজের দ্বিজত্ব মীমাংসিত আছে।

বাদ-বর্গং বাধতে” অধিকারিবিশেষশ্লেষমাসাদ্য। যথৈবাহিংসা-নিবৃত্তকর্ম্মণি বদ্ধশ্রদ্ধং প্রতি যজ্ঞেঽপি পশুহিংসাং। তস্মাদ্‌-ভবতাং ব্রাহ্মণভাবাদুৎসর্গসিদ্ধা গুরুতা শ্রদ্ধাবিশেষবতামস্মাকং কুলে কথং লঘুতামাপ্নোতু। তত্রাপি ভবতঃ সর্ব্বপ্রমাণতঃ সমধিকতা সমধিগতা, তস্মাদন্যথা ন মন্যতাং ‡। এতদুপরি নিজপুরোহিতানামপি হিতমপি হিতমহসা করিষ্যামঃ ॥ ৬৮ ॥

গর্গঃ পুনরতিগোপনায় সবিচারমুবাচ;—তথাপি খলঃ স খলু দেবকী-তোকহন্তা দুর্ম্মন্তা দেব্যাঃ শংসনেন নৃশংসঃ কংসঃ

ইত্যন্তেন গদ্যেন। (উৎসর্গোঽপি সামান্যবিধিরপি) অপবাদবর্গং বাধকসমূহং (বিশেষবিধি-বর্গং)। বিশ্লেষং সংযোগং প্রাপ্য (উৎসর্গসিদ্ধা সামান্যসিদ্ধা) লঘুতাং অধিকারাভাবেনেতি (প্রমাণং হেতুমর্য্যাদা-শাস্ত্রেয়ত্তা-প্রমাতৃষু ইতি নানার্থঃ। সমধিগতা বিজ্ঞাতা এতদুপরি ত্বয়া নাম-করণাৎ উত্তরকালে) হিতমহসা হিতবৈশিষ্ট্যেন (অনাচ্ছন্নোৎসবেন 'মহস্তূদ্ভবতেজসো'রিতি নানার্থঃ) ॥ ৬৮ ॥

এবং চেত্তথাপি এতৎ কর্ম্ম গুপ্তং ন স্থাস্যতি, তথাত্বে মহাননয়ো ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়ন্‌ গর্গঃ পুনর্যদাহ তদ্বর্ণয়তি—গর্গঃ পুনরতীত্যাদি স্যাদিত্যন্তেন গদ্যেন। (পুনরাগতা আশঙ্কা যস্য

বিশেষে সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া সামান্যবিধিও বিশেষ বিধির বাধা দিয়া থাকে। যেরূপ অহিংসারূপ নিবৃত্তি মার্গে যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌, সেই ব্যক্তির উদ্দেশে যজ্ঞকার্য্যেও অহিংসা দ্বারা পশুহিংসার বাধ ঘটিয়া থাকে। অতএব আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব নিবন্ধন সামান্য বিধিদ্বারা গুরুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। তাদৃশ গুরুপদ বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অস্মদাদির বংশে কিরূপে লঘুত্ব প্রাপ্ত হইবে? তাহার মধ্যেও সর্ব্ব-প্রকার প্রমাণদ্বারা আপনার আধিক্য জানিয়াছি, সুতরাং আপনি আর কিছুতেই তাহার অন্যথা বিবেচনা করিবেন না। আপনি নামকরণ করিলে পর আমরা বিশেষরূপ হিতকার্য্য দ্বারা নিজ-পুরোহিতদিগেরও হিতকর বিষয় সম্পন্ন করিব, অর্থাৎ আপনি ক্রিয়া করিলে আমাদিগের পুরোহিতগণ অসন্তুষ্ট ত হইবেনই না বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে অধিকরূপে সন্তুষ্টই করিব ॥ ৬৮ ॥

গর্গাচার্য্য পুনর্ব্বার অত্যন্ত গোপন করিবার জন্য বিচার পূর্ব্বক বলিতে লাগি-

---

‡ অন্যথা মাস্ম মন্যথাঃ ইতি গৌরানন্দ বৃন্দাবন পাঠঃ।

পুনরাগতাশঙ্কঃ স্যাৎ, যস্মাদ্‌যাদবগুরুতয়া পুরু প্রসিদ্ধঃ সোঽয়-মন্যবর্গজমমুং সমস্কুরুত,তস্মাদেব বসুদেবকৃতোপাসনয়া নূনমনয়া দেব্যা স্বেন বিনির্মিতঃ স বালস্তত্র বর্ত্ততে, * গীর্ব্বাণবাণবাণীনা-মমৃষাভাবাদিতি, তদানিঃষমমিদমতিদুঃষমং ‡ স্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

অথ ব্রজরাজস্তু মনাগ্বিমনায়মান ইবাসীৎ, পুনরনেন স্বস্তি-বাচনাদিকে কৃতে সর্ব্বং শস্তং ভবেদিতি বিভাব্য প্রোবাচ ;—
যস্মাত্তব সঙ্গ এব সমঙ্গলস্তস্মাৎ—

তাদৃশঃ স্যাৎ) সমস্কুরুত সংস্কারং চকার। গীর্ব্বাণবাণবাণীনাং দেবানাং বাণা ইব প্রহিতা যা বাণ্যস্তাসাং অমৃষাভাবাৎ সত্যত্বাৎ। (অনিঃষমমনিন্দিতমিদমতিদুঃষমমতিনিন্দিতং স্যাৎ, নিঃষমং দুঃষমং গর্হ্যে ইত্যব্যয়বর্গঃ) নিঃষমং নির্গতঃ সমঃ সমতা যস্মাত্তদিদং ॥ ৬৯ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা ব্রজরাজো মনসি যথা বিবিবেচ যথা চ প্রোবাচ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন (শস্তং মঙ্গলং) ॥ ৭০ ॥

লেন, আপনার কথা ঠিক, তথাপি খল দেবকীপুত্রহন্তা, দুর্ম্মতি কংস নিশ্চয়ই চণ্ডিকা দেবীর বাক্যদ্বারা পুনর্ব্বার শঙ্কিতচিত্ত হইবে। কারণ "যিনি যদু-বংশের গুরু বলিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তিনি অন্য বর্ণজাত এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন।" সুতরাং বসুদেবের উপাসনা বশতঃ নিশ্চয়ই এই দেবী স্বয়ং পরি-বর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া সেই বালক তথায় আছে। তাহার কারণ এই, দেববাণী কখন মিথ্যা হইবার নহে, তাহা হইলে এই বিষয় সমতাবিহীন ও অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া উঠিত (কিম্বা অনিন্দিত এই বিষয়, অতি নিন্দনীয় হইত) ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ গর্গাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিমনায়মান (ব্যাকুল) হইলেন। এই মুনি স্বস্তিবাচনাদিকার্য্য করিলে সমস্তই মঙ্গল হইবে, পুনর্ব্বার ইহা চিন্তা করিয়া কহিলেন—

হে ব্রহ্মন্! যখন আপনার সঙ্গই মঙ্গলময় তখন এই ব্রজপুর অতি নির্জ্জন স্থান, কংসের কোন লোক নাই. আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে পাইবে

* গীর্ব্বাণবাণবাণীনামিত্যত্র "বাণ" শব্দঃ ...ানন্দবৃন্দাবনপুস্তকেষু নাস্তি।

‡ "অতিদুঃষমং" ইত্যত্র "বিষম"মিতি মাণ্ড পুস্তকপাঠঃ।

"অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥"৭০॥ ভা ১০।৮।১০
গর্গ উবাচ ;—ভবতু ভবদিচ্ছয়া যদৃচ্ছয়া মঙ্গলং সঙ্গময়িষ্যতে।
ততঃ সময়সম্মতত্বাদাপাততস্তু নামকরণমেব করবাণি ॥ ৭১ ॥

ইতি স্বস্তিবাচনাদ্যাচর্য্য প্রোবাচ। তত্রাগ্রজমুদ্দিশ্য ॥ ৭২ ॥
যথা—

ঈর্য্যেত প্রণয়াদিসদ্গুণগণৈরেতং তথা (দা) বন্ধুতা-
মুখ্যং লোকমশেষমেষ রময়ন্ রামো বলিত্বাদ্বলঃ।
কিঞ্চায়ং ভবদাদিশূরতনয়াদীনাং যদূনাং গণং
সংক্রক্ষ্যত্যুভয়ত্র ভাবতুলয়া স্বং তেন সঙ্কর্ষণঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিশম্য গর্গো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—ভবত্বিত্যাদি গদ্যেন। ভবদিচ্ছয়া যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছাচারেণ (সময়ঃ শপথাচারকাল-সিদ্ধান্ত-সম্বিদ ইতি নানার্থঃ) ॥ ৭১ ॥

ততো যথোভয়োর্নামকরণং কৃতং তৎ সপ্রসঙ্গং বর্ণয়তি—ইতীত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭২ ॥

রাম-বল-সঙ্কর্ষণ-নামসু হেতুং বর্ণয়তি—ঈর্য্যেতেত্যাদিপদ্যেন। সংক্রক্ষ্যতি সঙ্কর্ষণং করিষ্যতি। (উভয়ত্র ভাবরূপপরিমাণদণ্ডেন স্বাত্মানং সঙ্কৃষ্য সমানপরিমাণীকৃত্যোভয়গণং সংক্রক্ষ্যতি, পৃথগ্‌ভাবাদিরাহিত্যেন করিষ্যতি। কৃষধাতোর্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ অয়মর্থঃ) ॥ ৭৩ ॥

না, অলক্ষিত ভাবে কেবল স্বস্তিবাচনটী করিয়া দুইটী বালকের দ্বিজাতি-সংস্কার অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার মাত্র করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৭০ ॥

গর্গাচার্য্য কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হউক। আপনার ইচ্ছানুসারে মঙ্গল ঘটান যাইবে। অতএব সময়ের উপযুক্ত বলিয়া আপাততঃ কিন্তু নামকরণই করা যাউক ॥ ৭১ ॥

এই বলিয়া স্বস্তিবাচনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কহিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠকে উদ্দেশ করিয়া ॥ ৭২ ॥ যথা—

প্রণয় প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহদ্বারা ইহাঁকে বন্ধুগণ প্রশংসা করিবেন এবং অশেষ প্রধানলোকদিগকে রমিত করিবেন বলিয়া এই বালকের নাম রাম, তথা বলশালী বলিয়া বল নাম হইবে। অপিচ এই বালক আপনাকে (নন্দকে) এবং শূরতনয়

অথানুজমুদ্দিশ্য—

‡ শুক্লো রক্তঃ পীত ইত্যাদি বর্ণাস্তত্তদ্ভাবাদস্য তত্তদ্‌যুগেষু।
তত্তন্মূলশ্যামতৈকাত্ম্যযোগাজ্জন্মন্যস্মিন্ কৃষ্ণনামায়মস্তি ॥৭৪

অনুজং শ্রীকৃষ্ণং। "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইতি প্রমাণাৎ নাম কৃতবানিতি বর্ণয়তি শুক্ল—ইত্যাদি পদ্যেন। অর্থানুরোধেনাত্র ছন্দোভঙ্গাদি স্বীকৃর্তমিতি জ্ঞেয়ং তত্তদিতি। "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম" ইতি বচনাৎ তত্তদ্বর্ণানাং মূলভূতা যা শ্যামতা তয়া ঐকাত্ম্যযোগা-ভ্রেদরাহিত্যাৎ ইত্যর্থঃ * ॥ ৭৪ ॥

বসুদেব প্রভৃতি যদুবংশীয় লোকদিগকে এই উভয় স্থানেই ভাবরূপ তুলা দণ্ড দ্বারা নিজের সহিত সমান পরিমাণ করিয়া সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিবে, এই হেতু ইহাঁর নাম সঙ্কর্ষণও থাকিল ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর কনিষ্ঠকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এই বালকের সত্যাদি যুগত্রয়ে সেই সেই ভাব হেতু শুক্ল, রক্ত ও পীত ক্রমে এই সকল বর্ণ হইয়া-

‡ "শুক্লোরক্তস্তথা পীতেত্যাদিবর্ণাঃ" ইতি প্রসঙ্গঃ॥ পরন্তু ভাগবতীয়াবিকলপাঠানুরোধাৎ চেৎ ছন্দোভঙ্গঃ স্বীক্রিয়েত তত্র কঃ পন্থাঃ॥ মূলপাঠস্তু বৃন্দাবন-গৌরানন্দ-পুস্তকানাং।

* এবং জন্ম ক্রমাপেক্ষয়াদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি বাজা শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ - শুক্ল ইতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং—তত্তৎযুগেষু সত্যাদৌ যুগে যুগে বারং বারং তত্তদ্ভাবাৎ তস্মিন্ তস্মিন্ শুক্লাদৌ যো ভাব উপাসনা, তস্মাৎ তত্তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যাস্য শুক্লাদিবর্ণা আসন্নিতি শেষঃ। সম্প্রতি তু তত্তন্মূলকৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধসাক্ষান্নারায়ণস্তস্মিন্ য ঐকাত্ম্যযোগঃ অন্যানুসন্ধিশূন্যসমাধি-স্তস্মাৎ তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা অস্মিন্ জন্মনি ত্বৎপুত্রত্বে কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামায়মস্তি। অপ্রকটবাস্তবার্থ-শ্চায়ং—তত্তৎযুগেষু সত্যাদিযুগেষু অস্য শুক্লাদিবর্ণা আসন্। তত্র হেতুমাহ তত্তদ্ভাবাদিতি, অস্যৈব তত্তদংশত্বাৎ। তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ, উপলক্ষকা-শ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং। অস্মিন্ জন্মনি ত্বৎপুত্রত্বেনাবির্ভাবে তস্য তস্য মূলশ্যামতায়াং স্বয়ং কৃষ্ণ-তায়ামৈকাত্ম্যযোগাৎ অন্তর্ভূতত্বেনৈকীভাবাৎ অয়ং কৃষ্ণনামা। অয়ং ভাবঃ—স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্ব-নিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাৎ চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম ইতি।

যুষ্মত্তো জন্মতঃ পূর্ব্বং বসুদেবাত্তবাত্মজঃ।
জাতো যস্মাত্ততো বাসুদেব ইত্যপি গীয়তে ॥৭৫ ॥

ব্রজরাজ-পুত্রস্য বাসুদেবনামনি হেতুং বর্ণয়তি—যুষ্মত্ত ইতি পদ্যেন * ॥ ৭৫ ॥

ছিল। † এই জন্মে সেই সেই বর্ণের মূল যে শ্যামবর্ণ, তাহার সহিত একযোগ § হওয়ায় এই জন্মেও এই বালকের কৃষ্ণ বলিয়া একটী নাম হইল ॥ ৭৪ ॥

তোমাদের নিকট হইতে জন্মিবার পূর্ব্বে তোমার পুত্র যখন বসুদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহাঁর বাসুদেব বলিয়াও একটী নাম হইবে ॥ ৭৫ ॥

* যুষ্মত্ত ইতি প্রকটার্থে তবাত্মজোঽয়ং বসুদেবাদপি জাতঃ। তৎকথং তত্রাহ—পূর্ব্বং অস্য তস্যচ পূর্ব্বজন্মনি এবং শ্রীবাসুদেবস্য পূর্ব্বজন্মন্যপি তন্নামাসীদিতি শ্রীমন্নন্দেনাবগতং। অপ্রকটার্থে—ইহৈব জন্মনি পূর্ব্বং কংসকারাগৃহে বসুদেবাজ্জাতোঽপি তবাত্মজ এবেতি, অন্যথা তবাত্মজ ইত্যস্যাধিক্যং স্যাৎ।

† সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কল বসন, দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র ও মালাধারী ব্রহ্মচারি বেশ। ইহার বর্ণ ও নাম উভয়ই শুক্ল। ইহা স্বচ্ছ সত্ত্বগুণ এবং তপস্যা ও শমদম প্রধান সত্যযুগের উপযোগী। (ভা ১১।৫।২১)

ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, মেখলাত্রয়ধারী, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মক দেহ, স্রুকস্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি। ইহা যাজ্ঞিক বেশ। এবং রঞ্জনশীল রজঃগুণ, বেদবর্ণাদি যজ্ঞ প্রধান ত্রেতার উপযোগী। (ভা ১১।৫।২৪)

দ্বাপরযুগে—শ্যাম বা শুক্লবর্ণ, চক্রাদি অস্ত্র, শ্রীবৎসাদি ও ছত্র চামরাদি মহারাজ চিহ্নধারী। সঙ্কীর্ণ গুণত্রয় ও বেদ তন্ত্র প্রধান দ্বাপর যুগের ইহা উপযোগী।

কলি যুগে—প্রাক্তন স্বভাবে পীতবর্ণ। (ভা ১১।৫।২৭)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভগবদংশভূত শুক্লাদির উপাসনা বশতঃ তত্তৎ অংশের সাম্যাদি প্রাপ্তি হেতু শুক্লতাদি প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি কৃষ্ণরূপে (বাল্যাবতাররূপে) প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ নারায়ণের উপাসনাতেও তৎসাম্য প্রাপ্তি দ্বারা কৃষ্ণতার প্রাপ্তি হয়, যেহেতু কৃষ্ণ কতিপয় গুণাংশে নারায়ণের তুল্য, সুতরাং তুল্যাংশ নারায়ণেরও উক্তবিধ ভাববশতঃ শুক্লাদিবর্ণ বুঝিতে হইবে। (ভাগবতের টীকার মর্ম্ম)

§ একযোগ অর্থাৎ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই বাক্য নিবন্ধন যুগাবতার শ্যামবর্ণের সহিত একযোগ

নামানি যানি গুণ-কর্ম্ম-নিবন্ধনানি
রূপাণি চ প্রতিদিশং নিখিলস্তুতানি।
সাকল্যতো নহি বয়ং যদি তানি বিদ্মো
জানন্তি তর্হি ন পরে ত্বিতি পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৭৬ ॥
সানন্দং নন্দরাজেন তদা মুনিরগদ্যত।
লগ্নং হৃদি ন লগ্নং নঃ সর্ব্বজ্ঞস্তদ্ভবান্ গতিঃ ॥ ৭৭ ॥
পুনশ্চ। ঈক্ষতাং ভগবন্নস্মৈ ভবানিতি নিবেদিতঃ।
গর্গস্তস্মৈ রাধ্যতি স্ম প্রহসন্মহসান্বিতঃ ॥ ৭৮ ॥

এতস্য গুণকর্ম্মনিবন্ধননামরূপাণি বহূনি সন্তি তান্যহমপি ন বেদ্মি ইত্যেবং যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি নামানীত্যাদি পদ্যেন † ॥ ৭৬ ॥

তদেবং স্বপুত্রস্যৈশ্বর্য্যপ্রতিপাদকং বাক্যং নিশম্য বাৎসল্যরসাশ্রয়ো ব্রজরাজো যথাবৎ তদ্বর্ণয়তি সানন্দমিতি পদ্যেন। ন লগ্নমপ্রবিষ্টং স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চাস্য জন্মক্ষণে বহুশুভযোগোঽস্তি ন বেতি ভাবেন ব্রজরাজেন যন্নিবেদিতং তদ্বর্ণয়তি ঈক্ষতামিতি পদ্যার্দ্ধেন। (ঈক্ষতাং অস্য শুভাশুভং পর্য্যালোচ্যতাং। অস্মা ইতি ঈক্ষতে-
--

গুণ এবং কার্য্য ঘটিত যে সকল নাম এবং প্রত্যেক দিকে সর্ব্বপূজ্য যে সকল রূপ আছে, আমরাই যখন সম্পূর্ণরূপে সেই সকল নাম রূপ জানিতে পারি না তখন অপরে যে ঐ সকল নাম রূপ জানিতে পারিবে না ইহা পুনরুক্তি মাত্র ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে নন্দরাজ আনন্দসহকারে মুনিকে কহিলেন, আমাদের হৃদয়ে লগ্নের কথা সংলগ্নই হয় নাই, আপনি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং আপনিই আমাদের গতি হইয়াছেন অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আপনিই তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৭৭ ॥

পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি এই বালকের শুভাশুভ বিষয় পর্য্যালোচনা করুন। ব্রজরাজ এই কথা নিবেদন করিলে, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন

---

† রূপাণীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তং। যথা শুক্লাদিরূপাণি তথা নামান্যপি জন্মান্তরসম্বন্ধীনি অপ্রকটার্থেতু গুণনিবন্ধনানি শ্রীনরনারায়ণনৃসিংহাদীনি, কর্ম্মনিবন্ধনানি শ্রীমৎস্যাদীনি। অথ [গুণনিবন্ধনানি ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি। কর্ম্মনিবন্ধনানি জগৎস্রষ্টা জগৎপালক ইত্যাদীনি।

তদেতদস্মাকং খ-মাণিক্যনাম্নি জ্যোতিগ্র্ন্থে প্রাগেব নিরূপিতমস্তি ॥ ৭৯ ॥

উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌম-চান্দ্রি-শনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু* ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ ॥ ইতি ॥৮০
বৃষ-কন্যা-তুলা-মীনরাশিষু স্ফুটমুচ্চগাঃ।
সোম-সৌম্য-শনি-ক্ষৌণীসুতাস্তজ্জন্মনি স্থিতাঃ ॥ ৮১ ॥

যোগে চতুর্থী। রাধ্যতি স্ম তস্য শুভাশুভং পর্য্যালোচতে স্ম। তত্রাপি রাধ্যতেযোগে তস্মা ইতি চতুর্থী) তস্মা ইতি কর্ম্মপ্রাপ্তৌ চতুর্থী। "রাধীক্ষোর্যস্য বিপ্রশ্ন" ইতি সূত্রং। বিপ্রশ্নঃ শুভাশুভ-পর্য্যালোচনমিতি তদর্থঃ)। মহসান্বিতো ব্রহ্মতেজসা যুক্তঃ ॥ ৭৮ ॥

অতো গর্গো যদাহ তদ্বর্ণয়তি-- তদেতদিতি গদ্যেন ॥ ৭৯ ॥

তন্নিরূপণং পদ্যেন বর্ণয়তি--উচ্চস্থা ইত্যাদি। চান্দ্রির্বুধঃ, পূষা রবিঃ, উশনা শুক্রঃ, নৈশীথঃ অর্দ্ধরাত্রঃ, ব্রহ্মর্ক্ষং রোহিণী ॥ ৮০ ॥

পুনস্তদ্বিশদয়তি --বৃষেতি ॥ ৮১ ॥

গর্গমুনি হাস্য পূর্ব্বক বালকের শুভাশুভ চিহ্ন পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

এই সকল বিষয় আমাদের"খ-মাণিক্য" নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রে পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়া আছে ॥ ৭৯ ॥

যে সময়ে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ এবং শনিগ্রহ স্ব স্ব উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিলেন। বৃষ লগ্ন ছিল, বৃহস্পতি লাভস্থান একাদশে অর্থাৎ মীনরাশিতে, আর সূর্য্য, শুক্র এবং রাহু ক্রমান্বয়ে সিংহ, তুলা ও বৃশ্চিকে (পাঠান্তরে মেষে) বিদ্যমান। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, অর্দ্ধরাত্রের সময়, বুধবার, রোহিণী নক্ষত্র, এইরূপ সময়ে পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ নামক সেই পরমব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে চন্দ্র, বুধ, শনি ও মঙ্গল এই কয়টী গ্রহ যথাক্রমে বৃষ, কন্যা, তুলা ও মকর এই সকল উচ্চস্থানে স্ফুটভাবে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৮১ ॥

* সিংহ তুলাবিষু ইতি মাণ্ডগৌরপাঠঃ।

যস্মাদ্বিভাবসৌ বর্ষে জন্ম ত্বজ্জন্মনঃ শিশোঃ।
বিশ্বমেব বসুশ্রীমদ্ভবিতামুষ্য তুষ্যতঃ ॥ ৮২ ॥
রোহিণ্যাং জন্মনা রোহিণ্যযুতানামসৌ পতিঃ।
বৃষলগ্নঞ্চ তত্রাসীদ্বৃষকোটীশিতা ততঃ ॥ ৮৩ ॥
আয়তিশ্চাস্য ভবিতা সদৈবায়তিমত্যতঃ †।
আয়ত্যাং মুনয়োঽপ্যস্মিন্ কুর্য্যুর্ম্মনস আয়তিম্ ॥ ৮৪ ॥
এষ বক্ষ্যতি শাস্ত্রাণি শস্ত্রাণ্যপ্যাত্মতেজসা।
‡ অরিষ্টকৃদমিত্রাণাং মিত্রাণাঞ্চ ব্রজাধিপ ! ॥৮৫ ॥

অথ শ্রীগর্গো জাতকফলং যদকথয়ৎ তৎ সপ্তভিঃ পদ্যৈর্বর্ণয়তি—যস্মাদিত্যাদিভিঃ। বিভাবসুঃ-নামা বর্ষঃ ॥ ৮২ ॥

রোহিণী ধেনুঃ ॥ ৮৩ ॥

আয়তিঃ সা চ কোষদণ্ডতেজোযুক্তা, আয়ত্যা উত্তরকালে, (আয়তিমতী দৈর্ঘ্যবতী) আয়তিং সঙ্গং। (আয়তিং সংযমনং, "আয়তিঃ সংযমে দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়ো"রিতি বিশ্বঃ) ॥ ৮৪ ॥

(বক্ষ্যতীতি। শাস্ত্রাণি বক্তা, শস্ত্রাণি চ বোঢ়া ইতি বচধাতোর্ব্বহধাতোর্ভেদেঽপি প্রত্যয়ৈক্যে

ইহাঁর জাতকফল এইরূপ যথা—হে নন্দ! যখন বিভাবসু নামক বর্ষে তোমার পুত্রের জন্ম হয়, তখন ইহাঁর সন্তোষে সমুদায় বিশ্বও বসু দ্বারা শ্রীসম্পন্ন হইবে ॥ ৮২ ॥

অপিচ রোহিণীনক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে বলিয়া এই বালক অযুত রোহিণী অর্থাৎ অযুত সংখ্যক ধেনুগণের পতি হইবেন, এবং জন্মকালে বৃষলগ্ন হইয়াছিল বলিয়া কোটিবৃষের অধীশ্বর হইবেন ॥ ৮৩ ॥

অপিচ সর্ব্বদাই ইহাঁর কোষদণ্ড ও তেজোযুক্ত সুবিস্তৃত প্রভাব * থাকিবে অতএব উত্তরকালে মুনিগণও এই বালকের প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন ॥ ৮৪ ॥

হে ব্রজরাজ! এই বালক নিজ তেজে সকল শাস্ত্র বলিবেন এবং সকল শস্ত্র

† সদৈবায়তিমত্যত ইতি পাঠান্তরম্।

‡ অনিষ্টহৃদমিত্রাণাং ইতি শ্রীগৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।—অনিষ্টং হৃদ্ হৃদয়ং যস্য, মিত্রং পক্ষে অনিষ্টং হরতীত্যর্থঃ।

* সম্পূর্ণ ভাণ্ডার, অপ্রতিহত দণ্ডবিধি থাকিলে তাহাকে প্রতাপ বা প্রভাব বলা যায়।

ভবতোর্ভবিতা ভব্যমস্মাদিতি বৃথা কথা।
তাবৎকানাঞ্চ তদ্ভব্যং ভবস্য চ ভবস্য চ ॥ ৮৬ ॥
অস্যাশ্চর্য্যাচর্য্যা, বহতি বহূনাং কুতূহলং বহুলম্।
সস্মরানস্মরান্ তুন্বন্, ভবতি স্মরাণাং পুরাপ্যসাববিতা ॥ ৮৭
সহজপ্রেমৃণাং ভবতামমুনা কিং তারণং চিত্রম্।
তানপি কৃত্রিমহার্দ্দান্ সর্ব্বান্নিস্তারয়েদেষঃ ॥ ৮৮ ॥

ঐকরূপ্যমতঃ প্রকৃতিশ্লেষোঽলঙ্কারঃ) অরিষ্টকৃৎ অমিত্রপক্ষে তৎকর্তৃকমুপদ্রবং, মিত্রপক্ষে অশুভং ॥ ৮৫ ॥

ভবতোর্দম্পত্যোঃ, ভব্যং শুভং, তাবৎকানাং যুষ্মদীয়ানাং, ভবঃ শিবঃ সংসারশ্চ (তদ্ভব্যং তন্মঙ্গলং ভবিষ্যতি। অত্র কর্ত্তরি য প্রত্যয়ঃ। যথা ভব্যে ভবিষ্যৎকালে ইতি প্রসিদ্ধপ্রয়োগঃ। ভবস্য সংসারস্য চ সত্তায়াশ্চ যজ্ঞাদিক্রিয়ায়াঃ। "ভাবঃ ক্ষেমে চ সংসারে সত্তায়াং প্রাপ্তিজন্মনো"রিতি কোষঃ) ॥ ৮৬ ॥

আশ্চর্য্যাচর্য্যা আশ্চর্য্যোৎপাদিকাচর্য্যা, আচরণং, কুতূহলং আনন্দবিশেষং সস্মরান্ প্রভুত্ব-বিশিষ্টান্, তুন্বন্ পীড়য়ন্, অবিতা রক্ষিতা ॥ ৮৭ ॥

কৃত্রিমহার্দ্দান্ কৃত্যা কাপট্যেন মহাপীড়কান্ অসুরান্ ॥ ৮৮ ॥

বহন বা ধারণ করিবেন। এই বালক শত্রুদিগের অনিষ্টকারী এবং মিত্রদিগের অনিষ্ট বিনাশী বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ॥ ৮৫ ॥

অপিচ এই বালক হইতে পিতা মাতা তোমাদেরই কেবল মঙ্গল হইবে এ বৃথা কথা, ভবদীয় জনের, সংসারের এবং সকল মঙ্গলময় শিবেরও মঙ্গল হইবে (কিম্বা যজ্ঞাদি ক্রিয়ার মঙ্গল হইবে) ॥ ৮৬ ॥

আর ইহাঁর আশ্চর্য্যজনক আচরণ বহুজনের বহু আনন্দবিশেষকে বহন করিবে, তথা পূর্ব্বেই প্রভুত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ প্রভুত্ব গর্ব্বে গর্ব্বিত অসুরগণের পীড়না-নন্তর দেবগণকে রক্ষা করিবেন ॥ ৮৭ ॥

অপিচ, এই বালকের প্রতি তোমাদের স্বাভাবিক প্রেম আছে, এজন্য ইহা-দ্বারা তোমাদের যে নিস্তার হইবে ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু যাহারা কার্য্যদ্বারা অত্যন্ত পীড়াকারী, সেই সমস্ত অসুর লোকদিগকে অথবা যাহারা মুখে সহৃদয়তা দেখাইয়া অন্তরে কপটতা প্রকাশ করে সেই দুষ্টান্তঃকরণ লোকদিগকেও এই বালক নিস্তার করিবেন ॥ ৮৮ ॥

তস্মান্নন্দাত্মজস্তে যদপি হরিসমঃ সর্ব্বসাদ্‌গুণ্যবৃত্ত্যা
সর্ব্বত্রেমং তথাপি স্ব-মহিম-বিভব-খ্যাতিভিঃ পালয় ত্বম্।
বশ্যং কুর্ব্বন্ স্বদেবং হরিমমুমপি তং সাঙ্গজং নিমিমীষে
তদ্বীর ! ত্বাং বিনা ন স্বয়ময়ময়তে স্বৈরতাং স্বাবনায় ॥৮৯॥

তদেবং ভবদ্ভিঃ স্বদেবেন তুল্যগুণিন্যস্মিংস্তন্নামান্যেব কামং গণনীয়ানীতি সংক্ষেপেণার্থনিক্ষেপঃ ॥ ৯০ ॥

তদেবং জাতকফলং কিঞ্চিৎ প্রকাশ্য জাতকফলাতীত-নারায়ণসমগুণোঽয়ং ভবিষ্যতি, তথাপি তব সদা পালনীয়ঃ, উপসংহারং কুর্ব্বন্ যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তস্মাদিতি পদ্যেন। * বশ্যং স্বানুকূলং (তং হরিমপি অমুং স্বাঙ্গজমাত্মজং নির্ম্মিমীষে নির্ম্মাণং কৃতবান্) হরিমনুলক্ষীকৃত্য নির্মিমীষে। উপমানং কুরু, অয়ং বালঃ ন অয়তে ন প্রাপ্নোতি ॥ ৮৯ ॥

কিং বহুনা নামকরণেন যানি শ্রীনারায়ণনামানি তান্যেব তব পুত্রস্য নামানীতি যদুপসংজহার তদ্বিবৃণোতি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন † ॥ ৯০ ॥

অতএব হে নন্দ ! যদ্যপি সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণ বৃত্তি দ্বারা তোমার এই পুত্র নারায়ণ-তুল্য, তথাপি তুমি আপনার মহিমা, বৈভব এবং সুখ্যাতি দ্বারা এই বালককে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্র যত্ন প্রকাশ কর। যখন তুমি আপনার নিজ ইষ্টদেবতা নারায়ণকেও বশীভূত করিয়া নিজের পুত্র করিয়াছ, হে বীর ! তখন তোমার এই পুত্র তোমা ব্যতীত আত্মরক্ষার জন্য স্বয়ং স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না ॥ ৮৯ ॥

অতএব এই প্রকারে তোমরা এই নিজ দেবতা হরির সদৃশ গুণ বিশিষ্ট এই

* হে নন্দ ! শ্লেষেণ অতোঽধুনা নন্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। হরিসমঃ সর্ব্বসাদ্‌গুণ্যবৃত্ত্যা হরিণা সমঃ; অপ্রকটার্থে তু হরিরেব সমো যস্য ইতি হরেঃ পরমব্যোমনাথাদপি মাহাত্ম্যমধিকং বোধিতং। তত্র গুণা আত্মনিষ্ঠাঃ ধর্ম্মাঃ, করণাদয়ো রূপাদয়শ্চ, পক্ষদ্বয়েঽপি যদ্যপীদৃশস্তথাপি তে তবাত্মনো জাতঃ স্বপ্রভাবমন্তর্দ্ধাপ্য ত্বামেবানুগত ইতি।

† স্বস্যাত্মনো মহিমাদিভিঃ সর্ব্বত্র ইমং পালয় বালোঽস্মিন্নস্য রক্ষায়াং প্রযত্নং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তত্র মহিমা প্রতাপঃ, বিভবঃ সম্পত্তিঃ; খ্যাতিঃ কীর্ত্তিবিখ্যাপনেন লোকরঞ্জনাৎ।

স্বদেবেন শ্রীহরিণা—অস্মিন্ বালে তস্য হরের্নামানি মুকুন্দ ইত্যাদীনি অতএব ব্রজে শ্রীনন্দেনৈব বিখ্যাপিতানি মুকুন্দাদি নামানি চ।

তদেবমাকর্ণ্য জোষং জুষমাণে তু ব্রজ-রাজে মুনিঃ পুনরুবাচ ব্রজরাজ! ভবদিচ্ছয়া বয়মেবাগম্য † চানয়োর্দ্বিজাতি-সংস্কারান্ করিষ্যামঃ। কিন্তু কর্ণবেধ-চূড়াকরণে ন সম্ভবতঃ। পশ্যত চাভ্যর্ণতঃ সূক্ষ্মতয়া কর্ণচ্ছিদ্রমস্তি, কেশলবস্যাপি লবঃ স্ফুটং ন সম্ভবতীতি, ততশ্চান্নপ্রাশনমাত্রং ভবদ্ভিরাচর্য্যম্। সাবিত্রসমাবর্ত্তন-বিবাহব্রতন্তু ন স্বয়মুদ্যমপাত্রং কার্য্যম্। কিন্তু সময়জ্ঞৈরসময়জ্ঞৈরস্মাভিরেবেতি ॥ ৯১ ॥

এবং পুত্রগুণশ্রবণেন সুখিনং ব্রজরাজং প্রতি স গর্গো যৎ পুনরাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমাকর্ণ্যেতি গদ্যেন। (তূষ্ণীমর্থে সুখে জোষমিতি নানার্থাব্যয়ঃ) জোষং প্রীতিং সেবমানে কেশলবস্যাপি ছেদনীয়স্যাপীতি জ্ঞেয়ং। উদ্যমপাত্রং যত্নযোগ্যং, সময়জ্ঞৈঃ শুভকালবিদ্ভিঃ, অসময়জ্ঞৈঃ ন বিদ্যন্তে সমা যেষামেবম্ভূতা যজ্ঞা যেষাং তৈঃ ॥ ৯১ ॥

বালকের প্রতি হরির "মুকুন্দ, গোবিন্দ" ইত্যাদি নাম সকল যথেষ্ট পরিমাণে গণনা করিবে, ইহাই সংক্ষেপে অর্থবিন্যাস করা হইল ॥ ৯০ ॥

অনন্তর এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজ প্রীতি প্রাপ্ত হইলে, গর্গমুনি পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ব্রজরাজ! তোমার ইচ্ছানুসারে আমরাই আগমন করিয়া এই বালক দুইটীর দ্বিজাতি-সংস্কার সকল সম্পাদন করিব। কিন্তু কর্ণবেধ ও চূড়া-করণের সম্ভাবনা নাই। তোমরা সকলে নিকটে আসিয়া দেখ, বালকের কর্ণে সূক্ষ্ম ভাবে একটী ছিদ্র রহিয়াছে, সূক্ষ্মকেশেরও ছেদন হইতে পারে না, অতএব কেবল মাত্র তোমরা অন্নপ্রাশন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সাবিত্রীর উপদেশ, সমাবর্ত্তন * এবং বিবাহকার্য্য স্বয়ং উদ্যম সহকারে করিবে না। কিন্তু শুভকালজ্ঞ এবং মহাযাজ্ঞিক আমরাই সেই কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৯১ ॥

† ("বয়মেবাগম্যচাগম্য" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন পুস্তক পাঠঃ)।

* উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস পূর্ব্বক যথানিয়মে বেদাদি অধ্যয়ন এবং তথা হইতে যথাকালে গৃহে আগমন করাকে সমাবর্ত্তন কহে।

ততশ্চ ক্ষণং মুনিতামেব ব্যবস্থন্ মুনিস্তৌ পশ্যন্ বশ্যমনাঃ বভূব ॥ ৯২ ॥

ততশ্চ ; যদ্যপি পিত্রোঃ স্নেহান্বয়ময়বাল্যৈকতানৌ তৌ ।
তদপি মুনিস্তজ্জ্ঞানং শঙ্কিতবান্ সঙ্কুচন্নাসীৎ ॥৯৩॥

সঙ্কোচাদিব গোপ-প্রভুমনু স মুনির্ব্বিধাপয়ন্নাজ্ঞাম্ ।
চলিতোঽপ্যলভত তস্মিন্ স্থিত ইব তত্তৎপরিস্ফূর্ত্তিম্ ॥ ৯৪ ॥

চলনসময়ে তু শ্রীমান্ ব্রজেশঃ স্বয়মনুব্রজ্য বালকাভ্যামভ্যবাদয়ত, স চ "সগবে সহ পুত্রায় স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহ"মিতি ব্যক্তমুক্তবান্ ॥ ৯৫ ॥

এবমুপদেশানন্তরং তস্যাবস্থাং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। মুনিতাং মৌনং ব্যবস্থন্ আলম্বমানঃ ॥ ৯২ ॥

তদা বশ্যতায়াং হেতুং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি পদ্যেন। (স্নেহযোগ্যময়বাল্যে একতানৌ একাগ্রৌ। একতানোঽনন্যবৃত্তিরেকাগ্র্যেকায়নাবপীত্যমরঃ) একতানং একবিষয়ঃ (তজ্জ্ঞানং তাভ্যাং নিজকপটবাক্যস্য জ্ঞানং) ॥ ৯৩ ॥

তস্য সঙ্কোচকার্য্যং বর্ণয়তি—সঙ্কোচাদিবেতি পদ্যেন (তস্মিন্ গোষ্ঠে) ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগর্গস্য গমনসময়ে শ্রীব্রজরাজস্য কৃত্যং মুনিকৃত্যঞ্চ বর্ণয়তি—চলনেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৯৫ ॥

তৎপরে, মুনি গর্গাচার্য্য ক্ষণকাল ব্যাপিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বালক দুইটীকে নিরীক্ষণ করিয়া বশীকৃত চিত্ত হইলেন ॥ ৯২ ॥

তদনন্তর যদ্যপি ঐ বালকদ্বয় বাল্যকালে পিতা মাতার সমুচিত স্নেহময়ভাবে একাগ্র ছিলেন, তথাপি গর্গমুনি "ঐ দুইটী বালক আমার কপটবাক্য জানিতে পারিয়াছেন" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

তিনি যেন সঙ্কোচ বশতঃই গোপরাজ নন্দকে লক্ষ্য করিয়া আজ্ঞা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন এবং চলিয়া গেলেও রাম-কৃষ্ণগত তত্তৎ বিষয় তাঁহার মনে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; এমন স্ফূর্ত্তি পাইল যাহাতে তিনি বোধ করিলেন তিনি যেন ব্রজমধ্যেই বর্ত্তমান আছেন ॥ ৯৪ ॥

কিন্তু গমনকালে শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্বয়ং অনুগমন করিয়া বালকদ্বয়ের সহিত

ততশ্চাত্মনো মহতা সুপ্রজস্ত্বেন ব্রজ-রাজঃ স্বান্তরেবমাত্মানমামন্ত্র্য বদন্ননন্দ।

পুত্রো লব্ধঃ সুচিরাদিষ্টঃ স মহদ্ভিরেবমাদিষ্টঃ।
অস্মাৎ পূর্ণানন্দান্মনুষ্ব ননু নন্দপূর্ণোঽস্মি ॥ ৯৬ ॥

অথ মুনয়ে সদাক্ষিণ্যায় দক্ষিণায় সদক্ষিণানাং গবামযুতং প্রযুতঞ্চ গোপৈরিন্দ্রগোপবর্ণানাং স্বর্ণানাং পরোক্ষং বিহাপয়ামাস — যথেচ্ছং স্বীয়-পরকীয়-যজ্ঞযোগ্যং ক্রিয়তামিদমিতি ॥ ৯৭ ॥

এবমুক্ত্বা শ্রীগর্গে চলিতে সতি শ্রীব্রজরাজ আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানো যথাবর্ত্তত তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি নন্দপূর্ণোঽস্মীত্যন্তেন। (স্বান্তরেব স্বস্য অন্তঃকরণে, আদেশমাহ অস্মাদিত্যাদিনা) এবং নারায়ণতুল্যত্বেন মনুষ্ব বুধ্যস্ব ॥ ৯৬ ॥

তদা কংসভয়াৎ দক্ষিণাং দাতুমসমর্থঃ পরত্রাতিসুগুপ্তং যথা স্যাত্তথা প্রেষয়ামাসেতি বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। সদাক্ষিণ্যায় সসারল্যায়। (সরলায়—"দক্ষিণে সরলোদারা" ইত্যমরঃ প্রযুতং দশাযুতং) ইন্দ্রগোপবর্ণানাং ইন্দ্রগোপঃ অতিরক্তবর্ণঃ কীটবিশেষঃ, তদেব বর্ণানাং পরোক্ষমন্যাগোচরং যথা স্যাৎ (বিহাপয়ামাস দাপয়ামাস) ॥ ৯৭ ॥

অভিবাদন করিলেন। গর্গমুনিও "ধেনুগণ ও পুত্রগণের সহিত তোমার মঙ্গল হউক আমি চলিলাম" এই কথা স্পষ্টরূপে কহিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

তদনন্তর নিজের সুন্দর পুত্র হওয়াতে ব্রজরাজ স্বীয় অন্তঃকরণেই আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে বলিতে আনন্দিত হইলেন।

আমি বহুকালের পর প্রিয়পুত্র লাভ করিয়াছি এবং এই প্রকার পরিপূর্ণ আনন্দ হেতু তুমি ইহাঁকে নারায়ণ তুল্য বলিয়া বিবেচনা কর, মহাজনগণও সেই পুত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর গোপরাজ অতি গোপনে গোপদ্বারা দক্ষিণার সহিত অযুত সংখ্যক গো আর ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ রক্তবর্ণ কীট সদৃশ বর্ণশালী লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সারল্যপূর্ণ উদারচেতা মুনিবরকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন "আপনি ইচ্ছানুসারে

অথ নিজ-দ্বিজ-স্বজনবর্গানাহূয় চ ভূয়ঃ প্রকটমেব বিশঙ্কট-তত্তন্নামকরণপর্ব্বণা সর্ব্বানানন্দিতবানিতি ॥ ৯৮ ॥

তদেবমবধারয়ন্ মধুকণ্ঠঃ সহবিস্ময়-গদ্গদকণ্ঠমাহ স্ম ॥৯৯॥

নাম্না প্রসিদ্ধিমন্যস্য প্রসাধয়তি নামকৃৎ ।
অহো কৃষ্ণস্য তৎকর্ত্তা গর্গস্তেন প্রসিধ্যতি ॥১০০॥

অথ মধুকণ্ঠশ্চিন্তয়ামাস ;—"তস্মান্নন্দাত্মজস্তে যদপি হরি-সম"ইতি যদুক্তং তত্তু যুক্তমেব† "নারায়ণসমো গুণৈ"রিতি হি

ততঃ পুত্রস্য নামকরণবৃত্তান্তং পরমাত্মীয়ান্ বিজ্ঞাপয়ন্ যথা সুখয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—অথ নিজে-ত্যাদি গদ্যেন । বিশঙ্কটং বিশালং যন্নামকরণপর্ব্ব তেন ॥ ৯৮ ॥

ততশ্চ মধুকণ্ঠো হর্ষভরেণ যদুবাচ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৯৯ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—নাম্নেতি পদ্যেন । নামকৃৎ নামকর্ত্তা, তৎকর্ত্তা নামকর্ত্তা ॥ ১০০ ॥

তদেবং চিন্তনদ্বারা মধুকণ্ঠঃ শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাধিক্যং যল্লক্ষিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথে-

এই সকল বস্তু স্বকীয় এবং পরকীয়যজ্ঞের উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার করুন" ॥ ৯৭ ॥

তদনন্তর নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় জনসমূহকে আহ্বান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সর্ব্বসমক্ষে অতিবৃহৎ সেই সেই নামকরণ মহোৎসব দ্বারা লোক সমুদায়কে আনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

তদ্বিষয় এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া মধুকণ্ঠ বিস্ময় এবং গদ্গদকণ্ঠসহকারে কহিলেন ॥ ৯৯ ॥

নামকর্ত্তা জন নামদ্বারা অন্যের প্রসিদ্ধিকে সাধন করেন। কিন্তু এখানে আশ্চর্য্য এই যে, কৃষ্ণের নামকর্ত্তা গর্গমুনি সেই নামকরণ দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—"অতএব হে নন্দ ! যদিচ তোমার আত্মজ যে হরিসম" এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তই বটে, কারণ "নারায়ণসমো গুণৈঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে গর্গের বাক্যেও এইরূপই দৃষ্ট হইতেছে। "হরিসম" (হরির সমান হইয়াছেন যিনি)

† তত্তু যুক্তমেব। ইতি গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি। প্রকটঙ্ক ইত্যাদিঃ পুনঃ ইত্যন্তঃ পাঠস্তু মাত্তপুস্তকে নাস্তি। অন্যত্র সর্ব্বত্রাস্তি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতস্থং তদ্বাক্যমপীদৃশং দৃশ্যতে, তৎপুরুষ-বহুব্রীহিভ্যাং শ্লিষ্টত্বাদস্যাধিক্যঞ্চ লক্ষ্যত ইতি ‡ ॥ ১০১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সানন্দমুবাচ-ততঃ শ্রূয়তামুত্তরবৃত্তান্তঃ ;
যদবধি গর্গঃ প্রযযৌ ব্রজসদনান্নাম নির্ম্মায়।
ক্রমতস্তদবধি পৃথুকাবভিমান্যেতে স্ম তেন স্বৈঃ ॥১০২॥

ত্যাদি লক্ষ্যত ইত্যন্তেন গদ্যেন। অস্যাধিক্যঞ্চ লক্ষ্যত ইতি তৎপুরুষে উত্তরপদার্থপ্রাধান্যে স্বভাব এব হেতুত্বেন স্বীকৃতঃ, বহুব্রীহৌ তু উত্তরপদার্থপ্রাধান্যং লাক্ষণিকমেব "অন্যপদার্থো বহুব্রীহি"রিতি সূত্রাৎ, অতো নির্দ্দিষ্টাপেক্ষয়ানির্দ্দিষ্টস্য বলবত্ত্বাদত্র বহুব্রীহিরেবেতি গ্রন্থকৃতামভিপ্রায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—সানন্দমিত্যাদি গদ্যেন। পৃথুকৌ রামকৃষ্ণৌ তেন ব্রজস্য রাজ্ঞা (জাতাবেকত্বং তেন তেন নাম্নেত্যর্থঃ) স্বৈরাত্মীয়ৈশ্চ ॥ ১০২ ॥

এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ "হরিসম" (হরি হইয়াছেন সমান যাঁহার) তিনি হরিসম এই বহুব্রীহি সমাস দ্বারা পদটী শ্লেষযুক্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের আধিক্যই লক্ষ্য হইতেছে। অর্থাৎ নারায়ণ অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

এই কথা বলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ আনন্দ সহকারে কহিলেন, তাহার পর যাহা হইয়াছিল বলি শ্রবণ করুন।

‡ প্রকটক্ষোবাচ—ননু নামকরণং বিশিষ্য ন প্রোক্তমন্নপ্রাশনন্তু ন কিঞ্চিদপীতি। তচ্চ তচ্চ স্তূয়মানতয়া প্রস্তূয়তাং।

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সহাসমাহ স্ম

তন্নামকরণঞ্চান্নপ্রাশনঞ্চ ব্রজে মহঃ যাতমস্মন্মনোরাজ্যং ন পৃথক্ স্তোতুমীশ্মহে তদিদং প্রোচ্য পুনঃ" ॥

ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকাধিক-পাঠঃ।

তৎ তস্য প্রসিদ্ধং বা। নাম্নাং করণং যত্র, অন্নস্য প্রাশনং যত্র, তচ্চ তচ্চেতি বিশেষণদ্বয়েন বিশেষ্যস্যাপি মহসঃ উৎসবস্য দ্বৈবিধ্যলাভঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষেণ বা তদ্দ্বয়মেব মহোদ্বয়মিত্যাদি তদারোপেণ মহসস্তত্তদাত্মকত্বাদ্ধর্ম্মাদ্যতিশয়জনকত্বং সূচিতং। তচ্চ মহোঽস্মাকং মনোরাজ্যং মনোঽভিলাসবিষয়ত্বং, জাতং প্রাপ্তমিত্যনেন তস্যাপ্যাতিমহত্ত্বং দ্যোতিতমতো ন পৃথক্ স্তোতুমীশ্মহে মহস্তূৎসব তেজসোরিতি নানার্থঃ। প্রযুজ্য কর্ত্তৃপদং। নিজাভিমানবিষয়ৌ কারিতাবিত্যর্থঃ। অধিক পাঠস্যার্থোঽয়ং।

স্পষ্ট করিয়াও বলিলেন ;—নামকরণ বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। অন্নপ্রাশন ত কিছুই বলা

যথা ;—উৎকর্ণতা নিশমনং নয়নাভিমুখ্যং
স্বভ্রাতৃনাম্নি চ নিজাহ্বয়ভাণরীতিঃ।
তত্তদ্বিবিক্তিমভিঝঙ্কৃতিমাধুরী চ ‡
স্বানত্র কৃষ্ণ-বলয়োর্ব্বলবৎ পুপোষ ॥ ১০৩ ॥
উদীক্ষ্য মধুরং মুখং সুখচরিষ্ণু কৃষ্ণাখ্যয়া
তদা জনকদিষ্টয়া তনয়মিষ্টমাহূয় তম্।

অন্যমপি উত্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—উদিত্যাদি পদ্যেন। তত্তদ্বিবিক্তিমভি তত্তন্নির্জনস্থানং অভি লক্ষীকৃত্য (স্বান্ স্বীয়ান্ পুপোষ হর্ষস্ফীততাং প্রাপয়ামাস) ॥ ১০৩ ॥

শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ সৌভাগ্যং কিয়দ্বর্ণনীয়ং, সাপি ভবনে সুখং ততানেতি বর্ণয়তি—উদীক্ষ্যেতি পদ্যেন। * অমৃতভৃৎপ্রভা শ্যামমেঘকান্তিঃ ॥ ১০৪ ॥

যে অবধি গর্গমুনি নামকরণ করিয়া ব্রজভূমি হইতে চলিয়া গেলেন সেই হইতে ব্রজরাজ ও আত্মীয়জন সকল ক্রমে ক্রমে সেই সেই নামদ্বারা অর্থাৎ 'রাম কৃষ্ণ' এই বলিয়া বালকদ্বয়কে ডাকিয়া আদর করিতে লাগিলেন ॥ ১০২ ॥

যথা—ঊর্দ্ধকর্ণ করিয়া বাক্যশ্রবণ, নয়নে নয়নে আপনার অভিমুখতা, কোন ব্যক্তি এক ভ্রাতার নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে তাহাতে যেন আমাকেই আহ্বান করিতেছে বলিয়া বোধ করা, আর সেই সেই নির্জ্জনস্থানকে লক্ষ্য করিয়া ভূষণ সকলের ঝঙ্কার মাধুরী, কৃষ্ণবলরামের এই সকল বিষয় এই স্থানে আত্মীয়দিগকে বলবৎ পরিপুষ্ট করিয়াছিল, অর্থাৎ রাম কৃষ্ণের উল্লিখিত বাল্যচরিত্র দর্শনে আত্মীয়বর্গ সমধিকভাবে আনন্দ দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

সুখসঞ্চারিত মধুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নন্দমহারাজের আদেশমত কৃষ্ণ নামে

হয় নাই। কিন্তু সেই সেই বিষয়ের প্রশংসনীয়রূপে প্রস্তাব করুন। স্নিগ্ধকণ্ঠ হাস্য করিয়া বলিলেন—

সেই নামকরণ ও অন্নপ্রাশন এই দুইটী ব্রজের-উৎসবরূপে সম্পন্ন হইবে ; বস্তুতঃ ইহাই আমাদের মনের অভিলাষ, ইহা ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রস্তাব করিতে আমরা সমর্থ নহি। (গৌর ও আনন্দপুস্তক)

‡ "বিবিক্তমতিঝঙ্কৃতি মাধুরী চ" ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর-পাঠঃ।

* দিষ্টয়া—আদিষ্টয়া। প্রসূর্মাতা যশোদা তনয়মুখদর্শনাদিকং কৃত্বা জগতি নিখিল

তদীয়-কল-হুঙ্কৃতীরপি নিশম্য রম্যাকৃতীঃ
প্রসূরমৃতভৃৎপ্রভা জগতি শর্ম্ম সা নির্ম্মমে ॥ ১০৪ ॥
অথাব্রজদ্দ্রুতমিব রিঙ্গ-রঙ্গতাং
তয়োর্ব্রজেশ্বরসদনাঙ্গণক্ষিতিঃ।
সমেত্য তৌ চরণচরার্ভকা মুহু-
র্ব্বিলেভিরে সুখমভিলেভিরে ততঃ ॥ ১০৫ ॥
অত্র গায়ন্তি চাদ্যাপি।
রিঙ্গণকেলি-কুলে জননীসুখকারী।

তৎপ্রাঙ্গণস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি অথেতি—পদ্যেন। আব্রজৎ প্রাপ্তঃ, রিঙ্গরঙ্গতাং রিঙ্গণস্য হস্তপাদাভ্যাং চলনস্য বিহরণস্থানতাং, তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ, চরণচরার্ভকাঃ চরণাভ্যাং চরো গতি র্যেষাং তে চ তে, অর্ভকাশ্চেতি তে বিলেভিরে প্রাপুঃ সুখমভিলেভিরে সুখাতিশয়ং প্রাপ্তবন্তঃ (ততঃ তাভ্যাং) ॥ ১০৫ ॥

(জানুপাণিভির্গমনং রিঙ্গণং, তদ্বিলাসাতিশয়সময়ে) হসিতলসিতেতি হাস্য-প্রদর্শনেন শতজনানাং তাপনাশী (জয়—ত্বমিতি কর্ত্তৃপদং উহ্যং। অস্য বিশেষণানি সর্ব্বত্র প্রথমান্তপদানি)

সেই প্রিয়পুত্রকে ডাকিয়া এবং পুত্রের শ্রবণ-রসায়ন অব্যক্ত ধ্বনির হুঙ্কার সকল শ্রবণ করিয়া তৎকালে তদীয় শ্যামমেঘকান্তি জননী জগতে সুখ রশ্মি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর ব্রজরাজের গৃহাঙ্গণ ভূমি শীঘ্রই যেন রামকৃষ্ণের রিঙ্গরঙ্গতা হস্তপদ দ্বারা চলাচলের বা হামাগুড়ি দিবার রঙ্গ ভূমি হইয়া উঠিল এবং তৎকালে পাদচারী বালকগণ আসিয়া বারম্বার কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে যোগ দিয়া সুখাতিশয় লাভ করিয়াছিল ॥ ১০৫ ॥

এই বিষয়ে কবিগণ আজ পর্য্যন্তও গান করিয়া থাকেন যথা—

হে হরে! তুমি বলদেবের সহিত জয়যুক্ত হও। তুমি রিঙ্গণ অর্থাৎ হস্ত পদ

ব্রজজনে সুখং নির্ম্মিতবতী। যতোঽমৃতভৃৎ পরিপূর্ণচন্দ্রঃ তত্তুল্যা সা তদানীমতিসুখময়স্নেহার্দ্র মূর্ত্তিতয়া প্রসিদ্ধেত্যন্বয়ঃ। সুখচরিষ্ণু আনন্দজনকং জনকদিষ্টয়া পিত্রাদিষ্টয়া নিশম্য শ্রুত্বেত্যর্থঃ।

হসিতলসিত-শতজন-তাপহারী। ‡

বলয়িতবাল্যবিলাস জয় বলবলিত হরে ॥ ধ্রু ॥

কিঙ্কিণিগণরণনে লব্ধুং সুখরঙ্গং।

চরণযুগং ক্রময়ন্নতিযত্নং ॥

অঙ্গণসঞ্চজঙ্গমবিশঙ্কং।

খেলিতকুতুকাদগণিতপঙ্কং ॥

অকলিতজনমিলনেন হিতং পরিচিতবান্।

অতি সত্বরগতি মাতরমিতবান্।

অম্বাস্তনবসনে নিজগোপনকারক।

বদন-প্রস্নুতকুচযুগ-ধারক ॥

হরিবদবয়বৈর্ব্বিরচিতরুচিকর্দ্দমং।

অম্বা লঘু লঘু কৃতমলিনিমশং।

বলবলিত-বলরামেণ সংযুক্তঃ। ক্রময়ন্ চলয়ন্ অঙ্গণসমূহে যজ্জঙ্গমং চলনং তস্মিন্ বিশঙ্কং যথা স্যাৎ। অগণিতঃ পঙ্কো যত্র তদযথা স্যাৎ। ইতবান্ প্রাপ্তবান্। অম্বোঁত মাতৃস্তনবস্ত্রেণাচ্ছাদিত অম্বয়া

দ্বারা গমন ক্রীড়ায় জননীর সুখ বিধান কর। বাল্য বিলাস প্রকটিত করিতেছ, নিজ হাস্যবিলাস দেখাইয়া শত শত জনের তাপ নাশ করিতেছে। কিঙ্কিণীমালার শব্দে সুখাতিশয় লাভ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে চরণ-যুগল চালনা করিতেছ। প্রাঙ্গণসমূহে নির্ভয়ে গমন করিতেছ। খেলিবার কৌতুকনিমিত্ত পঙ্ককেও গণনা করিতেছ না। অপরিচিত জনসকলের সহিত মিলন হেতু হিতের চেষ্টা করিতেছ। অতিদ্রুত গমনে জননীর নিকট গমন করিতেছ, জননীর স্তনাচ্ছাদন বসনে আত্মগোপন করিতেছ। মুখ দিয়া দুগ্ধস্রাবি স্তনযুগল ধারণ করিতেছ। সিংহের ন্যায় অবয়ব সমূহে রুচিজনক কর্দ্দম লিপ্ত করিতেছ। জননী

---

‡ দ্বিতীয়-চরণস্তু গৌর পুস্তকে এবং দৃশ্যতে, যথা —ব্রজদৃশি সুকৃতস্ফুরদবতারী। ইতি। ব্রজজনানাং দৃশি পুণ্যেন প্রকাশমানশ্চাসৌ সর্ব্বাংশেন পরিপূর্ণশ্চেতি ইত্যর্থঃ।

এক-স্তনধয়নে কলয়ন্ স্তনমন্যং।
নিজমুখরুচিপ্রস্নমরস্তন্যং। ইতি। ততশ্চ ‡ ॥১০৬॥
বর্ষপঞ্চকমনুস্খলেদ্বয়-
স্তত্তু তত্র যমনুদ্বয়োস্তয়োঃ।
কিন্তু ন স্খলতি তৎকিশোরতা।
যা গতাগমিদশাতিরস্করী ॥ ১০৭ ॥

লঘুলঘুকৃতো যো মলিনিমা কর্দ্দমকৃতস্তেন শং সৌন্দর্য্যং যত্র তদ্যথা স্যাৎ। ধয়নং পানং। কলয়ন্ ধারয়ন্ ॥ ১০৬ ॥

রামকৃষ্ণয়োর্ব্বয়ঃপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি বর্ষেত্যাদি পদ্যেন। বর্ষপঞ্চকং লক্ষীকৃত্য সর্ব্বেষাং শৈশবং বয়ঃ স্খলেৎ নিবর্ত্ততে, তয়োর্দ্বয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ তত্তু শৈশবং বর্ষত্রয়মনুস্খলেৎ অপগতং বভুব। তয়োঃ কৈশোরস্য অতিরস্করী গতদশা আগামিদশা চ ন স্খলতি ভক্তভেদে তয়োঃ স্ফূর্ত্তেঃ। যদ্বা গতাগমিদশয়োঃ তিরস্করী যা কিশোরতা সা ন স্খলতি নিত্য-কৈশোরত্বাৎ (অতীত-ভবিষ্যদবস্থানোপকরী তস্যা এব নিত্যস্থায়িত্বাৎ) ॥ ১০৭ ॥

কর্ত্তৃক অল্পে অল্পে লালন জনিত মলিনিমা ও সৌন্দর্য্য সহকারে একটী স্তন পান করিতে গিয়া সেইরূপ আর একটী স্তন ধারণ করিতেছ। আর নিজ মুখের রুচি অনুসারে এই স্তনের দুগ্ধ বিস্তারিত হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ১০৬ ॥

অপিচ পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সকলেরই শৈশব অর্থাৎ কৌমার কাল থাকে, তাহার পর সকলেরই শৈশব নিবৃত্ত হয়, রাম কৃষ্ণের সেই শৈশব কাল তিন বৎসরের মধ্যেই অপসৃত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যের ন্যায় তাঁহাদিগের কৈশোর দশার তিরস্করী শৈশব দশা এবং আগামিনী অর্থাৎ ভাবিনী দশা অতীত হইতে

---

‡ কিঙ্কিণী ইত্যারভ্য স্তন্যমিত্যন্তং যাবৎ গদ্যং বৃন্দাবন-গৌরানন্দপুস্তকেষু নাস্তি। তত্র তু এবম্বিধমেব, যথা—কিঙ্কিণীগণরণনে হৃদিরুচিধারী। পদযুগচালন কুতুকবিহারী। গোরসকীর্ণিভবে পঙ্কে লঘুচারী। বারণ-কারণ-বাগতিচারী। অকলিতজনমিলনে তস্মাদপসারী। জননীং প্রতি গতিচাপলভারী। জননী-স্তনবসনে ভয়ভাগনুহারী। তত্র পয়োরসবিসরাহারী॥ বপুষি মৃদা মলিনে মৃদুতাপবিহারী। জননীকরকৃতমৃজয়াহারী॥ অপি তদ্রাবলনে স্তনপানমনুকারী। জননীস্মিতপতদমৃতাসারী॥

যথানন্তরমাহ ॥

"কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভি র্ব্বিচক্রমতুরঞ্জসা।" (*)

যথা চ শম্বরগৃহাৎ প্রথমবয়সঃ প্রদ্যুম্নস্যাগমনসময়ে প্রাহ—
"কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হে"তি॥১০৮॥

তত্র চ, ন নব্যাদ্যৌবনাদন্যাবস্থা তস্যেতি যন্মতং।
বর্জ্জয়ত্যঙ্গবৃদ্ধিং তন্ন মাধুর্য্যসমর্জ্জনং ॥

তত্র প্রামাণ্যায় শ্রীভাগবতীয়-পদ্যমুত্থাপয়তি—কালেনেত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

বালেঽপি যৌবনমাধুর্য্যং তয়োঃ সদা বিরাজতে ইতি সিদ্ধান্তমুদ্ঘাটয়তি—ন নব্যাদিতি

পারে নাই। যেহেতু ভক্তগণের ভাবানুরোধে সর্ব্বদাই উভয় দশার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অথবা নিত্যকৈশোর হেতু তাঁহাদিগের কিশোরতা স্খলিত হয় নাই ॥ ১০৭ ॥

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা—"শুকদেব কহিলেন, হে রাজর্ষে! অল্পকাল মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ স্ব স্ব বলে জানুকর্ষণ ব্যতিরেকে পদদ্বয় দ্বারা ব্রজপুর মধ্যে চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।"

অপিচ, প্রথমবয়োযুক্ত প্রদ্যুম্ন যখন শম্বরদৈত্য-গৃহ হইতে আগমন করেন, তৎকালে শুকদেব বলিয়াছেন, অর্থাৎ দশমস্কন্ধে ৫৫ম অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে শুকদেবের উক্ত আছে যথা—"প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবোধে স্ত্রীগণ মনে করিলেন এবং তন্মধ্যে যিনি যে স্থানে ছিলেন তিনি সেই সেই স্থানে লজ্জায় লুক্কায়িত হইলেন ॥ ১০৮ ॥"

বাল্যকালেও নব্যযৌবন ছিল অর্থাৎ কৈশোর দশা হইতে তাঁহাদিগের অন্য দশা হয় নাই, ইহা যখন স্বীকৃত আছে, তখন নব্যযৌবন সম্ভূত মাধুরী অঙ্গবৃদ্ধি পরিত্যাগ করে নাই।

(*) অঞ্জসা ইত্যত্র ওজসা ইতি গৌরানন্দ পুস্তক পাঠঃ। অঞ্জসা ইতি তু বৈষ্ণব তোষণ্যাং পাঠান্তরত্বেন স্বীকৃতঃ।

যতঃ প্রিয়জনভাবভাবিত এব তস্যাবির্ভাব ইত্যবাদি স্ম(স্ম)।

তত্র তদ্ভাবো যথা ॥ ১০৯ ॥

উৎকণ্ঠা বষ্টি তৃপ্তিং স্থবয়িতুমভিতঃ সা তু শশ্বৎকৃশন্তী
তামেবোচ্চৈর্ব্বকারেঃ স্থবয়তি ঝটিতি প্রেমভাজাং জনানাং।
যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রথমজ-বয়সস্তূর্দ্ধগাং তত্তদীহাং
নোষ্টস্তে সুষ্ঠু কিন্তু প্রস্মরমধুরিম্ণ্যেব তাং নির্ম্মিমাতে ॥১১০

পদ্যেন। (নব্যাৎ—কৈশোরাৎ। তৎ—যন্মতং) মাধুর্য্যসমর্জনং যৌবনোদ্ভবমাধুর্য্যবৃদ্ধিঃ; অঙ্গবৃদ্ধিং ন বর্জয়তি। অন্যথা বাল্যাদিলীলানামসিদ্ধিঃ স্যাৎ। তত্র যুক্তিং বর্ণয়তি—যত ইত্যাদি ॥ ১০৯ ॥

প্রেমভাজাং তং ভাবং বর্ণয়তি—উৎকণ্ঠেত্যাদি পদ্যেন। (বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমভাজাং জনানাং উৎকণ্ঠা তৃপ্তিং স্থবয়িতুং স্থুলাং কর্ত্তুং অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন বষ্টি স্পৃহয়তি) প্রেমভাজামুৎকণ্ঠা তত্র পরিতোষং স্থিরীকর্ত্তুং বষ্টি কাময়তে সা তু তৃপ্তিঃ অপুষ্টা তামুৎকণ্ঠামতিস্থিরীকরোতি। প্রথমজবয়সো বাল্যাৎ নোষ্টঃ সুষ্ঠু ন উষ্টঃ। বশ কান্তৌ ধাতুঃ। তে উৎকণ্ঠাতৃপ্তী (তত্তদীহাং উৎকণ্ঠাতৃপ্ত্যোস্তত্তচ্চেষ্টাং) প্রস্মরমধুরিম্ণি প্রস্মরং কোমলং ॥ ১১০ ॥

এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে বাল্যাদি লীলা সকল অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাবে ভাবিত হইয়াই আবির্ভাব করেন। ইহাই কথিত আছে ॥ ১০৯ ॥

তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের ভাব যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক জনগণের উৎকণ্ঠা তৃপ্তিকে স্থুল অর্থাৎ বৃহৎ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই তৃপ্তি আবার প্রতিক্ষণে কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র সেই উৎকণ্ঠাকেই অধিকরূপে স্থুল করিয়া দেয়। যদ্যপি এইরূপ ঘটিয়া থাকে সত্য, তথাপি সেই উৎকণ্ঠা এবং তৃপ্তি প্রথমজনিত কৈশোর বয়স হইতে পরবর্ত্তিনী উৎকণ্ঠা এবং তৃপ্তি তত্তৎ চেষ্টা ভাল করিয়া ইচ্ছা করে না কিন্তু কোমল মাধুরীতেই তত্তৎ চেষ্টা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে* ॥ ১১০ ॥

* শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকগণের মনে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলে তৃপ্তির আশা হয়, তৃপ্তি আবার ক্ষীণ হইয়া উৎকণ্ঠাকে বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ উক্ত ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটী ক্ষীণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্ত কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হয়। তাৎপর্য্য এই যে প্রাথমিক কৈশোর বয়সের যে উৎকণ্ঠা ও

অথ কালেনাল্পেনেত্যাদৌ লীলায়াঃ সাধুরীতি-মধুরতা স্বাদ্যতাং ॥ ১১১ ॥

তত্র গতিশিক্ষা যথা—

হস্তত্যাগময়ে নব্যে সংস্তব্যে গতি-শিক্ষণে।
যশোদা-কৃষ্ণয়োর্জীয়াৎ স্খলনারম্ভতত্বরা (*) ॥ ১১২ ॥
দ্বিত্রক্রমং গতঃ কৃষ্ণশ্চলিতঃ স্খলনে রুদন্।
পুত্র পুত্রেতি চুম্বন্তীমম্বামালোলয়ন্মুহুঃ ॥ ১১৩ ॥

অধুনা বাল্যলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদি গদ্যেন ॥ ১১১ ॥

তত্র গতিশিক্ষাং হস্তেত্যাদি চতুঃশ্লোকৈর্ব্বর্ণয়তি ॥ ১১২ ॥

(দ্বৌ বা ত্রয়ো বা ক্রমাঃ পাদবিক্ষেপা যত্র তৎস্থানং) আলোলয়ন্ চঞ্চলয়ন্ ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর দশম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে "কালেনাল্পেন রাজর্ষে" ইত্যাদি শ্লোককে আরম্ভ করিয়া লীলার সাধুরীতির মধুরতাকে আস্বাদন কর ॥ ১১১ ॥

বাল্যে গতি শিক্ষা যথা—

জননী শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া প্রথম গমন শিক্ষা দিতেছেন, গমনটী পরিচিত অর্থাৎ ঠিক হইল কি না ইহা পরীক্ষা করিতে সময়ে সময়ে কৃষ্ণের হস্ত ছাড়িয়া দিতেছেন। অথচ কৃষ্ণ ভূতলে পতিত হইতে উদ্যত হইলে জননী তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ধরিতে যাইতেছেন, কৃষ্ণও পতনভয়ে জননীর হস্ত ধরিতে তাড়াতাড়ি করিতেছেন। জননী ও কৃষ্ণের এই তাড়াতাড়ি ভাবটী প্রাণের আবেগময় ও অতি সুন্দর। সুতরাং ঐ সত্বরতা ভাবের জয় হউক ॥ ১১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দুই তিন পদ গিয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকেন। পুত্র!

তৃপ্তি, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তমান বয়োঽবস্থাতেই পূর্ণ হয়, পরবর্ত্তি অবস্থাকে কামনা করে না। মর্ম্মার্থ এই যে;—শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনকালে ভক্তের দৃষ্টি যখন যে অঙ্গে পতিত হয় তাহাতেই মগ্ন থাকে, তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাঙ্গে যাইতে পারে না, বয়ঃক্রমধর্ম্মেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ হইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি অলৌকিক সৌন্দর্য্যযুক্ত। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উক্ত ধর্ম্ম চমৎকার-কারীও অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের উৎপাদক এবং শ্রীকৃষ্ণও জগন্মনোমোহনের মোহন। ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

(*) পুত্রে স্খলতি সা জীয়াম্মাতুঃ পুত্রস্য ত্বরা। ইতি দ্বিতীয়ার্দ্ধপাঠঃ বৃন্দাবনানন্দগৌর-পুস্তকেষু।

কিঞ্চিদ্দূরং যদানঞ্চ স্বকতেজঃপ্রপঞ্চকঃ। (†)
‡ তদা পশ্যন্ প্রসূবক্ত্রং স্মৃতস্মিতমমূমুদৎ ॥ ১১৪ ॥
দূরং মাতুর্যদা যাতি তদাসৌ মন্থরায়তে।
সমীপন্তু যদা তর্হি স্ময়মানা (নো) দ্রুতায়তে ॥ ১১৫ ॥
গীঃশিক্ষা যথা—
প্রথমমগ্রজস্য তুণ্ড-পুণ্ডরীকে, ক্ষরদক্ষরমধুমধুরে জাতে তদনুজাতমপি ধাত্র্যা লাপয়ামাস ॥ ১১৬ ॥

আনঞ্চ জগাম। স্মৃতস্মিতং ক্ষরিতং মৃদুহাস্যং যত্র তৎ ॥ ১১৪ ॥
(মাতুঃ সকাশাদ্দূরে) অসৌ মাতা মন্থরায়তে বিলম্বমিব আচরতি ॥ ১১৫ ॥
তত্র ব্রজেশ্বর্য্যাঃ কৃত্যং বর্ণয়তি প্রথমমিত্যাদি গদ্যেন। তুণ্ডপুণ্ডরীকে মুখপদ্মে ক্ষরদক্ষরমধুমধুরে—ক্ষরন্তি যান্যক্ষরাণি তান্যেব মধূনি তৈর্মধুরে। লাপয়ামাস অবাচয়ৎ ॥ ১১৬ ॥

পুত্র! বলিয়া জননী চুম্বন করিলে, তিনি তাঁহাকে বারম্বার ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয়তেজ প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিতেন, তখন তিনি জননীর মৃদুমধুর হাস্যক্ষরণযুক্ত মুখ দেখিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতেন ॥ ১১৪ ॥

যখন কৃষ্ণ জননীর নিকট হইতে দূরে গমন করেন, তখন মাতা স্থির হইয়া বিলম্ব করিতে থাকেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ জননীর কাছে আইসেন তখন মাতা মৃদুমধুর হাস্য করিয়া দ্রুতগমন করেন ॥ ১১৫ ॥

বাক্য-শিক্ষা যথা—

প্রথমে জ্যেষ্ঠ রামের মুখপদ্ম নির্গলিত অক্ষররূপ মধুদ্বারা মধুর হইলে অর্থাৎ রামের মধু অপেক্ষাও মধুর মুখপদ্ম হইতে অৰ্দ্ধস্ফুট কথা বহির্গত হইতে আরম্ভ হইলে ধাত্রীগণ অনুজ কৃষ্ণকেও ঐ কথা বলাইয়াছিলেন ॥ ১১৬ ॥

(†) প্রকাশক ইতি আনন্দ পুস্তকে।
(‡) তদাপশ্যন্ ইত্যত্র "স্থিরীভূয় প্রসূবক্ত্রং সস্মিতং স ব্যলোকত" ইতি গৌরানন্দপুস্তক পাঠঃ।

যত্র চ

মা মা তা তা ইতি বচঃ পঠন্নন্দতনূজনুঃ।
আনন্দার্থমভূৎ পিত্রো ব্র্জস্য নিখিলস্য চ ॥ ১১৭ ॥

অর্দ্ধোদিতানাং দন্তানামক্ষরাণাং তথা ততিঃ।
চিত্রীয়ামাস কৃষ্ণস্য যত্রাচিত্রীয়ত প্রসূঃ (ক) ॥ ১১৮ ॥

ঈশীথাঃ কিং জগত্যামোম্বন্ধূন্ পাস্যসি নঃ কিমোম্।
ইত্যাদি মাতৃসুতয়োঃ সম্বাদাদভূদিহ (খ) ॥ ১১৯ ॥

তদেবং বাক্‌শিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বেষামানন্দদানং কৃতং তদ্বর্ণয়তি—মামিত্যাদি চতুঃপদ্যেন ॥ ১১৭ ॥

(চিত্রমাশ্চর্য্যমিবাচচার। "ডচোপমানাদাচারে ক্য" ইতি সূত্রেণ সিদ্ধং) অচিত্রীয়ত আশ্চর্য্যান্বিতা বভূব ॥ ১১৮ ॥

ঈশীথাঃ সমর্থো ভবেৎ। পাস্যসি রক্ষিষ্যসি। সম্বাদবৎ প্রশস্তবাক্যমিব (গীঃশিক্ষায়াং) ॥ ১১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশিক্ষায়, নন্দতনয় "মা, মা, তা, তা" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া জনক জননী এবং সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের আনন্দের কারণ হইয়াছিলেন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধপরিস্ফুট দন্তপঙ্‌ক্তি এবং অর্দ্ধপরিস্ফুট অক্ষরপঙ্‌ক্তি যেন আশ্চর্য্যরূপ হইয়াছিল, যাহাতে মাতাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

মাতা। অরে কৃষ্ণ! তুই কি জগতে সমর্থ হইবি?

কৃষ্ণ। ওং অর্থাৎ হাঁ।

মাতা। অরে! আমাদের বন্ধুসকলকে কি রক্ষা করিতে পারিবি?

কৃষ্ণ। ওং অর্থাৎ হাঁ।

এইরূপ বাক্য শিক্ষাবিষয়ে জননী এবং পুত্রের প্রশ্ন উত্তর প্রশস্ত-বাক্যের ন্যায় হইয়াছিল ॥ ১১৯ ॥

(ক) "যত্রাচিত্রায়ত প্রসূঃ" ইতি গৌরানন্দ-পাঠঃ।

(খ) "সম্বাদবদভূদিহ" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পাঠঃ।

অজ্ঞাতবাচং শুকবৎ পঠন্তং বিশেষপৃচ্ছাকৃতি-তর্জ্জনীকম্।
ধাত্রীজনাধ্যাপিতবাক্‌প্রচারং ব্রজস্য ভাগ্যং পরিতঃ স্মরামি॥১২০

নামগ্রাহং তদা প্রাহ রামঃ কৃষ্ণং শনৈঃ শনৈঃ।
কৃষ্ণো রামমথার্য্যেতি মাতৃণাং পরিশিক্ষয়া॥ ১২১ ॥

তদা চ—

পৃচ্ছন্ত্যা বৃদ্ধয়াঙ্গানি যদা কিমপি পৃচ্ছ্যতে।
তদাম্বাশিক্ষয়া(ক) বালঃ স তাং মুহুরতাড়য়ৎ (খ) ॥ ১২২ ॥

(অজ্ঞাতবাচং—অজ্ঞাতা চাসৌ বাক্ চেতি তাং) বিশেষেতি। বিশেষপৃচ্ছায়াং কৃতিতর্জ্জনী যস্য তং। ভাগ্যং ফলভূতং॥ ১২০ ॥

তদা রাম-কৃষ্ণয়োর্নামগ্রহণপূর্ব্বকং পরস্পরবচনং বর্ণয়তি—নামগ্রাহমিতি পদ্যেন। (দ্বিতীয়া-স্বাদ্ধাতোশ্চণম্ সমাসশ্চ বেত্যনেন চণম্, ততশ্চ নাম গৃহীত্বেত্যর্থঃ) আর্য্য! জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ!॥ ১২১ ॥

অথ শৈশবচাপল্যং বর্ণয়তি—পৃচ্ছন্ত্যেতি পদ্যেন॥ ১২২ ॥

যিনি শুকপক্ষির ন্যায় অজ্ঞাত বাক্য উচ্চারণ করিতেন, বিশেষ প্রশ্ন করিলে যাঁহার তর্জ্জনী অঙ্গুলী নৈপুণ্য প্রকাশ করিত এবং ধাত্রীগণ যাঁহাকে বাক্য সকল অধ্যয়ন করাইতেন, আমি ব্রজের ভাগ্য অর্থাৎ ফলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করি॥ ১২০ ॥

তৎকালে জননীগণের সবিশেষ শিক্ষায় বলরাম ধীরে ধীরে নামোল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণও মৃদু মৃদু স্বরে জ্যেষ্ঠকে আর্য্য! (দাদা) এইরূপে আহ্বান করিতেন॥ ১২১ ॥

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদাদি অঙ্গ সকল জানিতে ইচ্ছা করিয়া কোন

(ক) তদাম্বশিক্ষয়া ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

(খ) এতদ্দর্শনং শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-পদ্যাবল্যাং দৃশ্যতে যথা—

"কাননং ক নয়নং ক নাসিকা, ক্বচ শিখেতি দেশতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ॥

অর্থ। তোমার মুখ কৈ? নয়ন কৈ? নাসিকা কৈ? মস্তক কৈ? গোপবধুগণ এইরূপ আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন।

অথ ভ্রাতৃদ্বয়মপি মিথঃ কিঞ্চিদ্বদতি স্ম।

যথা—

আগচ্ছ খেলাং গচ্ছাব মাতা কোপং করিষ্যতি।
ন কুর্য্যাদিতি তৌ বালৌ কৃষ্ণ-রামৌ সমূচতুঃ ॥১২৩॥

অথ বাল্য-চাপল্যঞ্চাবকল্যতাং ॥ ১২৪ ॥

দংষ্ট্রা ধিৎসতি দংষ্ট্রিণঃ ফণিপতেরুদ্যৎফণাং শৃঙ্গিণঃ
শৃঙ্গং প্রজ্বলদর্চ্চিষং হুতভুজঃ কোটিঞ্চ খড়্গাদিনঃ।
ইত্থং ভ্রাতৃযুগং নিবর্ত্তিতমপি প্রাগল্‌ভ্যমেবাসদ-
ন্মাত্রোস্তেন সমস্তবিস্মৃতিরভূদ্গেহেঽপি দেহেঽপি চ ॥১২৫॥

অধুনা রামকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরবাক্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। তৎ শ্লোকেন বর্ণয়তি—আগচ্ছেতি ॥ ১২৩ ॥

অধুনা বাল্যচাপল্যং প্রাধান্যেন বর্ণয়তি—অথেতি ॥ ১২৪ ॥

তয়োস্তাদৃশে চাপল্যে মাত্রোরবস্থাং বর্ণয়তি - দংষ্ট্রেত্যাদি পদ্যেন। কোটিং অগ্রদেশং, "খড়্গাদিন" ইতি সামান্যত্বান্নপুংসকত্বং, আসদৎ প্রাপ ॥ ১২৫ ॥

বৃদ্ধা কোন অঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জননীর শিক্ষানুসারে বালক শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই অঙ্গ দেখাইয়া বার বার ব্যতিব্যস্ত করিতেন ॥ ১২২ ॥

যথা—অনন্তর ভ্রাতৃযুগলও পরস্পরে কিছু কিছু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন একজন কহিলেন, আইস আমরা দুইজনে খেলিতে যাই। আর একজন কহিলেন মাতা ক্রোধ করিবেন। পুনর্ব্বার অন্য ভ্রাতা বলিলেন, জননী ক্রোধ করিবেন না। বালক কৃষ্ণ ও রাম পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর বাল্যচাপল্য শ্রবণ করুন ॥ ১২৪ ॥

দুই ভ্রাতাই ভয়াবহ দন্তশালি জন্তুর দন্ত, ফণিপতির উদ্যতফণা, শৃঙ্গধারিপশুর শৃঙ্গ, প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বলন্তশিখা এবং খড়্গাদি অস্ত্রসকলের অগ্রভাগ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই সেই অনিষ্ট কার্য্যে মাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও দুই ভ্রাতা প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সেই প্রাগল্‌ভ্যে যশোদা এবং

দূরমঞ্চ ন হি চঞ্চল ! স্ফুটং তত্র কোঽপি বরিবর্ত্তি ভীষণঃ।
এবমেব জননীগিরা পুনস্তৎকৃতে কুতুকিতাং দধে শিশুঃ ॥১২৬॥
শিশুনা ভীষ্মগ্রহণে স্থানে মাতুর্ভয়ং যতো মাতা।
কবয়স্ত্বিদমনুমিমতে তেজস্বিত্বস্য বীজং তৎ ॥১২৭॥
দংষ্ট্রাদিকং ত্বটতি যৎ খলু তীব্রভাবং
ভ্রাতৃদ্বয়ং তদপি গচ্ছতি সৌম্যরীতিং। *
অত্রানুমানবিদুরা নিরনৈষুরেতদ্-
যুগ্মং ভবিষ্যতি সদা কিল নাশনায় ॥ ১২৮ ॥

অন্যচ্চাপল্যং বর্ণয়তি—দূরমিতি পদ্যেন। অঞ্চ গচ্ছ তত্র দূরে। তৎকৃতে দূরগমনায় (ভীষণ-দর্শনায় ইত্যানন্দ টীকা) ॥ ১২৬ ॥

ভয়ানকানাং গ্রহণে কৃতে সতি যৎ মাতুর্ভয়ং তৎ স্থানে যোগ্যং, যতো মাতা গর্ভধারিণী, স্থন ইত্যব্যয়ং যোগ্যার্থে। তৎ ভীষ্মগ্রহণং ॥ ১২৭ ॥

দংষ্ট্রাদিষু তয়োরনুগ্রহপ্রচারং বর্ণয়তি—দংষ্ট্রেতি পদ্যেন। অটতি গচ্ছতি, সৌম্যরীতিমনুগ্রহ

রোহিণীর সমস্ত বিষয়ে বিস্মরণ হইয়াছিল, অধিক কি তাঁহাদের গৃহে বা দেহে কিছুই স্মরণ ছিল না ॥ ১২৫ ॥

পুনর্ব্বার বালকদ্বয়ের অন্য চাপল্য যথা—মাতা কহিলেন, অরে চঞ্চল! তুমি দূরদেশে গমন করিও না, তথায় কোন ভয়ানক জন্তু বিদ্যমান আছে। জননীর এই প্রকার বাক্য দ্বারাই পুনর্ব্বার দূরে যাইবার জন্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১২৬ ॥

শিশু যদি কোন ভয়ানক বস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলে জননীরই যে ভয় হয় তাহা উপযুক্ত বটে, যেহেতু তিনি জননী সুতরাং ভয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণও এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, তাদৃশ ভয়ঙ্কর বস্তু গ্রহণই তেজস্বিতার মূলীভূত কারণ ॥ ১২৭ ॥

যদি, দংষ্ট্রাদিক জন্তুগণ দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া তীব্রভাব ধারণ করিলে ভ্রাতৃযুগল সৌম্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। এই বিষয়ে অনুমানজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্ণয়

* প্রথম-দ্বিতীয়-চরণৌ গৌরানন্দপুস্তকে এবং বৃত্তে যথা—
যং যং পদার্থমতিতীব্রমিয়ং প্রযাতি ভ্রাতৃদ্বয়ী স চ স চ প্রতিভাতি সৌম্যঃ।

অথ ক্রমেণ মাতৃবঞ্চনী বুদ্ধিরপ্যুদ্বুদ্ধা যত্র যত্র সচ সচ। নৈব নৈব চল চঞ্চল রে রে বাক্যমেতদবকর্ণ্য জনন্যাঃ। মায়য়া স্ম পরিবৃত্য হসিত্বা তাং নিবর্ত্য লষিতে বরিবর্ত্তি॥১২৯॥

অল্পহীনহায়নবয়স্ত্বেতু জাতে যত্র কুত্রচিৎ ক্রীড়নায় নির্গচ্ছন্তৌ ন সম্ভালয়িতুং শক্যেতে। সম্ভালিতৌ চ তৌ কুতো লীয়েতে ইতি নাবধারয়িতুং পার্য্যতে॥ ১৩০॥

প্রচারং। বিদুরাঃ পণ্ডিতাঃ নিরনৈষুঃ নিশ্চয়মকার্ষুঃ নির্ণীতবন্ত ইত্যর্থঃ। নাশনায় দংষ্ট্রাদীনাং বক্র্যাদীনাং॥ ১২৮॥

অধুনা প্রাকৃতবালকবৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মাত্রাদি-বঞ্চনী বুদ্ধিরুদ্বুদ্ধেতি বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদি গদ্যেন। তাং দর্শয়তি—নৈব নৈবেতি পদ্যেন। (মায়া কাপট্যং তয়া মাতরং গৃহং প্রস্থাপ্য) লষিতে বরিবর্ত্তি অভিলষিতে কর্ম্মণি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১২৯॥

অন্যামপি বঞ্চনাং বর্ণয়তি—অল্পহীনেত্যাদি গদ্যেন। অল্পেন হীনো হায়নো বর্ষো যত্র এবম্ভূতং যদ্বয়স্তদ্ভাবে জাতে॥ ১৩০॥

করিয়াছেন যে, এই দুই ভ্রাতা সর্ব্বদাই বকাসুর প্রভৃতি দংষ্ট্রাধারি অসুরের নাশ করিবেন॥ ১২৮॥

অনন্তর ক্রমে ক্রমে জননীকে বঞ্চনা করিবার বুদ্ধিও প্রকাশ পাইয়াছিল। যে যে স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরাম থাকিতেন, সেই সেই স্থানে জননী বলিতেন—রে রে চঞ্চল! কখনও যাইও না, কখনও যাইও না, জননীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া,কপটতা নিবন্ধন পরাবৃত্ত হইয়া, হাস্য করতঃ মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া অভীষ্টকার্য্যে বারম্বার বিদ্যমান থাকিতেন অর্থাৎ মাতার নিষিদ্ধ স্থানে গমন করিতেন॥ ১২৯॥

যদিচ, উভয়ের বয়ঃক্রম অত্যন্ত অল্প ছিল, কিন্তু তথাপি যে কোন স্থানে উভয়ে ক্রীড়ার জন্য নির্গত হইলে উভয়কে নিরূপণ করিতে পারা যাইত না এবং নিরূপিত হইলেও উভয়েই কোন একস্থানে লুকায়িত হইতেন, কেহ নিশ্চয় করিতে পারিত না॥ ১৩০॥

অথ জননীদ্বয়মুভয়তো বর্ত্মাবৃত্য পরিতশ্চ ধাত্রীরবধানা-বিধাত্রীর্বিতত্য দ্রবন্তৌ তত্র ভবন্তৌ গৃহ্লাতি ॥ ১৩১ ॥

ততো রুদন্তৌ হসন্তৌ চ তৌ গৃহান্তরানীতাবুদ্বর্ত্তনাদিনা বেষ-পরিবর্ত্তনাদিনা চ স্তনপায়নাদিনা শয়নাদিনা চ রোচয়তি ॥১৩২॥

তদেবং বর্ণনমাকলয়ৎসু সভাসৎসু প্রহসৎসু শ্রীমদ্‌ব্রজ-পুরন্দর-কুলধুরন্ধর-কিশোরবরে চানবরজেন সহ দরস্মিতসুন্দর-তরবদনতয়া নেত্রাদরণীয়ে সতি সমাপনায় পুনরুবাচ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ ॥ ১৩৩ ॥

ততো যথোপায়েন তৌ প্রাপ্তৌ তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। বর্ত্ম পন্থানং, তত্র ভবন্তৌ তত্র সন্তৌ ॥ ১৩১ ॥

তত তুয়োস্তাভ্যাং কৃতং লালনং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিনা ॥ ১৩২ ॥

অধুনা বালচরিত্রবর্ণনসমাপ্তয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠস্য চরিতং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। শ্রবণং কুর্ব্বৎসু ধুরন্ধরঃ শ্রেষ্ঠঃ অনবরজেন বলরামেণ নেত্রাদরণীয়ে সর্ব্বেষাং নেত্রাণামাদরণবিষয়ে সতি ॥ ১৩৩॥

অনন্তর জননীদ্বয় উভয় দিকেরই পথ আবরণ করিয়া এবং চারিদিকে সতর্ক-ধাত্রীদিগকে নিযুক্ত করিয়া পলায়মান পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিতেন ॥ ১৩১ ॥

তাহার পর জননীদ্বয় ঐ পুত্রদ্বয়কে কখন কাঁদিতে এবং কখন বা হাসিতে দেখিয়া গৃহের মধ্যে আনিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, স্নান, বেষপরিবর্ত্তন, স্তনপানাদি এবং শয়নাদি দ্বারা আনন্দিত করিতেন ॥ ১৩২ ॥

অনন্তর সভাসদ্গণ এইরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে শ্রীমান্ ব্রজরাজের কুলধুরন্ধর কিশোরবর শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত ঈষৎ মৃদু-মধুর হাস্য দ্বারা মুখপদ্মকে অত্যন্ত মনোহর করিয়া সকল লোকের নেত্রের উৎসবজনক হইলেন, এই বাক্য সমাপন করিবার জন্য পুনর্ব্বার স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপাধিনায়ক ! ।
বাল্যাবলিত-চাপল্যাদপি যো মুনিমোহনঃ ॥ ১৩৪ ॥

অথ কৃতসুখ-প্রথায়াং কথায়াং(ক) বৃত্তায়ামন্যদিনবৎ কথকান্ স প্রসাধনং সেধয়ামাস শুভচরিত্রীব্রজধরিত্রীশঃ ॥১৩৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বিশঙ্কটশকটবিঘট্টনাদিবিচিত্র-বালচরিত্রং নাম ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ * ॥ ৬ ॥ *

বাল্যাবলিতচাপল্যাৎ বাল্যেন সম্পাদিতচাঞ্চল্যাৎ ॥ ১৩৪ ॥

সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। সপ্রসাধনং বেষসহিতং (সোপস্কারং যথা স্যাত্তথা সাধয়ামাস প্রেষয়ামাস "সিধুগত্যাং") ॥ ১৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শব্দার্থবোধিন্যাং ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ * ॥ ৬ ॥

হে গোপেশ্বর! আপনার এরূপ তনয় জন্মিয়াছেন যে, যে বালক বাল্যসম্ভূত চাপল্য বশতঃ মুনিদিগকে মোহিত করিতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

অনন্তর শুভ চরিত্রসম্পন্ন ব্রজভূমির অধিরাজ, সুখ্যাতিপূর্ণ কথা সমাপ্ত হইলে অন্য দিবসের ন্যায় কথকদিগকে বেশ ভূষার সহিত বাসায় প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে বৃহৎ ও ভয়ানক শকটভঞ্জনাদি বিচিত্র বাল্যচরিত্রবর্ণননামক ষষ্ঠ পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

(ক) কথায়াং কথায়াং ইতি আনন্দপাঠঃ।

সপ্তমং পূরণং।

(তৃণাবর্ত্তবধ-মৃদ্ভক্ষণাদি কথা)

অথ দিনান্তরবৎ প্রভাতান্তঃ প্রভাতায়াং সভায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ—স্নিগ্ধকণ্ঠ! লীলান্তরেণ নিদিগ্ধচিত্তো ভব।

অথ বর্ষজাতে জাতে নভস্যে মাসি সর্ব্বসম্পন্ময়ং জন্মদিন-মায়াতং। তত্র চ গর্গোপদেশবর্গোপাশ্রয়া কৃষ্ণস্য জন্মতিথি-পূজা পূর্য্যতে স্ম। যত্র চ ব্রজক্ষিতিপতিনা প্রশস্তস্বস্তি-বাচনাদিপূর্ব্বকাপূর্ব্ব-পর্ব্ব প্রবর্ত্তয়ামাসে ॥ ১ ॥

সপ্তমে পূরণে তস্য হরেঃ শকটভঞ্জনং। তৃণাবর্ত্তবধো বাল্যনানা লীলা চ বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

অথাধুনা বহুবিধ-বাল্যলীলা বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে; তত্র তদ্দিনে মধুকণ্ঠো বক্তা স তু স্নিগ্ধকণ্ঠং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। প্রভাতান্তঃ প্রভাতায়াং প্রাতঃকালস্য মধ্যে অবকাশে প্রান্তে বা প্রকাশিতায়াং বর্ষজাতে বর্ষকালব্যক্তে সতি, গর্গেত্যত্র বর্গঃ সমূহঃ ॥ ১ ॥

সপ্তম পূরণে শ্রীকৃষ্ণের শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি নানা প্রকার বাল্যলীলা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

অনন্তর অন্য দিবসের ন্যায় সে দিনও প্রভাতকালে সুপ্রকাশিত সভামধ্যে মধুকণ্ঠ কহিলেন, হে স্নিগ্ধকণ্ঠ! অন্য প্রকার লীলাদ্বারা নিজের হৃদয় পরিবর্দ্ধিত কর?।

অনন্তর পুত্র এক বৎসরের হইলে, ভাদ্রমাসে সমস্ত গুণযুক্ত জন্মদিন আসিয়াছিল। তদ্দিনে গর্গমুনির উপদেশাবলী অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহাতে ব্রজরাজ প্রশস্ত স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-মহোৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

যথা—

বেদৈর্বাদ্যৈঃ প্রগীতৈর্নটনপটিমভিঃ শ্রীলকৃষ্ণাভিষেকৈঃ (ক)
সপ্রীত্যাদানদানৈঃ সুখজ-কলকলৈর্যজ্ঞবিজ্ঞপ্রয়োগৈঃ।
ষট্‌তিল্যাদি-প্রকারৈর্মৃদগুরু-রস-ধান্যাদিভব্যাভিমর্শৈ-
র্মৎস্যাদীনাং প্রমোকৈরজনি জনিতিথির্ভোজ্যভোগ্য-প্রশস্তা ॥২॥

কিন্তু—

ক্রমেণ বৃদ্ধির্ব্বর্ষাণাং যথা নন্দাত্ম-জন্মনঃ।
তথা তৎপর্ব্বণোঽপ্যাসীৎ স্ফুটং যদভিদা দ্বয়োঃ ॥ ৩ ॥

তদপূর্ব্বপর্ব্ববৃত্তান্তং বর্ণয়তি—বেদৈরিতি পদ্যেন। সপ্রীত্যাদানদানৈঃ প্রীত্যা সহ আদান-মুপঢৌকনদ্রব্যগ্রহণং, দানং তেষাং সম্মানার্থং বস্ত্রাদিদানং বিপ্রাদিভ্যো দানঞ্চ তৈঃ। ষট্‌-তিল্যাদিতিলহোমতিলস্নানমিত্যাদিপ্রকারৈঃ ভব্যাভিমর্শৈঃ ভব্যং মঙ্গলং অভিমর্শঃ স্পর্শঃ তৈঃ

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদী।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি ॥" ইতি শাস্ত্রাৎ

মৎস্যাদীনাং প্রমোকৈর্মোচনৈঃ (তথা চ জন্মতিথিমধিকৃত্য মৎস্যপুরাণে মৎস্যান্ মোচয়তো দ্বিজায় দদতোঽপ্যায়ুশ্চিরং বর্দ্ধতে। ইত্যানন্দটীকা) ॥ ২ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ষবৃদ্ধিতদীয়োৎসবয়োরভেদং বর্ণয়তি—ক্রমেণেতি পদ্যেন। যদভিদা দ্বয়োঃ যদস্মাৎ বর্ষবৃদ্ধেস্তদুৎসবস্য চ অভিদা বিপ্রয়োগাভাবো দ্বয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

যথা—বেদোচ্চারণ, বহুবিধ বাদ্য, সুন্দর গীত ও নটসকলের নৃত্য-পরিপাটী মিলিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, প্রীতিপূর্ব্বক উপঢৌকন-দ্রব্য গ্রহণ এবং সেই উপঢৌকন-দাতাদিগের সম্মানরক্ষার্থ বস্ত্রাদিদান এবং ব্রাহ্মণাদিকে দান, সুখজনিত কলরবশব্দ, যজ্ঞকালে বিজ্ঞগণদ্বারা মন্ত্র প্রয়োগ ষট্‌তিল, অর্থাৎ তিলের দ্বারা উদ্বর্ত্তন(১) (গাত্রমর্দ্দন), সতিল জলে স্নান(২), তিলহোম(৩), তিল প্রদান(৪), তিলভোজন(৫), ও তিলবপন(৬) এই ছয়প্রকার তিলকার্য্য, মৃত্তিকা, অগুরুপঙ্ক, ধান্যদূর্ব্বাদিকৃত মঙ্গল প্রশস্ত পাত্রাদিস্পর্শ এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধন মৎস্যাদিমোচন দ্বারা ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্তুপূর্ণ জন্মতিথি-উৎসব ঘটিয়াছিল ॥ ২ ॥

কিন্তু ক্রমে যেমন নন্দকুমারের বয়সের বৃদ্ধি হইয়াছিল, অমনি ঐ উৎসবেরও

(ক) শ্রীলকৃষ্ণাভিষেকৈরিত্যত্র মন্ত্রপূর্ব্বাভিষেকৈরিতি, সুখজেত্যত্র প্রমদেতি, অজনি ইত্যাদৌ—জনি তিথিরুদপাৎ গোপরাজাঙ্গজস্য ইতি গৌরানন্দ-পুস্তক-পাঠঃ।

কৃষ্ণভোজনমন্নং যৎ কৃষ্ণাচ্ছাদনমংশুকম্।
তত্তন্নাম্না প্রচারোঽভূত্তস্য তস্য ব্রজে ততঃ ॥ ৪ ॥

তদেবং হর্ষেণ বর্ষে গলিতে কদাচিদ্বর্ষীয়ঃপ্রভৃতিষু স্ত্রীপুংসেষু তত্তৎকৃতিব্যাপৃতেষু নিজোৎসঙ্গেন বালগোপালঃ স্বমন্দিরালিন্দে জনন্যা লাল্যতে স্ম ॥ ৫ ॥

যথা—

মুখে মুখং লগয়তি চুম্বতি স্ম তদ্-
বৃথা কথাঃ কথয়তি তেন দুর্গমাঃ।
হসত্যথো হসতি চ তত্র বালকে
ব্রজেশ্বরী সুখশতসিক্ততামগাৎ ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভোগ্যবস্তুনস্তন্নাম্না খ্যাতিং বর্ণয়তি—কৃষ্ণেতি পদ্যেন। অংশুকং বস্ত্রং ॥ ৪ ॥

অধুনা তৃণাবর্ত্তবধং বর্ণয়িতুং তৎ প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন। বর্ষীয়ঃ প্রভৃতিষু প্রাচীন-প্রভৃতিষু, স্বমন্দিরালিন্দে স্বগৃহপ্রাঙ্গণে ॥ ৫ ॥

তল্লালনং বর্ণয়তি—মুখে মুখমিতি পদ্যেন। তত্তদা ॥ ৬ ॥

বৃদ্ধি হইয়াছিল, যেহেতু ঐ বয়োবৃদ্ধি ও উৎসবের নিত্যসম্বন্ধতা প্রযুক্ত ভেদ ছিল না ॥ ৩ ॥

তদনন্তর ব্রজমধ্যে যেটী কৃষ্ণভোগ্য অন্ন ও যে সকল কৃষ্ণপরিধেয় বস্ত্র, সেই অন্ন ও সেই বস্ত্র যিনি দান করিয়াছিলেন, তাঁহার নামেই প্রচার হইয়াছিল, অর্থাৎ উপনন্দ-জায়ার দত্ত অন্ন ও বৃষভানুর দত্ত বস্ত্র ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

সে যাহা হউক এইরূপে আনন্দ বশত একবৎসর অতীত হইল, তৎপরে কোন একদিন প্রাচীন ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে জননী শ্রীযশোদা নিজমন্দিরের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে শ্রীবালগোপালকে লালন করিতেছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই লালনের প্রকার যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজমুখ দিতেছেন, চুম্বন করিতেছেন, তখনই (বালক ভোলাইতে) বৃথা কথা কহিতেছেন ও হাস্য

ততশ্চ—পূর্ব্বপূর্ব্বনিহিংসনাৎ প্রজাতমতিভ্রংশেন ধৈর্য্য-রহিততয়া কংসেন প্রহিতঃ সুমনসামহিতঃ সুরবর্ত্মনি দূরতঃ স্থিতস্তৃণাবর্ত্তস্তং তথা বর্ত্তমানং দদর্শ বিমমর্শ চ। সোঽয়মেব তোয়দবর্ণঃ পৃথুকঃ পৃথুগৃহালিন্দং বিন্দমানায়া মাতুরঙ্কে বর্ত্তত ইতি শঙ্কে ॥ ৭ ॥

তদেবমধুনা সর্ব্বং ধুনানঃ সাম্বালমেব বালং সুরবর্ত্মনি বর্ত্ত-য়ানি। কিন্তু পূতনা নূতন-তনুকলনয়া শকটশ্চ শকটাবিষ্টা-মূর্ত্তিতাবলনয়া ছলয়িতুমিষ্টেনাপ্যনেন দিষ্টান্তমাপ্যতে স্ম। তস্মাদহং তদুভয়েতরবাতরূপেণ প্রবিশামীতি ॥ ৮ ॥

তদা ব্রজে তৃণাবর্ত্তাগমনং বর্ণয়তি—পূর্ব্বপূর্ব্বেত্যাদি গদ্যেন। (পূর্ব্ব-পূর্ব্বয়োঃ পূতনা-শকটাসুরয়োঃ) সুমনসামহিতঃ দেবশত্রুঃ। সুরবর্ত্মনি আকাশে, তোয়দবর্ণঃ শ্যামবর্ণঃ ॥ ৭ ॥

অধুনা তস্য চিন্তনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। ধুনানঃ কম্পয়ন্। সাম্বালং সমাতৃকং। পূতনেতি দেহান্তর-প্রাপ্তিজ্ঞানেন। শকটাবিষ্টামূর্ত্তিতাবলনয়া শকটাবিষ্টস্য অসুরস্য পঞ্চত্বদর্শনেন দিষ্টান্তং মরণং প্রাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

করিতেছেন (ক) তাঁহার হাস্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলে ব্রজেশ্বরী তৎকালে শত শত সুখধারায় অভিষিক্ত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

তদনন্তর কৃষ্ণকৃত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পূতনা ও শকটাসুরের বিনাশকার্য্য দ্বারা কংসের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, পরে অধৈর্য্যভাবে দেবতাদিগের অহিতকারী তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুরকে প্রেরণ করেন, ঐ অসুর আকাশে থাকিয়া দূর হইতে ঐ বালককে এইরূপে বিদ্যমান দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এই সেই মেঘবর্ণ বালক বিশাল গৃহের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠস্থিত জননীর ক্রোড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা যেন বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

অতএব আমি সম্প্রতি এই সকলকে কম্পিত করিয়া জননীকে এবং তৎ-সহিত বালককে আকাশে লইয়া যাই, কিন্তু পূতনার নূতন দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল,

(ক) বৃথা কথা—যাহার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল শিশুভোলানই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বৃথা গল্প। ইহাতে শিশুদিগের মনঃ স্থির হয় ও নিদ্রাগম হয়, মাতা একটু নিশ্চিন্তা হন।

তদা চ সদা তদবসরমনুসরন্তী তু যোগমায়া তদ্বপুর্যোগমায়াতা মাতুঃ পৃথগ্‌ভাবায় স্ববৈভবমাবির্ভাবয়ামাস। যেন চ তদম্বা কোমলনীলকমলায়মানকলেবরস্যাপি তস্য ভারমসহমানা বিস্ময়মানা চান্যস্য তদ্ভারাসহতয়া সহসা ভূমাবেব তং ধৃতবতী ধ্যাতবতী চ জগতামন্তর্য্যামি-পুরুষং। অতিভীতা; চ তদুপদ্রববাধনায় তদারাধনায় ব্যগ্রচিত্তা বভূব (ক)॥ ৯ ॥

সাম্বালমেব বালং সুরবর্ণানি বর্ত্তয়ামীতি তেন চিন্তিতং, তথাহে মদীশিতুর্মাতুর্মহান্‌ কষ্টো ভবিষ্যতি। তত্তু মাভূদিতি যোগমায়া যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণতি—তদেত্যাদি গদ্যেন। তদ্বপুর্মহাভরেণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তসম্বন্ধমাগতা। চান্যস্য মাতুর্ভিন্নস্যাপি তদা তদারাধন-সাধনায় অন্তর্য্যামি-পুরুষস্য পূজনায় তৎক্ষণঃ ক্ষণোমহঃ পূজা ॥ ৯ ॥

শকটাসুরও শকটাবিষ্ট অমূর্ত্তি নিরূপণ করিয়া ছলনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তথাপি এই বালকদ্বারা ঐ শকটাসুর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, একারণ আমি ঐ উভয় রূপ হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ বায়ুরূপ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করি তৃণাবর্ত্ত মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিল ॥ ৮ ॥

তৎকালে সর্ব্বদা যিনি লীলাবসরে অনুসরণ করিয়া থাকেন; সেই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া জননীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্‌ করিবার জন্য স্বকীয়বৈভব প্রকটিত করিলেন। যোগমায়ার যে বৈভবের গুণে তদীয় জননী বালকের শরীর নীলকমলের তুল্য লঘু কোমল হইলেও তাহার ভার সহ্য করিতে পারিলেন না এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া "জননী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ইহার ভার সহ্য করিতে পারিবে না" এই ভাবিয়া সহসা ভূতলেই তাঁহাকে রাখিলেন এবং জগতের অন্তর্য্যামী পুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তথা অত্যন্ত ভীত হইয়া উপদ্রব নিবারণের জন্য সেই অন্তর্য্যামী পুরুষের আরাধনায় ব্যস্তচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

(ক) অতিভীতা চ তদারাধনসাধনায় তৎক্ষণমেব তৎক্ষণসামগ্রীকর্ম্মসু ব্যগ্রা বভূব। ইতি মাওপুস্তক পাঠঃ।

তৃণাবর্ত্তস্তু বাতাবর্ত্তেন বর্ত্তমানঃ স্থরবর্ত্মনি তঞ্চ বর্ত্তয়ন্ গল-গ্রহ-পাশমিব সংজগ্রাহ। গোষ্ঠমপি কষ্টদ-কর্করাদিবৃষ্টিভি-র্নষ্টপ্রায়তয়া ঘট্টয়ামাস। যত্র চ ত্রসমত্রসমপি সর্ব্বং বিত্রস্ত-মস্তি স্ম ॥ ১০ ॥

ততশ্চ—তমোভিরাবৃতং সর্ব্বং বহিরেব ন কেবলম্।
জনানামন্তরঞ্চাসীত্তৃণাবর্ত্তপ্রবর্ত্তনে ॥ ১১ ॥

তেন তু দুর্জনেন তদেবমন্যানাম্নাং জন্যানামজন্যে জন্যমানে তত্র বিত্রস্তাঃ প্রজাঃ প্রজজল্পুঃ ॥ ১২ ॥

তদা তু তৃণাবর্ত্তো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—তৃণাবর্ত্তস্থিত্যাদি গদ্যেন। ত্রসং স্থাবরং, অত্রসং জঙ্গমং। "ত্রসং ত্রসমিঙ্গঞ্চরাচর"মিত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

তেন কল্পিতং কার্য্যং বর্ণয়তি—তমোভিরিত্যাদি পদ্যেন ॥ ১১ ॥

তেন রচিতেন তাদৃশকর্ম্মণা প্রজানামবস্থাং বর্ণয়তি—তেনেত্যাদি গদ্যেন। অন্যানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং উৎপাতে জায়মানে ॥ ১২ ॥

কিন্তু তৃণাবর্ত্ত ঘূর্ণিতবায়ুরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ঐ বালককে আকাশে লইয়া গিয়া গলবন্ধন-রজ্জুর ন্যায় গ্রহণ করিল। এবং তৎপরে কঙ্কর প্রভৃতির কষ্টদায়িনী বৃষ্টিদ্বারা গোষ্ঠকেও নষ্টপ্রায় করিয়া তুলিল। ঐ কার্য্য দ্বারা ব্রজমণ্ডলের জঙ্গম স্থাবর সকল পদার্থই ভীত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

তদনন্তর বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্ত প্রবৃত্ত হইলে তিমির সমূহদ্বারা কেবল যে বাহ্যবস্তু সমুদায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু জনসকলের অন্তঃকরণও তিমিরাবৃত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

তৎকালে এইরূপে সেই দুর্জ্জনদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের উৎপাত উপস্থিত হইলে তথায় জনসকল ভীত হইয়া এরূপ জল্পনা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

যথা—

*উৎসর্পৎকর্পরাদিঃ সঝরঝরঝরৎকারঝাৎকারগর্জ-
দ্বজ্রারাবঃ কুঠেষু প্রকটকটকটো বায়ুরায়ুর্বিলুম্পন্।
গোষ্ঠং কোষ্ঠঞ্চ ভিন্দন্নটতি বত হহা হন্ত! কিং তত্র বৃত্তং
যত্রাস্তে নন্দপুত্রঃ স কুবলয়দলী কোমলো লোলবালঃ ॥১৩

শ্রীমন্নন্দদেবমন্দিরে তু।

উপদ্রবেঽস্মিন্নধিযদ্দধে সুতং তং তত্র নাপশ্যদসৌ ব্রজেশ্বরী।
গবাধিকস্নিগ্ধতরাপি যা তদা বিচারলোপাদ্বলতে স্ম গোতুলাম্ ॥১৪

তাসাং প্রজল্পনং বর্ণয়তি—উৎসর্পদিতি পদ্যেন। উৎসর্পৎ উদ্ভবৎ কর্পরাদি যেন সঃ। গর্জদিতি ভাবে ক্বিপ্। কুঠেষু বৃক্ষেষু, আয়ুর্জীবনং, কোষ্ঠং গৃহমধ্যং। তত্র বৃত্তং ভূতং লোলবালঃ অস্থিরশিশুঃ ॥ ১৩ ॥

তদা তু ব্রজেশ্বর্য্যাশ্চেষ্টিতং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—উপদ্রব ইতি পদ্যেন। অধিযৎ যৎস্থানমধিকৃত গোতুলাং ভূমিসাদৃশ্যং। অচেতনত্বং প্রাপ্তা ॥ ১৪ ॥

যথা—তৎকালে যে বায়ু বহিতে ছিল তাহার বেগে কর্পরের অংশসকল (ক্ষুদ্র খর্পরখণ্ড) ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছিল। ঝর ঝর ঝরৎকার এবং ঝাৎকারাত্মক অব্যক্ত গর্জ্জনযুক্ত বজ্রের ন্যায় তাহার শব্দ হইল। ঐ বায়ু বৃক্ষ সকলে "কট কট" এই ভগ্নশব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদের পরমায়ু বিলুপ্ত করিয়া গোষ্ঠ এবং গৃহমধ্য ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। হা কষ্ট! হা কষ্ট! যে স্থানে সেই নীলকমলের দলাকৃতি কোমল চঞ্চলবালক নন্দপুত্র বিদ্যমান আছে তথায় কি ঘটিয়াছে? ॥ ১৩ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজের মন্দিরেও—ঐ উপদ্রবকালে যে স্থানে সেই পুত্রকে রাখিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরী তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, যিনি বৎসের প্রতি ধেনুর স্নেহাপেক্ষা অধিক স্নেহযুক্ত ছিলেন, তৎকালে বিচারশক্তির লোপ হওয়াতে সেই ব্রজেশ্বরী, পৃথিবীর তুল্য অচেতনত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

---

* উৎসর্পৎকর্পরাংশ এণজনকজবঃ শ্রোত্রদৃক্ তর্জগর্জ, ধ্বানস্রুট্যৎকুঠেষু প্রকট কট কটৈর্দ্ধরন্ বায়ুরায়ুঃ। গোষ্ঠং কোষ্ঠঞ্চ ভিন্দন্নটতি বত হহা হন্ত কিং তত্র বৃত্তং, যত্রাস্তে নীলপঙ্কেরুহদল-স্তুহনা লালিতাঙ্গঃ স বালঃ। ইতি গৌরানন্দপুস্তক-পাঠঃ।

উপপ্লবমরুৎপ্লবে হ্যভজতি তত্র পুত্রাস্তিতা-
মবীক্ষ্য পশুপেশ্বরী বত ! জগাম যাং ব্যগ্রতাম্।
হহা ! বিগততর্ণকাবুধিতলোকভাষাদিকা
যদি স্ফুরতি নৈচিকী ক্বচন কাচিদূহেত তাম্ ॥ ১৫ ॥

তদা চ তামারভ্য জনরোদনপরম্পরয়া পরিতঃ প্রসর্পণাদ-মন্দেন তদা ক্রন্দেন সর্ব্বগোকুলমাকুলং বভূব ॥ ১৬ ॥

অবিগণয্য চ তাদৃশং বিসদৃশমুপদ্রবং সদ্রবমেবাগম্যাগম্যা-পারদুঃখবারাং নিধৌ সর্ব্বে মমজ্জুঃ ॥ ১৭ ॥

তদা ব্রজেশ্বর্য্যা যা অবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি—উপপ্লবেতি পদ্যেন। উপপ্লবঃ উৎপাতরূপো যো বায়ুস্তস্য প্লবে গতৌ অভজতি অবিদ্যমানে ইত্যর্থঃ। পশুপেশ্বরী যশোদা অবুধিতেতি ন বুধিতং লোকভাষাদি যয়া সা। নৈচিকী ধেনুঃ ঊহেত, তদা শ্রীযশোদা বৈকল্যে অবস্থাং কথঞ্চিতুং সম্ভাব্যতে ॥ ১৫ ॥

তদা তস্যাস্তাদৃশাবস্থা দূরেঽস্তু সর্ব্বগোকুলং ব্যাকুলং বভূবেতি বর্ণয়তি—তদা চেত্যাদি গদ্যেন। তদা ক্রন্দেন তেন রোদনেন ॥ ১৬ ॥

তদাকুলত্বং বর্ণয়তি—অবিগণয্যেতি গদ্যেন। উপদ্রবং কর্করাদিকৃতং ॥ ১৭ ॥

উৎপাতরূপ বায়ুর গতি নিবৃত্তি হইলে, তথায় পুত্রের অস্তিত্ব না দেখিতে পাইয়া পশুপেশ্বরী যশোদা, হায় ! যেরূপ ব্যাকুলত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আহা ! লোকদিগের ভাষাদি জ্ঞানশূন্যা, যদি কোন ধেনু কোনও স্থানে নববৎস বিহীনা হইয়া স্তব্ধ ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যাকুলত্ব সম্ভাবনা করিতে পারা যায় ॥ ১৫ ॥

তৎকালে যশোদাকে আরম্ভ করিয়া জনসকলের রোদন পরম্পরা চারিদিকে বিস্তার হওয়ায় অত্যুচ্চ ক্রন্দন-শব্দে সমগ্র গোকুল আকুল হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাদৃশ অতুল্য কর্করা উপদ্রবকেও গণনা না করিয়া সবেগে বারম্বার আসিয়া সকলেই অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

তত্র চ ;—তৃণাবর্ত্তহৃতে কৃষ্ণে মাতুর্ভারায়িতা তনুঃ।
তদীয়ানাং যথা সাসীত্তুভয়েষাং যথা ত্রুটিঃ ॥ ১৮ ॥

ততশ্চ,সর্ব্বাসু নির্বিশেষং রোদনবশতাং বিশন্তীষু হা রোহিণি! দ্রোহিণি! কিং করিষ্যামি কথং তমনবলোক্য মরিষ্যামি কথং বা ব্রজরাজদিশি মুখং বিতরিষ্যামীতি পর্য্যন্তং পর্য্যন্তদশাবসানমনু যঃ খল্বশেষবিলাপনঃ প্রসূবিলাপঃ স পুনরবকলিতঃ সহসা ঘৃতমিব বিলালয়তি হৃদয়ং, কথং কথয়িতুমীশ্যত ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন ইতি মধুকণ্ঠঃ স্বস্য সর্ব্বস্য চ বৈবশ্যবশ্যতামাশঙ্ক্য মঙ্ক্ষু সঙ্কথয়ামাস ॥ ১৯ ॥

তদাতু ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং স্তব্ধতাং বর্ণয়তি—তৃণাবর্ত্তেতি পদ্যেন। যথা যাথার্থ্যেন ভারায়িতা কায়া যথা ত্রুটিঃ যথাবৎ অপচয়ো ভবেৎ সংশয়ো বা ॥ ১৮ ॥

অধুনা মধুকণ্ঠস্য তাদৃশাবস্থাবর্ণনে অশক্তিং ব্যঞ্জয়িতুং হৃদি ভাবনং, ততঃ স্বস্য সর্ব্বস্যচ সান্ত্বনপ্রকারং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। দ্রোহিণি! অধুনাপি মাং সান্ত্বয়সি; প্রাণত্যজনে প্রতিবন্ধকত্বাৎ অবকলিতঃ স্মৃতঃ সন্। মঙ্ক্ষু দ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥

তথায় তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিলে, যেমন জননীর তনু ভার হইয়াছিল, সেইরূপ তদীয় জনসকলেরও শরীর ভার হইয়াছিল, বোধ করি স্তব্ধভাব বশতঃ তনুক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর সকল রমণী রোদন করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে কোনই ইতর বিশেষ থাকিল না। ব্রজরাজ্ঞীরও এইরূপ ভাবনা হইয়াছিল, যথা ;—হায়! ও রোহিণি! তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রাণ ত্যাগের প্রতিবন্ধকতা করিতেছ, অতএব তুমিই আমার অনিষ্টকারিণী হইলে আমি কি করিব? পুত্রকে না দেখিয়াই কি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব? এবং কিরূপেই বা ব্রজরাজের অগ্রে মুখ দেখাইব? এই পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে মরণদশার অবসান লক্ষ্য করিয়া যেরূপ জননীর খেদজনক বিলাপ হইয়াছিল, তাহা কিন্তু স্মরণ করিলে সহসা ঘৃতের মত হৃদয়কে গলাইয়া ফেলে, তবে কি প্রকারে সেই বিষয় বলিতে পারা যাইতে পারে? অতএব অতি বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া মধুকণ্ঠ আপনার

নভসা হৃতস্য সুজাতস্য শ্রীমন্নন্দজাতস্য তস্য বন্ধূনামবগাঢ়-দুঃসহ-সাদসিন্ধূনাং সহসানুকূলং কূলমাসন্নম্ ॥ ২০ ॥

তথাহি ;—বাল্যস্বভাবেন বলানুজন্মা বলান্নিজগ্রাহগলং তদীয়ম্।
তদাতিগাঢ়ং[স]চ পীড়িতস্তৌ মেনে ভুজৌ পাশিভুজঙ্গপাশৌ॥২১॥

ভুজা পীড়নবত্তস্য ভারশ্চ ববৃধে শিশোঃ।
বোঢ়ুং ত্যক্তুঞ্চ রোদ্ধুঞ্চ নাশকদ্দানবাধমঃ ॥ ২২ ॥

তদা চ মাল্যহরতানর্হবিস্থেন চামুনা।
স ভারহারতাং প্রাপ্তঃ স্বপ্রাণহরতাং গতঃ ॥ ২৩ ॥

তস্য সংকথনং বর্ণয়তি—নভসেতি গদ্যেন। সাদোঽবসাদঃ। কূলং তটং, প্রাপ্তং ॥ ২০ ॥
তদাপি শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যানুকরণচেষ্টিতং বর্ণয়তি—বাল্যস্বভাবেনেতি পদ্যেন। পাশী বরুণঃ ॥২১॥
এবঞ্চ তৃণাবর্ত্তচেষ্টিতং বর্ণয়তি—ভুজেতি পদ্যেন। ভারঃ বিনাশনস্বভাবঃ ॥ ২২ ॥
হর্ষেণ কৌতুকং বর্ণয়তি—তদা চেতি পদ্যেন। মাল্যেতি। মাল্যং হরতি বহতীতি মাল্য-হরস্তস্য ভাবো মাল্য-হরতা তস্যা অনর্হা অযোগ্যা অবস্থা যস্য তেন অতি মৃদুলাঙ্গিনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবং সকল লোকের পরাধীনতার অধীনতা আশঙ্কা করিয়া শীঘ্রই বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

সেই সুখজাত শ্রীমান্ নন্দকুমার আকাশে অপহৃত হইলে, তাঁহার যে সকল মাতা পিতা প্রভৃতি বন্ধুগণ অসহ্য-দুঃখসাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন সহসা তাঁহাদিগের অনুকূল কূল দেখা গিয়াছিল ॥ ২০ ॥

দেখ বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যস্বভাব হেতু যখন তৃণাবর্ত্তের গলদেশ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ অসুর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেই কৃষ্ণ-বাহুকে বরুণের নাগপাশতুল্য কষ্টদায়ক বিবেচনা করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বয় দ্বারা তৃণাবর্ত্তকে পীড়ন করিলে যেমন পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ শিশুর ভারও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অসুরাধম তাহা কি বহন করিতে কি পরিত্যাগ করিতে এবং কি রোধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় নাই ॥ ২২ ॥

তৎকালে ঐ বালকের এরূপ অবস্থা নয় যে, মাল্য ভারটীও বহন করিতে

যথা ;—মাল্যবুদ্ধ্যাহিবল্লোমপটভ্রান্ত্যা তমৃক্ষবৎ।
কৃষ্ণোঽববেষ্টদাত্মাঙ্গং বাতুলঃ কথমুজ্ঝতু ॥ ২৪ ॥

যথা চ ;—তৃণাবর্ত্তে রুদ্ধকণ্ঠে তচ্ছ্বাসা রুদ্ধতাং গতাঃ।
তদৈব চ বহির্বাতাস্তৎ কিং তস্য ত এব তে ॥ ২৫ ॥

অথাবকাশাবকাশাৎ(ক) প্রস্তরকৃতাস্তরণায়ামঙ্গলস্থল্যামতি-বিস্তীর্ণং। মহাঘোষবধিরীকৃতঘোষং তদ্বপুর্নিপপাত, নিপত্য চ মূর্ত্তিমন্মূর্ত্তিকমপি শ্লথসন্ধিবন্ধীভূতমদৃশ্যত ॥ ২৬ ॥

তৎ প্রাণহরতাং দৃষ্টান্তদ্বয়েন বর্ণয়তি—মাল্যবুদ্ধ্যেতি পদ্যেন। লোমপটং কম্বলমিতি প্রসিদ্ধং। ঋক্ষবৎ ভল্লুক ইব যঃ কৃষ্ণ আত্মাঙ্গং করাভ্যাং পাদাভ্যাঞ্চ সমাবৃতবান্ তং। "বাতুলঃ পুংসি বাত্যায়ামপি বাতাসহেঽধি"ত্যমরঃ। উন্মত্তেঽপি বাতুল ইতি ক্ষীরঃ। উজ্ঝতু ত্যজতু "বাতুলো বাতুলোঽপি স্যাৎ" ইতি দ্বিরূপকোষাৎ, হ্রস্বমধ্যোঽপীতি রায়ঃ ইত্যমর টীকা ॥ ২৪ ॥

তেন চ তন্মৃত্যুং বর্ণয়তি—তৃণেতি পদ্যেন। বহির্ব্বাতাঃ প্রাণা বহির্গতাঃ তে শ্বাসাঃ প্রাণাশ্চ ॥ ২৫ ॥

মৃত্যোরনন্তরং তদ্দেহস্য পাতং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। অবকাশাবকাশাৎ অনাবৃতাকাশাৎ

সমর্থ হন তথাপি ঐ কোমলাঙ্গ ক্ষুদ্র বালক দ্বারা ঐ অসুর ভার বহন করিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র কোমলবপুঃ শ্রীকৃষ্ণকে অতিভার মনে করিয়া আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন সর্পে মাল্য ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে সর্প বেষ্টন করে এবং যেমন ভল্লুকে কম্বল ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে ভল্লুক বেষ্টন করে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কর চরণ রূপ নিজাঙ্গ দ্বারা তৃণাবর্ত্তকে বেষ্টন করিয়াছিলেন অতএব বাতুল অর্থাৎ বাত্যারূপী তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ ॥

আরও দেখ। তৃণাবর্ত্তের কণ্ঠরুদ্ধ হইলে তাহার শ্বাস বা প্রাণ বায়ু সকলও রুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে সেই তৃণাবর্ত্তের শ্বাস ও প্রাণবায়ু সকলই কি বহির্গত হইল? অর্থাৎ তাহার কি মৃত্যু ঘটিল? ॥ ২৫ ॥

অনন্তর অনাবৃত আকাশ হইতে প্রথমতঃ প্রস্তর খণ্ড সকল পতিত হইয়া

(ক) অথাকাশাবকাশাৎ ইতি আনন্দগৌর-পুস্তকয়োঃ পাঠঃ।

ততশ্চ তত্র ;—কিমিদং কিমিদং পপাত কস্মা-
দিতি পরিবব্রুরুপেত্য গোপরামাঃ ।
চকিতাঃ পুরতো নিরীক্ষ্য বক্ষ-
স্তদুপরি বালহরিঞ্চ মৃগ্যমাণম্ (ক) ॥ ২৭ ॥

দনুসুতমলমুদ্বিবর্ত্তিতাক্ষং শিশুমথ বীক্ষ্য নিরীক্ষমাণনেত্রম্ ।
তদুপরি সহসা নিধায় সত্তামমুমুপজহ্রুরমূর্দা জনন্যাম্ ॥২৮॥

মূর্ত্তিমন্মূর্ত্তিকং কাঠিন্যবিশিষ্টানি অবয়বানি যত্র তৎ শ্লথসন্ধীতি শ্লথানাং সন্ধিস্থানানামবন্ধো বন্ধো ভবতি যত্র ভগ্নাস্থিজড়িতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তদেবং তৎ পাতরবং শ্রুত্বা গোপরামাণাং কৃতং বৃত্তং বর্ণয়তি—কিমিদমিত্যাদি পদ্যদ্বয়েন । পরিবব্রুর্বেষ্টিতবত্যঃ । মৃগ্যমাণং অন্বেষণীয়ং ॥ ২৭ ॥

সত্তাং ভদ্রতাং কৃষ্ণস্য পরিচিত্য ॥ ২৮ ॥

যেন তৃণাবর্ত্তের মৃত দেহের শয্যাস্বরূপ হইয়াছিল তৎপরে ঐ প্রস্তরাস্তরণ যুক্ত প্রাঙ্গণভূমিতে অতি বিস্তীর্ণ অসুরদেহ মহাশব্দে আভীরপল্লী বধির করিয়া নিপতিত হইল। নিপতিত হইয়া সেই দেহের অবয়ব সকল কাঠিন্য যুক্ত হইলেও তখন সন্ধিস্থানসমূহের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল এবং ভগ্নাস্থিসমূহ দ্বারা ঐ শরীর জড়িতরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

তৎপরে গোপবধূগণ সেই দেহপতন নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইহা কি ? ইহা কি ? এটা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? এই বলিয়া নিকটে গিয়া তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করতঃ সম্মুখে ঐ তৃণাবর্ত্তের বক্ষস্থলোপরি তাঁহাদিগের অন্বেষণীয় শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৭ ॥

তাঁহারা দেখিলেন দনুপুত্র (তৃণাবর্ত্ত) অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত-নয়নে বিদ্যমান এবং বালক তাহার উপরে ভদ্রতা করিয়া সহসা চক্ষুর্দ্বারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া গোপবধূগণ আনন্দে বালককে গ্রহণ করতঃ জননীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

(ক) তৃতীয় চরণে—"ভয়মধুরমুখং নিরীক্ষ্য বক্ষঃ" ইতি গৌরানন্দ-পুস্তক-পাঠঃ ।

অথ মন্ত্রবৎ কিঞ্চিদ্বচনাৎ পুনরমূরমুষ্যাশ্চেতনামাচিন্বতে স্ম ॥২৯॥

যথা, মৃত্যুর্মৃতো মৃত্যুহৃতস্তু জীবিতস্তদেতমাদৎস্ব তনূজবৎসলে।
ইত্যুক্তিমন্ত্রান্বিতবালকৌষধং বিন্যস্যতাং প্রত্যুদজীজিবন্নমূঃ ॥৩০॥

শিশুমুপসদ্য যশোদা, দনুজহৃতং দ্রাক্ চিচেত লীনাপি।
বর্ষাজলমুপলভ্য, প্রাণিতি জাতির্যথেন্দ্রগোপানাম্ ॥ ৩১ ॥

অথাগমন্ ব্রজপতিসঙ্গতা জনাঃ সবিস্ময়ং সভয়মদভ্রসম্ভ্রমম্।
গৃহান্তরব্রজনবিচারণাঽন্যদা ন তর্হ্যভূদ্যদভবদেকভাবতা ॥৩২॥

তাসাং সখ্যুচিতকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। অমুষ্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ ॥ ২৯ ॥

তাসাং মন্ত্রবদ্বাক্যং বর্ণয়তি—মৃত্যুরিতি পদ্যেন। এতং তনূজং উদজীজিবন্ উজ্জীবয়ামাসুঃ ॥ ৩০ ॥

তদেবং পুত্রলাভেন ব্রজেশ্বর্য্যা জ্ঞানসুখয়োঃ প্রাপ্তিং বর্ণয়তি—শিশুমিতি পদ্যদ্বয়েন। লীনাপি লয়ং প্রাপ্তাপি। ইন্দ্রগোপানাং কীটবিশেষাণাং ॥ ৩১ ॥

অগমন্ অগচ্ছন্। গৃহান্তরেতি গৃহান্তরং এজাম ইতি বিচারণা অন্যকালে ভবতি সা তর্হি নাভূৎ যদ্যস্মাৎ সর্ব্বেষামেকভাবতা অভবৎ সর্ব্বে অস্থিরচিত্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর ঐ সকল গোপাঙ্গনা মন্ত্রের ন্যায় কিছু বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

গোপীদিগের বাক্য যথা—হে পুত্রবৎসলে! মৃত্যু অর্থাৎ কালস্বরূপ তৃণাবর্ত্তের মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যু যাহাকে হরণ করিয়াছিল, সেই বালকও বাঁচিয়াছে, যশোদা পুত্র বিয়োগে মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, গোপীগণের ঐ বাক্যেই যশোদার পক্ষে জীবনমন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণই তাহার ঔষধস্বরূপ হইল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে দিয়া তাঁহারা যশোদাকে জীবিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

যেরূপ ইন্দ্রগোপনামক কীট, অর্থাৎ আষাঢ়িয়া পোকা সকল বর্ষাকালের জল পাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যশোদা অচেতন অবস্থা লাভ করিলেও অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত পুত্রকে পুনশ্চ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন ॥৩১॥

অনন্তর নন্দ মহারাজ এবং তাঁহার সমীপস্থ জন সকল সবিস্ময়ে ও সভয়ে অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহা-

পশ্যন্নপি তৃণাবর্ত্তমপশ্যন্নিতি তং জনঃ।
কৃষ্ণমেবাগমদ্দ্রষ্টুং তৎপ্রেমা হ্যদ্ভুতাদিজিৎ ॥ ৩৩ ॥
স্পৃষ্টঃ কম্প্রেণ হস্তেন দৃষ্টঃ সাস্রেণ চক্ষুষা।
পিত্রাথ মাতুরুৎসঙ্গাদবিত্রা শিশুরাদদে ॥ ৩৪ ॥
ততশ্চ রাক্ষসস্পর্শজ-ক্ষতজাদিশঙ্কয়া।
নিরীক্ষিতাবয়বগণোঽপি মাতৃভি-
র্বিলোকিতঃ স তু জনকেন কৃৎস্নশঃ।
মমেতি ধীঃ পৃথুমমতাস্পদং দৃশা
স্বয়াপরং ন তু পরয়া পরীক্ষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তেষাং চিত্তং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠমেবেতি বর্ণয়তি—পশ্যন্নপীতি পদ্যেন। ন পশ্যন্ অপশ্যন্ ॥ ৩৩ ॥
তত্র তু ব্রজরাজস্নেহকার্য্যং বর্ণয়তি—স্পৃষ্ট ইতি। অবিত্রা রক্ষকেণ ॥ ৩৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণে পিতুঃ স্নেহোঽসাধারণ ইতি বর্ণয়তি--ততশ্চেত্যারভ্য নিরীক্ষিতেত্যাদি পদ্যেন। পরয়া প্রিয়তময়া ॥ ৩৫ ॥

দিগের গৃহাগমনের বিবেচনাই হয় নাই, যেহেতু সকলের এক ভাব অর্থাৎ সকলেই অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তাহার হেতু এই যে, সকলের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ ছিল, অতএব তৃণাবর্ত্তকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন তাহার কারণ কৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম অদ্ভুতাদি ভাব সকলকে জয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর শিশু রক্ষক পিতা নন্দ কম্পমান হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ এবং সজলনয়নদ্বারা দর্শন করতঃ জননীর ক্রোড় হইতে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৪ ॥

তৎপরে রাক্ষসের স্পর্শজনিত অঙ্গ ক্ষতাদি হইয়া থাকিবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া জননীগণ তাঁহার সমস্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেও পিতা নন্দ পুনশ্চ সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। "মম" অর্থাৎ "আমার" ইত্যাকার জ্ঞান প্রচুর মমতার আস্পদস্বরূপ। অতএব তাহা যেমন আত্মদৃষ্টি দ্বারা সুন্দররূপে

অথ ব্যগ্রেহিতা বৃষভান্বগ্রেসরাঃ পরমহিতাঃ পরস্পরমপরস্পরং কথয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্বায়ং হতস্তীব্রবলঃ পলাশনঃ
ক্ব তীর্ণবান্ সোঽয়মতীব বালকঃ।
* কিম্বা স্বপাপেন বিহিংস্যতে খলঃ
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অথবাস্মাকমেব ভাগ্যমিদমিতি যোগ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

তত্র বৃষভান্বাদীনাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমজন্যভাবং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। বৃষভানুরগ্রে সরোঽগ্রগো যেষাং তে অপরস্পরং অবিরতং ॥ ৩৬ ॥

তেষাং কথনং বর্ণয়তি—ক্বায়মিতি পদ্যেন। পলাশনো মাংসভোগী তীর্ণবান্ তন্মুখসাগরাৎ ॥ ৩৭ ॥

তেষাং তপ আদিক্রিয়াফলমেব শ্রীকৃষ্ণ ইতি তচ্চ তেষাং বাক্যেন নির্দ্দিশতি—অথবেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৩৮ ॥

পরীক্ষা হয় তদ্রূপ পরদৃষ্টি দ্বারা হয় না ; এই জন্যই যশোদার দেখাতেও নন্দরাজের চিত্তে যেন তৃপ্তি হইল না ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর পরমহিতৈষী ব্যক্তিগণ ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিয়া এবং বৃষভানুরাজকে অগ্রে করিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদে কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রচণ্ড বলশালী বিনষ্ট কিংবা হতভাগ্য এই মাংসাশী রাক্ষসই বা কোথায় ? এবং তাহার মুখসাগর হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই অত্যন্ত বালকই বা কোথায় ? ফল কথা এই দুইটীর সান্নিধ্য অত্যন্ত অসম্ভব। কিম্বা খলব্যক্তি আপনার পাপ দ্বারা আপনিই হত হইয়া থাকে এবং সাধুব্যক্তিই সমতাগুণে ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

অথবা আমাদিগেরই যে ইহা ভাগ্য ইহা উপযুক্ত ॥ ৩৮ ॥

(*) শ্লোকস্যাস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পাদৌ শ্রীভাগবতীয়ৌ ;—
"হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ, সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ ন মুচ্যতে।" ইত্যেব কিঞ্চিৎ পার্থক্যং।

তথাহি ;—কিং নস্তপঃ পূর্ত্তমশেষসৌহৃদং
দত্তং যথেষ্টং হরি-তৃপ্তয়েঽজনি (ক)।
রক্ষোগৃহীতঃ পুনরেষ বালকঃ
স্বয়ং স্ববন্ধূন্ সুখয়ন্ যদাগতঃ ॥ ৩৯ ॥
সমস্তার্থকরী বিষ্ণু-ভক্তিঃ সাক্ষাদ্ব্রজেশ্বরে।
দৃশ্যতাং মৃশ্যতামন্যৎ কিং বা বালকমঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥
যতঃ ;—সর্ব্বদা ক্রমতে যস্য বুদ্ধিঃ সদ্ভক্তয়ে হরেঃ।
স সদা ক্রমতে তস্য লক্ষ্মীশ্চ ক্রমতেতরাম্ ॥ ইতি ॥ ৪১ ॥

তেষাং বাক্যং কিং ন ইত্যাদি। নঃ অস্মাভিঃ হরিতৃপ্তয়ে তপ আদি বিষ্ণুপ্রীতয়ে যদাগতঃ যদ্যস্মাত্তস্মাৎ কিমিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

অথবা এতাদৃশবিপন্নাশনপূর্ব্বকমঙ্গলস্য ব্রজেশ্বরস্য বিষ্ণুভক্তিরেব হেতুর্যন্নির্ণীতবস্তুস্তদ্বর্ণয়তি সমস্তেতি পদ্যেন ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুভক্তৌ মহৎ ফলং বর্ণয়তি সর্ব্বদেতি পদ্যেন। স হরিঃ তস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ৪১ ॥

দেখ, যখন এই বালক রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও স্বীয়বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছে, তখন হরি-তুষ্টির নিমিত্ত আমাদের পূর্ব্বজন্মে কি তপস্যা অথবা কি অশেষ প্রেমই না সঞ্চিত ছিল এবং কি দানই বা না করিয়াছি! অর্থাৎ আমরা সমস্তই করিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার মৃত্যুমুখ হইতে লাভ করিলাম ॥ ৩৯ ॥

অহে গোপগণ! নন্দ মহারাজে সমস্ত মঙ্গলদায়িনী বিষ্ণুভক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা তোমরা দর্শন কর, সেই বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত বালকের মঙ্গল নিমিত্ত আমাদিগকে অন্য আর কি চিন্তা করিতে হইবে? ॥ ৪০ ॥

কারণ ভগবান্ হরির উত্তমা ভক্তির নিমিত্ত যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা উৎসাহ যুক্ত হয়, সেই ভগবান্ তাঁহার প্রতি সন্তোষ হয়েন এবং লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়েন ॥ ৪১ ॥

* তৃপ্তয়ে ইত্যত্র তুষ্টয়ে ইতি গৌর পুস্তক-পাঠঃ।

দেবাশ্চ সকৌতুকমিমং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মুৎপ্রেক্ষাঞ্চক্রিরে।

বালোঽহং ন পরিচিনোম্যভদ্র-ভদ্রং
যঃ ক্রোড়ে কলয়তি তদ্গলং দধামি।
তেন ত্বং যদি মরণং প্রয়াসি কঃ স্বি-
দ্দোষঃ স্যান্মম তমথ ত্বমেব জল্প॥ ৪২॥

ততশ্চ সর্ব্বানর্ব্বাচীনাভীরবীরাণাং সেয়ং মন্ত্রণা জাতা।

গোষ্ঠমিদং দুষ্টানামধিষ্ঠানং বৃত্তং তস্মাদ্গৃহএব গূহনীয়মিদং (ক) বালযুগলমিতি॥ ৪৩॥

ততঃ শঙ্কাতিশয়ময়ং দিনকতিপয়ং নানাক্রীড়নকেন ক্রীড়য়মানা মাতৃসমানা গোপিকা গোপিকা বভূবুঃ। যত্র চ বালবালিকা কুলপালিকাদয়ঃ সদয়ং সমাগম্য রম্যং তৎকেলিকুতূহলং কলয়ন্তি॥ ৪৪॥

তদা দেবানাং হৃষকৃত্যং বর্ণয়তি তত্র চ তেষামুৎপ্রেক্ষাং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ বর্ণয়তি—বালোঽহমিতি পদ্যেন (অভদ্রভদ্রং ইদমমলিনং ইদঞ্চ মলিনং ইতি ন জানামি)। ৪২॥

ততঃ সর্ব্বেষাং বৃদ্ধগোপানাং যা মন্ত্রণা বভূব তাং ততশ্চেত্যারভ্য গোষ্ঠমিত্যাদি পদ্যেন বর্ণয়তি সুগমং। ৪৩॥

অথ গোপানাং মন্ত্রণানুসারেণ গোপিকানাং কৃত্যং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন। দ্বিতীয়া গোপিকা রক্ষিকাঃ। কলয়ন্তি রচয়ন্তি। ৪৪॥

তৎকালে দেবগণ কৌতুকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে এইরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের কথা নিজে নিজে বলিয়াছিলেন।

আমি বালক সুতরাং আমার ভদ্রাভদ্র (সদসৎ) জ্ঞান নাই, যে আমাকে ক্রোড়ে করে, আমি তাহারই গলদেশ ধারণ করি, তাহাতে তুমি যদি মরিয়া যাও তাহা হইলে আমার কি দোষ হইতে পারে, তাহা তুমিই বল?॥ ৪২॥

তদনন্তর প্রাচীন এবং আভীর বীরদিগের এই প্রকার মন্ত্রণা হইয়াছিল। এই গোষ্ঠ দুষ্ট অসুরদিগের অধিষ্ঠান হইল অতএব এই দুইটী বালককে গৃহমধ্যে গোপন ভাবে রাখাই কর্ত্তব্য॥ ৪৩॥

অনন্তর মাতৃস্থানীয় গোপীগণ অতিশয় শঙ্কাপূর্ণ হইয়া কতিপয় দিন নানাবিধ

(ক) গোপনীয়মিদমিতি আনন্দপুস্তক-পাঠঃ।

যথা ;—ক্রীড়নানি বিবিধানি তং সদা, দর্শয়ন্তি চ মুদা হসন্তি চ।
খেলয়ন্তি চ বলেন তা ইতি, স্বান্তরে পরমমূ অরক্ষিষুঃ ॥ ৪৫ ॥
ততশ্চ ;—বালেন সমমন্যোন্যং প্রাবল্যং দর্শয়ন্নিব।
ঊর্দ্ধাধোভাবমাসাদ্য সর্ব্বা হাসয়তি স্ম সঃ ॥ ৪৬ ॥
মাতৃণামগ্রতো বাহূ বিক্ষিপন্ ধাবতি স্ম সঃ।
দর্শয়ন্নিব তেজঃ স্বং হসন্ পাতে রুরোদ চ ॥ ৪৭ ॥

তং বর্ণয়তি ক্রীড়নানীতি পদ্যেন। স্বান্তরে গৃহমধ্যে। অমূ রামকৃষ্ণৌ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তাঃ সন্তোষয়িতুং যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—বালেনেতি পদ্যেন। সর্ব্বা গোপিকাঃ। স কৃষ্ণঃ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ মাতৃণামিতি। পাতে ধাবনে স্বস্য পতনে সতি পুরঃ পুরীস্থজনান্ ॥ ৪৭ ॥

ক্রীড়নদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্রীড়া করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ক্রীড়ায় বালক, বালিকা ও কুলপালিকা (সতী স্ত্রী) প্রভৃতি সকলে সদয়ভাবে আসিয়া সেই মনোহর কেলিকৌতুক দর্শন করিতেন ॥ ৪৪ ॥

কেলিকৌতুক যথা—তাঁহারা সকলে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ক্রীড়নদ্রব্য দেখাইতেন সহর্ষে হাস্য করিতেন এবং বলরামের সহিত খেলা করাইতেন। এইরূপেই তাঁহারা রাম-কৃষ্ণকে গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বালকদিগের সহিত পরস্পর যেন বলিষ্ঠতা দেখাইতে কখন সরল ভাবে দণ্ডায়মান কখনও বক্রভাবে উপবেশনরূপ ঊর্দ্ধ ও অধোভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকেই হাঁসাইয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেন আপনার তেজঃ দেখাইবার জন্যই মাতৃগণের সম্মুখে বাহুদ্বয়কে উভয় পার্শ্বে দোলাইতে দোলাইতে এবং হাস্য করিতে করিতে দৌড়িয়া গিয়া যেন নিজ তেজঃ প্রদর্শন করতই হাস্য করিতেন। আর যখন ঐ ধাবনে তিনি পড়িয়া যাইতেন, তখন রোদন করিতেন ॥ ৪৭ ॥

বলং বা জ্ঞানং বা কিয়দভবদস্যেতি বিমৃশন্
যদা গোপীসঙ্ঘঃ কিমপি মুহুরানেতুমদিশৎ।
তদা শক্তিং ব্যঞ্জন্ ক্বচ পুনরশক্তিং ক্বচ শিশুঃ
স পশ্যংস্তদ্বক্ত্রং হসতি চ পুরো হাসয়তি চ॥ ৪৮॥
নামাদেশং যদা মাতা দিশতে নয়নাদিকম্।
কৃষ্ণশ্চ কুরুতে বাঢ়ং চক্রে তস্যা ন কিং তদা॥ ৪৯॥
রুদন্তমিন্দবে মন্থ-গর্গর্য্যাং প্রতিরূপিণে।
পিণ্ডেন নাবনীতেন বৃদ্ধাগর্দ্ধয়তার্ভকম্॥ ৫০॥

গোপীনাং তেন সহ ক্রীড়নে যঃ সুখসঙ্ঘো জাতস্তং বর্ণয়তি—বলমিত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ পদ্যৈঃ। কিমপি বস্তু ক্বচ বর্ত্ততে স্মেতি শেষঃ। স গোপীসঙ্ঘঃ পুরঃ সম্মুখস্থজনান্॥ ৪৮॥

নামাদেশং নামানি ঘটাদীনি আদিশ্য। তস্যা মাতুঃ কিং সুখং ন তদা চক্রে॥ ৪৯॥

মন্থগর্গর্য্যাং মন্থনপাত্রে প্রতিবিম্বং চন্দ্রং হৃদিকৃত্য রোদিতি। অগর্দ্ধয়ৎ প্রালোভয়ৎ॥ ৫০॥

ইহার কত বল এবং কত জ্ঞান আছে, ইহা বিচার করিয়া গোপীগণ যখন কোন এক বস্তু আনিবার জন্য বারম্বার আদেশ করিতেন, তখন ঐ শিশু কখন শক্তি প্রকাশ করিয়া এবং কখন বা শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গিয়া মুখ দর্শন পূর্ব্বক হাসিতেন এবং সম্মুখস্থিত জনদিগকে হাস্য করাইতেন॥ ৪৮॥

যখন মাতা ঘটাদির নাম ধরিয়া কোন বস্তু আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন তখন কৃষ্ণ "আচ্ছা" বলিয়া আনয়নাদি কার্য্য করিতেন। এইরূপে তিনি তৎকালে জননীর কোন্ সুখকে না বিস্তার করিয়াছিলেন?॥ ৪৯॥

মন্থনপাত্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই প্রতিবিম্বিত চন্দ্র লইব বলিয়া কৃষ্ণ যখন রোদন করিয়াছিলেন, তখন কোন বৃদ্ধা গোপী নবনীতপিণ্ড দেখাইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন?॥ ৫০॥

স্বস্য স্বল্পাপহারেঽপি চক্রন্দ মণিহারবৎ।
কৃত্বান্যমণিহানিঞ্চ প্রাহসীদ্বালকৃষ্ণকঃ॥ ৫১॥
নির্ম্মঞ্ছনং তব ভজাম কুলেশ-লাল্য!
বল্যাতিমোহন! বলানুজ! নৃত্য নৃত্য।
ইত্যঙ্গনাভিরুদিতস্থি থি থি থি থীতি
কৢপ্তেন তাল-বলয়েন হরির্ননর্ত্ত॥ ৫২॥
মাং নর্ত্তয়ত ভো বৃদ্ধা ইতি তাসাং পুরো গতঃ।
ভদ্রং নৃত্যসি ভদ্রস্ত্বমিতি স্তোত্রান্ননর্ত্ত সঃ॥ ৫৩॥

স্বল্পাপহারে ক্রীড়নককপর্দ্দকমাত্রস্যাপি হানৌ মণিহারবৎ মণিহানিবৎ বহুমূল্যপদার্থ-নাশবৎ॥ ৫১॥

উদিতঃ কথিতঃ তালবলয়েন। করতালাদিসংযোগেন॥ ৫২॥

মামিতি সুগমং॥ ৫৩॥

যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণের নিকট হইতে ক্রীড়নকের একটী কপর্দ্দকমাত্র অপহরণ করিত, তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন রত্ন হরণ হইয়াছে ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেন, পরে বালকৃষ্ণ অপরের মণি হরণ করিয়া হাস্য করিতেন॥ ৫১॥

হে ব্রজরাজপুত্র! অথবা হে কুল প্রদীপ-প্রতিপাল্য! হে বাল্যাতি-মোহন! হে বলরামানুজ! তুমি নৃত্য কর, নৃত্য কর, আমরা তোমার নির্ম্মঞ্ছন করিব। এইরূপে রমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ "থি—থি—থি—থি—থি" এইরূপ করতালাদির সংযোগে নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ৫২॥

হে বৃদ্ধাগণ! "তোমরা আমাকে নাচাও," এই বলিয়া, তাঁহাদের অগ্রে গিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা "তুমি ভাল বালক, কৃষ্ণ ভাল নৃত্য করিতেছ," এইরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ (উৎসাহিত হইয়া) বারম্বার নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ৫৩॥

* মণিহারাবৎ ইতি গৌরানন্দ পুস্তকপাঠঃ।

বিহসন্তীষু সর্ব্বাসু সৌষ্ঠবাৎ প্রচ্যবাদপি।
নৃত্যন্ ব্রীড়িতবৎ কৃষ্ণো মাতুরঙ্কেঽপলায়ত ॥ ৫৪ ॥

ক্ষণং বিরম্য চ রম্যাননস্তনধয়নমপি তত্রারব্ধবান্ যদ্দর্শনমনু সঙ্কর্ষণঃ সের্ষ্যমিব নিজমুৎকর্ষং বাঞ্ছন্ নিজ-জননী-স্তনপানমারব্ধবান্ ॥ ৫৫ ॥

তদৈব চ তৌ লীলাভিঃ প্রমীলামাগতৌ মাতৃভ্যাং শনৈঃ শয্যামধিশায্যেতে স্ম ॥ ৫৬ ॥

তদেবং সরামস্য তস্য নিরোধে বিধীয়মানে বহির্বিজিহীর্ষিতে চাতীব তদুপজীবন-পীবতামাসন্নেব * যোগমায়া তদানুকূল্যায় কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চিতবতী ॥ ৫৭ ॥

প্রচ্যবাদপি নর্ত্তনে পতনাদপি ॥ ৫৪ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরামস্য চ স্তনপানলীলাং বর্ণয়তি—ক্ষণমিত্যাদিনা আরব্ধবানিত্যন্তেন। স্তনধয়নং স্তনপানং ॥ ৫৫ ॥

স্তনপানে অন্যবালকবৎ তয়োরপি নিদ্রা সমাগতেতি বর্ণয়তি—তদৈবেতি গদ্যেন। প্রমীলাং তন্দ্রাং। যাতৃভ্যাং পরস্পরপতিভ্রাতৃপত্নীভ্যাং ॥ ৫৬ ॥

অধুনা পূতনা-শকট-তৃণাবর্ত্ত-কৃতবিরুদ্ধাচরণেন সদা শঙ্কিতায়া অতো বহির্বিহরণপ্রতিবন্ধিকায়াঃ

নর্ত্তন সৌষ্ঠব নিবন্ধন এবং পতন হেতু নারীসকল হাস্য করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাচিনে নাচিতে যেন লজ্জিত হইয়া জননীর ক্রোড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

ক্ষণকাল নৃত্যকার্য্যে বিরত থাকিয়া সুন্দর মুখ শ্রীকৃষ্ণ, তথায় স্তনপান করিতেও আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বলরাম যেন ঈর্ষ্যাভরে নিজের উৎকর্ষ-বাঞ্ছা করিয়া নিজ-জননীর স্তন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

এবং সেই সময়েই দুই ভ্রাতা খেলা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যখন তন্দ্রা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ঐ দুই জননী ও দুই যাতা (দেবর ও ভাসুরের স্ত্রী) ক্রমে ক্রমে ঐ দুই বালককে শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আটকাইয়া রাখিলে এবং তাঁহাদিগের

পীবতা ইতি গৌরানন্দপুস্তকে ইতি তদুপজীবনতামাসন্নে ইতি অন্যত্র পাঠঃ

যথা ;—"একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী।
প্রস্নুতং(ক) পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥৫৮॥
পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরং স্মিতম্।
লালয়ন্তী মুখং বিশ্বং জৃম্ভতো দদৃশে ইদং ॥" ইতি ॥৫৯॥

তেন চ সন্ততং বিস্ময়মানায়াং নিজজায়ায়াং তস্যাং কদাচিৎ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৬০ ॥

শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা ঐশ্বর্য্যদর্শনেন শঙ্কানাশনায় যোগমায়াকৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। বহির্বিজিহীর্ষিতে বহির্ব্বিহরণেচ্ছায়াং জাতায়াং তদুপজীবনপীবতাং তস্যাবলম্বনস্থূলতাং প্রাপ্তেব ॥ ৫৭॥

তৎ প্রসঙ্গং পদ্যদ্বয়েন বর্ণয়তি—একদেত্যাদি। (প্রস্নুতং প্রকর্ষেণ বস্ত্রাদ্যাদ্রীকরণেন সদাক্ষরৎ স্তন্যং ইতি বৈষ্ণবতোষণী) ॥ ৫৮ ॥

পীতপ্রায়েতি সুগমং (পীতং ভাবে ক্তঃ পানং তদ্বিদ্যতেঽস্য সঃ "অর্শ আদ্যচ্", পানবান্। প্রায়েণ পীতবত ইত্যর্থঃ। অথবা অভুক্তান্ন ইত্যত্র অভুক্তঃ, বিভক্তধনা ইত্যত্র যথা বিভক্তা ইতি শেষপদ লোপী সমাসস্তথা পীতদুগ্ধস্থলে পীতপদং যদিতঃ সমাযযৌ, ইতি ভারবি- ১। ১ টীকা দ্রষ্টব্যা।) ॥ ৫৯ ॥

কিন্তু তেন চ মাধুর্য্যলীলাবিষ্টায়াস্তস্যাঃ শঙ্কানাপগতা অথচ বিস্ময়ো জাতস্তং বর্ণয়তি তেনেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬০ ॥

বাহিরে বিহার করিতে ইচ্ছা হইলে যোগমায়া তৎকালে যেন তাঁহার পুষ্টিতাই প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবিহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে যথা—

এক সময়ে যশোদা বালককে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্নেহপরিপ্লুত হইয়া প্রস্নুত-স্তন পান করাইতেছিলেন ॥ ৫৮ ॥

শিশুর স্তনপান প্রায় হইয়াছে, জননী লইয়া লালন করিতেছেন, এমত সময়ে ঐ বালক একবার জৃম্ভা ত্যাগ করাতে (হাঁই তোলাতে) তাঁহার মনোহর হাস্যযুক্ত মুখমধ্যে যশোদা এই বিশ্বকে দেখিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

তথাপি মাধুর্য্যলীলাবিষ্টা জননীর শঙ্কা দূর না হইয়া বিস্ময় জন্মিয়াছিল, তন্নিবন্ধন নিজপত্নী সেই যশোদা সর্ব্বদা বিস্ময়াপন্ন হইলে কোন সময়ে শ্রীমান্ ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

(ক) প্রস্তুতং ইতি গৌরপুস্তকপাঠস্তু ভাগবত-টীকাকৃদ্ভির্ন ধৃতঃ।

ময়া যদনিষ্টভয়াদ্বালরোধনমুপদিষ্টং তৎ কিং নির্বহতি ? ॥৬১

সা প্রাহ নির্বহত্যেব কিন্তু বৃথেতি লক্ষ্যতে।

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত কথমিব ?

সা প্রাহ ;—ব্রজমাত্র ব্রজনং বর্জ্যতে। দৃষ্টন্তু মৃষ্টস্মিতং জৃম্ভমাণস্য বালকস্য বদনদ্বারা জগদেবেতি।

অথ ব্রজরাজঃ স বৈলক্ষ্যমালক্ষ্য লক্ষ্মীজানিলক্ষ্যতয়া মৌনমালম্ব্য বিলম্ব্যচোবাচ ॥ ৬২ ॥

যদ্যেবং তদা স্বজন-পরায়ণস্য শ্রীনারায়ণস্য বিধিৎসিতমেব সর্ব্বং বিচিকিৎসিতং করিষ্যতি। তস্যৈব খল্বিদং বৈভবমিতি॥৬৩

তাং তথাভূতং দৃষ্ট্বা পরমচতুরঃ শ্রীব্রজরাজো যথাপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ময়েত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬১ ॥

ততস্তয়োর্দ্দম্পত্যোর্ব্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—সেত্যাদিনা। লক্ষ্মীজানি লক্ষ্যতয়া লক্ষ্মীর্জ্জায়া যস্য স নারায়ণ এব লক্ষ্যো যস্য তদ্ভাবতয়া নারায়ণচিন্তনপর ইত্যর্থঃ (বহুব্রীহৌ জায়াশব্দস্য জান্যা দেশঃ) ॥ ৬২ ॥

তৎ ব্রজরাজবচনং বর্ণয়তি—যদ্যেবমিত্যাদি গদ্যেন। বিধিৎসিতং বিধানেচ্ছা। বিচিকিৎসিতং সংশয়ং ॥ ৬৩ ॥

আমি যে অনিষ্ট ভয়ে বালকদ্বয়কে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা কি নির্ব্বাহ হইতেছে ? ॥ ৬১ ॥

যশোদা কহিলেন, নির্ব্বাহ হইতেছে বটে, কিন্তু নিরোধ বৃথা কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ব্রজরাজ কহিলেন, হায় সে কি প্রকার ?।

যশোদা বলিলেন, কেবলমাত্র ব্রজে গমনই নিবারিত হইয়াছে, উজ্জ্বল মৃদু হাস্য করিয়া বালক যখন জৃম্ভা (হাঁই) তোলে তখন আমি বালকের মুখদ্বারা জগৎ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি। অনন্তর ব্রজরাজ বিস্ময়ের সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়া এবং বালকই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, ইহা যুক্তির সহিত আলোচনা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কিছু বিলম্বে কহিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

যদি এরূপ হইল, তখম স্বজনপালক ভক্তবৎসল নারায়ণ যে কার্য্য

এবং তদবধি তদ্বিধিনা নাতিনিরোধে বিধীয়মানে ক্বচিদপি সময়ে সংযমনং সময়া সরামঃ স রামানুজঃ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামাদিভিঃ সমং রমতে স্ম ॥ ৬৪ ॥

(অথ মৃদ্‌ভক্ষণ লীলা)

তত্র বিনোদেন মৃদদনং চক্রাণে চক্রাঙ্কিতচরণে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ খেলায়াং কলিতকলহা রহস্তন্মাতরং নিবেদয়ামাসুঃ। যে খলু তয়া তদ্বিধবিধানেঽবধাপিতা বিধীয়ন্তে স্ম ॥ ৬৫ ॥

মাতা চ প্রচ্ছন্নমাগচ্ছন্তী বাহুং গৃহীত্বা পপ্রচ্ছ, চপল! কিমিদং দুশ্চরিতমাচরিতং ? ॥ ৬৬ ॥

তদেবং নিশম্য কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যমাগতায়াং জনন্যাং শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—এবমিত্যাদি গদ্যেন। তদ্বিধিনা ব্রজরাজবাক্যেন সংযমনং মাতরি বন্ধনং বিজ্ঞাপ্য ॥ ৬৪ ॥

অথ মৃত্তিকা-ভক্ষণ-লীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ;—তত্রেত্যাদি গদ্যেন। মৃদদনং মৃদ্ভক্ষণং, কলিতকলহাঃ কৃতবিবাদাঃ। তয়া তদ্বিধবিধানেঽবধাপিতো তন্মাত্রা তৎপ্রকারকার্য্য-নিবারণে নিযুক্তাঃ কৃতা আসন্ তেঽপি ॥ ৬৫ ॥

তদেতন্নিশম্য লালকভাবেন যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—মাতা চেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬৬ ॥

করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল সংশয়কে সম্পাদন করিবেন। নিশ্চয় ইহা তাঁহারই বৈভব ॥ ৬৩ ॥

এইরূপে তদবধি ব্রজরাজের কথনানুসারে বালকের আবরণে শৈথিল্য বিহিত হইলে কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে বন্দন জানাইয়া রাম, শ্রীদাম, সুদাম, এবং বসুদাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

(অনন্তর মৃত্তিকাভক্ষণ-লীলা আরম্ভ করিতেছেন—)

খেলার মধ্যে চক্রাঙ্কিত-চরণ শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুক করিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, যাঁহারা সেই প্রকার অনিষ্ট ক্রীড়াদি নিবারণ জন্য পূর্ব্বে যশোদা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; সেই বলরাম প্রভৃতি বালকগণ খেলায় কলহ করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার মাতার নিকট জানাইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

মাতাও গোপন ভাবে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চল! এ কি দুশ্চরিত্র আচরণ করিলে? ॥ ৬৬ ॥

স তু সহসা সঙ্কলিতাননকমলঃ কাতরমতির্গাতরমুবাচ মাতর্ন কিমপি।

মাতা প্রাহ—মৃত্তিকামত্তি স্ম ভবান্।

সুত উবাচ—ক ইদং বদতি ?

মাতা প্রাহ—সর্ব্বএব তব সবায়সঃ।

সুত উবাচ—এতে খলু নিজ নিজ বস্ত্যান্মধুরবস্তূনি মুষ্ণন্তঃ সতৃষ্ণমত্রপমত্র পরস্পরমশ্নন্তি তদনঙ্গীকৃতবতঃ কপাটিতরদনে মম বদনে প্রথমং সমং বলাচ্ছলাদপি সমর্পয়ন্তি, তচ্চ ত্বয়ি সনির্ব্বেদং নিবেদয়িতুমিচ্ছোর্ম্মম তুচ্ছং সবিবাদং দুর্ব্বাদমেতমবাদিষুঃ।

মাতা সুবিস্মিতমূর্দ্ধমধো মূর্দ্ধানমাধূয় সস্মিতমুবাচ।

তত্র তয়োর্ব্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—সত্বিত্যাদি গদ্যেন। নিজ-নিজ-বস্ত্যাৎ "নিশান্তবস্ত্যসদন"-মিত্যমরঃ। সতৃষ্ণং সলোভং। সদৃষ্টমিতি পাঠেতু সদৃষ্টং সালোকং যথা স্যাৎ কপাটিতরদনে কপাটা ইবাচরন্তি রদনানি দন্তা যত্র তস্মিন্।

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা বদনকমল অবনত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে মাতাকে কহিলেন, মা! কিছুই করি নাই।

মাতা। তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ ?

পুত্র। কে এ কথা বলিল ?।

মাতা। তোমারই এই সকল বয়স্যগণ।

পুত্র। ইহারা নিজ নিজ গৃহ হইতে মধুরখাদ্য সামগ্রী সকল চুরী করিয়া তৃষ্ণা সহকারে নির্লজ্জভাবে পরস্পরকে দেখাইয়া পরস্পর ভোজন করিতেছিল। সেই চৌর্য্যবস্তু ভোজনে আমি অস্বীকৃত হইলে কপাটরুদ্ধদ্বারের ন্যায় আমার দন্তরুদ্ধ-বদনে বল এবং ছল পূর্ব্বক অর্পণ করিয়াছিল। আমি সেই সকল বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইব, এই ভাবিয়া ইহারা তুচ্ছ বিবাদের সহিত তোমার নিকট এই দুষ্ট-বাক্য বলিয়াছে॥

মাতা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধদিকে এবং অধোদিকে মস্তক কম্পন-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন।

সব্যাজরাজ ! তবাপ্যগ্রজঃ সোঽয়ং ব্যঞ্জয়তি তত্র কিং বদিষ্যতি ?

সুত উবাচ—এতে সর্ব্বএব বীথ্যাং বীথ্যাং মিথ্যাভিশংসিনঃ।

মাতা প্রাহ—সচ্ছলপ্রলপিত ! ভো মৎপিতঃ ! বলভদ্রঃ কিমিতি প্রমিতি-রহিতমভদ্রং বদতু।

সুত উবাচ, অয়মপ্যেতদ্গণপাতীতি। তথান্যেদ্যুর্ম্মৃত্তিকামত্তি স্ম। তদবদ্যং নিবেদয়িতুমুদ্যতং মদ্বচনং মৃষোদ্যতামাসাদয়িতুমিতি।

মাতা তন্মুখং ধৃত্বা সহাসমাহ স্ম, কিমিদং চিরং নিগিরন্নসি।

সুত উবাচ—উক্তমেব মম লপনে বলাদ্গলান্তঃপ্রবেশায় কিমপি ন্যস্তং সমস্তৈরিতি।

তুচ্ছং নিকৃষ্টং। সব্যাজরাজচ্ছলযুক্তানাং রাজা। বীথ্যাং বীথ্যাং শ্রেণ্যাং শ্রেণ্যাং। অত্তি খাদতিস্ম। মৃষোদ্যতাং মিথ্যাবাক্যতাং প্রাপয়িতুং। নিগিরন্ ভুঞ্জানোঽসি, অঙ্গায় শীঘ্রং ॥ ৬৭ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি ছলযুক্ত ব্যক্তিগণের রাজা, তোমার যিনি অগ্রজ, সেও এই কথা বলিতেছে, সে স্থানে তুমি কি বলিবে ?

পুত্র। ইহারা সকলেই দলে দলে মিথ্যাবাদী।

মাতা। হে ছলভাষিন্ ! হে আমার বাপ ! এই বলদেব কেন প্রমাণরহিত অমঙ্গল-বাক্য বলিবে।

পুত্র। ইনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপিচ, মা ! দাদাও অন্য এক দিবস মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাঁকে সেই নিন্দনীয় বিষয় নিবেদন করিতে যখন আমি উদ্যত হই, তখন আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে জ্যেষ্ঠও মিথ্যা কথা কহিয়াছেন।

মাতা, (কৃষ্ণের মুখ ধরিয়া সহাস্যে) তুমি কি এই মৃত্তিকা সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাক ?।

পুত্র। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার গলমধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আমার মুখে বলপূর্ব্বক ইহারা সকলে কোনও বস্তু অর্পণ করিয়াছে।

মাতা প্রাহ—ধূর্ত্ত ! কথং জানীয়াম্।

সুত উবাচ—সাম্প্রতং মম মুখমেব নিরীক্ষ্যতাম্।

মাতা (স) সংরম্ভস্মিতমুবাচ—ব্যাদেহি পশ্যামঃ।

ততশ্চ ভয়েন স এষ মৃচ্চিহ্নিতমপ্যহ্নায় বদনং ব্যাদদৌ ॥ ৬৭ ॥

ততস্তদ্ভয়মবদধানা সমাদধানা চ রসান্তরেণ মাতুঃ কোপ-শান্তয়ে তদন্তর্যোগমায়াতা সা যোগমায়া পুনর্ব্বিশ্বং দর্শিতবতী ॥ ৬৮ ॥

তত্র চেদং ব্রজেশ্বরী পরামমর্শ ;—

অহো বহিরিবেক্ষ্যতে জগদিদং মুখাভ্যন্তরে
শিশোস্তদনু ভূরিয়ং ভুবি চ মাথুরং মণ্ডলম্।
ইহ ব্রজকুলং যদন্বপি ময়া ধৃতো বালকঃ
স এব তদহো কথং কিমিব হন্ত কিং সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥

তদেবং প্রাপ্তে যোগমায়া যৎ খলু সাহায্যং কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন। তদন্তযোগং শ্রীকৃষ্ণহৃদঙ্গতাং (লীলাসহায়া স্বশক্তিভূতা যোগমায়া মনসি উদ্ভূতা) ॥ ৬৮ ॥

তত্র ব্রজেশ্বরী কিং কৃত্যং চকার ইত্যপেক্ষায়াং তদেবং মুখমধ্যে বিশ্বং দৃষ্ট্বা ব্রজেশ্বরী যথা

মাতা। ধূর্ত্ত ! তাহা আমি কি প্রকারে জানিব ?।

পুত্র। এখনই আমার মুখ নিরীক্ষণ কর।

মাতা ক্রোধে এবং হাস্যের সহিত বলিলেন মুখ ব্যাদন কর, আমরা দেখি।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে মৃত্তিকা-চিহ্নিত হইলেও শীঘ্র সেই মুখব্যাদন করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ভয় জানিতে পারিয়া, এবং তাহার সমাধান করিতে এবং অন্যপ্রকার রসপ্রকাশদ্বারা জননীর কোপশান্তি করিবার জন্য, সেই যোগমায়া তাহার অন্তরের সহিত যোগ বা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিশ্ব দেখাইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদ্বিষয়ে ব্রজেশ্বরী এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন, আহা ! বাহিরে যেরূপ জগৎ দেখিতেছি পুত্রের মুখের মধ্যেও সেইরূপ জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতেও

অথ পুনঃ স্বপ্নাদিকমনল্পং কল্পয়িত্বা পশ্চিমমিদং নিশ্চি

অহং যশোদাস্মি পতির্ব্রজাধিপঃ
সুতঃ স এষ স্বমিদঞ্চ গোকুলম্।
প্রতীয়তেঽথাপি শিশোর্মুখে জগ-
দ্যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৭১ ॥

তদেবং স চ নারায়ণস্তদ্ভাবপরায়ণতাং তামনুচিতাং (ক) তাং বিচারয়ন্নাত্মনঃ পরমাভিরুচি-পরিচিতাবির্ভাবে তস্মিন্নেব বিস্মিতিনিচিতং জনন্যুচিতস্নেহমেব দোহয়ামাস। যং খলু "নেমং বিরিঞ্চঃ" ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ সমস্তানি শাস্ত্রাণি সদা প্রশস্ততয়া গায়ন্তি ॥ ৭২ ॥

পরামৃষ্টবতী তদ্বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদি পদ্যেন। যৎ ব্রজকুলং অনু যস্মিন্ ব্রজকুলে ইত্যর্থঃ। কিং কুৎসিতমনিষ্টং ॥ ৬৯ ॥

অথ বাহ্যমনুসন্ধায় নিজ-স্বাভাবিকাবস্থিতিমেব দ্রঢ়য়ন্তী যন্নিশ্চয়ং কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। স্বপ্নেতি "কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহ" ইত্যাদিকমনল্পং বহুকারণং কল্পয়িত্বা পশ্চিমং চরমং ॥ ৭০ ॥

তস্যা নিশ্চয়বাক্যং বর্ণয়তি—অহমিতি পদ্যেন ॥ ৭১ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। তদ্ভাবপরায়ণতাং (পুত্রভাবাসক্ততাং)

ভূমি, ভূমিমধ্যে মথুরামণ্ডল, মথুরামণ্ডলে গোকুল, গোকুলমধ্যে ব্রজকুল বিদ্যমান আছে এবং আমিও ঐ ব্রজভূমির মধ্যে সেই বালককে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। অতএব অহো! এ কি? কি প্রকার, হায়! কি অনিষ্ট ঘটিল? ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার অনল্প স্বপ্নাদি কল্পনা করিয়া শেষে ইহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

আমি এই যশোদা, ব্রজাধিপ আমার পতি, এই সেই পুত্র এবং এই নিজের গোকুল প্রতীত হইতেছে, তথাপি শিশুর মুখে জগৎ যাঁহার মায়াদ্বারা আমার এই কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে, তিনিই আমার গতি হউন অর্থাৎ আমার স্বভাবের স্থিরতা করুন ॥ ৭১ ॥

এইরূপ প্রার্থনানন্তর, সেই শ্রীনারায়ণ বাৎসল্যভাব বা পুত্রভাবের অধীনতা

(ক) তামনুনিতান্তাং ইতি আনন্দপুস্তক-পাঠঃ।

(অথ ফলক্রয়-লীলা)

অথ কৌতুকান্তরমানীয় শ্রূয়তাং (ক)। তদেবং সর্ব্বানন্দনঃ শ্রীমান্নন্দনন্দনঃ "ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি" গীতিরীতিরোচন-বচনং কর্ণয়োরারচয়ন্নেব চপললোচনঃ কিঞ্চনাপ্যলোচয়ন্নেব চ (খ) লঘুনাপি পাণিযুগলেন লঘুতয়া পুরঃ পতিতধান্যপুঞ্জতঃ পূর্ণমঞ্জলিমাদায় তদভিমুখং জগাম। কিন্তু দ্রববশাদল্পকাঞ্জলিতঃ স্খলিতমিদমিতি ভিদাং ন বিদাঞ্চকার, কেবলমেব করযুগলং ক্রয্যফলপূরিততৎপত্রপাত্রোপরি পরিবৃত্ত্যা চ চালয়ামাস ॥৭৩॥

তদ্ভাবো বাৎসল্যভাবঃ পরায়ণং যস্যা স্তস্যা ভাবস্তদ্ভাবপরায়ণতা তামনু তাং হীনীকৃত্য চিতাং ব্যাপ্তাং তামীশবুদ্ধিং। যদ্বা তাং যশোদামনু লক্ষীকৃত্য তদ্ভাবপরায়ণতাং ঈশ্বরভাবাধীনতাং তামনুচিতামযোগ্যাং বিচারয়ন্ আত্মনঃ স্বস্য শ্রীনারায়ণস্য যা পরমাভিরুচিঃ ব্রজরাজসুতোৎপত্তৌ পরমস্পৃহা তয়া এব পরিচিতঃ তৎপ্রসাদেন সুতোদয়ং জাত ইতি সর্ব্বৈর্জ্ঞাতঃ আবির্ভাবিতঃ প্রকাশঃ যস্য তস্মিন্। বিস্মিতিনিচিতং বিস্ময়ব্যাপ্তং, দোহয়ামাস পূরয়ামাস। যং স্নেহং ॥ ৭২ ॥

অথ কৌতুকান্তরং যদদ্ভুতদ্বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। আলোচয়ন্নপশ্যন্নেব। দ্রববশাৎ বেগাধীনাৎ, বিদাঞ্চকার জ্ঞাতবান্, পরিবৃত্ত্যা বৈপরীত্যেন ॥ ৭৩ ॥

হীন করিয়া, পরিব্যাপ্ত সেই ঈশ্বরবুদ্ধি (অথবা সেই যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া সেই ঈশ্বর-ভাবের অধীনতা) নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিলেন এবং ১০মস্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ে "নেমং বিরিঞ্চঃ" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্লোকানুসারে যে স্নেহকে সকল শাস্ত্র সর্ব্বদা প্রশস্ত বলিয়া গান করিয়া থাকেন, আপনার পরমরুচি দ্বারা পরিচিত অবতার যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতেই বিস্ময়ব্যাপ্ত জননী সমুচিত স্নেহপরিপূর্ণ করিলেন অর্থাৎ বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়া যশোদার পক্ষে ঐ সর্ব্ববুদ্ধি অযোগ্য ভাবিয়াই শ্রীনারায়ণ নিজের পরাৎপর স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দ ন মাতৃজনোচিত স্নেহই প্রকাশ করাইলেন ॥ ৭২ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে কহিতেছেন, অন্য কৌতুক অন্তরে আনয়ন করিয়া শ্রবণ কর অর্থাৎ মনে কর যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন কৌতুক বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক) "শ্রূয়তাং" ইতি নাস্তি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে "আনীয়" ইত্যত্র আনীয়তামিত্যপিচ।

(খ) "অলোচয়ন্নেব" ইত্যত্র "অশোচয়ন্নেব" ইতি পাঠান্তরং।

ততশ্চ সা স্মিতবতী স্মিতদিগ্ধতন্মুখমাধুরী সাধুরীতিভিঃ স্নিগ্ধহৃদয়া ব্যঞ্জিতস্পৃহাবলীং তদঞ্জলিং ফলবলয়েন ভিক্ষয়ন্তী দূরতএব সঙ্কলনমুদ্রামপি শিক্ষয়ন্তী সকলেন তু পূরয়িতুং শশাক ॥ ৭৪ ॥

তদা চ ফলবিক্রয়িণী তস্য যদ্যৎ প্রিয়ানুষ্ঠানং চকার তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিনা। ব্যঞ্জিত-স্পৃহাবলিং ব্যঞ্জিতা স্পৃহাশ্রেণিযস্যাঃ সা, ভিক্ষয়ন্তী যাচ্ঞাং কারয়ন্তী, দূরতঃ স্পর্শমকৃত্বা তৎফলধারণরীতিমপি ॥ ৭৪ ॥

এই প্রকার সকলের আনন্দদাতা শ্রীমান্ নন্দনন্দন ফল বিক্রয়িণীর "ক্রীণীহি ভোঃ ফলানি" অর্থাৎ অহে! ফল ক্রয় কর, এই বলিয়া সঙ্গীতের রীতিপূর্ণ (ক) মনোহর বাক্য শ্রবণ করিলেন। চঞ্চলচক্ষে কোন মূল্যবান্ বস্তু না দেখিয়াই, হস্ত ক্ষুদ্র হইলেও সেই হস্তদ্বারা সম্মুখে পতিত ধান্যরাশি হইতে পূর্ণ এক অঞ্জলি ধান্য লইলেন এবং দ্রুতবেগে সেই ফলবিক্রয়িণীর সম্মুখে গমন করিলেন, কিন্তু গমন বেগবশতঃ ক্ষুদ্র অঞ্জলি হইতে উহা যে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার ভেদ জানিতে পারেন নাই। কেবল ধান্যশূন্য করযুগলই ক্রয়যোগ্য ফলপূর্ণ সেই পত্র-পাত্রের (খ) উপরে বিপরীত ভাবে চালনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥

তাহা দেখিয়া সেই ফলবিক্রয়িণী রমণী মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল, মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত কৃষ্ণমুখের মাধুরীর নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভঙ্গী দ্বারা তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল, তখন সেই ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষাকারিণী রমণী দূর হইতেই ফলধারণ-

---

(ক) ফলবিক্রয়িণী তাহার নিজের ভাষায় "ফল নেবে গো" এই কথাটী স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিয়াছিল।

(খ) পত্র-পাত্র শব্দে এখানে কোন প্রকার পত্রের দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অর্থাৎ একটা বৃহদাকার ঠোঙ্গা বুঝিতে হইবে। বঙ্গদেশে ফল ভাল থাকে বলিয়া যে ঝুড়িতে পাতা দিয়া আম্রাদি আনয়ন করে তেমন নহে কারণ ৭৫ সংখ্যক গদ্যে পত্রজ অর্থাৎ পত্র জনিত পাত্র বলিয়া উল্লেখ আছে, ধান্য গ্রহণ কথা মূল ভাগবতেও বর্ণিত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে বৃন্দাবনে ধান্যের চাষ দেখা যায় না। শ্রীরাধাকুণ্ড ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার উদ্ধার করেন। ইহাও চৈতন্য-চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পুরাকালে ধান্যের চাষ কিছু কিছু হইত এইরূপ বুঝা যায়।

নিজভাজনং ফলরিক্তং বভূব ন বা কিমিতি তু ন বিবিক্তং চকার। গৃহাভ্যন্তরেণান্তরিতে তু তস্মিন্নিজং পত্রজমমত্রমযত্ন-তয়া রত্নপূরিতমপ্যনিভাল্য ভারমপ্যসংভাল্য তন্মাধুর্য্যাবেশাভি-নিবেশবতী স্বজনানামপি শর্ম্মজননায় বহুফলাবলি-বলিসমানয়-নায় চ নিজনিলয়মেব জগাম। কিন্তু গৃহং গত্বা জ্ঞাতমণি-তত্ত্বাপি পরমোৎকণ্ঠাগুণ্ঠাবহেন (ক) তন্মুখশোভাভরবিরহেণ সা ধন্যা হারিতমহাধনম্মন্যা বভূব, যত এব সা কৃষ্ণদৃশ্বরী বিশ্বমপি বিসস্মার ॥ ৭৫ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্যদর্শনেন মোহিতায়াস্তস্যাস্তদনন্তরকৃত্যং বর্ণয়তি—নিজভাজন-মিত্যাদি গদ্যেন। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণং অমত্রং পাত্রং অনিভাল্য অনিরূপ্য ভারমপি রত্নপূরিতত্বেন তাদৃশভারমপি অনালোচ্য জ্ঞাতমণিতত্ত্বাপি জ্ঞাতং রত্নাদিস্বরূপং যয়া সাপি পরমেতি পরমোৎ-কণ্ঠয়া যা গুণ্ঠা বেষ্টনং তামাবহতি তেন। হারিতমহাধনম্মন্যা হারিতং মহাধনং যস্য এবম্ভূতমাত্মানং মন্যতে যা সা। কৃষ্ণদৃশ্বরী কৃষ্ণং দৃষ্টবতী ॥ ৭৫ ॥

রীতি অর্থাৎ হস্ত পাতনভঙ্গী, শিক্ষা দিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহাবলীব্যঞ্জিত অঞ্জ-লিতে সমস্ত ফল দিয়া পূর্ণ করিতে সমর্থা হইল ॥ ৭৪ ॥

কিন্তু, কৃষ্ণমাধুর্য্যদর্শনে মোহিত হইয়া নিজের ফলপাত্র ফলশূন্য হইয়াছে কি না কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে পারিল না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর নিজের পত্রনির্ম্মিত পাত্রটী অযত্নভাবে রত্নপূর্ণ হইলেও তাহা না দেখিয়া এবং নিজের ভারও আলোচনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আবেশে একাগ্র হইল এবং আত্মীয় জনসকলেরও মঙ্গল উৎপাদন এবং ফল-রাশি আনয়ন করিবার নিমিত্ত নিজগৃহেই গমন করিল। কিন্তু নিজগৃহে গিয়া রত্নের তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলেও পরমোৎকণ্ঠার আবরণকারিণী কৃষ্ণমুখশোভার দর্শন বিরহে সেই ধন্যা রমণী আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিল, যেন সে শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শন-সুখ ছাড়িয়া গিয়া আপনি কোন মহারত্ন হারাইয়াছে, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকারিণী রমণী কৃষ্ণদর্শন করিয়া বিশ্বকেও বিস্মৃত হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

(ক) অকুণ্ঠাসকৃদুৎকণ্ঠাবহেন। ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তক-পাঠঃ।

স তু বিবিধদুর্বিধশর্ম্মবিধানসন্নিধানঃ স্বয়ং লব্ধনিধিবদতি-সাবধানপাণির্নৃত্যমিব মাতুঃ সমীপমঞ্চন্মধুরচঞ্চলেহিতস্তস্যা নিচোলাঞ্চলে নির্ব্বন্ধতঃ সকলানি ফলানি ববন্ধ ॥ ৭৬ ॥

মাতা চোবাচ—পুত্র! কুত্র লব্ধানি তানীমানি?

সুতস্তু বাল্যভাবাদর্দ্ধার্দ্ধবর্ণং বর্ণয়ামাস। কদাচিৎ কাচিদাচিতফলা ধান্যানি মূল্যমাদায় ধন্যা ময়ি চানুকূল্যমাধায় সমর্পিতবতী।

মাতোবাচ—বৎস! গৃহজনবৎ সর্ব্বতঃ প্রতীতিং মা কৃথা ইতি।

সুতস্তু কা খল্বপ্রতীতিরিতি চ ন বিদাঞ্চকার ॥৭৭॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণঃ ফলান্যাদায় যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—সত্বিত্যাদি গদ্যেন। বিবিধেতি বিবিধ-দুঃখেন বিধানং যস্য এবম্ভূতং যৎ শর্ম্ম সুখং তস্য যদ্বিধানং তস্য সম্যগ্ নিধানং যত্র তাদৃশ-সুখা-শ্রয় ইত্যর্থঃ। অঞ্চন্ গচ্ছন্। মধুরচঞ্চলেহিতঃ রম্যমথ চ চঞ্চলং চেষ্টিতং যস্য সঃ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ মাতাপুত্রয়োর্যানি বাকোবাক্যান্যভূবন্ তানি বর্ণয়তি মাতা চোবাচেত্যাদি গদ্যেন। তানি তব প্রিয়াণি, অর্দ্ধার্দ্ধবর্ণং অসম্পূর্ণং যথা স্যাৎ, আচিতফলা ফলানাং ধারিণী ন বিদাঞ্চকার ন জ্ঞাতবানহম্ ॥ ৭৭ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ কষ্টকর সুখবিধান-বিধি অর্থাৎ বহুকষ্ট করিয়া যে সুখযোগ ঘটে তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ছিলেন, এই কারণে স্বয়ং যেন নিধিলাভকারী ব্যক্তির ন্যায় অতি সাবধান হস্তে যেন নাচিতে নাচিতে জননীর কাছে মাধুর্য্যপূর্ণ চঞ্চল চেষ্টা দেখাইয়া, জননীর বস্ত্রাঞ্চলে আগ্রহ বশতঃ সমস্ত ফল বান্ধিয়া রাখিলেন ॥ ৭৬ ॥

মাতাও কহিলেন, পুত্র! তুমি এই সকল ফল কোথায় প্রাপ্ত হইলে? পুত্র বাল্যভাব হেতু আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন;—কোন এক সময়ে কোন এক ধন্যা রমণী ফল সংগ্রহ করিয়া মূল্যস্বরূপ ধান্য লইয়া এবং আমার প্রতি আনুকূল্য করিয়া সমর্পণ করিয়াছে।

মাতা কহিলেন, বৎস! গৃহ-জনের ন্যায় সকল লোকের উপর বিশ্বাস করিও না।

পুত্র কহিলেন, অপ্রত্যয়ের কারণ কি তাহা আমি জানি না ॥ ৭৭ ॥

ক্ষণতশ্চ তাং গতাং নিরীক্ষ্য পুনরাগতঃ সক্ষণতয়া জনায় তৎফলবিভজনায় জননীং নিযোজয়ামাস।

মাতা চামন্দেনানন্দেন কৃতস্পন্দেন করদ্বন্দ্বেন তানি বিভজন্তী তদন্তীকৃতিং নাসসাদ, দিনকতিপয়ং বিস্ময়বশা স্ময়মানা বসতি স্ম। তদাস্বাদকরাশ্চ লব্ধচমৎকারা ন বিস্মরন্তি স্ম ॥ ৭৮ ॥

অথ লীলান্তরমুদ্ভাবয়িতুমেবং ভাব্যতে ॥ ৭৯ ॥

গোকুলেষু কিল শীলমীদৃশং, যদ্দিবাবনময়ন্তি গোনরাঃ।
যোষিতঃ প্রচুরগব্যসংস্ক্রিয়াং, ক্রীড়নং রহসি বালতর্ণকা ইতি ॥৮০।

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ক্ষণতশ্চেত্যাদি গদ্যেন। তাং ফলবিক্রয়িণীং সক্ষণতয়া সাবকাশতয়া। তদন্তীকৃতিং তচ্ছেষং ন কৃতবতী ॥ ৭৮ ॥

অথ লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭৯ ॥

তল্লীলান্তরং যথা গোকুলেম্বিতি পদ্যেন। অয়ন্তি গচ্ছন্তি অয় গতৌ। প্রচুরগব্যসংস্ক্রিয়াং অত্র কুর্ব্বন্তীতি ক্রিয়া অধ্যাহার্য্যা, ("অয়ঙ্ গতৌ" ইতি কবিকল্পদ্রুমে আত্মনেপদী সর্ব্বত্র তদ্ব্যবহার এব। পরন্তু "উদয়তি" ইত্যাদি বহুপ্রয়োগদর্শনাৎ "অয়-গতা"বিতি স্বরিতে তং কেচিৎ সিধ্যন্তি" ইতি মল্লিনাথঃ মাঘে ৪—২০) ॥ ॥ ৮০ ॥

ক্ষণকালমধ্যে সেই ফলবিক্রয়িণী গমন করিয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার আগমন করিলেন এবং আনন্দসহকারে লোকদিগকে সেই সকল ফল বিভাগ করিয়া দিবার জন্য জননীকে নিযোজিত করিলেন। মাতাও প্রচুর আনন্দের সহিত বাহুদ্বয় চালনা করিতে করিতে সেই সকল ফল বিভাগ করিয়াও তাহার শেষ করিতে পারিলেন না, কেবল কতিপয় দিবস বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্যবদনে অবস্থিত রহিলেন। যাহারা ঐ সকল ফলের রসাস্বাদন করিয়াছিল, তাহারাও চমৎকৃত হইয়া তাহা ভুলিতে পারে নাই ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর অন্য প্রকার লীলা বর্ণনার নিমিত্ত মধুকণ্ঠ এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

গোকুলের মধ্যে এই প্রকার রীতি আছে যে, যে দিবসে গো এবং মনুষ্য

তদা চৈকদা গৃহব্যয়পয়ঃকৃতে সমীপকৃতে বৎস-সদ্মনিরুদ্ধ-দ্বারান্ শকৃৎকরিসারান্ বালহারঃ পরিতঃ স্থিতবালকজালঃ কলয়ামাস ॥ ৮১ ॥

তত্র চ—

বৎসী র্যত্বা তদা ধেনুশ্ছাগতোকানি বৎসকান্।
আত্মানং গোদুহং বালা গোদোহমনু নির্ম্মমুঃ ॥ ৮২ ॥
বৎসীষু যর্হি গব্যন্তে গোদুহন্তি স্ম তেঽর্ভকাঃ।
তেষাং প্রহাসজাভাসঃ পয়স্যন্তে স্ম তে তদা ॥ ৮৩ ॥

তত্র কদা শ্রীকৃষ্ণেন লীলান্তরং যদুদ্ভাবিতং তদ্বর্ণয়তি—তদা চৈকদেত্যাদি গদ্যেন। গৃহব্যয়-পয়ঃকৃতে গৃহে ব্যয়ো যস্য নতু বিক্রয়... এবম্ভূতং যৎ পয়ো দুগ্ধং কৃতে তদর্থং। শকৃৎকরিসারান্ বৎসশ্রেষ্ঠান্, পরীতি চতুর্দিক্ষু স্থিতা বালকসমূহা যস্য সঃ ॥ ৮১ ॥

ছাগী ধেনুরূপেণ স্বীকৃত্য। যত্বেতি স্বীকরণার্থ-যমধাতোঃ ক্ত্বান্তরূপং (যত্বা—স্বীকৃত্য ইত্যর্থঃ)। যত্বেতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ং অনুনির্ম্মমুরনুচক্রুঃ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ তাদৃশান্ বৎসান্ দৃষ্ট্বা তে যৎ ক্রীড়নং চক্রুস্তদ্বর্ণয়তি—বৎসীষ্বিতি। যর্হি যদা ছাগীষু গা ইব আচরন্তি তদা তে বালা আত্মনঃ স্বান্ গোদুহঃ গোপা ইব আচরন্তি আয়ল্লুগন্তাদন্তি প্রত্যয়ঃ। প্রহাসজাভাসঃ উচ্চহাসকান্তয়ঃ পয়াংসীব আচরন্তি স্ম ॥ ৮৩ ॥

সকল বনে গমন করে, সেই দিন স্ত্রীলোক সকল প্রচুর গব্যকার্য্যের সংস্কার তথা বালকগণ ও গোবৎস সকল কেবল নির্জ্জনে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

তৎকালে একদা, গৃহে যাহার ব্যয় হয়, এরূপ দুগ্ধের জন্য সমীপস্থ বৎসগৃহের মধ্যে বালক শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে অন্যান্য বালক সমূহ লইয়া ভাল ভাল বৎসগণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

তৎকালে তথায় বালকেরা ছাগীদিগকে ধেনুরূপে, ছাগশিশুদিগকে বৎসরূপে এবং আপনাদিগকে গোপরূপে স্বীকার করিয়া গো-দোহন কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

যৎকালে ছাগীগণের প্রতি ধেনুর ন্যায় ব্যবহার করা হইতে লাগিল এবং বালকেরা গোপের মত আচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে বালকগণের প্রভা সকল উচ্চহাস্য বশতঃ দুগ্ধের মত শুভ্র হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ৮৩ ॥

ইয়েষ চ যদা ধেনুচারণানুকৃতিং প্রতি।
মন্ত্রয়িত্বা তদা কৃষ্ণঃ প্রামুঞ্চন্নববৎসকান্ ॥ ৮৪ ॥
রক্ষামিচ্ছূ বৎসপুচ্ছং গৃহ্নানৌ রামকেশবৌ।
তদাকৃষ্টতয়া গোষ্ঠে বালৈর্ব্বভ্রমতুস্তরাম্ ॥ ৮৫ ॥

তচ্চ তর্ণকানুগতয়া তয়োঃ প্রথমমভ্যর্ণাগমনমাকর্ণ্য নির্বর্ণ্য চ বরবর্ণিন্যঃ স্খলদ্বর্ণং বর্ণয়ামাসুঃ ॥ ৮৬ ॥

তথাহি গীতং ;—

বলকৃষ্ণৌ বলবলিতবিলাসৌ,খেলত ইহ সখি ! সখিকৃতহাসৌ ॥ধ্রু॥
তর্ণকপুচ্ছধৃতিব্যাপৃতিনৌ, প্রণয়কলিত-কলিকলনে কৃতিনৌ।
গৃহগৃহ-বীক্ষণসক্ষণনেত্রৌ, ধেনুপালতুলয়া ধৃতবেত্রৌ।

অন্যদপি লীলান্তরং বর্ণয়তি—ইয়েষেতি পদ্যেন। মন্ত্রয়িত্বা রামেণ সহেতি ধেনুচারানুকরণং যদ্বৎসচারণেঽপি ভবতীতি মন্ত্রয়িত্বা ॥ ৮৪ ॥

অপিচ রক্ষামিচ্ছূ ইতি তু সুগমং ॥ ৮৫ ॥

তদা চ ব্রজমহিলানাং অনুরাগকৃত্যং বর্ণয়তি—তচ্চেত্যাদি গদ্যেন। অভ্যর্ণাগমনং নিকটে আগমনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ ॥ ৮৬ ॥

তচ্চ গীতেন বর্ণয়তি—বলকৃষ্ণাবিত্যাদিনা। সখিকৃতহাসৌ সখিভিঃ মিত্রৈঃ কৃতো হাসো যয়োস্তৌ। তর্ণকেতি বৎসপুচ্ছানাং ধারণব্যাপারবিশিষ্টৌ কলিকলনে কলহকরণে। সক্ষণং সাবসরং,

---

যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া গোচারণের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তিনি নব নব বৎসদিগকে মোচন করিয়া দেন ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণ-বলরাম বৎসগণের রক্ষা কামনায় পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক তৎকালে গোষ্ঠ মধ্যে বালকগণের সহিত বারবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

বৎসগণের অনুগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-বলরাম প্রথমে নিকটে আসিয়াছেন, এইরূপ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং পরক্ষণেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বরবর্ণিনী রমণীগণ স্খলিতবাক্যে বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

গীত যথা—হে সখি ! কৃষ্ণ এবং বলরাম সামর্থ্যসংযুক্ত বিলাসদ্বারা সখাদিগের

দ্রুততর্ণক-মনুবিদ্রুতবন্তৌ, শ্রেণীয়িতচলবেণীমন্তৌ।
শারদবার্ষিকবারিদবপুষৌ, চললোচনরুচিচপলাংশুজুষৌ।
স্খলদলকদ্যুতিবলয়িতলপনৌ, অলিললিতামলকমলগ্লপনৌ।
নীলকনকরুচিশুচিলঘুবসনৌ, চঞ্চলচরণস্ফুটরটরসনৌ॥

ইতি॥ ৮৭॥

চলেতি। চপলাংশুজুষৌ বিদ্যুদ্দীপ্তিসেবিনৌ, স্খলদিতি স্খলন্তো যে অলকাশ্চূর্ণকুন্তলানি তেষাং দ্যুতিভিরাবৃতং লপনং মুখং যয়োস্তৌ পুনর্লপনস্য বৈশিষ্ট্যেন তৌ নির্দ্দিশন্তি—অলিভির্ভ্রমরৈর্ললিতং যন্নির্ম্মলপদ্মং তৎ গ্লপয়তো মলিনং কুর্ব্বন্তৌ—নীলেতি। নীলকনকয়োরিব রুচির্যয়োস্তে নীলকনকরুচিনী শুচিনী শুদ্ধে লঘু অগুরু এবম্ভূতে বসনে যয়োস্তৌ। চঞ্চলচরণয়োঃ রটো.রটনং ধ্বনির্যয়োরেবম্ভূতে বসনে মেখলে ঘুঙ্গুর ইতি প্রসিদ্ধে যয়ো স্তৌ॥ ৮৭॥

সহিত হাস্য করিয়া এই স্থানে খেলা করিতেছেন। দুই জনই বৎসগণের পুচ্ছ-ধারণ-কার্য্যে ব্যাপৃত। উভয়েই প্রণয়সংযুক্ত কলহ নির্ম্মাণে সুনিপুণ। প্রত্যেক গৃহ দর্শন করিবার নিমিত্ত উভয়েরই চক্ষু উৎসবপূর্ণ হইতেছে। গোপালকদিগের হস্তে যেমন বেত্র থাকে সেইরূপ উভয়েই বেত্রধারণ করিয়াছেন। বৎসগণ যখন দ্রুতগমন করে ইহাঁরা দুই জনেও সেইরূপ তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। উভয়েই শ্রেণীভূত চঞ্চলবেণী ধারণ করিয়াছেন। একজনের শরীর শরৎকালের মেঘের মত শুভ্রবর্ণ এবং আর একজনের শরীর বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। চঞ্চল-চক্ষুর প্রভাপটল দ্বারা উভয়েই বৈদ্যুতিক কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্খলিত অলকরাশি বা চূর্ণকুন্তল সমূহ দ্বারা উভয়েরই মুখ আবৃত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, যেমন ভ্রমর-সমবেত নির্ম্মল কমল-যুগলকেও উভয়ে ম্লান করিতেছে। একজনের (রামের) ক্ষুদ্র এবং বিশুদ্ধ বসন নীলবর্ণ, তথা আর একজনের (কৃষ্ণের) বস্ত্র কনকপ্রভ। উভয়েরই মেখলা অর্থাৎ ঘুঙ্গুর, চঞ্চল-চরণে শব্দায়মান হইতেছে॥ ৮৭॥

তদেবমঙ্গনাদঙ্গনাদ্ব্রজাঙ্গনাভিরহংপূর্ব্বিকয়ানুগম্যমানৌ, বিহিতাকস্মিকপর্ব্ব-সুখদোহন-সর্ব্বমোহনতয়াধিগম্যমানৌ, সংবাদ-বিবাদ-পরীবাদ-বন্ধুরবন্ধূনামভ্যর্ণতয়া নির্ব্বর্ণ্যমানৌ, তাদৃশাকর্ণননিবর্ণনমনু পরস্পরবর্ণ্যমানৌ,তাসুচ কাভিশ্চিদমৃত-মনৃতং কুর্ব্বতা প্রতি চর্ব্বণং সরসেন রসবিসরেণ ভোজ্যমানৌ, তদ্বদেকাভির্নিজগৃহাজীব্য-দীব্যমণিহারমুপহারমুপহারং হারি-তয়োপযোজ্যমানৌ তদ্বৎ বর্ণ্যমানৌ তাসুচ কাভিরপি প্রেমানু-গম্যরম্যবচন-প্রচয়রচনয়া কঞ্চন কালং বরিবস্যমানৌ, কিঞ্চা-

অথান্যদপি তয়োর্ব্বাল্যলীলামাধুর্য্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। অহংপূর্ব্বিকয়া অহং পূর্ব্বং গচ্ছামি অহং পূর্ব্বং গচ্ছামীতি অহংপূর্ব্বিকা তয়া, বিহিতেতি বিহিতং যদাকস্মিকপ্রস্তাবসুখং তস্য দোহনেন পূরণেন যা সর্ব্বমোহনতা তয়া অধিগম্যমানৌ বোধিতৌ, সংবাদেতি সংবাদাদিষু বন্ধুরা রম্যা উচ্চনীচাবয়ববন্ধবস্তেষাং নিকটতয়া দৃশ্যমানৌ। তাদৃশেতি তাদৃশমাকর্ণনং শ্রবণং যস্মাদেবম্ভূতং যদ্বন্ধূনাং নিবর্ণনং সুষ্ঠুবর্ণনং তল্লক্ষীকৃত্য পরস্পরং প্রশস্যমানৌ। অনৃতং মৃষা রসবিসরণেন রসসমূহেন উপহারং উপায়নং উপহারং দানং যথা স্যাৎ হারিতয়া রম্যতয়া ব্যবহার্য্য-মাণৌ বরিবস্যমানৌ পরিচর্য্যমাণৌ সমুত্তস্থিতেতি সমুত্তস্থিতৌ কর্ণৌ যস্য এবম্ভূতো যস্তর্ণকো

অতএব এই প্রকারে প্রত্যেক প্রাঙ্গণ হইতে ব্রজাঙ্গনা সকল, “আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব” এই কথা বলিয়া উভয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের দর্শনমাত্রেই অকস্মাৎ আনন্দোৎসব উপস্থিত হয়, এবং সকলকেই যাঁহারা মুগ্ধ করিতে সমর্থ এইরূপ ভাবেই উভয়কে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সম্বাদ (পরস্পর আলাপ,) বিবাদ (পরস্পর কলহ,) পরীবাদ (অন্যের প্রতি অপবাদ,) এই সকল বিষয়ে উচ্চাবয়ব এবং নীচাবয়ব বন্ধুগণের নিকট থাকিয়া উভয়েই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যাহা হইতে সেইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বন্ধুগণের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া পরস্পরে উভয়কেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সকল রমণীগণের মধ্যে কতিপয় রমণী সুন্দর রস বিস্তার করিয়া প্রত্যেক চর্ব্বণে উভয়কেই সুন্দরভাবে ভোজন করাইতে লাগিলেন ঐ ভোজনে যেন অমৃতেরও গর্ব্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে কতিপয় রমণী নিজগৃহের উপজীব্য সুন্দর মণিহার উপহার দিয়া রমণীয় ভাবে ব্যবহার করাইতে

ন্যাভিঃ সমুত্তম্ভিতকর্ণতর্ণককৃতাকৃষ্টি-দৃষ্টিতঃ শস্যমানবৎ পরিহস্যমানৌ, তদ্বদন্যতরাভিস্তন্মধুর-চকুর-চিকুর-চঞ্চুরতা-প্রচুর-চঞ্চলতাং নিচায্য চাতুর্য্যতশ্চরিতমিদং "ভবন্মাতৃচরণেষু গোচরয়ামঃ" ইতি সূচনয়া তস্মাদ্বর্জ্যমানৌ, তাভিরেব মাতর-পিতরাবারভ্য গণনালভ্য-কুলালি-গালিপালিমুপলভ্য কলিতব্যলীকমিব সকোলাহল-প্রণয়কলিত-কলিতয়া তর্জ্যমানৌ, বলগোপালনামানৌ বল্গুবাল্যবয়সা সমানৌ খেলাং কলয়ামাসতুঃ ॥ ৮৮ ॥

বৎসস্তেন কৃতা যা আকৃষ্টিরাকর্ষণং তস্যা দর্শনেন। শস্যমানবৎ প্রশংসনীয়বৎ তন্মধুরেতি তন্মধুরচকুরং রম্যং চিকুরচঞ্চুরতা এবম্ভূতানাং চিকুরাণাং যা চঞ্চুরতা তয়া প্রচুরচঞ্চলতাং নিচায্য পরিচায্য তস্মাৎ স্থানাৎ মাতরপিতরাবিত্যাদি মাতামহপিতামহাদিগণনা লভ্যা যা কুলপঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ গালির্ভৎ‌র্সনং তস্য শ্রেণীং, কলিতব্যলীকং প্রকাশিতকাপট্যমিব। সকোলেতি,কোলাহলেন সহ প্রণয়েন কলিতো রচিতো যঃ কলিঃ কলহস্তস্য ভাবস্তয়া তর্জ্যমানৌ ভৎ‌র্সনবিষয়ৌ বল্গু রম্যং কলয়ামাসতুঃ রচনাং চক্রতুঃ ॥ ৮৮ ॥

লাগিলেন। কতিপয় রমণী প্রেমানুগত মনোহর বচনাবলীর রচনা দ্বারা কিছুকাল উভয়কেই সেবা করিতে লাগিলেন। অপিচ, অন্যান্য নারীগণ যে সকল বৎস কর্ণযুগল উত্তম্ভিত (উচ্চীকৃত) করিয়াছে, সেই সমস্ত বৎসগণের আকর্ষণ দর্শন করিব বলিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির ন্যায় পরিহাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ অন্যান্য নারীগণ তাঁহাদের মধুর অথচ রমণীয় কেশকলাপের কুটিলতা এবং প্রচুর চপলতার পরিচয় পাইয়া "চাতুরী পূর্ব্বক এইরূপ চরিত্র তোমাদের জননীর কর্ণগোচর করিব," এইরূপ ভাব সূচনা করিয়া সেই স্থান হইতে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। ঐ সকল নারীই আবার পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গণনায় যতদূর পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ মাতামহ পিতামহাদির বংশ-শ্রেণীকে গালি দিয়া এবং মিথ্যা কপটতা প্রকটিত করিয়া কোলাহলের সহিত যেন প্রেমকৃত কলহ প্রকাশ করিয়াই উভয়কেই তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বলরাম ও গোপাল উভয়েই বাল্যবয়ঃক্রমে প্রায় সমান বলিয়া রমণীয়ভাবে খেলা করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

অথ মাতরাবপি জাতাবমূ কুত্র যাতাবিতি কাতরায়মাণ-নয়নে নির্জ্জনভাজনিত-স্বৈরতাভাগয়নে ব্রজনীবৃদয়নে রুষা নিন্দিতাভিরুপমাতৃভির্মুদা বন্দিতাভিরপি তদভিধাতৃযাতৃভিঃ সমমেব গৃহতঃ কৃতনির্যাণে স্বয়মেব সম্যগ্‌মৃগয়মাণে দর-সরসিজ-নিজচিহ্ন-বিগতনিহ্নব-চরণ-লক্ষণ-বিলক্ষণবর্ত্ম বলনেন মহিলানাং কুতূহলকোলাহলাবকলনেন সময়া সময়াঞ্চক্রাতে। তদা চ নিজাগমনবর্জ্জনীং তর্জ্জনীমভিচাল্য প্রচ্ছন্নতয়া নিভাল্য তস্মাদ-কস্মাদনয়োর্বাহূ জগৃহতুঃ। বালকাস্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বএব দুদ্রুবুঃ।

তদা তু মাত্রোরপি তাদৃশকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। জাতৌ পুত্রৌ নির্জ্জনেতি নির্জ্জনে ভাজনিতা যোগ্যা যা স্বৈরিতা তাং ভজমানং অয়নং গতির্যয়োঃ ব্রজনীবৃদয়নে ব্রজদেশবর্ত্মনি, উপমাতৃভির্ধাত্রীভির্মুদা আদরেণ তদভিধাতৃযাতৃভিঃ কৃষ্ণরামৌ ক্ব গতাবিতি বাদিনীভিঃ পতি-ভ্রাতৃপত্নীভি মৃগয়মাণে অন্বেষণং কুর্ব্বন্ত্যৌ, দরেতি দরং শঙ্খং, সরসিজং পদ্মং দরসরসিজে ইব স্বকীয়চিহ্নে তাভ্যাং বিগতো নিহ্নবো গোপনং যস্মাৎ এবম্ভূতং যচ্চরণলক্ষণং তেন বিলক্ষণং বিশেষলক্ষণযুক্তং যদ্বর্ত্ম পন্থাঃ তস্য বলনেন কথনেন এতদ্বর্ত্মনা গতাবিতি মহিলানাং স্ত্রীণাং

অনন্তর যশোদা ও রোহিণী দুই জননীই এই বালকদ্বয় (বৎস বা বাছা দুইটী) কোথায় গিয়াছে এই বলিয়া কাতর চক্ষে নির্জ্জন স্থানে স্বচ্ছন্দভাবে ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। যে সকল ধাত্রীগণ ক্রোধে নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহারা আনন্দে বন্দনা করিলেও যে সকল যাতা (যা) ঐ বালকযুগলের কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গেই গৃহ হইতে নির্গত হইয়া নিজেই সম্যক্‌রূপে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খ এবং পদ্মের ন্যায় নিজ-চিহ্ন দ্বারা যাহা হইতে গোপনভাবে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ চরণ-চিহ্ন দ্বারা বিশেষ লক্ষণযুক্ত পথের নির্দ্দেশ "এই পথ দিয়া দুইজনে গিয়াছেন," এইরূপ কথোপকথনে এবং কৌতুক কোলাহল জ্ঞানে উভয় জননীই মহিলাগণের নিকটে গমন করিলেন। তর্জ্জনী অঙ্গুলি চালনা করিয়া এমন প্রচ্ছন্নভাবে আসিলেন যে,হঠাৎ যেন কেহ সেই আগমন জানিতে না পারে, ঠিক্ এইরূপ ভাবে আসিলেন এবং গুপ্তভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই সেই স্থান হইতে অকস্মাৎ ঐ বালকদ্বয়ের বাহুদ্বয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সকল বালক সকল দিকে পলায়ন

মহিলাশ্চ কাশ্চনানুকূল্যতঃ কাশ্চন প্রাতিকূল্যত ইব চ তয়ো-শ্চাপল্যং লপন্ত্যঃ সমমেব মাতৃভ্যামভ্যাযযুঃ। ধাত্র্যস্তু বালয়ো-রতীব স্নেহপাত্র্যস্তর্ণকানাদায় তদভ্যর্ণমাজগ্মুঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ তদারভ্য বীথীং বীথীমুপলভ্য কুতুককর্ম্মা বলানুজন্মা সহ সহচরঃ কোলাহলং কলয়ামাস। তদা চ কদাচিন্নিজতনূজ-লভ্যপ্রাগল্‌ভ্যস্পৃহিণী ব্রজেশগৃহিণী তদানন্দবৃংহিণীভির্বিবদ-মানাভিরিব দীয়মান-তদীয়মান-সমানাভিরুপালম্ভসমাধানলম্ভন-বাকোবাক্যব্যঙ্গমব্যঙ্গমভ্যধায়ি ॥ ৯০ ॥

সময়া নিকটে তৌ সংজগ্মতুঃ। নিজাগমনবর্জ্জনীং নিজস্যাগমনং বর্জ্জ্যতে যয়া তাং। নিভাল্য দৃষ্টা। তস্মাৎ তদ্ধঠাৎ। প্রাতিকূল্যত এতৌ বন্ধনং কৃত্বা রক্ষথ ইতি ॥ ৮৯ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যচাপল্যমধিকং সমুদ্ভূতং তচ্চ বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। বীথীং বীথীং গৃহাঙ্গণং পন্থানঞ্চ। দীয়মানেতি। দীয়মানমর্থাৎ কৃষ্ণেন জননীসম্বন্ধিমানং সম্মানং যাসাং তাভিঃ। উপালম্ভেতি। উপালম্ভসমাধানলম্ভনে যদ্বাকোবাক্যং উক্তিপ্রত্যুক্তিলক্ষণং তেন ব্যঙ্গং অব্যঙ্গং স্পষ্টং যথা স্যাৎ ॥ ৯০ ॥

করিল। মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন আনুকূল্য এবং কেহ কেহ যেন প্রাতিকূল্য হেতু ঐ বালকযুগলের চাঞ্চল্য বলিয়া মাতৃদ্বয়ের সহিতই আগমন করিলেন। বালকদিগের অতীব স্নেহপাত্রী ধাত্রীগণ বৎসদিগকে লইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন করিলেন॥ ৮৯ ॥

অনন্তর তদবধি প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণ এবং প্রত্যেক পথে উপস্থিত হইয়া বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকে কার্য্য করিয়া সহচরবর্গের সহিত কোলাহল করিয়াছিলেন। তৎকালে একদা ব্রজেশ্বরী যখন নিজপুত্রের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রজেশ্বরীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়া কতিপয় রমণী তদীয় সম্মান দান কবিয়া অথচ যেন বিবাদ করিবে বলিয়া মহাকুলজাত পুত্রের এইরূপ কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত, এইরূপ তিরস্কার এবং ঐ তিরস্কারের যাহাতে সমাধান হয় এরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত বিষয় স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

তত্র সভায়াং সা যথা—

আসীনা কনকাসনে সুতযুতা শ্রীমদ্ব্রজাধীশ্বরী
পীঠশ্রেণিমুপাশ্রিতা ব্রজবধূর্নানাত্মভাবশ্রিয়ঃ।
কৃষ্ণপ্রেমসুধামহোময়গিরামাস্বাদনাদ্ধিন্বতী
তাভিশ্চ প্রতিধিন্বিতাখিলসভা শোভাঙ্গযষ্টির্ব্বভৌ ॥৯১॥

বাকোবাক্যং যথা—

তব সূনুর্মুহুরনয়ং কুরুতে। অকুরুত কিম্বা ব্যঞ্জিতকুরুতে! ॥ধ্রু
মুঞ্চতি বৎসান্ ভ্রামং ভ্রামম্। সাচিব্যং বঃ কুরুতে কামম্।

তত্র চ ব্রজেশ্বর্য্যাঃ শোভাং বর্ণয়তি আসীনেতি পদ্যেন। কৃষ্ণেতি মহরামোদঃ ধিন্বতী প্রীণয়ন্তী প্রতিপ্রীণিতা। অখিলেতি অখিলশোভায়া যা শোভা তস্যা অঙ্গযষ্টিরবয়বভূতো ধ্বজঃ। অজহল্লিঙ্গত্বান্ন স্ত্রীত্বং। যদ্বা। অঙ্গভূতা যষ্টির্হারলতা। "অগ্রে"তি পাঠে তস্যা উপরিভাগস্থঃ ধ্বজঃ ॥ ৯১ ॥

বাকোবাক্যং উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং বর্ণয়তি—তবেত্যাদি গীতেন। ব্যঞ্জিতকুরুতে! ব্যঞ্জিতং

সেই সভায় ব্রজেশ্বরীর শোভা যথা—শ্রীমতী ব্রজের অধীশ্বরী পুত্র লইয়া সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলে ব্রজবধূগণ বিবিধ নিজ ভাবসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পীঠশ্রেণীর উপরে বসিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুধা-রূপ উৎসবপূর্ণ-বাক্যরাশির আস্বাদন হেতু যশোদা তাহাদিগকে এবং ব্রজবধূগণ যশোদাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে অখিলসভায় শোভাময়ী যশোদা হারলতার তুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

উত্তর প্রত্যুত্তর যথা অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীর প্রতি গোপীগণের উক্তি ও তাঁহাদিগের প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রত্যুক্তি যথা—

গোপী। তোমার পুত্র বারম্বার অন্যায় কার্য্য করে।

যশোদা। হে কুৎসিত-শব্দকারিণি! তোমার পুত্র আমার কি বা করিয়াছে? ॥ ধ্রু ॥

গোপী। ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়া বৎসদিগকে মোচন করিয়া দেয়।

অসময়মোচনমসুখনিধানম্। কঃ কিং কুরুতে ন যদি নিদানম্।

বিনা নিদানং কুরুতে স্বামিনি।

ক্রোশং ন কিমিব কুরুষে ভামিনি।

ক্রোশে হসতি প্রত্যুত সোঽয়ম্। দত্ত্বা বশয় স্ফুটমপি তোয়ম্।

অত্তি স্তেয়ং পরমিহ রুচিতম্ অজ্ঞে ভানং কথমিদমুচিতম্।

স্তেয়োপায়ে গুরুরয়মখিলে। নার্হতি সর্ব্বং মিথ্যানিখিলে।

রচয়তি পীঠাদিকমারোহম্। তদগম্যং কুরু সর্ব্বং দোহম্।

কুৎসিতং রুতং শব্দো যয়া হে তথাভূতে। অসুখনিধানং অসুখাশ্রয়ং, নিদানং কারণং। ক্রোশমাক্রোশং। দত্ত্বেতি। অন্যন্ন ভবতু জলমপি। ভানং অজ্ঞে বালকে স্তেয়স্যারোপঃ মিথ্যানিখিলে মিথ্যায়া নিখিলং যস্যা হে তথাভূতে! তদগম্যং পীঠাদি কেনাপি অপ্রাপ্যং। তন্মাত্রে এতৎপাত্রে এব দুগ্ধাদিকমস্তি ইতি তন্মাত্রে পাত্রে। ইহ অনুসন্ধানে নৌ আবাং গোপন-

যশোদা। সে ত তোমাদেরই সাহায্য করে।

গোপী। অসময়ে বৎস-মোচন, অসুখের কারণ হয়।

যশোদা। যদি কোন কারণই না থাকে, তাহা হইলে কে কাহার কি করিয়া থাকে?

গোপী। হে অধীশ্বরি! বিনা কারণেই করিয়া থাকে।

যশোদা। হে কোপনস্বভাবে! তুমি কি কোন আক্রোশ কর নাই।

গোপী। আক্রোশ করিলে বরং তোমার এই পুত্র হাস্য করিয়া থাকে।

যশোদা। গৃহে অন্য দ্রব্য না থাকিলেও একটু জল দিয়াও উত্তমরূপ বশীভূত করিতে পার।

গোপী। গৃহে গৃহে চুরি করিয়া সেই চৌর্য্যবস্তুকে রুচি পূর্ব্বক ভোজন করে।

যশোদা। অজ্ঞে! এইরূপ ভান করা কি এস্থলে উচিত?।

গোপী। চুরি করিবার যত কিছু উপায় আছে, তোমার এই বালক সেই সেই সমস্ত উপায়েরই গুরু।

যশোদা। হে মিথ্যাবাদিনি! তুমি যে সকল কথা বলিলে এ সকল কথা সম্ভবপর নহে।

দূরাচ্ছিদ্রং কলয়তি পাত্রে। অস্য কথং ধীঃ সতি তন্মাত্রে।
অন্তর্ধিয়মনু স ইহ বিশালঃ। বক্ষি যথা নৌ ন তথা বালঃ।
বেত্তি স কৃৎস্নং গোপনরীতিং। গেহগুহা নহি দবয়তি ভীতিং।
গেহগুহাত্র বৃথা তনুদীপে। তনুরনুলিপ্তা কলয় সমীপে।
মণিগণমহসা গণয়তি ন তমঃ। ভূষণরহিতস্তিষ্ঠেৎ কতমঃ।

রীতিং গোপন-প্রকারং গেহ এব গুহা গহ্বরং গুপ্তস্থানং সাপি ন দবয়তি নহি ভীতিং ভয়ং দূরী-করোতি অপিতু নিকটং করোতি। সা গেহগুহা অত্র তনুদীপে অস্তি বৃথা ভয়ীত্ত অনুলিপ্তা সা তনুরপি কুঙ্কুমাদিনা অনুলিপ্তাস্ত্যেব নিকটে তাং পশ্য। আশয়তি ভোজয়তি

গোপী। পীড়ের উপর পীড়ি রাখিয়া তোমার পুত্র আরোহণের উপায় করিয়া থাকে।

যশোদা। অয়ে! সেই দুগ্ধাদি সকল বস্তু যাহাতে পীঠাদি দ্বারা পাইতে না পারে সেইরূপ করিয়া রাখিতে পার।

গোপী। তোমার পুত্র দূর হইতে দুগ্ধাদির পাত্রে পাত্রে ছিদ্র করিয়া দেয়।

যশোদা। এই পাত্রেই যে দুগ্ধাদি আছে, এ বুদ্ধি ইহার কিরূপে ঘটে?

গোপী। অন্তরের বুদ্ধি অনুসারে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা পুত্রটী এই বিষয়ে নিপুণ হইয়াছে।

যশোদা। আমাদের দুই জনকে (আমাকে ও কৃষ্ণকে) যেরূপ বলিতেছ এই বালক কিন্তু সেরূপ নহে।

গোপী। এই বালক সকলপ্রকার গোপনপ্রণালী অবগত আছে।

যশোদা। অয়ে! তোমাদের গৃহরূপ গুহা অর্থাৎ গুপ্তস্থান কি এই বালক হইতে ভয়কে দূর করিতে পারে না অর্থাৎ গুপ্ত গৃহে দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলেই পার।

গোপী। শরীররূপ প্রদীপ প্রকাশ পাইলে এই কৃষ্ণের কাছে গৃহ গুহা অর্থাৎ গুপ্তস্থান বৃথা হয়।

যশোদা। কুঙ্কুমাদিদ্বারা শরীর অনুলিপ্ত হইয়াছে, তুমি নিকটে দর্শন কর, অর্থাৎ এই অনুলিপ্ত তনুই প্রদীপের কার্য্য করে।

অপি চাশয়তি বলাদপি কীশম্। মনুষে কিয়দমুমত্তুমধীশম্।
তদশক্তৌ পাত্রং ভেদয়তে। তস্যাশৌচং বা বেদয়তে।
গমসময়ে রোদয়তি চ বালাম্। প্রক্ষ্যামো বরমহিলামালাম্।
অপি বালান্মেহয়তে গেহে। নহি নহি চূর্ণং পতিতং স্নেহে।
তব পুরতোঽয়ং স্থিরবন্মূর্ত্তিঃ।
আশ্চর্য্যেয়ং তব বাক্পূর্ত্তিঃ॥ ইতি॥ ৯২॥

কীশং বানরং কীশং ভোক্তুমধীশং সমর্থং। তদশক্তৌ ভোজনাসামর্থ্যে অশৌচং কীশোচ্ছিষ্টতয়া অশুদ্ধিং বা জ্ঞাপয়তি। গমনসময়ে গমনকালে প্রক্ষ্যামো জিজ্ঞাসাং করিষ্যামঃ। এতেন পূর্ব্বগীতার্থস্যাপ্যুত্তরং দত্তমিতি জ্ঞেয়ং। বরেতি শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণং। মেহয়তি মূত্রয়তে স্নেহে ঘৃততৈলাদিলিপ্তে স্থানে॥ ৯২॥

গোপী। রত্নরাশির তেজে তোমার পুত্র অন্ধকার গণনা করে না।

যশোদা। অলঙ্কার—রহিত হইয়া আর কোন্ বালক থাকিতে পারে?

গোপী। অপিচ, এই বালক বানরকেও বলপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া থাকে।

যশোদা। অয়ে! বানর কি নবনীতাদি কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিতে সমর্থ হয়, ইহা কি তোমরা মানিয়া থাক?

গোপী। বানর ভোজন করিতে অশক্ত হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া দেয়। অথবা বানরের উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এই কথা বলে এবং গমনসময়ে বালিকাদিগকে রোদন করায়।

যশোদা। আমরা (তোমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া) প্রধান স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিব।

গোপী। বালকদিগকে গৃহে প্রস্রাব করায়।

যশোদা। অয়ে! না না বোধ হয় ভাল করিয়া দেখ নাই সে প্রস্রাব নহে, তৈলাদিলিপ্ত স্থানে চূর্ণ পতিত হইয়াছে।

গোপী। তোমার অগ্রে, এই বালকটী যেন ধীর স্থির হইয়া রহিয়াছে।

যশোদা। তোমাদের এই বাক্য সকল আশ্চর্য্যজনক হইয়াছে॥ ৯২॥

পুনশ্চ প্রতীতিমাসাদয়ন্ত্য ইবেদং বদন্তি স্ম। নাশ্চর্য্যমত্রাচর্য্যতাম্ ॥ ৯৩ ॥

যতঃ ;—ইন্দ্রিয়কুলমতিগূঢ়ং, নেত্রাদ্যন্তনিগূঢ়মেবাস্তি।
তন্মধ্যাদপি চিত্তং, হরতো নৃহরের্ন হার্য্যং কিম্ ॥৯৪॥

তদেবমভিষঙ্গভঙ্গীভির্ব্বরবর্ণিনীভির্ব্বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য চপলদৃষ্টিপরামৃষ্টিকর্ণং ঝটিতি জাতবিলক্ষণবর্ণং শ্রীকৃষ্ণমুখশ্রীপর্ণং নির্ব্বর্ণ্য বিহসন্তীং তামনু বিহসন্তীভিস্তাভিঃ শপন্তীভিরিব

তথাপি তত্র তত্র বিশ্বাসং কুর্ব্বতীং শ্রীকৃষ্ণজননীং প্রতি যদাচরংস্তদ্বর্ণয়তি পুনশ্চেত্যাদি পদ্যেন (প্রতীতিং আসাদয়ন্ত্যঃ বিশ্বাসং জনয়ন্ত্যঃ) ॥ ৯৩ ॥

তাং প্রতীতিমনুভবদ্দ্বারা যথা বোধিতবন্তস্তদ্বর্ণয়তি—ইন্দ্রিয়েতি পদ্যেন। অতিগূঢ়মপ্রকাশ্যং নিগূঢ়ং সুসংবৃতং ন হার্য্যং কিং ন হরণীয়ং সর্ব্বং হার্য্যমেব ॥ ৯৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। অভিষঙ্গভঙ্গীভিঃ। "আক্রোশনমভিষঙ্গ" ইত্যমরঃ। "পরাভিমুখ্যেন বাক্যযোজন"মিতি ক্ষীরঃ। "মিথ্যাপবাদ" ইতি শব্দরত্নাকরঃ। তত্র ভঙ্গীরচনা যাসাং তাভিঃ। চপলেতি চঞ্চলদৃষ্ট্যা সহ পরামৃষ্টঃ সম্বন্ধো যয়োরেবম্ভূতৌ কর্ণৌ যস্য

তথাপি তাহাদের বাক্যে ব্রজেশ্বরীর বিশ্বাস না হওয়াতে পুনর্ব্বার যেন প্রতীতি জন্মাইয়া কহিতে লাগিলেন, এ সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না ॥ ৯৩ ॥

কারণ অতিশয় গুপ্ত ইন্দ্রিয় শক্তিগণ নেত্রাদি গোলোকের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্য হইতে তোমার পুত্র চিত্ত হরণ করিয়া থাকে, অতএব নরহরি শ্রীকৃষ্ণের কোন্ বিষয় না আশ্চর্য্য জনক? ॥ ৯৪ ॥

তখন এইরূপে বরবর্ণিনী রমণীগণ আক্রোশের ভঙ্গী দেখাইয়া নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বর্ণনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া চঞ্চলচক্ষে নেত্রযুগল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম, সহসা ভাবান্তর হেতু অন্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া যশোদা যখন হাস্য করেন, তাঁহার পশ্চাৎ সেই সমস্ত নারীগণ হাসিয়া যেন অভিশাপ দিয়াই বলিলেন। যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের

ভণিতং। যদি চ বয়ং সাধুচরিতাচরিতার্থতাং গতাস্তদা ভবত্যা ভবনেঽপি শীঘ্রমেতৎ পতিষ্যতে। হসন্তী সা চোবাচ—ভদ্রং ভদ্রং তদৈব বো ভদ্রত্বমনুভবিষ্যাম ইতি। বস্তুতস্তু তস্যাঃ কোমলতায়ামবিকলিতায়াং মুহুরয়মস্মদালয়ং বলিষ্যত ইতি বিচার্য্যৈব চর্য্যেয়মমূভিরাচর্য্যতে স্ম ॥ ৯৫।

অথ সমাপনমিদং মধুকণ্ঠবচনম্ ॥ ৯৬ ॥

অদ্ভুতং বাল্যচরিতং তব সূনো ব্রজেশ্বর!।
ক্ক তৃণাবর্ত্তদলনং ক্ক মাতুর্ভয়ভাবনম্ ॥ ৯৭ ॥

তং শ্রীপর্ণং পদ্মং নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা শপন্তীভিরাক্রোশবিশিষ্টাভিরিব। সাধ্বিতি। তব পুত্রস্য সাধুচরিতে অকৃতার্থতাং প্রাপ্তাঃ এতৎ সাধুচরিতং। অবিকলিতায়াং স্বরূপেণ স্থিতায়াং অয়ং কৃষ্ণঃ বলিষ্যতে লগিষ্যতি। চর্য্যা অনুষ্ঠানং ॥ ৯৫ ॥

অধুনা সমাপ্তিপ্রকারং বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন ॥ ৯৬ ॥

তন্মধুকণ্ঠবচনং নির্দ্দিশতি—অদ্ভুতমিতি পদ্যেন। সুগমং ॥ ৯৭ ॥

চরিত্রকে সাধু করিতে যাইয়া কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই সত্য, সেইরূপ আপনার গৃহেতেই এই শ্রীকৃষ্ণের সাধু আচরণ যেন সঙ্ঘটিত হয়।

যশোদা হাসিয়া বলিলেন, ভাল ভাল, তখনই তোমাদের ভদ্রতা অনুভব করিব। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার কোমলভাব অবিকল থাকিলে পুনঃ পুনঃ এই বালক আমাদের গৃহে আগমন করিবে, এইরূপ বিচার করিয়াই ঐ সকল রমণী পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠের এইরূপ শেষবাক্য যথা— ॥ ৯৬ ॥

হে ব্রজেশ্বর! তোমার বালকের চরিত্র অপূর্ব্ব। কোথায় সেই তৃণাবর্ত্ত অসুরকে দলন করা, আর কোথায়ই বা জননীর নিকটে ভয় শঙ্কা করিয়া তাহার ভাবনা করা? ॥ ৯৭ ॥

তদেবং তদ্দিবাবৃত্তে পূর্ব্ববদেব তল্লীলাপর্ব্বণি সাক্ষাদিব বৃত্তে সর্ব্বে পুরস্কৃতব্রজেশাঃ সম্ভৃত-তত্তদাবেশা যথাযথমাত্মপথং প্রতস্থিরে ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বাল্যলীলাচৌর্য্যশৌর্য্যং নাম সপ্তমং পূরণং ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অধুনা স্বয়ং কবিস্তদ্দিনকৃত্যবর্ণনং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। আত্মপথং স্বপথং (নিজবাসগমনমার্গং) ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং সপ্তমং পূরণং ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

এই প্রকারে পূর্ব্বমতই শ্রীকৃষ্ণের সেই দিবসজাত লীলাময় উৎসব, যেন সাক্ষাৎ হইলে সকল লোক ব্রজরাজকে অগ্রে করিয়া তত্তৎ বিষয়ে হৃদয়ের একাগ্রতা ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহপথে প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে বাল্যলীলায় চৌর্য্য শৌর্য্য অর্থাৎ চৌর্য্য-বিষয়ে শূরত্ব নামক সপ্তম পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৭ ॥

অষ্টমং পূরণং

(দামবন্ধননিবন্ধনং যমলার্জ্জুনমোচনং)

অথেতরেদ্যুঃ প্রভাত এব সভামুপবিশ্য বিভাতেষু বৈশ্য-জাতেষু স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—

কদাচিদ্দামোদরমাসি দরাবসানে সামোদা যশোদা প্রাতর্বালগোপালং শয়ানমুন্মীলন্নিভ-নেত্র-নীল-নলিনযুগলং নিভাল্য শনৈরেব করকিশলয়েন পল্যঙ্কাদুপরিতল্প এব পরিলাল্য পুনরসূষুপৎ। তল্পাত্তস্মাদস্পগল্পং নিষ্ক্রামন্তী চালিন্দং বিন্দমানা

অষ্টমে পূরণে দধ্নোঽমত্রভঙ্গাদি কীর্ত্ত্যতে। ততো মাতৃকৃতো বন্ধো যমলার্জ্জুনভঞ্জনং ॥

অধুনা স্বয়ং কবি র্দ্দামবন্ধনাদিলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে— অথেত্যাদি গদ্যেন। দামোদরমাসি কার্ত্তিকে দরাবসানে শেষার্দ্ধে। উন্মীলদিতি। নিভং সদৃশং। নিভাল্য দৃষ্ট্বা। তল্পে শয্যায়াং।

এই অষ্টমপূরণে দধিপাত্রাদির ভঙ্গ, জননীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন এবং যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের ভঞ্জন বর্ণিত হইবে ॥ ০ ॥

অনন্তর অন্য দিবসে, প্রভাতকালেই বৈশ্য অর্থাৎ গোপগণ সভায় উপবেশন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত ভাব ধারণ করিলে পর স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন ;—একদা দামোদর অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে, যশোদা আমোদিত হইয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন বালগোপাল শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহার নেত্ররূপ নীলপদ্ম যেন নিমীলিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে করপল্লব দ্বারা পল্যঙ্কের উপরে শয্যার মধ্যেই লালন করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করাইলেন। সেই শয্যা হইতে অল্পে অল্পে

প্রাহ্লেতরামহ্নায় নিজালয়ব্যয়সম্বন্ধি দধি কতিপয়ং নিচিত-নিচয়গ্রন্থির্মন্থিতুমারেভে। যস্মিন্নহনি সহনন্দনাঽমন্দস্যন্দনা-রোহিণী রোহিণী প্রণয়ময়যন্ত্রণয়া নিমন্ত্রণয়া শ্রীমদুপনন্দমন্দিরং বিন্দমানাসীৎ। পরিজননার্য্যশ্চ স্বস্বকার্য্যাতিশয়পর্য্যায়পর্য্যা-পণায় গতাঃ। কার্য্যাতিশয়শ্চায়ং হায়নশীর্ষায়মাণ-মার্গশীর্ষাগমে জনবর্গমহিতমহেন্দ্রমহামহঃ কুলপরম্পরাবিহিতঃ সন্নিহিতঃ আসীদিতি ॥ ১ ॥

অস্থুপৎ। অলিন্দং প্রাঙ্গণং। প্রাহ্লেতরাং প্রত্যূষে। অহ্নায় ঝটিতি। নিজেতি। নিজগৃহে আক্রমণেন বন্ধনযুক্তং। নিচিতনিচয়গ্রন্থিঃ। নিচিতঃ নিচনবস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধনং যয়া সা। সহনন্দনা পুত্রসহিতা। অমন্দেতি। উত্তমরথারোহিণীযন্ত্রণয়া যন্ত্রণং বন্ধনং যস্যাং তয়া বিন্দমানা লভমানা। স্বস্বেতি। স্বস্বকার্য্যাণামতিশয়স্য যঃ পর্য্যায়ঃ পরিপাটী তস্য পর্য্যাপণায় সমাপনায়। হায়নেতি। বৎসরস্য মূর্দ্ধেব আচরতি যো মার্গশীর্ষো মাসস্তস্যাগমে সন্নিহিতে অর্থাৎ কার্ত্তিকশেষার্দ্ধে ॥ ১ ॥

নির্গত হইয়া এবং বহির্দ্বারে যাইয়া অতিশয় প্রত্যূষে নিজদেহে দৃঢ়রূপে বস্ত্র গ্রন্থি সত্বর বন্ধন করিয়া নিজগৃহের ব্যয়সম্বন্ধীয় দধিমন্থন কিছু করিতে আরম্ভ করিলেন। যে দিবসে রোহিণীদেবী পুত্রের সহিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শ্রীমান্ উপ-নন্দের মন্দির প্রাপ্ত হইলেন, ঐ দিন উপনন্দের মন্দিরে রোহিণীর নিমন্ত্রণ ছিল, এবং ঐ নিমন্ত্রণটী যেন প্রীতিপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ, সুতরাং প্রীতিপূর্ণ নিমন্ত্রণে আগমনও যেন যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণের মত বুঝিতে হইবে। প্রীতিপূর্ণ ভৃত্য রমণীগণ নিজ নিজ অতিশয়িত কার্য্যকে পালাক্রমে সমাপন করিবার জন্য গমন করিলেন, কার্য্যের আতিশয্যও এইরূপ, বৎসরের শীর্ষস্থানীয় মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের আগমনে জনবৃন্দ-বন্দিত ও কুলপরম্পরা ক্রমে চিরানুষ্ঠিত মহেন্দ্রের মহোৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তদেবং স্বয়মেব সযত্নীভূয় ব্রজরাজপত্নী দধিচয়মসকৃদধি-মথ্নতী তস্য নিদ্রায়া দ্রাঘীয়স্ত্বায় গায়ন্তী তদেকতানতয়া তদানন-মেব নিচায়ন্তী পরিতস্তদীয়-চরিতমেব জগৌ ॥ ২ ॥

তদুক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা ;—

"যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধি নির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥" ৩ ॥

অত্র মন্থনং যথা—

শ্যামা লোলদুকূলরত্নবিলসৎকাঞ্চীচয়েনাঞ্চিতা
তজ্ঝঙ্কার-করম্বিতধ্বনিধরশ্রীকঙ্কণালঙ্কৃতা।
পশ্যন্তী তনয়াননং লঘুলঘূন্মীলন্নিভাক্ষিদ্বয়ং
শ্রীমদ্গোপমহেশ্বরী চলভুজামথ্নাদভীক্ষ্ণং দধি ॥ ৪ ॥

অথ পরিজননারীষু কার্য্যান্তরং কর্ত্তুং গতাসু দেবরাজযাগার্থং নবনীতমুৎথাপয়িতুং ব্রজেশ্বরী স্বয়ং দধীনি মমন্থেতি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। দ্রাঘীয়স্ত্বায় দীর্ঘতার্থং। মৃদুস্বরেণ গায়ন্তী নিচায়ন্তী পশ্যন্তী। যানি যানীতি পদ্যং সুগমং ॥ ২—৩ ॥

তদানীং শ্রীব্রজেশ্বরীরূপং বর্ণয়তি—শ্যামেতি পদ্যেন। অঞ্চিতা পূজিতা ভূষিতা। তজ্ঝঙ্কারেতি

এইরূপে ভৃত্য নারীগণ স্বস্বকার্য্যসাধন-নিমিত্ত গমন করিলে নিজেই যত্নবতী হইয়া ব্রজরাজপত্নী যশোদা বারম্বার দধিমন্থন করিতে করিতে "আরও পুত্র অধিকক্ষণ নিদ্রিত থাকিবে" এই বিবেচনায় গান করিবার জন্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার মুখ দর্শন করিতে করিতে কেবল তাঁহার চরিত্রই সর্ব্বতোভাবে গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

এই বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—শুকদেব কহিলেন, একদিন গৃহদাসী সকল কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত্র ঘটিত যে যে গীত ছিল তাহা স্মরণ করিয়া গান করিতে-ছিলেন ॥ ৩ ॥

গান সময়ে মন্থন যথা—শ্যামবর্ণ অথচ আন্দোলিত পরিধেয় বসনস্থিত রত্নের

গানং যথা—

গোকুলপতি-কুলতিলক ত্বমসীহ।
কৃতসুকৃতব্রজ-রচিত-সুখব্রজ নয়নানন্দিসমীহ ॥ ধ্রু ॥
আনন্দোদ্ভব-পরমমহোৎসব-নন্দিতগোপসমাজ (ক)।
পূতনিকা-মৃতিনবমঙ্গলকৃতি-বলয়িত-গোকুলরাজ।
ধৈর্য্যনিবর্ত্তন-শকটবিবর্ত্তন-মনুভবব্যেন পরীত।
সতৃণাবর্ত্তক-বায়ুনিবর্ত্তক-পরমেশেনানীত।

কাঞ্চীসমূহস্য যো ঝঙ্কারঃ কলস্বরস্তেন কবন্ধিতো যুক্তো যো ধ্বনিস্তং ধরতি যঃ শোভাযুক্তঃ কঙ্কণস্তেনালঙ্কৃতা। লম্বিতি। মন্দমন্দমুন্মীলনসদৃশং নেত্রদ্বয়ং যস্য তৎ ॥ ৪ ॥

কৃতেতি। কৃতং সুকৃতং পুণ্যং যেন এবম্ভূতো যো ব্রজস্তস্মিন্ রচিতঃ সুখব্রজঃ সুখসমূহো যেন হে তাদৃশ। নয়নানন্দিসমীহ! সর্ব্বেষাং নয়নে আনন্দিতুং শীলং যস্য এবম্ভূতা সমীহা চেষ্টা যস্য হে তাদৃশ। পরমমিতি। আনন্দস্যোদ্ভবো যস্মাদেবম্ভূতো যঃ পরমমহোৎসবস্তেন নন্দিতো গোপানাং সমাজঃ সমূহো যেন হে তাদৃশ। পূতনিকেতি। পূতনায়া মৃত্যুরেব নবমঙ্গলকরণং তেন ব্যাপ্তো ব্রজরাজো যেন হে তাদৃশ। ধৈর্য্যেতি। বিবর্ত্তনমুচ্চাটনং তদনুভবব্যেন কুশলেন ব্যাপ্ত হে তাদৃশ। সতৃণেতি পরমেশেন শ্রীনারায়ণেন প্রাপিত হে তাদৃশ। জলজনয়ন হে পদ্মনেত্র? নৃত্য-

সহিত তাঁহার যে সকল মেখলা শোভা পাইতেছিল, তাহা দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন। সেই কাঞ্চী-নিচয়ের ঝঙ্কারযুক্ত ধ্বনিসংযোগে মনোহর কঙ্কণাভরণে তিনি অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তখন পুত্র অতি ধীরে ধীরে নেত্রযুগল উন্মীলিত করিতে লাগিলেন, পুত্রের এইরূপ মুখশোভা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী চঞ্চল বাহু দ্বারা অর্থাৎ ঘন ঘন বারম্বার দধি মন্থন করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

গান যথা—হে ব্রজরাজ কুলতিলক! তুমি এই ব্রজে বিদ্যমান রহিয়াছ, এই সকল ব্রজবাসী কত শত পুণ্য করিয়াছিল, তাহাতেই তুমি তাহাদের সুখ-সমূহ উৎপাদন করিয়াছ। তোমার চেষ্টা দেখিলে নয়নের আনন্দ হয়। আনন্দসম্ভূত পরমমহোৎসব দ্বারা তুমি গোপসমাজ আনন্দিত করিয়াছ। পূতনার মরণরূপ নূতন মঙ্গলকার্য্য দ্বারা তুমি ব্রজরাজকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছ। তুমি চিত্ত-ধৈর্য্য-বিনাশক শকটের উচ্চাটন করিয়া পরে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ। তুমি

(ক) পরমমহোৎসব ইত্যত্র জন্মমহোৎসব ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

মধুরপ্রাঙ্গণ-বিরচিতরিঙ্গণ-জলজ-নয়ন সুপুণ্য।
নানাকেলিষু নৃত্যকলালিষু দর্শিতবরনৈপুণ্য।
তর্ণকবালধি-শবলিততন্বধি-বলয়িত-মঞ্জুলশোভ।
জরতীনিবহে কৌতুককলহে প্রবলিত-মিথ্যালোভ।
মাং মাতরমনু সুখমুদ্বিতনু প্রততং সততং কৃষ্ণ।
দ্রুতমুররীকুরু তনুবৃদ্ধিং পুরু-খেলাবলিকৃতদৃষ্ট।
ত্রিভুবনদর্শন-বিস্ময়মর্শন-নিশ্চিতবৈষ্ণবমায়।
হরিবরিবস্যা-সুখদতমঃ স্যা বিগতজরামরকায়॥ ইতি ॥৫

কলালিষু নাট্যকলাশ্রেণিষু। তর্ণকেতি বৎসপুচ্ছেন মিলিতা যা তনুস্তস্যামধিকং যথা স্যাৎ ব্যাপ্তা মনোহরা শোভা যস্য হে তাদৃশ। জরতীনিবহে বৃদ্ধাসমূহে প্রবলিতমিথ্যালোভ! প্রবলিতঃ সম্বর্দ্ধিতো মিথ্যালোভো যস্মিন্ হে তাদৃশ। বিতনু বিস্তারয়। পুরুখেলেতি। বহুখেলাশ্রেণ্যা কৃতো দৃষ্টো দর্শনং যস্য হে তাদৃশ। ত্রিভুবনেতি। ত্রিভুবনদর্শনে যো বিস্ময়স্তস্মিন্ মর্শনং পরামর্শ-তস্মিন্ নিশ্চিতা বৈষ্ণবমায়া যোগমায়া যেন হে তাদৃশ। হরীতি। হরিবরিবস্যয়া নারায়ণপূজয়া সুখদতমঃ সুখদশ্রেষ্ঠঃ। বিগতা জরা যস্য সঃ বিগতজরঃ। নাস্তি মরঃ মরণং যস্য সঃ অমরঃ, পশ্চাৎ বিগতজরঃ অমরশ্চ কায়ো দেহো যস্য হে তাদৃশ ॥ ৫ ॥

তৃণাবর্ত্তের সহিত বায়ু নাশ করিলে পর পরমেশ্বর তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন। সুন্দর প্রাঙ্গণের মধ্যে তুমি হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া থাক, হে পদ্মলোচন! তোমার পুণ্য অপূর্ব্ব। নানাবিধ কেলি এবং বহুবিধ নৃত্যকলায় তুমি উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছ, বৎসগণের পুচ্ছের সহিত মিলিত হওয়াতে আরও অধিক পরিমাণে তোমার মনোহর শোভা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বৃদ্ধাগণের উপর কৌতুকবিবাদে তুমি মিথ্যা লোভ বর্দ্ধিত করিয়া থাক, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার জননী, অতএব তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা সুবিস্তৃত সুখরাশি বিস্তার কর, তুমি প্রচুর খেলা করিতে করিতে দর্শন দাও এবং শীঘ্র শরীরের বৃদ্ধি স্বীকার কর অর্থাৎ তুমি নিত্য নিত্য বাড়িতে থাক, ত্রিভুবন দেখাইতে গিয়া বিস্ময়ভাব চিন্তা-পূর্ব্বক তুমি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবী মায়া প্রকাশ করিয়াছিলে, হে কৃষ্ণ! তোমার দেহ জরা মরণবিহীন হউক এবং হরিপূজা দ্বারা তুমি অত্যন্ত সুখদাতা হও ॥ ৫ ॥

অথ লব্ধজাগরঃ স নিত্যতাশালিলালিত্যসাগরঃ সপদি রুদন্নিব সমুত্থিতবান্ ॥ ৬ ॥

মাতরমিতরাংশ্চ যথা ;—

দীর্ঘশ্বাসং গাত্রমোটপ্রযুক্তং নেত্রে মার্জ্জন্ জাগ্রদম্বেতি জল্পন্।
ক্রন্দন্মন্থধ্বানমাকর্ণ্য বালঃ শ্রীগোপালঃ প্রস্খলংস্তাং জগাম ॥৭॥

ততশ্চ ;—মাতা বাল্যতাঘটিত-লাল্যতাজটিত-প্রণয়াকুল-কাকু-লব-সঙ্কুলতয়া তেন সুভগাখণ্ডনেন বিঘটিতে ক্ষুব্ধদণ্ডস্য গতি-মণ্ডলে স্বয়ং পয়স্তননয়োস্তনয়োঃ প্রস্নবং নবকং শাবকং পায়য়ামাস * ॥ ৮ ॥

তদেবং স্বগুণগণজটিতং গানং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো নিদ্রাং ত্যক্তবানিতি বর্ণয়তি অথেতি গদ্যেন। নিত্যতেতি। সার্ব্বদিক্‌প্লাঘাবিশিষ্টকোমলতাসমুদ্রঃ ॥ ৬ ॥

ইতবান্ গতবান্। তদা শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যভাবং বর্ণয়তি দীর্ঘেতি পদ্যেন। (অম্ব হে মাতঃ) মন্থধ্বানং মন্থনশব্দং ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বাৎসল্যেন স্বয়ং ক্ষরিতস্তন্যং মাতা যথা পায়য়ামাস তদ্বর্ণয়তি মাতেতি গদ্যেন। (কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ ইত্যমরঃ) তেন পুত্রেণ পয়স্তনয়োঃ দুগ্ধস্য তনো বিস্তারো যাভ্যাং তয়োঃ শাবকং বালকং ॥ ৮ ॥

অনন্তর নিত্যতা পরিপূর্ণ লালিত্যের সাগর স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ যেন রোদন করিতে করিতে উত্থিত হওত জননীর নিকট গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

জননী এবং অন্যান্য লোকের প্রতি যথা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গাত্রমোটন নেত্রযুগল মুছিতে মুছিতে জাগরিত হইয়া, মা, মা, বলিতে বলিতে রোদন করিয়া এবং মন্থানদণ্ডের শব্দ শুনিয়া সেই শ্রীমান্ বালগোপাল স্খলিতপদে (থড়বড়্ করিয়া যেন পড়িতে পড়িতে) জননীর নিকট গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তাহার পর জননী বাল্যকালোচিত লালন পালন দ্বারাসম্বর্দ্ধিত রাশীকৃত

* লাল্যতাজটিতেতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

পয়ো বর্ষতি ধারাভির্বর্ষাবন্মেদুরশ্রিয়ঃ।
তস্যাঃ পয়োধরে সুষ্ঠু কৃষ্ণশ্চাতকতাং গতঃ ॥ ৯ ॥

সা তত্র গর্দ্ধেনার্দ্ধে তেন পীতে ধন্যে স্তন্যে নেত্রানন্তর-গৃহান্তরসন্তপ্যমানপয়ঃ-সন্তানানামুৎসেকং প্রতি নির্ব্বিবেকতাং প্রতিপদ্য সদ্য এব তং বিহায় যদ্দ্রুতবতী দ্রবগমনে তস্য পতন-ভীত্যা চ ন তং গৃহীত্বা গতবতী ॥ ১০ ॥

স্বস্যাঃ স্তন্যে শ্রীকৃষ্ণস্য লালসাং বর্ণয়তি পয়ো বর্ষতীতি পদ্যেন। পয়োধরে স্তনে মেঘে চ ॥৯॥

তদেন্দ্রযাগার্থমাবর্ত্তিতেষু দুগ্ধেষু উচ্ছনতাং প্রাপ্তেষু স্তনপায়িনং পুত্রং ত্যক্ত্বা যথা যয়াবিতি বর্ণয়তি সা তত্রেত্যাদিনা গদ্যেন। নেত্রেতি। নেত্রব্যবহিতগৃহমধ্যে সন্তপ্যমানং যৎপয়স্তস্য সন্তানানাং প্রবাহাণাং উচ্ছলিতত্বং প্রতি বিবেচনারাহিত্যং। তং তাদৃশপুত্রং। তস্য পুত্রস্য ॥ ১০ ॥

স্নেহভরে এবং কাকূক্তির লেশে (ক) পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন অর্থাৎ বাবা বাছা করিয়া কতই বাক্য ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন এবং সুভগাখণ্ডন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠসুভগ পুত্র যখন ক্ষুভিত মন্থান দণ্ডের গতি সকল রোধ করিয়া দিলেন, তখন তিনি দুগ্ধধারাস্রাবি স্তনদ্বয়ের দুগ্ধ নবশিশুকে পান করাইলেন ॥ ৮ ॥

বর্ষাকালের ন্যায় স্নিগ্ধশোভাশালিনী জননী স্তনদুগ্ধধারা বর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ একটী সুন্দর চাতক-পক্ষির ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

তথায় শ্রীকৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষার সহিত ধন্য স্তন্যদুগ্ধ অর্দ্ধ মাত্র পান করিলে যশোদা নেত্র ব্যবধানযুক্ত গৃহমধ্যে সন্তপ্ত দুগ্ধপ্রবাহ যে উচ্ছলিতভাব ধারণ করিয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছিলেন, দ্রুতগমনে পতিত হই এই ভয়ে তাঁহাকে লইয়া গমন করেন নাই ॥ ১০ ॥

(ক) শোক ও ভয়াদি বশতঃ যে স্বরের বিকার অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের অন্য অবস্থা তাহাকে কাকু কহে।

মধুকণ্ঠ উবাচ—কিমিত্থমাত্থ। তাবন্মাত্রায় তস্য কথং ক্ষুৎক্ষামগাত্রাদ্বালপুত্রাদন্যত্র যাত্রাযুক্তিপাত্রায়তাং সা হি বৎসবৎসলানামচ্ছতাভাগুপমা।

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সহাসমাহ স্ম—গুরো পুরোঽবধীয়তাং যদ্বাৎসল্যবিলাস এব খল্বয়মস্যাঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ। কথমিব?

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—তথাহি—যে গেহদেহাদীংস্তং বিনাঽস্তমিতপ্রায়ান্মন্যন্তে স্ম। তে তু তজ্জন্মারভ্য তন্মমতাময়মমতা এব তাভ্যাং পিতৃভ্যামভ্যমন্যন্ত। "যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" ইতি ব্রহ্মবাক্যে ব্রজমাত্রস্যাপি তথা

অত্র সমাধানার্থং মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োর্ব্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—কিমিত্থমাত্থেত্যাদি গদ্যেন (তাবন্মাত্রায় পয়োরক্ষণার্থং) যুক্তিযোগ্য ইবাচরতাং। অচ্ছতাং প্রসন্নতাং ভজমানা। অস্তমিত-

মধুকণ্ঠ কহিলেন, কেন তুমি এরূপ কহিতেছ? কেবলমাত্র ঐরূপ কার্য্য অর্থাৎ দুগ্ধ রক্ষার জন্যই ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? কারণ যে সকল পুত্রস্নেহবতী রমণী আছে, তাহাদের মধ্যে তিনি নির্ম্মল উপমাস্থল।

স্নিগ্ধকণ্ঠ সহাস্যে কহিলেন, হে গুরো! আপনি প্রথমেই ইহা শ্রবণ করুন, যে হেতু জননীর ইহাও একপ্রকার বাৎসল্যের পরিপাটী।

মধুকণ্ঠ বলিলেন, কি প্রকার?

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, দেখুন যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত গৃহদেহাদি বস্তু সকল প্রায় অস্তমিত অর্থাৎ যেন লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে,এইরূপ ভাবিয়াছিলেন,শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি "আমার পুত্র" এই প্রকার ভাবপূর্ণ মমতা আছে বলিয়া পিতা মাতা বিবেচনা করিয়াছিলেন। "যাহাদিগের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় সমুদয় আপনাতে অর্পিত, তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন?" দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

শ্রূয়তে কিমুত তয়োরিতি। ইদঞ্চ মুগ্ধং দুগ্ধং দধি চ তদধিক-তৎপ্রধানতাবধিকমেবেতি সবিশেষতয়াবগম্যতে ॥ ১১ ॥

তদেবং সতি তস্যাঃ সেয়ং ভাবনা ক্লেশমপি বিষহ্য স্পৃহ্য-মাণাং নানানিজগৃহ্যক্রিয়াং সাম্প্রতন্তু দেহগেহাদধিকং ন জানাতি সোঽয়ং বালক ইতি দয়নীয়তয়াস্মদীয়মেব খল্বেতদীয়কৃত্যং কৃত্যমিতি। সোঽয়মেবম্বিধস্নেহবিবিধবিধিস্তৈরেব বোদ্ধু-মধ্যবস্যতে। যৈ কৃতং তর্জ্জনতাড়নাদিকমপি লালনাময়তাং কলয়তি কিমুতান্যৎ ॥ ১২ ॥

প্রায়ান্ স্বসত্তাবিরহিতপ্রায়ান্ আবয়োঃ পুত্রে এতে অতিমমতাবন্ত ইতি। মুগ্ধং মনোহরং পুত্রাদধিকং যত্তস্মিন্ মমতাপ্রাধান্যং তৎ অবধিযস্য তত্তৎ ॥ ১১ ॥

অস্মাকং ধামাদিকং শ্রীকৃষ্ণার্থমেব দুগ্ধাদিকন্তু তস্য ভোগ্যত্বাৎ প্রিয়মেব অত একস্য ত্যাগো দুঃসহ ইতি প্রাপ্তে তস্যা এবং ভাবনা জাতেতি বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। গৃহ্যক্রিয়াং— গৃহযোগ্যকার্য্যং দয়নীয়তয়া কৃপালুত্বেন তদীয়কৃত্যং দুগ্ধাদিরক্ষণং তৈরেব "যদ্ধামার্থেত্যা"দিনাভি-হিতৈঃ কলয়তি কৃষ্ণো মন্যতে ॥ ১২ ॥

৩৩শ শ্লোকে এইরূপ ব্রহ্মবাক্যে যখন ব্রজমাত্রেরই সেইরূপ ভাব শ্রবণ করা যাইতেছে, তখন পিতা মাতার কথা আর কি বলিব ?। অতএব এই মনোহর দুগ্ধ ও দধি দেহগেহাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য, এ কারণ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা মমতার আস্পদ এবং তাহাই চরমসীমা বলিয়া বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা কৃষ্ণের প্রিয় বস্তুতেই অধিক অনুরাগ হওয়া যশোদার উচিত এবং পুত্রবৎসলা-জননীর এইরূপ স্বভাবই চিরন্তন। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্ত যখন এই প্রকার হইল তখন যশোদার পক্ষে কৃষ্ণের দ্রব্যাদির ভাবনাই সর্ব্বাগ্রে উচিত হয়। সুতরাং তিনি নানাবিধ ক্লেশকে সহ্য করিয়াও নিজের স্পৃহণীয় নানাপ্রকার গৃহোচিত কার্য্যকে সম্প্রতি জানিতে পারিতেন না, কিন্তু "এই আমার সেই বালক" এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেহ ও গেহাদি হইতেও অধিক রূপে জানিতেন এবং এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দয়ার পাত্র ছিলেন এই বলিয়াই "কৃষ্ণ-কার্য্যই আমাদের কার্য্য এবং তাহাই কর্ত্তব্য" (এই ভাবনা জননীর মনে সর্ব্বদাই হইত) সুতরাং স্নেহের নানারূপ পরিপাটী থাকায় এই সেই পুত্র বলিয়া তাহাকে

যতঃ ;—

স্নেহতঃ ক্বচন রুট্ প্রজায়তে, তস্য বন্ধনকরী চ দৃশ্যতে।
মেদুরেঽপি মুদিরে তথা তথা, বিদ্যুদগ্নিরসকৃচ্চ বর্ত্ততে ॥১৩॥

তথাহি তয়োর্ম্মিথো হিতয়োরুভয়োরপি চরিতং। দুগ্ধায় গমনসময়ে সা খলু তন্মুদিততা-নিবন্ধনমিদমুদিতবতী। বৎস নির্ম্মঞ্ছনং ভজামি ক্ষণং তাবন্মথন-গর্গরী রক্ষতাং ত্বদীয়ং পয়ো বীক্ষ্য যাবদদ্ভুতমহমায়ামীতি ॥ ১৪ ॥

তৈঃ স্নেহতঃ কৃতাপি তাড়নাদির্লালনহেতুকৈবেতি সদৃষ্টান্তং বর্ণয়তি—স্নেহত ইতি গদ্যেন রুট্ ক্রোধঃ তস্যাতিমমতাপাত্রস্য সা রুট্ মেদুরে অতিস্নিগ্ধেঽপি মেঘে ॥ ১৩ ॥

ততশ্চ তয়োর্মাতাপুত্রয়োর্বিহিতং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তয়োরিত্যাদি গদ্যেন। তন্মুদিতেতি পুত্রস্য হর্ষকারণং ॥ ১৪ ॥

বুঝিতে পারিতেন। অধিক কি বলিব যাঁহারা তর্জ্জন এবং তাড়নাদি করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া থাকেন যে, আমাকে ইহাঁরা লালন করিতেছেন ; কারণ শিশুর মাতা পিতার প্রতি তাড়নাদিও লালন পালনের অন্তর্গত। অতএব নিরবচ্ছিন্ন লালন পালনের কথা আর কি বলিব ॥ ১২ ॥

যদি কখন স্নেহবশতঃ ব্রজবাসিগণের ক্রোধ জন্মিত, সেই ক্রোধে অত্যন্ত মমতার পাত্র শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনযন্ত্রণাও ভোগ করিতেন। দেখুন স্নিগ্ধমেঘেও কখন কখন ঐ প্রকারে বৈদ্যুতিক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে (ক) ॥ ১৩ ॥

উক্ত বাক্যের প্রমাণ যথা—মাতা এবং পুত্র ইহারা উভয়ে উভয়ের হিতকারী ইহাদিগের পরস্পর চরিত্র শ্রবণ করুন। সেই জননী তখন পুত্রজনিত হর্ষ নিবন্ধন

(ক) রস দ্বিবিধ। স্থায়ী ও সঞ্চারী। এখানে বাৎসল্যগত স্নেহই স্থায়ী, ক্রোধাদি সঞ্চারী। মৃণ্ময়ীপ্রতিমাতে সাদা রং না দিলে যেমন অন্য ভাল রং স্থায়ী হয় না, অথবা প্রথম কষায়াদি রং না করিলে পট্টবস্ত্রাদিতে যেমন অন্য ভাল রং ঠিক্ হয় না তেমনি সঞ্চারী ব্যতীত স্থায়ী রসের পুষ্টি হয় না। শিশুর প্রতি গুরুজনের ক্রোধও সেইরূপ বাৎসল্য-রসের পুষ্টিকারক ভিন্ন কিছুই নয়। বিদ্যুৎটী মেঘেরই অঙ্গ, উহা না থাকিলে মেঘের মেঘত্ব থাকে না।

ততশ্চ,—যাবদ্বিহায় পৃথুকং বত মন্থনাস্তা-
দম্বা যযৌ দ্রুতমসৌ তত আযযৌ চ ।
তাবৎ পয়োধরযুগং হৃদয়স্থবস্ত্র-
ক্নোপং ববর্ষ পথিপিচ্ছিলতা যথাসীৎ ॥ ১৫ ॥

তদেবমপি সতু নিজার্থিতে প্রত্যর্থিতে ভৃশমাবিজতে স্ম ।

যথা ;—তেনাথ কোপস্ফুরিতারুণাধরং
সন্দশ্য দৃগ্‌ভ্যামুদসর্জি রোদনং
দণ্ডাহতামত্রমখণ্ডি চাশ্মনা
নালম্ভি তস্মিন্নবনীতমণ্বপি॥ ১৬ ॥

তদা চ তস্যা বাৎসল্যজাতং কার্য্যং বর্ণয়তি—যাবদিত্যাদি পদ্যেন। মন্থনাস্তান্মন্থননিকটস্থানাৎ ততঃ দুগ্ধাবর্ত্তনস্থানাৎ বস্ত্রক্নোপং বস্ত্রমার্দ্রীকৃত্য ॥ ১৫ ॥

তদানীন্তনং শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিনা গদ্যেন চ। প্রত্যর্থিতে প্রত্যাখ্যাতে বিজতে স্ম উদ্বিগ্নো বভূব। রোদনমশ্রুজলং। দণ্ডাহতামত্রং দণ্ডেন লগুড়েন আহতং যদমত্রং মন্থনপাত্রং তৎ শিলয়া খণ্ডিতং। যেনাল্পমপি নবনীতং তস্মিন্ ন প্রাপ্তং ভবিষ্যতি ॥

অথবা "দণ্ডাহতং কালশেয়মরিষ্টমপি গোরসং" ইত্যমরোক্ত্যা দণ্ডাহতশব্দে ঘোলাখ্য-দধি-বিকারবাচী তস্য অমত্রং মন্থনপাত্রং ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এই বাক্য বলিয়াছিলেন। বৎস! আমি তোমার নির্ম্মঞ্ছন করিতেছি, তুমি ক্ষণকালের জন্য এই মন্থনগর্গরী (কলসীটা) রক্ষা কর, তোমার যে দুগ্ধ প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেখিয়া এই আমি যত সত্বর পারি আসিতেছি ॥ ১৪ ॥

হায়! তাহার পর সেই জননী যেমন বালককে পরিত্যাগ করিয়া সেই মন্থন-স্থান হইতে দ্রুত গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে আগমনও করিলেন, অমনি তাঁহার স্তনযুগল হৃদয়স্থিত বস্ত্র আর্দ্র করিয়া এমনভাবে বর্ষণ করিল যাহাতে পথ পর্য্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া পড়িল ॥ ১৫ ॥

কিন্তু এইরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে বস্তু প্রার্থনা করেন তাহাতে বাধা ঘটায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যথা—

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কোপস্ফুরিত রক্তবর্ণ অধর দর্শন করিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু

অত্র তু বর্ণয়ন্তি—

দন্তেন্দুলেখাবিশদাধরারুণং চক্ষুশ্চকোরদ্বয়মশ্রু চাদধে।
তদা শিশোরস্য করাম্বুজন্মনাপ্যরিষ্টমুদ্ধূয় বলাদ্বিজৃম্ভিতম্॥১৭॥

তদেবং কলশান্তরীণে কালশেয়ে সর্ব্বতো রীণে পর্ব্বান্তরমপি জাতং যথা ॥ ১৮ ॥

ততো গৃহাভ্যন্তরশিক্যলক্ষিতং হৈয়ঙ্গবীনং পরিগৃহ্য যত্নতঃ।
জঘাস তত্রোর্ব্বরিতন্তু পক্ষক-দ্বারেণ নিহ্নুত্য জহার কেশবঃ॥১৯

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রোধজনিতং ভাবং বর্ণয়তি দন্তেন্দুলেখেতি পদ্যেন। অস্য শিশোঃ কৃষ্ণস্য শুক্লা দন্তচন্দ্রশ্রেণী অধরেণ রক্ততামাদধে তথা নেত্রচকোরদ্বয়ং অশ্রু চ আদধে, তথা করপদ্মেন গোরসং বলাদ্বিনশ্য স্ফুরিতং। অরিষ্টমশুভং গোরসঞ্চ ॥ ১৭ ॥

ফলিতং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। কলসান্তরীণে কলসমধ্যস্থে কালশেয়ং তক্রং রীণে গতে সতি পর্ব্বান্তরং পর্য্যায়ান্তরং উৎসবান্তরং ইতি পাঠে প্রকারান্তর ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রকারান্তরং বর্ণয়তি তত ইত্যাদি পদ্যেন। পক্ষকদ্বারেণ খিড়কীতি প্রসিদ্ধেন ॥ ১৯ ॥

বর্ষণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রস্তর খণ্ডদ্বারা ঘোল মন্থনের পাত্রটী ভগ্ন করিলেন অথচ তাহাতে অণুমাত্রও নবনীত প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৬ ॥

এস্থানে পণ্ডিত সকল এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যথা—তৎকালে ঐ শিশুর শুক্লবর্ণ দন্তরূপ চন্দ্রশ্রেণী অধরের রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং নেত্ররূপ দুইটী চকোর পক্ষী অশ্রু ধারণ করিল তথা করপদ্ম বলপূর্ব্বক গোরস বিনষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

এইরূপে কলশের মধ্যস্থিত তক্র (ঘোল) সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইলে, অন্য আর এক প্রকার উৎসব ঘটিয়াছিল যথা— ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গৃহের মধ্যস্থিত শিক্যে (শিকাতে) যে সদ্যোজাত ঘৃত রক্ষিত ছিল, তাহা সযত্নে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাথায় প্রচুর পরিমাণে যে সকল সদ্যোজাত ঘৃত ছিল, তিনি তাহা পক্ষদ্বার (খিড়কি) দিয়া গোপনভাবে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

স চ যত্নো যথা ;—

কুঞ্চীক্ষেপাদর্গলামন্তরঙ্গামল্পাং মুঞ্চন্ সদ্ম গত্বা যুযোজ।
কৃত্বা খট্টাং তত্র নিঃশ্রেণিকাভাং কৃত্বা সর্পিগু´প্তমঞ্চন্নপাগাৎ ॥২০

ততঃ ক্ষণাদ্দুগ্ধমিতং তু মুগ্ধতা-
মাধায় মাতা সুতমাগমদ্দ্রুতম্।
অপ্রাপ্য তং তস্য তু কর্ম্ম তদ্বিধং
বুদ্ধা সকোপং সসুখং জহাস সা ॥ ২১ ॥

তত্র—প্রথমং শঙ্কাসঙ্কসুকায়াং তস্যাং যোগমায়াপ্রকাশিতাকাশবাগেব হাসপ্রকাশনস্য বোধস্য কারণং জাতম্ ॥ ২২ ॥

তং যত্নং বিশদ্য বর্ণয়তি কুঞ্চীত্যাদি পদ্যেন। কুঞ্চী অর্গলমোচনস্য সাধিনী তস্যাঃ ক্ষেপাৎ কপাটান্তঃক্ষেপং প্রহৃত্য তয়াচ মধ্যস্থাং ক্ষুদ্রামর্গলাং মুঞ্চন্ গৃহং প্রবেশ্য :পুনস্তামর্গলাং যুযোজ নিরোধয়ামাসেত্যর্থঃ। তত্রেত্যাদি তত্র সদ্মনি খট্টাং নিঃশ্রেণিকাভ্যাং কাষ্ঠময়সোপানতুল্যাং অঞ্চন্ গচ্ছন্ পলায়ত ॥ ২০ ॥

তদৈব মুগ্ধতাং স্তব্ধতাং ইতমাগতং দুগ্ধমাধায় অবতার্য্য মাতা আগতেতি বর্ণয়তি তত ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ২১ ॥

অধুনা কোপসুখহাসসমাধানে যোগমায়াকৃত্যং বর্ণয়তি তত্র প্রথমমিত্যাদি পদ্যেন। শঙ্কাসঙ্কসুকায়াং শঙ্কসুকঃ অস্থিরঃ। শঙ্কয়া অবস্থায়াং। সা আকাশবাক্ ॥ ২২ ॥

সেই যত্ন এই প্রকার যথা—কুঞ্চী অর্থাৎ অর্গলা মোচক কোন বিশেষ যন্ত্র দ্বারা কবাট মধ্যে আঘাত করত তাহা দিয়া মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র অর্গলা মোচন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুনর্ব্বার কবাটকে বন্ধ করিয়া দিলেন, তথা সেই গৃহে খট্টাকে কাষ্ঠময় সোপানরূপে পরিণত করিয়া ঘৃত হরণ পূর্ব্বক গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর ক্ষণকালমধ্যে জননী চুল্লীর উপর পাক পাত্রে উদ্বর্ত্তিত দুগ্ধ গাঢ় হইয়া স্থির হইলে পর তাহা অবতারিত করিয়া শীঘ্র পুত্রের নিকটে আগমন করিলেন ; কিন্তু সে স্থানে পুত্রকে না পাইয়া এবং তাহার তাদৃশ কর্ম্ম জানিতে পারিয়া যশোদা "ক্রোধ ও আনন্দ" এই দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক হাস্য করিলেন ॥ ২১ ॥

তথায় জননী প্রথমে শঙ্কা বশতঃ অস্থির হইলে যোগমায়ায় প্রকাশিত আকাশ বাণীই হাস্য-প্রকাশক জ্ঞানের কারণ হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

সা যথা—

শিশুমধুকৃদতক্ষন্মধ্বসিদ্ধং পিপাসন্
সরসিজমুকুলাধশ্ছেদমাচর্য্য পশ্যন্।
দ্রববিগলনমাত্রং তত্র নির্ব্বিদ্য মধ্যে
কমলমপরমঞ্চন্ প্রাপ তস্মিন্ মধূনি ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ—

শময়াঞ্চকৃষে দুগ্ধং, ক্ষুভিতং তত্তব সুদক্ষতা কলিতা।
শময়সি যদি শিশুকোপং,তাদৃশমুচ্চৈস্তদা প্রশংস্যেথাঃ ॥২৪

তামাকাশবাচং বর্ণয়তি—শিশুমধুকৃদিতি পদ্যেন। বালমধুকরঃ পিপাসান্বিতঃ সন্ মধু অসিদ্ধং যত্র তৎ পদ্মমুকুলং অতক্ষন্ খণ্ডিতবান্ তত্র মধু অপ্রাপ্য তস্যাধশ্ছেদমাচর্য্য তত্র মধ্যে দ্রববিগলনমাত্রং পশ্যন্ নির্ব্বিদ্য অপরং পদ্মং গচ্ছন্ তত্র মধূনি প্রাপ। তথা হৈয়ঙ্গবীনপ্রাপ্ত্যর্থং পুত্রেণ তাদৃশো যত্নঃ কৃত ইতি ॥ ২৩ ॥

পুনরাকাশবাক্যং বর্ণয়তি সময়াঞ্চকৃষে ইতি পদ্যেন। কলিতা জ্ঞাতা। প্রশংস্যেথাঃ প্রশংসাবিষয়িণী স্যাঃ ॥ ২৪ ॥

আকাশবাণী যথা—এই বালমধুকর পিপাসান্বিত হইয়া যাহাতে মধু সঞ্চিত হয় নাই সেইরূপ পদ্মমুকুল খণ্ডিত করিয়াছে। তথায় মধু না থাকায় তাহার অধোদেশচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে দ্রুত গলনমাত্র দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছে। এবং অপর পদ্মের নিকট গিয়া তথায় মধু সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। (সেইরূপ সদ্যোজাত ঘৃত পাইবার জন্য তোমার পুত্র এইরূপ যত্ন করিয়াছে) ॥ ২৩ ॥

অপিচ, তুমি যে ক্ষুভিত দুগ্ধ উপশমিত করিয়াছ, তাহাতেই তোমার দক্ষতা জানা গিয়াছে, কিন্তু যদি তুমি তোমার পুত্রের তাদৃশ কোপ নিবারণ করিতে পার তাহা হইলে তুমি অধিকতর প্রশংসা-ভাজন হইতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

তদেবং শ্রুত্বা হসিত্বা কালশেয়লেশাধ্যবসেয়তামপহ্নবচরণচিহ্নমীক্ষিত্বা সাধকতমান্তরেণ দ্বারযন্ত্রং মোচয়িত্বা চ সা পুনরেবমাচচার ॥ ২৫ ॥

গত্বা গৃহাভ্যান্তরমন্যদপ্যসৌ দৃষ্ট্বা স্ম তস্যাতুলচাপলং প্রসূঃ।
তদীয়বর্ত্মানুগমেন চ ক্রমাদালোকয়ল্লোলবিলোচনঞ্চ তম্ ॥২৬

তত্র লোলবিলোচনত্বং যথা—

হরিরভিহৃতবানিহাস্মি দৃশ্যঃ কথমথ মাতরমীক্ষণং নয়ানি।
ইতি নয়নযুগং শ্রুতিদ্বয়ান্তর্ম্মুহুরিব বেশয়তি স্ম বালকৃষ্ণঃ ॥২৭

ততো ব্রজেশ্বরীকৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিনা গদ্যেন। কালশেয়েতি তক্রস্য লেশমাত্রতাপহ্নবচরণচিহ্নং চৌর্য্যপদচিহ্নং ॥ ২৫ ॥

ততো মন্থনগৃহমধ্যং প্রবিশ্য তত্র পুত্রমদৃষ্ট্বা ক্রমেণ তমপশ্যদিতি বর্ণয়তি গত্বেতি পদ্যেন ॥২৬॥

তদা ভয়েন শ্রীকৃষ্ণস্য কার্য্যং বর্ণয়তি—হরিরিত্যাদি পদ্যেন। অস্মি অহং হরির্হৃতবানিহ মাত্রা দৃশ্যঃ। মাতরমিতি হেতুকর্ম্ম। ঈক্ষণং দর্শনং। নয়ানি প্রাপয়াণি। শ্রুতিদ্বয়ান্তঃকরণমধ্যে নিবেশয়তীব ॥ ২৭ ॥

তখন ব্রজেশ্বরী আকাশবাণী শ্রবণানন্তর হাস্য করিলেন এবং ঘোলের চিহ্নদ্বারা নিশ্চয় করা যাইবে বলিয়া চৌর্য্যপদক্ষেপ দর্শন করত অন্য কোন প্রকার উপায়দ্বারা দ্বারযন্ত্র মোচন পূর্ব্বক তিনি পুনর্ব্বার এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন ॥২৫॥

যথা জননী গৃহের অভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক পুত্রের আর এক প্রকার অনুপম চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় পথের অনুগমন করত ক্রমে সেই ভীতি-চঞ্চল-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬ ॥

তথায় তাঁহার চক্ষুর চাঞ্চল্য যথা—"আমি সদ্যোজাত ঘৃত চুরী করিয়াছি, জননী এই স্থানে আমাকে দেখিতে পাইবেন, আমি কিরূপে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব" এই বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ আপনার নয়নযুগলকে যেন কর্ণদ্বয়ের মধ্যে বারবার নিবেশিত করিলেন অর্থাৎ কোন পথে মাতা আসিতেছেন এই ভাবিয়া সেই পথেই আগমন চিহ্ন চিন্তা করত কর্ণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অধোমুখীকৃত্য বলাদুদূখলং
নিবিশ্য তস্যোপরি চঞ্চলেক্ষণম্।
কীশায় সর্পির্দ্দদতং প্রসূঃ সুতং
বীক্ষ্য স্মিতং প্রাপ তথা চ বিস্মিতম্॥ ২৮॥
গূঢ়ং প্রতস্থে কৃতমোষমাত্মজং
ধর্ত্তুং প্রসূরেষ নিরীক্ষ্য চাদ্রবৎ।
প্রসিদ্ধিরেষা খলু লোকতঃ শতং
দৃশোর্ম্মতং হর্ত্তরি ভর্ত্তরি দ্বয়ম্॥ ২৯॥

স খলু দৃপ্তঃ শাখামৃগস্তু নবনীতানাং তৃপ্তঃ পটবেষ্টিতযষ্টিমেতাং দৃষ্ট্বা দ্রুতমেব শাখামারূঢ়ঃ॥ ৩০॥

অত্র যথা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনং জাতং তদ্বর্ণয়তি অধ ইত্যাদি পদ্যেন। বিস্মিতং বিস্ময়ং॥ ২৮॥

তদা মাতা পুত্রয়োর্ধারণপলায়নপরিপাটীং বর্ণয়তি—গূঢ়মিতি পদ্যেন। শতমিতি নেত্রয়োঃ শতং হর্ত্তরি মতং, ভর্ত্তরি স্বামিনি নেত্রয়োর্দ্বয়ং মতং (ধনস্বামিনা নেত্রদ্বয়েন দৃষ্ট্বা যদ্ধনং রক্ষ্যতে চৌরেণ তু নেত্রশতেন তদপহ্রিয়তে। চৌরস্য তু কিমপি অগোচরং নাস্তীতি ফলিতার্থঃ)॥ ২৯॥

পলায়নানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—স খল্বিত্যাদি গদ্যেন। দৃপ্তঃ বলেন গর্ব্বিতঃ নবনীতানামিতি করণে ষষ্ঠী॥ ৩০॥

তথায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন যথা—বলপূর্ব্বক উদূখল অধোমুখ করিয়া তাহার উপর বসিয়া চঞ্চলনেত্রে যখন বানরকে ঘৃত দান করিতেছেন, তখন জননী পুত্রকে ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিয়া অল্প মৃদুহাস্য করিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন॥ ২৮॥

ব্রজেশ্বরী চৌর্য্যকারি পুত্রকে ধরিবার নিমিত্ত গোপনে প্রস্থান করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইলেন। লোকমধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, চৌরের শত-চক্ষু এবং ধনস্বামির দুই-চক্ষুমাত্র অর্থাৎ গৃহ স্বামী দুই চক্ষুতে দেখিয়া ধন রক্ষা করে, চোর তাহা শত চক্ষুতে দেখিয়া হরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে—গৃহী বহু বহু সতর্কতাপূর্ব্বক ধন রক্ষা করিলেও চোরের তাহা দুর্জ্ঞেয় হয় না সহজেই হরণ করিয়া লয়॥ ২৯॥

বলগর্ব্বিত বানরও নবনীতাদি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল, পরিশেষে

অথ দ্রবন্তং সুতমন্বগাৎ প্রসূঃ
প্রসূনবৃষ্টি-প্রথ-কেশবন্ধনা।
ক্ব যাসি রে চোরবরেতি জল্পিতা-
নাতিস্ফুট-ক্রন্দনহাসসুন্দরম্॥ ৩১॥
তোকং ধর্ত্তুং সা সমীপেঽপি শীঘ্রং
ধাবন্তী তৎ প্রাপ ধাবন্ন মাতা।
প্রাগঞ্চন্তং বায়ুবেগাৎ প্রতীচী-
স্তোকাম্ভোদং যদ্বদম্ভোদবীথী॥ ৩২॥

ততঃ পলায়মানং পুত্রং ধর্ত্তুং মাতা যথা অনুজগাম তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি পদ্যদ্বয়েন। প্রসূনেতি প্রসূনস্য পুষ্পস্য বৃষ্টেঃ প্রথা বিস্তারো যস্মাদেবম্ভূতং কেশবন্ধনং যস্যাঃ সা। নাতীতি ন অতিস্ফুটং ক্রন্দনং যত্র অথ চ হাসেন সুন্দরং তোকমিতি পরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ॥ ৩১॥

বেগেন গতিমন্তং তোকং প্রাগঞ্চন্তমিতি বায়ুবেগাৎ পূর্ব্বদিশং গচ্ছন্তং অল্পমেঘং পশ্চিমদিগ্‌গতা মেঘশ্রেণী যদ্বন্ন প্রাপ॥ ৩২॥

ব্রজেশ্বরী একখানি যষ্টি,বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া শীঘ্র বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল॥ ৩০॥

অনন্তর পুত্র যখন দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন, তখন জননী পুত্রের অনুগমন করিলেন, অনুগমনকালে তাঁহার কবরী হইতে পুষ্পদাম ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিলেন, অরে চোররাজ! তুই কোথায় যাইতেছিস্। এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অপরিস্ফুট ক্রন্দন এবং হাস্য দ্বারা বালকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বালককে ধরিবেন বলিয়া সেই জননী শীঘ্র নিকটে ধাবমান হইলেন, অথচ জননী সেই ধাবমান পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত এই, পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তিনী মেঘমালা যেরূপ বায়ুবেগে পূর্ব্বদিকে গমনোদ্যত অল্প মেঘকেও লাভ করিতে পারে না, ইঁনিও সেইরূপ পুত্রকে ধরিতে পারিলেন না॥ ৩১॥ ৩২॥

অথ পুরদ্বারং ন মাতুর্গমনদ্বারমিতি মত্বা পলায়নগ্রহিল-স্তদ্দিশমেব জগ্রাহ। জননী তু তদানীং তত্রাজনতাং জানতী তমেবানুযাতবতী ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চ—

যদাদ্রবৎ পৃষ্ঠমনীক্ষমাণস্তদা ন লেভে পৃথুকো জনন্যা।
যদা ভয়াদ্বীক্ষিতবান্ স পশ্চাত্তদা তয়াসৌ জগৃহে করেণ ॥৩৪ ॥

স চ তথাপি—

অক্ষিণী দ্রবগমায় সাক্ষিণী, রোদনং ক্রুদুদয়প্রণোদনম্।
চালনং বপুষি ধার্ষ্ট্যপালনং, সৃষ্টবান্ বপুষি(১) ন মৃষ্টবান্ ॥ ৩৫

তদা মাতাপুত্রয়োর্যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি--অথ পুরদ্বারমিত্যাদি গদ্যেন। দ্বিতীয়ং দ্বারমবকাশং। গ্রহিল আগ্রহবিশিষ্টঃ। তত্রাজনতাং পুরদ্বারে জনরাহিত্যং ॥ ৩৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো মাত্রা যথা ধৃতস্তৎপ্রকারং বর্ণয়তি---যদেতি পদ্যেন। সুগমং ॥ ৩৪ ॥

বেগেন গতিং নিবারয়িতুং অক্ষিণী সাক্ষিণী সৃষ্টবান্, তথা মাতুঃ ক্রোধস্য প্রণোদনং যস্মাদেবং রোদনং সৃষ্টবান্ তথা বপুষি চালনং কম্পং সৃষ্টবান্। সাক্ষিণী প্রত্যক্ষদর্শিনী। বপুষি প্রশস্তে বপুষি শরীরে ধূলিং ন মার্জ্জয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর, পুরদ্বার কখন জননীর গমনদ্বার নহে, ইহা ভাবিয়া বালক পলায়ন করিতে ইচ্ছা করত সেই দিকেই গমন করিলেন, আর জননী তৎকালে তথায় জনতা বিদ্যমান নাই জানিয়া তাঁহারই অনুগমন করিলেন কারণ জনতা মধ্যে কুলবধূ যশোদার গমন উপযুক্ত নহে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া যখন পলায়ন করিলেন, তখন জননী তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি যখন ভয়ে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই যশোদা করদ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিতে পারিলেন ॥ ৩৪ ॥

তথাপি, তিনি দ্রুতগমনের জন্য দুইটী চক্ষুকে সাক্ষি স্বরূপ করিলেন, মাতার কোপ প্রকাশকে নিবারণ করিবার জন্য রোদন করিতে লাগিলেন এবং শরীরে

(১) "সৃষ্টবানবিনয়ং ন মৃষ্টবান্" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তক পাঠঃ

নির্ম্মমে প্রসভমম্বয়া মুখং, সম্মুখং নিজশিশোর্যদা যদা।
সর্পিরর্পিতবিলেপনং তদা, রূক্ষণায় তদঘুক্ষদেষ চ ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ—

বষ্টি চেদ্বত ভবান্ গৃহমুষ্টিং, যষ্টিমাকলয় মৎকরমৃষ্টাম্।
ইত্থমুচ্চকিতিতে কমলাক্ষে, তাং জহৌ নিজজহৌ ব্রজরাজ্ঞী॥৩৭

মা মেতি বদতা তেন চোরচোরেতি গীঃকলিম্।
রহসা সহসা রাজ্ঞী সহসা সহসাতনোৎ ॥ ৩৮ ॥

তদা ভয়জনিতাং শ্রীকৃষ্ণস্যাবস্থাং বর্ণয়তি—নির্ম্মমে ইতি পদ্যেন। অম্বয়া কর্ত্র্যা রূক্ষণায় অচিক্কণায় অঘুক্ষৎ সংবৃতবান্ (গুহূ সংবরণে ধাতুঃ) ॥ ৩৬ ॥

ততো মাতা যাং বিভীষিকামদর্শয়ৎ তাং বর্ণয়তি—বষ্টীতি পদ্যেন। বষ্টি কাময়তে। গৃহমুষ্টিং গৃহে চৌর্য্যং। উচ্চকিতিতে উচ্চকিতিতাবিশিষ্টে, নিজজহৌ নিজপুত্রে ॥ ৩৭ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য কাতরবাক্যং মাতুর্ভীষণবাক্যঞ্চ বর্ণয়তি—মামেতি পদ্যেন। মাং মা ন তাড়য়েতি পরস্থ-সহেত্যনেন সম্বন্ধঃ। গীঃকলিং বাক্কলহং রহসা নির্জ্জনেনোপলক্ষিতা সহসা হাস্যেন সহ বর্ত্তমানা, সহসা হঠাৎ অতনোৎ বিস্তৃতবতী ॥ ৩৮ ॥

ধৃষ্টতা সূচক কম্প সৃজন করিলেন অর্থাৎ ধৃষ্টতাপূর্ব্বক মিছামিছি করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিনয় মার্জ্জনা করিয়া দুষ্টতা পরিহার করিলেন না ॥ ৩৫ ॥

জননী যখন যখনই নিজ-শিশুর মুখ, সবেগে সম্মুখবর্ত্তি করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তখনই অচিক্কণভাবের জন্য বিলেপনকারী ঘৃত গোপন করিলেন অর্থাৎ অঙ্গ, ধূলি মাখাই থাকিল ঘৃত দ্বারা চিক্কণ করিতে দিলেন না ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর মাতা ভয় দেখাইয়া কহিলেন, হা কষ্ট! অরে কৃষ্ণ! তুমি যদি গৃহে চুরি করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার হস্তধৃত এই যষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই কথা শুনিয়া নিজের কমললোচন পুত্রটী ভয় ব্যাকুল হইলে, ব্রজেশ্বরী সেই যষ্টিকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কাতর বাক্য, এবং মাতার ভীষণ বাক্য যথা—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! তুমি আমাকে প্রহার করিও না। জননী বলিলেন, তুমি চোর চোর। এই বলিয়া গুপ্তভাবে হাস্য করিতে করিতে বলপূর্ব্বক হঠাৎ এইরূপ বাক্যকলহ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

অহো রাজাসি চোরাণাং চোরাস্ত্বৎপিতৃগোত্রজাঃ।
ইত্যাদ্যচকলন্মাতা শিশুনা গব্যচোরিণা ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ—

দধিমগুঃ কথং খণ্ডো দণ্ডোঽয়ং পরমেশিতুঃ।
ঘৃতং কীশায় কঃ প্রাদাদসৌ যেন বিনির্ম্মিতঃ ॥ ইতি ॥ ৪০ ॥

শঙ্কে স্বাদুঙ্কারমিত্থং সদা ত্বং
যজ্ঞাঙ্গীয়ং লেক্ষি হৈয়ঙ্গবীনম্।
এবং চোরঙ্কারমম্বা শিশুং তং
প্রত্যাক্রোশন্ত্যার্দ্রচিত্তা বভূব ॥ ৪১ ॥

ততস্তয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—অহো রাজাসীতি পদ্যদ্বয়েন। শিশুনেতি গৌণসহার্থে তৃতীয়া ॥ ৩৯ ॥

অসৌ কীশো বানরঃ (যেন বিনির্ম্মিতঃ সৃষ্টঃ জগদীশ্বরেণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

ততো জনন্যোদিতং ভর্ৎসনবাক্যং বর্ণয়তি—শঙ্কে ইত্যাদি পদ্যেন। স্বাদুঙ্কারং অস্বাদুং স্বাদুং কৃত্বা, ইত্থং চৌর্য্যপ্রকারেণ, লেক্ষি আস্বাদয়সি, চৌরঙ্কারং চৌরং কৃত্বা ॥ ৪১ ॥

মাতা কহিলেন, "অহো! তুমি চোরসকলের রাজা।" মাতার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমার পিতৃবংশজাত অর্থাৎ আমার মাতামহ বংশের সকলেই চোর। গব্যচোর শিশুর সহিত জননী এইরূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

অপিচ, মাতা বলিলেন, কি প্রকারে দধিভাণ্ড ভগ্ন হইল ? ! পুত্র কহিলেন, পরমেশ্বরের এই দণ্ড। মাতা। কোন্ ব্যক্তি বানরকে ঘৃত প্রদান করিয়াছে ? ! পুত্র। যে ব্যক্তি এই বানর সৃজন করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

পুনর্ব্বার জননী কহিলেন, আমার বোধ হয়. যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ সদ্যোজাত ঘৃত তুমিই সর্ব্বদা আস্বাদ লইয়া ভোজন করিয়া থাক। এই বলিয়া জননী সেই শিশুর প্রতি চোরের ন্যায় আক্রোশ করিয়া অবশেষে আর্দ্রচিত্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ সসংরম্ভং বিহস্য সরহস্যমুচ্যতাং দম্ভশ্চ মুচ্যতাম্। ইতি মাত্রা পৃষ্টঃ স্পষ্টরোদননেত্রঃ পুত্র উবাচ ॥ ৪২ ॥

ত্বয্যুদ্ভটং প্রদ্রবন্ত্যামঙ্ঘ্র্যোঃ কটকঘট্টনাৎ।
অস্ফুটদ্দধিমণ্ডস্য ঘটঃ কা মম দুষ্টতা ॥ ৪৩ ॥
কীশোঽয়মীশনির্দ্দিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সদ্ম মুষ্টয়ে।
কৃষ্টঃ সর্পিঃ পরামৃষ্টো ময়া কা মম দুষ্টতা ॥ ৪৪ ॥
তথাপি ত্বামাত্তযষ্টিং দৃষ্ট্বা দুদ্রুব চোরবৎ।
ত্বং পুনর্মাং বৃথা ভীতমপি দুদ্রোথ নির্দ্দয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন। সসংরম্ভং সক্রোধং যথা স্যাৎ স্বরহস্যং স্বেন গোপনবিষয়ং ॥ ৪২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বর্ণয়তি ত্বয্যুদ্ভটমিতি পদ্যত্রয়েণ (তব দোষেণৈব ঘটভঙ্গো নতু মমাল্পি-কোঽপি দোষলেশ ইতি কৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ) ॥ ৪৩ ॥

মুষ্টয়ে চৌর্য্যায় কৃষ্টং আকৃষ্টবান্ ॥ ৪৪ ॥

দুদ্রুব (পলায়িতঃ। অত্র উত্তমপুরুষে অপহ্নবে লিট্ প্রয়োগঃ। পরোক্ষাতীতে অস্মৎ-প্রয়োগস্য প্রাচীনমতাবরুদ্ধত্বাৎ। ইদন্তু মানবলীলাপরঃ মন্তব্যং। অন্যথা ঐশ্বর্য্যে তু তস্য সর্ব্বকালব্যাপিত্বাৎ সিদ্ধমেব।) অহং দুদ্রোথ হননেচ্ছাং চকর্থ ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর জননী সক্রোধে হাস্য করিয়া, "তোমার রহস্য ব্যক্ত কর এবং দম্ভ পরিত্যাগ কর," এই কথা বলিলে পুত্র নয়নে রোদনারম্ভ করিয়া কহিলেন ॥ ৪২ ॥

যে কালে তুমি অতিদ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলে, সেই সময়ে তোমার পদদ্বয়ের কটকাভরণের সংঘর্ষে দধিমণ্ডের ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার কি দুষ্টতা ? ॥ ৪৩ ॥

এই বানর ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চুরি করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করে এবং যখন সে ঘৃত আকর্ষণ করে,তখন আমি তাহাকে ধরিয়া থাকি, ইহাতে আমার কি দুষ্টতা ? ॥ ৪৪ ॥

তথাপি আমি তোমাকে যষ্টি ধারণ করিতে দেখিয়া চোরের মত পলায়ন করিয়াছিলাম এবং তুমি আমাকে ভীত দেখিয়াও নির্দ্দয়ভাবে বৃথা মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ॥ ৪৫ ॥

অথ সানুতাপমিব মাতা প্রাহ ;—

রে বাচোযুক্তিমত্তম চোরোত্তম! ত্বং নরোত্তমজাতোঽপি বানরপ্রিয়ো বানর-প্রকৃতিরেবাসি।

সুতস্তু সভয়ং সভয়প্রদানমপ্যুবাচ। ততো বনমেব প্রবিশ্য স্থাস্যামি ॥ ৪৬ ॥

অথ মাতা সভয়ং চিন্তিতবতী ;—কো জানীয়াৎ কুর্য্যাদপীদং মানী, তর্হি তন্নিবন্ধনং বন্ধনমেব সন্ধেয়ং। যদেকয়া ময়ালয়-বালয়োরবধানং দুর্ধানং ভবিতা। স্পষ্টস্ত্বিদমুক্তবতী ॥ ৪৭ ॥

ততঃ পুনর্মাতা পুত্রয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—রে ইত্যাদি স্থাস্যামীত্যন্তেন গদ্যেন ॥ ৪৬ ॥

ততো মাতা তস্য যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণয়তি—মাতেত্যাদি গদ্যেন। তন্নিবন্ধনং বনপ্রবেশ-নিবারণকারণং যস্য তৎ দুর্ধানং দুঃখেন ধারণীয়ং ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর জননী যেন অনুতপ্ত হৃদয়েই কহিলেন, আরে বাক্যচাতুর্য্যকারিগণের রাজা, অরে চৌরশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রজেশ্বরের পুত্র হইয়াও বানরের প্রিয় হইয়া বানরের স্বভাব হইয়াছ।

তদনন্তর নিজে ভীত হইয়া এবং জননীকেও ভঙ্গীপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভয় দেখাইয়া পুত্র কহিলেন—যদি বানরই হইলাম, তবে আমি বনে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর মাতা এই কথা শুনিয়া সভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে জানে এই অভিমানী বালক, এইরূপ করিলেও করিতে পারে, তবে বনপ্রবেশ নিবারণ নিমিত্ত ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখাই আমার কর্ত্তব্য ; যে হেতু আমি একাকিনী, কিরূপে গৃহ এবং বালকের তত্ত্বাবধারণ করিব। আমার পক্ষে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবে। পরে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

রে চৌর! চঞ্চলবিলোলবিলোচনশ্রী-
নিক্ষিপ্তমোহ! মনুষে ন নিবারণং নঃ।
বদ্ধা ভবন্তমহমাশু চলামি গেহং
শক্তির্যদি প্রথয়তাং কুরু চৌর্য্যমন্যৎ॥ ৪৮॥

বন্ধোদ্যমে তু রুষিততারুষিতঃ পুত্রঃ ফুৎকুর্ব্বন্নিব সাস্রমুচ্চৈরুবাচ; অম্ব! রোহিণি সহ সহজেন ক্ব গতাসি ত্বয়া রহিতং মামিয়ং বধ্নাতি, তদ্দ্রুতমিহ সমেহি॥ ৪৯॥

তদেতদ্দূরগতয়া তয়া নাবধার্য্যতে স্ম। কিন্তু পরাঃ পারম্পর্য্যেণাবধার্য্য কৃতোপালম্ভচর্য্যাঃ কাশ্চিন্নিকটনিকায্যা

তদেবমধুনাস্য চঞ্চলস্য বন্ধনমেব শ্রেয় ইতি মনসি কৃত্য মাতা স্পষ্টং যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—রে চৌরেতি পদ্যেন। বিলোলেতি চঞ্চলনয়নশোভয়া নিক্ষিপ্তো মোহো যেন হে তাদৃশ। নোঽস্মাকং (নিবারণং ন মনুষে মানয়সি)। আশু ত্বরিতং শক্তিরিতি যদি শক্তিরস্তি তদা তাং প্রথয়তাং বিস্তারং কুরু॥ ৪৮॥

এবমুক্ত্বা বন্ধনং কর্ত্তুমুদ্যতায়াং মাতরি শ্রীকৃষ্ণো যদকরোৎ যদবোচচ্চ তদ্বর্ণয়তি বন্ধোদ্যম ইতি গদ্যেন। রুষিতঃ ক্রুদ্ধতাম্রক্ষিতঃ সন্ সহজেন রামেণ সহ॥ ৪৯॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেত্যাদি গদ্যেন। তয়া রোহিণ্যা কৃতোপালম্ভচর্য্যাঃ পূর্ব্বস্মিন্

অরে চোর! অরে চঞ্চল! তুমি চঞ্চল চক্ষুঃশোভা দ্বারা সকলের প্রতি মোহ নিক্ষেপ করিতেছ, আমার নিবারণ মানিতেছ না। আমি তোমাকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিতেছি, যদি তোমার শক্তি থাকে প্রকাশ কর এবং অন্য বস্তু চুরি কর॥ ৪৮॥

এই বলিয়া মাতা বন্ধন করিতে উপক্রম করিলে, পুত্র রোষভরে পরিপূর্ণ হইয়া যেন ফুৎকার করিতে করিতে সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। মা রোহিণি! আমার ভ্রাতার সহিত কোথায় গমন করিয়াছ, তুমি আমার নিকট নাই বলিয়া মাতা আমাকে বন্ধন করিতেছেন, অতএব তুমি শীঘ্র এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হও॥ ৪৯॥

দূরে অবস্থান করাতে রোহিণী এই বাক্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গৃহসমীপবর্ত্তিনী কতিপয় অপর রমণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবধারণ

নার্য্যঃ পরিবার্য্য মিলিতাঃ। স্ববাচমিহ স্মারয়িতুমৈকাগারিকঃ সোঽয়ং ভবদগারেঽপি কাংকারিমকার্ষীদিতি সূচয়ন্ত্য ইব সহ জহসুশ্চ ॥ ৫০ ॥

ততস্তদনবদধতী কুন্তলসন্তানবন্ধাদ্বিঘটিতাং পট্টডোরীমেকামুপসদ্য সদ্যঃ সদ্মদ্বারান্তরুপসদ্যমানমুদূখলমনু দক্ষগলবন্ধবদলগ্নমেবাবলগ্নে সন্নির্ব্বন্ধং বন্ধুমুদ্যতবতী স্তনন্ধয়ং শিক্ষাজননী জননী। সা তু দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গন্যূনাজনি ॥ ৫১ ॥

কৃতো বাক্‌পারুষ্যো যাভিস্তাঃ নিকটনিকায্যা নিকটে গৃহা যাসাং তাঃ ঐকাগারিকঃ (ক) চৌরঃ কাংকারিং কিঞ্চিৎকর্ম্ম সহ একদা ॥ ৫০ ॥

ততো ব্রজেশ্বরী যথা ববন্ধ তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তত ইত্যাদি জননীত্যন্তেন গদ্যেন। তদেতি তাসাং বাক্যমশ্রুত্বেব কুন্তলসন্তানবন্ধাৎ ঝুঁটীতি প্রসিদ্ধাৎ উপসদ্য গৃহীত্বা সদ্মেতি গৃহদ্বারবাহ্যে উপস্থীয়মানং দক্ষগলবন্ধবৎ যজ্ঞে দক্ষপ্রজাপতিগলবন্ধনবৎ অলগ্নং বস্ত্রপরিধানযুক্তং অবলগ্নে মধ্যদেশে শিক্ষাজননী শিক্ষামুৎপাদয়িতুং শীলমস্যাঃ সা। পট্টডোরী দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গন্যূনা অঙ্গমবয়বঃ (তথা চ দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গং দ্ব্যঙ্গুলাবয়বং ন্যূনং যস্যাঃ সা) ॥ ৫১ ॥

করিয়া একত্র মিলিত হইল, ইহারাই পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিয়াছিল। এই স্থানে স্বীয়বাক্য স্মরণ করাইবার জন্য "এই সেই চোর আপনার গৃহেও কোন কার্য্য করিয়াছে নাকি ?" যেন এইরূপ সূচনা করিতে করিতে এক সঙ্গে হাস্য করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥

তখন যশোদা তাহাদের বাক্য অবধান না করিয়া আপনার সংযত কুন্তল (অর্থাৎ খোঁপা অথবা ঝুঁটী) হইতে পরিভ্রষ্ট এক পট্টডোরী গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বারের বহির্ভাগে স্থাপিত উদূখলকে লক্ষ্য করিল এবং দক্ষযজ্ঞে দক্ষপ্রজাপতির গলদেশে রুদ্রানুচরেরা যেরূপ বন্ধন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই পট্টডোরী দ্বারা আগ্রহ সহকারে বস্ত্র সহিত মধ্যদেশে বালককে বন্ধন করিতে

(ক) চৌরবাচিন ঐকাগারিক-শব্দস্য প্রয়োগস্তু কেবলমস্মাভির্দণ্ডিকৃতদশকুমার চারিতে দৃষ্টো নত্বন্যত্র কুত্রাপীত্যহো শাব্দিকতা তত্রভবতো গ্রন্থকর্ত্তুঃ। এবস্তু প্রায়েণ সর্ব্বত্র জ্ঞাতব্যং একস্মিন্ মুখেঽগারে চরতি ইকঃ। একমসহায়ং অগারং প্রয়োজনমস্য ইত্যন্তে। ইত্যমরটীকা।

ততশ্চ তস্যা ধম্মিল্লাদুদ্বাস্যান্যস্যা বিন্যস্তত্বেঽপি তদবস্থ-তায়াং দৃশ্যমানায়াং সাশ্চর্য্যমিব নার্য্যর্পিতৈর্ম্মন্থনরজ্জুভির্ব্বহুভি-রপি পারং ন বব্রাজ ব্রজেশ্বরী ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ—

তদঙ্গে দ্ব্যঙ্গুলাভাসে সর্ব্বে লব্ধাবকাশকাঃ।
দৃশ্যন্তে স্ম বটাস্তত্র বিদূরাদ্রৌ ঘনা ইব ॥ ৫৩ ॥

তদেতৎ পশ্যন্তীভিঃ পরিহসন্তীভিরুক্তম্। ব্রজদেবী নিবে-

তদেবমপি বন্ধনায় যদ্যদুপায়ং কৃতবতী তং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। অন্যস্যাঃ পট্টডোর্য্যাঃ তদবস্থতায়াং দ্ব্যঙ্গুলহীনতায়াং মন্থনরজ্জুভিঃ তদ্রজ্জুভিঃ পারং বন্ধনসমাপ্তিঃ ॥ ৫২ ॥

তদেতদ্বৃত্তং মহাশ্চর্য্যজনকমভূদিতি বর্ণয়তি—তদঙ্গ ইতি পদ্যেন। দ্ব্যঙ্গুলাভাসে রজ্জ্বা অনাবৃতত্বেন দ্ব্যঙ্গুলস্য প্রকাশো যত্র তস্মিন্ বটা রজ্জবঃ ঘনা ইবেতি দূরস্থপর্ব্বতে মেঘা ইব তে যথা অলগ্না দৃশ্যন্তে ॥ ৫৩ ॥

তদেবং দৃষ্ট্বা ব্রজমহিলাভির্যদুক্তং তন্নির্দ্দিশতি—তদেতদিত্যাদি গদ্যেন। কফল্লকমাদি-

---

এবং শিক্ষাদান করিতে জননী উদ্যতা হইলেন, কিন্তু সেই বন্ধনপট্টডোরের অবয়ব দুই অঙ্গুল ন্যূন হইয়া গেল ॥ ৫১ ॥

তাহার পর সেই কবরী হইতে তুলিয়া অন্য পট্টডোর বিন্যস্ত করিলে, তাহারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল অর্থাৎ তাহাও দুই অঙ্গুলিপরিমিত হইতেও ন্যূন হইল, ব্রজেশ্বরী যেন আশ্চর্য্যভাবে অন্য নারীকর্ত্তৃক সমর্পিত বহুতর মন্থনরজ্জু দ্বারাও বন্ধনের সমাপ্তি করিতে পারিলেন না ॥ ৫২ ॥

তাহার পর যেরূপ দূরবর্ত্তি পর্ব্বতে মেঘ সকল লগ্ন হইয়াও অলগ্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দুই অঙ্গুলির আভাসযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অঙ্গে রজ্জু সকল অবকাশ প্রাপ্ত দৃষ্ট হইল অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াও অসংযোজিত হইল ॥ ৫৩ ॥

ইহা দেখিয়া পরিহাস করিতে করিতে ব্রজমহিলাগণ বলিয়াছিলেন যথা—অয়ি ব্রজেশ্বরি! আমরা পূর্ব্বেই ত নিবেদন করিয়াছি যে, আপনার এই পুত্র সমুন্নত-

দিতমেবাস্মাভিঃ স এষ সমুন্নতয়া মোহনতয়া কফল্লকমপি বেল্লয়ন্ লোপ্‌ত্রমাত্রসুকলতানন্দী পরাস্কন্দী সন্দীপ্যত ইতি।

সা প্রাহ। কিং জানাত্যবদ্যজাতঃ কিন্তু ভবতীনামেব কাপীয়মবিদ্যাবিদ্যা। যদন্তরেঽস্য পক্ষপাতিন্যঃ সমীক্ষ্যধ্বে বহিরেবান্যথা ব্যবহারতয়া বিহরন্ত্যঃ স্থ।

সর্ব্বাঃ সহাসমূচুঃ ;—তত্রভবতি ! ভবচ্চরণেভ্যঃ শপথমাচরামঃ নাস্মাকং বিস্মাপিকেয়ং বিদ্যা বিদ্যত ইতি ॥ ৫৪ ॥

সা চ চেতসি বিচারমাচচার। তর্হি গর্গবচনবর্গবৎ সকৃৎ কাপি ভাগবতী শক্তিরেবামুমবরুণদ্ধি, নচায়ং কিঞ্চিদপি জানাতি ॥ ৫৫ ॥

চৌরং বেল্লয়ন্ কম্পয়ন্ লোপ্ত্রেতি স্তেয়ধনমাত্রস্য ভোজনেন সুখী পরাস্কন্দী পরদ্রব্যাপহারকঃ সন্ প্রকাশতে। অবদ্যজাতঃ কুৎসিতজন্মা কিং জানাতি অবিদ্যাবিদ্যা মায়াবিদ্যা। তত্রভবতি হে পূজ্যে ॥ ৫৪ ॥

ততো ব্রজেশ্বর্য্যা চেতসি যন্নির্দ্ধারিতং তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—সা চেত্যাদি গদ্যেন। অয়ং মুগ্ধপুত্রঃ (ন কিঞ্চিদপি ঐশ্বর্য্যং জানাতি ভগবতঃ শক্তিবশোঽয়ং বালকঃ ইত্থমারয়তি) ॥ ৫৫ ॥

মোহিনী শক্তিদ্বারা কফল্লক নামক আদিচোরকেও কম্পিত করিয়া এবং চৌর্য্যদ্রব্যমাত্র ভোজনে সুখী অথবা দাতা ও ভোক্তা জনগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছে। ইহা দ্বারা শেষে কিন্তু পরদ্রব্যের অপহরণ কর্ত্তা হইয়াই প্রকাশ পাইতেছে।

মাতা কহিলেন, এই বালক কুক্ষণে জন্মিয়াছে, অথচ অজ্ঞ, ভাল মন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমাদিগেরই ইহা কোন মায়া ঘটিত বিদ্যা (কূটবুদ্ধি) হইবে, যে হেতু অন্তরে ইহার পক্ষপাতিনী হইয়া পর্য্যালোচনা এবং বাহিরে অন্য প্রকার ব্যবহার করিতেছে। ব্রজমহিলা সকলে (সহাস্যে) বলিলেন হে পূজ্যে! আমরা আপনার চরণে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাদের বিস্ময়কারিণী এমন কোন বিদ্যা নাই ॥ ৫৪ ॥

ব্রজেশ্বরী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে গর্গমুনির বাক্য সমূহের মত কোন ভাগবতী শক্তি নিশ্চয়ই এই শিশুকে নিরোধ করিতেছে, বাস্তবিক এই দুগ্ধবালক কিছুই জানে না ॥ ৫৫ ॥

(ক) তদেবং বিভাব্য সমুচ্ছলদ্বৎসলভাবভাবিতা ভূয়ঃ শিক্ষণায়ামাগৃহ্নতী গৃহাদন্যান্যপি মন্থনদামানি মুহুর্ম্মুহুরানায্য সনির্ব্বন্ধং বন্ধমাদধত্যপি গত্যন্তরং ন প্রাপ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চ—

বধ্নতী নতু সুতং ব্রজেশ্বরী পারমাপ তদপারকর্ম্মণঃ।
ঘর্ম্মবারিবরিমাণমাব্রজদ্বারবারমলকাবৃতীরপি ॥ ৫৭ ॥

ততো যাবদেব যাদবদেবকুলজস্য তস্য হঠবত্তায়াং প্রযত্নাধিরাসীৎ। তাবত্তদাগ্রহোঽপি গ্রহানগৃহীত ইবাভূৎ। মাতৃবৈকল্যেন কল্যমানমনস্ত্বেতু প্রথমডোরিকাদ্বয়-সম্বন্ধ-গাত্রতয়া বদ্ধ

কিমহো ? ব্রজেশ্বর্য্যা মাধুর্য্যভাবো যেন তাদৃশে কর্ম্মণি দৃষ্টেঽপি তত্রৈশ্বর্য্যগন্ধোঽপি ন বলতে ইতি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। গত্যন্তরং উপায়ধারণং ॥ ৫৬ ॥

তদেব তস্যা মাধুর্য্যসঙ্গতং কৃত্যং বর্ণয়তি—বধ্নতীতি পদ্যেন। ঘর্ম্মেতি ঘর্ম্মসমূহানামুৎকর্ষং অলকাবৃতীরপি অলকৈরাবরণান্যাব্রজৎ ॥ ৫৭ ॥

অধুনা লাল্যভাবেন শ্রীকৃষ্ণেন বন্ধনং স্বীকৃতং তৎপ্রকারং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিনা অদৃশ্যন্তেত্যন্তেন গদ্যেন। প্রযত্নাধিরাধিরধিষ্ঠানং তদাগ্রহঃ মাতুর্যত্নোঽপি বিফলোঽভূৎ কল্যমান-

এইরূপ ভাবনা করিয়া যশোদার বাৎসল্যরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি পুনর্ব্বার শিক্ষা দিবার জন্য অন্যান্য মন্থনরজ্জু সকল বার বার আনাইয়া আগ্রহের সহিত বন্ধন করিলেও গত্যন্তর অর্থাৎ কোন উপায়ের অবধারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫৬ ॥

তদনন্তর ব্রজেশ্বরী পুত্রকে বন্ধন করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সেই অশেষ কর্ম্মের শেষ প্রাপ্ত হইলেন না। অধিকন্তু বন্ধন করিতে গিয়া অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মজল নির্গত হইয়াছিল এবং বারম্বার চূর্ণকুন্তলরাশি দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ সমধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৭ ॥

তাহার পর যে পর্য্যন্ত যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণের হঠতায় অর্থাৎ শঠতাতে অধিক প্রযত্ন ছিল, সেই পর্য্যন্ত মাতার যত্নও যেন গ্রহাবিষ্টের মত বিফল হইয়াছিল।

(ক) "তদেবং…আগৃহ্নতী" ইত্যত্র) "অথেয়মস্তাশ্চর্য্যস্য পর্য্যন্তং পর্য্যালোচয়িতুং তাভিরেব" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

এব সোঽয়মবুধ্যত। অন্যানি তু সর্ব্বাণি দামানি তস্মিন্নুর্ব্বরিতান্যেবাদৃশ্যন্ত ॥ ৫৮ ॥

(ক) যোগমায়া-নামিনী তৎকর্ম্মকারিণী হি তন্মনোঽনুসারিণী যয়া তন্নিষ্পাদ্য মাতরং প্রত্যপি ভ্রম এবায়মিতি প্রত্যয়ঃ প্রত্যহমাসাদ্যত। অথ লব্ধসন্ধং তং বন্ধং দীর্ঘতময়ান্যয়া রজ্জ্বাবধ্য চ তয়া তদুদূখলমধ্যং ববন্ধ ॥ ৫৯ ॥

বদ্ধ্বা চ মাতা শিক্ষাং ঘট্টয়ন্তী নিজকঠিনতামেব তস্মিন্ হঠিনি প্রকটয়ন্তী তাভির্বিহসন্তীভিঃ সহ সনর্ম্মগেহকর্ম্মণে গচ্ছন্তী তৎপরিপালনায় বালকান্ পরিতঃ স্থাপিতবতী ॥ ৬০॥

মনস্বে বধ্যমানচিত্তত্বে, প্রথমেতি প্রথমডোরিকাদ্বয়স্য সম্বন্ধো যত্র এবম্ভূতং গাত্রং যস্য তত্তয়া। উর্ব্বরিতানি অকার্য্যকরাণি ॥ ৫৮ ॥

তল্লীলাসাধনে যোগমায়ায়াঃ সাহায্যং বর্ণয়তি---যোগমায়েত্যাদি গদ্যেন। লব্ধসন্ধং লব্ধস্থিতিং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ শ্রীযশোদায়া বাৎসল্য-জটিতকৃত্যং বর্ণয়তি-- বদ্ধা চেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬০ ॥

তদনন্তর জননীর ব্যাকুলতায় শ্রীকৃষ্ণের মন যখন বশীভূত হইল, তখন তাঁহার গাত্রে প্রথম দুইটী ডোর সম্বন্ধ মাত্রেই সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এইবার শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইয়াছেন এবং অন্যান্য সমুদায় বন্ধনরজ্জু তাঁহার দেহে অকার্য্যাকর রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হওয়াতে আর রজ্জুর প্রয়োজন হইল না ॥৫৮॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মকারিণী যোগমায়া নাম্নী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের অনুগতা হইলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকলকে মাতার নিকটে ভ্রমরূপেই ধারণা করাইলেন। অতঃপর রজ্জু বন্ধনটী কৃষ্ণদেহে স্থিতি প্রাপ্ত হইলে সেই বন্ধনকে অতিদীর্ঘ অন্য রজ্জু দ্বারা বিশেষরূপে বন্ধন করিয়া সেই রজ্জু দ্বারা উদূখলের মধ্যে জননী বন্ধন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এইরূপে বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া জননী শিক্ষা দান কার্য্য প্রচার পূর্ব্বক হঠবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার কঠিনতা প্রকাশ করিয়া হাস্যমুখী সেই সকল

(ক) "যয়া - অথ" ইত্যংশঃ মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

ততশ্চ গতাসু তাসু ক্ষণং কৃতরোদনবিনোদঃ পশ্চাদ্বহল-খলং প্রত্যুদূখলনোদনায় লব্ধমোদঃ সতু বদ্ধ এব কেবল-বাল-বলিততয়া প্রবলিতচাপলশ্রদ্ধস্তৈঃ সহ প্রহসন্ খেলন্নুলূখল-মেতং লঘু লঘু চালয়ামাস, হাসয়ামাস চ তৈরেবোল্বণহাসতয়া শুল্বহারিণীনাং লব্ধশূন্যসাধর্ম্ম্যহর্ম্ম্যশ্রেণ্যা হারিশিক্যিত-নব-নবনীতাদিকমাহরয়ামাস চ। কিন্তু তৎকর্ষণময়-হর্ষপ্রদলীলয়া ন চ করেণ ন চাপরেণ তত্তুদ্দানমোচনরোচনতামবাপ ॥ ৬১ ॥

তদেবং সর্ব্বাসু চলিতাসু বালৈশ্বর্য্যবিধায়কঃ শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। বহুলখলং অদভ্রস্থানং প্রতি নোদনায় প্রেরণায় বলিততয়া যুক্ততয়া শুল্বহারিণীনাং রজ্জুবাহিকানাং (শুল্বং বরাটকঃ স্ত্রীতু রজ্জুস্ত্রিষু বটীগুণঃ ইত্যমরঃ) লব্ধেতি নির্জ্জনাট্টালিকশ্রেণ্যাঃ সকাশাৎ হারীত্যাদি রম্যশিকাস্থাপিতং নবনীতাদিকং চৌর্য্যেণ আনায়য়ামাস। কিন্তিতি তৎ প্রদত্তে যা লীলা তয়া অপরেণ অন্যজনদ্বারা তদিতি উদ্দানং বন্ধনং তস্য মোচনে অভিলাষং ন প্রাপ্তঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজমহিলাগণের সহিত সকৌতুকে গৃহকর্ম্ম করিবার জন্য গমনোদ্যতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য চারিদিকে বালকদিগকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর ঐ সকল ব্রজাঙ্গনা গমন করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তিনি রোদন-লীলা প্রকাশ করিলেন। অনেক স্থান জুড়িয়া উদূখল চালনা করিবার জন্য আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বদ্ধ হইয়াও কেবল বালকবৃন্দ-সমাবৃত বলিয়া চাঞ্চল্যজনক শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করিলেন এবং পরিশেষে তাহাদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে অতিধীরে উদূখল চালনা করিলেন। ঐ সকল বালক তাঁহার বন্ধন দেখিয়া হাসিতে লাগিল। অবশেষে যে সকল রমণী যশোদার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে রজ্জু যোগাইয়া দিতে নিজ নিজ অট্টালিকা ছাড়িয়া নন্দভবনে আসিয়াছিলেন এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ পাইয়া অপর বালক দ্বারা সেই সকল রমণীদিগের নির্জ্জন অট্টালিকা হইতে ঐ সকল মনোহর শিক্যস্থাপিত নবীন-নবনীতাদি বস্তু আহরণ করাইলেন। কিন্তু উদূখলের আকর্ষণ জন্য আনন্দময়ী লীলা বশতঃ না হস্ত দ্বারা না অপর কোন বস্তু দ্বারা কিছুতেই সেই বন্ধন মোচনে অভিলাষ করিলেন না ॥ ৬১ ॥

তত্র তু পুরদ্বারপুরস্তাদ্বর্ত্তি-বাতাবর্ত্তন-বর্ত্তিত-নর্ত্তনমিব যমল-মর্জ্জুনদ্বয়মস্য নেত্রবর্ত্মনি বর্ত্ততে স্ম। ক্রমেণ চাসৌ তয়োরন্তর এব বিক্রমতে স্মেতি ॥ ৬২ ॥

এতাবন্মুক্তকণ্ঠমুট্টঙ্কয়ন্ স্নিগ্ধকণ্ঠস্তদ্ভঞ্জনে কারণং হরেরৈশ্বর্য্য-প্রচারণমিতি তৎ প্রতারয়ন্ কারণান্তরমেব ব্যাজহার ॥ ৬৩ ॥

ততঃ স্ফুটং ঝটিতি পরতঃ পর্য্যটিতুমুৎকণ্ঠয়া তন্মধ্যসম্বন্ধে-নৈবাধ্বনা নিশ্চক্রাম, তদধ্বনস্তু সংক্ষিপ্ততাধঃক্ষিপ্ততয়া তদুদূখলং প্রতিতষ্টম্ভে ॥ ৬৪ ॥

অধুনা তদ্বন্ধনং ছলং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণেন যমলার্জ্জুনভঞ্জনং কৃতং,তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ;—তত্র ত্বিত্যাদি গদ্যেন। বাতেতি বায়োর্যচ্চলনং তেন প্রবর্ত্তিতং নর্ত্তনং যস্য নৃত্যাদিবেত্যর্থঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অন্তরে মধ্যে ॥ ৬২ ॥

অত্র স্নিগ্ধকণ্ঠো হি শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যং সংগোপ্য কারণান্তরং যদাহ তদ্বর্ণয়তি—এতাবদিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬৩ ॥

তৎকারণান্তরং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন। পরতস্তদনাক্রান্তস্থানে অধ্বনা পথা সংক্ষিপ্ততয়া অতিক্ষুদ্রতয়া যা অধঃক্ষিপ্ততা নিম্নগমিতা তয়া প্রতিতষ্টম্ভে প্রতিস্তব্ধং (নিম্নাভি-গামিক্ষুদ্রমার্গত্বাৎ উদূখলমাবদ্ধমিত্যর্থঃ) ॥ ৬৪ ॥

তথায় পুরদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী যমলার্জ্জুন নামে দুইটী বৃক্ষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়। বায়ুভরে ঐ দুই বৃক্ষের যেন নৃত্যকার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যেই বিচরণ করিতে করিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ মুক্তকণ্ঠে এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া যমলার্জ্জুনের ভঞ্জন বিষয়ে শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যই কারণ, ইহারও অবতারণা করিয়া অন্য প্রকার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তর প্রকাশ্যে শীঘ্রই বৃক্ষের মধ্য হইতে অন্য স্থানে পর্য্যটন করিতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মে। এই হেতু তাহার মধ্যদেশ সংযুক্ত পথ দিয়াই নির্গত

অথ স্ফুটমসৌ বটীত্রোটনেচ্ছয়া তৎ কৃষ্টবান্। হঠাদাকৃষ্টে চ তস্মিন্— ॥ ৬৫ ॥

কুঠদ্বয়ং কটকটশব্দমুদ্ভটং বিঘট্টিতং স্ফুটমলুঠদ্দ্বয়োর্দিশোঃ।
ন ধীধৃতিং বধিরবিমুগ্ধতামধিব্রজন্নধি ব্রজমদধাৎ প্রজাব্রজঃ ॥ ৬৬

চিত্রং তুত্রোট তত্তত্র বজ্রমজ্জার্জুনদ্বয়ম্।
ন পুনর্ম্মাতৃবাৎসল্য-নির্ব্বন্ধময়বন্ধনম্ ॥ ৬৭ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। বটীত্রোটনেচ্ছয়া রজ্জু-চ্ছেদনকামেন উদূখলমাচকর্ষ ॥ ৬৫ ॥

তেন চ যমলার্জ্জুনৌ যথা ব্যভঙ্ক্তাং তদ্বর্ণয়তি—কুঠদ্বয়মিতি পদ্যেন। কুঠো বৃক্ষঃ বিঘট্টিতং "বিঘ-ট্টয়"দিতি বা পাঠঃ। নেতি ব্রজমধিকৃত্য প্রজাসমূহো বধিরবিমুগ্ধতাং বধিরেভ্যঃ শ্রবণজ্ঞতাং অধিগচ্ছন্ বুদ্ধের্ধৈর্য্যং ন দধার ॥ ৬৬ ॥

অহো মাত্রা প্রেম্ণা কৃতং বন্ধনমচ্ছেদ্যং ইতি বর্ণয়তি—চিত্রমিতি পদ্যেন। তুত্রোট চিচ্ছেদ। "ত্রুট শি ছেদনে।" চিত্রমাশ্চর্য্যং বজ্রমজ্জেতি বজ্রাদপি মজ্জা কাঠিন্যং যস্য তচ্চ তদর্জ্জুনদ্বয়ং চেতি ॥ ৬৭ ॥

হইলেন। কিন্তু সেই পথ সঙ্কুচিতভাবে অধোদিকে ক্ষিপ্ত হওয়াতে সেই উদূখল আট্‌কাইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, সুস্পষ্ট রূপে রজ্জুচ্ছেদন ইচ্ছা করিয়া উদূখল আকর্ষণ করি-লেন ॥ ৬৫ ॥

সেই উদূখল সহসা আকৃষ্ট হইলে, দুইটী বৃক্ষ হইতে অতি ভীষণভাবে কট কট শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল এবং দুইদিকে প্রকাশ্যে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, ব্রজস্থিত প্রজাসমূহ বধিরগণ অপেক্ষাও মুগ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না অর্থাৎ বৃক্ষপতন শব্দে তাঁহাদের কর্ণ বধির হইল এবং বুদ্ধিতে অধৈর্য্য উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥

ইহা কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিলেন কিন্তু তিনি জননীর বাৎসল্য জনিত অত্যাগ্রহপূর্ণ বন্ধন ছেদন করিতে পারিলেন না ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকয়ন্তি চাত্র —

শ্যামাঙ্গদ্যুতি কিঙ্কিণি-ধ্বনিধরং রিঙ্গাতিরঙ্গপ্রদং
কর্ষচ্ছশ্বদুদূখলং খরখরৎকারপ্রকারপ্রথম্।
বিস্ফূর্জ-প্রতিমার্জুনদ্বয়-কটৎকারার্জিতাৎ কৌতুকাৎ
পর্য্যাবৃত্তনিরীক্ষণং ব্রজবধূলাল্যস্য বাল্যং স্তবে ॥ ৬৮ ॥

অথ তয়োরত্যূর্জিতেন বিস্ফূর্জিতেন মুহূর্ত্তার্দ্ধমার্ত্তয়া গোষ্ঠাধিষ্ঠানা মূর্চ্ছামৃচ্ছন্তঃ স্থিতাঃ। তন্নিকটসংঘট্টিনীমর্ভকঘটাং বিনা সা তু তল্লীলামাধুরীধুরীণতয়া চিত্রাকৃতিরিব মিত্রাবলী ন বিত্রাসমাসসাদ ॥ ৬৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য তাৎকালিকং বাল্যং বর্ণয়তি শ্যামেতি পদ্যেন। রিঙ্গেতি—করপাদাভ্যাং গমনেনাপি অতিহর্ষপ্রদং, খরেতি খরো যঃ খরৎকারপ্রকারস্তস্য প্রথা বিস্তারো যস্মাৎ তম্। বিস্ফূর্জেতি বজ্রসদৃশো যোঽর্জ্জুনদ্বয়স্য কটৎকারোঽব্যক্তশব্দস্তেনার্জিতাৎ ব্রজেতি শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৬৮ ॥

তদেবং তয়োর্ভঞ্জনজাতেন শব্দেন ব্রজবাসিনামবস্থাং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। উর্জিতেন বলিষ্ঠেন শব্দেন। অর্ভকঘটাং বালকশ্রেণীং সা অর্ভকঘটাধুরীণতা শ্রেষ্ঠতা আসসাদ ন প্রাপ ॥৬৯॥

এই বিষয়ে সকলে শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াও থাকেন যথা—ব্রজবধূগণের লালনীয় সেই বাল্যভাবকে আমি স্তব করি। ঐ বাল্যভাবে শ্যামবর্ণ অঙ্গদ্যুতি সকল বিরাজমান। নূপুরের নাদও উত্থিত হইয়া থাকে। হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া সমধিক আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ বাল্যকালে বারম্বার উদূখল আকৃষ্ট হওয়াতে প্রখর খরৎকার শব্দ উদ্গত হইতেছিল। অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের বজ্রধ্বনি সদৃশ কটৎকার অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দ হইতে যে কৌতুক উপার্জ্জিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত বাল্যকালে চক্ষুও চঞ্চল হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর ঐ বৃক্ষদ্বয়ের পতন নিবন্ধন ভয়ঙ্কর শব্দদ্বারা পীড়িত হইয়া গোষ্ঠবাসিজনসকল একদণ্ড কাল ব্যাপিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিলেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ বালকগণ মূর্চ্ছিত হয়েন নাই, অপিচ ঐ সকল বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়ী মাধুরীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ত্রাসও প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ৬৯ ॥

দূরাদপি তদূর্জ্জিতং বিস্ফূর্জ্জিতং সম্ভ্রমকার্য্যবধার্য্য তু ব্রজপতিমুখাস্তর্কিতমুখাস্তদেবাভিপ্রতস্থিরে। সত্রাসত্রাসমত্রাভিদধিরে চ ॥ ৭০ ॥

বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎ-প্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ ॥ ৭১ ॥

অন্যোঽন্য-জন্যমেতাবজ্জাতা নির্জনতা কুতঃ।
তস্মাত্তস্মান্মহাগর্জান্মূর্চ্ছামাচ্ছর্ন্ ব্রজে জনাঃ ॥ ইতি ॥ ৭২ ॥

অবদধিরে চ তন্নিকটতটস্থং ভাসমানহাসবিলাসমুখমুলূখলং কর্ষন্তং লীলাসুখং বর্ষন্তং বালগোপালং তে চ কথং কথমিতি কথয়ন্তস্তমাবৃণ্বন্ত এবাবতস্থিরে ॥ ৭৩ ॥

তাদৃশশব্দং শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং সম্ভ্রমকৃত্যং বর্ণয়তি দূরাদপীতি গদ্যেন। তদেব তৎ স্থানমেব। সত্রাসত্রাসং ত্রাসেন ভয়েন সহ ত্রাস আশঙ্কা যত্র তদ্যথা স্যাৎ কথিতবন্তঃ ॥ ৭০ ॥

তেষাং সাশঙ্কভয়বাক্যং বর্ণয়তি বিনেতি পদ্যেন ॥ ৭১ ॥

নন্বু বহুলোকপরাক্রমজন্যমেতাবৎ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য তে তৎ নিবারিতবন্ত ইতি বর্ণয়তি—অন্যোঽন্যেতি পদ্যেন ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরং তেষাং ব্যাপারং বর্ণয়তি—অবদধিরে চেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭৩ ॥

দূর হইতে সেই ভয়ানক প্রচণ্ড শব্দ অবধারণ করিয়া ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই মুখে তর্ক করিতে করিতে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই প্রস্থান করিলেন, এবং এক সঙ্গে ঐ স্থানে গিয়া ভয় ও আশঙ্কাযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

বায়ু ব্যতিরেকে, বৃষ্টি ব্যতিরেকে, বজ্রপাত ব্যতিরেকে এবং হস্তিজনিত আক্রমণ দোষ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি এই বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করিয়াছে? ॥৭১॥

যদি বল অন্যান্য জনের পরাক্রম বশতঃ এই যমলার্জ্জুন ভগ্ন হইয়াছে, তবে কি হেতু এস্থান জনশূন্য হইল অর্থাৎ জনশূন্যস্থানে তাহা সম্ভব নহে, তবে ইহার কারণ এই যে, মহাগর্জ্জন বশতঃ ব্রজস্থ জনসকল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭২ ॥

তাঁহারা অবধানও করিয়াছিলেন যে, বালগোপাল ঐ বৃক্ষদ্বয়ের নিকট স্থানে বিদ্যমান, তাঁহার মুখে হাস্য বিরাজমান এবং উদূখল আকর্ষণ করিয়া লীলাসুখ

স তু পিতরমনুবিন্দমানমনু চক্রন্দ ॥ ৭৪ ॥

পিতা চান্তঃসম্ভ্রান্তঃ সন্নপি তস্য সান্ত্বনায় মুখমাত্রং হসিত-পাত্রমাচরন্নচিরাদেব তং বিপাশয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

সরোদনবদনং বদনং চুম্বন্ বিদন্নপি মুহুঃ পপ্রচ্ছ। পুত্র কুত্রত্যঃ স খলু খলবুদ্ধির্যেন চোলূখলে নির্ব্বন্ধজনিত-বদ্ধস্ত্ব-মসীতি। সতু পিতরি রতশ্চিরতঃ শ্লিষ্টকণ্ঠতয়াভ্যর্ণমাগতঃ কর্ণে বর্ণয়ামাস তাত মাতৈবেতি ॥

পিতা তু তাং পূর্ব্বং বিগতসম্বেদতয়া অনন্তরন্তু স্বত এব

তদা শ্রীকৃষ্ণস্তু পিতুঃ স্নেহবর্দ্ধনার্থং যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—স ত্বিত্যাদিনা। অন্বিতি। অনুবিন্দমানং অনুলভমানং পিতরং লক্ষীকৃত্য ॥ ৭৪ ॥

ততো ব্রজরাজো বাৎসল্যাধীনতয়া যদযদাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—পিতা চেত্যাদি গদ্যেন। হসিতপাত্রং হসিতাধারং, বিপাশয়ামাস—পাশং বিমোচয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

ততঃ সঃ তৎকারণং পৃষ্টবান্ তদ্বর্ণয়তি—সরোদনেতি গদ্যেন। রোদনেন সহ বদনং কথনং যত্র তং। কুত্রত্যঃ কুত্র ভবঃ। শ্লিষ্টকণ্ঠতয়া গদ্গদস্বরেণ ॥

বিগতেতি বিগতঃ সম্বেদো জ্ঞানং যস্য তত্তয়া দূনাং তাপিতাং জ্ঞাতবান্ সহসা রহসাপ্যতর্কিত-

---

বর্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা "কি হইয়াছে কি হইয়াছে" বলিয়া তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া রহিলেন ॥ ৭৩ ॥

তিনিও পিতাকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করত ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ॥ ৭৪ ॥

পিতাও ভীত চিত্তে পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কেবলমাত্র মুখে হাসিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭৫ ॥

পিতা, পুত্রের সরোদন বাক্যযুক্ত বদন চুম্বন করিয়া এবং বন্ধের কারণ জানিতে পারিলেও বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! যে তোমাকে আগ্রহের সহিত উদূখলে বন্ধন করিয়াছে, সে নিশ্চয় খলবুদ্ধি এবং সে ব্যক্তি কোথায়? পিতৃভক্ত শ্রীকৃষ্ণও অনেকক্ষণ পর নিকটে আসিয়া গদ্গদস্বরে পিতার কর্ণে কর্ণে বলিলেন। তাত! মাতাই আমাকে উদূখলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন।

যশোদা পূর্ব্বেই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, অনন্তর স্বতই দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে

জাতনির্ব্বেদতয়া দূনাং বেদ স্ম। তত এব ন সহসা রহসাপি পরিভাষিতুমিয়েষ। অজ্ঞতয়াবজ্ঞয়া ন চ পপ্রচ্ছ * পপ্রচ্ছ বালকান্ কিমিদং বৃত্তমিতি।

তে তু স্বয়মেবোচুঃ—স্ফুটমনেন কৃতমধ্যগমনেন বিস্তীর্ণখলে পুরস্থলে ক্রীড়িতুং নিক্রম্য বিকৃষ্টতলে তির্য্যগ্‌ভাবাদচলে চাস্মিন্নুলূখলে খটৎখটিতি ত্রুটিততামৃচ্ছৎ কুঠদ্বয়ং ঝটিতি লুঠদ্ভাবমানচ্ছে।

ততশ্চ খণ্ডিতাভ্যামাভ্যাং নির্গত্য কটকমুকুট-কুণ্ডলাদি-মণ্ডিতৌ রোচিষ্মদ্বপুষ্মন্তৌ শুষ্মাণৌ প্রণমন্তৌ সমন্তাদেতং

গোপনেনাপি পপ্রচ্ছ জিজ্ঞাসাং কৃতবান্। বিস্তীর্ণখলে বিস্তীর্ণভূমৌ। বিকৃষ্টতলে বিকৃষ্টং তলং মহীতলং যেন তস্মিন্। খটৎ খটিতি অব্যক্তশব্দানুকরণং, ত্রুটিততাং খণ্ডিততাং লুঠদ্ভাবং ভূমৌ

তাপিত হইয়াছেন নন্দ মহারাজ ইহা জানিতে পারিলেন। এই কারণেই সহসা এবং গোপনে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। বন্ধন ব্যাপারের কোন বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত না থাকায় অবজ্ঞা করিয়া কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল ইহা কি ঘটিয়াছে বলিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেই বালকেরাও নিজেই বলিলেন যে—কৃষ্ণ প্রকাশ্য ভাবে এই বৃক্ষ দ্বয়ের মধ্যে গমন করিয়া বিস্তীর্ণ ভূমির সম্মুখবর্ত্তিস্থলে ক্রীড়া করিবার জন্য নির্গত হয়েন এবং বক্রভাবে এই অচল উদূখলের তলপ্রদেশ আকর্ষণ করেন, তাহাতেই এই দুই বৃক্ষ খট্ খট্ শব্দ করিয়া ত্রুটিত হইয়া যায় এবং পরে শীঘ্র ভূতলে লুঠাইয়া পড়ে। তাহার পর এই দুইটি ভগ্নবৃক্ষ হইতে প্রদীপ্ত অনলের মত দুই জন দিব্যশরীরধারী পুরুষ নির্গত হইয়া এবং কটক, মুকুট ও কুণ্ডলাদি আভরণে বিভূষিত হইয়া চারিদিকে প্রণাম করিতে করিতে এই কৃষ্ণকে কিছু বলিয়া

* পপ্রচ্ছেতি একবারমেব পাঠঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকেষু।

কিমপি সন্তোষয়ামাসতুঃ। তদুত্তরমুত্তরস্যাং দিশি প্রাস্থিষাতাং। তদেতদাকল্য বালানাং প্রলাপোঽয়মিতি বৎসলাঃ কলয়াম্বভূবুঃ। অন্যে তু সাংশয়িকতানপেতচেতসঃ প্রজাতাঃ॥ ৭৬॥

ততশ্চ ক্রমাদেকদ্ব্যাদি প্রক্রমান্মিলিতেন ব্রজজনেন সমং ব্রজভূপালঃ স্ববালকেনাঙ্কং সদলঙ্কৃত্য নিত্যকৃত্যকৃতে কালিন্দী-মনুবিন্দমানস্তেনানুষজ্য নিমজ্য তত্রৈব বিপ্রৈঃ স্বস্তিবাচনাদিক-মাচর্য্য মহাদানাদিকং বিসর্জ্য নিকায্যমাসজ্য চ পূর্ব্বাহ্লভোজনায় সসজ্জ।

তজ্জায়া তু তজ্জাভ্যাং দুঃখলজ্জাভ্যাং সজ্জতী গৃহাদাগ্রহাচ্চ

লুঠনত্বং প্রাপ। শুষ্মাণৌ দহনাবিব তদুত্তরং তৎপরত্র প্রস্থিতবন্তৌ, আকলয্য শ্রুত্বা কলয়াম্বভূবুঃ কল্পয়াঞ্চক্রিরে। সাংশয়িকেতি সাংশয়িকতায়াঃ সকাশাৎ ন অপেতানি চেতাংসি যেষাং তে॥৭৬॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। তেন কৃষ্ণেন বিসর্জ্য দত্ত্বা নিকায্যং গৃহং আগম্য। তজ্জাভ্যাং পুত্রস্য বন্ধনজাতাভ্যাং গৃহাগতা মহিলাঃ। সমাধানোহিনী সমাধানং প্রাপয়িতুং শীলমস্যাঃ

(অর্থাৎ স্তব করিয়া) সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার পর ঐ দুই দিব্য পুরুষ উভয়েই উত্তর দিকে (অলকাপুরে) প্রস্থান করিয়াছেন। বালকদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "ইহা বালকদিগের প্রলাপ বাক্য" এই বলিয়া বৎসল ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই কল্পনা করিলেন; কিন্তু অন্য সকলেরই চিত্ত সংশয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল অর্থাৎ তাহাদিগের চিত্ত হইতে সন্দেহ দূর হইল না॥ ৭৬॥

তাহার পর, ক্রমে এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে সমস্ত ব্রজবাসিজন আসিয়া মিলিত হইলেন, ব্রজরাজ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় পুত্র দ্বারা নিজ-ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিয়া, নিত্যকার্য্য করিবার জন্য, যমুনা-নদীর তীরে গমন করিলেন। তথায় পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যমুনার জলে স্নান করিলেন এবং সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া মহাদানের বস্তু সকল দান করত অবশেষে গৃহে আসিয়া পূর্ব্বাহ্ল ভোজনের জন্য সজ্জিত হইলেন।

কিন্তু তদীয় পত্নী যশোদা পুত্রের কিয়ৎকাল ব্যাপী অদর্শন জন্য দুঃখ এবং

ন নিষ্ক্রামন্তী ন চ গৃহাগতাঃ সংভাষিতবতী। সর্ব্বাস্বর্ব্বাগেব নিবৃত্তাসু সমাধানোহিনী রোহিণী গৌরবপাত্রীভিঃ পৌরোগবীভিঃ পরিবেষয়ামাস।

শ্রীব্রজরাজস্ত্ববরাত্মজং রামমপি সমানীয় তেন সুতেন চ সার্দ্ধং তয়োঃ স্নিগ্ধকলকোলাহল-নিদিগ্ধঃ সগ্ধিমাচরিতবান্। তাভ্যাং মূর্ত্তপরমানন্দপূর্ত্তাভ্যাং মুহূর্ত্তমেকং বিশ্রম্য চ সম্যগীদৃগৌশীরসুখধীরচেতা গবাগমনরম্যসময়ে গোস্থানমাগম্য গোদোহনাদি কার্য্যঞ্চ কারয়তি স্ম।

উদবসিতাদতিসিতাং সিতামানায্য তয়া সহিতং সুহিতং

সা পৌরোগবীভিঃ পাচিকাভিঃ।...“রসবত্যান্তু পাকস্থানং মহানসং। পৌরোগবস্তদধ্যাক্ষঃ সূপকারাস্তু বল্লবাঃ”। ইত্যমরঃ। অবরাত্মজং কৃষ্ণং। সগ্ধিং ভোজনং। মূর্ত্তেতি মূর্ত্তো যঃ পরমানন্দস্তস্য পূরণং যাভ্যাং, ঈদৃগৌশীরেতি ঈদৃক্ যৎ শয়নাসনসুখং তেন ধীরং সুস্থিরং চেতো যস্য স সন্।

উদবসিতাৎ গৃহাৎ অতিশুক্লাং সবয়োভিঃ সুবলাদিভিঃ। পত্রপত্রীঘটনাং পত্রে

পুত্রের বন্ধন জন্য লজ্জায় নিমগ্ন থাকিয়া আগ্রহের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না এবং গৃহাগত রমণীদিগের সহিত সম্ভাষণও করিলেন না। পশ্চাৎ সকলেই নিবৃত্ত হইলে রোহিণী কার্য্য সমাধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া গৌরবের পাত্রী পাকশালার অধ্যক্ষা পরিচারিকাগণ দ্বারা পরিবেষণ করাইলেন।

শ্রীমান্ ব্রজরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের স্নিগ্ধ ও অব্যক্ত মধুর কোলাহলশব্দে পরিপূর্ণ হইয়া একত্র ভোজন করিলেন। তৎপরে মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দ-পূরক কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত দুই-দণ্ডকাল বিশ্রাম করিয়া এবং সম্যক্ ঔশীর অর্থাৎ শয়ন ও উপবেশনের সুখে সুস্থচিত্ত হইলেন। গো-সকলের আগমনের রম্যসময়ে গোশালায় আগমন করিয়া গোদোহনাদি কার্য্যও সম্পন্ন করাইলেন।

তৎপরে গৃহ হইতে অতি শুভ্র মিছরী আনাইয়া তাহার সহিত অত্যন্ত হিতকর

সহ সবয়োভিস্তনয়ৌ স্তনপানপ্রতিনিধিতয়া ধারোষ্ণং পয়ঃ পায়য়ামাস চ। শিক্ষয়ামাস চ তত্র পত্রপত্রীঘটনাম্ (ক)।

অথ পুনরপি হর্ম্ম্যমাগম্য তাভ্যামাচরিত-সায়ংভোজনসুখ-সমাজে ব্রজরাজে সহরোহিণীকাস্তদীয়সন্ততসুখাভীকাঃ স্বকুল-মাণিক্যলক্ষ্ম্যঃ সর্ব্বাঃ প্রামাণিক্যঃ সমাসাদ্য নিবেদিতবত্যঃ।

রাজন্! কৃষ্ণজনন্যদ্য ন ভুক্তবতী ন কেনচিদুক্তবতী চ বর্ত্ততে তামনু সর্ব্বাশ্চ তথা বর্ত্তন্তে।

ব্রজরাজঃ সহদুঃখহাসমুবাচ—বয়ং কিং কুর্ম্মঃ? রোষমনু-বর্ত্তমানা স্বয়মেব স্বদোষং পশ্যতু॥

লিপিযোজনা। আভীকঃ কামুকঃ। স্বকুলেতি স্বকুলস্য মাণিক্যরূপাঃ সম্পত্তয়ঃ। রোষং ক্রোধং।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ স্তনপানের প্রতিনিধিরূপে সুবলাদি সমবয়স্ক বালকগণের সহিত পুত্রদ্বয়কে পান করাইলেন এবং পত্রে পত্র লিখিবার প্রণালীও শিক্ষা করাইলেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার অট্টালিকায় আগমন করিয়া ব্রজরাজ ঐ পুত্রদ্বয়ের সহিত সায়ংকালীন ভোজন জন্য সুখসমাজের অনুষ্ঠান করিলেন, তদীয় অবিচ্ছিন্ন সুখ কামনা করিয়া নিজ-বংশের মাণিক্য সম্পত্তি স্বরূপ প্রামাণিক নারীগণ রোহিণীর সহিত আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন।

রাজন্! কৃষ্ণ-জননী অদ্য ভোজন করেন নাই এবং কাহারও সহিত আলাপও করিতেছেন না, তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলেই আহার এবং বাক্যালাপ ত্যাগ করিয়াছে।

ব্রজরাজ দুঃখ এবং হাস্যের সহিত কহিলেন, আমরা কি করিব, ক্রোধের অনুগত হইয়াছেন, নিজেই নিজ-দোষ দর্শন করুন।

(ক) পত্রপুটীঘটনামিতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দ-পুস্তকপাঠঃ।

সর্ব্বাঃ সাস্রমূচুঃ ;—হন্ত! সা খল্বন্তর্ব্বহিরপ্যতিকোমলা তবেদৃশালাপেন তাপেনাতিম্লাস্যতি।

ব্রজরাজস্তু সস্মিতঃ সুতমপৃচ্ছৎ ;—তাত! স্ব-মাতরং যাস্যসি ?

কৃষ্ণ উবাচ ;—নহি নহি,কিন্তু ত্বামেব সময়া সময়ান্ গময়িষ্যামি।

অথ রাজজ্যায়ঃ-প্রজাবত্যঃ সহাসমূচুঃ ;—স্তনং কস্য পাস্যসি ?

কৃষ্ণ উবাচ ;—সিতাসন্তবিষ্ণু ধারোষ্ণং পয়ঃ পাস্যামি।

সর্ব্বা উচুঃ ;—কেন ক্রীড়িষ্যসি ?

কৃষ্ণ উবাচ ;—তাতেনৈব সমং। তথা ভ্রাতরমপি সঙ্গং গময়িষ্যামি।

ব্রজরাজ উবাচ ;—ভ্রাতুর্মাতরং কথং নানুগচ্ছসি ?

অনুগচ্ছন্তী সময়া তব সময়া কালান্ যাপয়িষ্যামি। রাজজ্যায়ঃপ্রজাবত্যঃ রাজজ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-পত্ন্যঃ সন্তবিষ্ণু মিলিতং ভ্রাতরং শ্রীরামং।

তখন রমণীগণ সজলনয়নে কহিলেন,—আহা! তাঁহার অন্তর এবং বাহ্য অতিশয় কোমল, আপনার এইরূপ কথায় তিনি অত্যন্ত ম্লান হইবেন।

ব্রজরাজ মৃদু-হাস্যে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি নিজ-জননীর নিকট গমন করিবে ?।

কৃষ্ণ কহিলেন, না না, যাইব না; কিন্তু আপনারই নিকটে কালযাপন করিব।

অনন্তর ব্রজরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীগণ সহাস্যে বলিলেন, তুমি কাহার স্তন-পান করিবে ?।

কৃষ্ণ কহিলেন, মিছরী মিশ্রিত ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিব।

সকলে কহিলেন, কাহার সহিত খেলা করিবে ?।

কৃষ্ণ কহিলেন, পিতার সঙ্গেই খেলা করিব এবং ভ্রাতাকেও সঙ্গে লইব।

ব্রজরাজ কহিলেন, কেন তুমি ভ্রাতার জননী রোহিণীর অনুগমন করিতেছ না ?।

কৃষ্ণঃ সরোষাস্রমুবাচ ;—মাং বিহায়েয়মপীয়ায়েতি।

তদেতদাকর্ণ্য সাস্রা রোহিণী নীচৈরুবাচ ;—পুত্র ! কথং কঠোরায়সে (ক) মাতা তব দুঃখায়তে।

কৃষ্ণস্তদেতদশৃণ্বন্নিব সাস্রং পিতৃমুখমীক্ষতে স্ম। রোহিণী তু সঙ্কর্ষণং তস্য সঙ্কর্ষণায় সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ামাস। তেন গৃহীত-হস্তঃ পুনরসৌ নিরস্ততদ্ধস্ততয়া বিদ্রুত্য পিতুরুৎসঙ্গসঙ্গী বভূব। তথাভবংশ্চ ভুজাভ্যামবগুণ্ঠিততৎকণ্ঠঃ কৃতবাষ্পবৃষ্টিং তদ্দৃষ্টিমেব পশ্যংস্তমতীব বশ্যমাচরন্নাসীৎ।

ব্রজরাজস্তু মাতর্য্যন্তঃস্নেহমস্য পর্য্যালোচ্য তদভিষক্তায়(খ)

ইয়ায় জগাম। কঠোরয়ামাস আবাং কঠিনে করিষ্যতি ভবান, আশংসায়াং ভবিষ্যতি লিট্। (কঠোরায়সে কঠোরঃ কঠিন ইব আচরসি নামধাতুঃ) সংজ্ঞয়া সংজ্ঞা হস্তাদিদ্বারা অর্থসূচনা তয়া। অবগুণ্ঠিততৎকণ্ঠঃ অবগুণ্ঠনং দৃঢ়ালিঙ্গনং। তদভিষক্তায় তয়া সহ মিলনায়। উদস্তং উৎক্ষিপ্তং

কৃষ্ণ সকোপে এবং সজলনয়নে কহিলেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইনিও গমন করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া রোহিণী সজলনয়নে মৃদুস্বরে কহিলেন, বৎস! কেন তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কহিতেছ ? তোমার জননী অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

কৃষ্ণ যেন এই বাক্য না শুনিয়াই সজলনয়নে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন রোহিণী কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার জন্য সংজ্ঞা অর্থাৎ হস্তাদি দ্বারা অর্থ সঙ্কেত করিয়া বলরামকে জানাইলেন। বলরাম গিয়া কৃষ্ণের হস্ত গ্রহণ করিলেন, কৃষ্ণও পুনর্ব্বার তাঁহার হস্ত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন এবং পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া বাহুযুগলদ্বারা পিতার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতার বাষ্পবৃষ্টি পরিপূর্ণ লোচন দর্শন করতঃ তাঁহাকে অতীব বশীভূত করিয়া রহিলেন।

কিন্তু ব্রজরাজ, জননীর উপরে তাঁহার আন্তরিক স্নেহ পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে যেন প্রহার করিবার জন্যই হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলন

(ক) কঠোরয়ামাসেতি মাণ্ডবৃন্দাবন-পুস্তকপাঠঃ। মূলপাঠস্তু গৌরপুস্তকে।

(খ) তদভিব্যক্তয়ে ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর-পুস্তকপাঠঃ।

হস্তং কিঞ্চিদুদস্তং বিধায়াভিদধে। পুত্র ! যদি বক্ষি তর্হি তাং বাঢ়ং তাড়য়ামি। কৃষ্ণস্তু তদসহমানস্তস্য হস্তং স্তম্ভয়ামাস।

ততো ব্রজরাজঃ পুনর্ব্বিহস্য নিজবৎসলতয়াতীব সদয়ং তদীয়মাতুরপি হৃদয়মধিযন্ পুত্র ! তব মাতা যদ্যেবং ভবিষ্যতি, তদা কিং করিষ্যসীত্যনধাতোর্বিরুদ্ধার্থং প্রযুজ্য সপরিহাসমাহ স্ম।

কৃষ্ণস্তু বালকভাবেনাজস্রং মাতরি সতৃষ্ণঃ সাস্রং কুত্র মে মাতা তত্র গম্যতামিতি সশঙ্কং রোহিণ্যঙ্কং গতবান্।

অধিযন্ অধিগচ্ছন। অনধাতোর্বিরুদ্ধার্থং, অনপ্রাণনে। বিরুদ্ধার্থং মৃত্যুং, সতৃষ্ণঃ সাকাঙ্ক্ষঃ প্রহসিত-

করিয়া কহিলেন, পুত্র ! যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে (তোমার মাতাকে) অত্যন্ত প্রহার করি। কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া যাহাতে তিনি প্রহার করিতে না পারেন এই ভাবে পিতার হস্ত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন।

অনন্তর ব্রজরাজ পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া নিজের স্বাভাবিক বাৎসল্যভাবে সমধিক দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় জননীরও হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন ; পুত্র ! যদি তোমার জননী এইরূপ হয়েন (অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হন,) তাহা হইলে তুমি কি করিবে। এইরূপে অন ধাতুর অর্থাৎ জীবনার্থের বিরুদ্ধার্থ মৃত্যু প্রয়োগ পূর্ব্বক পরিহাস প্রকাশ করা হইল। (ক)

তখন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যস্বভাব বশতঃ অবিরত জননীর প্রতি সতৃষ্ণ হইয়া সজল-নয়নে কোথায় আমার জননী, সেই স্থানেই গমন করি, এই বলিয়া শঙ্কিত ভাবে রোহিণীর ক্রোড়ে গমন করিলেন অর্থাৎ রোহিণীর ক্রোড়ে উঠিয়া মাতার নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন।

(ক) অন ধাতুর অর্থ জীবনধারণ, তাহার বিরুদ্ধ অর্থ মৃত্যু। তাহা অমঙ্গল জনক বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহা ভঙ্গীপূর্ব্বক দেখাইলেন।

ততশ্চ প্রহসিতকলকলেষু সকলেষু পরমসুখারোহিণ্যা রোহিণ্যানীতঃ সোঽপি বেশ্ম প্রবিশ্য সরোদনমম্বাগলং লগ্নবান্ ॥ ৭৭ ॥

ততশ্চ—

বৎসমূর্দ্ধ্নি চিবুকং দধতী সা ধেনুবদ্বলিত-ঘর্ঘরশব্দা।
রোদন-প্রথনয়া দ্রবদাত্মারোদয়ৎ পরিকরানপি সর্ব্বান্ ॥৭৮॥

অথ তাসামনেকসান্ত্বনয়া লব্ধশান্তিঃ কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জিত-মুখকান্তিঃ শ্রীসুমুখকল্যেয়ং স্তন্যেন তনয়ং প্রীণয়ামাস,বুভুজে চ সহাগ্রজাতেন তেন পরমহিতাভিঃ সহিতা।

কলকলেষু মহাহাসেন কলকলশব্দো যেষাং তেষু পরমসুখারোহিণ্যা পরমসুখমারোহয়িতুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যাস্তয়া ॥ ৭৭ ॥

ততো জনন্যা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি—বৎসেত্যাদি পদ্যেন। রোদনপ্রথনয়া রোদনবিস্তারেণ ॥ ৭৮ ॥

অথ তস্যাঃ স্বাস্থ্যকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। শ্রীযুক্তং মুখং যস্যাঃ সা চাসৌ নীরোগা-চেতি সা। যদ্বা তাদৃশো মুখে কল্যঃ কল্যাণবচনং যস্যাঃ সা। "কল্যং প্রভাতে ক্লীবং স্যাৎ কল্যো-

---

অনন্তর সকলে হাস্য-কোলাহল করিতে থাকিলে পরমসুখপ্রদায়িনী রোহিণী তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে জননীর গলদেশে লগ্ন হইলেন ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তর যশোদা পুত্রের মস্তকে চিবুক ধারণ পূর্ব্বক ধেনুর ন্যায় প্রবল-ঘর্ঘর শব্দ করিয়া রোদন বিস্তার করিলেন এবং তাঁহার হৃদয় গলিত হইল ও সমস্ত পরিজনদিগকেও রোদন করাইলেন ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু তৎপরে তিনি ঐ সকল রমণীদিগের বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা শান্তি লাভ করিলেন, কিঞ্চিৎ পরিমাণে মুখকান্তি প্রকাশিত এবং ঐ কল্যাণীর মুখ শ্রীযুক্ত এবং সৌষ্ঠবপূর্ণ হইল। পরে তিনি স্তন্য দুগ্ধদ্বারা পুত্রকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর অগ্রজ বলরাম এবং কৃষ্ণকে লইয়া পরমহিতৈষিণী রমণীগণের সহিত ভোজনও করিলেন।

তদারভ্য তু সঙ্কোচমুপলভ্য ব্রজরাজ-লোচন-গোচরতাং বাসরত্রয়ং নাসাদিতবতী। দিনান্তরে তু পিতৃনিদেশপাল-বালগোপালেনৈব চেলাঞ্চলে গৃহীত্বা নীতা। তদ্দিনতশ্চ সনর্ম্মামোদং "দামোদরঃ" ইতি ব্রজবধূভিরাহূয়তে স্ম সোঽয়ং শ্যামমনোহর ইতি॥ ৭৯ ॥

ব্রজেশ্বরীং স্তোতুমপীহ কোবিদঃ
কো বা ভবেল্লোকগ-লোকসংগ্রহঃ।
ব্রহ্মাপি সর্ব্বোঽপি রমাপি যৎকলা-
কলাঞ্চ নাঞ্চীদিতি বাদরায়ণিঃ॥ ৮০ ॥

নাক্ শ্রুতিবর্জ্জিতে। সজ্জ-নীরোগদক্ষেষু কল্যাণবচনেঽপি চে"তি মেদিনিঃ। সহাগ্রজাতেন রামেণ সহ কৃষ্ণেন সনর্ম্মামোদং পরিহাসেন সহ আমোদো যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ৭৯ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য মুহুর্মুহুস্তাদৃশৈশ্বর্য্যদর্শনেনাপি ব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যলেশো ন ত্রুটিতঃ অতস্তস্যা মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—ব্রজেশ্বরীমিত্যাদি পদ্যেন। লোকগেতি লোকো ভুবনং তদ্গাতা যে জনাস্তেষু সম্যগ্ গ্রহণং যস্য সঃ। নাঞ্চীন্ন প্রাপ বাদরায়ণিঃ শ্রীশুকঃ ॥ ৮০ ॥

তদবধি যশোদা সঙ্কুচিত হইয়া তিন দিন ব্রজরাজের নয়নপথে গমন করেন নাই। কিন্তু অন্য দিবসে পিতার আজ্ঞাবহ বালগোপালই বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বন্ধন-দিন হইতে ব্রজবধূগণ পরিহাস এবং আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে "দামোদর" এই বলিয়া আহ্বান করিতেন এবং "ইনি সেই শ্যামমনোহর" এ কথাও উল্লেখ করিতেন॥ ৭৯ ॥

বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও যাঁহার বাৎসল্য হ্রাস হয় নাই, এরূপ বাৎসল্যময় ব্রজেশ্বরীকে স্তব করিবার নিমিত্ত জগতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক শ্রীশুকদেবও এই কথা বলিলেন যে ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবী ইহাঁরা যাঁহার কলার কলাকেও প্রাপ্ত হয়েন নাই॥ ৮০ ॥

সোঽয়মস্যা বাদরায়ণিনা ঘটিতসম্যগুদ্ভটঘট্টনঃ শ্রীমান্ যশঃ-পটহশব্দস্ত্রৈলোক্যমেব শ্লোক্যতয়া পর্য্যটন্নস্তি ॥ ৮১ ॥

তথাহি "নেমং বিরিঞ্চঃ" ইত্যাদি ॥

শ্রীরামস্তু নিজানুজং সতৃষ্ণমাহ স্ম ;—স্মরসি ভ্রাতর্বৃহদ্বনে বৎস্যাবঃ ॥ ৮২ ॥

অনুজোঽপি সস্মিতমাহ স্ম, আং আং তত্র ক্রীড়ামপি করিষ্যাব ইতি ॥ ৮৩ ॥

অস্যা এবং মহিমা ত্রৈলোক্যমেবাবৃতবানিতি শ্রীভাগবতপ্রামাণ্যেন বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি গদ্যেন। যশ ইতি যশোঢক্কাধ্বনিঃ শ্লোক্যতয়া সুখ্যাতিবিষয়তয়া পর্য্যটন্ ভ্রমন্ ॥ ৮১ ॥

অথ তদানীমীশ্বরস্বরূপাবিষ্কারাৎ শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীরামস্ত্বিত্যাদি গদ্যেন। নিজানুজং শ্রীকৃষ্ণং সতৃষ্ণং সাভিলাষং বৎস্যাবঃ বাসং করিষ্যাবঃ, নবমপূরণোক্ত-বৃন্দাবন-প্রবেশস্য সূচনমিদং ॥ ৮২ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণানুমতিং বর্ণয়তি—অনুজ ইত্যাদি গদ্যেন। আং আং স্মৃতং ॥ ৮৩ ॥

শুকদেব যাঁহার উৎকৃষ্ট গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। যশোদার এই সেই কীর্ত্তি-রূপ পটহশব্দ সুখ্যাতির সহিত ত্রিভুবনকেও পর্য্যটন করিয়া বিদ্যমান আছে ॥৮১॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে "নেমং বিরিঞ্চ" অর্থাৎ "গোপী-দিগের মত প্রসন্নতা ব্রহ্মাও লাভ করেন নাই" ইত্যাদি ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত আছে ॥

অনন্তর শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা প্রকাশ অনুভবানন্তর তাঁহার প্রতি সাভিলাষ বাক্যে কহিলেন, অহে ভাই! আমরা বৃহদ্বনে বাস করিব ইহা স্মরণ কর কি? ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণও মন্দহাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "আং আং" অর্থাৎ স্মরণ হইল স্মরণ হইল; আমরা দুইজনে তথায় ক্রীড়াও করিব ॥ ৮৩ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ ;—

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপমহেশ্বর।

যৌ বৃক্ষাবপি তৌ স্বস্য দিব্যভক্তৌ বিনির্ম্মমে ॥ ৮৪ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে সর্ব্বে তত্তৎকথামপি তত্তৎপর্ব্বেবানুভূয় স্বং স্বমাবাসমাসন্নবন্তঃ ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু দামোদর-বিনোদানুমোদনম্ নামাষ্টমং পূরণম্ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

সমাপনে স্নিগ্ধকণ্ঠস্য বাক্যং বর্ণয়তি— ঈদৃশ ইতি পদ্যেন ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। বৃত্তে বৃত্তে বৃত্তান্তে সমাপিতে সতি তত্তৎপর্ব্বেব তত্তৎকথামপি তত্তদুৎসবরূপমেব ইত্যনুভূয় আবাসং গৃহং প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং অষ্টমং পূরণম্ ॥ * ॥ ৮ ॥

অনন্তর কথক স্নিগ্ধকণ্ঠ কথা সমাপন করিয়া কহিলেন, হে গোপরাজ ! আপনার এরূপ পুত্র জন্মিয়াছেন যে, যিনি যমলার্জ্জুনকে আপনার দিব্য ভক্তরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কবি, প্রসঙ্গকে সমাপন করিয়া কহিলেন, এইরূপ ঘটনার পর সকলে শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই কথা গুলিকে সেই সেই উৎসবরূপে অনুভব করিয়া নিজ নিজ গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে দামোদরবিনোদানুমোদন নামক অষ্টমপূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমং পূরণম্

(বৃন্দাবন-প্রবেশঃ)

অথ দিনান্তরে ভাসমানায়াং সভায়াং শ্রীব্রজরাজঃ পর্য্যনুযুক্তবান্ ;—বৎস স্নিগ্ধকণ্ঠ ! তৌ খলু বৃক্ষৌ ব্রজে সঙ্কল্পপ্রদতয়া দেবতাসদৃক্ষৌ ততঃ প্রাগ্‌জন্মনি কীদৃশাবত্র বা কস্মাদাগতৌ সম্প্রতি চ কীদৃশতয়া ক্ব গতৌ ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—পূর্ব্বং ধূর্জ্জটিমিত্রাদুৎপন্নবন্তৌ কদাচিত্তু শ্রীদেবর্ষিবর্য্যে ধার্ষ্ট্যমনুষ্ঠিতবন্তৌ সন্তৌ পরিণামতঃ পরমানু-

নবমে পূরণে প্রোক্তং সদারাদ্যৈঃ সবৃত্তিভিঃ।
গোপৈঃ সার্দ্ধং রামহর্য্যো বৃন্দাবনপ্রবেশনং ॥ ০ ॥

অধুনা স্বয়ং কবিঃ শ্রীবৃন্দাবনপ্রবেশলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে ;—অথ দিনান্তর ইত্যাদি গদ্যেন। পর্য্যনুযুক্তবান্ তৌ কথকৌ সর্ব্বতোভাবেন অনুযোগং চকার। সঙ্কল্পপ্রদতয়া মনোঽভিলাষপ্রদত্বেন কস্মাৎ কিং কারণাৎ ॥ ১ ॥

তদুত্তরতয়া স্নিগ্ধকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিত্যাদি গদ্যেন। প্রতিভবদবতারং যদা যদা ভবতামবতারস্তদা তমুদ্দিশ্য সদেশে দেশে নিকটস্থানে আকলয়ন্তৌ প্রকাশয়ন্তৌ ॥ ২ ॥

এই নবমপূরণে নিজবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রার নির্ব্বাহক এবং স্বীয় পত্নীগণ সমবেত গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বৃন্দাবনে প্রবেশলীলা বর্ণিত হইবে ॥০॥

অনন্তর অন্যদিবসে সভা প্রকাশিত হইলে শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্নিগ্ধকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; - বৎস স্নিগ্ধকণ্ঠ ! ঐ দুইটী বৃক্ষ ব্রজমধ্যে অভীষ্টদায়ক বলিয়া দেবতুল্য হইয়াছিল। অতএব ইহারা পূর্ব্বজন্মেই বা কিরূপ ছিল, এই স্থানেই বা কিরূপে আসিল এবং সম্প্রতিই বা কিরূপ ভাবে কোথায় গেল ? ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে শ্রীশিব-মিত্র অলকাপতি যক্ষরাজ কুবের হইতে এই

গ্রহেণ শ্রীদেবর্ষিবর্য্যকৃতনিগ্রহেণ বৃক্ষতায়ামপি ভগবদ্ভক্ততামাগতবন্তৌ প্রতিভবদবতারমুদ্ভবতস্তস্য বৃহদ্বনস্থভবদ্গৃহস্য তু সদেশে দেশে যমলার্জ্জুনবেশেন স্থিতবন্তৌ। এতদনন্তরঞ্চ নিজগতিমাগতবন্তৌ পরমভগবদ্ভক্তিমন্তৌ চ জাতবন্তৌ। সম্প্রতি তু তদ্ভক্তিফলব্যক্তিমপ্যাকলয়ন্তৌ বর্ত্তেতে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজঃ সকৌতুকমুবাচ ;—কথ্যতাং তথ্যং সম্প্রতি কুত্র প্রতিযাতৌ।

অথ ব্রজেশস্নিগ্ধয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদি গদ্যেন। ঈক্ষাঞ্চক্রে দৃষ্টবান্।

দুই জন উৎপন্ন হয়, কিন্তু * একদা দেবর্ষি নারদের প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় দেবর্ষি তাহাদের উপর নিগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ করাতে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভগবদ্ভক্ততা লাভ করিয়াছিল। যে যে সময়ে আপনাদের অবতার হইয়া থাকে, সেই সেই সময়েই মহাবনস্থিত ভবদীয় গৃহের নিকটপ্রদেশে উভয়ে যমলার্জ্জুন বৃক্ষবেশে অবস্থান করিয়া থাকে। এত দিনের পর তাহারা নিজগতি প্রাপ্ত হইয়া পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ভগবদ্ভক্তিফলের পরিণামও প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ সকৌতুকে কহিলেন, তুমি তথ্য প্রকাশ করিয়া বল, সম্প্রতি তাহারা দুইজনে কোথায় গমন করিয়াছে ?।

---

* পুরাকালে রুদ্রানুচর নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক দুইজন কুবেররাজপুত্র কৈলাস পর্ব্বতের উপবনে মন্দাকিনী স্বর্গ নদীতে মদিরাপানে মত্ত হইয়া কতিপয় দেবকন্যা লইয়া নির্লজ্জভাবে জলক্রীড়া ও হাস্য-পরিহাস করিতেছিলেন ; এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে দয়াশীল ভগবান্ দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন, তদ্দর্শনে দেবকন্যাগণ বস্ত্র পরিধান করিলেন কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় তাহা করিলেন না, ইহাতে নারদ অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন,—তোমরা রাজপুত্র হইয়াও এরূপ মদান্ধ হইয়াছ অতএব তোমরা স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হইবে ; যাহাতে তোমরা আর এরূপ কুকার্য্য করিতে পারিবে না ; কিন্তু সেই স্থাবর যোনিতেও আমার অনুগ্রহে স্মরণ থাকিবে এবং দেব পরিমিত শত বৎসর পর ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করতঃ তাঁহাতে ভক্তিলাভ করিতে পারিবে ইহাই ভাগবত ১০ অধ্যায়।

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্ব-মুখকমলং নময়িত্বা তূষ্ণীমিব স্থিত্বা চ মধুকণ্ঠং কটাক্ষেণেক্ষাঞ্চক্রে।

ব্রজরাজ উবাচ;—সঙ্কুচন্নিব কথং নোচিবানসি?

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সসম্ভ্রমমুবাচ;—দেব! বয়ং কিং ব্রূমহে? শ্রীচরণাঃ স্বয়মেব বেৎস্যন্তি।

ব্রজরাজঃ সস্মিতমুবাচ;—সত্যং ভবদুক্তং পুনরুক্তমেব ভবেৎ। যতো ভবতো মৌনমেবাত্র ব্রবীতীতি রীতিবশাজ্জ্ঞাতবন্ত এব চ বয়ং। তথাপি স্বমুখেন সুখেন যোজয়তু ভবানস্মান্।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ;—সর্ব্বসুখবর্ষি-শ্রীদেবর্ষিচরণানাং কৃপণ-বিষয়কৃপাকৢপ্ত তদেতদ্গতী লব্ধমতী তাবেব স্ফুটমাবামিতি ॥৩॥

সসম্ভ্রমং সাদরং। মৌনং প্রত্যুত্তরাদানং রীতিবশাৎ রীতিঃ প্রকৃতিঃ শীলং বা। কৃপণেতি অধমবিষয়ে যা কৃপা তয়া সমর্থিতয়া সৈষা গতির্যয়োস্তৌ লব্ধা মতিঃ জ্ঞানং যাভ্যাং তৌ ॥ ৩ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার মুখপদ্ম নত করিয়া যেন মৌনাবম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করতঃ কটাক্ষ নেত্রে মধুকণ্ঠকে নিরীক্ষণ করিলেন।

ব্রজরাজ যেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, তুমি কেন বলিলে না?।

স্নিগ্ধকণ্ঠ আদরের সহিত কহিলেন, মহারাজ! আমরা কি বলিব, আপনারা পূজ্যপাদ, নিজেই ইহা জানিতে পারিবেন।

ব্রজরাজ মৃদুহাস্যে কহিলেন, সত্যই তোমার বাক্য পুনরুক্ত হইতেছে। যেহেতু তোমার মৌনাবলম্বনই বলিয়া দিতেছে,এইরূপ প্রকৃতি বা শীল হেতু আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, তথাপি তুমি আমাদিগকে নিজমুখ দ্বারা পরমসুখে যোজিত কর।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বসুখবর্ষী শ্রীমান্ দেবর্ষি পাদ অধম লোক দেখিয়া তাঁহাদের বিষয়ে যে দুই জনের সদ্ গতি প্রদান করিয়াছেন এবং যে দুই জন তাঁহারাই কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়াছে আমরাই সেই দুইজন বিদ্যমান রহিয়াছি॥ ৩॥

তদেতদাকর্ণ্য নির্ব্বর্ণিততন্মুখাঃ শ্রীব্রজরাজপ্রমুখাঃ সমাহূয় ভূয়ঃ সকৌতুকং সম্মুখং তৌ মিলিতবন্তঃ মধ্যে সমুপবেশ্য নিরীক্ষিতবন্তশ্চেতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ তৎপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠঃ ক্রমপ্রাপ্তাং কথাং প্রাহ ॥ ৫

তদেবং বিচিত্রাপূর্ব্বচরিত্রাদ্দিবসপঞ্চকানন্তরং শ্রীমানুপনন্দঃ স্ব-মন্দিরং বিন্দমানঃ স্ব-পত্নীং পপ্রচ্ছ ;—অদ্য স্ব-দেবর-নর-দেবগৃহে কিং গমনমঙ্গলং জগৃহে ভবত্যা ?

পত্নী প্রাহ ;—অথ কিং । কো বা তদ্গমনং বিনা মনো মানয়িতুং শক্নোতি কিমুত ভবদ্বিধনিকটসম্বন্ধিনস্তে বয়ম্ ।

পতিরাহ ;—বিশেষশ্চেৎ কথ্যতাং ॥ ৬ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদি গদ্যেন। নির্ব্বর্ণিততন্মুখাঃ দৃষ্টং তন্মুখং যৈস্তে। সমুপবেশ্য সম্যগুপবেশনং কারয়িত্বা ॥ ৪ ॥

পুনশ্চেতি গম্যং সুগমং ॥ ৫ ॥

ক্রমপ্রাপ্তাং লীলাং স্নিগ্ধকণ্ঠো যথা বিবৃতবান তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। তদেবং বিচিত্রমপূর্ব্বচরিত্রং যত্র কালে তস্মাৎ। বিন্দমানঃ লভমানঃ স্বদেবেতি ব্রজেন্দ্রালয়ে, অথ কিং স্বীকারে। মানয়িতুং সন্তোষয়িতুং। ভবদ্বিধেতি ভবদ্বিধানাং নিকটসম্বন্ধবিশিষ্টাঃ ॥ ৬ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই উভয়ের মুখদর্শন-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পুনর্ব্বার কৌতুকের সহিত সহর্ষে মিলিত হইলেন এবং মধ্যে উপবেশন করাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

পুনর্ব্বার ব্রজরাজের প্রশ্নানন্তর মধুকণ্ঠ অবসর প্রাপ্ত কথার প্রস্তাব করিলেন ॥ ৫ ॥

যে সময়ে এইরূপ অপূর্ব্ব বিচিত্র চরিত্র সংঘটিত হয়, সেই সময় হইতে পাঁচ দিবসের পর শ্রীমান্ উপনন্দ নিজ-গৃহে গমন করিয়া আপনার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রিয়ে ! অদ্য নিজদেবর-ব্রজরাজের গৃহে কি তোমার গমনরূপ মঙ্গল কার্য্য হইয়াছে ?

পত্নী কহিলেন হাঁ, তাহা কি আবার বলিতে হয় ! কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার

পত্নী প্রাহ ;—

(ক)যস্মিন্ প্রেমপ্রচুরং ভয়মপি তস্মিন্ বিভাব্যতে প্রচুরম্।
ঈক্ষণবন্তস্তমসা মুহুরিন্দ্বর্কাবৃতিস্তু বীক্ষন্তে ॥ ৭ ॥

তথাহি যদ্যপি নিরবদ্যাধানবিধাতৃ-মাতৃপ্রভৃতিভীরক্ষ্যেতে সভীভিরেব তৌ তথাপি খেলাবেলায়াং সন্তালয়িতুমপারণীয়তয়া সকলমেব বিকলয়তঃ। তত্র চাদ্যতনবৃত্তং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ৮ ॥

তৌ ভবদ্ভ্রাতৃজৌ সনিজব্রজ-ব্রজেশ্বর-ভোজ্যসজ্জনায়

সাতু যং বিশেষমাহ তদ্বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি পদ্যেন। ঈক্ষণবন্তঃ নতু নেত্রবিহীনাঃ ॥ ৭ ॥

তদ্দ্বয়ং সকারণং বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদি গদ্যেন। নিরবদ্যেতি দোষরহিতং যদ্গর্ভাধানং তদ্ধারয়িতুং শীলং যাসাং তা মাতরস্তাভিঃ সভীভির্ভয়েন সহ বর্ত্তমানাভিঃ,খেলাবেলায়াং ক্রীড়াসময়ে, বিকলয়তঃ বৈকল্যং প্রাপ্নুবতঃ প্রতিপদ্যতাং জ্ঞায়তাং ॥ ৮ ॥

তৎকারণং তদ্দিনকৃত্যং সা যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তাবিত্যাদি গদ্যেন। সনিজেতি আত্মীয়বর্গেণ

গৃহে গমন ব্যতীত আপনার মনঃ সুস্থির রাখিতে পারে? বিশেষতঃ আপনাদের ন্যায় নিকটসম্বন্ধধারী মাদৃশ জনের আর কথা কি?।

পতি কহিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে ত বল ॥ ৬ ॥

পত্নী কহিলেন, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রেম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ভয়ও লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখুন যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারাই ভীতি বা অমঙ্গলজনক রাহু দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের আবরণ দেখিতে পায়, নয়নবিহীন জন তাহা দেখিতে পায় না ॥ ৭ ॥

দেখুন, অনিন্দিত গর্ব্ভাধানের বিধান সমর্থা জননী প্রভৃতি গুরুগণ ভীত হইয়াই ঐ দুই বালক রামকৃষ্ণকে রক্ষা করিতেন, তথাপি খেলার সময়ে উভয়কে দেখিতে কেহই পারগ হইবেন না বলিয়া ঐ রামকৃষ্ণ সকলকেই ব্যাকুলিত করিতেন। তন্মধ্যে অদ্যকার বৃত্তান্ত অবগত হউন ॥ ৮ ॥

আত্মীয়জন-সকলের সহিত ব্রজেশ্বরের খাদ্যসামগ্রী সম্পাদন করিবার জন্য

(ক) "বিভাব্যতে প্রচুরং" ইত্যত্র "বিভাব্যতে বহুধা" ইতি, দ্বিতীয়ার্দ্ধস্থলে—"যদ্বন্নেত্রং শঙ্কাবিষয়স্তদ্বন্ন কর্ণাদি" ইতি চ পাঠান্তরম্ বৃন্দাবন-গৌরানন্দপুস্তকেষু।

জনিতামোদায়াং যশোদায়াং তদীয়-সাহায়কারোহিণ্যামপি রোহিণ্যামাশঙ্কাপাত্রীর্ধাত্রীর্বঞ্চয়িত্বা বিদূরং চঙ্কিতবন্তৌ ॥ ৯ ॥

যথা—

ধাত্রীণামপরত্র কর্ম্মণি মনাগ্দত্তাত্মনামগ্রতঃ
সব্যাসব্য-দৃশোর্দৃশোরবিষয়ে সান্তর্দ্ধিদেশে চ তৌ।
ক্রীড়াদম্ভবশাৎ ক্রমাদপগতৌ বিদ্রুত্য দূরস্থিতৌ
তত্রাথ স্ব-সুহৃদ্ভিরুদ্ধতগণৈঃ কোলাহলং চক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অথ তথা নিকৃতস্তৎপালনাধিকৃতধাত্রীবর্গঃ ক্ষণাৎ কৃতাব-

সহ বর্ত্তমানো যো ব্রজেন্দ্রস্তস্য ভোজ্যপ্রস্তুতায় জনিতামোদায়াং জনিতহর্ষায়াং, তদীয়েতি ভোজন-সম্বন্ধ্যানুকূল্যমারোহিতুং সম্পাদয়িতুং শীলমস্যাস্তস্যাং রোহিণ্যামপি সত্যাং চঙ্কিতবন্তৌ গতবন্তৌ "চঙ্কু গত্যাং" ॥ ৯ ॥

অথ ছলেন দূরং গতয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ সখিভিঃ সহ বিহরণং বর্ণয়তি—ধাত্রীণামিতি পদ্যেন। সব্যাসব্যদৃশো বামে দক্ষিণে চ দৃষ্টির্যয়ো নেত্রয়োরগোচরে সান্তর্দ্ধিদেশে সহতিরোধানদেশে ক্রীড়াদম্ভঃ ক্রীড়ায়াং কাপট্যং ছলং অপগতৌ চুতৌ উদ্ধতগণৈর্নিরর্গলকণ্ঠৈঃ সহ ॥ ১০ ॥

তদা ভয়ান্বিতানাং ধাত্রীবর্গাণাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। তথা নিকৃতস্তদ্রূপেণ প্রতারিতঃ কৃতাবধানসর্গঃ। কৃতোঽবধানস্য সর্গে নির্ম্মাণং যেন সঃ কৃতানুমার্গঃ কৃতোঽনুমার্গো-

যশোদা সহর্ষে ব্যস্ত হইলেন এবং রোহিণীও তদীয় সাহায্যকারিণী হইলেন, ধাত্রীগণ "গমনাদি বিষয়ে আমাদের প্রতিবন্ধক হইবে," এইরূপভাবে ধাত্রীদিগকে আশঙ্কাস্পদ বিবেচনা করতঃ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতৃপুত্র দুইটি অত্যন্ত দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বঞ্চনা যথা—যখন ধাত্রীগণ অপর কর্ম্মে ঈষৎ ভাবে মন সমর্পণ করিল, তখন তাহাদের অগ্রে তাহাদের বাম এবং দক্ষিণভাগে নেত্রদ্বয়ের অগোচর স্থানে এবং যে স্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারা যায়, সেই স্থানে ঐ দুই ভ্রাতা ক্রমে কপটক্রীড়ার ছলে চলিয়া যান, দৌড়িয়া গিয়া দূরে অবস্থান করেন, অনন্তর তথায় উদ্ধতকণ্ঠস্বরে স্বাধীন ভাবে চীৎকার পূর্ব্বক নিজবন্ধুগণের সহিত কোলাহল করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর ঐ বালকদ্বয়ের রক্ষাকার্য্যে যে সকল ধাত্রী নিযুক্ত ছিল, তাহারা রূপে শঠতায় প্রতারিত হইয়া ক্ষণকাল পরে অবধান পূর্ব্বক ইহা শীঘ্রই অনু-

ধানসর্গঃ শীঘ্রমেব কৃতানুমার্গঃ ক্রমেণ স্বস্যাকারণমকারণতামাসাদিতমবধার্য্য নিজেশ্বর্য্যোরাবেদয়ামাস ॥ ১১ ॥

তাবচ্চ ততোঽপ্যতিদূরং গম্ভীরসরিত্তীরং গতাবাকর্ণ্য পূতনাসূদনপ্রসূ রামাম্বালামেব তয়োঃ সঙ্কলনায় চালয়ামাস। হন্ত! ন জানে খল্বর্জ্জুনযুগলবদ্দুর্জ্জনপ্রের্য্যমাণতয়া কশ্চিদনোকহো বা নদ্যবরোহো বা স্খলতীতি ময়ি পাককর্ম্মবিপাকাবরুদ্ধায়াং সত্বরং ত্বমেব স্বয়ং যাহীতি ॥ ১২ ॥

সা চ তত্র গতা শীঘ্রং ব্যগ্রীভূতাঙ্গমানসা।
"সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ ॥" ১৩ ॥ (ক)

হন্বেষণং যেন সঃ স্বস্যাকারণং স্বকর্তৃকমাকারণমাহ্বানং অকারণতাং ব্যর্থতামাসাদিতং প্রাপিতং। নিজেশ্বর্য্যোঃ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যোঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং নিশম্য ভীতা ব্রজেশ্বরী যদাচচার তদ্বর্ণয়তি—তাবচ্চেতি গদ্যেন। আকর্ণ্য শ্রুত্বা রামাম্বালাং রোহিণীং সঙ্কলনায় আকর্ষণায় অনোকহো বৃক্ষঃ নদ্যবরোহো নদ্যাং অবতরণস্য পন্থাঃ। পাকেতি পাককর্ম্মৈব বিপাক আপৎ তেনাবদ্ধায়াং ময়ি সত্যাং ॥ ১২ ॥

পুত্রয়োর্বৎসলা শ্রীরোহিণী যৎ কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—সা চেতি পদ্যেন। ব্যগ্রীভূতাঙ্গমানসা ব্যগ্রীভূতে দেহচিত্তে যস্যাঃ সা ॥ ১৩ ॥

সন্ধান করিল এবং ক্রমে ক্রমে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের নাম ধরিয়া যে আহ্বান করা হইয়াছিল "তাহাও বৃথা হইয়াছে" ইহা নিশ্চয় করিয়া নিজেশ্বরী যশোদা এবং রোহিণীর নিকট গিয়া নিবেদন করিল ॥ ১১ ॥

তৎকালে তথা হইতেও অতিদূরবর্ত্তি গভীর নদী-তীরে উভয়ে গমন করিয়াছেন শুনিয়া পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদা তাঁহাদের দুইজনকে আনিবার জন্য রাম-জননী রোহিণীকেই প্রেরণ করিলেন। এবং বলিলেন, হায়! জানিতে পারিতেছি না, হয় ত অর্জ্জুনদ্বয়ের ন্যায় দুর্জ্জনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন বৃক্ষ অথবা নদীতে অবতরণ হইবার পথ স্খলিত হইবে। অতএব আমি অন্নাদি পাককর্ম্মের আপদে অবরুদ্ধ হইয়াছি, তুমিই সত্বর স্বয়ংই গমন কর ॥ ১২ ॥

অনন্তর রাম-জননী ব্যাকুলদেহে ও ব্যাকুলচিত্তে তথায় গমন করিয়া নদীতীরগত অর্জ্জুন বৃক্ষের ভঙ্গকারি-শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

(ক) পরার্দ্ধং শ্রীভাগবতীয়ং। দশমে ১১ অধ্যায়ে "রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশং" ইতি ভাগবতে পরার্দ্ধং। তস্য পূর্ব্বার্দ্ধমাত্রং পরার্দ্ধত্বেন উদ্ধৃতং।

ততশ্চ ক্রীড়ারঙ্গাকুলতয়া তদনঙ্গীকর্ত্তরি সঙ্গীশিতরি কৃষ্ণে কৃষ্ণাগ্রজে চ তদনুগতৃষ্ণে সা পরিবৃত্য সদ্মাগত্য তস্য কিঞ্চিদ্ভয়-স্থানং প্রভব-স্থানমেব প্রস্থাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ তন্মাতা চ গত্বা—

ক্রীড়ন্তং তনয়ং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্ ।
বীক্ষ্য স্তনমিষাৎ স্নেহং বর্ষন্তী হূতিমাতনোৎ ॥ ১৫ ॥

নতু সহসা সমীপমাপ তৎপলায়নশঙ্কয়া । আহূতিমাধুরী-চেয়মাস্বাদধুরীণতাং নীয়তাম্ ॥ ১৬ ॥

স্বয়া কৃতে আহ্বানেঽপি যদা তৌ নাজগ্মতুস্তদা সা ব্রজেশ্বরীং প্রেষয়ামাসেতি বর্ণয়তি—ক্রীড়েত্যাদি গদ্যেন । সঙ্গীশিতরি সঙ্গিনাং নিয়ন্তরি তদনুগতৃষ্ণে কৃষ্ণস্যানুগতা তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্ প্রভবস্থানমুদ্ভবস্থানমর্থাজ্জননীং ॥ ১৪ ॥

তদা চ ব্রজেশ্বরীকৃত্যং বর্ণয়তি—ক্রীড়ন্তমিতি পদ্যেন । অতিবেলমতিশয়ং, স্তনমিষাৎ দুগ্ধক্ষরণচ্ছলাৎ, হূতিমাহ্বানং ॥ ১৫ ॥

ন হিতি সুগমং । আস্বাদধুরীণতাং আস্বাদবাহকতাং ॥ ১৬ ॥

তথাপি ক্রীড়ারঙ্গে আকুল হইয়া সঙ্গিজনের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর আহ্বান অঙ্গীকার করিলেন না এবং বলভদ্রও শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া গ্রাহ্য করিলেন না, তখন রোহিণী পরাবৃত্ত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন এবং তাঁহার জননী ব্রজেশ্বরীকে প্রেরণ করিলেন। যে হেতু ব্রজেশ্বরী উভয় বালকের পক্ষেই কিঞ্চিৎ ভয়ের কারণ অর্থাৎ রোহিণী অপেক্ষা যশোদাকে উভয়ে কিছু ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর তাঁহার মাতা গমন করিয়া, বালকগণের সহিত এবং রামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া স্তনদুগ্ধচ্ছলে স্নেহ বর্ষণ করত আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন-শঙ্কা করিয়া সহসা তাঁহার নিকটে গমন করিলেন না। এই আহ্বান-মাধুরী যতদূর সুন্দর হইতে হয় তাহা আপনারা আস্বাদন করুন ॥ ১৫—১৬ ॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ ! তাত ! এহি স্তনং পিব ।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুচ্ছ্রান্তস্তদ্ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥" ইতি॥১৭॥

তথাপি মিথঃ সম্ভর্ষতঃ ক্রীড়াতর্ষবন্তং তমনাগচ্ছন্তং ধর্ষয়ন্তী" বিচ্ছিদুরতা-বিধুর-সজাতীয়স্নেহস্য দ্বিতীয়পাত্রমাদৃত-স্ববচনমাত্রতয়া-বশ্যমেব বশ্যং শ্রীবলভদ্রমেব সানুক্রোশং চুক্রোশ,

"হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন ! ।
প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ! ॥
প্রতীক্ষ্যতে ত্বাং দাশার্হ ! ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহং যাত বালকাঃ ! ॥ ১৮ ॥"

তদাহ্বানপরিপাটীং বর্ণয়তি—কৃষ্ণেতি পদ্যেন ॥ ১৭ ॥

তাদৃশাহ্বানেঽপি অনাগচ্ছন্তং পুত্রং বীক্ষ্য সা যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণয়তি—তথাপীত্যাদি-গদ্যেন। মিথ ইতি ক্রীড়ায়াং জয়ে পরস্পরস্পর্দ্ধাতঃ ধর্ষয়ন্তী পরাভবং কারয়ন্তী বিচ্ছিদুরতেতি বৈরিতারহিতো যঃ সজাতীয়ঃ স্নেহস্তস্য আদৃতেতি আদৃতং স্বীকৃতং স্ববচনমাত্রং যেন তত্তয়া, সানুক্রোশং দয়াসহিতং যথা স্যাৎ। অনুক্রোশবাক্যানি নির্দিশতি—হে রামেত্যাদি ॥ ১৮ ॥

১০ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে যথা—দূর হইতে যশোদা ডাকিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! হে অরবিন্দাক্ষ ! হে তাত ! শীঘ্র আইস, স্তন পান কর। আর খেলায় প্রয়োজন নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ভোজন করাই তোমার উপযুক্ত কার্য্য ॥ ১৭ ॥

তথাপি খেলা-বিষয়ে জয় করিবার জন্য পরস্পর স্পর্দ্ধা হেতু শ্রীকৃষ্ণ খেলিবার বাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কথায় আসিলেন না, তখন যশোদা পুত্রের পরাভব করিবার জন্য বিচ্ছেদ রহিত অর্থাৎ বৈরিতা শূন্য যে সজাতীয় স্নেহ তাহার দ্বিতীয় পাত্র এবং আমার বাক্যের আদর-বিধায়ক বলভদ্র অবশ্য বশ্য হইবেন, এই চিন্তা করিয়া সদয়ভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

১০ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে। হে রাম ! হে ! তাত ! তুমি কুলপ্রদীপ অনুজসহ শীঘ্র আগমন কর, কখন্ প্রাতঃকালীন আহার করিয়া আসিয়াছ, হে পুত্র দেখিতেছি তোমরা খেলায় শ্রান্ত হইয়াছ, হে দাশার্হ ! ব্রজপতি নন্দ ভোজন

ততো মাতৃহর্ষণায় নিবৰ্ত্তয়িতুং কৃষ্ণং কর্ষতি সঙ্কর্ষণে সচ্ছলপ্রোৎসাহনং তমেব ভণতি স্ম।

"ধূলীধূসরিতাঙ্গস্ত্বং তাত! মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ॥"

পুনস্তদানীমেব গৃহাদাগতান্ বালানাকলয্য স্পৃহাং বৃংহয়ন্তী বভাসে।

"পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্।
ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ॥ ১৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি —তত ইতি গদ্যেন। তং কৃষ্ণং, পুনরিতি গদ্যং সুগমং। বৃংহয়ন্তী স্নানাদৌ বৰ্দ্ধয়ন্তী। তৎ কথনং বর্ণয়তি —পশ্য পশ্যেতি পদ্যেন॥ ১৯॥

করিতে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আসিয়া আমাদের প্রীতি উৎপাদন কর, পরে অন্যান্য বালকদিগের প্রতি কহিলেন, অরে বালকগণ! তোরা সকলে আপন আপন গৃহে যা॥ ১৮॥

তদনন্তর মাতার হর্ষ নিমিত্ত কৃষ্ণকে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য সঙ্কর্ষণ আকর্ষণ করিলে ব্রজেশ্বরী ছলের সহিত উৎসাহ পূর্ণ বাক্য কহিতে লাগিলেন।

১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা—তদনন্তর পুনর্ব্বার আপনার বালককে বলিতে লাগিলেন, তাত! ধূলিদ্বারা তোমার সকল অঙ্গ ধূসরিত হইয়াছে, স্নান করিবে চল, বৎস! অদ্য তোমার জন্মনক্ষত্র, শুচি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গো সকল দান করিতে হইবে।

পুনর্ব্বার তৎকালেই গৃহ হইতে বালকদিগকে আসিতে দেখিয়া তাহাদিগের মজ্জন স্নানাদি কার্য্যদ্বারা নিজ স্পৃহাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া কহিলেন।

১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে। বৎস! দেখ দেখি তোমার ঐ সকল বয়স্য বালকগণ স্ব স্ব জননীগণকর্তৃক কেমন মার্জ্জিত-শরীর ও সুন্দররূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমিও চল, স্নান করিয়া আহারের পর অলঙ্কৃত শরীরে আসিবে, আসিয়া পুনরায় খেলা করিও॥ ১৯॥

তদেবং বাল্যমারভ্য বিপ্রপোষণাদাত্মনস্তোষ ইতি তদারম্ভায় স্তম্ভমানমাহ্বানাদি লক্ষ্যেণ লঘু লঘু সমীপমাসন্না সরামং রামানুজং ভুজয়োর্গৃহীত্বা গৃহমানিনায়।

ততশ্চ "জন্মর্ক্ষং তে" ইতি মিথ্যাকথ্যমানমপি তেন গৃহীতং নিতরামেব গৃহীতবতী ব্রজরাজগৃহিণী তৎ পর্ব্ব। যত্র দুষ্টদৃষ্টিনিবারণায় সযন্ত্রা মন্ত্রা মুহুর্বিন্যাসমূহুঃ॥ ২০॥

তদেবমবধায় স সর্ব্বদর্শঃ শ্রীমানুপনন্দঃ পরামমর্শ। সত্যমাশঙ্কিতং প্রজাং প্রতি প্রজরঙ্গ্যোরনয়োঃ প্রজাবত্যোঃ।

বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিরিতি শ্রুত্বা তৎকরণায় স্তম্ভমানং সরামং শ্রীকৃষ্ণং যথা জগ্রাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। তদারম্ভায় বিপ্রেভ্যো গোদানায় আহ্বানাদি লক্ষ্যেণ। আহ্বানাদীনাং লক্ষ্যো বিষয়স্তেনোপলক্ষিতং সরামং কৃষ্ণং। তেন কৃষ্ণেন সযন্ত্রা দেবানামধিষ্ঠানেন সহিতা মন্ত্রা বিপ্রৈরুচ্চারিতা ইতি শেষঃ। বিন্যাসং বিশেষেণ তস্য স্থাপনং ধারয়ামাসুঃ ॥২০॥

এবং পত্নীবাক্যাৎ সর্ব্বং বৃত্তান্তং নিশম্য উপনন্দো যদাচচার তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি

সে যাহা হউক, এই প্রকারে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগের পালনে শ্রীকৃষ্ণে আত্মতুষ্টি ঘটিত; সুতরাং সেই কার্য্যের জন্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে গো-দানের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন। এবং আহ্বানাদি করিবার চিহ্নে চিহ্নিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনার্থে আহ্বান করিলেই দুরন্ত কৃষ্ণকে ধরা যাইবে, এইরূপ আহ্বানের চিহ্ন বুঝিয়া লইয়া জননী সেই সঙ্কেত দ্বারা কৃষ্ণাকর্ষণ স্থির করিলেন। এই সঙ্কেতে কৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলে পর যশোদা ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন।

অধিক কি, যে উৎসবে দুর্জ্জন ব্যক্তিগণের কুদৃষ্টি নিবারণ করিবার জন্য মন্ত্রাধিষ্ঠিত অর্থাৎ দেবতাদিগের অধিষ্ঠান সহিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত মন্ত্র সকল বারম্বার বিন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং "এটি তোমার জন্ম নক্ষত্র" এই মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হইলেও ব্রজরাজপত্নী যশোদা তদ্দ্বারা কৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে ধরিয়া ফেলিলেন এবং জন্মোৎসবরূপ পর্ব্বকে কৃষ্ণের নিকট প্রচার করিলেন॥ ২০॥

এইরূপ পত্নীবাক্য দ্বারা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী শ্রীমান্ উপনন্দ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধা এবং পুত্রবতী যশোদা ও রোহিণী দুইজন

(ক) যদিদং গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠমবদুষ্টমিব দৃশ্যতে। ভবতু ব্রজরাজসমাজমনু বিচারয়িষ্যামঃ।

তৎপত্নী প্রাহ;—বিচারঃ পুনস্তত্র ভবত্যেব স্থাস্যতি ॥২১॥

অথ প্রাতরেব গোব্রজব্রজান্তস্থায়াং সর্ব্বার্থাস্পদ-ব্রজরাজসমাজরাজমানায়ামাস্থান্যাং মিলিতা গোপালা গোপালনাদিসৌকর্য্যং নাত্রেতি পর্য্যালোচয়ামাসুঃ।

চিরাবাসেনোৎসন্নসন্নতাবনতয়া বৃহদ্বনস্য। তত্র তু বয়োজ্ঞানাভ্যাং বৃদ্ধঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেম্ণা সম্বৃদ্ধঃ স্বাঙ্ক-পল্যঙ্ক-সদলঙ্করিষ্ণুনা মধ্যে মধ্যে চ চিবুকং গৃহীত্বা বিতথপ্রশ্নমাচরিষ্ণুনা

গদ্যেন। সর্ব্বদর্শঃ সর্ব্বং পশ্যতীতি সঃ, প্রজরত্যো বৃদ্ধয়োযশোদারোহিণ্যোঃ অবদুষ্টং নিশ্চয়দোষযুক্তং ॥ ২১ ॥

অধুনা স বিচারঃ কথমুত্থাপিত ইতি তৎ প্রসঙ্গং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে;—অথেত্যাদি পদ্যেন। গোব্রজেতি গোসমূহানাং যো ব্রজো গোষ্ঠং তস্য মধ্যস্থিতায়াং আস্থান্যাং সভায়াং। উৎসন্নাসন্নবনতয়া বিনাশিতত্বমাসন্নং প্রাপ্তং বনং বৃক্ষাদি সমূহো যত্র তাদৃশতয়া। স্বাঙ্কেতি স্বস্য অঙ্করূপং যৎ

ভ্রাতৃজায়ার সন্তানের প্রতি সত্যই আশঙ্কা হইয়াছিল, যেহেতু এই গোষ্ঠভূমির প্রকোষ্ঠ, দুষ্টজন দ্বারা যেন ব্যাপ্ত দেখিতেছি। হউক, ব্রজরাজের সভায় গিয়া ইহার বিচার করিব।

উপনন্দের পত্নী কহিলেন;—সে সভাতে আপনাতেই বিচার থাকিবে অর্থাৎ আপনাকেই বিচারক হইতে হইবে ॥ ২১ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালেই গোসমূহের গোষ্ঠমধ্যস্থিত এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনের আধার স্বরূপ ব্রজরাজের সভাসৎ জনগণ দ্বারা বিরাজিত সভামধ্যে গোপগণ মিলিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, এস্থানে গোপালনাদি কার্য্য কেন আনন্দে সম্পন্ন হইতেছে না? চিরকাল বাস করাতে বৃহদ্বনের বৃক্ষ সমূহাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সভাস্থিত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ও শ্রীমান্ রামকৃষ্ণের প্রেমে

(ক) প্রজরত্যোঃ ইতি গৌরবৃন্দাবন পুস্তকে নাস্তি।

তত্তদা ক্রীড়ানকযাচ্ঞাসতৃষ্ণেন কৃষ্ণেন লভ্যমানানন্দঃ শ্রীমানুপনন্দঃ প্রাবোচদখিলরোচনমিহ চ ব্রজরাজস্য সঙ্কোচমবলোচয়ন্ বালপ্রজামাত্রস্য হিতপক্ষমুপলয়ামাস ॥ ২২ ॥

যথা—

ইহ ন স্থেয়মিতীত্থং, ব্রজহিতমুক্তং ভবদ্ভির্যৎ।
তৎ পুনরতিবালানাং, হিতপ্রধানং মম স্ফুরতি ॥ ২৩ ॥
সহজনিজনিতে যন্মম, পরপরযত্নেন রক্ষিতেঽপ্যত্র।
জাতং বিপ্লবজাতং, তস্মাৎ কিং স্যাদিহোর্ব্বরিতম্ ॥২৪॥

পল্যঙ্কং তৎ। সৎ প্রশস্তং যথা স্যাত্তথা অলং কর্ত্তুং শীলমস্য তেন বিতথপ্রশ্নং মিথ্যাজিজ্ঞাসাং। ইহ চ বৃহদ্বনে উপলক্ষয়ামাস আললম্বে অনুমানং চকার বা ॥ ২২ ॥

তত্রোপনন্দবাক্যং বর্ণয়তি—ইহেত্যাদি ত্রয়োদশপদ্যেন (২৩—৩৫ ১৩) ॥ ২৩ ॥

সহজনি ব্রজরাজ সুস্মাজ্জাতে কৃষ্ণে বিপ্লবজাতং উপদ্রবসমূহো জাতঃ উর্ব্বরিতং অস্মদপেক্ষণীয়ং ॥ ২৪ ॥

সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমান্ উপনন্দ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার নিজক্রোড়রূপ পল্যঙ্ক উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক ধরিয়া মিথ্যাপ্রশ্ন করিতেছিলেন এবং বিবিধ খেলার দ্রব্য প্রার্থনা করিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছিলেন। তখন উপনন্দ সকলের রুচিকর বাক্য বলিলেন এবং বৃহদ্বনে ব্রজরাজের সঙ্কুচিত ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত শিশুসন্তানের হিত পক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ২২ ॥

যথা—"এই স্থানে থাকিও না" এই প্রকার আপনারা যে ব্রজের হিতকর বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা অত্যন্ত শিশুদিগের পক্ষেই প্রধান হিতকর বিষয় বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৩ ॥

আমার কনিষ্ঠ ব্রজরাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, নানাবিধ যত্নে রক্ষিত হইলেও যখন তাহাতে বিবিধ উপদ্রব সংঘটিত হইতেছে, তখন বাস-ত্যাগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কারণ কি আছে? ॥ ২৪ ॥

তত্তদুপদ্রবজাতে, কেবল-পরমেশিতুরক্ষা ।
তস্মিন্ ভারং দদ্যাদিতি চ মতং ন খলু তৎপরৈরিষ্টম্ ॥২৫॥
চলতা দ্বয়মনুচিন্ত্যং, ত্যাজ্যং গম্যঞ্চ যদ্ধাম ।
ত্যাজ্যং দুঃখনিদানং, গম্যং সুখিতানিধানন্তু ॥২৬॥
স্থানং তদপাদেয়ং, যদিহ পরত্র চ ঘটেত দুঃখায় ।
বৃহদাখ্যং বনমনুপদমৈহিকদুঃখায় সাম্প্রতং জাতম্ ॥২৭॥
স্থানং তদুপাদেয়ং, যদিহ্ পরত্র চ ঘটেত সৌখ্যায় ।
বৃন্দারণ্যঞ্চাদঃ, সমস্তসুখতমমতীব পুণ্যঞ্চ ॥ ২৮ ॥

কেবলেতি কেবলঃ পরমেশিতা শ্রীনারায়ণঃ । কর্ত্তরি ষষ্ঠী । রক্ষা পরিত্রাণোপায়ঃ । তৎপরৈ স্তদ্ভক্তৈর্নেষ্টং ॥ ২৫ ॥

চলতা জনেন । সুখিতানিধানং সুখিত্বাশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অপাদেয়ং অপোবর্জ্জনার্থঃ নাদেয়ং অতস্ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ । অনুপদং প্রতিক্ষণং ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

যদি বল সেই সেই উপদ্রব সকল ঘটিলে কেবল শ্রীনারায়ণই পরিত্রাণের উপায়, তথাপি তাঁহাতে রক্ষণের ভার দেওয়া নারায়ণ পরায়ণ অর্থাৎ একান্তি ভক্তগণের অভিপ্রেত নহে তাৎপর্য্য এই যে—সম্রাটের নিকট তণ্ডুলকণ প্রার্থনার মত যিনি পরম পুরুষার্থ দাতা, তাঁহার উপরে দেহ গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া বিবেচক ভক্তগণ মনেও করেন না, তাহা স্বকৃত কর্ম্মফল বলিয়া নীরবে সহ্য করেন ॥২৫॥

যে ব্যক্তি গমন করিয়া থাকে সেই জন “পরিহার্য্য এবং প্রাপ্য” এই উভয় স্থান অনুচিন্তন করিবে, তন্মধ্যে যাহা দুঃখের কারণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে আর যাহা সুখের আশ্রয় তথায় গমন করিবে ॥ ২৬ ॥

যে স্থান ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ ঘটাইয়া থাকে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। সম্প্রতি এই বৃহদ্বন (মহাবন) প্রতিক্ষণে ঐহিক দুঃখের কারণ হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যে স্থান ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ঘটাইয়া থাকে সেই স্থানই অবলম্বনীয় । দেখুন এই বৃন্দাবন সমস্তসুখের চরমসীমা প্রাপ্ত এবং অতিশয় পবিত্র ॥ ২৮ ॥

গোবর্দ্ধন ইতি নামা, যত্রারণ্যে গিরিঃ স্ফুরতি।
তৎ খলু গোজাতীনাং গোপানাঞ্চাস্তি সর্ব্বস্বম্ ॥ ২৯ ॥
গোপাঃ কাননকরদা গ্রামাদীনাং বিনিশ্চয়াভাবাৎ।
তদপরকাননগমনে † রাজ্ঞাঞ্চাজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধা ॥ ৩০ ॥
সুখতো ভয়তো বা যৎ কৃত্যং কর্ত্তব্যতাং যাতি।
শীঘ্রং তৎ খলু কার্য্যং বলয়তি শঙ্কামলং বিলম্বস্তু ॥৩১॥
উত্থাতব্যং তস্মাদস্মাৎ সদ্যো ন কার্য্যমালস্যম্।
তুলিতা হ্যুদ্যমকলনা কৃত্যং যদ্যদা ক্রিয়তে ॥ ৩২ ॥
ইয়মস্মাকমুদীক্ষা যুষ্মভ্যং যদি তু রোচমানা স্যাৎ।
স্বপরীক্ষিতেঽপি বস্তুনি বহুসম্মতিরুৎসবং দুগ্ধে ॥ ৩৩ ॥

গোবর্দ্ধনেতি পদ্যদ্বয়ং সুগমং। (যত্রারণ্যে যস্মিন্ বৃন্দাবনে) ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥
বলয়তি ঘটয়তি। অলং ভৃশং ॥ ৩১ ॥
তুলিতেতি। যদ্যৎ কৃত্যমাক্রিয়তে তস্য উদ্যমস্য কলনা রচনা হি যতস্তুলিতা ভবতি ॥ ৩২ ॥
উদীক্ষা বিচারঃ। দুগ্ধে দুহ লট্ তে ক্রিয়াপদমেতৎ পূরয়তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে পর্ব্বত বিরাজমান আছেন। সেই গিরি সমস্ত গোজাতি এবং গোপগণের সর্ব্বস্ব স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

গ্রাম প্রভৃতির নিশ্চয় না থাকাতে গোপগণ কাননের করদান করিয়া থাকেন, একারণ এক বন হইতে অন্য বনে অর্থাৎ ঐ বৃন্দাবনের মধ্যে বাস করিবার জন্য ভূপতির আজ্ঞাও স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাতে যত্ন করিতে হইবে না ॥ ৩০ ॥

সুখেই হউক, আর ভয়েই হউক, যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়, সেই কার্য্যই শীঘ্র সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। নতুবা বিলম্ব হইলে সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে অর্থাৎ "শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণং" ॥ ৩১ ॥

অতএব সদ্য এস্থান* হইতে উঠিতে চেষ্টা কর, আলস্য করিও না। কারণ যখন যে যে কার্য্য করা যায়, সেই সেই কার্য্য ও তাহার উদ্যম উভয়ই তুল্য অর্থাৎ যেমন উদ্যম তেমনই কার্য্য সাধন করা উচিত ॥ ৩২ ॥

আমাদের এইরূপ বিচার যদি তোমাদের রুচিজনক হয় তাহা হইলেই ভাল।

† তদটব্যন্তরবসতৌ ইতি বৃন্দাবনমাণ্ডপুস্তক-পাঠঃ।

ভবতি তু চেদিহ ভবতাং সমর্থনা তর্হি গাবঃ প্রাক্।
সম্যক্ পায়িতবৎসাশ্চরন্তু বৃন্দাটবীবর্ত্ম ॥ ৩৪ ॥

পশ্চাৎ পটগৃহশকটান্যটন্তু গৃহ্যং সমস্তমাদায়।
বিধিবিধিসিদ্ধা সেয়ং ব্রজনা ব্রজতাহি গোদুহাং সদনে ॥৩৫॥

ততশ্চ ;—তদ্বাক্যং পশুপ-সমূহযূহশূন্যং
স্বার্থায় স্বয়মনুগম্য কল্পতে স্ম।
সাধর্ম্ম্যস্পৃশি মৃদি পশ্য বীজভেদঃ
স্ফীতঃ স্যাৎ ফলতি স তত্র নাপরত্র ॥ ৩৬ ॥

সমর্থনা বিবেচনা। বর্ত্ম পন্থানং ব্যাপ্য ॥ ৩৪ ॥

পটগৃহশকটানি পটগৃহং "তাম্বু" ইতি প্রসিদ্ধং। গৃহ্যং গ্রহণীয়ং। ব্রজনা গতিঃ। ব্রজতা জনেন ॥ ৩৫ ॥

তদেবমুপনন্দস্য সযুক্তিকবাক্যানি শ্রুত্বা গোপসমূহঃ তানি নিজনিজহিতানি মেনে ইতি বর্ণয়তি—তদ্বাক্যমিতি পদ্যেন। যূহশূন্যং বিতর্কশূন্যমত্র বিসর্গস্থানে যকারং কল্পতে। (শিব উগ্রঃ শিবযুগ্র ইতিবৎ যবাচীতি মুগ্ধবোধসূত্রেণ নিষ্পন্নং) তস্য সাধর্ম্ম্যস্পর্শিত্বাৎ অপরত্র উষরভূমৌ। ন স্ফীতো নাপি ফলতি ॥ ৩৬ ॥

কারণ নিজের পরীক্ষিত বস্তুতেও অনেকের সম্মতি হইলে তাহা উৎসব পূর্ণ করিয়া থাকে অর্থাৎ কোন বিষয় নিজে ভালরূপ জানিলেও তাহাতে অপর লোকের মত লইতে হয়, ইহা গার্হস্থ্য নীতি ॥ ৩৩ ॥

কিন্তু যদি এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয় অনুমোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধেনুগণ পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে বৎসগণকে দুগ্ধ পান করাইয়া বৃন্দাবনের পথে গমন করুক ॥ ৩৪ ॥

পশ্চাৎ সমস্ত গৃহোচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পটগৃহ অর্থাৎ তাম্বুযুক্ত শকট সকল গমন করুক, কারণ স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে গোপদিগের গৃহে এইরূপ বিধি প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই বাক্য, তর্কশূন্য পশুপালদিগের স্বয়ং অনুগমন করিয়া স্বার্থের জন্য কল্পিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ ঐ বাক্যের অনুগমন করিয়াছিলেন। দেখুন সাধর্ম্ম্যযুক্ত মৃত্তিকার উপরে বীজ বিশেষ স্ফীত হয়

(ক) তদেবং পৌর্ণমাসীমনুজ্ঞাপ্য পুরতঃ প্রস্থাপ্য চ শীঘ্র-মুত্থাপ্যতাং ব্রজ ইতি। দুন্দুভিনির্ঘোষণয়া কৃতপোষঃ সোঽয়ং ঘোষঃ স্বনিরুক্তিমেবাতিরিক্ততয়া ব্যক্তবান্। গব্যানাং মানুষ্যকাণামপি কোলাহলান্মহাঘোষাস্পদতা হি ঘোষতা নির্দ্দিষ্টা ॥ ৩৭ ॥

যথা—

তদা ব্রজে কলকল-কোটিরুত্থিতা
হিহী হিহী জিহি জিহি কারমিশ্রিতা।
ঘড়দ্ ঘড়দ্ ঘড়দিতি শাকটারবঃ
সবাদ্যকঃ পুনরখিলঙ্গিলঃ স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমামন্ত্র্য বৃন্দাবনগমনং নিশ্চিত্য পশুসমূহো যথাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। ঘোষো ঘোষণা স্বনিরুক্তিং ঘোষ ইত্যেবং ব্যক্তবান্ প্রকাশয়ামাস। গব্যানাং গোসমূহানাং মনুষ্য-সমূহানাঞ্চ মহাঘোষাস্পদতা তেষাং বাসস্থানস্য ঘোষতা স্বার্থে তা প্রত্যয়ঃ ঘোষণা ॥ ৩৭ ॥

তদা বৃন্দাবনগমনে তেষাং যো মহোৎসবো জাতস্তদ্বর্ণয়তি--তদিতি পদ্যেন। সম্বোধনে

ও ফলিয়া থাকে, কিন্তু সেই বীজ উষরভূমে স্ফাতও হয় না এবং ফলিয়াও থাকে না অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেষ্টা উপযুক্ত পাত্রেই বাসত্যাগের যুক্তি প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সে যাহা হউক, এই প্রকারে পৌর্ণমাসীর নিকট আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া এই ব্রজ শীঘ্র উত্থাপিত হউক, এই ঘোষণা দুন্দুভির উচ্চনিনাদে পুষ্টি লাভ করিয়া, নিজ নামকে অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। তখন গোসমূহ এবং মানব সমূহের কোলাহল নিমিত্ত মহাধ্বনির আশ্রয় হইয়া বাস-স্থানেরও ঘোষ নাম হইয়াছিল তাৎপর্য্য; ঘোষশব্দ শব্দ এবং আভীরপল্লী উভয়ার্থ বোধক। সুতরাং গোগণের শব্দে এবং জনগণের কোলাহলে ঘোষ শব্দের প্রথমার্থ সার্থক হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

যথা তৎকালে ব্রজমধ্যে হিহী হিহী, জিহি জিহি, শব্দ (খ) অবলম্বন করিয়া

(ক) পৌর্ণমাসীমপি বিজ্ঞাপ্য ইতি বৃন্দাবনানন্দপুস্তকপাঠঃ।

(খ) অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবার সময় "হিহী হিহী" এই শব্দ এবং কাহাকেও কোনরূপ নিন্দা বা চালনা করিবার সময় "জিহি জিহি" ইত্যাকার শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। এগুলি বৃন্দাবনের প্রাচীন গ্রাম্যভাষা।

আরোপ্যানসি বৃদ্ধাদীন্ স্বয়মূঢ়শরাসনাঃ।
গৌরবেণ গবাং গোপা যযুর্বিক্রমমাগতান্ ॥ ৩৯ ॥
ততশ্চ সংক্রীড়তি শকটবর্গে সংক্রীড্যমানে সতি ॥৪০॥
শকটগৃহাটনচর্য্যাং, পর্য্যাকলয়ন্ বিদূরগো লোকঃ।
ব্যতিষজ্যাহবদদেতদ্গ্রামঃ কশ্চিচ্চরিষ্ণুরস্তীতি ॥ ৪১ ॥

হিহীত্যুচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীতিতু। ইতি প্রাক্ ধেনুচারণ লীলায়ামুক্তং কোটিসংখ্যাবিশেষঃ শাকটারবঃ শকটসমূহধ্বনিঃ, অখিলঙ্গিলঃ অখিলং গিলতি গ্রসতি আচ্ছাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

তত্র গমনপ্রকারং বর্ণয়তি—আরোপ্যেতি পদ্যেন। অনসি শকটে। উঢ়শরাসনা ধৃত-ধনুষঃ ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চেতি সুগমং। সংপূর্ব্ব-ক্রীড়ধাতোঃ কূজনার্থে পরস্মৈপদং, ততশ্চাস্পষ্টং শব্দং কুর্ব্বতীতি শকটবর্গস্য বিশেষণং ॥ ৪০ ॥

শকটগৃহগমনে দূরস্থজনানামুৎপ্রেক্ষাং বর্ণয়তি শকটেতি পদ্যেন। চর্য্যাং পরিপাটীং ॥ ৪১ ॥

অসংখ্য কল কল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার সকলকে আচ্ছাদন করিয়া বাদ্যের সহিত ঘড়ৎ ঘড়ৎ এইরূপ শকটের শব্দ অন্যান্য সকল শব্দকে গ্রাস করিয়াছিল। অর্থাৎ শকটের শব্দে কোন শব্দই শুনা যায় নাই ॥ ৩৮ ॥

শকটমধ্যে বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে আরোহণ করাইয়া এবং গোপগণ স্বয়ং শরাসন ধারণপূর্ব্বক ধেনুগণের উপর গৌরব প্রকাশ করতঃ পদবিক্ষেপেই গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর অব্যক্তশব্দকারী শকটী সমূহ শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

শকট রূপ গৃহের গমন পরিপাটী অবলোকন করিয়া দূরস্থ লোকসকল পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল, কোন একটী গ্রাম ছিল, তাহা যেন, চলিয়া যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

পথি তু—

একো ধাবতি কশ্চনাহ্বয়তি কোঽপ্যত্রোত্তরং ভাষতে (ক)
কশ্চিত্তত্র নিবৃত্য গচ্ছতি নিজং সম্ভালয়ত্যন্যকঃ।
সর্ব্বো গায়তি কৃষ্ণবাল্যচরিতং বাষ্পায়তে স্তম্ভতে
স্বিদ্যত্যেজতি রোমহর্ষময়তে বৈবর্ণ্যমাসীদিতি (খ) ॥৪২॥
আরূঢ়শকটা গোপ্যো ব্যূঢ়নব্যপরিষ্ক্রিয়াঃ।
অমন্দং জগুরানন্দাদানন্দান্নন্দনন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

গমনে তেষাং কোলাহলং বর্ণয়তি—এক ইত্যাদি পদ্যেন। সম্ভালয়তি পশ্যতি। বাষ্পমুদ্বমতি নিঃসারয়তীতি বাষ্পায়তে ইতি লিধু প্রত্যয়ঃ। এজতি কম্পতে, আসীদিতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪২ ॥

তত্র চ গোপিকানাং গমনে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—আরূঢ়েতি পদ্যেন। ব্যূঢ়া বিশেষেণ ধৃতা নব্যবেশা যাভিস্তাঃ আনন্দাদিতি বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। আনন্দোঽত্র কুলবধূনাং যানারোহণেন দূরগমননিবন্ধনঃ ॥ ৪৩ ॥

গমনে গোপগণের কোলাহল বর্ণন করিতেছেন যথা—

পথমধ্যে একজন দৌড়িতেছেন, কেহ বা ডাকিতেছেন, কেহ বা এস্থলে উত্তর দিতেছেন, কেহ বা তথায় নিবৃত্ত হইয়া গমন করিতেছেন, কেহ বা আত্মীয় লোককে দেখিতেছেন, সকললোকেই কৃষ্ণের বাল্যচরিত্র গান করিতেছেন, গান করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন, স্তম্ভিত হইতেছেন, ঘর্ম্মক্ষরণ করিতেছেন, কম্পান্বিত হইতেছেন, রোমাঞ্চ ধারণ করিতেছেন এবং বৈবর্ণ্যকে প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

গোপীগণ শকটে আরোহণপূর্ব্বক বিশেষরূপে নব্যবেশ ধারণ করিয়া প্রচুর আনন্দে উচ্চস্বরে নন্দনন্দনের গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

(ক) "কশ্চন হ্বয়তি" ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) "আসীদতি" ইতি গৌরানন্দপাঠঃ।

যথা—

নন্দমহীপতিজাত, নন্দ যশোদামাত ॥ ধ্রুবং ॥

জন্মমহামহদিগ্ধ, রমিতসমস্তস্নিগ্ধ ॥

স্পর্শার্দ্দিতবিষযোষ, অপরিচিতাপরদোষ ॥

শকটবিঘট্টনশেষ, গোকুলপুণ্যবিশেষ ॥

(০) কৃতনামভিরভিরাম, সন্ততরামারাম ।

রিঙ্গভৃতাঙ্গনরঙ্গ, অঙ্গীকৃতসখি-সঙ্গ ॥

লঙ্ঘিতমারুতচক্র § নন্দিতগোকুলশক্র । ‡

বৎসবিমোচনমোদ, ব্রজজনশর্ম্মযশোদ ॥

সর্ব্বানন্দনচৌর্য্য, তস্মিন্ দর্শিতশৌর্য্য ॥

তদানন্দেন তাভিঃ সুগীতং গীতং বর্ণয়তি—নন্দেত্যাদি। নন্দ! সুখীভব। জন্মেতি জন্মনি মহা-মহস্য মহামহোৎসবস্য দিগ্ধঃ প্রবন্ধো যস্মাৎ হে তাদৃশ। রমিতেতি রমিতাঃ সমস্তাঃ স্নিগ্ধা জনা যেন। স্পর্শেতি স্বস্য স্পর্শনে রহিতশক্তিকং যদ্বিষং তস্য যোষং সেবনং যস্য। অপেতি কারুণ্যেন অপরিচিতো-ঽনঙ্গীকৃতোঽপরস্য দোষো যেন। শকটেতি শকটস্য বিঘট্টনেন ভগ্নেন শেষঃ প্রসন্নতা যস্য। কৃতনামভিঃ কৃষ্ণেত্যাদিভিরভিরমণীয়, রিঙ্গেতি রিঙ্গেণ হস্তপাদাভ্যাং গমনেন পুষ্টা অঙ্গনক্রীড়া যেন। লঙ্ঘিতমভিঘাতিতং মারুতচক্রমর্থাৎ তৃণাবর্ত্তো যেন, নন্দিতো গোকুলশক্রো গোকুলেন্দ্রো ব্রজরাজো যেন, ব্রজেতি ব্রজজনানাং শর্ম্ম সুখং যশশ্চ দদাতীতি হে তাদৃশ। তস্মিন্ চৌর্য্যে। অঙ্গীত্যাদি

গান যথা—

হে নন্দরাজপুত্র! হে যশোদানন্দন! তুমি আনন্দিত হও ॥ ধ্রু ॥

তুমি জন্ম হইতেই মহোৎসব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, তুমি সমস্ত আত্মীয়দিগকে আনন্দিত করিয়াছ। তুমি নিজস্পর্শ দ্বারা হতবীর্য্য বিষকে পান করিয়াছ, তুমি করুণাদ্বারা পরের দোষ গ্রহণ কর না। শকটভঞ্জন করিয়া তুমি প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ। তুমি গোকুলের পুণ্য বিশেষ। হে কৃষ্ণ! তুমি কৃষ্ণ, নন্দকুমার—ইত্যাদি বহুবিধ নাম দ্বারা পরম রমণীয়। কিন্তু সর্ব্বদাই

(০) কৃতনামভিঃ বিভিন্নগুণজনিতনামভিঃ। অভিরময়তীতি আনন্দটীকা।

(§) তৃণাবর্ত্তঃ। (‡) গোকুলেন্দ্রঃ নন্দঃ।

(ক) অয়ি! দামোদরল্লীল, অখিলসুখপ্রদশীল ॥ ইতি ॥

তদেবং গায়ন্ত্যস্তদ্দর্শনস্য নাথমানা ব্যতিক্রামন্তি স্ম ॥৪৪॥

"তদা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।

রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথা-শ্রবণোৎসুকে" ॥ ৪৫ ॥

তত্র স্থিতির্যথা—

(খ) মণিখচিতসুবর্ণচিত্রবর্ণে

শুচিমৃদুতূলিকয়ানুকূলমধ্যে।

গৃহ-নিভশকটে বিরেজতুস্তে

সুতরুচিরোচিষি রোহিণী যশোদে ॥ ৪৬ ॥

সুগমং। তাসাং গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে লালসাং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। নাথমানা যাচমানা ব্যতিক্রামন্তি পরস্পরং বিশিষ্টবেগেন জগ্মুঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র শ্রীযশোদারোহিণ্যোঃ শোভাদিকং বর্ণয়তি—তদেত্যাদি পদ্যদ্বয়েন ॥ ৪৫ ॥

মণীতি মণিভির্যুক্তসুবর্ণেন বিচিত্রো বর্ণো যস্য তস্মিন্। শুচীতি শুচিঃ শুক্লবর্ণা। অথ চ

বলরামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া প্রাঙ্গণ ভূমিতে রঙ্গ করিয়াছ। তুমি সহচর গণের সহিত একত্র ক্রীড়া কার্য্যও স্বীকার করিয়াছ। তুমি বায়ুচক্র বা তৃণাবর্ত্তকে লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি গোকুলেন্দ্র ব্রজরাজকেও আনন্দিত করিয়াছ। তুমিই বৎস মোচন করিয়া আমোদ প্রদান করিয়া থাক। তুমিই ব্রজবাসি-জন-গণের সুখ এবং যশোদান করিয়া থাক। তোমার চৌর্য্য দেখিলে সকলেরই আনন্দ জন্মে। অথচ ঐ চৌর্য্যে তুমি আবার বীরত্ব দেখাইয়া থাক। হে কৃষ্ণ! তোমার দামবন্ধন লীলা এবং প্রকৃতি দ্বারা অখিললোকের সুখ উৎপন্ন হইয়াথাকে ॥

অতএব এইরূপে গানও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিয়া, গোপীগণ সবেগে গমন করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

তৎকালে রোহিণী এবং যশোদা, এক-শকটে আরোহণ পূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের কথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া, কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শকটের মধ্যে উভয়ের অবস্থান যথা ঃ—ঐ যশোদা এবং রোহিণী যে গৃহসদৃশ

(ক) অপি দামোদরলীল ইতি গৌরানন্দপাঠঃ।

(খ) মণিরচিতেতি গৌরপাঠঃ।

তৎকথা তু দ্বিবিধা ; তৎসম্বন্ধিনী, তৎকর্ত্তৃকা চ।

পূর্ব্বা যথা—

স্নিগ্ধা নার্য্যঃ শকটমভিতো মাতরৌ পুত্রয়োস্তৈ-
র্জ্ঞাতাজ্ঞাতৈরখিলচরিতৈর্ধিন্বতে স্মাবিশেষাৎ।
প্রেম্ণঃ সেয়ং প্রকৃতিরখিলাশ্চর্য্যরূপা যদুচ্চৈঃ
সর্ব্বং স্বীয়ং বিষয়মমনঃস্পৃষ্টতুল্যং করোতি॥ ৪৭ ॥

উত্তরা যথা—কৃষ্ণ উবাচ ;—মাতঃ! ক্ব নু খলু গচ্ছন্তঃ স্ম ? ॥

কোমলা যা তূলিকা তয়া অনুকূলং সুখজনকং মধ্যং যস্য তস্মিন্। গৃহেতি, নিভং সদৃশং। তে যশোদারোহিণ্যৌ। সুতেতি। সুতয়োঃ কান্ত্যা দীপ্তিযস্য তস্মিন্॥ ৪৬ ॥

তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ইত্যুক্তং, সা কথা দ্বিবিধেতি বর্ণয়তি—তৎকথেত্যাদিগদ্যেন স্নিগ্ধা ইত্যাদিপদ্যেন চ। তৎসম্বন্ধিনী তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ এবং তৎকর্ত্তৃকা চেত্যত্র। তত্র ব্রজমহিলানাং তত্র প্রেমকৃত্যং বর্ণয়তি—স্নিগ্ধেতি। অভিতঃ শকটস্য পার্শ্বে গচ্ছন্ত্যঃ। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, অমনঃস্পৃষ্টতুল্যং মনঃস্পর্শশূন্যং অতএব জ্ঞাতচরিতমপি তাসামজ্ঞাতজ্ঞায়োহভূৎ॥ ৪৭ ॥

তৎকর্ত্তৃকাং কথাং বাকোবাক্যেন বর্ণয়তি—মাতরিত্যাদি গদ্যেন। ধামনি স্থানে তৎসদনং।

শকটে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই শকটের বর্ণ, রত্ন জড়িত-স্বর্ণের প্রভায় বিচিত্র হইয়াছিল ; শুভ্র অথচ কোমল তূলিকা (তোষক) দ্বারা উহার মধ্যস্থল মনোহর হইয়াছিল, এবং পুত্রের দেহ-প্রভায় ঐ শকটের ও প্রভা-বৃদ্ধি হইয়াছিল॥ ৪৬ ॥

তাঁহাদের কথাও দুই প্রকার। প্রথম কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা, এবং দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা। তন্মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধিনী পূর্ব্ব কথা যথা :—যে সকল নারী শকটের পার্শ্বে গমন করিতেছিল, সেই সকল সরল রমণী, পুত্র দ্বয়ের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত চরিত্র সমূহ দ্বারা উভয় জননীকে অবিশেষে প্রীত করিয়াছিল। প্রেমের এই প্রকৃতিই সমস্ত আশ্চর্য্য স্বরূপ ; যেহেতু এই প্রেম-স্বভাব সমস্ত স্বকীয় বিষয়, অত্যুচ্চভাবে হৃদয়ের স্পর্শশূন্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রেম হৃদয়কে অধিকার করিলে হৃদয়ের মধ্যে আর অন্য বিষয় স্থান পায় না, একমাত্র প্রেমময় হইয়া যায়॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা যথা—কৃষ্ণ বলিলেন, মা! আমরা

মাতা প্রাহ ;—পুত্র ! বৃন্দাবননামনি বনধামনি ॥
কৃষ্ণ উবাচ ;—কদা সদনমায়াস্যামঃ ? ॥

মাতা সস্মিতমাহ ;—বৎসাস্মদনুষঙ্গত এব সঙ্গচ্ছমানং তদাস্তে ॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—ক্বনু নিরূপ্যতাম্।

রামঃ প্রহসন্নাহ ।—কৃষ্ণ ! (*) পাকাদিনিত্যকৃত্য-সন্নিবেশদেশাধঃপ্রদেশান্মহাশকটবেশান্ গৃহান্নিকটত এবাটতঃ পশ্য ॥

কৃষ্ণঃ সাশ্চর্য্যমিব দৃষ্ট্বা (ক) শ্রীরামং স্পৃষ্ট্বা জহাস পুনরুবাচ চ ;—তথ্যমিদং কথ্যতে স্ম। যস্মাদ্বিদূরক্ষিতিগা অপি ক্ষিতিরুহাস্তথা লক্ষ্যন্তে ॥

মাতা (খ) তু রোহিণ্যা সহ সহাসমাহ স্ম ;—পুত্র ! ত এতে তু ন কুত্রচন চ গচ্ছন্তি কিন্তু সম্প্রতি তথা প্রতীয়ন্তে মাত্রম্ ॥

পাকাদীতি। পাকাদিনিত্যকৃত্যানাং সন্নিবেশো যত্র এবম্ভূতো যো দেশস্তস্যাধঃপ্রদেশঃ স্থানং যেষাং

সকলে কোথায় গমন করিতেছি ? জননী বলিলেন, পুত্র ! আমরা বৃন্দাবন নামে বনস্থানে গমন করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন, কবে আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিব ? মাতা সহাস্যে বলিলেন, বৎস ! আমাদের সঙ্গেইত সেই গৃহ মিলিত হইয়া চলিতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, কোথায় নিরূপণ করা যাইবে ? বলরাম হাসিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ! যাহাদের অধোদেশে পাকাদি নিত্য কার্য্যের সন্নিবেশ হইয়াছে, সেই সমস্ত মহাশকট রূপী গৃহ সকল, দেখ, নিকটেই গমন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেন আশ্চর্য্য ভাবে দেখিয়া এবং বলরামকে স্পর্শ করিয়া হাসিয়াছিলেন, এবং পুনর্ব্বার বলিয়াও ছিলেন, আপনি ইহা সত্য বলিয়াছেন,

---

* পাকাদি-নিত্যকার্য্যস্য সন্নিবেশো যত্র তাদৃশো দেশোঽধঃপ্রদেশে যেষাং তান্।

(ক) শ্রীরামং স্পৃষ্ট্বেতি গৌরানন্দ পুস্তকে নাস্তি।

(খ) "তু" ইত্যব্যয়ং মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণমুবাচ ;—ভবতু, তদ্বৃন্দাবনং কুত্র ? ॥

রোহিণ্যাহ ;—পুত্র ! যমুনায়াঃ পারে ॥

রাম উবাচ ;—একা যমুনা দূরতঃ পশ্চান্ন্যস্তা (ত্যক্তা) পুরতঃ কিমন্যাপ্যস্তি ? ॥

মাতা সহাসমাহ ;—পুত্র ! কুত্রচিদপি মনাগপি ন বিচ্ছিন্ন-গমনা সা ॥

রামস্তু মাতৃ-মুখং সাশ্চর্য্যতয়া সসুখচর্য্যং পশ্যতি স্ম ॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—তত্রভবতা কিল ন তর্কিতম্। যৎখল্বিত-ইব তত্রাচ্ছ (ক) গচ্ছন্তী সা দৃশ্যতে স্ম ॥

তদেবং তয়োঃ সোল্লাসং হাসং বিভ্রতোঃ পুনঃ কৃষ্ণঃ

তান্। মহেতি। বেশঃ প্রসাধনং। ক্ষিতিরুহা বৃক্ষাঃ। সসুখচর্য্যং সুখস্য চর্য্যা পরিপাটী প্রফুল্লতা তয়া

যে হেতু বৃক্ষসকল, অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ভূমিস্থিত হইলেও সেই রূপই লক্ষিত হইতেছে। জননী যশোদা রোহিণীর সহিত সহাস্যে বলিলেন, পুত্র ! তথায় ঐ সকল বৃক্ষ, কোনও স্থানে গমন করিতেছে না, কিন্তু সম্প্রতি ঐ রূপ প্রতীতি হইতেছে মাত্র। কৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হউক, কিন্তু সেই বৃন্দাবন কোথায় ? রোহিণী বলিলেন, বৎস ! যমুনার পারে বৃন্দাবন। বল-রাম বলিলেন,—এক যমুনাত দূরে পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে সম্মুখেও কি অন্য এক যমুনা আছে ? জননী সহাস্যে বলিলেন, বৎস ! সেই যমুনার গতি কোনও স্থানে, অল্পমাত্র ও বিচ্ছিন্ন নহে। বলরাম কিন্তু সুখ পরিপাটীর সহিত আশ্চর্য্য ভাবে জননীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, পূজ্য ! আপনি কিন্তু তাহা বিবেচনা করেন নাই যে, নিশ্চয়ই এই স্থানের মত, সেই স্থানেও সেই যমুনাকে সুস্পষ্ট ভাবে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব উভয়েই এই প্রকারে উল্লাসিত মনে হাস্য করিলে,

(ক) অচ্ছেতি অভিশব্দসমানার্থো নিপাতঃ। আন টীকা।

সতৃষ্ণমুবাচ ;—লঘুমাতঃ! কা তত্র শাত-সম্পদস্তি? যদেতাবতা প্রয়াসেন প্রয়াস্যামঃ ॥

রোহিণ্যাহ—পুত্র! ক্রীড়াস্থানানি ক্রীড়নকানি চ বহূনি সন্তি ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ সহর্ষং সঙ্কর্ষণনিষ্কলঙ্কবিধোরঙ্কং নিজ-শ্যামধাম্না-লঙ্কুর্ব্বন্নেব সাঙ্গপ্রণয়তয়া সমুত্তানিতাঙ্গস্তন্মুখং পশ্যন্ বিহসন্ বিলসন্ মুহুর্ল্লুঠতি স্ম ॥

সঙ্কর্ষণস্তু তন্মুখমনুমুখং নিধায় মুহুর্ব্বিহসিতলীলাং বিধায় (ক) চিরায় তং হাসয়তি স্ম ॥ ৪৯ ॥

সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ। তত্রভবতা পূজ্যেন ইত উবেতি অস্মাৎ স্থানাদিব তত্র পশ্যতি পরিহৃতং যথা স্যাত্তথা গচ্ছন্তী সতী। তয়োর্যশোদারোহিণ্যোঃ শাতসম্পৎ সুখসম্পত্তিঃ ॥ ৪৮ ॥

তৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রমোদভরেণ যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—সঙ্কর্ষণেত্যাদিনা হাসয়তীত্যন্তেন গদ্যেন। সঙ্কর্ষণেতি সঙ্কর্ষণ এব নিষ্কলঙ্কশ্চন্দ্রস্তস্য ক্রোড়ং ধাম্না শরীরেণ অলং ভূষিতং সাঙ্গপ্রণতয়া অঙ্গৈঃ সহ প্রণয়ো যস্য তদ্ভাবতয়া বিলসিতলীলাং বিশেষেণ প্রকাশিতা রাসলীলা তাং ॥ ৪৯ ॥

পুনর্ব্বার উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, ছোট মা! তথায় এমন কি সুখ-সম্পত্তি আছে যে, আমরা এতদূর প্রয়াস করিয়া গমন করিব। রোহিণী বলিলেন, বৎস! সেই বৃন্দাবনে বহুবিধ ক্রীড়া স্থান এবং বহুতর ক্রীড়ণক সামগ্রী বর্ত্তমান আছে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নিষ্কলঙ্ক শশধরের মত বলরামের ক্রোড়দেশকে আপনার শ্যামবর্ণ কান্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, সম্পূর্ণ প্রণয়ের সহিত শরীর উত্তান করিয়া এবং ঊর্দ্ধ মুখে তাঁহার মুখ দেখিয়া, হাসিয়া বিলাস পাইয়া বারংবার লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আর বলরামও তাঁহার মুখ-খানিকে ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া বারংবার লীলা-বিলাস প্রকাশ করিয়া বহুক্ষণ তাঁহাকে হাসাইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

(ক) চিরায়েতি গৌরপুস্তকে নাস্তি।

অথ যমুনা-তরঙ্গসঙ্গ-সঙ্গতমারুত-দিগ্ধস্নিগ্ধ-বনলেখেয়মাসন্নেতি মাতৃযুগল-সংলাপং নিশম্য সম্যগুত্থিতঃ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণ-সঙ্করঃ প্রাগজ্ঞাতান্ জ্ঞাতানপি নগ-মৃগ-খগান্ হসন্তীভিঃ স্খলিতদন্তীভির্ব্বিবাদতঃ সর্ব্বানপূর্ব্বানিব মাতরং পৃচ্ছন্নুত্তরমায়চ্ছংশ্চ তৎকূলানুকূলবনমাসসাদ ॥ ৫০ ॥

(ক) তত্র প্রশ্নোত্তরে যথা—

কোঽসৌ বৃক্ষঃ সমন্তাদনিশচলদলঃ ? পিপ্পলঃ কোঽণ্ডকোটিং
সূতে ! সোড়ুম্বরাক্ষঃ ক ইহ ঘনজটা-ব্যাপ্তমূর্ত্তির্বটঃ সঃ।
ইত্থং নব্যাং বনান্তর্গতিমনু জননীডিম্ব-সম্বাদজাতং
লোকং পীযূষবর্ষৈরসুখয়দখিলং তত্র তত্রার্ত্তিচিত্রম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ পথি অন্যদ্‌যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। যমুনেতি যমুনা-তরঙ্গসমূহৈঃ মিলিতো যো মারুতস্তেন দিগ্ধা অতএব স্নিগ্ধা বা বনশ্রেণী সেয়মিতি। সঙ্কর্ষণসঙ্করঃ রামেণ মিলিতঃ স্খলিতদন্তীভিঃ অতিবৃদ্ধাভিঃ সহ যো বিবাদোঽয়ং ত্বদুক্তো নেত্যাদি তৎকূলেতি যমুনা-কূলে যৎ সুখদবনং ॥ ৫০ ॥

মাতাপুত্রয়োঃ বাক্যোবাক্যং সম্বাদমুগ্ধবর্ণয়তি কোঽসাবিত্যাদি পদ্যেঃ। ডিম্বঃ পুত্রঃ, পীযূষবর্ষৈরিতি উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫১ ॥

অনন্তর যমুনার তরঙ্গ-রাশির সহিত সম্মীলিত হইয়া বায়ু বহিতেছিল, এবং ঐ বায়ুস্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া এই বনশ্রেণী নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে। জননীযুগলের এইরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণপূর্ব্বক কৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে উঠিয়া বলরামের সহিত মিলিত হইলেন, হাস্যকারিণী গলিতদন্তী বৃদ্ধাগণের সহিত, "তোমাদের কথা ঠিক নয়" এইরূপ বিবাদে, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সমস্ত বৃক্ষ, পশু এবং পক্ষীদিগের বিষয়, "এ সকল যেন কখনই দেখেন নাই" এইরূপ ভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা এবং উত্তর গ্রহণ করিয়া, যমুনানদীর তটের নিকটস্থ অনুকূল কাননে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥

তথায় প্রশ্ন এবং উত্তর যথা :—চারিদিকে যাহার অবিরত পত্র সকল

(ক) এতদাদিপদ্যত্রয়ে উত্তরনামালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং যথা উত্তরশ্রুতিমাত্রতঃ। প্রশ্নস্যোন্নয়নং যত্র ক্রিয়তে তত্র বাসতি। অসকৃদ্ যদসম্ভাব্যমুত্তরং স্যাত্তদুত্তরং ॥ ইত্যানন্দটীকা।

কিঞ্চ ।—

† গৌর্য্যঃ শ্যামেন মিশ্রাঃ শুভনয়নশুভাঃ কাঃ প্লবন্তে হরিণ্যঃ
কে বামী সৈরিভাশ্ব-প্রতিমতনুধরা রোহিষাখ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ।
কে শৃঙ্গানেকশাখাশবলিতবপুষঃ ? শম্বরাখ্যাস্তদেবং
মাতুর্গীর্জ্ঞাতনামা স জয়তি সবলো নন্দগোপালবালঃ ॥৫২॥

তদেবং ক্রমেণ মাতৃবাক্যেন বৃক্ষাণাং পরিচয়ে জাতমৃগাণাং পরিচয়বিষয়ে তয়োর্ব্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—গৌর্য্য ইতি পদ্যেন। সৌরভেতি বৃষাশ্বসদৃশদেহধরাঃ শম্বরো হরিণজাতিবিশেষঃ ॥৫২॥

কাঁপিতেছে, এই বৃক্ষের নাম কি ? উত্তর—পিপ্পল (পিপুল) বৃক্ষ। কোন্ বৃক্ষ কোটি কোটি ডিম্ব উৎপাদন করে ? উত্তর—উডুম্বর বৃক্ষ। এই স্থানে কাহার শরীর নিবিড় জটা দ্বারা পরিব্যাপ্ত ? উত্তর—বটবৃক্ষ। এইপ্রকারে নবীন বন মধ্যে গমন করিয়া জননী এবং পুত্রের যেরূপ বৃত্তান্ত সকল ঘটিয়াছিল, সেই সকল সম্বাদ, অমৃত বর্ষণ দ্বারা, তত্তৎ স্থানে অত্যন্ত বিচিত্র ভাবে সকল লোককেই সুখী করিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

অপিচ কোন্ কোন্ পশু গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণে মিশ্রিত, এবং লম্ফ দিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে ? উত্তর—হরিণীগণ। মহিষ এবং অশ্বের মত শরীর ধারণ করিয়া এই যে সকল পশু রহিয়াছে, ইহাদের নাম কি ? উত্তর—রোহিষ নামক মৃগ বিশেষ। এই যে সকল পশুর দেহ শৃঙ্গরূপ বিবিধ শাখায় সংযুক্ত হইয়াছে, ইহাদের নাম কি ? উত্তর—শম্বর নামক মৃগজাতি বিশেষ। অতএব এইরূপে জননীর বাক্যে যিনি পশুদের নাম জানিতে পারিলেন সেই বলরাম সহিত শ্রীনন্দের শিশু গোপাল জয়যুক্ত হউন ॥ ৫২ ॥

† গৌরাঃ কৃষ্ণপ্রধানাপ্লুতগতিপশবঃ কে রমন্তে ? হরিণ্যঃ। ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

অপিচ—

চিত্রঃ কোঽয়ং ? ময়ূরঃ ক ইহ মৃদুকুহূগায়কঃ ? কোকিলাখ্যঃ
কো বক্তুং বষ্টি বাণীং নরবদপি ? শুকঃ পুষ্পপঃ কশ্চ ভৃঙ্গঃ।
ইত্থং মাতৃদ্বয়েন প্রথমবনগমে সংলপন্তৌ হসন্তৌ
বালৌ গোপালরামৌ ব্রজকুল-মহিলাঃ শর্ম্মভিঃ সিঞ্চতঃ স্ম ॥৫৩

অথাগতাস্তরণিসুতা-তটং ব্রজ-
প্রজাব্রজাঃ সশকটধেনুসঙ্কটম্।
সসম্ভ্রমং তরিতুমনস্তয়া চ তে
পরস্পরং কলকলকীর্ণমভ্রমন্ ॥ ৫৪ ॥

এবং পক্ষিভৃঙ্গাণাং পরিচয়ং জ্ঞাতুং শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নে মাতা যদ্যদুত্তরং দত্তবতী তদ্বর্ণয়তি—কিঞ্চ তৌ যথা ব্রজরামা অসুখয়তাং তদপি বর্ণয়তি—চিত্র ইতি পদ্যেন ॥ ৫৩ ॥

অধুনা সর্ব্বে যমুনাতটং যথা প্রাপ্তাস্তদ্বর্ণয়তি অথাগতা ইতি পদ্যেন। ব্রজেতি ব্রজজনসমূহাঃ। সশকটেতি শকটৈঃ সহ যা ধেনবস্তাভির্ব্যাপ্তং তরিতুমনস্তয়া যমুনাং তরিতুং মনো যেষাং তদ্ভাবতয়া, কলকলেতি কলকলেন মধুরধ্বনিনা ব্যাপ্তং যথা স্যাৎ অভ্রমন্ অগচ্ছন্ ॥ ৫৪ ॥

অপিচ, এই বিচিত্র পক্ষীর নাম কি ? উত্তর—ময়ূর। এই স্থানে কোন্ পক্ষী মৃদু কুহূরবে গান করিয়া থাকে ? উত্তর—কোকিল। মানবের মত কোন্ পক্ষী কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? উত্তর—শুকপক্ষী। কে পুষ্পরস পান করিয়া থাকে ? উত্তর—ভ্রমর। এইরূপে কৃষ্ণ এবং বলরাম, প্রথম বনাগমন করিয়া দুই জননীর সহিত পরস্পর আলাপ করিতে করিতে এবং হাসিতে হাসিতে সুখপ্রবাহ দ্বারা ব্রজকুলাঙ্গনাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর ব্রজবাসি-প্রজাসমূহ শকট এবং ধেনুগণের সহিত ঘন সন্নিবিষ্ট জনতা-বেষ্টিত হইয়া যমুনাতটে আগমন করিলেন। পরে যখন সবেগে যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিলেন, তখন তাহারা পরস্পর প্রচুর মধুরধ্বনি করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

ততশ্চ দ্বাবপি ভ্রাতরৌ মাতরৌ বিহায় পরমমুন্নততমং ব্রজেশিতুঃ পিতুঃ শকটমাগতাবূর্দ্ধস্থিত্যাদলদিন্দীবরসুন্দরতা-শালিকালিন্দীং (০) প্রাণীবৃন্দপ্রীণি বৃন্দাবনমপি ফুল্লদৃশা দদৃশতুঃ॥ ৫৫ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরাদয়স্তু পরস্পরমূচুঃ ;—অহো ! রূপমিহ পারীণ-বন্যাসম্বন্ধিন্যা ভাস্বৎকন্যায়াঃ। যা খলু প্রতিবিম্বসম্বলনয়া বৃন্দাবনান্তমন্তর্ব্বহন্তী বিচিত্রচিত্রপট্টপটবদাচরতি ॥

অহো ! মাধুরীণাং সাধুরীতিরস্য চ বৃন্দাবনস্য, যৎ খলু

ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্ব্বাল্যলীলান্তরং বর্ণয়তি দ্বাবপীত্যাদি গদ্যেন। দলেতি দলান্তবিদা-রিতানি প্রফুল্লানি যানীন্দীবরাণি তৈর্ষা সুন্দরতা তয়া শালিনী শ্লাঘাবিশিষ্টা যা যমুনা তাং, প্রাণিবৃন্দ-প্রীণি প্রাণিসমূহং প্রীণয়িতুং শীলমস্য যদ্বৃন্দাবনং তদপি ॥ ৫৫ ॥

যমুনাদর্শনেন শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাং পরস্পরকথনং বর্ণয়তি শ্রীব্রজে ইত্যাদি গদ্যেন। পারীণেতি পারভবা যা বন্যা বনসমূহস্তৎসম্বন্ধিন্যাঃ বৃন্দাবনমণ্ডং যস্য তদ্বনং অলিভিঃ শ্রেণীভিঃ নিঃসারেতি

তদনন্তর দুই ভ্রাতাই যশোদা এবং রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া পরম উন্নত-তম ব্রজরাজ পিতার শকটে আগমন করিলেন। আসিয়া তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত নীলোৎপলের মত সৌন্দর্য্যশালিনী যমুনা নদী, এবং প্রাণিবর্গের আনন্দদায়ক বৃন্দাবনকেও প্রফুল্ল নয়নে দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতিও সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। আহা ! রবিসুতা যমুনার এই স্থানে পারস্থিত বন সমূহের কি অপূর্ব্ব রূপ ! যে যমুনা নিশ্চয়ই প্রতিবিম্ব সংযোগে বৃন্দাবনের সীমাভাগ অন্তরে ধারণ করিয়া, বহুবিধ রম্য পট্ট বস্ত্রের মত শোভা পাইতেছে। আহা ! এই বৃন্দাবনে যত

(০) প্রীঞ্ তর্পণে ভাবে ক্বিপ্ প্রী, প্রীতিরিত্যর্থঃ। তাং নয়তি প্রাপয়তি যৎ তৎ, প্রাণি-বৃন্দানাং তৎ প্রাণিবৃন্দপ্রীণি, বৃন্দাবনমিত্যস্য বিশেষণং। অতঃ ক্লীবে হ্রস্বঃ।

নীলাভং সিত-পীত-লোহিত-প্রসূনালিভির্নিঃসরদাসারবিদ্যোত-মানবিদ্যুৎকান্তিরোহিতরোহিত (ক) নীরদবদাভাসমানং দূরতোঽপ্যমৃতপূরমর্পয়তি। যস্য চাষ্টত্রিপিষ্টপপদষট্পদ-পদত্তয়া ব্যক্তদৌর্ল্লভ্যং সমাকর্ষি-সৌরভ্যং ঘ্রাণাভ্যাগতানাং দূরমারভ্য প্রত্যুদ্গমিসভাজকসভ্যবৃন্দমিব লভ্যতে॥

যস্য চ বিচিত্রপত্রিকৃত্রিমকলকলিলকাকলীসঙ্কুলকোলাহল-কুলমাকর্ষণমন্ত্র ইবার্থগ্রহণং বিনাপি সকর্ণকং জন্তুং নিজাশ্রয়াভ্যর্ণমাকর্ষতি॥ ৫৬॥

নিঃসরন্ আসারো যস্মাৎ, বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ যত্র, অতিরোহিতং রোহিতং ঋজুঃ শক্রধনুর্যত্র এবম্ভূতো নীরদো মেঘঃ স ইব প্রকাশমানং অমৃতপূরং। বৃন্দাবনপক্ষে অমৃতং সুখং, মেঘপক্ষে জলং অষ্টেতি অষ্টত্রিপিষ্টপপদং বৈকুণ্ঠাদি তৎস্বরূপতয়া প্রত্যুদ্গমীতি সভ্যানামাগমং বীক্ষ্য প্রত্যুদ্গন্তুং শীলমস্য এবম্ভূতসম্মানকসভবৃন্দমিব। বিচিত্রেতি বিচিত্রাণাং পত্রিণাং পক্ষিণাং ইব কৃত্রিমঃ কলো যো মধুরধ্বনিস্তেন কলিতা মিশ্রিতা যা কাকলী মধুরাস্ফুটধ্বনিস্তয়া সঙ্কুলং ব্যাপ্তং যৎ কোলাহলং মহাধ্বনিসমূহঃ। সকর্ণেতি কর্ণেন সহ বর্ত্তমানং জন্তুং প্রাণিমাত্রং নিজপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য নিকটং॥ ৫৬॥

প্রকার মাধুরী আছে, সেই সকল মাধুর্য্যের কি অপূর্ব্ব প্রণালী। যে বৃন্দাবন নিশ্চয়ই নীল প্রভা ধারণ করতঃ কৃষ্ণ, পীত এবং রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহ দ্বারা ধারাসমুৎসারী শোভমান বিদ্যুৎকান্তি দ্বারা রক্তবর্ণ এবং সরল ইন্দ্রধনু সমবেত মেঘের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, দূর হইতেও অমৃত প্রবাহ বর্ষণ করিতেছে। যে বৃন্দাবন স্বর্গস্থিত ভ্রমরীদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া অথবা স্বর্গ নিবাসী ও গন্ধলোভাকৃষ্ট ষট্পদদিগের আধার ভূমি বলিয়া যাহার চিত্তাকর্ষক সৌরভ, দুর্ল্লভরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, অথচ নাসিকেন্দ্রিয়রূপ অতিথি-গণ যে দূর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া সম্মানকারী সভ্যগণের মত জ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সামাজিক সভাগৃহী যেমন দূর হইতেই অতিথিকে গৃহে আনিয়া সৎকার করে অথবা অতিথিগণ দূর হইতেই তাদৃশ গৃহীর কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া গমন পূর্ব্বক সৎকৃত হয়, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অন্যত্র দুর্ল্লভ

(ক) ইন্দ্রায়ুধং শক্রধনুস্তদেব ঋজুরোহিতং ইত্যমরঃ।

তদেবং পশ্যতোঃ শৃণ্বতোরপি সতৃষ্ণয়ো রামকৃষ্ণয়োর্গোপাঃ গাঃ পারয়িতুং ব্যাপারং কারয়ামাসুঃ ॥ ৫৭ ॥

নীরং তরণিকন্যায়াস্তীরং চ তরণে সদা (ক)।
গোময়ং গোময়ময়ং ক্ষণাদজনি সর্ব্বতঃ ॥ ৫৮ ॥

তীর্ণাসু গোষু তথা কর্ণীরথা দবতীর্ণাসু পরিজনপরিচ্ছদসহিতাসু গোপবনিতাসু কাশকুশশরবংশবরৈরলঙ্কর্ম্মীণনির্ম্মিতপরম্পরনদ্ধপ্লবরাজী রাজপদ্ধতিরিব অসম্বাধতয়া সাধিতা ॥

তদেবমিতি। পারয়িতুং যমুনামুত্তারয়িতুং ॥ ৫৭ ॥

নীরমিতি নীরং জলং তরণে তরণসময়ে গোময়ং গবাং প্রাচুর্য্যযুক্তং গোময়ময়ং গোবিষ্ঠাপ্রচুরং ॥ ৫৮ ॥

তীর্ণেতি কর্ণীরথাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিতশকটাৎ দোলায়া বা। অলমিতি অলং কর্ম্মীণঃ কার্য্যার্হত্বেন রূপেণ নির্ম্মিতা যা পরম্পরনদ্ধা প্লবরাজী ভেলকশ্রেণী সা রাজমার্গ ইব অধ্বতয়া পথরূপত্বেন

পুষ্পগন্ধ সুদূর স্বর্গস্থিত ভ্রমরগণকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যে বৃন্দাবনের বিচিত্র বিহঙ্গদিগের কৃত্রিম মধুর ধ্বনি মিশ্রিত, কাকলী ব্যাপ্ত মহাকোলাহল ধ্বনি সমূহ, আকর্ষণ মন্ত্রের মত, অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকেও সকর্ণ শরীরধারী জীবকে আপনার আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

অতএব এইরূপ প্রকারে কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন সতৃষ্ণভাবে ঐ সকল বিষয় দেখিতে এবং শুনিতে লাগিলেন, তখন গোপগণ এই দুই জনের ধেনুদিগকে পার করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনবরত পার হইবার সময়ে সূর্য্যতনয়া যমুনার জল এবং তীর, ক্ষণকালের মধ্যে, সর্ব্বতোভাবে রাশীকৃত গোসংযুক্ত এবং প্রচুর গোবিষ্ঠা ব্যাপ্ত অর্থাৎ তীর গোময়ে এবং নীরভাগ গোগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

(ক) সদাস্থলে "তদে"তি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

ততশ্চ পারাবারীণভুম্যোরেকতায়াং কৃতায়ামবারীণমিব (ক) পারীণং মধুপুরী-কালীয়হ্রদয়োরন্তরালং তদ্বনভাগং সর্ব্ব এব গায়ন্তঃ প্রহসন্তঃ ক্রীড়ন্তশ্চ শকটঘটয়াপি প্রবিবিশুঃ।

তদেবমেবোক্তম্ ;—

"বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং।

তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ" ॥ ইতি ॥৫৯॥

রামকৃষ্ণৌ চ বদ্ধতৃষ্ণাবাসাদিততীরোপকণ্ঠাবুৎকণ্ঠয়া ভুবি শকটাদুৎপ্লুতৌ প্লুতসম্প্লুতাহ্বানতঃ সুখসমন্বিতং সখী-

সাধিতা। পারাবারীণভুম্যোঃ উভয়কূলভূম্যোঃ অবারীণমিতি অর্ব্বাক্তটগামিনমিব পারগামিনং। মধুপুরী তন্নাম্না খ্যাতভূমিঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্র চ রামকৃষ্ণয়োঃ কৃত্যং বর্ণয়তি রামকৃষ্ণাবিত্যাদি গদ্যেন। প্লুতসংপ্লুতাহ্বানতঃ দীর্ঘ-

ধেনু সকল উত্তীর্ণ হইলে, এবং পরিজন ও পরিচ্ছেদের সহিত গোপাঙ্গনাগণ, বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকট হইতে অবতীর্ণ হইলে পর, কুশ, কাশ, বংশ ও শরবৃক্ষ সমূহ দ্বারা কর্ম্মকুশল লোকের কৌশল বিনির্ম্মিত, পরস্পর বদ্ধ সেতু স্বরূপ অর্থাৎ যোড়া যোড়া ডোঙ্গাগুলি যেন রাজপথের মত নিরাপদে সাধিত হইয়াছিল। তাহার পর নৌকা-সেতুর দ্বারা উভয়তীর ভূমির একতা সম্পাদিত হইলে অর্থাৎ সেতু হওয়ায় এপার ওপার সমান হইলে পারস্থিত লোক এপারের মত এবং এ পারের লোক ওপারের মত হইল অর্থাৎ উভয় তীরবর্ত্তী লোকের কোন প্রভেদ থাকিল না, এক পারের মধুপুরী ভূমি এবং অন্য পারের কালীয় হ্রদ এই উভয় অন্তরালবর্ত্তী স্থান সমস্ত সমান হইয়া গেল। পরে সেই বন বিভাগে, সকলেই গাইতে গাইতে, হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে, শকট সমূহের সহিত প্রবেশ করিল। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১১।১৮ শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে ; "সর্ব্বকালেই সুখাবহ বৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় শকট সমূহ যোজনা করতঃ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গোকুলের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন" ইত্যাদি ॥৫৯॥

কৃষ্ণ এবং বলরামও সতৃষ্ণভাবে তীরের নিকটে আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত শকট হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন। দীর্ঘ এবং সুদীর্ঘ আহ্বান দ্বারা

(ক) পরতীয়স্থ বিপরীতং তীরং।

নম্বগ্ধিধায় প্রত্যগ্রমপি প্রত্যগ্রায়মাণবৈচিত্রীগহনং গহন (ক)-মবগাহমানৌ সব্যাপসব্যয়োঃ পশ্যন্তৌ চরণচারিতামেবাচরিতবন্তৌ। তদা চ কিমন্যদ্বর্ণনীয়ং সমস্তং বৃন্দাবনমপি কৃষ্ণেন স্পৃষ্টং হৃষ্টমেব নির্ণীয় পরামৃষ্টম্ ॥ ৬০ ॥

তত্র চ ;—যদ্গানং (০) খগ-কাকলীভিরথ যন্নৃত্যং লতাবিভ্রমে
যদ্রোমাঞ্চিতমঙ্কুরৈঃ কবিকৃতারোপাৎ পরং সম্মতং।

সুদীর্ঘাহ্বানতঃ অন্বগ্ধিধায় অনুগামিনঃ কৃত্বা প্রত্যগ্রমভিনবং প্রত্যগ্রেতি প্রত্যগ্রা শোধিতা দোষ-রহিতেব আচরন্তী যা বৈচিত্রী তয়া গহনং নিবিড়ং। গহনং বনং সব্যাপসব্যয়োর্ব্বামদক্ষিণ-দিশোঃ চরণচরিতাং পদ্ভ্যাং গমনবিষয়তাং ॥ ৬০ ॥

তদানীন্তনীং বৃন্দাবনপরিপাটীং বর্ণয়তি পদ্যেন। যদ্গানমিতি খগকাকলীভিঃ পক্ষিণাং মধুর

সুখের সহিত বন্ধুদিগকে অগ্রগামী করিয়া নূতন হইলেও নির্দ্দোষ ও বৈচিত্রীপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বাম এবং দক্ষিণ দিকে দেখিতে দেখিতে, পদসঞ্চারেই গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবন প্রবেশকালের কথা অন্য আর কি বর্ণন করিব, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বনভাগকে কেবল স্পর্শ নহে আনন্দিতভাবে নির্ণয় পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিলেন ॥ ৬০ ॥

তথায় বিহঙ্গ কুলের কাকলী রবে যে গান হইয়াছিল, লতাদিগের বিলাসে যে নৃত্য হইয়াছিল, এবং অঙ্কুরদিগের যে রোমাঞ্চ হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় কবিগণ কর্ত্তৃক যোগ্য কারণ ব্যতীত আরোপ বা মনুষ্য-ধর্ম্মরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্রজরাজ-পুত্রের চরণস্পর্শ প্রমোদের পর হইতে বৃন্দাবন ভূমির এই সমস্ত বিষয়

(ক) গহনং বনমিতি গৌরপুস্তক-পাঠঃ।

(০) যদ্গানং বিপিনস্য কোকিলকলৈ নৃত্যং লতা-বিভ্রমে
রোমাঞ্চিতমঙ্কুরে চ কবিতং যোগ্যান্নিদানাদৃতে।
তন্মিথ্যা যদি কৃষ্ণসঙ্গতি-বশাত্তস্মিংস্তথা বর্ণ্যতে
সত্যং তর্হি সদাপি তত্তদখিলং যস্মাদ্দরীদৃশ্যতে ॥

৬১ শ্লোকস্য এবং পাঠঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে দৃশ্যতে।

সর্ব্বং তদ্ব্রজরাজসূনুচরণাগোদাদ্দরীদৃশ্যতে
বৃন্দারণ্যভুবামিতস্তু ন তথা কিন্তু স্মৃতং বাস্তবম্ ॥৬১॥

ততশ্চ তৌ ক্বচিদ্বিক্রমণেন ক্বচিত্তু স্নিগ্ধজনস্কন্ধাদ্যাক্রমণেন বন্ধুভিরাস্বাদ্যমানাহনবদ্যলালিত্যামৃতৌ শুভশকুনসম্ভৃতৌ বৎসক্রীড়নাভিধযমুনা-ঘট্টতঃ সট্টীকরাখ্যং প্রদেশমাসেদতুঃ ॥৬২॥

অথাবতরণতূর্য্যঘোষজাতে রাজ্ঞা সমনুজ্ঞাতে তং পশ্চান্নিধায় দক্ষিণপশ্চিমামগ্রে বিধায় সর্ব্বেহসমাকীর্ণবিস্তীর্ণদেশতয়াবতীর্ণাঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বৈনঃ কবিকৃতারোপাৎ কবিভিঃ কৃতো য আরোপো মনুষ্যধর্ম্মবর্ণনং তস্মাৎ। বাস্তবং নত্বারোপঃ ॥ ৬১ ॥

ততো যমুনাপ্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্বিহরণলীলাং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। আস্বাদ্যেতি আস্বাদ্যমানং প্রশস্তং লালিত্যামৃতং যয়োস্তৌ। শুভশকুনসম্ভৃতৌ শুভসূচকমৃগাদির্মিলিতৌ ॥ ৬২॥

সর্ব্বেষামবতরণসময়ে বাদ্যপুরঃসরং স্থানবিশেষে অবতরণং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন অবতরণে যস্তূর্য্যঘোষো বাদ্যভেদশব্দস্তস্মিন্ জাতে সতি রাজ্ঞা ব্রজরাজেন, তং সট্টীকরাখ্যং প্রদেশং, অসমাকীর্ণেতি। অসমাকীর্ণং বৃক্ষাদিরাহিতং অথচ বিস্তীর্ণদেশো যেষাং তত্তাবতয়া ॥ ৬৩ ॥

পরম সত্য ও বাস্তবিক বলিয়া সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে আরোপ হয় হউক ॥ ৬১ ॥

তাহার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম কোন স্থানে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া এবং কোন স্থানে আত্মীয় জনগণের স্কন্ধাদি প্রদেশে আরোহণ করিয়া বন্ধুগণের সহিত উভয়ের অনিন্দিত লালিত্যরূপ অমৃত আস্বাদন করিলে, শুভসূচক মৃগ পক্ষীদের সহিত মিলিত হইয়া (ক)"বৎসক্রীড়ন" নামক যমুনা ঘাট হইতে "সট্টীকর" নামক স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর ব্রজরাজের আজ্ঞানুসারে অবতরণের বাদ্যধ্বনি উৎপন্ন হইলে ঐ সট্টীকর নামক স্থানকে পশ্চাৎ করিয়া, দক্ষিণ পশ্চিমকে অগ্রে করিয়া, সকলে বিস্তীর্ণ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইল ॥ ৬৩ ॥

(ক) বর্ত্তমান কালিয়হ্রদের নৈর্ঋত কোণে একক্রোশ দূরে "সট্টীকর" স্থান বর্ত্তমান আছে। শকটদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে শকটীবাট বা শকটাবর্ত্ত নামে বিখ্যাত। ভাগবত ১০।১১।১৮ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য। (পরে লেখ্য)

লোকহূতিব্যক্তচেষ্টং তদা নন্দাদিবেষ্টিতম্ ।
বৃন্দাবনমিদং রেজে (ক) স্বপ্নজাগরিতপ্রভম্ ॥ ৬৪ ॥
"তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ"। (ভা, ১০।১১।১৮)
যদন্তঃপূরিতং গোভিঃ ক্রমেণ ঘনরীতিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ (খ)
গোপুরস্য পুরঃ কৃত্বা গোবর্দ্ধনধরাধরম্ ।
গোপবাসঃ স তত্রাসীন্নগোপবসতির্যতঃ ॥ ৬৬ ॥

অথেদানীন্তনীং বৃন্দাবনশোভাং বর্ণয়তি লোকেত্যাদি পদ্যেন। স্বপ্নজাগরিতপ্রভং আদৌ স্বপ্নঃ পশ্চাজ্জাগরিতঃ স ইব প্রভা যস্য তৎ, অগ্রে বৃন্দাবনং চেষ্টাহীনং তাদৃগানন্দহীনমাসীদিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

তত্র স্থানে বাসস্থানং যথা ব্যরচয়ন্ তদ্বর্ণয়তি তত্রেত্যাদি পদ্যেন। তত্রেতি যত্র পূর্ব্বং গোপবসতির্নাসীত্তত্র ঘনরীতিভিঃ বিস্তারপ্রচারৈঃ ॥ ৬৫ ॥

তদ্বাসস্থানং নির্দ্দিশ্য বর্ণয়তি গোপুরস্যেতি পদ্যেন ॥ ৬৬ ॥

লোকদিগের আহ্বানে যাহার চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে এবং নন্দাদি পরিবেষ্টিত ঐ বৃন্দাবন, তৎকালে "সুপ্ত জাগরিতপ্রভ" অর্থাৎ অগ্রে নিদ্রিত, এবং পশ্চাৎ জাগরিতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

তথায় ব্রজবাসি-লোকগণ, শকট সমূহ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গোধন সকলের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। যাহার মধ্যে ক্রমে নিবিড় প্রচার দ্বারা অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট পালে পালে ধেনুগণকে প্রবেশ করাইয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

* হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে, ধেনুগণের হিতের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রচুর

(ক) সুপ্তজাগরিতপ্রভং ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) + শ্রীহরিবংশে চ।—নিবেশং বিপুলং চক্রে গবাঞ্চৈব হিতায় চ।
শকটাবর্ত্তপর্য্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতং ॥ ইতি
এবং তদ্দিনে শকটৈরেব চক্রুঃ, দিনান্তরে তু—
কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকিভিদ্রুমৈঃ।
নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥ ইতি

* (খ) পাঠের অনুবাদ।

+ নিবেশমিত্যাদি শ্লোকৌ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধৈকাদশাধ্যায়ে হরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং উদ্ধৃতৌ, এতৌ দ্বৌ গদ্যাগর্ভিতশ্লোকৌ মাগুপুস্তকে ন স্তঃ।

পৌরস্ত্যবস্ত্যত্যাগেঽপি তত্তন্মর্য্যাদয়াচিতঃ ।
ব্রজাকারস্তথৈবাসীৎ কৃষ্ণা-পারে যথা স্থিতঃ ॥৬৭॥
(ক) অষ্টক্রোশীমায়তঃ স ব্রজঃ স্যা-
দগ্রে বিস্তীর্ণস্তু মধ্যে তদর্দ্ধং ।
এতন্মানং চাত্র লোকস্য দৃষ্ট্যা
শক্ত্যানন্তাচিন্ত্যধাম ত্বমেব ॥ ৬৮ ॥

তেষাং শকটসমূহরচিতাবাসো ব্রজাকরোঽভবদিতি বর্ণয়তি পৌরস্ত্যেত্যাদি পদ্যেন । পৌরস্ত্য-বস্ত্যত্যাগে পুরভবাট্টালিকাদিত্যাগেঽপি যথাস্থিতঃ পুরতয়া ॥ ৬৭ ॥

অধুনা তদ্বাসস্থানস্য প্রস্থপরিণাহাভ্যাং প্রমাণং নির্দ্দিশ্য তস্য বিভুত্বমপি বর্ণয়তি অষ্টক্রোশীতি পদ্যেন ॥ ৬৮ ॥

বাসস্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল এবং ঐ বাসস্থানে সীমা ভাগে দ্বারদেশে যাহাতে শকট সমূহ ঘুরিতে ফিরিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই দিবসে এইরূপ শকট-শ্রেণী দ্বারা তাঁহারা বাসস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য দিবসে অতি দীর্ঘ কণ্টকী অর্থাৎ কণ্টকযুক্ত লতা জাতীয় উদ্ভিদ্ সমূহ দ্বারা, কণ্টক যুক্ত বৃক্ষ সমূহ দ্বারা, এবং প্রোথিত উন্নত শাখা সমূহ দ্বারা চারিদিকে এই স্থান গুপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বেড় দিয়া ঘেরিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে পুর-দ্বারের সম্মুখে করিয়া তথায় বৃক্ষ রাজির নিকটে গোপ-বাস নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বেকার গৃহ ত্যাগ হইলেও যমুনার পারস্থিত আবাসের ন্যায় তত্তৎ মর্য্যাদাপূর্ণ ব্রজাকৃতি বাস সকল সেইরূপেই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ যমুনার পশ্চিম-পারে যে সকল বাস নির্ম্মিত হইল তাহা পূর্ব্ব পারের অর্থাৎ মহাবনের বাস হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে ॥ ৬৭ ॥

এই ব্রজ বা গোষ্ঠ, আট ক্রোশ ব্যাপিয়া আয়ত। তাহার মধ্যে গোষ্ঠের বিস্তার তাহার অর্দ্ধ চারি ক্রোশ পরিমাণ মাত্র। লৌকিক চক্ষে এইরূপ পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শক্তি অনুযায়ী ধরিতে গেলে ইহার তেজ অনন্ত এবং অচিন্তনীয় ॥ ৬৮ ॥

(ক) অষ্টক্রোশীমায়তং গোষ্ঠমেতন্মধ্যে তস্মিন্ বিস্তৃতং চার্দ্ধমস্যাঃ ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

মধ্যে রাজ্ঞঃ সদ্ম তৎপার্শ্বতস্ত-
দ্ভ্রাতৄণাং তদ্বাহ্যতস্তৎপরেষাম্।
যদ্বৎপ্রেমণ্যন্তরঙ্গাদিরীতি-
র্ব্বাসেঽপি স্যাদৌচিতী তদ্বদেব ॥ ৬৯ ॥

অথ তত্র পরমশর্ম্মণাগম্যমানসময়ব্রজে পূর্ব্ববদ্ব্রজে ক্রীড়ারতয়োরপি তয়োর্ব্বনদিদৃক্ষা পুনরতীব বিলক্ষণা জাতা। ততশ্চ প্রতিদিনমপি গবাবনায় বনায় প্রযাতেন তাতেন সমং সমন্তত এব ব্রজতঃ স্ম ॥ ৭০ ॥

যত্র;—

(ক) বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামরামানুজাতয়োঃ ॥ ৭১ ॥

তেষাং বাসস্থানং যোগ্যতয়া বর্ণয়তি মধ্যে ইতি পদ্যেন। প্রেমণি নিমিত্তে ॥ ৬৯ ॥

অথ তত্র বাসানন্তরং শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্গোচারণলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথ তত্রেত্যাদি গদ্যেন। আগম্যেতি আগম্যমানসময়সমূহে, গবাবনায় গোরক্ষণায় ॥ ৭০ ॥

তত্রাপি বৃন্দাবনাদিদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ প্রীতিং বর্ণয়তি বৃন্দেত্যাদি পদ্যেন ॥ ৭১ ॥

মধ্যে রাজার গৃহ, তাহার পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণের গৃহ, এবং তাহার পরে অন্যান্য লোকদিগের বাসস্থান ছিল। প্রেমের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের যেরূপ অন্তরঙ্গাদি ভাবের পৃথক্-পৃথক্ প্রণালী ছিল, সেইরূপ প্রণালী বাস-নির্ম্মাণেও উপযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর ব্রজমণ্ডলে আগমনের পরেও তাহাদিগের সময় সকল, পূর্ব্বের মতই পরম সুখে অতিবাহিত হইল। অতঃপর বালক দুইটি ক্রীড়াশক্ত হইলেও তাহাদের পুনর্ব্বার বন দর্শনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তাহার পর প্রত্যহই গোপালনের জন্য বনে গিয়া উভয়ে পিতার সহিত চারিদিকেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

যথায় "বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, এবং যমুনার পুলিন সকল দর্শন করিয়া বলরাম রামানুজের পরম প্রীতি হইয়াছিল" ॥ ৭১ ॥

(ক) শ্লোকটী গোকুল লীলার অন্তে বৃন্দাবনাগমনের ইহা পরে উক্ত আছে। রামরামানুজাতয়োঃ। অত্র রামকেশবয়োর্নৃপ। ইতি সাধারণপাঠঃ।

যথা।—

প্রাধান্যাদতিদিব্যবৃক্ষবিততের্বৃন্দাবনং রত্নভূ-
পল্যঙ্কান্বিতপীঠজেতৃদৃশদাং বৃন্দস্য গোবর্দ্ধনঃ।
গ্লৌচূর্ণোদ্ভবরঙ্গভূমিবিজয়িস্থল্যাবলেরংশুমৎ-
কন্যায়াঃ পুলিনালিরুৎসব-শতং দুগ্ধে স্ম যুগ্মং তয়োঃ॥
ইতি॥ ৭২॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমিদং সাঞ্জলিতয়া ব্যানঞ্জ॥ ৭৩॥

ঈদৃশস্তনয়োজাতস্তব গোপাধিনায়ক!।
পাল্যঙ্করোতি যো বিশ্বং বাল্যস্য চরিতাদপি॥ ৭৪॥

তদেবং তল্লীলানাং সাক্ষাৎপ্রথায়াং কথায়াং বৃত্তায়াং পূর্ব্ব-

বৃন্দাবনাদীনাং রম্যত্বাত্তেষাং দর্শনে তয়োরুৎসবো জাত ইতি বর্ণয়তি প্রাধান্যাদিতি পদ্যেন। প্রাধান্যাদিতি পদং ত্রিষু যোজ্যং, গ্লৌচূর্ণোদ্ভবঃ কর্পূরচূর্ণজাতঃ, অংশুমৎকন্যায়া যমুনায়াঃ॥ ৭২॥

এতৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িতুং মধুকণ্ঠস্য বৃত্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন॥ ৭৩॥

তদুদিতং বাক্যং বর্ণয়তি ঈদৃশ ইতি পদ্যেন॥ ৭৪॥

স্বয়ং কবিস্তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সাক্ষাৎপ্রথায়া সাক্ষাদ্বিস্তারো

যথা,—অতিশয় মনোহর বৃক্ষশ্রেণীর প্রাধান্য বশতঃ বৃন্দাবন রত্ন ভূমিস্বরূপ, পল্যঙ্কের অনুগত আসন সদৃশ প্রস্তর রাশির প্রাধান্য হেতু গোবর্দ্ধন গিরি, এবং কর্পূরচূর্ণ সম্ভূত রঙ্গভূমি বিজয়ী অকৃত্রিম ভূমিখণ্ডের প্রাধান্য হেতু সূর্য্য-তনয়া যমুনার পুলিন সকল, কৃষ্ণ-বলরামের শত শত মনোহর উৎসব উৎপাদন করিয়াছিল॥ ৭২॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া কথা সমাপন করিয়া এই বিষয় বলিলেন, হে গোপাধিপতে! আপনার এইরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, যিনি বাল্য-চরিত্র প্রকাশ করিয়াও এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন॥ ৭৩—৭৪॥

অতএব এইরূপে তদীয় লীলারাশি সাক্ষাৎ প্রথিত হইলে পর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব

বৃত্তবত্তদ্দিনেঽপি সর্ব্বেঽপ্যানন্দানামখর্ব্বাণাং খর্ব্বেণ কর্ব্বূরিতা নিজ-নিজালয়ং কলয়ামাসুঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বৃন্দাবনদেশে
প্রবেশো নাম নবমং পূরণম্ ॥

বৃত্তা তস্যাং বৃত্তায়ামাচরিতায়াং পূর্ব্বেতি পূর্ব্ববৃত্তং বৃত্তমতীতং যত্র তস্মিন্ দিনেঽপি অখর্ব্বাণাং বহূনাং খর্ব্বেণ সংখ্যাবিশেষেণ অমিতসংখ্যায়াং তাৎপর্য্যং তেন। কলয়ামাসুঃ প্রাপ্তা বভূবুঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং নবমং পূরণং ॥ ৯ ॥

দিনের মত সেই দিবসেও সকলেই খর্ব্ব সংখ্যক অনেক প্রকার প্রচুর আনন্দ সমূহদ্বারা মিশ্রিত হইয়া নিজ নিলয়ে গমন করিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

ইতি গোপালচম্পূকাব্যে বৃন্দাবন প্রদেশে
প্রবেশ নামক নবম পূরণ ॥ ৯ ॥

দশমং পূরণম্ ।

(বৎসাসুরাদিবধঃ)

অথ প্রাতরপি পূর্ব্ববৎ কথা প্রথতে স্ম ॥ ১ ॥

যথা ;—

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—অথানয়োরতিবাল্যাদূর্দ্ধবিলাসমারভমাণং সুকুমারং কুমারতাশেনং বর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ২ ॥

যথা ;—

মুক্তস্তন্যমুদঞ্চদঙ্গ-বলয়ং চাঞ্চল্যপর্য্যাকুলং
খেলাচঞ্চদথর্ব্বনেত্র-যুগলং শশ্বৎপ্রহাসাননম্ ।
নানাকৌতুকভাবিতং সখিজনক্রীড়াবিলাসাস্পদং
বৎসেক্ষাস্পৃহি রামকৃষ্ণকলিতং কৌমারমন্তর্ভজে ॥৩॥

দশমে পূরণে নানাবিধবাল্যবিলাসনঃ । বৎসাসুরবিনাশশ্চ বর্ণ্যতে ব্রজধামনি ॥ ১ ॥

অধুনা নানাবিধবাল্যবিলাসপূর্ব্বকং বৎসাসুরবধলীলাং বর্ণয়িতুং প্রথমতে অথেত্যাদি গদ্যেন ; তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যমাহ অথানয়োরিতি গদ্যেন । সুকুমারং ললিতং ॥ ২ ॥

তৎস্নিগ্ধকণ্ঠকৃতবর্ণনং নির্দ্দিশতি মুক্তস্তন্যমিত্যাদি পদ্যদ্বয়েন । বৎসেক্ষাস্পৃহি বৎসদর্শনকামি ॥ ৩ ॥

দশম পূরণ ।

দশম পূরণে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বাল্যলীলা, এবং বৎসাসুর বধ বর্ণিত হইবে ॥ ০ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালেই পূর্ব্বমত কথা আরব্ধ হইয়াছিল ॥ ১ ॥

যথা,—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, অনন্তর আমরা এই কৃষ্ণ-বলরামের অত্যন্ত বাল্যকালের পর, শৈশব সমাপ্তি সূচক ললিত লীলা বিলাস বর্ণনা করিব ॥ ২ ॥

যথা ;—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যে সময় কৌমার দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি অন্তরে সেই কৌমার দশাকে ভজনা করি : এই অবস্থায় তাঁহারা স্তন্য দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সমস্ত অঙ্গের সুগঠন উন্নত হইয়াছিল ; চপলতায় আকুল

অপি চ ;—

শুভ্রশ্যামৌ নীলপীতাভ-বস্ত্রৌ
(ক) ভৃঙ্গী-পারী-ধ্বানশিক্ষাসু দক্ষৌ।
ক্রীড়ালোলৌ মিত্রবর্গে বিচিত্রং
চিত্রীয়েতে রামকৃষ্ণৌ কুমারৌ ॥ ৪ ॥

এতদবধি চ বস্ত্র-পরিধানং ক্রমেণ নিশ্চিতং (খ) জাতম্ ॥

যথা ;—

বস্ত্রং দধাতি জননী-নিহিতং প্রযত্নাৎ
ক্ষিপ্রং চ বন্ধন-ধিয়া স্বয়মুজ্জিহাতি।
ভূয়স্তদর্দ্দতি বিভর্ত্তি চ যস্য চার্দ্ধং
ব্রীড়াং বিকল্প্য লঘু নিত্যয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

শুভ্রেতি। ভৃঙ্গী বটী অর্থাৎ গোদোহনসাধনরজ্জুঃ, পারী দোহনপাত্রং তস্য ধারণাদিধ্বানঃ গোদোহনসময়ে তাদৃশবাক্যপ্রয়োগঃ তেষাং শিক্ষায়াং সুনিপুণৌ ॥ ৪ ॥

এতদিতি গদ্যং। বস্ত্রমিতি পদ্যঞ্চ সুগমং, বন্ধনধিয়া মাতা মাং বধ্নাতীতি বুদ্ধ্যা অর্দ্দতি যাচতে যস্য চ বস্ত্রস্য চার্দ্ধং বিভর্ত্তি সম্প্রধারণাশক্তৌ লজ্জাং বিকল্প্য লঘু শীঘ্রং যথা স্যাৎ নিত্যয়তি অনবরতং করোতি ॥ ৫ ॥

হইয়াছিল; দীর্ঘ নেত্রযুগল খেলায় কাঁপিতেছিল; বারংবার মুখে হাস্য আসিয়াছিল; বিবিধ কৌতুককর লীলায় নিমগ্ন হইয়াছিল; ঐ অবস্থা সহচরগণের ক্রীড়া বিলাসের আধার হইয়াছিল; এবং ঐ কৌমার দশায় বৎস দর্শন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

অপিচ কুমার শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ এবং বলরাম শুভ্রবর্ণ ছিলেন। একজন পীতাম্বর আর একজন নীলাম্বর। গো-দোহন সাধন রজ্জু (ছাঁদন দড়ী) এবং দোহন পাত্রের শব্দ শিক্ষা বিষয়ে উভয়েরই সুনিপুণ এবং ক্রীড়ায় চঞ্চল ছিলেন এবং বন্ধুবর্গের উপর বহুবিধ আশ্চর্য্য ভাব উৎপাদন করিতেন ॥ ৪ ॥

এই অবধি ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতরূপে বস্ত্র পরিধান কার্য্যে শিক্ষা হইয়াছিল।

(ক) শৃঙ্গী পাবীতি ইতি পাঠে ধেনুবিশেষনাম।

(খ) নিশ্চিতং ইতি মাতৃপুস্তকে নাস্তি।

তত্র নিত্যমেব গোজাতমনুযাতেন তাতেন সহ যাতবন্তৌ সমন্তাদলং তৌ ভ্রমতঃ ॥ ৬ ॥

যথা ;—

আগচ্ছতাং তত্র বনে জনানাং
স্নেহার্থিনাং ক্রোড়গতৌ পিতুশ্চ।
অপৃচ্ছতাং তৎপ্রতিবস্তু বালা-
বযচ্ছতাং শর্ম্ম চ রামকৃষ্ণৌ ॥ ৭ ॥

তত্র চ নিবার্য্যমাণাবপি বিস্ফার্য্যহম্পূর্ব্বিকয়া গোগো-যুগং গোগোযুগযুগং গোষড়্গবমপি যুগপদ্বশয়ন্তাবক্রীড়তাম্।

অথ তয়োর্গোষ্ঠগমনশিক্ষাং বর্ণয়তি তত্রেত্যাদিগদ্যেন। অলমতিশয়ং ॥ ৬ ॥

তত্রাপি তয়োর্ব্বাল্যলীলাবিশেষং বর্ণয়তি আগচ্ছতামিতি পদ্যেন। প্রতিবস্তু সকলদ্রব্যং বৃক্ষাদি চ ॥ ৭ ॥

তত্র তয়োর্গোভিঃ সহ ক্রীড়াং বর্ণয়তি নিবার্যেত্যাদি গদ্যেন বিস্ফার্য্যেতি বিস্ফারিণী প্রগল্‌ভা যা অহম্পূর্ব্বিকা তয়া গোগোযুগং পৃথক্‌পৃথক্ গোদ্বয়ং এবং পরন্ত গোগোযুগস্য যুগং দ্বয়ং অপরেতি

যথা—তিনি সযত্নে জননী-সমর্পিত বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং শীঘ্রই বন্ধন করিবে ভাবিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিতেন। পুনর্ব্বার তিনি ঐ বস্ত্র প্রার্থনা করিতেন, এবং যে বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতেন, তাহার পর সমগ্র বস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে লজ্জিত হইয়া শীঘ্র অনবরত পরিধান করিতেন ॥ ৫ ॥

গো সমূহের অনুগামী পিতার সহিত কৃষ্ণ বলরাম, নিত্যই সেই স্থানে গমন করিয়া চারিদিকে অত্যন্ত ভ্রমণ করিতেন ॥ ৬ ॥

যথা :—বালক কৃষ্ণ এবং বলরাম, সেই বনে স্নেহভরে যে সকল লোক আগমন করিত, তাহাদের এবং পিতার ক্রোড়ে বসিয়া সেই বনজাত সমস্ত বস্তু এবং বৃক্ষাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং এইরূপে সেই সেই জনগণের সুখও প্রদান করিতেন ॥ ৭ ॥

তথায় উভয়ে নিবারিত হইলেও বিস্ফারিত "অহম্পূর্ব্বিকা" অর্থাৎ "আমি অগ্রে যাইব—আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ প্রবল প্রগল্‌ভ বাক্য দ্বারা কখনও

অনন্তরমপি পরস্পরমপরস্পরসদ্রবমেব দ্রবন্তৌ বিঘট্টিত-ধেন্বনডুহসঙ্ঘট্টাবুদ্ধতা ধেনুর্ব্বৃষভানপি শৃঙ্গগ্রাহং নিবর্ত্তয়তঃ স্ম। কিঞ্চ পঞ্চকেনাপি পশূন্ গৃহ্লীত স্ম ॥ ৮ ॥

দিনকতিপয়ে পুনরেবং গতসময়ে তদেতদুপধার্য্য ব্রজেশ্বর্য্যা পতিং প্রতি প্রণয়স্ফুরদুপালম্ভং ভণিতম্।

কিমিদমপূর্ব্বমিব কুর্ব্বন্তি তত্রভবন্ত ইতি। তেন চ লজ্জাতঙ্কৌ সজ্জতা তৌ বঞ্চয়তা বনং চঞ্চতামুনানুমতা তং চ তং চ সা চ সা চ তন্মাতাবনগমনতস্তনয়মতিপ্রণয়ান্নিরুদ্ধ-বতী ॥ ৯ ॥

ন বিদ্যতে পরস্পরয়োঃ সন্ বিদ্যমানো বরো যত্র তদ্যথাস্যাৎ মৌনী ভূত্বা দ্রবন্তৌ, বিঘট্টিতেতি বিশেষেণ ঘট্টিতশ্চালিতো ধেনুবৃষাণাং সংঘট্টো যাভ্যাং তৌ শৃঙ্গগ্রাহং শৃঙ্গরবেণ নাম গৃহীত্বা যদ্বা তেষাং শৃঙ্গং গৃহীত্বা পঞ্চকেন পঞ্চসংখ্যাকং কৃত্বা ॥ ৮ ॥

এবং বনগমনে আহারকালে অতিক্রান্তে ব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি দিনকতিপয়েত্যাদি-গদ্যেন। উপালম্ভং প্রণয়তিরস্কারবাক্যং। তেন ব্রজরাজেন চ লজ্জাতঙ্কৌ লজ্জাং শঙ্কাঞ্চ তৌ রামকৃষ্ণৌ চঞ্চতা গচ্ছতা "চঞ্চুগতৌ" সা সা চ রোহিণী যশোদা চ ॥ ৯ ॥

ধেনুদ্বয়, কখনও ধেনুর যুগ্ম যুগ্ম এবং কখনও বা ছয়টী ধেনু, এককালে বশীভূত করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তৎপরেও পরস্পর অবিচ্ছেদে পরিহাসের সহিত দৌড়িতে দৌড়িতে ধেনু এবং বৃষ সকল চালিত করিয়া উদ্ধত ধেনু এবং বৃষ-দিগকে শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত করিয়া ছিলেন। অপিচ, উভয়েই পাঁচ পাঁচটী পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে পুনর্ব্বার কতিপয় দিবস অতীত হইলে, এবং আহারের কাল উত্তীর্ণ হইলে, ইহা অবধারণ করিয়া ব্রজেশ্বরী, পতির প্রতি প্রণয়পূর্ণ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—এই শিশু দুইটীকে বনে লইয়া যাওয়াতে আপনার পক্ষে কি এক অভূতপূর্ব্ব কার্য্য করা হইতেছে না? আপনি কেন এরূপ কার্য্য করিতেছেন? তখন ব্রজরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামকে লজ্জিত এবং শঙ্কিত দেখিয়া উভয়কে বঞ্চনা করিয়া বন গমন করিবার কালে রোহিণী এবং যশোদাকে

নিরুদ্ধৌ চ তাবুৎকণ্ঠাবিষ্টাবরোদিষ্টাম্। তত্র চ কদাচিদহ্নায় নিহ্নবমারভ্য পিতুরভ্যর্ণং গচ্ছন্তৌ সবয়োভ্যঃ সুখং যচ্ছন্তৌ বর্ত্মাপরিকল্য ব্রজবহিরুপশল্যস্থৈর্ব্বৎসপালৈর্ব্বালৈঃ কৃতমেলন্তৌ খেলন্তৌ তৎপালয়মানৌ মুমুদাতে ॥১০॥

তদেবং তয়োরসকৃৎকৃতিমনুভূয় ভূয়ঃ (ক) শ্রীব্রজভূপতী দম্পতী সুখসম্ভূয়মানতায়ামপি ভয়দূয়মানমনস্তয়া মন্ত্রয়ামাসতুঃ; যদি গোসঙ্গাবস্থানং বিনা ন স্থাতুং পারয়তস্তর্হি ব্রজসদেশদেশে বৎসানেব তাবৎ সঞ্চারয়তামিতি। তদেতদেব ব্রজরাজঃ সহজাদিভির্ম্মন্ত্রবিদ্ভিঃ সহ মন্ত্রসহতয়াবিচার্য্য তন্ত্র-

তদেবমপি তয়োশ্চাপল্যং যদ্ভূতং তদ্বর্ণয়তি নিরুদ্ধাবিত্যাদি গদ্যেন। অহ্নায় ঝটিতি, নিহ্নবং গোপনং, অভ্যর্ণং সমীপং, বর্ত্ম পন্থানং অপরিচিত্য উপশল্যস্থৈঃ উপশল্যং গ্রামান্তভাগঃ তৎপালয়মানৌ তাৎপর্য্যাৎ বৎসযূথং ॥ ১০ ॥

অথ তয়োস্তাদৃশচাপল্যং দৃষ্ট্বা ব্রজেশয়োর্যা মন্ত্রণা বভূব তাং বর্ণয়তি তদেবমিতি গদ্যেন।

অনুমতি করেন। কৃষ্ণ-জননী যশোদা এবং রাম-জননী রোহিণী, স্ব স্ব পুত্রকে স্নেহ হেতু বনগমন হইতে নিবারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সেই কৃষ্ণ বলরাম নিবারিত হইয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে একদা তৎক্ষণাৎ গুপ্তভাবে পিতার নিকটে গিয়া সহচরদিগকে সুখ প্রদান করিয়া ও পথ চিনিতে না পারিয়া ব্রজের বাহিরে গ্রামের সমীপস্থিত বৎসপাল বালকগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, খেলিতে খেলিতে বৎস যূথের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণ-বলরামের বারংবার কৃতকার্য্য অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী সুখানুভব করিলেও ভয় সন্তপ্ত মনে মন্ত্রণা করিলেন। যদি ধেনুগণের সহিত একত্র অবস্থান না করিয়া উভয়ে থাকিতে না পারে, তাহা হইলে ব্রজের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই বৎসদিগকে চরাইতে থাকুক।

(ক) শ্রীব্রজভূপতিরিতি নন্দো যশোদা চ। তয়োরেকশেষে শ্রীব্রজভূপতী ইতি দ্বিবচনং "স্ত্রীপুংসয়োঃ শিষ্যো না" ইতি পুমানবশিষ্টঃ।

বিদ্ভিঃ পুণ্যদিনমবধার্য্য পুণ্যাহবাচনাদিকমপি সঞ্চার্য্য তাভ্যাং গোবালপালনারম্ভমাচারয়াম্বভূব ॥ ১১ ॥

তাভ্যামেব সহ মহাগোপালা মহং বিধায় মনসি চ সুখং নিধায় (ক) নিজ-নিজ-বালান্ বৎসপালান্ কলয়ামাসুঃ। যস্য চাদৌ জননী-জনিতেন মজ্জনসজ্জনেন ভোজন-ভজনেন বসন-বসনেন সদলঙ্করণধরণেন বেত্র-নেত্র-মুরলী-গবলানাং বলনেন চ বলকৃষ্ণৌ শোভাং লেভাতে ॥ ১২ ॥

সুখেতি। সুখং সম্ভূয়মানং অনুভববিষয়ং যত্র তদ্ভাবত্তায়াং ব্রজসদেশদেশে ব্রজনিকটস্থানে সহজাদিভির্ভ্রাতৃভিঃ তন্মবিদ্ভিঃ তন্মং কর্ত্তব্যতা তাভ্যাং তয়োর্দ্বারা ॥ ১১ ॥

তদাতু তয়োঃ প্রীত্যর্থং বৃদ্ধগোপানাং কৃত্যং বর্ণয়তি তাভ্যামেবেত্যাদি গদ্যেন। মহমুৎসবং কলয়ামাসুঃ কারয়াম্বভূবুঃ। যস্য বৎসপালনমহস্য মজ্জনাসজ্জনেন সজ্জনা বেশরচনা, ভোজন-ভজনেন ভোজনদ্রব্যাণাং সেবনেন, বসনবসনেন বস্ত্রস্য পরিধানেন। উপলক্ষণে তৃতীয়া। বেত্রেত্যাদি বেত্রং প্রসিদ্ধং, নেত্রং গোবন্ধনরজ্জুঃ, মুরলী প্রসিদ্ধা, গবলং মহিষশৃঙ্গং তেষাং বলনেন ধারণেন চ ॥ ১২ ॥

অতএব ব্রজরাজ মন্ত্রজ্ঞ ভ্রাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা কার্য্যে বিশেষ সংলগ্নভাবে এইরূপ বিচার করিয়া, কর্ত্তব্যতার নিশ্চয়জ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা পুণ্যদিন অবধান করতঃ পুণ্য দিবসে স্বস্তি বাচনাদি পূর্ব্বক ঐ কৃষ্ণ এবং বলরাম দ্বারা গোবৎস-পালনের আরম্ভ করাইলেন ॥ ১১ ॥

মহাগোপগণও উৎসব সহকারে মনে মনে সুখী হইয়া ঐ কৃষ্ণ-বলরাম সহিত নিজ-পুত্রাদিগকে বৎস পালন করাইতে লাগিলেন। যে উৎসবের প্রারম্ভে জননীকৃত বেশাদি রচনা, ভোজন-সেবা, বস্ত্র-পরিধান, বেত্র, গোবন্ধন রজ্জু, মুরলী এবং মহিষশৃঙ্গ ধারণ করিয়া, কৃষ্ণ-বলরাম পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

(ক) নিধায় স্থলে "বিধায়ে"তি গৌরপাঠঃ।

কৃষ্ণস্ত্বানীতে উপানহৌ নহি নহি কারেণ বহিশ্চকার। কুলপরম্পরাগতধনগোধনসমারাধনধর্ম্ম-মর্ম্মবাধনং হি তৎপ্রসাধন-বশাদ্ভবতীতি। ততঃ কৃষ্ণভাবমনুভবতা রামেণাপি তথানুমতম্ ॥ ১৩ ॥

বসুধা তু সুধা-সেকমেব তেন সাতিরেকং স মন্বানা তদীয়-চারু-চরণসঞ্চরণসুরেশদেশ-প্রদেশমপ্যলব্ধ-কণ্টকাদ্যবগুণ্ঠনং তদ্-বর্ত্মরেণূনপি পুষ্পরেণূনিব ধেনূনাং প্রখরখুর-চঞ্চুরতা-খুরলী-ব্রজ-ব্যাজতস্তথা চকার। যথাচ হরিবংশে প্রশংসনং "অঝিল্লি-কণ্টকবনং" ইতি ॥ ১৪ ॥ (ক)

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি কৃষ্ণেত্যাদি গদ্যেন। তদিতি, গোধনসেবননাশাৎ তথানুমতং উপানদ-স্বীকারঃ ॥ ১৩ ॥

তেন চ ভূমেঃ সৌভাগ্যং বর্ণয়তি- বসুধেত্যাদি গদ্যেন। বসুধা পৃথিবী সুধা অমৃতং তেন

আর যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য চর্ম্মপাদুকা আনয়ন করা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ না না করিয়া চর্ম্মপাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আমাদের কুলপরম্পরাগত ধন স্বরূপ যে গোধন, তাহার আরাধনা করা আমাদের ধর্ম্ম, অথচ, সেই গোকুলের আরাধনারূপ ধর্ম্মের মর্ম্মপীড়া, কেবলমাত্র নিশ্চয়ই এই চর্ম্মপাদুকার পরিচ্ছদে হইতে পারে, অর্থাৎ যে গোগণ আমাদের কৌলিক ধন, তাহার চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত পাদুকা পদে ধারণ করিলে কৌলিক ধর্ম্মের মর্ম্মে পীড়া দেওয়া হইবে। তাহার পর কৃষ্ণের ভাব অনুভব করিয়া বলরামও চর্ম্মপাদুকার পরিত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

আর বসুন্ধরাও চর্ম্মপাদুকা স্বীকার না করাতে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণসঞ্চারণ

(ক) তুঙ্করগণনানি গোধনানি তু নূনং কৃততদবধানানি তদানুকূল্যায় প্রখরখরখুরখননখুরলীভি-র্মৃন্ময়রেণূনপি পুষ্পরেণূনিব বিধায় কর্করাকণ্টকাদিকমপি খণ্ডশস্তথা সন্ধায় তদীয়চরণপ্রচারভূমিং সুখসঞ্চারতয়া কারয়ামাসুঃ। বসুধা তু সুধাসেকমেব তদীয়চরণসঞ্চারণেন মন্বানা বৃন্দয়া সহ চ যোগং তন্বানা তদানুকূল্যাবশেষং নিরবশেষং চকার। যথা চ খদিরবনাদিকমপি সুখসঞ্চারায় সম্যগধিকং ভবতি। যথা চ সর্ব্বত্র তদীয়চরণকিসলয়া-লয়লক্ষ্মরেখালেখানামুদয়ঃ সর্ব্বমুদয়নং ভবতীতি প্রকৃতমনুসরামঃ। ইতি পাঠান্তরং গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে।

যথাচ সর্ব্বত্র তদীয়চরণকিশলয়-সূক্ষ্মরেখালেখানামুদয়ঃ সর্ব্বমুদয়নং ভবতীতি প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবং মহামঙ্গল-সঙ্গততয়া বৎসচারণোৎসবমনুক্রিয়মাণে প্রয়াণে সমুদ্গতশোভসমুদ্গকবিচিত্রচ্ছত্র-চামর-পট্টপটাদি নানা-

উপানদঙ্গীকারেণ তদীয়েত্যাদি তদীয়চারুচরণয়োঃ সঞ্চরণং যত্র তাদৃশো যঃ সুবেশদেশ-প্রদেশস্তমপি, প্রখরেত্যাদি, প্রখরখুরাণাং চঞ্চুরতাখুরলী বিদারণতাশিক্ষা তস্যা ব্রজঃ সমূহস্তস্য ব্যাজতশ্ছলতঃ ॥১৪॥

তস্যা ভূমেস্তাদৃশসৌভাগ্যে কারণং বর্ণয়তি—যথাচেত্যাদি গদ্যেন। তদীয়েত্যত্র লেখা শ্রেণী। সর্ব্বমুদয়নং সর্ব্বাসাং মুদাং হর্ষাণামুদয়নং প্রকাশো যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ততো ভৃত্যজনবালকানাং সহ গমনং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সমুদ্গতেত্যাদি সম্যগুদ্গতা শোভা যস্য সচাসৌ সমুদ্গকস্তাম্বূলপাত্রং স চ বিচিত্রচ্ছত্রাদিসামগ্রীঃ তয়োঃ সংগ্রহে

দ্বারা নিশ্চয়ই যেন অতিরিক্ত অমৃতসেক বিবেচনা পূর্ব্বক বৃন্দার সহিত মিলিতা হইয়া যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুচারু চরণের সঞ্চরণ হইত, সেই সুন্দর ভূভাগ হইতে কঙ্কর ও কণ্টকাদির আবরণ দূর করিয়া দিল; এবং ধেনুগণের প্রখর খুর দ্বারা ভূমি বিদারণ করিবার ছলে এবং তাহার নিয়ত আনুকূল্যের জন্য তদীয় পথের অগণ্য ধূলি সকলকে সাবধানে যেন পুষ্পরেণু সমূহের মত নির্ম্মাণ করিল। এই কথা হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে যে, "ঝিল্লি" (ঝিঁঝিঁ পোকা) এবং কণ্টক-শূন্য বৃন্দাবনবন প্রশংসনীয় ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

আরও দেখুন, সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণপল্লবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা সমূহের উদয়ে সকল লোকেরই হর্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপে মহামাঙ্গলিক ব্যাপারে সংলগ্ন হইয়া বৎসচারণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, শোভাবিরাজিত তাম্বুল এবং বিচিত্র ছত্র, চামর ও পট্টবসনাদি বিবিধ সামগ্রীর সংগ্রহে ব্যগ্রহস্ত হইয়া জগতের মঙ্গলকারক এবং দেববিজয়ী

সামগ্রী-সংগ্রহব্যগ্রীভূতকরা ভুবনশুভঙ্করা জিতবৃন্দারকাঃ কিঙ্করদারকাস্তাবনুসরন্তঃ কিমপ্যন্তঃসুখমনুবভূবুঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র চ মাতরপিতরাবারভ্য প্রত্যগার-দ্বারং সর্ব্বাভিরনর্ব্বাচীনাভির্বরবর্ণিনীভির্মহাধনৈর্নির্মঞ্জ্যমানৌ দীপায়মানমণিভির্নীরাজ্যমানৌ প্রফুল্লসুরভিপ্রসূনৈরভিবৃষ্যমাণৌ মঙ্গলসঙ্গসঙ্গতগীতৈঃ সঙ্গীয়মানৌ যথার্হং (ক) তদন্তিকরচন-কান্তি-সন্ততিভিঃ সন্তোষ্যমাণৌ পুরস্তাদ্বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণনয়নৈর্নির্বর্ণ্যমানৌ গুরূনভিবাদ্য নিরবদ্যবাদ্যপ্রসাদ্যমানকৌতুকপ্রততং প্রতস্থাতে ॥১৭॥

ব্যগ্রীভূতাঃ করা যেষাং তে, বৃন্দারকা দেবাঃ, কিঙ্করদারকাঃ ভৃত্যজনবালকাঃ, কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং ॥ ১৬ ॥

বৎসগণ-চারণায় চলিতুমুদ্যতয়োস্তয়োঃ সতোঃ যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদি গদ্যেন। প্রত্যগারদ্বারং গৃহদ্বারং প্রতি নির্মঞ্জ্যমানৌ অর্থাত্তেষাং করেণ লাল্যমানৌ। তদন্তিকেতি তস্যাগারদ্বারস্য অন্তিকে নিকটে যা রচনা শ্রেণীপুষ্পাদিনির্ম্মাণং তস্যাঃ শোভাসমূহৈঃ নির্ব্বর্ণ্যমানৌ দৃশ্যমানৌ। নিরবদ্যেতি, নিরবদ্যং দোষরহিতং যৎ বাদ্যং তেন প্রসাদ্যমানং কৌতুকস্য প্রততং বিস্তারো যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

কিঙ্কর বালকগণ কৃষ্ণ বলরামের অনুসরণ করিল; এবং হৃদয়ের মধ্যে কোন এক অনির্ব্বাচ্য সুখের অনুভব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তথায় পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনির্ব্বচনীয় প্রধান রমণীগণ প্রতি গৃহের দ্বারদেশে মহাধন সমূহ দ্বারা ঐ উভয় বালকের বরণ করিলেন। প্রদীপতুল্য রত্নরাজি দ্বারা উভয়ের আরতি করিল। প্রফুল্ল অথচ সৌরভপূর্ণ কুসুমশ্রেণী দিয়া তাঁহাদের গাত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিল। মঙ্গলশ্রেণী পরিপূর্ণ সঙ্গীত দ্বারা উভয়ের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। উভয়ের নিকটে যথাযোগ্য বাক্যের মাধুর্য্য উভয়কেই সন্তুষ্ট করিল, সম্মুখে বিস্তীর্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া উভয়কে দেখিতে লাগিল। পরে উভয়েই গুরুগণের অভিবাদনা করিয়া অনিন্দিত বাদ্য বিরাজিত কৌতুকরাশি দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

(ক) তদন্তিকবচন ইতি গৌরানন্দ বৃন্দাবনপাঠঃ।

যত্র দিব্যগণাশ্চ তদ্বদেব দীব্যন্তি স্ম ॥ ১৮ ॥

ততশ্চ—

বেণু-বেত্র-দল-শৃঙ্গ-বটীভিঃ
কন্দুক-ভ্রমর-দারু-নটীভিঃ।
ক্রীড়িনৌ সশিশুগোসুতজাতে
নীলপীতবসনৌ রুরুচাতে ॥ ১৯ ॥

তদনু দূরতঃ সূরততয়া পুরতঃ পশ্যদৃশঃ(ক) সুকৃতিনঃ কৃতিনঃ পরাববৃতিরে ॥ ২০ ॥

যত্রেতি। তদ্বদেব গোপগণা ইব ॥ ১৮ ॥

তদা তৌ বেণ্বাদিভিযথা শুশুভাতে তদ্বর্ণয়তি— বেণ্বিত্যাদি পদ্যেন। বটী গোবন্ধনরজ্জুঃ দারুনটী কাষ্ঠপুত্তলিকা, সশিশুগোসুতজাতে শিশুভিঃ সহ গো-গণাং সুতসমূহস্তন্মধ্যে ॥ ১৯ ॥

ততো বৃন্দগোপানাং ব্রজে আগমনং বর্ণয়তি তদন্বিত্যাদি গদ্যেন। পরাববৃতিরে পরাবৃত্তা বভূবুঃ ॥ ২০ ॥

যে স্থানে স্বর্গবাসী দেবগণও ঠিক্ সেইরূপ নির্ম্মঞ্ছন, নীরাজন, পুষ্পবর্ষণ, মঙ্গল গান, স্তুতিবাক্য সন্তোষণ এবং দর্শনাদি দ্বারা ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

তাহার পর নীলাম্বর এবং পীতাম্বর, বেণু, বেত্র, দল, শৃঙ্গ, গো-বন্ধন রজ্জু, কন্দুকের ভ্রমর এবং কাষ্ঠপুত্তলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া শিশুগণের সহিত বৎসগণের মধ্যে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

ঐ উভয়ের পশ্চাৎ পুণ্যবান্ এবং কৃতী বৃদ্ধ গোপগণ দয়ালুত্ব নিবন্ধন সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

(ক) "পিতৃতৎসদৃশস্তে কাংশ্চিৎ প্রৌঢ়ানূঢ়াবধানান্ বিধায় চারপ্রদেশবিচারমভিধায় চ ক্রমত এবব্যুৎক্রমতঃ ক্রমমাণাঃ" ইতি পশ্যদৃশঃ ইতঃ পরং সুকৃতিনঃ ইত্যতঃ পূর্ব্বং পাঠান্তরং গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকেষু।

রাম-রামানুজাদয়শ্চ কিঞ্চিদঞ্চিত্বা—

বিসার্য্য বৎসানাবার্য্য পরিতঃ শাদ্বলে স্থলে।

খেলাং চক্রুর্মিথো মেলাদাবেলাং ভোজনাগতেঃ ॥ ২১ ॥

যথা ;—

বেণুং বাদয়তোঃ ফলাদি কিরতোঃ শিঞ্জত্তুলাকোটিভা-

গঙ্ঘ্রিভ্যাং ক্ষিপতোর্বৃষানুকরণৈঃ সংযুধ্যতোরেতয়োঃ।

ভ্রাত্রোর্নির্জয়িনোর্মিথো দ্রববশাদুচ্চৈঃ সখায়শ্চ তে

পার্ষ্ণিগ্রাহতয়া যুধং বিদধতঃ কোলাহলং চক্রিরে ॥ ২২ ॥

ততশ্চ তৌ বৎসাংস্তৃণৈরাপ্যায্য জলমাপায্য সর্ব্বান্ বিলোকিতবন্তৌ। শ্রীকৃষ্ণস্তু তেষু কস্যচিদ্গণ্ডাদিকণ্ডূতি-খণ্ডনেন বাহুদণ্ডকৃতকণ্ঠাবগুণ্ঠনেন "মাতরং মিলিতুমিচ্ছসি ?

তত্র শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং ক্রীড়নং বর্ণয়তি রামেত্যাদি পদ্যেন। বিসার্য্য বৎসান্ পরাঙ্মুখীকৃত্য আবার্য্য চ মিথো মেলাৎ পরস্পরমিলনাৎ আবেলা, ভোজনকালাগমনস্য সীমা ব্যাপ্য ॥ ২১ ॥

অধুনা তয়োর্ব্বাল্যক্রীড়াপরিপাটীং বর্ণয়তি বেণুমিত্যাদি পদ্যেন। শিঞ্জদিতি শিঞ্জন্তী যা তুলাকোটির্নূপুরঃ তাং ভজেতে যৌ অঙ্ঘ্রী তাভ্যাং, পার্ষ্ণিগ্রহতয়া সহায়তয়া ॥ ২২ ॥

অধুনা তয়োঃ সাধারণং বৎসগণপালনং ততশ্চেত্যাদিনা বর্ণয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষেণ বর্ণয়তি—

বলরাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া বৎসদিগকে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ এবং পরে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া, চারিদিকে নবদূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামলপ্রদেশে, পরস্পর মিলিত হইয়া, ভোজনের আগমন কাল পর্য্যন্ত খেলা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

যথা, দুই ভ্রাতা বেণু বাজাইতে লাগিলেন, ফলাদি বিকিরণ করিতে লাগিলেন, নূপুরধ্বনিযুক্ত চরণযুগল দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে গমন করিতে লাগিলেন ; বৃষের অনুকরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর অত্যুচ্চ স্নেহ বশতঃ সেই সকল সখা পার্ষ্ণিগ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে করিতে কোলাহল করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

তাহার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম, তৃণরাশি দ্বারা বৎসদিগকে আপ্যায়িত করিয়া

মেলয়িষ্যামী”তি তৎকর্ণে মিথঃ কপোলমেলনপূর্ব্বকবৃথাবর্ণনেন চ তমুপচর্য্য সুখমুপলব্ধবান্ ॥ ২৩ ॥

অথ ভ্রাতরৌ সখিভির্জ্জলাপ্লবনকেলিমাচর্য্য বন্যবেশবিশেষমপ্যাস জ্য চরণচর্য্যয়া চরন্তাবপূর্ব্বমৃগ-পক্ষিণঃ সমন্তাল্লক্ষয়ন্তৌ বৈলক্ষ্যমাসেদতুঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র চ;—

রুত মনু কুরুতস্তৌ লীলয়া যস্য জন্তোঃ
সমুদয়তি তদীয়ং জাতিমাত্রং তদাশু।
ভণিতমথ বিধত্তস্তদ্বিরুদ্ধস্য তস্মিন্
যদি ভয়মনু তস্মাল্লীয়তে তজ্জবেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিত্যাদি গদ্যেন। কস্য বৎসস্য কণ্ঠাবগুণ্ঠনেন কণ্ঠাচ্ছাদনেন তমুপচর্য্য তং সন্তোষ্য ॥ ২৩ ॥

অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ সাধারণং লীলান্তরং বর্ণয়তি- অথেত্যাদি গদ্যেন। চরণচর্য্যয়া পদস্বভাবগত্যা ॥ ২৪ ॥

তথ প্রাকৃতবালকবত্তয়োঃ ক্রীড়নং বর্ণয়তি- রুতমিত্যাদি পদ্যেন। সমুদয়তি অর্থান্মিলতি ভণিতং শব্দং তদ্বিরুদ্ধস্য সিংহব্যাঘ্রাদিরূপস্য তস্মিন্ কালে বিরুদ্ধাৎ ভয়ং লক্ষীকৃত্য জবেন শীঘ্রেণ ॥ ২৫ ॥

এবং জল পান করাইয়া সকলকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বৎসের মধ্যে কোন এক বৎসের গণ্ড প্রভৃতি স্থানের কণ্ডূয়া (চুলকোনা) খণ্ডন করিবার জন্য বাহুদণ্ড দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া “যদি তুমি জননীর নিকটে মিলিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি মিলিত করিয়া দিব” এইরূপে তাহার কর্ণে পরস্পর কপোল সংযোগ করিয়া বৃথা কথা বর্ণনা পূর্ব্বক তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর উভয়ে সহচর গণের সহিত জলসন্তরণাদি কেলি করিতে লাগিলেন, এবং বিশিষ্ট বন্যবেশে সজ্জিত হইয়া পদসঞ্চারে ভ্রমণ করতঃ চারিদিকে অপূর্ব্ব পশু পক্ষী লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ২৪ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম লীলা পূর্ব্বক যে জন্তুর শব্দ অনুকরণ করিতেন,

ততশ্চাহ্নায় মধ্যাহ্নাশনমাদায় স্ব-স্ব-ধামতঃ সমাগতাভিস্তদুচিতাভির্ব্বনিতাভির্জনিতানন্দনঃ শ্রীমান্নন্দনন্দনঃ সখি-বৃন্দমানন্দয়ন্ বাণীয়মানবেণুরণিতেনাকারণয়া মঙ্ক্ষু সঙ্কলয়ামাস। সঙ্কলিতাংশ্চ সখীনেণীদৃশঃ শ্রেণীকৃত্য চাদৃত্য চ সমুপবেশিতান্ সুবেশিতান্ মধ্যমধ্যাসিতশ্যামরামান্ ভোজনকামান্ ক্রমনিশামনয়া যামনয়া জেময়ামাসুঃ ॥ ২৬ ॥

যত্র নর্ম্মণা শর্ম্মদানায় কিঞ্চিৎ কশ্চিৎ কিঞ্চিৎকশ্চিদ্বিশশ্লাঘে শশ্লাঘে চ। যত্র চ তৈর্ব্বিবদমানানাং সম্বদমানানাং

অধুনা মধ্যাহ্নসময়কৃত্যং বর্ণয়িতুং প্রথমতে ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। বাণীয়মানেতি, বাণী বাক্ সেব আচরৎ যৎ বেণুরণিতং তেন আকারণয়া আহ্বানেন মঙ্ক্ষু শীঘ্রং এণীদৃশস্তা বনিতা মধ্যং মধ্যে অধ্যাসিতৌ শ্যামরামৌ যেষু তান্, ক্রমেতি, ক্রমেণ নিশামনং দর্শনং যত্র তথা যামনয়া যামনা পরিবেষণং তয়া জেময়ামাসুঃ ভোজয়ামাসুঃ ॥ ২৬ ॥

তেষাং সর্ব্বেষাং ভোজনেঽপি যদ্রহস্য জাতং তদ্বর্ণয়তি যত্রেত্যাদি গদ্যেন। বিশশ্লাঘে নিন্দয়ামাস। বিবদমানানাং বিপ্রতিপদ্যমানতয়া বিচিত্রং বদন্তীনাং সদৃশং বদন্তীনাঞ্চ অন্যাসাং

তৎকালে সেই জাতীয় জন্তু মাত্রেই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইত। অনন্তর যদি তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধ সিংহ ব্যাঘ্রাদির শব্দ অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে সেই কালে বিরুদ্ধ জন্তু হইতে ভয় লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র সেই শব্দ লীন হইয়া যাইত ॥ ২৫ ॥

এই সকল লীলার পর মধ্যাহ্ন কালের ভোজন লইয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে তাঁহাদের সমযোগ্য নারীগণ শীঘ্র উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীমান্ নন্দকুমারের আনন্দ উৎপন্ন হইত, এবং পরে তিনি সহচরদিগকে আনন্দিত করিবার জন্য অবিকল যেন মানব ভাষার মত বেণু দ্বারা শব্দ করিতেন এবং সেই শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে বন্ধুগণ মিলিত হইলে মৃগলোচনা নারীগণ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া এবং আদর করিয়া সুসজ্জিত বালকদিগকে উপবেশন করাইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরামকে বসাইয়া, তাঁহারা ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে, যথা ক্রমে পরিবেষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইল ॥ ২৬ ॥

যে ভোজনকালে কৌতুক করিয়া সুখ দান করিবার জন্য কোন এক বালক,

চান্যাসাং বচনপ্রতিবচনশ্রবণকৌতুকানন্তরং ধাত্রীগণপাত্রী কাচিত্তু দাসেরবালকান্ প্রতি ফেলা-বিসর্জ্জনরঞ্জনায় পূর্ত্তি-ব্যঞ্জনয়া ভোজনবিতৃষ্ণতামনুচরিষ্ণুং কৃষ্ণং প্রতি সকাকু জগাদ—॥ ২৭ ॥

মযা যত্নাদেতদ্দ্রবমধুরমারাদুপহৃতং
জনন্যা রামস্য প্রযতনযুজা সাধিতমিদম্।
ভবন্মাত্রা চাস্য স্বদনবিধয়ে দত্তশপথং
মুহুঃ সন্দিষ্টং তন্নিখিলমুপযুঙ্ক্ষ্ব ত্রয়মপি ॥ ২৮ ॥

বনিতানাং, ধাত্রীগণপাত্রী ধাত্রীগণে শ্রেষ্ঠা, দাসেরবালকান্ কিঙ্করবালকান্, ফেলেতি ফেলাং ভক্তশেষস্তস্য ত্যাগেন যৎ রঞ্জনং প্রীতিজননং তস্মৈ ॥ ২৭ ॥

সা ধাত্রীগণপাত্রী শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি মযেত্যাদি পদ্যেন। স্বদনবিধয়ে আস্বাদনায় উপযুঙ্ক্ষ সেবস্ব, ত্রয়মপীতি, মদুপহৃতমেকং রামজনন্যা সাধিতমেকং ভবন্মাতৃপ্রেরিতমেকমেবং ত্রয়ং ॥ ২৮ ॥

কোন এক খাদ্য সামগ্রীর নিন্দা করিল। এবং ঐ সময়ে ঐ সকল বালকদের সহিত কতিপয় রমণী বিবাদ করিতেছিল, এবং কতিপয় রমণী যথাযথ কথা বলিতেছিল। ঐ সমস্ত নারীর বাক্য এবং প্রত্যুত্তর শুনিবার কৌতুক সমাপ্ত হইলে, কোন এক উপযুক্ত ধাত্রী, দাসী পুত্রদিগের প্রতি ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করাতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ভোজনে বীতরাগ হইয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কাকুক্তি পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

আমি যত্ন করিয়া দ্রবীভূত এবং মধুর খাদ্য নিকটে লইয়া আসিয়াছি। রামের জননী যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া এই বস্তু দিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং তোমার মা এই বস্তু আস্বাদন করিবার জন্য, দিব্য দিয়া বারংবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব তিন জনের এই সমস্ত বস্তু তুমি ভোজন কর ॥ ২৮ ॥

তদেবং কৌতুকবিশেষেণ জাতে ভোজনশেষে রচিতাচমনং তমনন্তগুণকমনং (ক) সা পুনঃ কর্পূর-রসপূরপূর্ণখপুরপূরিত-সচূর্ণস্বর্ণবর্ণপর্ণপুট-দানপুরঃসরমেবমবাদীৎ ; লাল্য পাল্যমান-মাতৃসন্দেশতয়া বাল্যমপহায় তূর্ণমেব ব্রজসদনং পূর্ণমাচরণীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অথ কিঞ্চিদ্দূরং গত্বা তস্য তেষাং চ খেলামেলাভিনিবেশং মত্বা গ্রীবাং পরাবর্ত্ত্য নর্ত্ত্যমাননয়নতয়া সমর্থাংস্তৎপালকান্ বালকান্ (খ) প্রত্যুবাচ ;—অরে ! রে ! শীঘ্রমেবায়ং প্রাণয়নীয়ো ব্রজধরণীশপ্রণয়িন্যাঃ প্রাণস্য প্রাণ ইতি ॥ ৩০ ॥

অথ ভোজনপর্য্যবসানে তস্যাঃ প্রীতিকাব্যং বচনঞ্চ বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। অনন্তেতি অনন্তগুণেন মনোরমং, সা ধাত্রীগণপাত্রী, কর্পূরেত্যাদি কর্পূররসস্য পূরেণ সমূহেন পূর্ণঞ্চ খপুরো গুবাকস্তেন পূরিতঞ্চ চূর্ণসহিতেন সহ স্বর্ণবর্ণপর্ণপুটং তস্য দানপুরঃসরং যথা স্যাৎ, পূর্ণং তৃপ্তং ॥২৯॥
ততঃ সা সর্ব্বান বালকান্ প্রতি যদুবাচ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। খেলেতি ক্রীড়ায়াং মিলনাভিসক্তং নর্ত্তমাননয়নতয়া নয়নে ভঙ্গুরয়ন্তীত্যর্থঃ। প্রাণয়নীয়ঃ প্রকর্ষেণ আনয়নীয়ঃ প্রণয়িন্যা ব্রজরাজমহিষ্যাঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব এই প্রকারে কৌতুক বিশেষে রামও দাম প্রভৃতি হিতকারী সখাদিগের সহিত ভোজন কার্য্য শেষ হইলে, অনন্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ (একসঙ্গে) আচমন করিলেন। তখন ধাত্রী পুনর্ব্বার কর্পূর রসরাশি পূর্ণ পূগ (সুপারি) পরিপূরিত, চূর্ণ সহিত স্বর্ণ বর্ণ তাম্বূল বীটিকা (পানের খিলি) প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বৎস ? জননীর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। অতএব বাল্য চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া, শীঘ্রই ব্রজ গৃহ পরিপূর্ণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এবং সেই সকল বালকদিগের খেলা বিষয়ে সংযোগের একাগ্রতা বিবেচনা করিয়া গ্রীবা পরিবর্ত্তন করিয়া এবং নয়ন ভঙ্গী পূর্ব্বক গোচারণ পটু বৎস পালক বালকদিগকে বলিল, অরে রে !

(ক) কমনং ইত্যানন্তরং "রামদামাদিভিঃ সহিতং সহিতং" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।
(খ) বালকানিতি মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

তদেবং গতাসু তাসু সাগ্রজঃ স তু দুষ্পরিহরবাষ্পচ্ছেদ্য-সপুষ্পতৃণমুখান্ বৎসান্ ব্রজাভিমুখান্ বিধায় শনৈশ্চারয়ন্ গায়ন্ নৃত্যন্ হসন্ ক্রীড়ন্ (ক) দিবিচরৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্মণৈঃ স্তূয়মানঃ সুমনোভিশ্চ সুমনোভির্বৃষ্যমাণঃ স্বগৃহায় বর্ত্ম জগৃহে ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ বৎসাবাসং যাবৎ সাগ্রজমিত্রব্রজতয়া যথাক্রমং বিক্রমমাণস্তত্র চ বৎসান্ সঙ্কৃত্য কৃতকৃত্যতয়া রমমাণস্তল্লাবণ্য-দর্শনেন হর্ষমাণস্তৎপ্রাগেব সর্ব্বৈর্ব্রজবাসিভিরুপব্রজ্যমানঃ

তৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। দুষ্পরিহরেতি, দুষ্পরিহরো যো বাষ্পঃ লোহাস্ত্রং তেন ছেদ্যানি সপুষ্পতৃণানি মুখেষু যেষাং তান্, দিবিচরৈঃ দেবৈঃ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মণঃ পুত্রৈঃ সনকাদিভিঃ, ব্রাহ্মণৈর্বিপ্রৈঃ সুমনোভির্দেবৈঃ দ্বিতীয়ৈঃ পুষ্পৈঃ ॥ ৩১ ॥

ততো যদ্‌যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। সাগ্রজেতি অগ্রজেন সহ মিত্রব্রজো যস্য তদ্ভাবতয়া বিক্রমমাণঃ পাদবিক্ষেপং কুর্ব্বন্ তত্র চ বৎসাবাসে একীকৃত্য, লব্ধেতি। লব্ধেন

বৎস পালগণ! তোরা ব্রজ-রাজ মহিষীর প্রাণের প্রাণ এই শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্রই লইয়া আয় ॥ ৩০ ॥

অতএব এইরূপে সেই সকল নারী গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও অগ্রজ বলরাম বৎসগণের মুখে দুর্নিবার বাষ্পচ্ছেদ্য (খ) এবং পুষ্প সমবেত তৃণরাশি অর্পণ করত ব্রজের সম্মুখবর্ত্তী করিয়া ধীরে ধীরে চরাইতে লাগিলেন। তখন তিনি গান, নৃত্য, হাস্য এবং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, স্বর্গবাসী ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ বেদ-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবার জন্য পথ অবলম্বন করিলেন ॥৩১॥

তাহার পর তিনি অগ্রজ এবং মিত্রগণের সহিত পরিপাটী পূর্ব্বক বৎসগণের আবাসে যাইবার জন্য পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথায় বৎসদিগকে একত্র মিলিত করিলে তাহারা কৃতার্থতা লাভ করাতে তিনি আনন্দিত এবং তাহাদের

(ক) ব্রাহ্মণৈঃ বেদবিশেষজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ দ্বিজৈঃ।

(খ) মুখ বায়ুর আঘাতে যাহা ছিন্ন হইয়া যায় তাদৃশ সুকোমল তৃণকে বাষ্পচ্ছেদ্য কহে।

প্রাতর্ব্বদেব মঙ্গলেনাসজ্জমানঃ স্বমাতরপিতরাদীন্ বন্দমানস্তেভ্যো লব্ধমহানন্দমানঃ স্বালয়ং কলয়মানঃ স্নানাদিপূর্ব্বকং দিব্যমম্বরং বলয়মানঃ শীঘ্রমেব ভোজনং ভজমানঃ পুনরপি গোদোহভূমিগমনেন সুখং যজমানস্তত্তন্মাতৃ-নামভির্ব্বৎসান্ হ্বয়মানঃ সম্ভ্রমতস্তদ্গমনব্যতিক্রমাৎ প্রহাসময়মানঃ প্রভুগ্ধানি দুগ্ধানি চ তানি কিঙ্কর-নিকরেণ গৃহং হারয়মাণঃ পুনরালয়মাগম্য ক্ষণকতিপয়ং মাতরমানন্দ্য তামনু বিন্দমানশ্চন্দ্রশালিকাং বিশ্রমায় শ্রয়মাণঃ সর্ব্বেষামতিহর্ষং ববর্ষ। প্রস্বাপ্য চ তঞ্চ তঞ্চ সাচ সাচ মাতা পরিতঃ পরিজনকুমারান্ সন্নিধাপ্য গৃহ-ব্যবহারায় বৃহদ্ধাম জগাম ॥ ৩২ ॥

মহানন্দেন মানং চিত্তসমুন্নতির্যস্য স. কলয়মানো গচ্ছন্ যজমানঃ সঙ্গচ্ছমানঃ সম্ভ্রমতস্ত্বরায়াঃ প্রভুগ্ধানি প্রকর্ষেণ মোচিতানি হারয়মাণঃ প্রাপয়মাণঃ অনু পশ্চাৎ চন্দ্রশালিকামট্টালোপরিগৃহং ॥ ৩২ ॥

লাবণ্য দর্শনে হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার পশ্চাতেই সমস্ত ব্রজবাসী লোক, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। প্রভাত কালের মত তিনি মাঙ্গলিক সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। স্বকীয় পিতা মাতাদিগকে বন্দনা করিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সমধিক আনন্দ এবং পুত্রোচিত সম্মান লাভ করিলেন। নিজ গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় গিয়া স্নানাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক দিব্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। শীঘ্রই ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার গোদোহন স্থলে গমন করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের মাতৃগণের নাম করিয়া বৎসদিগকে ডাকিতে লাগিলেন সবেগে তাহাদের গমনের ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসাইতে লাগিলেন।

প্রচুর পরিমাণে যে সকল দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছিল, ভৃত্য সমূহ দ্বারা সেই সকল গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ জননীকে আনন্দিত করত পশ্চাৎ তাঁহার বন্দনা করিলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য অট্টালিকার উপরিভাগ চন্দ্রশালিকা (বা চিলে কোঠা) অবলম্বন করিয়া সকলের উপর অতি হর্ষ বর্ষণ করিলেন। সেই সেই জননী সেই সেই নিজ নিজ পুত্রকে

তদেবং দিনকতিপয়ে পরমরমণেন গমিতসময়ে স তু নৃশংসঃ কংসনামা যথার্হবর্ণকৃতবর্ণনতঃ সমাকীর্ণতত্তদ্বৃন্দাবনাগমনাদিবৃত্তান্তঃ স্বান্তশ্চিন্তয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

হন্ত! সত্যতাসারেণ দেব্যা বচনানুসারেণ নন্দগোপডিম্ভতাদস্ত এব স কোঽপি গোপিতঃ সম্ভাব্যতে যেন (ক) নূতনাবয়বেনাপি দুঃসহমহসঃ পূতনাদয়ঃ সহসা গাম্ভীর্য্যাবৃত্তেন বীর্য্যাতিশয়েনালম্ভনীয়তাং লম্ভিতাঃ। ত্রস্যতি চ তস্য নামধামবশান্মম হৃদয়ং। তস্মাদসৌ ছলত এবোৎকলনীয়ঃ।

অধুনা লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে— তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। গমিতসময়ে যাপিতকালে, যথার্হেতি "যথার্হবর্ণঃ প্রণিধিরপসর্পশ্চরঃস্পশঃ" ইত্যমরঃ। চরকৃতবর্ণনাৎ ॥ ৩৩ ॥

তত্র কংসস্য দুঃস্বপ্নাচিন্তনং বর্ণয়তি হন্তেত্যাদি গদ্যেন। নন্দেতি, নন্দগোপস্য শিশুত্বেব

নিদ্রিত করিয়া চারিদিকে দাসী পুত্রদিগকে সন্নিহিত করিয়া, গৃহকার্য্যের জন্য বৃহৎ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অতএব এইরূপে পরম কৌতুকের সহিত কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই নৃশংস কংসাসুর, নিজের চরকথিত বর্ণনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমনাদি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হায় দেবীর সত্যতাপূর্ণ বচনানুসারে নন্দগোপের শিশুরূপ কোন এক কপটতাই বসুদেবাদি কর্ত্তৃক যে গুপ্ত হইয়াছে ইহা যেন বোধ হইতেছে। যে শিশু নূতন শরীর ধারণ করিলেও অসহ্য তেজঃসম্পন্ন পূতনাদিগকে, ক্রমে গাম্ভীর্য্যাবেষ্টিত সর্ব্বাধিক শৌর্য্য দ্বারা বধ করিয়াছে। তাহার নামের প্রভাবেই আমার হৃদয় ভীত হইতেছে। অতএব ছলনা করিয়াই তাহাকে বধ করিতে হইবে। হায়! কিন্তু তাহারাও উত্তরোত্তর অতিরিক্ত সমুচিত ছল প্রয়োগ করিতেও ত্রুটি

(ক) নূতনেত্যত্র নূনতেতি গৌরপুস্তকপাঠঃ।

হন্ত! ছলানপ্যুত্তরমুত্তরমতিরিক্তং যুক্তমেব তে প্রযুক্তবন্তঃ। তথাপি কদর্থিতীভূয় ব্যর্থীভূতাঃ, ইতি বিচার্য্য পুনরপি তং প্রণিধিং সন্নিধিং নিকায্যতঃ সমানায্য পপ্রচ্ছ ;—অয়ে! ত্বয়েদমপ্যবকলিতং, জাতৌ কস্যাং তস্যাদরঃ স্নেহভরশ্চ পরমঃ পরামৃশ্যতে?। স উবাচ ;—দেব! গোবৎসেষু তদ্বৎসেকঃ প্রতীয়তে ॥ ৩৪ ॥

কংস উবাচ ;—সম্যগ্‌গম্যতাং নিজমেব হর্ম্ম্যং। পুনশ্চান্যমুবাচ ;—আকার্য্যতাং পুরতঃ স বৎসাসুরঃ। সচ শচীপতেরপি ক্লমনঃ সসম্ভ্রমবিক্রমক্রমতয়া তেনানীয় সমর্পিতঃ পানীয়লববদ্‌দ্রবপ্রবণতাবস্থ এব তস্থৌ। তেন চ সম্বন্ধতামাশংসন্ পাংশু-

দম্ভঃ কাপট্যং যস্য সঃ গোপেন্দ্রতৎপ্রাণবলদেবাদিভিঃ আলম্ভনীয়তাং মারণবিষয়তাং প্রাপিতাঃ। ধাম প্রভাবঃ, উৎকলনীয়ো বিনাশনীয়ঃ। প্রণিধিং চরং। নিকায্যতঃ গৃহাৎ, তদ্বৎসেকঃ স্নেহোদ্রেকঃ ॥৩৪

চরবাক্যং নিশম্য কংসো যদুক্তং তদ্বর্ণয়তি কংস ইত্যাদি গদ্যেন। চরবাক্যো ক্লমনঃ গ্লানিকরঃ, সসম্ভ্রমেতি, সম্ভ্রমবিক্রমাভ্যাং ক্রমো গতির্যস্য তদ্ভাবতয়া। দ্রবেতি

করে নাই। তথাপি তাহারা অপমানিত হইয়া নিষ্ফলমনোরথ হইয়াছে। এইরূপ বিচার করিয়া পুনর্ব্বার সেই দূতকে (গৃহ হইতে) নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। হে দূত? তুমি কি ইহা জানিয়াছ যে, কোন্ জাতিতে তাহার সমধিক আদর এবং পরম স্নেহ আছে। দূত বলিল, মহারাজ? গো বৎসগণের উপর তাহার স্নেহোদ্রেক আছে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

কংস বলিল, তুমি তোমার অট্টালিকায় সম্যক্‌রূপে গমন কর। পুনর্ব্বার অপরকে বলিল, সেই বৎসাসুরকে সম্মুখে আহ্বান কর। সেই বৎসাসুর শচীপতি ইন্দ্রেরও গ্লানি উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সসম্ভ্রমে বিক্রমের প্রণালী প্রকাশ করিয়া তাহাকে আনিয়া সমর্পণ করিল। যেরূপ নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু স্থির হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ ব্যক্তি স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেই জলসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে ধূলি রাশি যেরূপ গলিয়া যায়, সেইরূপ কংসরাজ, ঐ বৎসা-

সঙ্গবল্লব্ধধ্বংসঃ কংসস্তুপাংশু তং সুতমিব শশংস ! বৎস বৎসাসুর ! গচ্ছ নন্দস্য ব্রজং। গত্বা চ বৎসাংশ্চারয়তঃ কুমারয়তস্তৎকুমারস্য সদেশমাসাদ্য নিজং বৎসবেশমুৎপাদ্য তস্যাপকারমারভস্ব ॥ ৩৫ ॥

ততঃ স চ যথা জ্ঞাপয়ন্তি রাজ্ঞামাজ্ঞাপকা ইতি তদ্বচনরচনানুপথাত্মা তৎপ্রতিশাসনাদত্রাসমেব তত্রাজগাম। যত্র স্বচ্ছে বৎসক্রীড়ননামনি যামুনকচ্ছে তদ্বিধমারককর্ম্মা ব্রজরাজজন্মা বৎসান্মানয়ন্নয়নবিষয়ং বিষধরমিব তং চকার ॥ ৩৬ ॥

দ্রবস্য বেগস্য প্রবণতা স্থিরতা অবস্থা যস্য সঃ যথা জলকণা স্থিরীভূয় তিষ্ঠতি তদ্বৎ। সম্বন্ধতা ত্বং মে ভ্রাতা লব্ধধ্বংস ইত্যত্র ভবিষ্যতি ক্তঃ, উপাংশু অন্যাগোচরং যথা স্যাৎ শশংস কথয়ামাস। কুমারয়তঃ কুমার ইবাচরতঃ কু কুৎসিতং মারয়ত ইতি বৈবার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অতঃ কংসাকৃষ্টো বৎসাসুরো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি ততঃ ইত্যাদি গদ্যেন। তদ্বচ ইতি তদ্বাক্যস্য যা রচনা বিন্যাসস্তস্মিন্ননুপথঃ অনুগত আত্মা যস্য সঃ স্বচ্ছে নির্ম্মলে কচ্ছে তটে ॥ ৩৬ ॥

সুরের সহবাসে গলিয়া গিয়া, গোপনে তাঁহাকে পুত্রের মত বলিতে লাগিলেন। বৎস ? বৎসাসুর ? নন্দের ব্রজে গমন কর, গমন করিয়া, যিনি বৎসদিগকে চরাইতেছেন, এবং যিনি খেলা করিতেছেন, সেই বালকের নিকটে গমন করিবে। তথায় আপনার বৎস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহার অনিষ্টোৎপাদন করিও ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর "মহারাজের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণের যেরূপ আজ্ঞা" সেই বৎসাসুর এই কথা বলিয়া তাঁহার উল্লিখিত পথে গমন করিয়া, তদীয় অনুশাসন বশতঃ নির্ভয়েই তথায় উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে "বৎসক্রীড়ন" নামক যমুনানদীর জল-বহুল নির্ম্মল প্রদেশে, বৎসাসুর প্রভৃতি হিংস্র স্বভাবের লোকদিগের পক্ষে মারণ কর্ম্মশীল, ব্রজরাজ-কুমার, বৎসদিগকে আদর করিতেছেন। তখন ঐ অসুর বিষধরের মত তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিল ॥ ৩৬ ॥

অথ মৎসরতস্তত ইতঃ ৎসরতস্তস্য গন্ধানুসন্ধানতঃ কৃৎস্নান্ খটদেশমটতঃ শকৃৎকরীন্ ব্যগ্রং পশ্যতঃ পশ্যন্নগ্রজং ব্রজরাজ-তনূজন্মরহঃ সব্যাজং ব্যাজহার ;—বৃহদ্ভ্রাতঃ ! প্রাতরনায়াতঃ পরিচীয়তে বা কোঽয়মুপতোয়ং প্রতীয়তে বৎসঃ ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ ;— ভ্রাতর্নহি নহি,

কৃষ্ণ উবাচ ।—নিরূপ্যতাম্ ? ।

রাম উবাচ ;—ভীষণপ্রকৃতিরিব প্রতীয়তে ।

কৃষ্ণ উবাচ ; পূর্ব্বজ ! পূর্ব্বদেবোঽয়ং ? ।

রাম উবাচ ;—সত্যং ; যস্মাদস্মাস্ত বৎসেসু চাকস্মাদদৃষ্টিজা দৃষ্টিরস্য দৃশ্যতে ।

কৃষ্ণ উবাচ ;—যদি ভবদাদিষ্টং স্যাত্তর্হ্যেতং(ক) দিষ্টান্ত-মাসাদয়ামি ।

রাম উবাচ ;—লোকতঃ কলঙ্কতঃ শঙ্কে ।

তমসুরপ্রকৃতিং জ্ঞাত্বা শ্রীকৃষ্ণো যথা কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন । ৎসরতঃ "ৎসর ছদ্মগতৌ" । ছলেন গচ্ছতঃ খটদেশমন্ধকূপদেশং, সব্যাজং সচ্ছলং, উপতোয়ং তোয়সমীপে ॥৩৭॥

তত্র রামকৃষ্ণয়োর্ব্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি রাম ইত্যাদি গদ্যেন ; অদৃষ্টিজা "অদৃষ্টিঃ স্যাদসৌম্যে

অনন্তর বৎসাসুর সগর্ব্বে ইতস্ততঃ কপট গতিতে তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার গন্ধ পাইয়া তৃণ-বহুল প্রদেশে যে সকল বৎস চরিতেছিল, ঐ সকল বৎস ব্যাকুলভাবে দর্শন করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বৎস-দিগকে ব্যাকুল দেখিয়া নির্জ্জনে জ্যেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ! প্রাতঃকালে আসে নাই অথচ জলের সমীপে এই কোন্ বৎসকে দেখিতে পাই-তেছি ? ॥ ৩৭ ॥

বলরাম বলিলেন, ভাই ? না, না। কৃষ্ণ বলিলেন, নিরূপণ করুন। বল-রাম বলিলেন তাই ত ভাই ! ভীষণ প্রকৃতি বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, জ্যেষ্ঠ ! এই বৎস একটী অসুর। বলরাম বলিলেন, সত্য বটে, কারণ

(ক) স্যাৎ পঞ্চতা কালধর্ম্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ। ইত্যমরঃ।

কৃষ্ণ উবাচ;—মরণে দিত্যপত্যতাপরমাগত্য প্রত্যক্ষী-ভবিষ্যত্যস্য। ততঃ কোঽপি নাপবদেত। রামঃ সহর্ষমুবাচ;—দ্বিষন্তপ! সচ্ছলমেতং সচ্ছলমেব মন্দং মন্দমভ্যবস্কন্দ ॥৩৮॥

অথ শ্রীবৎসবক্ষাশ্চ বৎসানন্যাংশ্চ চুকারেণ সন্নিদধানঃ কণ্ঠগণ্ডপিচিণ্ডাদৌ কণ্ডূমুপনয়মানঃ সর্ব্বতঃ ক্রীড়ন্ গায়ন্ পর্ব্ব তন্বন্নিবাসীৎ ॥ ৩৯ ॥

ততস্তস্যাপি লব্ধছিদ্রম্মন্যস্য কূটমধ্যা স্বকণ্ডূতিবিঘটনেচ্ছয়া নিকটমটতস্তদকর্কশমুদ্রয়া সহসা তামহিত্বা (তান্ হিত্বা) তং সপুচ্ছপাদং গৃহীত্বা ভ্রময়ামাস ॥ ৪০ ॥

হক্ষী"ত্যমরঃ। আদিষ্টমাক্রপ্তং দিষ্টান্তং মৃত্যুং প্রাপয়াণি। দিত্যপত্যতা দৈত্যেয়তা নাপবদেত ন নিন্দেৎ। অভ্যবস্কন্দ সংগচ্ছস্ব ॥ ৩৮ ॥

তদেবং মন্ত্রণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্তং নাশয়িতুং যাং ছলনাং চকার তাং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। পর্ব্ব উৎসবং ॥ ৩৯ ॥

ততস্তস্য মারণলীলাং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন। কূটমধ্যা ছলমধ্যা। তদিতি তদা অকর্কশমুদ্রয়া স্নেহাবলোকনাদিনা তামকর্কশমুদ্রামহিত্বা ন ত্যক্ত্বা ॥ ৪০ ॥

আমাদের এবং বৎসগণের উপর ইহার অকস্মাৎ অসৌম্য দশন পূর্ণ অর্থাৎ ক্রূরভাবে দৃষ্টি পতিত হইতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি ইহাকে বিনাশ করি। বলরাম বলিলেন লোকবাদ ও কলঙ্কবাদ হইতে শঙ্কা করি। কৃষ্ণ বলিলেন, মৃত্যু হইলে এই ব্যক্তি অসুর, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। তাহাতে কেহই অপবাদ দিবে না। বলরাম সানন্দে বলিলেন, হে বিপক্ষ-সন্তাপন! শ্রীকৃষ্ণ! এই অসুর অত্যন্ত ছলযুক্ত, অতএব তুমি সচ্ছলভাবে ধীরে ধীরে ইহার নিকটে গমন কর ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য বৎসদিগকে চুচুকার রূপ সাঙ্কেতিক আহ্বান শব্দে নিকটস্থ করিয়া, এবং কণ্ঠ, গণ্ডস্থল ও উদরাদিস্থলে কণ্ডূ (চুলকোনা) অপনয়ন করিয়া, চারিদিকে খেলিতে খেলিতে, গাইতে গাইতে, যেন উৎসব বিস্তার করিয়া বিদ্যমান রহিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর ঐ অসুর মনে করিতে লাগিল যেন, আমি কৃষ্ণকে বিনা

(ক) যাবচ্ছঃ পরিবর্ত্তনং ভ্রময়তা বৎসস্য চক্রেঽমুনা
তাবচ্ছঃ প্রতিপৎক্রমান্নিরগমদ্রূপান্তরং চাগমৎ।
ক্রীড়ায়াঃ ফল-পাতনার্থমিব চ ক্ষিপ্তে কপিত্থোপরি
জ্ঞাতৃত্বং নটবৎ কলাঞ্চ পৃথুকাস্তে তস্য শশ্লাঘিরে ॥ ৪১ ॥
অথ দেবৈঃ প্রসূনানি বৃষ্টানি হসিতানি চ।
ন নাসয়া নচ দৃশা ভিন্নতাং নেতুমীশিরে ॥ ৪২ ॥

তস্য মারণে যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি যাবচ্ছ ইতি পদোন। যাবচ্ছ ইতি বীপ্সায়াং শস্ প্রত্যয়ঃ। যাবৎ যাবৎ। তাবচ্ছস্তাবৎ তাবৎ প্রতিপৎ ক্রমাৎ বুদ্ধিপরিপাট্যা নিরগমৎ হস্তাভ্যাং নির্গন্তু-মিষ্টবান্, জ্ঞাতৃত্বং অববোধকত্বং নটবৎ কলাঞ্চ শিল্পকর্ম্ম চ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৪১ ॥

ততো বৎসাসুরবধে দেবানাং হর্ষকৃত্যং বর্ণয়তি অথেত্যাদি পদোন। ন নাসয়া নচ দৃশেতি প্রসূনানাং গন্ধস্যৈক্যাৎ হসিতানাঞ্চ সুখজন্যত্বেন তুল্যরূপত্বাচ্চ ভিন্নতাং প্রাপয়িতুং তানি তানি ন সমর্থিতানি ॥ ৪২ ॥

করিবার বেশ ছিদ্র (পথ) লাভ করিয়াছি। এইরূপ ভাবিয়া কপটতা পূর্ব্বক নিজের কণ্ডূ অপনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিকটে আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরল ভাব দেখাইয়া এবং স্নেহপূর্ণ নয়নক্ষেপে সরল চিহ্ন পরিত্যাগ না করিয়া, পুচ্ছ এবং পাদের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুরকে ঘুরাইয়া যত প্রকার পরিবর্ত্তন করিলেন, ক্রমে তত বুদ্ধি-পরিপাটী নির্গত হইল, এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। পরে যখন তিনি ক্রীড়া করিয়া ফল পাড়িবার জন্য ঐ বৎসাসুরকে কপিত্থ (কএদ্ বেল) বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন, তখন গোপ শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-শক্তি এবং নটের মত শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি এবং হাস্যবৃষ্টি করিল; সমস্ত পুষ্পের গন্ধ এক প্রকার, অথচ হাস্যরাশিও সুখ জন্য বলিয়া পুষ্পের তুল্য রূপ। এই কারণে নাসিকা এবং চক্ষুর্দ্বারা ঐ পুষ্পবৃষ্টি এবং হাস্যবৃষ্টির প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় নাই ॥ ৪২ ॥

(ক) যাবৎ ইতি সংখ্যাশব্দাৎ "সংখ্যৈকার্থাদ্বীপ্সায়াং" ইতি চশস্, যাবচ্ছঃ।

তদনু চ পরিহাসভাসমানহাসং দিব্যসভাসদস্তদিদমবদংশ্চ, নূনমেতদেব দেববৈরিবৈরিণস্তাৎপর্য্যং পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৩ ॥

বয়ং গাং গোপালাঃ পরিচিনুমহে তদ্বিষমপি
প্রতিচ্ছন্নেরূপেঽপ্যনুমিতিনিদানব্যতিকরাৎ।
অতো রে রে বৎসাকৃতিসুররিপো! মদ্বিধকরাৎ
কথং তে মোক্ষঃ স্যাদিহ লষসি চেৎ প্রেত্য ভবতু ॥ ইতি ॥৪৪॥

তদেবং—

তৌ বৎসাদপি রক্ষন্তৌ সর্ব্বং লোকং ররক্ষতুঃ।
যদর্থং প্রাতরাশাদি যস্মিন্ দৈত্যবধাদি চ ॥

ততশ্চ তদ্দিনেঽপি শ্রীকৃষ্ণরামযোঃ স্বধামসমাগমনং পূর্ব্ব-

অনন্তরং তেষাং কৃত্যান্তরং বর্ণয়তি তদনুচেতি গদ্যেন। পরিহাসেন সহ ভাসমানো হাসো যত্র তদ্যথা স্যাৎ। দেববৈরিবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৪৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণতাৎপর্য্যং নির্দ্দিশতি বয়মিত্যাদি পদ্যেন। নিদানব্যতিকরাত কারণমিলনাৎ মোক্ষত্বং স্যাদিতি পরিত্রাণং কথং স্যাৎ চেদ্‌যদি মোক্ষমিচ্ছসি তদা স মৃত্যৌ ভবতু ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। তদিষ্টগণঃ শ্রীকৃষ্ণমিত্রসমূহঃ তমাবৃতবান্।

তৎপরে স্বর্গীয় সভাসদ্‌গণ বা দেবগণ, পরিহাসে হাস্যের তরঙ্গ উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন;—অসুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই এইরূপ তাৎপর্য্য পরিণত হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

যথা—আমরা গোপাল, আমরা ধেনুর পরিচয় পাইয়াছি। অতএব যদি কেহ রূপ গোপন করে তথাপি আমরা অনুমানের কারণ সহযোগে, সেই ধেনুর শত্রুকেও জানিতে পারিয়া থাকি। অতএব অরে রে বৎসাকৃতি দেব-বিপক্ষ! আমার হস্ত হইতে তোমায় কিরূপে মোচন হইবে? যদি তোমার এই মোক্ষে বাসনা থাকে, তাহা হইলে মরণাবসানে সেই মোক্ষ সজ্ঘটিত হউক ॥ ৪৪ ॥

অতএব এইরূপে ঐ কৃষ্ণ এবং বলরাম, বৎসদিগকে রক্ষা করিয়া সকল লোক-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহাদের জন্য প্রাতঃকালে ভোজনাদি এবং যাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া অসুর বিনাশাদিও ঘটিত। তাহার পর সেই

বদেব জাতং, কিন্তু তদ্বৃত্তমনিষ্টমিতি তদিষ্টগণঃ সর্ব্ব এবাবরিষ্ট, তচ্চ ন জানে কিম্বদন্তী কিম্বদন্তী স্যাদিতি সচিন্তীভূয় ॥ ৪৫ ॥

কংসস্তু তস্মাদ্বৎসপাদপি বৎসাসুরনির্ব্বাসনমপসর্পমুখাদ্বিষমিব কর্ণরন্ধ্রস্পর্শমাত্রেণান্তঃ সম্ভূয় ভৃশং দৃশৌ নিমীলয়ামাস। তেন (ক) দশমীমিব দশাং প্রাপিতঃ স তু মন্ত্রিভিঃ কথঞ্চিদ্বহিরবধাপিতঃ সান্ধ্যমেব তৈরিদমচারু বিচারয়ামাস। হন্ত সম্ভাবিতা দম্ভাদিকা বহবঃ প্রস্থাপিতা ন তু তৈর্ভদ্রং কিঞ্চিদপি সঙ্গতম্। তেষাং (খ) ধীপ্সাবীপ্সা হি ন ঈপ্সাং ভ্রাতবতী প্রত্যুত তামেব পাতবতী ; ততঃ কিং কুর্ম্মঃ ॥ ৪৬ ॥

অধুনা কংসবৃত্তং বর্ণয়তি তদেতাদি। কিম্বদন্তী ইত্যত্র দ্বিত্বং বীপ্সায়াং লোকাপবাদঃ, সচিন্তীভূয় চিন্তয়া সহ বর্ত্তমানো ভূত্বা। ৪৫ ॥

তন্নাশনং নিশম্য কংসো যথাবর্ত্তত তদাহ কংসস্ত্বিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। বৎসপাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ নির্ব্বাসনং মৃত্যুং অপসর্পমুখাৎ চারমুখাৎ অন্তঃ সম্ভূয় চিত্তে সংযোজ্য। দশমীং দশাং মৃত্যুপ্রায়াং মূর্চ্ছাং বহিরবধাপিতঃ কষ্টেন চেতনীকৃতঃ অচারু অসাধু। সম্ভাবিতাঃ কৃষ্ণনিষ্ঠকরণে যোগ্যাঃ,

দিবসেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের পুনরাগতই নিজগৃহে আগমন ঘটিয়াছিল। "কিন্তু বৎসাসুরের বধ বৃত্তান্ত অনিষ্টকর" জানিনা যে এই জনশ্রুতিতে কিরূপ ঘটাইবে ; ইহা ভাবিয়া তাহার প্রিয়বন্ধুগণ তাহা আবরণ করিয়া রাখিল ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু এদিকে কংস, বৎস পালক শ্রীকৃষ্ণ হইতে বৎসাসুরের নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত, চর-মুখে কর্ণরন্ধ্র স্পর্শমাত্রে অন্তরে আনিয়া বারংবার নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিল। কংসাসুর মৃত্যুপ্রায় দশমীদশা (বা মূর্চ্ছা) প্রাপ্ত হইলে, অমাত্যগণ অতিকষ্টে তাহাকে বাহিরে সচেতন করিল। পরে তিনি ঐসকল মন্ত্রিবর্গের

(ক) চক্ষুরাগ, মনঃসঙ্গতি, ভাবনা, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় হইতে নিবৃত্তি, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, নির্লজ্জতা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মরণ। এই দশপ্রকার দশা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

(খ) "ধীপ্সাবীপ্সা" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ। দন্‌ভ, বি আপ্‌, হা, এষাং সন্, ততঃ অঃ স্ত্রিয়াং আপ্। ইত্থং ধীপ্সা বীপ্সা হীপ্সা ইতি পদত্রয়ং নিষ্পন্নং। সাং প্রকারস্তু ব্যাকরণেঽনুসন্ধেয়ঃ।

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ;—দেব ! কেবলং বকমত্র বলমবলম্বামহে। যতস্তদ্ভ্রাতারো দম্ভসংসারাঃ (ক) গম্ভীরায়ন্তে ॥ ৪৭ ॥

কংস উবাচ ;—আং আং মম সুহৃত্তমঃ স এব কেবলস্তত্র প্রস্থাপনায় স্থাপ্যতামিত্যানায্য তথাদিষ্টঃ সদনিষ্টঃ স দুষ্টঃ কংসপুষ্টঃ সম্প্রতি বকস্থলনামানং নন্দীশ্বরগিরি-সমীপধামান-মুপসরসং প্রদেশং ভাবিকৃষ্ণপ্রবেশমধিগম্যাভিগম্য গিরিশৃঙ্গ-ভ্রমারম্ভং দম্ভং দধমানস্তস্থৌ। যত্র তুল্যপর্য্যায়তয়া দম্ভ এব গহ্বরায়তে স্ম ॥ ৪৮ ॥

কপটযুক্তাঃ ভদ্রং মম হিতং। বীপ্সাবীপ্সা রভধাভোরূপং নির্ব্বিকারপ্রাপ্তীচ্ছা অতিশয়ার্থে দ্বিরুক্তিঃ, ঈপ্সাং ব্যাপ্তীচ্ছাং, ন রক্ষিতবতী পাতবতী "পা ভক্ষণে" বিনাশিতবতী ॥ ৪৬ ॥

ততঃ সান্ত্বয়িতুং মন্ত্রিণো যদাহুস্তদ্বর্ণয়তি দেবেত্যাদি গদ্যেন। বকং বকাসুরং, বলং সৈন্যং তদ্ভ্রাতারো বকভ্রাতৃগণা দম্ভসংসারাঃ কাপট্যং সম্যক্‌সারো যেষাং তে ॥ ৪৭ ॥

তদেবং নিশম্য তাং মন্ত্রণাং হিতং বুদ্ধা যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি আং আং ইত্যাদি গদ্যেন। আং আং স্মৃতং স্মৃতং, উপসরসং সরঃ সমীপং, গিরিশৃঙ্গভ্রমারম্ভং পর্ব্বতশৃঙ্গভ্রমস্য উপক্রমো যস্মাত্তং তুল্যপর্য্যায়তয়া গিরিশৃঙ্গসাদৃশ্যতয়া দম্ভং কাপট্যং ॥ ৪৮ ॥

সহিতই এইরূপ কুৎসিত মন্ত্রণাই করিতে লাগিলেন। হায় ! শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-কার্য্যে একান্ত সুনিপুণ, বহুতর অহঙ্কারী ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কেহই, কিছুই মঙ্গল সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাহাদিগের বারংবার কপটতার প্রার্থনা, কখনও আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই, বরং তাহা-দ্বারাই তাহারা মৃত্যুলাভ করিয়াছে, অতএব আমরা কি করিব ॥ ৪৬ ॥

অমাত্যগণ বলিলেন, মহারাজ ! এই বিষয়ে কেবল একমাত্র বকাসুরকে একটী বলস্বরূপ জানিয়াই আমরা অবলম্বন করিতে পারিতেছি। কারণ যাহারা বককে জানে, তাহারাই কপটতাকে একমাত্র উৎকৃষ্ট সারপদার্থ ভাবিয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া আছে ॥ ৪৭ ॥

কংস বলিলেন, হাঁ, স্মরণ হইয়াছে—স্মরণ হইয়াছে। একমাত্র কেবল বকাসুরই আমার সুহৃদ্বর বিদ্যমান আছে। তাহাকেই তথায় পাঠাইবার জন্য নিযুক্ত কর। সজ্জনের অনিষ্টকারী কংস পালিত নিতান্ত দুষ্ট সেই বকাসুর,

---

(ক) যতস্তদ্ভ্রাতাবেব দম্ভসম্ভারা ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

তদা চ শ্রীগোপালবলিতা গোপালবালা গোবালান্ পালয়ন্তঃ পানীয়ং পায়য়ন্তঃ কূলমনুস্থাপয়ন্তঃ স্বয়মপি পয়ঃ-পানময়ন্তঃ পরস্পরং প্লাবয়ন্তঃ স্নপয়ন্তঃ সমুত্থায় চ কলাপয়ন্তশ্চিক্রীড়ুঃ। কলাপয়ন্তশ্চ পুষ্পাহরণায় পরতঃ প্রচারমাচেরুঃ। তমাচরন্তশ্চ তং বকমীক্ষামাসুরুৎপ্রেক্ষামাসুশ্চ। অহো! গিরিরয়ং দূরত এব কুতঃ পুরস্তস্য শৃঙ্গং। ততঃ সদ্য এবাদঃ শতমন্যুনা মন্যুনা শতকোটিত্রোটিতমিতি ঘটতে; পুনর্নিচায্য চ প্রোচুঃ;—নেদং গিরি-শৃঙ্গং সঙ্গচ্ছতে; কিন্তু জন্তুবিশেষঃ

তদা চ গোপবালকানাং বৃত্তং বর্ণয়তি তদা চেত্যাদি গদ্যেন। শ্রীগোপালবলিতাঃ শ্রীকৃষ্ণমিলিতাঃ, গোবৎসান্ অয়ন্তঃ প্রাপ্নুবন্তঃ, কলাপয়ন্তঃ পুষ্পাদিনা ভূষিতাঃ, কলাপয়ন্তো ময়ূরপুচ্ছং ধারয়ন্তঃ,

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, সম্প্রতি নন্দীশ্বর পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী "বকস্থল" নামক স্থানে, সরোবরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ভাবী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ নিতান্ত অবগত হইয়া, গিরিশৃঙ্গ ভ্রমণকারী ছল অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ এমন ভাবে অবস্থিত হইল, যেন তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ একটী গিরিশৃঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়। এবং যে স্থানে গিরিশৃঙ্গের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া দন্তই যেন গহ্বরের মত বিরাজ করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে শ্রীগোপাল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গোপ-শিশুগণ গোবৎস-দিগকে পালন, জলপান, তীরে অবস্থিত এবং আপনারাও জলপান পৃথক্ পরস্পর পরস্পরকে জলে নিমগ্ন করিয়া, স্নান ও জল হইতে গাত্রোত্থান করত অলঙ্কার পরিয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। অলঙ্কার পরিয়া পুষ্পাহরণের জন্য চারিদিকে সঞ্চরণ করিয়াছিল। সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই বককে দেখিতে পাইয়াছিল এবং উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিল, ওহে! দূরে এই যে পর্ব্বত রহিয়াছে, ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার সম্মুখে শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছি। তাহার পর সদ্য সদ্যই যেন শচীপতি ইন্দ্র, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বজ্রদ্বারা এই শৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। পুনর্ব্বার নিরূপণ করিয়া বলিল, ইহা পর্ব্বতশৃঙ্গ বলিয়া

সোঽয়ং মন্তুমিব (ক) চিকীর্ষন্নমিতশীর্ষং বর্ত্ততে। যত উগ্রস্পশ্যতয়া খরতাচঞ্চুচুঞ্চুতয়া চ বক ইব পরামৃশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

আকারাৎ পক্ষিতুল্যঃ স্যাদ্‌ব্যাপারান্ন চ পক্ষিবৎ।
বকঃ কিং নবকঃ সাক্ষাৎ কূটবৎ স্থিতিরীক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥

অত্র তত্র জিগমিষন্নেব সমিষশ্লিষ্টতাবিশিষ্টং কূটশব্দং পঠিতবান্ ॥ ৫১ ॥

যদ্বা শ্রীকৃষ্ণং মণ্ডয়ন্তঃ প্রচারং গতিং। শতমন্যুনা ইন্দ্রেণ মন্যুনা ক্রোধেন, ত্রোটিতং বজ্রচ্ছিন্নং নিচায্য নিশ্চিত্য, মন্তুমপরাধমিব, খরতেতি, খরতা তীক্ষ্ণা যা চঞ্চুরোষ্ঠং তেন খ্যাততয়া ॥ ৪৯ ॥

তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য বিভাবনাং বর্ণয়তি আকারাদিতি পদ্যেন। কূটবৎ পর্ব্বতশৃঙ্গমিব ॥ ৫০ ॥

তদা তু সচ্ছলমেব যৎ কৃত্যং চকার তদ্বর্ণয়তি অত্রেত্যাদি গদ্যেন। সমিষেতি মিষেণ ছলেন সহ শ্লেষযুক্তং কৈতবশব্দং ॥ ৫১ ॥

বোধ হইতেছে না, কিন্তু কোন জন্তু বিশেষ হইবে। এবং ঐ জন্তু যেন অপরাধ করিয়া নতমস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু ভীষণ ভাব ধারণ করাতে এবং তীক্ষ্ণতা গুণে বিখ্যাত চঞ্চুদ্বয় থাকাতে যেন বক বলিয়াই বিবেচনা করা যাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আকারে পক্ষিতুল্য হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টায় পক্ষীর মত নহে। ইহা কি কোন নূতন বক ? যাহাকে সাক্ষাৎ পর্ব্বত শৃঙ্গের মত অবস্থিত দেখিতেছি ॥ ৫০ ॥

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াই, কপটতার সহিত শ্লেষসংঘটিত ছল শব্দ উচ্চারণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

(ক) আগোঽপরাধো মন্তুশ্চ ইত্যমরঃ। মন্যতে অকার্য্যং অনেন ইতি মন্ ঔণাদিকতুঃ।

অথ সমুদ্দণ্ডদণ্ড-বরণ্ড-সখি-মণ্ডলমণ্ডিতঃ পুণ্ডরীকলোচনস্তং জানন্নপ্যজানন্নিব তস্য তুণ্ডসন্নিধিমেব গমনেঽবধিঞ্চকার, স্পর্শবিষ-বিষধর-বিশেষকুমারঃ কৌতুকাতিরেকবশাদ্ভেকস্যেব ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ গণ্ডূপদং মন্যমানঃ স চ মণ্ডূক ইব কুণ্ডলিপোগণ্ডং তং নিজগার ন তু কিঞ্চিৎ কুঞ্চয়িতুমপি শশাক; কিন্তু হন্ত! হন্ত! হন্ত! স্ফূর্ত্তিং প্রতি সন্তমসধর্ম্মণা তেন কর্ম্মণা শ্রীরাম-দামাদীন্ প্রাণৈর্ব্বিকলিতাং কলয়ামাস ॥ ৫৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো বকাসুরনিকটং যথা গতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। সমুদ্দণ্ডেতি সমুদ্দণ্ডদণ্ডানাং লগুড়ানাং বরণ্ডঃ সমূহো যেষাং তৈঃ সখিমণ্ডলৈর্ম্মণ্ডিতঃ ভূষিতঃ শোভিতঃ ॥৫২॥

ততো বকাসুরঃ শ্রীকৃষ্ণং যথা গিলিতবান্ তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। গণ্ডূপদং কিঞ্চুলুকং, মণ্ডূকঃ ভেক ইব সর্পস্য তুণ্ডং নিজগার গিলিতবান্, স্ফূর্ত্তিং সাক্ষাৎকারং, সন্তমেতি গাঢ়ান্ধতম ইব সমানো ধর্ম্মো যস্য তেন যদ্রূপা সাক্ষাৎকারং নিরুনদ্ধি ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর স্পর্শ বিষয় বিষধর শিশু যেরূপ অতিশয় কৌতুক বশতঃ ভেকের নিকটে গমন করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ কমললোচন কুমার শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডসমূহধারী সহচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাকে জানিলেও, যেন না জানিয়া, তাহার চঞ্চুর সন্নিধানে গমনের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫২ ॥

তাহার পর ভেক যেরূপ কঞ্চুলিকা (কেঁচো) ভাবিয়া সর্পশাবকের মস্তক গিলিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই বকাসুর শ্রীকৃষ্ণের মুখখানী গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছুই কুঞ্চিত করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু হায়! হায়! গাঢ় অন্ধকার যেরূপ দর্শন শক্তির বা আলোকের লোপ করে, সেইরূপ তিমিরধর্ম্ম সদৃশ সেই নিষ্ঠুর কর্ম্ম দ্বারা বলরাম শ্রীদাম প্রভৃতির হৃদয়ে বিকলতা উৎপাদন করিল ॥ ৫৩ ॥

স্ব-ভ্রাতৃবীর্য্যং জনুষা বিদন্নপি
প্রলম্বকারির্ব্বকচেষ্টিতেঽর্দ্দিতঃ।
ভৈষ্মীকৃতে তস্য গতৌ যথৈব স
প্রেমা হি সর্ব্বঙ্গিলভাবমৃচ্ছতি॥ ৫৪॥

অথ বকঃ স্বককণ্ঠাবটে কৃপীটযোনিবৎ প্রকটতেজস্কং তং ঝটিত্যুজ্জগার। ততশ্চ সোঽয়ং মম হৃদয়মভ্রাক্ষীদিতি বিভাব্য পুনস্তন্নিগরণযোগং নাদ্রাক্ষীৎ কিন্তু ততঃ পরাঙ্মুখঃ স পুনর্ব্বক ইব মূর্খঃ স্বর-শাত্রববকস্তেজোমাত্রগাত্রতয়াবগতমপি তং ত্রোটি-কোটিভ্যাং ত্রোটয়িতুমুদযুঙ্ক্ত।

স তু শৌটীর্য্যকোটীশ্বরস্তৎত্রোটী করাভ্যাং বিঘটয়ংস্তং

তদ্দৃষ্ট্বা শ্রীরামস্য প্রেমবৈকল্যং জাতং তদ্বর্ণয়তি স্বভ্রাতৃবীর্য্যমিতি পদ্যেন। ভৈষ্মীকৃতে রুক্মিণীবিবাহে, শ্রীকৃষ্ণস্য গতৌ সত্যাং বিপক্ষভয়েন যথা প্রেম্ণা গতঃ সর্ব্বঙ্গিলভাবং সর্ব্বগ্রসিতাং প্রাপ্নোতি॥ ৫৪॥

তদেবং বকঃ শ্রীকৃষ্ণং গ্রসিত্বা তমসগ্নং মত্বা উজ্জগারেতি বর্ণয়তি অথ বক ইত্যাদি গদ্যেন।

যদি চ প্রলম্বাসুরের বিনাশ কর্ত্তা বলরাম, জন্ম হইতেই নিজ ভ্রাতার বল জানিতেন তথাপি ভীষ্মনন্দিনী রুক্মিণীর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে, যেরূপ তিনি কাতর হইয়াছিলেন, সেইরূপ বকাসুরের চেষ্টাতেও পীড়িত হইলেন। কারণ, প্রেম পদার্থ সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রেমের নিকট সকল ভাব পরাস্ত হয়॥ ৫৪॥

অনন্তর বকাসুর, নিজকণ্ঠ গর্ত্তে প্রজ্বলিত অনলের মত সেই শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র উদ্গিরণ করিল। তাহার পর ঐ অসুর "শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় যেন ভাজিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল" এইরূপ ভাবিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গিলিবার উপায় ত দেখিতেই পাইল না, পরন্তু তাহার পর দেবশত্রু সেই বক মূর্খের মত, তাঁহার শরীর তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ জানিলেও তাঁহাকে চঞ্চুদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা পীড়ন করিতে উদ্যোগ করিল। কিন্তু ভীম যেরূপ জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়াছিল, অথবা

সপাটবং পাটয়ামাস ভীমো জরাসন্ধমিব বালো বীরণমিব বা ॥ ৫৫ ॥

(ক) যত্র বৃন্দারকা দারকাশ্চ ক্রমাৎ মুমুদিরে ॥ ৫৬ ॥

যথা ;—

বকাসুরে বৎসসুরারিঘাতিনা
হতে সুরা নর্ত্তন-বাদ্যবর্ত্তনাঃ।
তে নন্দনাদপ্যতিসেতুতাং গতা
মল্ল্যাদ্যমুল্লূয় মুদা বরীবৃষুঃ ॥ ৫৭ ॥

স্বকণ্ঠাবটে স্বগলগর্ত্তে কৃপীটযোনিরগ্নিঃ ত্রোটিকোটিভ্যাং ওষ্ঠাগ্রাভ্যাং ছেদয়িতুং সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্ত্রোটী তস্য চঞ্চুদ্বয়ং। বীরণমগ্রন্থিতৃণং ॥ ৫৫ ॥

যত্রেতি গদ্যং সুগমং ॥ ৫৬ ॥

দেবাদীনাং হৃষ্টকৃত্যং বর্ণয়তি বকাসুরে ইত্যাদি পদ্যেন। অতিসেতুতাং অত্যুচ্চতাং অতি গীততামিতি পাঠে মহাহর্ষতাং মল্ল্যাদ্যঃ মল্লিকাপ্রভৃতিপুষ্পং উল্লূয় ছিত্ত্বা ॥ ৫৭ ॥

বালক যেরূপ বীরণ বৃক্ষ (বেনার গাছ) বা গ্রন্থিপর্ণকে উৎপাটন করে, সেইরূপ অসীম বলবীর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ, তাহার তুণ্ড এবং কর দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া নিপুণতার সহিত তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

ঐস্থানে দেবগণ এবং বালকগণ যথাক্রমেই আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

যথা—বৎসাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বকাসুর নিহত হইলে ঐসকল দেবগণ

(ক) যত্রেতি গদ্যস্য পূর্ব্বে—

যদা মুরারিং নিজগার কঙ্ক-
স্তদা সখায়ঃ সবলা মুমূর্চ্ছুঃ।
উদ্গীর্ণবান্ যর্হি তদাপ্তচেতন
স্বভাবজং প্রেম পরানপেক্ষি ॥ *

এতৎ পদ্যং বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

---

* যথন বকাসুর মুরারিকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, তখন সখাসকল বলরামের সহিত মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। যখন আবার শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গিরণ করিয়াছিল, তখন আবার সকলেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বাভাবিক প্রেম কখনও পরের অপেক্ষা করে না ॥

শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মুৎপ্রেক্ষমাণাঃ সাদ্ভুতং প্রেক্ষমাণা বকমুপজহসুশ্চ ॥ ৫৮ ॥

যথা ;—প্রসারয়ংস্ত্বং গ্রসনায় চঞ্চুং
সাহায়কং তত্র ময়াপ্যকারি।
বিদীর্ণমাসীদ্‌যদি সর্ব্বমঙ্গং
মমাস্তি দোষঃ ক্ব নু মূঢ়! কহ্ব! (ক) ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥

তত্র চ ;—যত্রাথ কৃষ্ণে মিলিতে বকোদরা-
দ্বলাদয়ো জীবনমাশু ভেজিরে।
তত্রাঙ্গ-কম্প-স্বরভঙ্গ-সঙ্গতং (খ)
বৈবর্ণ্যমৃচ্ছেৎ কিমু বর্ণনীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মিতি গদ্যং সুগমং ॥ ৫৮ ॥

তেষামুপহাসবাক্যং বর্ণয়তি প্রসারয়ন্তি ইতি পদ্যেন। কহ্ব হে বক ॥ ৫৯ ॥

অথ শ্রীরামাদীনাং প্রেমজাতবৈকল্যং বর্ণয়তি যত্রাথেত্যাদি পদ্যেন। কিম্বিতি অন্যৎ কিং বর্ণনীয়তাং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০ ॥

নৃত্য বাদ্য করিয়া, নন্দনবন হইতেও মল্লিকাদি পুষ্পচ্ছেদন পূর্ব্বক আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া সহর্ষে ঐ সকল পুষ্প বারংবার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় উৎপ্রেক্ষা করিয়া এবং আশ্চর্য্য ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বকাসুরকে পরিহাস করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যথা—হে মূঢ় বক! তুমি গ্রাস করিবার জন্য চঞ্চু বিস্তার করিয়াছিলে, আমিও তদ্‌বিষয়ে সাহায্য করিয়া ছিলাম। ইহাতে যদি তোমার সমস্ত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর আমার দোষ কোথায়! ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের উদর হইতে নির্গত হইয়া মিলিত হইলে বলরাম

(ক) ক্রুঙ্ ক্রৌঞ্চোঽথ বকঃ কহ্বঃ পুষ্করাহ্বস্তু সারসঃ। ইত্যমরঃ।

(খ) যস্মিন্ বকাস্যাদুদিতেঽপি তেঽর্ভকা
জিজীবুরস্মিন্ মিলিতে বকান্তকে।
তেষ্বশ্রুকম্প-স্বরভঙ্গ-সঙ্গতং ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

অথ সর্ব্বে সময়ব্যগ্রতয়া শীঘ্রমেব তস্মিন্ সরসি মিলিত্বা স্নাত্বা তং প্রদেশং হিত্বা কৃষ্ণং গৃহীত্বা গৃহায় প্রতস্থিরে ॥ ৬১ ॥

কৃতগৃহাগমনা ব্রজবালকা-
স্তদখিলং খলু বৃত্তমবর্ণয়ন্ ।
বকখগস্য তথাকৃতিতা তথা
শিশুকৃতা মৃতিরেবমভূদিতি ॥ ৬২ ॥

তদ্বার্ত্তাযুগলেন গোকুলভুবাং দগ্ধঞ্চ সিক্তঞ্চ যৎ-
প্রত্যঙ্গং তদিদং লয়ায় ভবিতেত্যেবং জনৈঃ শঙ্কিতম্ ।
পশ্চাৎ প্রত্যুত রোমহর্ষমদধাদ্যত্তত্ত্বু যুক্তং পরা
বার্ত্তা তত্র বরামৃতাদপি পরা তৈরেবমাস্বাদ্যত ॥ ৬৩ ॥

অধুনা গোপালবালকানাং গৃহাগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬১ ॥

গৃহাগমনানন্তরং ব্রজবালকানাং বৃত্তং বর্ণয়তি কৃতেত্যাদি পদ্যেন ॥ ৬২ ॥

অধুনা বকগ্রস্তং শ্রীকৃষ্ণং তেন চ বকস্য বধং শ্রুতবতাং গোকুলবাসিনাং বিষাদহর্ষভাবং বর্ণয়তি তদ্বার্ত্তেত্যাদি পদ্যেন। লয়ায় প্রলয়ায়, বার্ত্তা বৃত্তান্তঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রভৃতি সকলেই যে স্থানে শীঘ্র জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তথায় যে তাহাদের অঙ্গকম্পন, স্বর-ভঙ্গ এবং মালিন্য ঘটিবে, তাহা কি আর বর্ণনা করিতে হইবে ॥ ৬০

অনন্তর সকলে সম্পূর্ণ ব্যাকুলতার সহিত শীঘ্রই সেই সরোবরে মিলিত হইয়া, স্নান করত সেই প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৎসদিগকে গ্রহণ করেন এবং গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিল ॥ ৬১ ॥

ব্রজ-বালকগণ গৃহে আগমন করিয়া, বকপক্ষীর ঐরূপ আচরণ, এবং বাল-গোপাল কর্ত্তৃক তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল ॥ ৬২ ॥

এই দুই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোকুলবাসী লোকদিগের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ এবং সিক্ত হইয়াছিল, ইহাতে প্রলয় ঘটিবে, জনগণ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল। পশ্চাৎ তাহাদের যে রোমাঞ্চ ঘটিয়াছিল, ইহাও বরং নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যেহেতু তাহারা তথায় উৎকৃষ্ট অমৃত হইতেও মনোহর উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত, এইরূপে আস্বাদন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

ততশ্চ তে সর্ব্বে সমুদ্বিগ্নমুদিতাঃ সমুদিতা বিত্রাসনন্দ-নিস্পন্দশ্রীমন্নন্দ-মন্দিরজনবৃন্দমনুবিন্দমানাঃ শ্রীগোবিন্দ-বদনারবিন্দমস্রসন্দিতাঃ সন্দরীদৃশ্য পরামৃশ্য চ বকান্তানামশান্তানাং মরণে কারণং পরস্পরমূচুঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্য বালস্য কিং পূর্ব্বং কিমপূর্ব্বং ব্রজেশিতুঃ।
কিমর্থং বা পূর্ব্বমাগস্তে চক্রুস্তে হতা যতঃ ॥ ৬৫ ॥

তদেবং প্রপঞ্চেঽবতীর্ণানামপি শ্রীমন্নন্দাদীনাং তদ্বর্ণনানন্দা-

অথ তেষাং পরস্পরবচনং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। সমুদ্বিগ্নমুদিতা আদৌ সমুদ্বিগ্নাঃ পশ্চাৎ মুদিতাঃ সমুদিতা মিলিতাঃ, বিত্রাসানন্দাভ্যাং নিস্পন্দং যথা স্যাৎ। অস্রসন্দিতা অস্রং নেত্র-জলং সন্দিতং ক্ষরিতং যেষাং তে সন্দরীদৃশ্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট্বা ॥ ৬৪ ॥

তেষাং পরস্পরকথনং বর্ণয়তি অস্যেত্যাদি পদ্যেন। বালস্য কৃষ্ণস্য পূর্ব্বমগ্রে কিমপূর্ব্বং সৎ-কর্ম্মজন্যাদৃষ্টং। আগঃ অপরাধঃ যতোঽপরাধাৎ ॥ ৬৫ ॥

অথ গোকুলবাসিনাং প্রপঞ্চধর্ম্মাক্রান্তত্বং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬৬ ॥

তাহার পর তাহারা সকলে অগ্রে উদ্বিগ্ন এবং পশ্চাৎ আনন্দিত হইয়া একত্র মিলিত হইল। সকলেই আনন্দ এবং ভয়ে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়া, শ্রীমান্ নন্দরাজের গৃহস্থিত লোকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে বারংবার শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরস্পর বকাসুর পর্য্যন্ত শেষ সমুদয় দুর্দ্দান্ত অসুরগণের মরণের কারণ বলাবলি করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

এই বালকের কি পূর্ব্বজন্ম কৃত কোন পুণ্য ছিল? এবং ব্রজরাজেরও-কি জন্মান্তরীণ কোন পুণ্য ছিল? পূতনা হইতে বক পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত অসুরগণ কি পূর্ব্বে কোন অপরাধ করিয়াছিল? অপরাধ না করিলেই বা শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগকে বধ করিলেন কেন? ॥ ৬৫ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন রূপ আনন্দে পরিপূর্ণ, জগতে অবতীর্ণ শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতির সাংসারিক নিয়মে সঙ্কীর্ণ ভাব বর্ণনা করিতে লাগিল। পূজ্যপাদ শুকদেবও এইরূপ বলিয়াছেন যথা—। "এইরূপে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ

দদীনানাং প্রপঞ্চধর্ম্মেণ সঙ্কীর্ণতাং ন বর্ণয়ামাসুঃ। উচুশ্চ শ্রীবাদরায়ণিচরণাঃ।—

"ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরাম-কথাং মুদা
(ক) কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্॥" ইতি ॥৬৬॥

তদেতদ্বকনিগ্রন্থনমুগ্রমুগ্রসেন-দুষ্পুত্রঃ শ্রোত্রেণাপীয় ব্যগ্রচেতা বভূব, ভাবয়ামাস চ;—হন্ত! সর্ব্ব এব মায়াতিরিক্ততা-প্রয়োক্তারস্তত্র রিক্তীকৃতাঃ। সর্ব্বং লুম্পন্তস্তে চুলুম্পামাসিরে চ। তর্হি ব্যোমাভিধানদানবমাত্রমত্র পাত্রং পশ্যামঃ।

সর্ব্বমায়াময়-ময়-তনয়ঃ প্রখ্যাতবলবলয়ঃ স হি মহীয়ান্। ইতি পদ্মাবর্তী-জরঠ-জঠরজন্মা সম্মাননয়া তমানায্য তৎকার্য্যায় পর্য্যাপয়ামাস ॥ ৬৭ ॥

অথ চরমুখাদ্বকবিনাশনং শ্রুতবতঃ কংসস্য চিন্তনং বর্ণয়তি তদেতদিত্যাদি গদ্যেন। নিগ্রন্থনং মরণং। কংসঃ। রিক্তীকৃতাঃ শূন্যীকৃতাঃ চুলুম্পামাসিরে "চুলুম্প লোপে" লুপ্তা বভূবুঃ প্রখ্যাতবল-বলয়ঃ বিখ্যাতবলমণ্ডিতঃ। পদ্মাবর্তীতি পদ্মাবত্যা স্তন্মাতুর্যো জরঠঃ কঠিনো জঠর উদরং তস্মাজ্জন্ম যস্য স কংসঃ পর্য্যাপয়ামাস প্রাপিতবান্॥ ৬৭॥

সহর্ষে কৃষ্ণ এবং বলরামের কথা বলিয়া, এবং আনন্দিত হইয়া ভবযন্ত্রণা জানিতে পারেন নাই" ইত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

অতএব এইরূপে উগ্রসেনের কুসন্তান কংস, কর্ণ দ্বারা বকাসুরের মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল চিত্ত হইল, এবং চিন্তাও করিতে লাগিল। হায়! সকলেই অতিরিক্ত মায়া প্রয়োগে নিপুণ, এবং সকলেই ছেদন করিতে সমর্থ। কিন্তু তাহারা সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে এই বিষয়ে একমাত্র "ব্যোম" নামক এক দৈত্যকে উপযুক্ত পাত্ররূপে দর্শন করিতেছি। এবং ব্যোমাসুর

(ক) ভববেদনাং ন অবিন্দন্। ইত্যনেনেব প্রপঞ্চধর্ম্মেণ সহ শ্রীমন্নন্দাদীনাং অসঙ্কীর্ণতা প্রমাণিতা।

স চাগম্য ব্যোমনামা কৃতব্যোমাবলম্বতয়ান্যক্ষেণ বীক্ষমাণঃ কাম্যকারণ্যধরণীধরসন্নিধানতঃ সমমত্যর্ভকবৃন্দে-নাত্যর্ভকতয়া নির্ব্রীড়ক্রীড়াসন্দর্ভং শ্রীযশোদা-গর্ভজাতং শ্রীরোহিণ্যর্ভকং বিনা সমায়াতং দদর্শ বিমমর্শ চ ॥ ৬৮ ॥

এতে খলু ভোঃ! দাস্যাঃ পুত্রাঃ (ক) লক্ষ্যন্তে যত্র চ মেষীচৌরস্য কুল! পশ্যতো হর! দেবানাং প্রিয়েতি পরস্পরং সম্বোধয়ন্তঃ ক্রীড়ন্তি। তে চৈতে মেষতৎপোষকতন্মোষকায়-মাণা রমমাণা লক্ষ্যন্তে। যত্র চ মেষা মোষ্যমাণা অপি ন ভাষন্তে। পোষকাশ্চ তেষাং বহুলানাং সম্ভালনায় দুর্ব্বলায়ন্তে

অথ কংসাকৃপ্তো ব্যোমাসুরো যথাচচার তদ্বর্ণয়তি স চেত্যাদি গদ্যেন। কৃতেতি কৃতা কামাশ্রয়তয়া অন্যক্ষেণ সাকল্যেন অত্যর্ভকবৃন্দেন ধৃতিবালকসমূহেন সহ নির্ব্রীড়ক্রীড়াসন্দর্ভং নির্গতা ব্রীড়া লজ্জা যত্র এবম্ভূতঃ ক্রীড়ায়াঃ সন্দর্ভো রচনা যস্য তং ॥ ৬৮ ॥

তস্য বিমর্শনপ্রকারং বর্ণয়তি এতে ইত্যাদি গদ্যেন। মোষকশ্চৌরঃ মোষ্যমানাশ্চৌর্য্যমানা বহুলানামনেকানাং দুর্ব্বলায়ন্তে ন সমর্থা ভবন্তি নির্ঘোষতয়া মৌনেন প্রচ্ছন্নং গোপনং যথা স্যাৎ।

সর্ব্বমায়াময় ময়দানবের পুত্র, বিখ্যাত বীর্য্যশালী এবং মহাপরাক্রান্ত। এইরূপে পদ্মাবতীর কঠিন গর্ভজাত কংসাসুর সম্মানের সহিত তাহাকে আনাইয়া, সেই কার্য্যে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

সেই ব্যোম নামক অসুর আগমন করিয়া আকাশ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সাকল্যরূপে দেখিতে লাগিল, দেখিল যে, কাম্যবনের নিকটে সমবয়স্ক বালক বৃন্দের সহিত বালক ভাব অতিক্রম করিয়া এবং নির্লজ্জ অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ক্রীড়া সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া, শ্রীযশোদা-নন্দন আগমন করিয়াছে। কেবল তাঁহার সঙ্গে শ্রীরোহিণী-কুমার আসেন নাই। তাহা দেখিয়া ঐ অসুর চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

অহো! তোমাদের সকলকেই ত দাসীর পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে। যে স্থানে ইহারা "হে চৌরস্য কুল! হে পশ্যতোহর! হে দেবানাং প্রিয়!"

(ক) লক্ষ্যন্তে। যত্র চ মেষী ইত্যংশঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকেষু নাস্তি।

মোষকাস্তু নির্ঘোষতয়া প্রচ্ছন্নমেবাগচ্ছন্তি। অয়ং তু তৎ-পোষকায়মাণঃ শ্যামধামা কুমারঃ প্রভাকর-সহস্রপ্রভাবভাবিত-তয়া নাস্মদ্বিধসন্নিধেয়সান্নিধানস্তর্ক্যতে। তথাপ্যস্মাকময়মেবাব-সরো বরো (ক) নাবরণীয়তামনুসরতি, অত্র হি তস্য নিরবধানস্য বহিশ্চরপ্রাণতুলাং বলমানা বালকা বিনৈবার্ত্তিং হর্ত্তব্যা ভবেয়ুঃ। ততো ব্যগ্রীভূতঃ সোঽয়মগ্রীয়শ্চ বিনা বিগ্রহং গৃহীতব্যতামৃচ্ছেৎ। সামিকৃতং তু ন স্বামিনে রোচিষ্যতে। তদেতদ্বিচারয়ংশ্চোর-বদাচারগোপ-দারক-প্রকারস্তদীয়নিবিড়-ক্রীড়ায়াং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ নিবিড়কাননকৃতপ্রবেশতয়া পোষকাভিনিবেশমতি-

প্রভাকরেতি সূর্য্যসহস্রস্য প্রভা দীপ্তির্যঃ প্রভাবস্তেন ভাবিততয়া, রক্ষিততয়া, অস্মদ্বিধানাং প্রাপ্যং সন্নিধানং যস্য এবম্ভূতো ন, আবরণীয়তা আচ্ছাদনীয়ত্বং বলমানাঃ সঙ্গতাঃ অগ্রীয়ঃ প্রধানং বিগ্রহো যুদ্ধং ঋচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াৎ, সামিকৃতমৰ্দ্ধকৃতং, স্বামিনে কংসায়, চোরবদিতি চোরবদাচারো মেষামেষস্তূতা যে গোপবালকাস্তেষামিব প্রকারঃ সাদৃশ্যং যস্য সঃ। অপক্রময়ামাস;

পরস্পর এইরূপ নিন্দনীয় সম্বোধন (খ) করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাদের সকলকেই মেষ, মেষ-পালক এবং মেষ-চোরের মত ক্রীড়া করিতে দেখিতেছি। যে স্থানে মেষ সকল অপহৃত হইলেও কথা কহিতে পারে না। পালকেরা মেষ সকল বহুসংখ্যক বলিয়া তাহাদিগকে নিরূপণ করিতে অসমর্থ। মেষাপহারকেরা নিঃশব্দে গোপনেই আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্যামলকান্তি এই বালক, ঐ সকল মেষের পালকের মত। সহস্র প্রভাকরের প্রভা প্রতাপে সংবলিত বলিয়া এই বালক আমাদের সন্নিধানে আসিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি আমাদের এই প্রধান অবসর, ইহাকে গোপন করিয়া রাখা উচিত নয়। বালকটী এক্ষণ অসাবধান হইয়া রহিয়াছে ইহার বহিঃসঞ্চারী জীবনের সাদৃশ্য প্রাপ্ত এই সকল বালকদিগকে নিশ্চয়ই বিনা ক্লেশে হরণ করিতে পারা যাইবে। তাহার

(ক) বরো নাবরোবরণীয়তাং ইতি ... রানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

(খ) চৌরস্থ কুল পশ্যতোহর স্বর্ণকার অর্থাৎ দর্শককে অবজ্ঞা করিয়া স্বর্ণাপহারী। দেবাপ্রিয়।

ক্রামতস্তান্ মেষায়মানান্ ক্রমশশ্চতুঃপঞ্চাবশেষমপক্রময়ামাস। অপক্রম্যাপক্রম্য চ গিরিগুহায়াং (ক) নিগূহমানঃ পুনঃ পুনরয়মানঃ পেশস্কারি-তানুসারী প্রস্তরাস্তরণতস্তদ্দ্বারমাববার ॥৬৯॥

এতজ্জ্ঞাত্বা নির্জ্জরারিপ্রহারী শিষ্টান্ কষ্টন্তং (খ) হরন্তং কুমারান্, ব্যগ্রীভূতঃ সিংহবদ্গ্রামসিংহং বিদ্রুত্যারাদগ্র-হীন্ন্যগ্রহীচ্চ ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দ্ধাপয়ামাস। অপক্রমঃ পলায়নং, নিগূহমানঃ সম্বরণং কুর্ব্বন্, অয়মানো গচ্ছন্, পেশস্কারিতানুসারী পেশস্কারী কীটবিশেষস্তদ্ভাবমনুগচ্ছন্ তদ্দ্বারং গিরিগুহাদ্বারং ॥ ৬৯ ॥

তস্য তাদৃশকদাচারং জ্ঞাত্বা শ্রীকৃষ্ণস্তং যথা নাশয়ত্তদ্বর্ণয়তি—এতদিতি পদ্যেন। নির্জ্জরারিপ্রহারী দেবারিনাশী কষ্টন্তং কষ্টশব্দাদায়লুগন্তাৎ শতৃ, ন্যগ্রহীৎ নিগৃহীতবান্ ॥ ৭০ ॥

পর ব্যাকুল হইয়া ইহাদের অধীশ্বর, বিনা যুদ্ধে ধৃত হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক কার্য্য করিতে পারিলে প্রভু কংস সন্তুষ্ট হইবেন্ না। এইরূপ বিচার করিয়া চোরের মত ব্যবহার এবং গোপ-শিশুর প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের নিবিড় ক্রীড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করতঃ পালকাভিমান পরিত্যাগকারী, সেই সকল মেষ তুল্য বালকদিগকে ক্রমে চরি পাঁচটী অবশিষ্ট রাখিয়া হরণ করিল। বারংবার পলায়ন করত গিরি-গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুন আগমন পূর্ব্বক কোন কীট বিশেষের ভাব অবলম্বন ও প্রস্তরাচ্ছাদন দ্বারা সেই গিরি-গুহার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিল ॥ ৬৯ ॥

সিংহ যেরূপ গ্রাম্য সিংহের (কুক্কুরের) নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে গ্রহণ করে এবং তাহাকে পীড়ন করে ; সেইরূপ অসুর প্রহারী শ্রীকৃষ্ণ শিষ্ট বালক-

(ক) নিগূহয়মান ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) কর্ষন্তং ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

স্বাঙ্গব্যঙ্গাৎ স্পষ্টভূমিষ্ঠমানং
কৃষ্ট্বা ডিম্ভাংস্তং ততঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে।
আপাত্যাথ প্রাণবর্ত্মানি রুন্ধন্
ব্যগ্রীকৃত্যালম্ভ্যকল্পং চকার ॥ ৭১ ॥

তদেবং সংহতসংহননমপ্যেতং নিঃসন্ধিবন্ধনং বিসৃজ্য তৎপদ-পদ্ধতিং সংসৃজ্য তদ্‌গুপ্তিদ্বারমনুসসার ॥ ৭২ ॥

ততশ্চ ;—

সদ্যো নির্ভিদ্যাপিধানং গুহায়া-
স্তত্রাবিশ্য দ্যোতমাবিশ্চকার।
তস্যাস্তেষাং চার্ভকাণাং সমন্তা-
দাত্মালাভাদ্ [illegible]হার ॥ ৭৩ ॥

তস্য নাশপ্রকারং বর্ণয়তি স্বাঙ্গেতি পদ্যেন। স্পষ্টভূমিষ্ঠমানং স্বাঙ্গানাং হীনতাহেতোঃ স্পষ্টং ভূমিষ্ঠমা ভূমৌ তিষ্ঠতি ভূমিষ্ঠঃ স এব মানং মর্য্যাদা যস্য তং ভূমিনিপাতমিত্যর্থঃ। কৃষ্ট্বা বালকান্ আকৃষ্য প্রাণবর্ত্মানি প্রাণমার্গান্, আলম্ভ্যকল্পং বধ্যসদৃশং ॥ ৭১ ॥

ততস্তস্য মৃতদেহং বিসৃজ্য শ্রীকৃষ্ণো যথা তদ্বিবরং প্রবিবেশ তদ্বর্ণয়তি— তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সংহতসংহননং দৃঢ়শরীরং "দৃঢ়সন্ধিস্তু সংহতঃ" ইত্যমরঃ। নিঃসন্ধিবন্ধনং নির্গতানি সন্ধিস্থানবন্ধনানি যস্য তং, তৎপদপদ্ধতিং তস্য পদচিহ্নযুক্তমার্গং তদ্‌গুপ্তিদ্বারং, "গুপ্তিঃ কারা চ রক্ষা চ জীর্ণঞ্চ বিবরং ভুবঃ" ইতি শাশ্বতঃ ॥ ৭২ ॥

গুহাং প্রবিশ্য তেষাং বালকানাং মৃতত্বং কৃতবানিতি বর্ণয়তি— সদ্য ইতি পদ্যেন। দ্যোতং

দিগকে কষ্ট দিয়া ঐ অসুর হরণ করিতেছে জানিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিলেন এবং পীড়ন করিলেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর স্বকীয় অঙ্গের ক্ষুদ্রতাবশতঃ বালকদিগকে আকর্ষণ করিয়া যাহার মর্য্যাদা স্পষ্টই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরে তাহার প্রাণ পথ সকল রোধ এবং ব্যাকুল করতঃ যজ্ঞবধ্য পশুর মত করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

অতএব এইরূপে তাহার শরীরের সন্ধিস্থান সকল দৃঢ়তা বিশিষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সন্ধি-বন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহার পদক্ষেপের চিহ্ন দেখিয়া সেই ভূবিবরের দ্বার অনুসরণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

তাহার পর তৎক্ষণাৎ গুহার আচ্ছাদন বিদারণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ

যেষাং দুঃখং তদ্গুহাগর্ত্তরোধে
তদ্বন্নাসীদ্যদ্বদেতদ্বিয়োগে।
দৃষ্ট্বা কস্মাদেনমেতে বকারিং
প্রাণান্ প্রান্তাকর্ষণেনেব জগ্মুঃ ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বে তস্মাদুত্থিতা (ক) বেদনার্ত্তা-
স্তদ্বদার্ত্তং কৃষ্ণমহ্নায় চক্রুঃ।
সোঽপি ক্ষ্মাভৃত্তৎপ্রতিধ্বানদম্ভাৎ
ক্রন্দন্নাসীদিত্যমীভির্ব্যভাবি ॥ ৭৫ ॥

প্রকাশং তস্যা গুহায়া আত্মালাভাদাত্মনোঽপ্রাপ্তেঃ, তমঃ গুহাপক্ষে অন্ধকারং, অর্ভকপক্ষে-মূঢ়তাং ॥ ৭৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তেষাং প্রাণপ্রাপ্তিরিবাভূদিতি বর্ণয়তি---যেষামিতি পদ্যেন। এতদ্বিয়োগে এতস্য কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদে, এতে অর্ভকাঃ। প্রান্তেতি প্রান্তে নিকটে যদাকর্ষণং তেনেব, কৃষ্ণং প্রাপুঃ ॥ ৭৪ ॥

তদা তে বালকা যদ্ভাবাবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণং দদৃশুস্তং বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতি পদ্যেন। অহ্নায় ঝটিতি ক্ষ্মাভৃৎ পর্ব্বতঃ তস্য ব্যোমস্য ক্রন্দনস্য প্রতিশব্দচ্ছলাৎ ব্যভাবি অর্ভকৈর্বিশেষেণ ভাবিতঃ ॥ ৭৫ ॥

করিয়া দীপ্তি প্রকটিত করিলেন। তখন গুহার চারিদিকে যে অন্ধকার এবং সেই সকল বালকদিগের যে অজ্ঞান-তিমির ছিল, শ্রীকৃষ্ণের অবির্ভাবে উভয়ের অন্ধকারই বিনষ্ট হইল ॥ ৭৩ ॥

যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ হওয়াতে যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল, সেই গিরি-গুহার বিবর রোধ করাতে যাহাদের সেইরূপ দুঃখ হয় নাই, সেই সকল করাতে গোপ বালক অকস্মাৎ বকাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যেন নিকটে আকর্ষণ প্রাণ প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪ ॥

তাহারা সকলে তথা হইতে উঠিয়া রোদন কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকেও যেন রোদন কাতর করিয়াছিল। সেই পর্ব্বতও যেন ব্যোমাসুরের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনিচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিল, গোপ-বালকেরা বিশেষরূপে এই বিষয় ভাবিয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

(ক) রোদনার্ত্তা স্তদ্বদার্ত্তং ইতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ।

তস্মাৎ কৃষ্টাস্তেন তং বেষ্টয়ন্তঃ
শশ্বত্তস্য স্পৃষ্টিতো নষ্টদুঃখাঃ।
দৃষ্ট্বাদৃষ্টপ্রাণমত্যন্তভীষ্মং
ব্যোমং হৃষ্টা মিত্রগোষ্ঠীমুপেয়ুঃ ॥ ৭৬ ॥

অথ পরিমিলিতৈর্ব্বিচিত্রমিত্রৈ-
র্ভুবি দিবি দেবগণৈস্তদোপলস্তুয।
অপহৃতিচরিতং নিজক্রমাত্তৈঃ
কথিতমসৌ কলয়ন্ ব্রজে বিবেশ ॥ ৭৭ ॥

অত্র ব্যোমং দিষ্টান্তদষ্টং দৃষ্ট্বা কুসুমবৃষ্টিকৃদ্ভির্দানবদ্বেষ্টৃভিরয়ং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ স্পষ্টং পরামৃষ্টঃ ॥ ৭৮ ॥

ততো বালকানাং হর্ষকৃত্যং বর্ণয়তি তস্মাদিতি পদ্যেন। অদৃষ্টপ্রাণং ন দৃষ্টঃ প্রাণো যত্র তং মৃতমিত্যর্থঃ। (দ্বিষ্টপ্রাণং ইতি পাঠে শত্রুপ্রাণং) ভীষ্মমতিভয়ঙ্করং উপগতাঃ ॥ ৭৬ ॥

অথ সমিত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রবেশং বর্ণয়তি অথেত্যাদি পদ্যেন। উপলস্তুয স্তুত্বা "উপাৎ স্তুতা"বিতি ল্যম্। (উপলস্তুঃ ইতি পাঠে স্তুতঃ) অপহৃতিচরিতং ব্যোমকর্ত্তৃকচৌর্য্যবৃত্তান্তং, নিজক্রমাৎ তেন স্বেষামাক্রমণাৎ, (নিজঃ ক্রমাৎ ইতি পাঠঃ সত্ত্বত্র) কলয়ন্ প্রকাশয়ন্ ॥ ৭৭ ॥

অথ ব্যোমাসুরবধং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ দেবগণাস্তত্র শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং যং পরামৃষ্টবন্তস্তং বর্ণয়তি অত্রেত্যাদি গদ্যেন। দিষ্টান্তদষ্টং মৃত্যুনা গ্রস্তং, দেবৈঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপশিশুদিগকে সেই স্থান হইতে আকর্ষণ করিলেন। তাহারাও তাঁহাকে বারংবার বেষ্টন করিয়া তদীয় স্পর্শে দুঃখ বিসর্জ্জন দিল। অত্যন্ত ভীষণ সেই ব্যোমাসুরকে প্রাণ শূন্য দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বন্ধুসভায় আগমন করিল ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর তৎকালে ভূতলে বন্ধুগণ এবং স্বর্গে দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। অবশেষে বন্ধুগণ, অসুর কর্ত্তৃক আমরা যে চোরিত হইয়াছিলাম সেই সকল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। তিনি ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর ব্যোমাসুরকে কালদষ্ট দেখিয়া পুষ্প বৃষ্টিকারী অসুরদ্বেষ্টা দেবগণ, স্পষ্টরূপেই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥

ক্রীড়ায়ামত্র চোরাণাং শ্বাস-রোধো বিধীয়তে।
ব্যোমস্ত্বং ব্যোমতাং প্রাপ্তস্তস্মাচ্চেৎ করবাণি কিম্ ? ॥
ইতি ॥ ৭৯ ॥

অথ কথকঃ কথাসমাপনমুবাচ ;—
ঈদৃক্ কৌতুকবান্ পুত্রস্তব গোপ-নরাধিপ ! ।
বৎসাদিত্রয়মানিন্যে লীলয়া যস্তু পঞ্চতাম্ ॥ ৮০ ॥

তদেবমমী সাক্ষাদিব ব্যোম-বধমনুভূয় ভূয়সা সুখেন বিলসন্মুখেন ললিতা গৃহায় চলিতা বভূবুঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বৎসাসুরাদ্যুৎসাদনং নাম দশমং পূরণম্ ॥ ১০ ॥

তেষাং তৎপরামর্শবাক্যং নির্দিশতি ক্রীড়ায়ামিতি পদ্যেন। ব্যোমতাং শূন্যতাং, তস্মাৎ শ্বাসরোধাৎ ॥ ৭৯ ॥

কথক ইদানীং প্রসঙ্গং সমাপয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদি গদ্যেন।

প্রসঙ্গসমাপনে কথকবাক্যং নির্দ্দিশতি—ঈদৃগিতি পদ্যেন। বৎসাদিত্রয়মিতি বৎসবক-ব্যোমাসুররূপত্রয়ং, পঞ্চতাং মৃত্যুতাং ॥ ৮০ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৮১ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং দশমং পূরণম্ ॥ ১০ ॥

এইস্থানে ক্রীড়া করিলে চোরদিগের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব হে ব্যোম তুমি সেই শ্বাসরোধ হেতু যদি ব্যোমত্ব বা শূন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাক অর্থাৎ মরিয়া যাও ; তাহা হইলে আর আমি কি করিব ? ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর কথক কথা সমাপন করিয়া বলিলেন, হে গোপরাজ ! আপনার এরূপ পুত্র জন্মিয়াছেন, যিনি লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক বৎস প্রভৃতি তিন জন অসুরকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অতএব এইরূপে তাঁহারা যেন প্রত্যক্ষভাবেই ব্যোমাসুরের বধ অনুভব করিয়া বহুতর সুখে এবং প্রফুল্ল মুখে বিরাজিত হইয়া গৃহের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে বৎসাসুর প্রভৃতির বিনাশ নামক দশম পূরণ ॥ ০ ॥

একাদশং পূরণম্

ব্রহ্মমোহনম্ ।

অথ পূর্ব্ববৎ প্রভাততঃ প্রভাতায়াং সভায়াং মধুকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠমুবাচ ॥—১ ॥

তদেবং পূর্ব্ববদেব দেবন-কুতুকতঃ পূর্ব্বদেবমারয়োঃ কুমারয়োরনয়োঃ কৌমারমতিবৃত্তকল্পমাসীৎ ॥ ২ ॥

একাদশে পূরণে তু অঘাসুরাবমোচনং । বিধের্মোহননির্ম্মুক্তির্বর্ণ্যতে তদ্ব্রজাগতিঃ ॥

তদেবং বৎস-বক-ব্যোমাসুরাণাং নাশনলীলাং বর্ণয়িত্বা অধুনা অঘাসুরমোচন-ব্রহ্মমোহনমোচনলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদি গদ্যেন। প্রভাততঃ প্রাতঃকালাদ্ধেতোঃ তদ্দিনে মধুকণ্ঠঃ কথক আসীৎ ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। দেবনকুতুকতঃ ক্রীড়াকৌতূহলতঃ, পূর্ব্বদেবমারয়োরসুরান্ মারয়ন্তৌ যৌ তয়োঃ, অতিবৃত্তকল্পং অতিবর্ত্তুলতুল্যং সংপূর্ণমিব যদ্বা গতপ্রায়মিব ॥ ২ ॥

একাদশ পূরণে অঘাসুর বধ, বিধাতার মোহ ত্যাগ এবং তাঁহার ব্রজে আগমন বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পূর্ব্বের মত প্রভাত কালে উজ্জ্বল সভায় মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সহিত বলিতে লগিলেন ॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে অবিকল পূর্ব্বের মত ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে অসুর নিহন্তা কৃষ্ণ-বলরামের কৌমার দশা প্রায়ই যেন অতীত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

যৌ খলু।—

শুভ্র-শ্যাম-রুচী রুচীমকুরুতাং পৌগণ্ডলক্ষ্মীকৃতে
চাপল্যেন মুনেরপি স্ম কুরুতশ্চিত্তং মিলচ্চাপলম্।
নানাক্রীড়িত-মাধুরীবরকলাশিক্ষা-কলাপং গতৌ
বেণূদ্গান-সুধাং সুধাংশুবদনাবাতত্য চিক্রীড়তুঃ॥ ৩॥

অথ কদাচিদতিপ্রাতরগ্রতো জাগ্রতো নিজবিহারতো জগদেব পাতুঃ শ্রীরামভ্রাতুর্যাদৃচ্ছিকীয়মিচ্ছা জাতা, প্রাতর্ভোজনমপ্যদ্য নির্জ্জনবন এব যোজনীয়মিতি। ততশ্চ কৃতপ্রাতঃক্রিয়স্তৎপ্রার্থনায় রচিতমাতৃপ্রিয়স্তদনুজ্ঞয়া গচ্ছন্ শৃঙ্গরব-সংজ্ঞয়া

অথ বাল্যে পৌগণ্ডপ্রবেশং বর্ণয়তি যৌ খলু শুভ্রেত্যাদি পদ্যেন। রুচীং দীপ্তিং পৌগণ্ডশোভানিমিত্তায় মিলচ্চাপলং চাঞ্চল্যযুক্তং, ক্রীড়িতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ। কলাপং সমূহং আতত্য বিস্তার্য্য॥ ৩॥

তদেবঞ্চ সতি শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাতর্ভোজনং বন এব সম্পাদয়িতুং যদৃচ্ছতদুচিতং ব্যাপারং চকার তং বর্ণয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। পাতুঃ রক্ষকস্য, তৎপ্রার্থনায় ভোজনদ্রব্যস্য যাচনায়ৈ, রচিতমাতৃ-

শুভ্রকান্তি এবং নীলকান্তি যে দুই জন, পৌগণ্ড-শোভার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্য চাপল্য দ্বারা (অন্যের কথা দূরে থাক) মুনিরও হৃদয়ে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেন। নানাবিধ ক্রীড়া করিবার জন্য যে সকল প্রধান মাধুরী কলা থাকা আবশ্যক, উভয়েই সেই সকল বিবিধ মাধুর্য্য কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে চন্দ্রবদন কৃষ্ণ-বলরাম বেণুর সঙ্গীতরূপ সুধা বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন॥ ৩॥

অনন্তর একদা অত্যন্ত প্রাতঃকালে সকলের অগ্রে জাগরিত হইয়া নিজের বিহারচ্ছলে জগতের একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা বলরামের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের যদৃচ্ছা ক্রমে এইরূপ ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। অদ্য নির্জ্জন বনমধ্যেই প্রাতঃকালের ভোজন সম্পাদন করা যাইবে। তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক ঐ বিষয়ের

সাগ্রজং সখিব্রজং জাগরয়ামাস। ঝটিতি চাটিত্বা শৃঙ্গাটকমধ্য-মধ্যাস্য ক্ষণকতিপয়ং তৎপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষণং ব্যাপারয়ামাস ॥৪

শয্যোত্থায়ং বিদ্রুত্য মিলিতেষু সবয়ঃসমবায়েষু রামমাগময়িতুমূর্দ্ধং বর্ত্তমানস্তন্মানবেন (০) বার্ত্তানুবর্ত্তয়ামাসে ॥ ৫ ॥

যথা চ প্রোবাচ তদ্বাচিকমসৌ।— হন্ত ভোঃ! কৃষ্ণ! ত্বয়া সহ ক্রীড়াতৃষ্ণগপ্যহং বিরুদ্ধবিধিনা নিরুদ্ধ এবাস্মি। যদকস্মাৎ কস্মাদপি (ক) পুরুকুলজন্মা মন্মাতুলঃ পরমাতুলনির্ব্বন্ধান্মামবলোকয়িতুমাগম্য হর্ম্ম্য এব স্থাবরসাধর্ম্ম্যমাসাদিতবানস্তি।

প্রিয়ঃ রচিতো মাতুঃ প্রিয়ো যেন সঃ। শৃঙ্গরবসংজ্ঞয়া শৃঙ্গরবেণ যা সংজ্ঞা বনগমনসূচনা তয়া, সাগ্রজং রামসহিতং অটিত্বা গত্বা, শৃঙ্গাটকং চতুষ্পথং ব্যাপারয়ামাস দৃষ্টিং যোজয়ামাস ॥ ৪ ॥

ততঃ সর্ব্বে সখায়ো মিলিতা বভূবুঃ শ্রীরামং মেলয়িতুং যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি শয্যোত্থায়মিত্যাদি গদ্যেন। শয্যোত্থায়ং শয্যায়া উত্থায় সমবায়ঃ সমূহঃ উর্দ্ধং বর্ত্তমানঃ অর্থাদ্দণ্ডায়মানঃ তন্মানবেন তস্য ভৃত্যদ্বারা ॥ ৫ ॥

তত্র শ্রীরামো যদুবাচ তদ্বর্ণয়তি— যথা চেত্যাদি গদ্যেন। অসৌ রামঃ বিরুদ্ধবিধিনা প্রতিবন্ধকেন তন্মাতুলঃ স চাসৌ মাতুলশ্চেতি সঃ, পরমেতি অতিশয়প্রযত্নাৎ, স্থাবরেতি, বৃক্ষবৎ

প্রার্থনা করতঃ জননীর প্রিয় কার্য্য করিয়া অবশেষে তাঁহার আজ্ঞানুসারে যাইতে যাইতে শৃঙ্গধ্বনির সঙ্কেতে জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত সহচরদিগকে জাগরিত করিলেন, এবং শীঘ্র গমন করিয়া চতুষ্পথের মধ্যে উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর সমবয়স্ক সহচরগণ শয্যা হইতে উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়া, একত্র মিলিত হইলে, কতক্ষণে বলরাম আসিবেন, ইহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তৎপরে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ প্রদান করিল ॥ ৫ ॥

তিনি যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, ঐ ভৃত্য আসিয়া অবিকল তাঁহার আদিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিল। বাক্য যথা —আহা! ভাই কৃষ্ণ! তোমার সহিত

(০) উর্দ্ধং বর্ত্তমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বার্ত্তা চ ইত্যুভয়ত্র কর্ম্মত্বেন উক্তার্থে প্রথমা "অন্যে তু যথেষ্টং স্থিরধুষু" ইত্যুক্তত্বাৎ। ইত্যানন্দ টীকা। অনুবর্ত্তয়ামাস, ইতি তু মাণ্ডপাঠঃ।

(ক) গুরুকুলজন্মে ইতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ।

অদ্য চ তবাতীব প্রাতরাত্ত-জাগরতয়া সমীহিতবিশেষমূহিত-বানস্মি। তস্মাদ্ভবতা যা লীলা ভাবয়িতুং ভাবিতা সাবশ্যং ভাবয়িতব্যা। নব্যারম্ভে বিষ্কম্ভঃ খল্বপ্রতিবদ্ধসিদ্ধিসম্ভাবনাং স্তম্ভয়তীতি ॥ ৬—৮ ॥

অথ বর্ণ্যমানং তদাকর্ণ্য স চ কমলসবর্ণতাবিলসদাকর্ণ্য-লোচনঃ প্রতিপন্নক্রীড়ারোচনঃ সখীনুবাচ ;—ভবতু ভবন্ত এব স্ব-স্ব-ভবনাদ্বিহঙ্গিকায়াং কাচমাযোজ্য ভোজ্যভক্তং ভক্ত-

স্থিরতাং প্রাপ্তবান্, প্রাতরিতি প্রাতঃকালে আত্তো গৃহীতো জাগরো যস্য তদ্ভাবতয়া সমীহিতং চেষ্টিতবিশেষং ভাবয়িতুং লোকে প্রাপয়িতুং ভাবিতা চিন্তিতা, বিষ্কম্ভঃ "ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচন"মিতি নাট্যচন্দ্রিকা, স্তম্ভয়তি কিয়দ্বিলম্বেন ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

তদেব শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। কমলেতি, পদ্মতুল্যতয়া উপলক্ষিতে বিলসতী কর্ণসীমাপর্য্যন্তে লোচনে যস্য স চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতিপন্নক্রীড়ারোচনঃ প্রতিপন্ন-মঙ্গীকৃতং ক্রীড়ায়া রোচনমভিলাষো যস্য সঃ, বিহঙ্গিকা "বাক্" ইতি প্রসিদ্ধা তস্যাং, কাচঃ শিক্যং ভোজভক্তং ভোজ্যোদনং, ভক্তেতি অন্নরক্তনিযোজ্যজনেষু প্রযোজ্যং তত্তদন্নকূলতাবিশিষ্টং আনায্য

ক্রীড়াভিলাষী হইলেও কোন এক বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাকে নিবারণ করিয়াছে। কারণ অকস্মাৎ পুরুবংশ জাত আমার সেই মাতুল, কোন এক অপূর্ব্ব নির্ব্বন্ধ বশতঃ আমাকে দেখিতে আসিয়া, অট্টালিকার মধ্যেই বৃক্ষাদি-স্থাবর পদার্থের মত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অদ্য অত্যন্ত প্রত্যূষে তুমি জাগরণ করাতে তোমার যে কোন একটী বিশেষ বাসনা ছিল, তাহাও অনুভব করিয়াছি। অতএব তুমি যেরূপ লীলা করিতে বাসনা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিবে। দেখ, কোন এক নূতন কার্য্যের আরম্ভে প্রতিবন্ধ ঘটিলে তাহা কেবল প্রতিবন্ধ-বিরহিত কার্য্যের সিদ্ধির সম্ভাবনাকে স্তম্ভিত করে, অর্থাৎ যথাকালে ফলপ্রদ হইতে দেয় না ॥ ৬—৮ ॥

অনন্তর বলরামের ভৃত্য-মুখ হইতে এই বর্ণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কমল তুল্য সুন্দর আকর্ণ-লোচন শ্রীকৃষ্ণ, ক্রীড়াভিলাষ স্বীকার করিয়া লইয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন ; আচ্ছা, তাহাই হউক, তোমরা ভাই সকলে স্বস্ব গৃহ হইতে বিহঙ্গিকা (বাঁক) আনিয়া, তাহার মধ্যে শিক্য (শিকে) নিযুক্ত করিয়া, তত্তৎ বিষয়ের

নিযোজ্যজনং প্রযোজ্যতত্তদুপযোজ্যমানায্য বনায় গমনায় ত্বরয়ন্ত। অস্মজ্জননী চ ভব্যানাং ভাজনভৃত্তভোজনদ্রব্যাণাং দ্রুতমেব সজ্জন-বর্গেণাস্মভ্যং বিসর্জ্জনমর্জ্জয়িষ্যতি ইতি (ক) তথা বিহিতে হিতেপ্সু বালক-সমুদায়-মুদামুদারচেষ্টঃ পুরস্কৃতবৎস-চয়েষ্টঃ কাননং প্রবিষ্টবান্। যত্র চ বৎস-পালবালকাঃ প্রতিঘস্রং সহস্রশ এব তেন মিশ্রতয়া বিশ্রূয়ন্তে। তেষাং বৎসাশ্চাযুতপ্রযুতনিযুতাদি-সঙ্খ্যাযুতা বর্ণ্যন্তে। কৃষ্ণ-বৎসানাং সঙ্খ্যা পুনরসঙ্খ্যসংজ্ঞা সঙ্গীয়তে।

আনয়নং কারয়িত্বা ভব্যানাং প্রশস্তানাং বিসর্জ্জনং দানং করিষ্যতি। বিহিতে কৃতে সতি হিতে ইতি হিতকারিবালকসমূহানাং যা মুদঃ প্রীতয়স্তাসাং জনিকা রম্যা চেষ্টা যস্য। ভাববাচিপ্রত্যয়াৎ ষষ্ঠী। পুরস্কৃতেতি অগ্রসরো বৎসসমূহ ইষ্টঃ প্রিয়ো যস্য সঃ।

উপযুক্ত অথচ অনুরক্ত এবং আজ্ঞাকারী জনগণের প্রযুক্ত খাদ্য এবং অন্ন আনয়ন করাইয়া বনে গমন করিবার জন্য সত্বর হও। আর আমাদের জননীরা পাত্রস্থিত প্রশস্ত খাদ্য সামগ্রী সকল শীঘ্রই সজ্জন সমূহ দ্বারা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপে হিতৈষী বালকদিগের প্রীতির জন্য হিতানুষ্ঠান করিয়া, উদারচেতাঃ শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয় বৎসদিগকে অগ্রে করিয়া, কাননে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ জন-শ্রুতি আছে যে, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৎস-পালক শিশুগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র হইয়া ঐরূপে বনে গমন করিত। ঐ সকল বৎসগণের সংখ্যাও অযুত, প্রযুত এবং নিযুত বলিয়া বর্ণিত হইত। আর শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বৎস চরাইতেন, তাহাদের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইত।

(ক) ইতি শব্দস্যানন্তরং নিজেহিতে ইতি গৌরানন্দ বৃন্দাবনপাঠঃ।

ততশ্চ ;—

আপূর্ণশৃঙ্গমুরলীনিযুতং সবৎস-
যূথাযুতারবমুদীরিতহূতিমিশ্রম্।
কৃষ্ণশ্চলন্নথ বনায় বলস্য চিত্তং
লোলং চকার জগতা সহ কৌতুকায় ॥ ৯ ॥

অথ গহনং গাহমানা (০) মণি-জাতরূপাভ্যাং সুষ্ঠু জাতরূপা অপি বালাঃ ফল-প্রবালাদিভিরলঙ্কৃতমাত্মানং কৃতবন্তঃ। যথা ;—নিকায্যে দুর্য্যাচকাচ-গুঞ্জা-পুঞ্জমপ্যুপযুঞ্জতে স্ম, নহি বিলাস-

অথ সখিসমুদয়মিলিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বনগমনলীলাং বর্ণয়িতুং তত্র পরিপাটীং বর্ণয়তি—আপূর্ণেত্যাদি পদ্যেন। আপূর্ণানাং স্ব-স্ব-শব্দেন পূরিতানাং শৃঙ্গমুরলীনাং নিযুতং যত্র তদ্যথা স্যাৎ স কৃষ্ণঃ বৎসযূথানাং যদযুতং তস্যারবঃ শব্দো যত্র তদ্যথা স্যাৎ, উদীরিতেতি উদীরিতা যা হূতিরাহ্বানং তয়া মিশ্রং যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

তেষাং মণিস্বর্ণাদিভিঃ রূপবত্ত্বেঽপি বন্যফলাদিভীরূপং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। জাত-

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে নিযুত সংখ্যক শৃঙ্গ এবং মুরলী শব্দিত হইয়া উঠিল, অযুত সংখ্যক বৎসগণের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ; এবং সেই সঙ্গে তাহাদের আহ্বান শব্দও মিশ্রিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুক করিয়া জগতের সহিত বলরামের চিত্ত সম্পূর্ণ চঞ্চল করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর বালকগণ ক্রমে বন মধ্যে প্রবেশ করিল। যদিচ ঐ সকল বালক-দিগের দেহ, স্বর্ণ রত্নাদি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত হওয়াতে বিশেষ শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা বন মধ্যে ফল প্রবালাদি দ্বারা স্ব স্ব দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাহারা গৃহে গিয়াও শিক্য স্থিত সেই দুর্ল্লভ গুঞ্জাফল সমূহও

(০) মণিময়-স্বর্ণময়ভূষণেন ভূষিতাঃ।

বহুলতাকুলানামিদং বহুমূল্যমিদং ন তত্তুল্যমিতি বিচারঃ সঞ্চরতি। কার্পণ্যমেব খলু পণ্যং গণ্যতাং নয়তি বিলাসিতা পুনর্দৃশ্যতামেব পরামৃশ্য হৃষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

অথ তে * শিক্যিতান্ন-পাত্রাণি বৃক্ষ-শাখাস্ববলম্বিত-গাত্রাণি বিধায় কৃষ্ণ-ভ্রূভঙ্গ-তরঙ্গসঙ্গতরঙ্গতয়া চাপল্যবিশেষং শ্লেষয়ামাসুঃ ॥

"মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্দৃষ্টসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥" (ক)॥ ১১ ॥

শোভাঃ। নিকায্যে গৃহে, হুয্যাচেতি নিন্দাজনিকা যাচা প্রার্থনা যস্য এবম্ভূতং কাচগুঞ্জাসমূহমপি। অপণ্যং অস্তত্যং নিন্দাং গণ্যতাং নয়তি নিন্দামুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ততস্তেষাং ক্রীড়াকৌতুকং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। কৃষ্ণেতি, কৃষ্ণস্য ভ্রূভঙ্গতরঙ্গেণ সঙ্গতঃ প্রাপ্তো রঙ্গো যেষাং তদ্ভাবতয়া ॥

তং চাপল্যবিশেষং বর্ণয়তি মুষ্ণন্ত ইতি পদ্যেন ॥ ১১ ॥

ভক্ষণ করিয়াছিল। যাহারা সর্ব্বাধিক বিলাসপ্রিয়, তাহাদের "এই বস্তু বহুমূল্য এই বস্তু তাহার সমান নহে" এইরূপ বিচার ঘটিতে পারে না। নিশ্চয় কৃপণতাই কেবল নিন্দা উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি বিলাসিতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ধন ব্যয়ের দিকেই লক্ষ্য করে, আর বিলাসিতা কেবল দৃশ্য ভাবকেই পরামর্শ বলিয়া হৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ বিলাসী ব্যক্তি ধনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহা সুদৃশ্য বস্তু তাহার গুণেই মুগ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

অনন্তর তাহারা শিক্যস্থিত অন্নপাত্র সকল, বৃক্ষ শাখার গাত্রে লম্বমান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষমিশ্রিত রঙ্গের সহিত বিশেষ চপলতার পরিচয় দিয়াছিল। "কেহ কেহ পরস্পরের জ্ঞাত শিকা প্রভৃতি বস্তু সকল হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই স্থানস্থিত বন্ধুগণ দৃশ্য করিয়া পুনর্ব্বার দূর হইতেই সেই সকল বস্তু দান করিয়াছিল" ॥ ১১ ॥

* শিক্যিতং শিক্যোপরি স্থাপিতং বস্তু। তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। রজ্জ্বাদি নির্ম্মিতঃ ভাণ্ডাদি-স্থাপনোপযোগি শিকা ইতি যস্য ভাষা। কাচিতশিক্যিতে ইত্যমরঃ।

(ক) শ্লোকোঽয়ং বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকেষু নাস্তি।

তত্র চৌর্য্যাদিকং যথা ;—

† যষ্ট্যাদের্ন্নর্ম্মণাসন্নপহরণকরা যে হৃতস্বাস্তথা যে
দূরে প্রক্ষেপকা যে প্রতিহরণকৃতস্তে চ তে চাশু সর্ব্বে।
শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রূবিধূতিপ্রতিলবলঘুতাশালিতত্তদ্বিলাসৈঃ
প্রত্যেকং স্বীয়যোগ্যং নিগমনমবিদুস্তত্র নৈবান্যদন্যৎ ॥ ১২ ॥

তদেবমেব সংযোগাদ্যথা তদেকসুখযোগ এব তেষাং ভোগস্তথা বিয়োগাদপি।

যথা—

"যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বন-শোভেক্ষণায় তম্।
অহংপূর্ব্বমহংপূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ১৩ ॥

তত্র ক্রীড়ায়াং তেষাং চৌর্য্যাদিকং বর্ণয়তি—যষ্ট্যাদেরিতি পদ্যেন। অপহরণকরাশ্চৌর্য্যকারকা হৃতস্বা হৃতং স্বং স্বীয়ং শিক্যাদিকং যেষাং তে প্রতিহরণকৃতঃ পুনরর্পণকারকাঃ। শ্রীকৃষ্ণেতি শ্রীকৃষ্ণস্য ভ্রূবিধূত্যা ভ্রূচালনেন প্রতিক্ষণে যে শীঘ্রতাশালিন স্তত্তদ্বিলাসাস্তৈঃ নিগমনং নিশ্চয়ং ॥ ১২ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণৈকত্বং নির্দ্দিশতি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। ভোগ উপভোগঃ ॥

ততঃ শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন সাধয়তি—যদীত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥

তথায় চৌর্য্য প্রভৃতি যথা :—যাহারা কৌতুক করিয়া যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু, বেত্র, শিক্য এবং ভোজনাদির অপহরণ করিত ; যাহারা ঐ সকল বস্তু স্বকীয় বলিয়া গণ্য করিত এবং যাহারা ঐ সকল বস্তু দূরে নিক্ষেপ করিত, এবং যাহারা—ঐ যষ্টি প্রভৃতি বস্তু আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করিত ; তাহারা সকলেই শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূচালন দ্বারা প্রতিক্ষণে অল্পতা, শীঘ্রতা বা মনোজ্ঞতা যুক্ত তত্তৎ কর্ম্ম সূচক লীলা বিষয়ে, প্রত্যেকেই স্বস্ব যোগ্য বিষয়েরই নিশ্চয় করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অন্য বিষয় কি কোন বিষয়ই জানিতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

অতএব এই প্রকারেই তাঁহাদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সংযোগ যেরূপ সুখ-সম্বলিত ভোগ হইয়াছিল, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগেও তাহাদের সেইরূপই সুখসংযুক্ত ভোগ ঘটিয়াছিল। যথা—"যদি শ্রীকৃষ্ণ বন-শোভা দর্শন করিবার জন্য দূরে

† আদি শব্দেন শৃঙ্গি-বেণু-বেত্র-শৃঙ্গি ভোজ্যাদেঃ পরিগ্রহঃ।

অস্য চার্থঃ সমস্য দর্শ্যতে, তত্র স্পর্শনং যথা—

(ক) গোপ্যঃ প্রস্থাপ্য সর্ব্বাং সখি-ততিমঘজি-
দ্বীক্ষিতুং বন্য-লক্ষ্মীম্
দূরেঽগাৎ (খ) কৃষ্ণদৃষ্টিঃ ক্রমশ ইহ তদা
সা নিবৃত্তা বিদূরাৎ।
সৌরভ্যাঘ্রাণনেত্রা মধুপ-কুলতুলা
সম্প্রশস্তং দ্রবন্তী
(গ) স্পৃষ্ট্বাহম্পূর্ব্বিকায়ামহমহমিকয়া
পৃচ্ছন্তী চাননন্দ ॥ ১৪ ॥

অস্যেতি গদ্যং সুগমম্ ॥

অথ গোপনবিনয়ো ভবন্ অঘজিৎ সর্ব্বাঃ সখিততীঃ বৎসচারণায় প্রস্থাপ্য বন্যশোভাং দ্রষ্টুং দূরে অগাদিতি বর্ণয়তি —গোপ্য ইতি পদ্যেন। কৃষ্ণদৃষ্টিঃ নামতঃ সখী ক্রমশঃ। সৌরভ্যেতি কৃষ্ণগাত্রসুগন্ধস্য আঘ্রাণং নেত্রং প্রাপিকা যস্যাঃ সা, মধুপকুলতুল্য ভ্রমরবৃন্দসদৃশী দ্রবন্তী গচ্ছন্তী অহংপূর্ব্বিকায়াং অহমগ্রে ধারয়ামীত্যুক্ত্বা অগ্রে ধারণং অহংমিকা অহমগ্রে স্পৃষ্টবানিতি। গর্ব্ব-পূর্ব্বিকাত্মশ্লাঘনং ॥ ১৪ ॥

গমন করিতেন” তাহা হইলে তাহারা “আমি অগ্রে ধারণ করিব, আমি অগ্রে ধারণ করিব” এইরূপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিত তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ ঘটিলেও, পুনশ্চ শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে এই এই ভাবে যাইয়া দর্শন ও স্পর্শন করিব বলিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল তাহাতেই জানিতে হইবে যে সংযোগের ন্যায় বিয়োগেও প্রকারান্তরে সুখ হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

ইহার অর্থ সংক্ষেপে দর্শিত হইতেছে, তন্মধ্যে স্পর্শ যথা :—অঘাসুর বিনাশী শ্রীকৃষ্ণ প্রচ্ছন্নদেহে বৎস অন্বেষণের জন্য সমস্ত সহচরবৃন্দকে পাঠাইয়া, বনশোভা দেখিবার জন্য দূরে গমন করেন। তৎকালে ক্রমশঃ ঐ স্থানে সেই সহচরগণ, দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। পুষ্পের সৌরভে

(ক) গোপ্যঃ ইত্যত্র বৎসেভাঃ ইতি, প্রস্থাপ্য স্থলে প্রেষ্য ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর-পাঠঃ।

(খ) কৃষ্টদৃষ্টিরিতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন পাঠঃ।

(গ) অহমগ্রে যাস্যামীতি ধাবনক্রিয়া অহম্পূর্ব্বিকা। পরস্পরং প্রত্যহঙ্কারঃ অহমহমিকা।

রমণং যথা—

মিথোঽপি স্নিগ্ধভাবানাং কৃষ্ণকৌতুকদত্তয়ে।
(ক) আহোপুরুষিকা তেষামালোকি স্পর্দ্ধিনামিব ॥ ১৫ ॥
জগুরেকে বেণুনা তৎপ্রচ্ছাদনপরাঃ পরে।
বাদয়ন্তো বিষাণানি হাসয়ামাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৬ ॥
ব্যঞ্জয়ন্তস্তত্র কেচিৎ পূর্ব্বেষাং গ্রাম্যরীতিতাম্।
তান্নিবার্য্য স্বয়ং ভৃঙ্গৈ-র্জ্জগুস্তদ্বৎ পিকৈঃ পরে ॥ ১৭ ॥

তেষাং রমণং বর্ণয়তি—মিথোঽপীত্যাদি পদ্যেন। স্নিগ্ধভাবানাং স্নিগ্ধচিত্তানাং দত্তয়ে ইতি ভাবে ক্তিৰ্দানায়েত্যর্থঃ। আহোপুরুষিকা দর্পোত্থাত্মসম্ভাবনা ॥ ১৫ ॥

তেষাং রমণে বিশেষং বর্ণয়তি—জগুরিত্যাদিকৈরষ্টভিঃ পদ্যৈঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিষাণানি শৃঙ্গাণি ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বেষাং বিষাণবাদনপরাণাং গ্রাম্যরীতিতাং প্রাকৃতব্যবহারং। পিকৈঃ কোকিলৈঃ ॥ ১৭ ॥

ভ্রমরগণ যেরূপ ধাবমান হয়, সেইরূপ তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সৌরভাঘ্রাণে, দলে, দলে, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, "আমি অগ্রে ধারণ করি" এই বলিয়া অগ্রে ধায়ন, এবং আমি অগ্রে স্পর্শ করিয়াছি' এই বলিয়া গর্ব্বের সহিত এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া যথা :—ঐ সকল সহচরগণ, পরস্পর সরলচিত্ত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুক দান করিবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কৃত ব্যক্তিগণের মত ঐ সকল বন্ধুগণের দর্প-সম্ভূত আত্ম সম্ভাবনা দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয় গোপন করিবে বলিয়া বেণুদ্বারা গান করিয়াছিল। কেহ কেহ শৃঙ্গ সকল বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের গ্রাম্যরীতি বা অসভ্য অশ্লীল ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। অপরে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, স্বয়ং ভ্রমর-

(ক) দর্পাৎ যা আত্মসম্ভাবনা সা আহোপুরুষিকা। অমরকোষে ক্ষত্রিয়বর্গে ১০০।১০১ শ্লোকৌ দ্রষ্টব্যৌ। ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ এতে নিষ্পন্নাঃ।

গোপালানাং জবঃ শ্লাঘ্যো গানাদ্যং ভিক্ষুতাপরম্ ।
ইত্থং কেচিদ্ব্যঞ্জয়ন্তঃ পক্ষি-চ্ছায়েন দুদ্রুবুঃ ॥ ১৮ ॥
কেঽপি সর্ব্বানুকর্ত্তৃত্বস্বগুণাধিক্য-সূচকাঃ ।
হংস-কহ্ব-ময়ূরাণাং গোষ্ঠী-মধ্যং প্রপেদিরে ॥ ১৯ ॥
কেচিদ্বাংশনটীং বিদ্যামাত্মনো ব্যঞ্জিতুং মুদা ।
বিড়ম্বিতৈঃ কীশ-ডিম্বৈঃ সহ শাখাসু বভ্রমুঃ ॥ ২০ ॥
তত্র সর্ব্ব-কনিষ্ঠাস্তু স্ব-নিষ্ঠামাত্রতৎপরাঃ ।
"সাকং ভেকৈর্ব্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ ॥" ২১ ॥

জবো দ্রুতগমনং, ভিক্ষুতা সন্ন্যাসিধর্ম্মঃ ॥ ১৮ ॥
কহ্বঃ বকঃ ॥ ১৯ ॥
বাংশনটী, বংশনির্ম্মিতপুত্তলিবিদ্যাং, বিড়ম্বিতৈরুপহসিতৈঃ কীশডিম্বৈর্ব্বানরবালকৈঃ ॥ ২০ ॥
স্বনিষ্ঠাচারঃ শ্রীকৃষ্ণসন্তোষণং তৎপরাঃ, স্রবসংপ্লুতাঃ স্রোতব্যাপ্তাঃ ॥ ২১ ॥

শব্দে গান করিয়াছিল, কেহ কেহ বা কোকিলের মত শব্দে গান করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

গোপগণের সেই বেগ প্রশংসনীয়, কিন্তু গানাদি কার্য্য সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কেহ কেহ এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়া বিহঙ্গ সমূহের ছায়ার সহিত ধাবমান হইল ॥ ১৮ ॥

কেহ কেহ "আমি সকলের অনুকরণ করিতে পারি, এবং সেই কারণে আমার গুণের আধিক্য হইয়াছে" এইরূপভাব প্রকাশ করিয়া হংস, বক এবং ময়ূর-দলের মধ্যে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

কেহ কেহ সহর্ষে আপনার বংশ নির্ম্মিত পুত্তলিকা বিদ্যা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, উপহাসাস্পদ বানর শিশুগণের সহিত শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে যাহারা সকলের কনিষ্ঠ ছিল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষরূপ নিজ নিজ ধর্ম্মে তৎপর থাকিয়া ভেকদিগের সহিত লঙ্ঘন করিতে করিতে, নদীর স্রোতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

"বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াং শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্।"
হসন্তঃ কৃষ্ণ-সন্তোষং লসন্তঃ সন্ততং দধুঃ ॥ ২২ ॥
কর্ত্তুং প্রতিধ্বনৌ শাপং প্রতিবিম্বে বিড়ম্বনম্।
নুদন্ বালান্ মুদং লেভে প্রতিশাপাদিতো হরিঃ॥ ইতি ॥২৩॥

এষা গতির্ম্মায়িক-দৃষ্টিমোহনী
জ্ঞাতাত্মনাং ভক্তিমতাং চ দূরগা।
যাসাদিতা কৃষ্ণমনুব্রজার্ভকৈ-
রিতি স্ফুটং শ্রীশুকদেব-নিশ্চিতিঃ ॥ ২৪ ॥

তদেবং লীলামন্যামপি ততিংসতি কংসদ্বিষি দীব্যংস্ত

প্রতিস্বনান্ প্রতিধ্বনীন্ ॥ ২২ ॥

প্রতিধ্বনৌ শাপং কর্ত্তুং নুদন্ প্রেরয়ন্ এবং প্রতিবিম্বে বিড়ম্বনং কর্ত্তুং নুদন্ ॥ ২৩ ॥

তদেবং তেষাং ক্রীড়াপদ্ধতিঃ কামিজ্ঞানিভক্তিমতাঞ্চ দুর্জ্ঞেয়েতি বর্ণয়তি—এষেত্যাদি পদ্যেন; গতির্ম্মার্গঃ জ্ঞাতাত্মনাং জ্ঞানিনাং, আসাদিতা আপন্না ॥ ২৪ ॥

এবং বিহারং বর্ণয়িত্বাঽধুনা অঘাসুরবধলীলাং বর্ণয়িতুং তৎ প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি তদেবমিত্যাদি

কেহ কেহ প্রতিমূর্ত্তির উপর পরিহাস করিয়া, প্রতিধ্বনির প্রতি অভিশাপ দিয়া, হাসিতে হাসিতে, এবং খেলিতে খেলিতে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিধ্বনি বিষয়ে অভিশাপ করিতে বালক দিগকে প্রেরণ করিয়া, প্রতিবিম্ব বিষয়ে বিড়ম্বনা করিতে বালকদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং এই প্রতি-শাপাদি হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রজবালকেরা যেরূপ বাল্য লীলার পদ্ধতি পাইয়াছিল, সেই পদ্ধতি মায়াবিগণের জ্ঞান-শক্তিকে আবরণ করিয়া দেয়, এবং তাহা আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও অনেক দূরে অবস্থান করে, ইহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

মহান্ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেরূপ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর নিকটে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ

সর্ব্বকলাবিদ্বৎসু বিসরজ্জালেষু বৎসপালেষু বকী-বকয়োরনুজঃ কশ্চিদঘনামা দনুজস্তদ্বর্ত্মনি বর্ত্ততে স্ম,জ্যোতির্ম্মণ্ডলেষু প্রচণ্ড-কালজলদ ইব যং খলু কংসঃ শশংস ॥ ২৫ ॥

অয়ে ! মদীয়মহাসহায় ! বিস্ময়মপহায় শ্রূয়তাম্ ? ত্বম-জগরভাবেন সদা জাগররহিত এব শাশয্যমানতানিষ্ঠং তিষ্ঠন্ন জানাসীতি হি ত্বং জাগরয়ামাসিষে।

অঘ উবাচ—জগদীশ ! কামমাদিশ্যতাম্ ?

অথ দেবকীবিবাহগতাহ-নভঃসভ্য-বাণীমারভ্য সর্ব্বকথা-শংসনপূর্ব্বকং কংস উবাচ।—তদেবং প্রত্যেকং নূতননূতনা-রব্ধমিষ-বিষময়পূতনাদিষু ধূতফলপ্রয়াসালিষু সর্ব্বাঙ্গিললীলতয়া

গদ্যেন। তিতংসতি বিস্তারয়িতুমিচ্ছতি সতি বিসরজ্জালেষু বিসরন্ জালঃ কুহকং যেভ্যস্তেষু প্রচণ্ডকালজলদঃ মহাকৃষ্ণবর্ণো মেঘঃ ॥ ২৫ ॥

তদা তু কংসাঘাসুরয়োযৎ বাকোবাক্যমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অয়ে ইত্যাদি গদ্যেন। বিস্ময়ং গর্ব্বং। জাগররহিতো নিদ্রাণ এব শাশয্যেতি পুনঃ পুনঃ শয্যমানভাবনিষ্ঠং জাগরিতো ভব ॥ নভঃসভ্যবাণীং দেববাণীং। নূতনেতি, নবনবারব্ধচ্ছলেন সহ যদ্বিষং তেন প্রচুরা পূতনাদয়স্তেষু। ধূতেতি ধূতং

এই প্রকারে কংসাসুরদ্বেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অন্য প্রকার লীলা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে, এবং কুহক-জাল-বিস্তারী সর্ব্বকলা-নিপুণ ঐ সকল বালক ক্রীড়া করিলে বকী এবং বকের কনিষ্ঠ, অঘাসুর নামক কোন এক দৈত্য, তাঁহাদের পথে উপ-স্থিত হইয়াছিলেন। যে অঘাসুরকে কংসও বলিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

হে মদীয় মহাসহায় ! তুমি বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কর। তুমি অজগর রূপে সর্ব্বদা জাগরণ শূন্য হইয়াই বারংবার শয়ন কার্য্যে আসক্ত আছ। ইহাতে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা তুমি জানিতে পার না। এই হেতু আমি তোমাকে জাগরিত করিয়াছি। অঘাসুর বলিল, প্রভো ! আপনি যদৃচ্ছাক্রমে আজ্ঞা করুন ॥

অনন্তর দেবকীর বিবাহ দিবসে দৈববাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত কথা কথন পূর্ব্বক কংস বলিল, অতএব এইরূপে বিষময় পূতনা প্রভৃতি মদীয় সহায়গণ

ভবানদ্যানবদ্যাগতিঃ। ইহ চ রাবণস্য কুম্ভেত্যর্দ্ধোক্ত-মশকুনভিয়াচ্ছাদ্য পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বদেবানাং বৃত্র ইবেত্যপি প্রত্যাখ্যায়েদমাখ্যৎ। ধ্রুবং ধ্রুবস্যেব তব চাত্র ভ্রাত্রমিত্র-নির্য্যাতনমবশ্যবশ্যতামর্হতীতি ॥ ২৬—২৭ ॥

তদেবং ভব্যপ্রসব্যমপ্যুপলভ্য স্ফুটমসভ্যতয়া শীঘ্রমসৌ বক-ভ্রাতৃকঃ কৃষ্ণভ্রাতৃকাণাং তেষাং পুরতঃ প্রচরন্ প্রচুরতরাঙ্গ-মুরঙ্গ-রূপমাস্থায় স্থিতঃ। কিন্ত্বথাসৌ তথাসীদযথাত্মপথাহধি-কৃতপ্রথাচলতয়া প্রথয়ামাসে ॥ ২৮ ॥

নর্ম্মণা নাগধর্ম্মতামুপদিশদ্ভিরমীভিঃ ঊচে চ ॥ ২৯ ॥

খণ্ডিতং ফলং যত্র এবম্ভূতা প্রয়াসশ্রেণী যেষাং তেষু। অনবদ্যা প্রশস্তা অশকুনভিয়া অশুভভয়েন পূর্ব্বদেবানামসুরাণাং অপি অশকুনভিয়াপি ধ্রুবস্য উত্তানপাদপুত্রস্য। ভ্রাত্রেতি ভ্রাতুঃ বকস্য শত্রোঃ কৃষ্ণস্য নির্য্যাতনং মারণং অবশ্যবশ্যতাং অবশ্যং বশ্য আয়ত্তস্তদ্ভাবতাং ॥ ২৬—২৭ ॥

তদনন্তরং অঘো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। ভব্যপ্রসব্যং শুভপ্রতিকূলং উরঙ্গরূপং সর্পরূপং। আত্মপথেতি, আত্মপথে অধিকৃতা যা প্রথা কাপট্যং তত্রাচলতয়া। প্রথয়ামাসে বিস্তৃতবান্ ॥ ২৮ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণসখীনাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—নর্ম্মণেত্যাদি গদ্যেন। অমীভিরর্ভকৈঃ ॥ ২৯ ॥

নব নব কপটতা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ফল, বিফল হইয়া গিয়াছে, অপিচ তোমার সর্ব্বগ্রাসিনী লীলা বর্ত্তমান থাকাতে আজ তুমি আমার একমাত্র অনিন্দিত উপায়স্বরূপ বিদ্যমান আছ। এই স্থানে "রাবণের কুম্ভ" এই অর্দ্ধোক্ত বাক্যটীকে অমঙ্গল ভয়ে আচ্ছাদিত করিয়া "যেন পূর্ব্ববর্ত্তী অসুরদিগের মধ্যে বৃত্রাসুর" এই কথাও প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তুমি উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুবের মত দৃঢ় সঙ্কল্প। অতএব তোমার ভ্রাতা বকাসুরের পরম শত্রু শ্রীকৃষ্ণের বধ-সাধন করা নিশ্চয়ই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সে কার্য্য তোমারই আয়ত্ত ॥ ২৬—২৭ ॥

অতএব এই বাক্য মঙ্গলের এবং সভ্যজনোচিত আচারের বিরোধী বলিয়া জানিতে পারিলেও সেই বকভ্রাতা প্রকাশ্যে সেই সমস্ত কৃষ্ণ-ভ্রাতাদিগের সম্মুখে শীঘ্র সঞ্চরণ করিয়া, দীর্ঘাকার এক সর্পমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া রহিল। কিন্তু পরে

উদ্যদ্গারতয়া জাগ্রদ্বর্ত্ম ন্যজগরঃ পুরঃ।
সমগ্রং গ্রসিতা তস্মাদস্মান্ যদি বকিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

তদেতদভিধায় শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলং নিধ্যায় বাঢ়ং করতাড়না-ল্লসন্তো হসন্তো মহাগিরি-গুহান্তর্ব্বভদ্বক্ত্রান্তরং প্রবিবিশুঃ। জ্যোতির্ব্বলয়ঃ পশ্চিমাচলমিব ॥ যতো ময়ূখবৎসমগ্রাবৎসাশ্চ তদ্বর্ত্ম যচ্ছন্তি স্ম ॥ যত্র নির্ষিষিৎসন্নপি শ্রীবৎসলক্ষ্মা নাব-সরমবাপ, কিন্তু ভাবিনিজলীলানিশ্চলতয়া বিস্ময়মাপ, পশ্চাত্তাপ-মাপদপ্যসৌ যেন হি তেষাং বর্ত্মাপ্যনুবর্ত্তমানস্তত্র প্রবিবেশ।

নীহারকুজ্ঝাটিকাঘটিততমশ্চক্রবালে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডলমিব।

তেষাং বাক্যং নির্দ্দিশতি উদ্যদিতি পদ্যেন। উদ্যদ্গারতয়া উদ্যন্ গরো বিষং যত্র তদ্ভাবতয়া তস্মাৎ বর্ত্মনি জাগরিতত্বাৎ বকিষ্যতি বক ইবাচরিষ্যতি মৃতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ন কেবলং তে তাদৃশবাক্যমূচুরপিতু তন্মুখরন্ধ্রং প্রাবিবিশুরিতি বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদি-গদ্যেন। জ্যোতির্ব্বলয়ঃ সূর্য্যাদিঃ স যথা অদর্শনং প্রাপ্নোতি ন তু নশ্যতি তথা ॥

তস্মিন্নপি বৎসানাং প্রবেশং বর্ণয়তি—যত ইত্যাদি গদ্যেন। যচ্ছন্তি স্ম অগচ্ছন্ ॥

তদানীং শ্রীকৃষ্ণস্তেষাং রক্ষণোপায়ং যথা চকার তদ্বর্ণয়তি—যত্রেত্যাদি গদ্যেন। নির্ষিষিৎসন্ নিষেধং কর্ত্তুমিচ্ছন্নপি। বিস্ময়ং আশ্চর্য্যং, আপৎ প্রাপ্তঃ, যেন তাপেন। চক্রবালো মণ্ডলং তস্মিন্ মার্ত্তণ্ডঃ সূর্য্যঃ

যদা শ্রীকৃষ্ণস্তন্মুখং প্রবিবেশ তদা তৎপ্রভাবজ্ঞানরহিতানামসুরাণাঞ্চ কৃত্যং বর্ণয়তি—যত্রে-

---

ঐ সর্প নিজ স্বভাবের অনুযায়ী প্রথানত অটলভাবে সেইরূপে বর্ত্তমান ছিল, যাহাতে গোপবালকগণ পরিহাসপূর্ব্বক তাহাকে স্থাণু-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই গ্রথিত করিয়াছিল ॥ ২৮—২৯ ॥

পথিমধ্যে সম্মুখে এক অজগর সর্প বিষ উদ্গিরণ করিয়া জাগরিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব এই সর্প যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে, তাহা হইলে এই সর্প বকাসুরের মত মরিয়া যাইবে ৩০ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দেখিয়া এবং অতিশয় হস্ত তাড়না করিয়া খেলিতে খেলিতে, হাসিতে হাসিতে মহতী গিরি-গুহার মধ্যভাগের মত, তাহার মুখমধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। সূর্য্যদেব যেরূপ পশ্চিমাচলে প্রবেশ

যত্র সুরারিপ্রভাবাচতুরাঃ সুরাঃ সুরারয়শ্চ মুহুরারাদারাদপি হন্তহন্তকারং চক্রুঃ। যত্র চ তেষামুভয়েষাং তত্তদ্বর্ণনতঃ সমানমাননকুলযুগলং তত্তদ্বর্ণনতঃ ক্রমাদ্দ্বয়ং বিজয়মুদ্ভাবয়ামাস (ক) ॥ ৩১—৩৬ ॥

বক-চেষ্টামনুতিষ্ঠতস্তস্য তু পাপিষ্ঠস্য কণ্ঠে সোঽয়মকুণ্ঠধামা কৃষ্ণনামা ব্রজনৃপতপঃপ্রতাপময়যোগমায়া-সহায়তয়া কেশিপ্রবেশি-স্ব-ভুজদিব্যভুজঙ্গমবদ্ববৃধে ॥ ৩৭ ॥

ত্যাদি গদ্যেন। সুরারীতি। কৃষ্ণপ্রভাবাবিজ্ঞাঃ, সুরারয়োঽসুরাঃ আরাদারাৎ দূরং নিকটং প্রাপ্য হন্তকারং দেবপক্ষে আর্ত্তিং অসুরপক্ষে হর্ষং। সমানেতি সমানং মাননং পরিমাণং যস্য এবম্ভূতং কুলদ্বয়ং দেবকুলমসুরকুলঞ্চ যস্য সমানং মানেন হিংসয়া সহ বর্ত্তমানং মাননং মননমেব মাননং স্বার্থে টণ। সমানং মাননং যস্য তচ্চ তৎকুলযুগলঞ্চেতি, তৎকর্ত্তৃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

তদা চ শ্রীকৃষ্ণচেষ্টিতং বর্ণয়তি—বকেত্যাদি গদ্যেন। কেশীতি কেশদৈত্যকণ্ঠে প্রবেশিতুং

করেন, তাহারাও অবিকল সেইরূপ ভাবেই প্রবেশ করিল। সুতরাং কিরণমালার মত বৎসগণ সেই পথের অনুসরণ করিল। ঐ কালে শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ, নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিলেও অবসর পাইলেন না। কিন্তু তিনি ভাবী নিজ লীলার কর্ত্তব্য বিষয়ে স্থির হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পশ্চাৎ—অনুতপ্তও হইলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মণ্ডল যেরূপ নীহার কুজ্ঝটিকা ঘটিত তমোরাশির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ তিনি তাঁহাদের পথ অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ প্রবেশে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতেন না, সেই সকল দেবতা এবং অসুরগণ, বারংবার নিকটে এবং দূরে পরস্পর যথাক্রমে, (আহ্লাদ এবং দুঃখ প্রকাশক) হাহাকার করিয়াছিল। এইরূপ প্রবেশে দেবকুল এবং অসুরকুলের মুখমণ্ডল হা, হা, এই দুই কর্ম্মের (অর্থাৎ হা হা কারের) সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। অথচ সেই উভয় ভাবাক্রান্ত মুখমণ্ডল যথাক্রমে ভয় এবং জয় আশঙ্কা করিয়াছিল ॥ ৩১—৩৬ ॥

ঐ পাপিষ্ঠ অঘাসুর বকাসুরের মত চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রজরাজের

(ক) উভয়স্থলে "তত্তদ্বর্ণয়তঃ" ইতি বৃন্দাবনানন্দগোরপাঠঃ।

স তু জাতশ্বাসরোধঃ পরিত্যক্তবোধশ্চ ক্ষণকতিপয়মাসীৎ। তদূর্দ্ধং পাটিতমূর্দ্ধানং প্রাণমপহায় পূতনাশময়িতুঃ সঙ্গতঃ পূতঃ পূতনাভ্রাতুরাত্মা নিত্যনূতনাং (ক) সদ্গতিমবাপ্তুমস্য বহিরাগমনং প্রতীক্ষতে স্ম ॥ ৩৮ ॥

স শ্রীবৎসবৎসস্তু তমন্তর্হত্য বৎসবৎসপান্ মূর্চ্ছিতানমৃতবৃষ্টিময়দৃষ্টিপ্রচারেণ সঞ্চরিতচেতনা নাচরন্নমীভিঃ সমং গমনবর্ত্মনা তস্মান্নির্জ্জগাম স্বর্ভানুমুখাদমৃতভানুরিব ॥ ৩৯ ॥

শীলমস্য এবম্ভূতো যো ভুজঃ স এব দিব্যভুজঙ্গমঃ স ইব ববৃধে তদৈস্ত্তদ্বর্ণনপূর্ব্বাচরত্বাৎ ভূতবন্নির্দ্দেশঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

তদানীং তস্য যাবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি—সত্বিত্যাদি গদ্যেন। বোধো জ্ঞানং, পাটিতমূর্দ্ধানং বিদারিতো মূর্দ্ধা যেন তং প্রাণং আত্মা জীবঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৩৮ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখিবৎসগণৈঃ সহ তন্মুখাৎ যথা নির্জ্জগাম তদ্বর্ণয়তি—স ইত্যাদি গদ্যেন। শ্রীবৎসবৎসঃ শ্রীবৎসো বক্ষসি যস্য সঃ অন্তর্হত্য তং জীবমপৃহীত্বা। সঞ্চারিতেতি সঞ্চারিতা সঙ্গতা চেতনা যেষাং তান্। তস্মাদঘমুখাৎ। অমৃতভানুশ্চন্দ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

তপস্যার প্রভাব-পূর্ণ যোগমায়ার সাহায্যে কেশিনামক অসুরের শরীরে যে বাহু ভুজঙ্গ প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেইরূপ অর্থাৎ স্বীয় বাহুরূপ ভুজঙ্গের মত অকুণ্ঠ প্রতাপ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ পাপিষ্ঠের কণ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া ঐ অসুরের শ্বাস রোধ হইল, এবং তৎপরে তাহার জ্ঞানও লোপ পাইল। তৎপরে তাহার মস্তক ছিন্ন এবং প্রাণ বহির্গত হইল। পূতনাভ্রাতার আত্মা পূতনাবিনাশীর সহিত সঙ্গত হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ করিল, এবং নিত্য নবভাব যুক্ত সদ্গতি পাইবার জন্য তাঁহার বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে অন্তরে বধ করিলেন, নিজের অমৃতবৃষ্টিময় দৃষ্টিসঞ্চার দ্বারা মূর্চ্ছিত বৎস এবং বৎসপালদিগকে চৈতন্য করিয়া, শীতাংশু

(ক) সদ্গতি স্থলে সঙ্গতি পাঠঃ বৃন্দাবনপুস্তকে।

ততশ্চ হিমাচলাদ্গাঙ্গপ্রবাহাণামিব তেষাং প্রবাহে জাতে তস্যাত্মজ্যোতিরজিতস্যাঙ্গ-সঙ্ঘান্নিঃসজ্জতি তেজসি নিমজ্জদেব জগজ্জনেন দদৃশে চণ্ডজ্যোতির্জ্জ্যোতিষি জ্যোতিরিব ॥ ৪০ ॥

যত্র ব্রহ্মপুরঃসরাঃ সুরাঃ সুরবর্ত্মনি পুরতঃ স্থিতাঃ সুরতরু-পুষ্পস্তবকবৃষ্টিভিঃ স্তবকৃতসংস্তবতৌর্য্যত্রিকাদিপ্রস্তাবসৃষ্টিভিস্তব ব্রজরাজ! তনুজং পূজয়ামাসুরুপজহসুরপ্যঘাসুরম্ ॥ ৪১ ॥

মম স্পর্শ-মাত্রাদ্ভবজ্জ্যোতি মাত্রং
বিনশ্যত্যকস্মাত্তমস্তেজসো বা।
ইদং জ্ঞাতবানপ্যবাখ্যাসুর! ত্বং
কথং মাময়াসীরিতীবাহ কৃষ্ণঃ ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। অঙ্গসঙ্ঘাদঙ্গসমূহাৎ বিচ্যুতে তেজসি চণ্ডজ্যোতির্জ্জ্যোতিষি জ্যোতিঃ সূর্য্যতেজসি বহ্নিকণেব ॥ ৪০ ॥

তচ্চিত্রং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদয়ো দেবা যৎকৃত্যং চক্রুস্তদ্বর্ণয়তি—যত্রেত্যাদি গদ্যেন। স্তবেতি স্তব-নিমিত্তায় কৃতো যঃ সংস্তবঃ স্তুতিভূমিস্তস্মিন্ তৌর্য্যত্রিকাদিপ্রসঙ্গস্তস্য সৃষ্টিভিঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুসারেণ তেষামুপহাসবাক্যং বর্ণয়তি—মমেত্যাদি পদ্যেন। বেতি বাশব্দ ইবার্থে। তেজসঃ স্পর্শাৎ তম ইব অযাসীরাগতবান্ ॥ ৪২ ॥

যেরূপ রাহুমুখ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ সকল সহচরবৃন্দের সহিত যে পথে গমন করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই তাহার মুখ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর হিমালয় হইতে ভাগীরথীর প্রবাহ রাশির মত তাহার উদর হইতে তাহাদের বহির্গমন ঘটিলে, সকলের অজেয় শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ্যোতি, তদীয় অঙ্গ-সমূহ হইতে নির্গত তেজে লীন হইয়া গেল। যেরূপ সূর্য্যের তেজে অগ্নিকণার তেজ মিশাইয়া যায়, সেইরূপ জগন্নিবাসী জনগণ, ঐ তেজ তদীয় শরীরে নিমগ্ন হইতে দেখিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

যথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ, আকাশে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে থাকিয়া স্তব-বাক্যের সহিত নৃত্যগীত বাদ্যাদির সৃষ্টি করিয়া এবং কল্পতরুর পুষ্পস্তবকের বর্ষণ করিয়া, স্তবনীয় ব্রজরাজ-পুত্রকে পূজা, এবং অঘাসুরকে উপহাস করিলেন ॥ ৪১ ॥

হে অঘাসুর! তেজঃসংযোগে যেরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ

অথবা—

সর্ব্বাংস্ত্বং খর্ব্বকোটীঃ পশু-পশুপ-শিশূন্ গ্রস্তবানস্মাং তথাপি
গ্রস্তং নির্ম্মাতুমৈষীরিতি সুখদতয়া প্রাপমন্তস্ত্বদীয়ম্।
সঙ্কোচাদ্‌গন্তুমিচ্ছন্ বহিরথ ভুজগ! প্রাণবর্গস্তবাগা-
স্মন্নির্ব্বন্ধোঽপি মূর্দ্ধ্নঃ স্ফুটনকৃতিতয়া ধিগ্‌গতঃ কিং বিদধ্যাম্॥

ইত্যেবং॥ ৪৩॥

ততশ্চ—তস্মাৎ কলিতগণতয়া তরুনিচয়াদাচিতকাচিত-দিব্যদীদিবিতয়া চাতিচপলং চলিতস্য তস্য কাচনাতিদূরা

হর্ষেণ পক্ষান্তরং বর্ণয়তি—অথবেতি সর্ব্বাংস্ত্বমিতি পদ্যেন। খর্ব্বকোটীরর্থাদসংখ্যান্। ঐষীঃ ইচ্ছাং কৃতবান্। ত্বদীয়মন্তঃ ত্বদ্ধৃদয়ং প্রাপ্তবানহং, সঙ্কোচাত্তব প্রাণবর্গো মুখমুদ্রণাৎ॥ ৪৩॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখিভিঃ সহ যাং লীলাং প্রকটয়ামাস তাং বর্ণয়তি—তস্মাদিত্যাদি গদ্যেন। কলিতং মিলিতং। তরুনিচয়াৎ বৃক্ষসমূহাচ্চিতং গৃহীতং দিব্যং দীদিবি অন্নং যস্য তদ্ভাবতয়া। আয়-তেতি আয়তো যো বনকলাপো বনসমূহস্তস্য পরিমলেন সুগন্ধেন যুক্তা আপো যস্য এবম্ভূতো যঃ

আমার স্পর্শমাত্রে তোমার সমস্ত জ্ঞাতি অকস্মাৎ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা তুমি জানিয়াছিলে, তথাপি তুমি কেন আমার কাছে আসিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ যেন এই কথাই বলিতে লাগিলেন॥ ৪২॥

অথবা তুমি অসংখ্য বৎস এবং বৎসপালক শিশুদিগকে গ্রাস করিয়াছ। তথাপি তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার আমাকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। আমিও এই হেতু সুখ দান করিবার উদ্দেশে তোমার হৃদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তৎপরে সঙ্কোচ হেতু বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমার ভুজঙ্গতুল্য প্রাণবায়ু সকল, বাহিরে আসিয়াছিল। হায়! ধিক্? আমার নির্ব্বন্ধ ও তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল? অতএব আমি কি করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ঐ কথা বলিলেন॥ ৪৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিগণ সম্ভোবাহারে সেই বৃক্ষসমূহ হইতে মনোহর শিক্য-স্থিত অন্ন সংগ্রহ করিয়া অতি চঞ্চলভাবে চলিতে লাগিলেন। গমন কালে আয়ত বন সমূহের সৌরভযুক্ত ও জলপূর্ণ সরোবর, মধ্যপথে বর্ত্তমান থাকাতে কোন

ভূরায়তবনকলাপপরিমলাপসরোবরান্তরতয়া বরাপ্যবরতামাসসাদ।

যামুপসদ্য চ সদ্যঃ সুখাবকসিতমুখপঙ্কজঃ পঙ্কজলোচনঃ স্বং রোচনং বচনগোচরমাচচার ॥ ৪৪ ॥

যথা—

ভাস্বন্মহো যোগবিকাসহৃদ্গত-
প্রভাম্বুজাতং মধুসূদনপ্রভম্।
পশ্যন্তু মিত্রাণি সুজীবনালয়ং
মহন্মনস্তুল্যতরং সরোবরম্ ॥ ৪৫ ॥

সরোবরঃ স এব অন্তরং মধ্যং যস্যাস্তদ্ভাবতয়া বরাপি শ্রেষ্ঠাপি ক্ষুদ্রতাং প্রাপ। যামুপসদ্য যাং ভূমিং প্রাপ্য স্বরোচনং স্বাভিপ্রেতং ॥ ৪৪ ॥

তৎশ্রীকৃষ্ণস্য স্বাভিপ্রেতং বাক্যং বর্ণয়তি—ভাস্বদিত্যাদি পদ্যচতুষ্টয়েন। ভাস্বদিতি সূর্য্যতেজোযোগেন বিকাশো যস্য, হৃদ্গতা রম্যা প্রভা দীপ্তির্য্যস্য এবম্ভূতং পদ্মবৃন্দং যত্র ত মধুসূদনা ভ্রমরাস্তৈঃ প্রভা যস্য। সুজীবনালয়ং সুন্দরজলাশ্রয়ং, মহতাং মনস্তুল্যশ্চরো গতির্যস্য তং ॥ ৪৫ ॥

এক অনির্ব্বচনীয় দূরবর্ত্তী ভূমিখণ্ড মহৎ হইলেও তৎকালে অল্প পরিমাণ যুক্ত হইয়াছিল। যে ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম তৎক্ষণাৎ সুখে বিকসিত হইয়া উঠিল। এবং পরে তিনি নিজের অভিপ্রেত বিষয় বাক্যদ্বারা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

যথা, হে বন্ধুগণ! তোমরা দেখ, কেমন এক সরোবর রহিয়াছে। এই সরোবরে যে সকল পদ্ম আছে, তাহাদের হৃদয়স্থিত প্রভা সূর্য্যতেজঃ স্পর্শে বিকাশ পাইয়াছে। ভ্রমরের সহযোগে ইহার প্রভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরিষ্কার জল ইহাতে বিদ্যমান আছে, এবং পবিত্র মনের মত নির্ম্মল বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

এষা বনালী সরসী তথা মিথো
গুণেন পুষ্টা গুণিতেন সর্ব্বদা।
আদ্যা রসেন দ্বয়পূরণী যতঃ
প্রসূনসৌরভ্যশতেন পুষ্যতে ॥ ৪৬ ॥
স্ফুরতি পুলিনমঞ্জুং কোমলং বালুকাভিঃ
কুসুম-ফল-বন-ক্ষ্মাপ্রাবৃতং সূক্ষ্মদূর্ব্বম্।
যদিহ মৃগজনানাং বৃক্ষলক্ষালয়ানা-
মুপবিমলজলান্তং ভাতি শয্যায়মানম্ ॥ ৪৭ ॥
"অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দ্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥" ৪৮॥

তত্র বনশ্রেণ্যাঃ সরস্যাশ্চ সৌগন্ধ্যং বর্ণয়তি—এষেতি পদ্যেন। আদ্যা বনালী রসেন মাধুর্য্যেণ দ্বয়পূরণী নেত্রঘ্রাণৌ পূরয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র পুলিনং বর্ণয়তি—স্ফুরতীতি পদ্যেন। কুসুমেতি, কুসুমঞ্চ ফলঞ্চ বনং জলঞ্চ তৈর্যুক্তা যা ক্ষ্মা ভূমিস্তয়া প্রাবৃতং যৎ পুলিনং। উপবিমলজলান্তং উপ সমীপে বিমলজলস্য অন্তঃ সীমা যত্র তৎ ॥ ৪৭ ॥

অত্রেতি সুগমং ॥ ৪৮ ॥

এই বনশ্রেণী এবং সরসী অর্থাৎ সরোবর, পরস্পর প্রশস্ত বা সমধিকগুণে সর্ব্বদাই পরিপুষ্ট হইয়া আছে। তন্মধ্যে প্রথম বনশ্রেণী পুষ্পরাশির শত শত সৌরভে পরিপুষ্ট এবং দ্বিতীয়া সরসীরস অর্থাৎ জল কিম্বা মধুরাদি নানারসে পরিপুষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

দেখ, এই স্থানে কেমন নির্ম্মল পুলিন শোভা পাইতেছে। বালুকারাশি দ্বারা কেমন কোমল হইয়াছে। পুষ্প, ফল এবং জল সংযুক্ত ভূমি দ্বারা এই পুলিন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দূর্ব্বা সকল শোভা পাইতেছে। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষরূপ গৃহের সমীপে নির্ম্মল জল যেন সীমার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই স্থান পশুগণের শয্যারূপে যেন বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

আমরা এই মহৎ পুলিনে দিবসে আহার সম্পাদন করিব, কারণ বেলা অনেক

অথ সমং ভূমিস্থিতিং সংযুজ্য ভোজনজননার্থং রচিতমজ্জনেষু কৃতমিথঃসজ্জনেষু তেষু সুহৃজ্জনেষু প্রথমতস্তাবদেবং জাতম্ ॥৪৯

কৃষ্ণং মধ্যে লব্ধবন্তঃ সখায়ঃ
সর্ব্বং তত্তদ্বিস্মরন্তঃ স্ব-দুঃখম্।
তৎকান্তীনাং সন্ততং পাতুকামা-
স্তস্থুর্যদ্বৎ পূর্ণচন্দ্রং চকোরাঃ ॥ ৫০ ॥

ততশ্চ—

তৎপালনতৃষ্ণেন কৃষ্ণেন যত্নেন যোজিতভোজনেষু সবয়োজনেষু কাচিদন্যা শোভাধন্যাং তাং বন্যাং শোভয়ামাস ॥৫১॥

তদেবং ভোজনস্থাননির্ণয়ানন্তরং তেষাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। সমং ভূমিস্থিতিং সমা ভূমির্যস্যামিত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ সজ্জনং সঙ্গঃ ॥ ৪৯ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগং বর্ণয়তি—কৃষ্ণমিত্যাদিপদ্যেন। স্বদুঃখমঘমুখপ্রবেশাদিকং, তৎকান্তীনাং কৃষ্ণাঙ্গশোভানাং ॥ ৫০ ॥

তত্র সর্ব্বেষাং তেষাং তুল্যসুখদানার্থং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। তৎ তেষাং সখীনাং, বন্যাং বনসমূহং ॥ ৫১ ॥

হইয়াছে। এবং এই সকল ক্ষুধার্ত্ত বৎসগণ নিকটে জলপান করিয়া ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করিতে থাকুক ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই সকল বন্ধুগণ সমান ভূমিতে খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া ভোজন করিবার জন্য জলমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার পরস্পর একত্র মিলিত হইলে, প্রথমে এইরূপ ঘটিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

যথা—সেই সকল সখা শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে লাভ করিয়া তত্তৎ সমস্ত আত্মদুঃখ ভুলিয়া গেল। পরে চকোরগণ যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সুধা পান করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তাহারা সকলে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাপটল পান করিতে বাসনা করিয়া অবস্থান করিয়া রহিল ॥ ৫০ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বৎসদিগকে পালন করিবেন বলিয়া সতৃষ্ণভাবে সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিভক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে অন্য কোন এক প্রকার প্রশংসনীয় শোভা, সেই বনভূমি সুশোভিত করিল ॥ ৫১ ॥

যথা—

অন্তরান্তরমিলদ্বলয়ানাং বল্লু বাল্যবয়সামধিমধ্যম্।
সর্ব্বতোঽভিমুখতাং হরিরাগাল্লীলয়া ভ্রমদপূর্ব্বনটাভঃ ॥৫২॥
বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গ-বেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মস্থণকবলং ব্যঞ্জনান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে প্রিয়সবয়সাং হাসয়ন্ হাসিতৈস্তে-
র্দিব্যে লোকে কলয়তি মুদা ভুক্তবান্ বালকৃষ্ণঃ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং পরমোৎসবরতেষু তেষু বৎসাঃ কচ্ছদেশাদনচ্ছ-তার্ণপ্রদেশং প্রবিশ্য প্রচ্ছন্না বভূবুঃ।

প্রচ্ছন্নেষু চ তেষু বিচ্ছিন্নভোজনরতীন্মিত্রততীঃ স্বস্থয়ন্

তেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য যা শোভা জাতা তাং বর্ণয়তি—অন্তরেত্যাদিপদ্যদ্বয়েন। অন্তরান্তরেতি পৃথক্ পৃথগ্রূপেণ মিলন্ বলয়ো বেষ্টনং যেষাং তেষাং অধিমধ্যং মধ্যমধিকৃত্য। ভ্রমদিতি, ভ্রমন্ যোঽপূর্ব্ব আশ্চর্য্যনটঃ স ইব আভা দীপ্তিরস্য স যথা অতিবেগেন সর্ব্বমুখতাং যাতি ॥ ৫২ ॥

তত্র ভোজনলীলাং শ্রীভাগবতীয়পদ্যসদৃশেন পদ্যেন ব্যঞ্জয়তি বিভ্রদিত্যাদিনা। দিব্যে লোকে দেবগণে দর্শনং কুর্ব্বতি সতি ॥ ৫৩ ॥

অধুনা ব্রহ্মমোহনাদিপ্রসঙ্গং বর্ণয়িতুং তত্র কারণমুত্থাপয়তি— তদেবমিত্যাদি-গদ্যেন। কচ্ছ-দেশাৎ নদীকূলাৎ অনচ্ছতার্ণপ্রদেশং অনচ্ছানি গহ্বরাণি তৃণবৃন্দানি যত্র তং প্রদেশং। বিচ্ছিন্নেতি

যথা—সমবয়স্ক শিশুগণ মনোহর বাল্যকাল লাভ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেষ্টন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রমণশীল অপূর্ব্ব নটের মত সকল দিকেই সমান মুখ রাখিয়া খেলা করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বালক শ্রীকৃষ্ণ জঠর বেষ্টিত বসনের মধ্যে বেণু, এবং কক্ষদেশে শৃঙ্গ ও বেত্র ধারণ করিয়া বামহস্তে মস্থণ খাদ্যগ্রাস স্থাপন করত সমস্ত অঙ্গুলির ছিদ্রমধ্যে ব্যঞ্জন সকল লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুগণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হাসাইতেছেন এবং বন্ধুগণও তাঁহাকে হাসাইলে পর সহর্ষে ভোজন করিতেছেন, দেবগণ ভগবানের এই বাল্যভোজন লীলা দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব এই প্রকারে সেই সকল সহচরগণ, পরম উৎসবে রত হইলে, বৎসগণ পুলিন হইতে গিয়া তৃণসমূহ যুক্ত আবিল প্রদেশে প্রবেশ করত লুক্কায়িত

তদবস্থ এব স্বয়ং নীরন্ধ্রবনাবনীধ্র-মধ্যমধ্যাসিতানবীধ্রদুর্গমার্গান্ বিচিত্য কৃতকৃত্যতারাহিত্যং প্রতীত্য চ নিবৃত্য তত্র চ মিত্র-বর্গানপরিচিত্য বৈচিত্ত্যবশাদুভয়ানপি সভয়ান্ মত্বা বিচিকিৎসন্ বিচিকায়, কায়-ক্লেশতঃ কেশবঃ সোঽয়ং কিন্তয়া চিন্তয়ামাস চ ॥ ৫৪ ॥

অহো মাতৄণাং যচ্ছিশুকুলমসুভ্যোঽপি দয়িতং
স্থিতিং বৎসত্বেন প্রসজতি তথা বৎসপতয়া।
তদেতন্মৎপ্রাণপ্রতিকৃতি-শরীরং ক্ব নু গতং
যদর্থং দুষ্টাহের্জঠরমবিশং হা! বিষময়ম্ ॥ ৫৫ ॥

বিচ্ছিন্না ভোজনে রতির্যাসাং তাঃ, স্বস্থয়ন্ স্বস্থং কুর্ব্বন্, তদবস্থঃ বিভ্রদ্বেণুমিত্যাদিলক্ষণাক্রান্তঃ, নীরন্ধ্রেতি নিশ্ছিদ্রং গহনং বনঞ্চ অবনীধ্রঃ পর্ব্বতঃ তয়োর্ম্মধ্যং, বীধ্রদুর্গমাগ্রান্ বীধ্রং জলং প্রতীত্য বিবুধ্য তত্র চ পুলিনে অপরিচিত্য ন দৃষ্ট্বা সভয়ান্ ত্রাসেন সহ বর্ত্তমানান্ বিচিকিৎসন্ সংশয়ং কুর্ব্বন্ বিচিকায় অন্বেষয়ামাস, কিন্তয়া ইদং কিম্ভূতমিতি ॥ ৫৪ ॥

তেনাপি তত্র সখীনাং বৎসানাঞ্চাপ্রাপ্ত্যা শ্রীকৃষ্ণো যথা চিন্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদি-পদ্যেন। অহো ইতি খেদে। অসুভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ। শিশুকুলং পরিচায়য়তি বৎসত্বেন বৎসবৎসপতয়া চ শিশুকুলং স্থিতিং প্রসজতি। তৎশিশুকুলং মমপ্রাণপ্রতিকৃতিরেব শরীরং যস্য তৎ দুষ্টাহেরঘস্য ॥৫৫

হইয়া গেল। বৎসগণ প্রচ্ছন্ন হইলে বন্ধুগণের ভোজনানন্দও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তিনি ঐ সকল বন্ধুকে সুস্থ করিয়া, শৃঙ্গ বেত্রাদি ধারণ করিয়াই, স্বয়ং নিবিড় বন-ব্যাপ্ত পর্ব্বতের মধ্যস্থিত জলদুর্গ সকল অন্বেষণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তথায় বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিয়া, চিত্তের ব্যাকুলতা হেতু উভয় পক্ষই ভয়াকুল ভাবিয়া সংশয় পূর্ব্বক ঐ শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিলেন, এবং কায়ক্লেশে 'ইহা কি ঘটিয়াছে' এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

আহা! এই শিশুকুল জননীদিগের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। ইহারা বৎস এবং বৎসপালক ভাবে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের শরীর, আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। হায়! আমি যাহাদের জন্য দুষ্ট অঘাসুরের বিষপূর্ণ উদরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই শিশুগণ কোথায় গেল? ॥ ৫৫ ॥

তদেতদগুণ-গুণগণনিধানস্য তস্য নিরবধানমপি ন চিত্র-মধ্যস্যতি।

এষ হি প্রেমময়লীলাবেশ-বশ্যতামাপন্নঃ কদাচিদবশ্যং পশ্যন্নপ্যপশ্যন্নিব ভবতি। তদা হি সদ্য এবেদং প্রত্যপদ্যত। আং ব্রহ্মণঃ খল্বিদং কর্ম্ম। মম পুনরেতাবন্তং কালং সংজজ্ঞন্য-মানসখি-সঙ্ঘ-প্রণয়াসঙ্গ-বশাল্লঙ্ঘিতজ্ঞানতয়া ন তদনুসন্ধানং জাতম্। নচ তেন বিরোধিতয়েদমাচরিতম্। কিন্তু ময়ি প্রেমস্থেমসংহিতস্য তস্য ব্রজহিতস্য সম্প্রতি মদ্বৈভবং প্রতি বিশেষবীক্ষাপ্রতীক্ষ্যাজাতেত্যেবমেবাচরিতম্। যত এব খলু মায়া-বৈভবতস্তদনন্যস্থানস্থিতম্মন্যমেবান্যত্র বন্যভূমাবাকৃষ্য পুন-

নন্ সর্ব্বেষাং মায়াপহস্তুর্ম্মায়াধীশস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রহ্মমায়ামোহিতত্বে মহান্ বিরোধ আপদ্যেত ইতি বিভাব্য তৎসমাধানায় শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং বর্ণয়িতং প্রক্রমতে তদেত্যাদি মহাগদ্যেন। গুণেতি বিশেষগুণসমূহাশ্রয়স্য। অধ্যস্যতি অধিগচ্ছতি। অবশ্যং সর্ব্বথা বর্ত্তব্যং। আং জ্ঞাতং। সঞ্জজ্ঞন্যেতি, অতিশয়েন মিলিতো যঃ সখিসমূহস্তস্য প্রণয়েণ যোঽঙ্গসঙ্গস্তস্য বশাৎ লঙ্ঘিতজ্ঞানতয়া পরিত্যক্তবোধত্বেন বিরোধিতয়া সর্ব্বজ্ঞস্য মমাঙ্গবদাচরিতত্বদর্শনায় প্রেমস্থেমসংহিতস্য প্রেম-স্থিরতামিলিতস্য। বিশেষেতি বিশেষদর্শনপৌনঃপুন্যং। তদনন্যেতি আত্মানং তৎস্থানস্থিতং

অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রধান গুণসমূহের আধার হইলেও, তাঁহার এইরূপ অসাবধানতাও কি আশ্চর্য্য ভাব প্রাপ্ত হইল না? এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রেমপূর্ণ লীলাবেশের অধীনতা প্রাপ্ত হইয়া একদা কর্ত্তব্য বিষয় দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এইরূপ জানিতে পারি-লেন। হাঁ, আমার স্মরণ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই ব্রহ্মার কার্য্য। আর আমি এতকাল পুনঃ পুনঃ সম্মীলিত বন্ধুগণের প্রণয়ে আসক্ত থাকায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ছিলাম, এই কারণে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। এবং ব্রহ্মাও বিরুদ্ধ ভাবিয়া এই কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তিনি ব্রজের হিতৈষী বলিয়া আমার প্রতি তাঁহার যে স্থিরতর প্রেম আছে, এই হেতু সম্প্রতি আমার বৈভব বিশেষের দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যাদৃশ

স্তত্রৈব পুলিনে প্রতিকৃষ্য তত্তদ্বৃন্দমনেনাগোপায়ি। ততো ন বিরোধিবুদ্ধিরসৌ। বিরোধিষু মদ্বুদ্ধিবীর্য্যয়োর্নিদ্রাগমেঽপি জাগরুকতাকলিতা। ততো বয়ং ভক্তে তস্মিন্নর্ম্মকর্ম্মঠতামেব ঘটয়িষ্যামঃ। তত্র চ প্রায়ঃ শ্রীমৎপিতৃচরণাভিপ্রায়ময়তয়া যা মম যোগমায়া সাহায্যমায়াতি,যদি তামেব সম্প্রতি চাবলম্বেয়, তদা স্বয়মেব তত্তদ্রূপতাং লভেয়, নান্যদ্ধি মদ্ধিতানাং তেষাং সাম্যং ভজেদিতি।

যেন চ শতানন্দস্য ব্রজানন্দস্য চ মন্দতা মন্দতাং বিন্দেত। তদেবং চিন্তয়ন্নেব সহ সুহৃল্লোকশোকং চিন্তয়ামাস—হন্ত! হন্ত! কথং তান্ মাং বিনা তান্ তান্ বিনা সময়ং গময়িষ্যামীতি॥ ৫৬॥

মন্যতে ইতি অনেন ব্রহ্মণা গোপিতং বিরোধিষু ব্রহ্মণো বিরোধবিষয়েষু যতস্তেন তেষামপহরণাৎ নিদ্রাগমে নিদ্রায়া আগমনেঽপি তস্মিন্ ব্রহ্মণি। ময়তয়েত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্, তাং যোগমায়াং মদ্ধিতানাং মত্তো হিতং পোষণং যেষাং স্বরূপশক্তিবিলসিতানামিত্যর্থঃ। মন্দতা মৃদুতা অমন্দতামুৎকৃষ্টত্বং॥ ৫৬॥

মায়া বিভবে আমি কখন ভাবি নাই যে, আমি অন্যস্থানে আছি। এই হেতু আমাকে এই বনভূমিতেই আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই পুলিনেই প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বৎস এবং ব্রজশিশুদিগকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মার বুদ্ধি বিরুদ্ধ নহে। কারণ, নিদ্রার আবির্ভাব হইলেও আমার বুদ্ধি এবং বল যে জাগরুক তাহা তিনি অবগত হইয়াছেন। অতএব আমরা সেই ভক্তের উপর বাল্যকার্য্যেরই নিপুণতা ঘটাইব। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পিতৃদেবের সেইরূপ প্রচুর অভিপ্রায় থাকাতে যে যোগমায়া প্রায়ই সাহায্য করিয়া থাকেন। যদি আমি সম্প্রতি সেই যোগমায়াকে অবলম্বন করি তাহা হইলে নিজেই সেই সেই রূপ ধারণ করিতে পারিব। এরূপ হইলে নিশ্চয়ই অন্য কোন বস্তুই আমার হিতৈষী হইয়া সেই সকল বৎসপালকদিগের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না। ইহাতে ব্রহ্মা এবং ব্রজবাসীদিগের আনন্দের যে অল্পতা ও আধিক্য পাইতে পারে। এইরূপ

ততশ্চ—

যস্য যস্য চ শুচা গুণরূপং
চিন্তয়ন্নভজত স্বতয়াথ।
তস্য সুষ্ঠু ধৃতভেদতয়াঽসৌ
জজ্ঞিবান্ প্রযতনং ব্যতিরিচ্য ॥ ৫৭ ॥

ইতি তথানুসন্ধায় স্বতস্তত্তদ্বাল-বৎসাদি-রূপাণি সন্ধায় সর্ব্বসমাধাননির্ব্বন্ধায় দিনান্তরবদেব ব্রজাগমনদেবনেন গেহং গেহং প্রবেশমাসীনস্তাং সন্ধ্যামবন্ধ্যাং চকার ॥ ৫৮ ॥

তন্মাতরস্তু দিনান্তরাদপ্যন্তরঙ্গতরমানন্দং বিন্দন্তি স্ম॥ ৫৯ ॥

অধুনা তস্য ফলিতং বর্ণয়তি—যস্যেত্যাদিপদ্যেন। স্বতয়া স্বস্য ভাবেন ॥ ৫৭ ॥

তদেবং নিশ্চয়ানন্তরং শ্রীকৃষ্ণো যদাচচার তদ্বর্ণয়তি—ইতীত্যাদিগদ্যেন। দেবনং ক্রীড়নং ॥ ৫৮ ॥

তত্র প্রথমং তন্মাতৄণাং মোহনং বর্ণয়তি তন্মাতরস্ত্বিত্যাদি গদ্যেন। অন্তরঙ্গতরং স্বসম্পর্কীয়সুখাতিশয়ং ॥ ৫৯ ॥

চিন্তা করিয়াই তিনি সেই সঙ্গে বন্ধুলোকের শোকের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! হায়! কিরূপে সেই সকল বন্ধুগণ, তাহাদিগকে এবং আমাকে না পাইয়া সময় যাপন করিবে, এবং আমিই বা কিরূপে তত্তৎ বন্ধুদিগকে না পাইয়া সময় যাপন করিব ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর তিনি স্বকীয়ভাবে শোকাকুল হইয়া চিন্তা করিতে করিতে যে যে সখা ও বৎসের গুণ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা বিনা যত্নে সেই সেই ব্যক্তির সহিত অভিন্ন, সুন্দর ভাবে সেইরূপই হইয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্বতই সেই সেই বালক এবং বৎসাদির রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত সমাধান করিবার প্রত্যাশায় ঠিক অন্য দিবসের মতই, ব্রজাগমন ক্রীড়া করিয়া, প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই জননীকে সমান ভাবে বন্দনা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তাঁহাদের মাতৃগণ, অন্য দিবস অপেক্ষা হৃদয়ের অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

তথাহি ;—

সুতে গোপেশ্বর্য্যা নিজ-নিজ-সুতপ্রত্যয়মুদা

তথা তন্মিত্রত্বস্ফুরণসুখ-লক্ষ্ম্যা দ্বিগুণিতম্‌।

পুরাবদ্‌বাৎসল্যং ব্রজপুর-পুরন্ধ্রীর্বিদধতী-

স্তদীয়া সংসিদ্ধির্যদধিনুত তদ্ভাতি তদিব ॥ ৬০ ॥

যদ্যপ্যেকস্বরূপা ব্রজ-নৃপতিসুতস্যাপরে বালবৎসা

জাতাস্তর্হ্যপ্যমী তৎপ্রতিমপদমধুস্তত্র নেত্যেব যুক্তং।

তদ্রূপং তদ্‌গুণালিস্তদমিতবিহৃতিশ্চাশ্রয়ঃ খল্বমীষাম্‌

তস্যাপি স্বস্য চিত্রস্থিতিকৃদিতি যতস্তত্র তত্রাভ্যধায়ি॥৬১॥

তন্মোহনং কার্য্যেণাপি নির্দ্দিশতি সুতে ইত্যাদি পদ্যেন। তন্মিত্রেতি শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিসুখসম্পত্ত্যা ব্রজপুরন্ধ্রীরিতি হেতুকর্ম্ম। তদীয়া বাৎসল্যসম্বন্ধিনী সংসিদ্ধিঃ। প্রেমাতিশয়ং। তদিবেতি "রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিবে"তিবৎ প্রয়োগঃ ॥ ৬০ ॥

তাসামপি মোহনে কারণং বর্ণয়তি যদ্যপীত্যাদি পদ্যেন। তৎপ্রতিমপদং কৃষ্ণসদৃশস্বরূপং। নেতি। কিন্তু স এবেতি যুক্তং, তত্র তত্র শ্রীভাগবতাদৌ রসামৃতসিন্ধৌ চ ॥ ৬১ ॥

দেখ, পুত্রের উপর গোপেশ্বরীর পূর্ব্বে যে বাৎসল্য ভাব ছিল, সেই আনন্দ এবং নিজ নিজ পুত্রকে "ইহারা শ্রীকৃষ্ণের মিত্র" এইরূপ সুখ-শোভাদ্বারা তাহা দ্বিগুণ হইয়াছিল। এবং যখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবেই কৃষ্ণ তুল্যসম্ভূত পুত্রাদিকে নিজ নিজ পুত্রাদিরূপে অবগত হইয়াছিল। সুতরাং বাৎসল্যভাব উত্তর কালেও ঠিক্‌ পূর্ব্বের মত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

যদ্যপি অপর বালক এবং বৎসগণ ব্রজরাজ তনয়ের একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, তাহা হইলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ ধারণ করিতে পারে নাই, এই কথা বলাই উপযুক্ত। কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি এবং হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেইরূপ সেই গুণ সমূহ, সেই অপরিমিত বিহারকে, নিশ্চয়ই ঐ সকল বৎস এবং বৎস পালকগণ অবলম্বন করিয়া আছেন, এবং তাহাতে তাঁহারও নিজের বিচিত্র মর্য্যাদা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

তদেবং হানপ্রায়স্য তস্য হায়নস্য পূরণায় পঞ্চষাণ্যহানি যদা হীনানি তদা তু কৃষ্ণবিষয়ক-স্নেহজাতীয়মনু স্বপরতৎপরতায়াস্তেষু বালাদিষু সম্যগবগম্যমানতয়া রামোঽপি বিস্মিত্য তেন সহ প্রশ্নোত্তরে বিনিময্য বিনিশ্চিত্য চ স্থিতবান্, কিন্তু তেষাং সখীনামখিলানাং বিপ্রলম্ভলম্ভিতকষ্টেন নিজানুজে রুষ্টতয়া পঞ্চষাণ্যহানি তেন সহ বনং নাভিজগাম। ব্রহ্মা তু তত্র গুপ্তমাগতঃ শ্রীকৃষ্ণেন তর্কিতে স্ম ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

যথা ;—

(ক)　আগচ্ছেত্যুপযাতি পশ্যতি পুরঃ পশ্চাত্তথা পার্শ্বতঃ।
স্বাত্মানং পরিতঃ স্তৃণোত্যনুপদং সম্ভ্রাম্যতি ভ্রাময়তি।

অথ শ্রীরামস্য [illegible] তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। হানপ্রায়স্য গতপ্রায়স্য। তেন শ্রীকৃষ্ণেন। নাভিজগাম ন গতবান্ "হৃগতৌ ধাতুঃ" ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণং মোহয়িতুং প্রবৃত্তস্য ব্রহ্মণোঽপি মহামোহনং জাতং তদেব বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—ব্রহ্মেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬২　৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণো যথা তং তর্কিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—আগচ্ছেতীত্যাদি পদ্যেন। স্তৃণোতি আচ্ছাদয়তি

অতএব এই প্রকারে যখন এক বৎসর কাল গত প্রায় হইল, এবং যখন এক বৎসর পরিপূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন কৃষ্ণ বিষয়ক স্নেহ প্রকার লক্ষ্য করিয়া, এবং ঐ স্নেহ ঐ সকল বালকাদির বিরাজমান আছে, ইহা আত্মীয় এবং পরে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া বলরামেরও বিস্ময় জন্মিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রশ্ন এবং উত্তর বিনিময় করিয়া, অবশেষে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সকল সহচরগণের বিয়োগ জনিত কষ্টে, নিজ কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ ছয় দিন, তাঁহার সহিত বনে গমন করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মা সেই স্থানে গোপনে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

যথা :—এই ব্রহ্মাই তস্কর, যে হেতু চারিদিকে মুখ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(ক)　"আগচ্ছেত্যুপযাতি" ইত্যত্র "যস্মাদেতি পরৈতি" ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

লৌপ্ত্রা লোপ্ত্রসবৎসবৎসপ-গণং * সন্দিগ্ধমালোকয়-
ত্যেষ প্রত্যবভাতি স প্রতিদিশং বক্ত্রং দধৎ স্তেনকঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ ব্রহ্মা তেষামর্ব্বাচীনানাং প্রাচীনানাং চ বালাদীনাং রূপাদিভিঃ পরস্পরভেদমাকলয্য চেতসাশ্চর্য্যমাচর্য্য চার্ব্বাচঃ পরিবিন্দন্ সর্ব্বতোঽপ্যতিদৃষ্টমহিষ্ঠতা ভূয়িষ্ঠান্ দৃষ্টবান্ ॥৬৫॥

ব্রহ্মাণং পশ্যতি শ্রীদামাদি-মিত্রে তু স্বমিত্রাণামেবানয়নেচ্ছা জাতেতি যদৃচ্ছয়া তদন্বেষণাবস্থা প্রাদুর্ভূতা সাম্প্রতিকাশ্চান্যন্তর্ভূতাঃ ॥ ৬৬ ॥

সংক্রামতি বিভেতি। লোপ্ত্রা লোভান্বিতঃ লোপ্ত্রবৎসবৎসপগণঃ চৌর্য্যধনরূপসবৎসবৎসপসমূহং। এষ ব্রহ্মা। স্তেনকস্তস্করঃ ॥ ৬৪ ॥

তস্য মোহনপ্রকারঃ বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। পরিবিন্দন্ লভমানঃ। অতিদৃষ্টেতি সর্ব্বেভ্যোঽপি অতিশয়েন দৃষ্টা যা মহিষ্ঠতা তয়া ভূয়িষ্ঠান্ ॥ ৬৫ ॥

তদাতু শ্রীকৃষ্ণস্তস্য মোহনবৈশিষ্ট্যায় পূর্ব্ববৎ সখ্যাদীনামন্বেষণং যথা চকার তদ্বর্ণয়তি—ব্রহ্মাণমিত্যাদি গদ্যেন। সাম্প্রতিকাঃ স্বরূপশক্তিবিলাসাঃ ॥ ৬৬ ॥

আমি নিশ্চয়ই ইহাঁকে ব্রহ্মা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। এই ব্যক্তি আসিতেছে আবার যাইতেছে সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং পার্শ্ব ভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছে। আপনাকে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিতেছে, প্রতিক্ষণে ভীত হইতেছে এবং ভ্রমন করিতেছে, লোভী হইয়া চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন সমূহের মত বৎস এবং বৎসপালদিগকে সন্দিগ্ধভাবে দর্শন করিতেছেন্ (ইহাইত চোরের চিহ্ন) ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা ঐ সকল ক্ষুদ্র এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বালক প্রভৃতির রূপ গুণাদি দ্বারা পরস্পরের অভেদ জানিতে পারিয়া মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এবং ক্ষুদ্রদিগকে লাভ করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মহত্ত্ব গুণ যুক্ত ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিলেন ॥৬৫॥

শ্রীদাম প্রভৃতি মিত্রগণ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে, মিত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার স্বকীয় ইচ্ছা হইয়াছিল। এই কারণে যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিবার অবস্থা আবির্ভূত হয়। এবং তদানীন্তন স্বরূপ শক্তির বিলাস সকল অন্তর্ভূত হইয়া গেল ॥ ৬৬ ॥

* সন্দিগ্ধং ইত্যতঃ—"আলোকয়তে, তস্মান্মে প্রতিভাত্যসাবম্বুদিশং" ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ

তদেবং নানা-বৈভবতঃ (ক) কমলভবস্য ত্রপুতয়ানুতপ্ততয়া চ যা রচিতাবাচীনতা সা স্বয়ং প্রণামায় পরিণমতি স্ম ॥ ৬৭ ॥

তত্র চ ;—

একমেকমধঃকৃত্বা মুখং তত্র চতুর্ম্মুখঃ।
নমন্নন্যমুখস্যোর্দ্ধীভাবাৎ পূর্ত্তিং জগাম ন ॥ ৬৮ ॥

যদ্যপি ন নমন্মুমুদে, বিধিরেকাস্যানবাগ্‌ভাবাৎ।
তদপি হরের্ম্মুখচন্দ্রা,-লোকালোপান্মুদং লেভে ॥ ৬৯ ॥

ততো ভয়াতিশয়েন ব্যগ্রো ব্রহ্মা তদপরাধক্ষমাপণায় যথাচচার তদ্বর্ণয়তি— তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। ত্রপুতয়া লজ্জাপুতয়া, অনুতপ্ততয়া অনুতপ্তত্বেন চ, অবাচীনতা নম্রতা ॥ ৬৭ ॥

অপরাধক্ষমাপণায় প্রণামস্যাপর্য্যাপ্তিং বর্ণয়তি—একমেকেতি পদ্যেন। তত্র প্রণামে ॥ ৬৮ ॥

তস্যৈকস্য মুখস্যাপূর্দ্ধীভাবেঽপি সুখমেব জাতং তৎপ্রকারং বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদি পদ্যেন। অনবাগ্‌ভাবাৎ উর্দ্ধীভাবাৎ, মুখেতি মুখচন্দ্রদর্শনাবিচ্ছেদাৎ ॥ ৬৯ ॥

অতএব এইরূপে নানাবিধ বৈভব দর্শন করিয়া কমল-যোনি ব্রহ্মার লজ্জা এবং অনুতাপ জন্মে, এবং তাহাতেই তাঁহার মনে নম্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই নম্রতা স্বয়ং প্রণামের উদ্দেশে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

সেই প্রণাম কালে চতুর্ম্মুখ এক এক মুখ অবনত করিয়া তথায় প্রণাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্য মুখ উর্দ্ধ হইয়া থাকাতে তিনি পূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৬৮ ॥

যদ্যপি বিধাতা একমুখ উর্দ্ধ হওয়াতে প্রণাম করিয়া প্রমুদিত হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু উর্দ্ধমুখ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ চন্দ্র দর্শনের বিচ্ছেদ না ঘটাতে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

(ক) নানা-বৈভবমনুভবতঃ। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

অথাপকৃষ্টম্মন্যঃ সন্ননন্যগতিতয়া সুমেধা বেধাঃ স্তবকেনেব স্তবকেনেষ্টবাংশ্চ কৃষ্ণম্। যত্র চ চতুর্ভির্বক্ত্রৈরানুবান ইব নুবন্নসৌ সর্ব্বমহানপি যৎকিঞ্চিদ্‌গোকুলানুগতানুগতিমেব প্রতি নিজানুমতিমাততান ॥ ৭০ ॥

যথা চাহ স্ম—

"তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥" ইতি ॥ ৭১ ॥

ততোঽপরাধভঞ্জনায় স্তুতিবৃন্দঙ্কারেতি বর্ণয়তি—অথেত্যাদিনা। স্তবকেন পুষ্পগুচ্ছেনেব স্তবেন? যত্র চ যজনে আনুবান ইব একদা চতুর্ভির্মুখৈঃ স্তুবন্নিব সর্ব্বমহান্ লোকেশত্বাৎ, গোকুলেতি ব্রজবাসিজনানুগতিমাত্রং প্রতি ॥ ৭০ ॥

তত্র প্রমাণত্বায় শ্রীভাগবতীয়পদ্যমুত্থাপয়তি—তদ্ভূরীতি ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সুমেধা বিধাতা আপনাকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া, পুষ্প স্তবকের মত স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। যে পূজার স্তবকারী ব্যক্তির মত, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেও তিনি চারি মুখ দ্বারা স্তব করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ব্রজবাসিজনগণের অনুগতির প্রতি নিজের অনুমতি বিস্তার করিলেন ॥ ৭০ ॥

এই বিষয়ে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের বচন বলিতে লাগিলেন। এই গোকুলের ভূমিতে যদি কোনও নিকৃষ্ট জন্ম ঘটে, তাহাও সম্পূর্ণ ভাগ্যের কথা। আর কারণ ঐ স্থান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া আছে, সুতরাং ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে আমিও ঐ ধূলিতে অভিষিক্ত হইব। অপিচ, ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের অখিল জীবন স্বরূপ। অদ্যাপি যাঁহার পদে পথের ধূলি, সমস্ত বেদগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

তদেবং ব্রজমহিমহিমকর-কর-নিকরজড়ীভূতা বয়ং নোপপত্তিপ্রত্যাসত্তিং লভামহ ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৭২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—

অথ শ্রীমদ্‌ব্রজযুবরাজেন তত্র কিমুক্তম্‌? মধুকণ্ঠঃ সস্মিতমুবাচ ;— ॥ ৭৩ ॥

ন কিমপি ; কিন্তু তত্র স্তুতিসময়ে তাবৎ ॥
গোবিন্দঃ স্মিতমতনোৎ স্তুবানমেনং
দৃষ্ট্বা যৎ কিমপি দদর্শ তত্র চিত্রম্‌।
একস্মিন্‌ বদতি চতুর্ম্মুখে হি তস্মিং-
শ্চত্বারো দধতি রুতীরিতিভ্রমঃ স্যাৎ ॥ ৭৪ ॥

এবং স্তুবানামেকদেশং বর্ণয়ন্‌ মধুকণ্ঠঃ সর্ব্বং স্তুতিবৃন্দং বর্ণয়িতুম্‌ শক্তো যথাবদশক্তত্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। ব্রজমহিমৈব ব্রজমহিমৈব চন্দ্রঃ তস্য কিরণসমূহৈর্জড়ীভূতাঃ। উপপত্তি—প্রত্যাসত্তিং সিদ্ধান্তনৈকট্যং ॥ ৭২ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭৩ ॥

স্তুতিসময়ে শ্রীকৃষ্ণো, ব্রহ্মণো যদেকমাশ্চর্য্যমদর্শয়ত্তদ্বর্ণয়তি *গোবিন্দ ইত্যাদিপদ্যেন।* *স্মিতং* মন্দহাস্যং তত্র স্তুতিসময়ে একস্মিন্নিতি চতুর্ণাং মুখানাং মধ্যে একস্মিন্‌ মুখে বদতি সতি চত্বারো রুতীঃ শব্দান্‌ দধতীতি সম্ভ্রমঃ স্যাৎ, রুতীরীত্যত্র শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতিবৎ সমাসঃ সোঢ়ব্যঃ, ইদং পদ্যং গ্রন্থান্তরে দৃশ্যং ॥ ৭৪ ॥

অতএব এই প্রকারে আমরা ব্রজের মাহাত্ম্য রূপ চন্দ্র কিরণ স্পর্শে জড়ীভূত হইয়া সিদ্ধান্তপথে উত্তীর্ণ হইতে পারি না। অতএব আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই ॥ ৭২ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিল, তৎপরে শ্রীমান্‌ ব্রজরাজতনয়, তথায় কি বলিয়াছিলেন? মধুকণ্ঠ সস্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

সেই স্তবকালে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে স্তব করিতে দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিয়াছিলেন। এবং কোন এক অপূর্ব্ব চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার

স্তুত্যন্তরকালতস্তু ;—

বয়ং গোপাশ্চার্থবন্তো ব্রহ্মা চ ত্বমনর্থবান্।
ক্রমস্ত্বাং কিমিতীবায়মবদন্ স্মিতমাতনোৎ ॥ ৭৫ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—পরিসেধত্যপি বেধসি কিং কিঞ্চিদপ্যুক্তম্ ॥ ৭৬ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ;—তৎ-পর্য্যবসানে (ক) খলু নিজরূপরূপতয়া সর্ব্বপর্য্যাপ্তিমদ্ভিরপি পশ্চাদাবিভূর্তবদ্ভির্ব্বালাদিভিঃ পরিতোষপোষমসম্যমানঃ স ধন্যঃ স্বজনপ্রেমজিতঃ শ্রীমানজিতস্তান্ ব্রজবালাদীনেবানেতুং যদা বাঞ্ছামানঞ্চ তদাঞ্জলিবন্ধব্যঞ্জিতাং সংজ্ঞামনুসমনুজ্ঞাং যাচমানং বিরিঞ্চিং খল্বেবং লজ্জিততদুপা-

শ্রীকৃষ্ণস্য স্মিতপ্রকাশনে তাৎপর্য্যং বর্ণয়তি—বয়মিতি পদ্যেন। অর্থবন্তঃ তাৎপর্য্যজ্ঞাঃ, অনর্থবান্ অভিপ্রায়ানভিজ্ঞঃ, অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ত্বাং কিং বদাম ইতীব অবদন্ সন্ স্মিতং ততান ॥ ৭৫ ॥

পরিসেধত্যপি গচ্ছত্যপি সেধতে র্গত্যার্থাদিতি ষিধুনিষেধঃ ॥ ৭৬ ॥

ততো মধুকণ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ং দ্যোতয়ন্ ব্রহ্মণঃ স্বধাম গমনং বর্ণয়তি—তৎপর্য্যবসানে ইত্যাদিগদ্যেন। সংজ্ঞামর্থসূচনাং অর্থাদহীনতাং, এবমিত্যাদি এবং প্রকারেণ, লজ্জিঃ প্রাপ্তো যস্ত-

চারি মুখের মধ্যে একটি মুখ বলিলে পর, চারিজন ব্রহ্মা শব্দ সকল উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহাতেই সম্ভ্রম ঘটিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

স্তবের পরক্ষণে "আমরা গোপ আমরা তাৎপর্য্য জানি আর তুমি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জান না ; আমরা আর তোমাকে কি বলিব" এই কথা শ্রীকৃষ্ণ না বলিয়া মৃদুহাস্য বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল—ব্রহ্মা গমন করিলেও কি কিছু বলা হইয়াছিল ? ॥ ৭৬ ॥

মধুকণ্ঠ বলিল, সেই স্তবের অবসানে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ রূপ ধারণ করাতে, সর্ব্ব প্রকার পর্য্যাপ্তি পাইলেও ঐ সকল পশ্চাৎ আবির্ভূত বালকাদির সহিত পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন না। এজন্য সেই ধন্যবাদার্হ আত্মীয় জনের প্রেমে বশীভূত, শ্রীমান্ অজেয় শ্রীকৃষ্ণ, সেই সকল ব্রজ বালকদিগকে আনয়ন

(ক) স্তব-পর্য্যবসানে ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

লম্ভনর্ম্মস্মিতমনুজ্ঞাপয়ামাস। যদি তত্রভবতামাজ্ঞা বিজ্ঞায়তে তদা তান্ পূর্ব্বমেবানুসংহিতান্ সংনিহিতানানয়ামীতি ॥ ৭৭ ॥

ততশ্চ বিরিঞ্চিঃ কিঞ্চিন্নম্রনিটিলতাঘটিতমুনিব্রতসুনিরূপিতনিজ-দুর্নীতিতয়ানুজ্ঞায়াঃ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং ব্যক্তীকুর্ব্বন্ ভক্তি-ভরাসক্তিপূর্ত্তীকৃতপুলকসঙ্কুলতয়া স্বাপরাধময়বাধাব্যাকুলতয়া চ ত্রিঃ পরিক্রম্য বহুশঃ প্রণম্য চ নিজহর্ম্ম্যমেব জগাম ॥ ৭৮ ॥

উপালম্ভস্তেন নর্ম্মস্মিতং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা। তত্র তেষামানয়নে তত্রভবতাং সম্মানপাত্রাণাং অনুসংহিতান্ অনুসন্ধানজ্ঞাতান্ আনয়ামি নৈকট্যং প্রাপয়ামি ॥ ৭৭ ॥

তদেবং ব্রহ্মা যাং যাং ক্রিয়ামনুষ্ঠায় নিজালয়মগমৎ তাং তাং বর্ণয়তি — ততশ্চেত্যাদি পদ্যেন। কিঞ্চিদিতি কিঞ্চিন্নমস্য যা নিটিলতাপ্রাপ্তিস্তয়া ঘটিতং মুনিব্রতং মৌনং যস্য সুনিরূপিতা নিজদুর্নীতির্যয়া সচ সচ তদ্ভাবস্তয়া কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং অনুজ্ঞাপনে কর্ম্মত্বং অনুজ্ঞায়াং কর্ত্তৃত্বং, ভক্তীতি ভক্ত্যাতিশয়াসক্ত্যা পূর্ত্তীকৃতানি যানি পুলকানি তৈঃ সঙ্কুলতয়া ব্যাপ্ততয়া। স্বাপরেতি স্বাপরাধস্য বাধঃ খণ্ডনং তস্মাদ্ধেতোর্যা ব্যাকুলতা সম্ভ্রমস্তয়া চোপলক্ষিতঃ। নিজহর্ম্ম্যং নিজালয়ং ॥ ৭৮ ॥

করিবার জন্য যখন ইচ্ছা করিলেন, তখন বিধাতা অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধীনত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিধাতার এই রূপ স্তুতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সহিত মৃদু হাস্য করত তাঁহাকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, আপনারা বিশিষ্ট ও সম্মান পাত্র সুতরাং যদি আনয়ন কার্য্যে আপনাদের আজ্ঞা জানিতে পারি, তাহা হইলে পূর্ব্বেই অনুসন্ধানকারীদিগকে সন্নিধানে আনয়ন করিব ॥ ৭৭ ॥

তাহার পর বিধাতা কিঞ্চিৎ নম্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে মুনিব্রত (মৌনভাব) স্বীকার পূর্ব্বক এবং আপনার দুর্নীতি সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হওয়াতে অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কর্ম্মত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব ব্যক্ত করিয়া, ভক্তিভরে ঐকান্তিকতা দেখাইলেন। রোমাঞ্চ সংযোগে পরিপূর্ণ দেহ হইয়া স্বকীয় অপরাধ মার্জ্জন করিবার জন্য সুস্থ ভাবে তিন-বার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনেকবার প্রণাম করিয়া আপনার অট্টালিকায় গমন করি-লেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণশ্চ মনসি তস্যাপরাধং মনাগপ্যনাগময়ন্নাগময়মানঃ প্রাগ্‌দিষ্টসন্দিষ্ট-বেশক্রিয়ানতিক্রমতয়াবস্থিতাংস্তান্ বৎসাংস্তৎসদৃগবস্থৈর্ব্বৎসপালৈর্ম্মেলয়ামাস (ক) ॥ ৭৯ ॥

তথৈব হি তেষাং কালদেশবিপর্য্যয়া পর্য্যালোচনায় দ্রুহিণদেবেন(খ) স্নেহমোহদোহন্যনবদ্যবিদ্যেয়মুদ্ভাবিতা ॥৮০॥

এতদেবোক্তম্ ।—

"ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্ ।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথা পূর্ব্বসখং স্বকম্ ॥" ইতি ॥৮১॥

ভা। ১০। ১৪। ৪২।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তান্ বৎসান্ তৈর্বৎসপৈঃ সহ যথা মেলয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণশ্চেত্যাদিগদ্যেন। মনাগপি ঈষদপি তমবোধয়ন্ আগময়মানঃ কালহরণেন তং প্রস্থাপয়ন্। প্রাগিত্যাদি পূর্ব্বকালে উপদিষ্টেন সহ বর্ত্তমানা যা বেশক্রিয়া তামনতিক্রমিতুং শীলমস্য এবম্ভূতো যঃ ক্রমঃ পরিপাটী তদ্ভাবতয়া তৎসদৃগবস্থৈঃ পূর্ব্বসদৃশাবস্থাবিশিষ্টৈঃ ॥ ৭৯ ॥

নন্বেবং চেৎ তৈঃ কিং কালদেশবিপর্য্যয়ো ন জ্ঞাতো যেন কশ্চিদপি সন্দেহো নোদ্‌ঘাটিত ইতি বিভাব্য তৎসমাধানায় বৃত্তং বর্ণয়তি—তথৈবেত্যাদি গদ্যেন। দ্রুহিণদেবেন ব্রহ্মণা। স্নেহমোহদোহনী স্নেহমোহয়োঃ পূরণী ॥ ৮০ ॥

এতৎপ্রামাণ্যায় শ্রীভাগবতীয়পদ্যদ্বয়মুত্থাপয়তি—ততোঽনুজ্ঞাপ্যেত্যাদি। যথাপূর্ব্বসখং যথাপূর্ব্বং সখায়ো যত্র তৎ ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অল্প মাত্রও তাঁহার অপরাধ বিবেচনা না করিয়া বরং ক্ষমা প্রকাশই করিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়োচিত বৎসগণ বেশ ভূষা এবং কার্য্যকে অতিক্রম না করিয়া পরিপাটীরূপে অবস্থিত আছে, তাহা সমান অবস্থাপন্ন বৎসপালদিগের সহিত মিলাইয়া দিলেন ॥ ৭৯ ॥

নিশ্চয় ঐরূপ প্রকারেই তাহাদের দেশ কালের বৈপরীত্য পর্য্যালোচনা না করিবার জন্য ব্রহ্মা, এইরূপ স্নেহবর্দ্ধনী অনিন্দিত বিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে যে, অনন্তর বিধাতা নিজ ব্রহ্ম-

(ক) দেশ-বেশ-ক্রিয়ানতি ইত্যাদি বৃন্দাবনানন্দ গৌরপাঠঃ।

(খ) স্নেহদেহনীতি ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

অথ তে ;—

"উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাং॥"ইতি ॥৮২

ভা। ১০। ১৪। ৪৫।

"ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্‌ব্রজম্ ॥" ৮৩ ॥

ভা। ১০। ১৪। ৪৬।

চর্ম্ম চেদমেতাবন্তং সময়ং যথাবদেব যোগমায়য়ান্তর্দ্ধাপিতমিতি গম্যম্ ॥ ৮৪ ॥

উচুশ্চেতি সুগমঃ ॥ ৮২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেষাং মায়ামোহং স্মৃত্বা হসন্ যদগ্রং কর্ম্ম কৃতবান্ তত্তদ্বর্ণয়তি— তত ইতি শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন ॥ ৮৩ ॥

নন্থ বৎসরমধ্যেঽপি ব্রজবাসিভিস্তচ্চর্ম্ম কথং ন দৃষ্টং তত্র সিদ্ধান্তং সাধয়তি চর্ম্ম চেদমিত্যাদিগদ্যেন ॥ ৮৪ ॥

লোকে যাইবার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, যে স্থানে স্বীয় সখাগণ ছিল, সেই পুলিনে পূর্ব্বস্থিত বৎসদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ৮১ ॥

অনন্তর সেই সকল সহচরগণ অতিশয় বেগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল। তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? কেহই একটিও গ্রাস ভোজন করে নাই। এই দিকে আইস, ভাল করিয়া ভোজন কর ॥ ৮২ ॥

তাহার পর হৃষীকেশ হাস্য পূর্ব্বক বালকদিগের সহিত ভোজন করত, অজগরের চর্ম্ম দেখাইয়া, বন হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৮৩ ॥

এতদিন পর্য্যন্ত যোগমায়াই যে কেবল এই অজগরের চর্ম্ম গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৮৪ ॥

ততশ্চ সম্বৎসরপ্রসর-বৎস-বৎসপালবালবিরহবিরহান্মহতানন্দেন মহিতস্তৈরেব সহিতঃ সংহিত-সম্পদ্‌ব্রজং ব্রজং প্রবিশন্ তত্তদুন্মর্য্যাদ-বৎসপরাবর্ত্তনায় নিদিশন্ পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽপ্যপূর্ব্বং পর্ব্ব পর্ব্বতি স্ম ॥ ৮৫ ॥

তথা হ্যুক্তম্।—

"বর্হ-প্রসূন-বনধাতু-বিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দাম-বেণু-দল-শৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি-
র্গোপী-দৃগুৎসবদৃশিঃ প্রাবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥" ৮৬ ॥

ভা। ১০। ১৪। ৪৭।

ইদানীং গোষ্ঠাৎ সসখস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সম্বৎসরেতি সম্বৎসরস্য প্রসরঃ সঞ্চরণং তেন বৎসানাং বৎসপালবালানাঞ্চ যো বিরহস্তস্য বিরহাৎ ত্যাগাৎ। সংহিতঃ সঞ্চিতঃ সম্পৎসমূহো যত্র তং। তত্তদিতি তেন তেন প্রকারেণ। উন্মাতা মর্য্যাদা সৎপথগমনং যৈস্তেষাং বৎসানাং পরিবর্ত্তনায়। পর্ব্ব উৎসবং ॥ ৮৫ ॥

শ্রীভগবতীয়পদ্যেন তন্নির্দ্দিশতি বর্হেতি ॥ ৮৬ ॥

তাহার পর সম্বৎসর কাল অতীত হইলে বৎস এবং বৎসপালক বালকগণের বিরহ ত্যাগ হওয়াতে প্রচুর আনন্দে পূজিত হইয়া, তাহাদেরই সহিত বহু সম্পত্তিপূর্ণ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তত্তৎ প্রকারে উৎপথ প্রবৃত্ত (মার্গভ্রষ্ট বা যূথভ্রষ্ট) বৎসদিগকে ফিরিয়া আনিতে আদেশ করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অপূর্ব্ব উৎসব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে। যে—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, ময়ূর পুচ্ছ, বনপুষ্প এবং বনধাতু সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছিল। বেণুদল এবং শৃঙ্গের উৎকট শব্দ করিবার উৎসবে সংযুক্ত ছিলেন। বৎসদিগকে চরাইতেছিলেন। অনুগামী সহচরগণ, তদীয় পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিল। এইরূপে গোপীগণের নেত্রোৎসবদায়ক শ্রীকৃষ্ণ, গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

ততশ্চ পিতৃ-সম্বন্ধিভির্নন্দসূনুরিতি মাতৃ-সম্বন্ধিভির্যশোদা-সূনুরিতি তস্য নামানূদ্য সদ্য এব সিদ্ধমিতি চিরন্তনমপি তচ্চরিতং জগে ॥ ৮৭ ॥

তদ্‌যথা ;—

নন্দ-তনূজন্মুরদ্য ব্যালম্। হতবান্ হৃতবানস্মৎকালম্ ॥
ইতি ধ্রুবং ॥

অদ্য যশোদা-সূনুর্ব্যালম্। হতবান্ হৃতবানস্মৎকালম্ ॥
ইতি বা ॥

ওষ্ঠাধরাবিহ জলদতটালিঃ।
দন্তাবলিরপি দন্তকপালিঃ ॥
শ্বাসভরঃ খরদাবজবাতঃ।
জিহ্বাযুগমপি বজ্রনিপাতঃ ॥
ইত্যুৎপ্রেক্ষিতসর্পবিধাঙ্গান্।
ব্যতিহাসানাচরতঃ সাঙ্গান্ ॥

ব্রজপ্রবেশানন্তরং সর্ব্বেষাং হর্ষকৃত্যং বর্ণয়তি- পিত্রিত্যাদিপদ্যেন ॥ ৮৭ ॥

তেষাং গীতং বর্ণয়তি নন্দেত্যাদি। অস্মৎকালং মৃত্যুহেতুং। জলদঘটালিঃ মেঘাড়ম্বরশ্রেণী দন্তকপালিঃ পর্ব্বতশৃঙ্গপঙ্‌ক্তিঃ। বজ্রনিপাতঃ পথাশ্রয়ঃ। ইত্যাদীতি, ইতিপ্রকারেণ উৎপ্রেক্ষিত-

তাহার পর পিতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ 'নন্দ কুমার' এইরূপ নাম প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া এবং মাতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ 'যশোদা নন্দন' এইরূপ নাম অনুবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ সফল হইয়াছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁহার পুরাতন চরিত্র গীত হইয়াছিল ॥ ৮৭ ॥

যথাঃ—অদ্য নন্দ কুমার সর্প বধ করিয়া আমাদের মৃত্যু হরণ করিয়াছেন। অথবা অদ্য যশোদানন্দন, সেই সর্প বিনাশ করিয়াছেন, এবং আমাদের মৃত্যু জানিতে পারিয়াছেন। এই সর্পের ওষ্ঠ এবং অধর যেন মেঘাম্বর শ্রেণী, দন্ত পংক্তি পর্ব্বত শৃঙ্গ সমূহ। নিশ্বাস সকল প্রচণ্ড দাবানল জাত বায়ুর মত, এবং

অহিমন্বহিতাং কল্পয়মানান্।
গিরিরিতি তং বিশতঃ কৃতমানান্॥
তদুদরমধ্যকৃতাভ্যনু বেশান্ (ক)।
নিজবিরহাদি বিমূর্চ্ছিতবেশান্॥
স্নেহ-ভরেণ স্বেন সমেতান্।
স্বকনেত্রামৃতবৃষ্টিসচেতান্॥
তস্মাদ্বহিরথ নিষ্কাসিতবান্।
পুনরিহ নিখিলং বত দর্শিতবান্॥
প্রাণাদধিকঃ সোঽয়ং প্রাণান্।
রক্ষন্নস্মান্ কুরুতে ত্রাণান্॥ ৮৮॥

তমানি বিবিধানি অঙ্গানি যৈস্তান্ ব্যতিহাসান্ পরস্পরহসনানি। স্বাঙ্গান্ স্বস্য অঙ্গভূতান্ অহিতাং সর্পতাং কৃতমানান্ কৃতং মানং পরিমাণং যৈস্তান্। বেশঃ প্রসাধনং। তেন কৃষ্ণেন। তন্নেত্রেতি তস্য কৃষ্ণস্য নেত্রামৃতবৃষ্ট্যা চেতনেন সহ বর্ত্তমানান্ তস্মাদঘোদরাৎ নিষ্ক্রামিতবান্ বৎসবৎসপান্ নিষ্ক্রাময়ামাস। ইহ বনে॥ ৮৮॥

জিহ্বাদ্বয় যেন পথের মত। এইরূপে যাহারা বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণ-রূপে উৎপ্রেক্ষা করিত; যাহারা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হাস্য করিত, যাহারা সর্প লক্ষ্য করিয়া সর্পভাব কল্পনা করিত; যাহারা 'পর্ব্বত' বোধে পরিমাণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত; যাহারা তাহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; নিজ বিরহ এবং উদর প্রবেশাদি দ্বারা যাহারা মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়াছে, অনন্তর যাহারা স্নেহ ভরে সমবেত এবং তদীয় নেত্ররূপ অমৃত বৃষ্টি দ্বারা সচেতন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন; আহা? পুনর্ব্বার এই বনে সমস্ত বিষয় দেখাইয়া ছিলেন; প্রাণাধিক এই সেই শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণ রক্ষা করিয়া আমা-দিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন॥ ৮৮॥

(ক) বন্নুবেশান্ ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

ইতি শ্রুত্বা চ তে ব্রজস্থাঃ চিন্তয়ামাসুঃ ;—সাধু ঘাতুকানাং পাতুকানামমীষাং কথঞ্চিব জাতুকামাঃ সিদ্ধ্যেয়ুরিতি ॥ ৮৯ ॥

তদেবং সিদ্ধে সুখানুবিদ্ধে তেষাং সমে সমাগমে প্রাতস্তু বৃহদ্‌ভ্রাতরমনুগম্য (ক) প্রণয়রম্যরোষমনুনীয় দীয়মানবিস্ময়তয়া তানানীয় তেন চৈকত্র প্রণীয় শ্রীবৎসবৎসঃ পূর্ব্ববদেব বৎস-পালনমারেভে ॥ ৯০ ॥

অথ পুনর্মধুকণ্ঠঃ সমাপনায় সবিস্ময়মিবাহ স্ম—

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোষ্ঠাধিনায়ক !।
ব্রহ্মাণ্ডগ্রামণীর্যস্য ব্রহ্মাপি গ্রামণীরিব ॥ ৯১ ॥

তদেবং শ্রুত্বা ব্রজস্থা যথোচুস্তদ্বর্ণয়তি—শ্রুত্বা তে ইত্যাদি গদ্যেন। পাতুকানাং পাপিনাং ॥৮৯॥

ততঃ শ্রীরামেণ সহ মিলিত্বা যাং লীলাং চকার তাং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। সমে পূর্ণে বৃহদ্‌ভ্রাতরং বলভদ্রং, প্রণয়রম্যরোষং প্রণয়চারুক্রোধং প্রকাশ্য তেন বলভদ্রেণ। শ্রীবৎসবৎসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৯০ ॥

তদেতৎপ্রসঙ্গং যথা সমাপয়ত্তদ্বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥

তত্র মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—ঈদৃশ ইতি পদ্যেন। ব্রহ্মাণ্ডগ্রামণীঃ ব্রহ্মাণ্ডপ্রধানং গ্রামণীরিব নাপিত ইব কর্ম্মকর্ত্তা ॥ ৯১ ॥

ব্রজবাসিগণ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিল ; সাধুজনের হত্যাকারী পতন-শীল এই সকল পাপিষ্ঠদিগেরও কোন না কোন উপায়ে, কখনও অভিলাষ সকল পরিপূর্ণ হইতে পারে ॥ ৮৯ ॥

অতএব এই প্রকারে তাহাদের সুখপূর্ণ সম সমাগম সুসিদ্ধ হইলে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ, প্রাতঃকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে গমন পূর্ব্বক রমণীয় প্রণয়যুক্ত ক্রোধের সহিত অনুনয় করিলেন এবং বিস্ময় প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন। বলরামের সহিত এক স্থানে প্রণয় করিয়া, পূর্ব্বের মতই বৎস পালন করিয়াছিলেন ॥ ৯০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ কথা সমাপন করিবার জন্য সবিস্ময়ে বলিল ! হে গোষ্ঠের

(ক) প্রণয়ময়রম্য—ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

তদেবং কথকয়োঃ কথাং প্রথয়িত্বা সভ্যেষু সাক্ষাদিব কলিততত্তৎকেলিসন্ধয়োঃ কৃতাঞ্জলিবন্ধয়োস্তদ্দিনেঽপি পূর্ব্ববদেব সর্ব্বে গৃহবর্ত্মনি বর্ত্তমানা নিজ-নিজ-স্পৃহণীয়ং কর্ম্মনির্ম্মিমাণা অপি তামেব লীলাং বৃংহিতাং জগৃহিরে ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমন্বঘব্রহ্মাঘমোচনং
নামৈকাদশং পূরণম্ ॥

অত্র স্বয়ং কবিস্তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাদি পদ্যেন। সাক্ষাদিবেতি সাক্ষাদিব কলিতা দর্শিতা তত্তৎকেলীনাং সন্ধা স্থিতির্যাভ্যাং তয়োঃ সতোঃ। বৃংহিতাং বৃদ্ধাম্ ॥ ৯২ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং একাদশপূরণম্ ॥ ১১ ॥

অধিনায়ক! আপনার এইরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, যাঁহার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রহ্মাও নাপিতের মত সামান্য কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন ॥ ৯১ ॥

অতএব এইরূপে দুইজন কথক কথা বিস্তার করিয়া সভ্যগণের মধ্যে যেন সাক্ষাৎ তত্তৎ লীলা-সন্ধিদর্শন করাইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত থাকিলে, সেই দিবসেও, পূর্ব্বমতই সকলে গৃহপথে থাকিয়া নিজ নিজ বাঞ্ছিত কর্ম্ম করিলেও, হৃদয়ে কিন্তু বর্দ্ধিত লীলাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোপাল চম্পূকাব্যে
অঘাসুর বধ এবং ব্রহ্মার পাপ মোচন-
নামক একাদশ পূরণ ॥ ০ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশং পূরণম্।

(গোচারণম্)

অথ পরেদ্যবি চ কথা প্রথতে স্ম ॥ ১ ॥

যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ;—যদ্যপি "কালেনাল্পেনে"ত্যাদি-রীত্যা বর্ষত্রয়-ত্রয়-পর্য্যয়েণ তয়োর্ব্বয়োগণনা নির্ণীতা তথাপি কৌমারং তু বর্ষমেকমধিকমধিরূঢ়ং। বালবৎসানাং শ্রীবৎস-বৎসস্য চ মিথো বৎসরবিরহময়ানুল্লাসেন ব্যতীতক্ষণময়সম্বৎ-সরকালবালবৎসানুরোধেন বা তস্য স্তব্ধীভাবাৎ। ততস্ত-

পূরণে দ্বাদশে পূর্ব্বচম্প্বাং শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ। বর্ণ্যতে সখিভিঃ সার্দ্ধং গোচারণ-প্রচারণং ॥ ০ ॥

অধুনা পূর্ণপৌগণ্ডবয়ঃপ্রাপ্তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্গোচারণলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অথেত্যাদি-গদ্যেন ॥ ১ ॥

পরেদ্যবি পরাহ্নে পরদিনে স্নিগ্ধকণ্ঠো বক্তা তৎপ্রসঙ্গং বর্ণয়তি যথেত্যাদি গদ্যেন ॥

তৎস্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদিগদ্যেন। পর্য্যয়েণ অতিক্রমেণ। বৎসরেতি বৎসরং ব্যাপ্য বিরহময়েণ বিরহাতিশয়েন যোঽনুল্লাস আনন্দাভাবস্তেন। ব্যতীতেতি ব্যতীতঃ ক্ষণময়ঃ

দ্বাদশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সহচরগণের সহিত গোচারণ প্রচার বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পরদিবসেও কথার উপক্রম হইয়াছিল ॥ ১ ॥

যথাঃ—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, যদ্যপি তিন বৎসর কাল অল্প সময়ের মত অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বয়ঃক্রম গণনায় নির্ণয় করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি কৌমার কাল, আর এক বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল। বালক, বৎসগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সমধিক বিরহে আনন্দ না থাকায়, অথবা যাহাদের একবৎসর কাল অল্পক্ষণের মত অতীত হইয়াছিল, সেইরূপ বালক এবং বৎসগণের অনুরোধে কৈশোর কালের নিস্তব্ধ ভাব ঘটিয়াছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারী

দ্ভাবানুগামিতয়া রামস্য চ তথা বৃত্তং সুতরামেব বৃত্তম্। তদনন্তরমখণ্ডং পৌগণ্ডং তু বর্ষদ্বয়েনৈবাপূর্য্য তাহচিরাল্লব্ধবন্ধুসম্বাসেন সম্যগুল্লাসেন ঝটিতি কৈশোরঘটনাৎ। তথা চ প্রথাং করবাম ধেনুকবধাবমধামগমনান্তে। তদেবমেব সঙ্গচ্ছতে "কালেনাল্পেনে"ত্যাদি ॥

"তাবদেবাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥" ইতি ॥
"ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতা"বিত্যাদি চ ॥ ২ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ;—তদেবং বিহরতোঃ সর্ব্বেষাং

অল্পক্ষণ ইব বৎসরকালো যেষাং এবম্ভূতা যে বালবৎসাস্তেষামন্তরোধেন বা তস্য কৈশোরস্য তদ্ভাবানুগামিতয়া শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুসারিতয়া। চিরাদিতি অচিরাল্লব্ধো যো বন্ধূনাং সম্বাসস্তেন হেতুনা যঃ সম্যগুল্লাসঃ মহাহ্লাদস্তেন। ধেনুকেত্যাদি ধেনুকবধস্যাধমো ন্যূনতা অবশেষতা যত্র এবম্ভূতং যদ্ধামগমনং তদন্তে। সকলং বৎসবৎসপাদিসহিতং নিগমনং ততশ্চেত্যাদি ॥২॥

প্রকৃতং গমলীলাবর্ণনং অধুনা কৌমারত্যাগেন পৌগণ্ডে বয়সি বিহরতোঃ শ্রীকৃষ্ণ-

---

বলরামেরও সুতরাং এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরে অখণ্ড পৌগণ্ডদশা, দুইবৎসর ব্যাপিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যেহেতু অবিলম্বে বন্ধুগণের সহিত একত্র সহবাস লাভ করিয়া যে সম্যক্ রূপে উল্লাস ঘটিয়াছিল, তাহাতে শীঘ্রই কৈশোরদশা উপস্থিত হয়। দেখুন, আমরা ধেনুক বধের পর এইরূপ প্রথা করিতে পারিতেছি। অতএব এক্ষণে 'অল্প সময়', ইত্যাদি বাক্য সঙ্গত হইতে পারিতেছে। সেইরূপে আত্মযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোকের পরিমাণে ত্রুটি পরিমিত কালে, পূর্ব্বের মত সম্বৎসর ব্যাপিয়া চতুঃষষ্টি (ক) কলাবিৎ শ্রীহরিকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার পরেই উভয়ে পৌগণ্ড বয়স অবলম্বন করেন ইত্যাদি ॥ ২ ॥

অনন্তর আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। অতএব এই প্রকারে

(ক) ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৪৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

মনোহরতোরনয়োঃ পঞ্চমং বর্ষমাঞ্চৎ কৌমারতঃ পারভূতং বয়ঃ সময়াঞ্চক্রে ॥ ৩ ॥

যথা ;—

ঐষমোঽভবদসৌ পরুৎপরা-
র্য্যেবমাদিনিখিলৈর্যদাগণি ।
হন্ত ! তর্হি সহসা বকান্তকঃ
প্রাপ্তকান্তি বিজহৌ কুমারতাং ॥ ৪ ॥

উদ্গচ্ছদ্বুদ্ধিশক্তি প্রথম-রুচিজয়িশ্যামতা-শুভ্রতাযুক্
কিঞ্চিদ্বিস্তীর্ণবক্ষঃপ্রভৃতি বলয়িতায়ামনেত্রাদিগাত্রম্ ।
কেশং বেশং চ পূর্ব্বদধিকমিতিময়ৎকৌলশিক্ষাপ্রবীণং
পৌগণ্ডং প্রাগচণ্ডং স্ফুলদলমনয়োর্মাং দিদৃক্ষুং করোতি ॥৫॥

রাময়োর্গোচারণলীলাঃ বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । আঞ্চৎ আগতং সৎ ॥ ৩ ॥

তদা পৌগণ্ড-শোভা প্রকুল্লেতি বর্ণয়তি— এষম ইত্যাদিপদ্যেন । অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ঐষমঃ অস্মিন্ বর্ষে পরুৎ পূর্ব্বস্মিন্ বর্ষে পরারি পূর্ব্বতরবর্ষে আদিনা তৎপূর্ব্ববর্ষে অভবৎ বর্ত্তমান ইত্যেবং যদা নিখিলৈর্জনৈরগণি তস্তর্হি তদেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

তদাতু পূর্ণপৌগণ্ডবয়োধর্ম্মো যথাবিরাসীত্তদ্বর্ণয়তি উদ্গচ্ছদিত্যাদিপদ্যেন । উদ্গচ্ছন্তী বুদ্ধি-শক্তির্যত্র তেন প্রথমস্য কৌমারস্য কান্তিজয়িনী শ্যামতা শুভ্রতেতাভ্যাং যুক্ মিলিতং, শ্যামতেত্যাদি

সকলের মনোহরণকারী কৃষ্ণ বলরাম বিহার করিতে থাকিলে, ইঁহাদের পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত, কৌমার কালের পরবর্ত্তী বয়স উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

যথা—এই শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসরে, পূর্ব্ববৎসরের পূর্ব্বতর বর্ষে এবং তাহারও পূর্ব্ববর্ষে বর্ত্তমান, যখন সকল লোক, এইরূপ গণনা করিল, তখন বকাসুরনিহন্তা সহসা শোভা প্রাপ্ত হইয়া কৌমারকাল পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪ ॥

ক্রমে কৃষ্ণ এবং বলরামের পৌগণ্ডদশা উপস্থিত হইল । এই অবস্থায় বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলতা এবং বলদেবের শুভ্রতা, কৌমার-কালের দীপ্তি জয় করিয়া মিলিত হইল । কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অঙ্গে

তদা চ কদাচিচ্ছ্রীব্রজরাজ্ঞী সভান্তঃ প্রাতরায়াতা শ্রীমদভিনন্দ-পত্নী সযত্নীভবন্তী তাং পপ্রচ্ছ ;—যাতঃ ! কৃষ্ণমাতরদ্য সদ্যঃ প্রাতরেব কুত্র বা ভবজ্জাতঃ প্রযাতঃ ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ্ঞী তু সহাসমাহ স্ম ;—হন্ত ! তদেতদুপরিবর্ত্তমানচর্য্যসময়পর্য্যন্তং তস্যোদ্বর্ত্তনস্নানপরিধানময়ানি কর্ম্মাণি ময়া নির্মীয়ন্তে স্ম। সম্প্রতি মদপি (ক) লজ্জামাসজ্জন্ স্বকসবয়ঃসেবকপ্রিয়ঃ পৃথগেব কৃততৎক্রিয়ঃ স মা সময়া সমায়াতি। আগত্য চ প্রত্যহং মাং পিতরং যথাযথমিতরং চ গুরুজনং পুরুগৌরবং নমস্কারেণ পুরস্করোতি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণে শ্যামতা রামে শুভ্রতা, কিঞ্চিদিতি কিঞ্চিদিত্যাদিনা বলয়িতমায়ামনেত্রাদির্গাত্রং যত্র তৎ। অধিকমিতমধিকমানং অয়ৎ প্রাপ্নুবৎ, প্রাগচণ্ডঃ কৌমারাদপি স্নেহমিলিতং ফুল্লং বিকাসিতং সৎ দিদৃক্ষুং দর্শনেচ্ছাবিশিষ্টং ॥ ৫ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণরামযোর্গোচারণলীলাপ্রসঙ্গে ব্রজরাজ্ঞ্যা সহ অভিনন্দপত্ন্যাদীনাং বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তদেত্যাদিগদ্যেন। ভবজ্জাতঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

চর্য্যানাচরণানাং, মদপি মত্তোঽপি স্বকসবয়ঃসেবকপ্রিয়ঃ আত্মতুল্যং বয়ো যেষাং তে, সেবকাঃ প্রিয়া যস্য সঃ। সময়া কালবিজ্ঞাপনে মধ্যে বা ॥ ৭ ॥

নেত্রাদির এবং গাত্রের দৈর্ঘ্য সমবেত হইল। কেশ এবং বেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় উভয়ের কেলিশিক্ষা বিষয়ে নৈপুণ্য জন্মিল। কৌমারদশা হইতে পৌগণ্ড দশায় অধিক স্নেহ উদিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের এইরূপ পৌগণ্ড দশা প্রকাশ পাইয়া আমাকে তাঁহাদের দর্শন বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী করিতেছে ॥ ৫ ॥

অনন্তর একদা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভাত কালেই সভার মধ্যে আগমন করিলেন। শ্রীমান্ অভিনন্দের সহধর্ম্মিণী যত্নবতী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে যাতঃ ! অর্থাৎ যা কৃষ্ণ-জননি ! অদ্য অবিলম্বে প্রাতঃকালে কোথায় বা তোমার পুত্রটী গমন করিল ? ॥ ৬ ॥

ব্রজেশ্বরী সহাস্যে বলিলেন, আহা ! এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও যাহা

(ক) মৎ ইতি অস্মদ্ শব্দস্য পঞ্চম্যেকবচন-প্রয়োগঃ।

কিঞ্চ তদবধি যদা সন্ধ্যায়াং ময়া ধ্যায়মানাগমনঃ সহবৎসঃ সমাগচ্ছতি তদা তদুপরি বারি বারত্রয়ং ভ্রময়িত্বা পিবন্তী জীবন্তী ভবামি স্ম। সম্প্রতি তু সশপথমেধমানযত্নবতা তৎপ্রতিষেধতা তেন মম হস্তৌ বিহস্তৌ ক্রিয়েতে। এবমেব রৌহিণেয়শ্চেতি। তদেতদর্ব্বাচীনং তদ্বর্ণনমপূর্ব্বতয়াকর্ণ্য তন্মুখং নির্ব্বর্ণ্য সর্ব্বা হসন্তি স্ম ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তদবধীতি, অঘাসুরবধদিনাবধি। বারীতি, তদ্দেশীয়াচারাৎ, এধমানযত্নবতা বর্দ্ধমানযত্নবিশিষ্টেন। তেন কৃষ্ণেন বিহস্তৌ তস্য ধারণশক্তিরহিতৌ। রৌহিণেয়ো রামোঽপি ॥

ততো যদর্ব্বাচীনমত্যন্তনূতনং তদ্বর্ণয়তি — তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৮ ৯ ॥

করিতে হইবে, সেই সময় পর্য্যন্ত, আমি তাহার তৈলাদি মর্দ্দন, স্নান, এবং পরিধানাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার নিকট হইতেও লজ্জা আশঙ্কা করিয়া, আপনার সমবয়স্ক সেবকগণের প্রিয় হইয়া, এবং পৃথগ্ ভাবেই তত্তৎ কার্য্য সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে। এইরূপে আসিয়া প্রত্যহ আমাকে তাঁহার পিতা ব্রজেশ্বরকে, এবং অন্য গুরুজনকে, প্রচুর গৌরবের সহিত যথাযোগ্য নমস্কার দ্বারা পুরস্কার দিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অপিচ অঘাসুরের বধ দিবসাবধি আমি তাহার আগমন চিন্তা করিতে থাকিলে যখন সন্ধ্যাকালে বৎসগণের সহিত আগমন করে তখন আমি তাহার উপরে তিনবার জল ঘুরাইয়া পরিশেষে সেই জল পান করিয়া বাঁচিয়া আছি; কিন্তু সম্প্রতি তাহার সমধিক যত্ন গ্রহণ এবং নিষেধ করিয়া আমার দুইহস্ত বিহস্ত অর্থাৎ তাহাকে ধরিবার শক্তি শূন্য করিয়াছে। রোহিণীনন্দন বলরামও এই রূপই করিয়া থাকে। এই যশোদার নূতন বর্ণনা অপূর্ব্ব ভাবে শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সকল নারী হাস্য করিয়াছিল ॥ ৮—৯ ॥

সা পুনরুবাচ।—তদেতদবাল্যমিব চ তস্যাসময়ময়ত্বাদ্বাল্যমেব মত্বা সুখমুপলভামহে। অনেন তু দুঃখাক্রিয়ামহে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাঃ ঊচুঃ ;—(ক) হন্ত! কিন্তৎ ? সা প্রাহ ;—স্বয়মচিরাদেব গবাং বিচারমন্তরা চিচারয়িষিতং যৎ। সর্ব্বা ঊচুঃ—নাত্রাপ্যন্যথা মন্যস্ব। গোপকুলতিলকায়মানবালকানাং স এষ এব স্বভাবঃ সর্ব্বত্র নাভাবমাসীদতি ; কিমুত তেষ্বপি পরমচিত্রচরিত্রস্য তস্যেতি ॥ ১১ ॥

অবাল্যং শিশুত্বাভাবমিবৈতৎ, তস্য বাল্যস্য অসময়ময়ত্বাদকালভবত্বাৎ, অনেনেত্যাদি পরোক্তেন ন দুঃখং দুঃখং কুর্ম্ম ইত্যর্থে, ডাচ্ কর্ম্মণি প্রত্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

বিচারং প্রণিধানং বিনা চারয়িতুমিচ্ছেতি যৎ। নাভাবং গোচারণাভাবং, তেষু গোপবালকেষু মধ্যে ॥ ১১ ॥

যশোদা পুনর্ব্বার বলিলেন, এইরূপ অশৈশবের মত তাহার অসময় জাত বাল্য কালই বিবেচনা করিয়া আমরা সুখী হইয়া থাকি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দুঃখিত করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সকল নারী শঙ্কিত ভাবে বলিল, আহা! সে আবার কি প্রকার! যশোদা বলিলেন, স্বয়ং অবিলম্বে ধেনুগণের প্রণিধান ব্যতীত গোচারণের ইচ্ছা হইয়াছে। সকল নারী বলিল, আপনি এই বিষয়ে অন্যপ্রকার আশঙ্কা করিবেন না। গোকুলজাত বালকগণের এই রূপই স্বভাব? ইহাতে কোন স্থানে গোচারণের অভাব দেখিতে পাইবেন না। যখন সর্ব্বত্র এইরূপ রীতি আছে, তখন ঐ সকল গোপশিশুর মধ্যে পরম বিচিত্র স্বভাব সম্পন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর আমরা কি বলিব? ॥ ১১ ॥

(ক) সর্ব্বাঃ সাশঙ্কমূচুরিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

অথ ব্রজরাজস্য সদস্যপি তস্য বৃত্তমিদং বৃত্তমাসীৎ যথাহ স্ম সস্মিতং সমাসন্নৌ সনন্দ-নন্দনৌ নন্দিতসমাজঃ শ্রীমন্নন্দ-রাজঃ ॥ ১২ ॥

ভো! আয়ুষ্মন্তাবদ্য জাত ইব যুষ্মদ্ভ্রাতৃজাতঃ স যথা সম্প্রতি যুবাং প্রতি বর্ত্ততে ন তথা মামিতি লক্ষ্যতে। যতঃ কিঞ্চিৎসঙ্কুচিতবিলোচনেন মামবলোচনালোচ্যতে। যুবাভ্যাং সহ তু মধুরবার্ত্তাং বর্ত্তয়ন্নেব দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥

সনন্দ উবাচ; —সাম্প্রতমেবেদম্। যতঃ সাম্প্রতং তত্র-ভবতা তত্র শিক্ষাময়বীক্ষা গাম্ভীর্য্যমাচর্য্যতে। আবাভ্যাং তু কৌমারকালীনেঽপি তস্মিন্নতিশালীনে বিধেয়তয়া পর্য্যা-লোচিতুং ন পার্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ততো ব্রজরাজসদস্যপি যঃ প্রসঙ্গো জাতস্তং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১২ ॥

তদ্ব্রজরাজবাক্যং কথয়তি—ভো ইত্যাদিগদ্যেন। যুষ্মদ্ভ্রাতৃজাতো মম পুত্রঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্তাভ্যাং যৎ কথিতং তদ্বর্ণয়তি সাম্প্রতমেবেত্যাদিগদ্যেন। সাম্প্রতং যোগ্যমেবেদং, তত্র-ভবতা পূজ্যেন, অতিশালীনবিধেয়তয়া অতিশয়ধৃষ্টতায়া আজ্ঞাকারিত্বেন ন পার্য্যতে ন শক্যতে ॥১৪॥

অনন্তর ব্রজরাজের সভাতেও শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ চরিত্র ঘটিয়াছিল। সভ্য-গণের আনন্দদাতা শ্রীমান্ নন্দরাজ, মৃদুহাস্যে নিকটস্থ সনন্দ এবং নন্দনকে যেরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তাহা এই কথা—হে দীর্ঘজীবি ভ্রাতৃদ্বয়! অদ্যজাত বালকের ন্যায় তোমাদের সেই ভ্রাতৃজাত (আমারপুত্র) শ্রীকৃষ্ণ, সম্প্রতি যেরূপ তোমাদের দুইজনের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে, আমার প্রতি সেরূপ নহে, ইহা জানিতে পারিতেছি। যেহেতু আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি যে, সে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত নয়নে আমাকে দেখিয়া থাকে। কিন্তু সে তোমাদের দুই জনের সহিত মধুর আলাপ করিয়া থাকে ইহাই দেখিতে পাই ॥ ১৩ ॥

সনন্দ বলিল, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ, আপনি পূজ্যব্যক্তি। সম্প্রতি আপনি শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ শিক্ষা দর্শনের জন্য গাম্ভীর্য্য করিয়া থাকেন

পশ্য পশ্য।

প্রথমং নমমিহ মাতরমথ পিতরং ত্বাং তথৈবাস্মান্।

প্রত্যূষঃ প্রতিসুহৃদং সৎ কুরুতেঽসাবতীব বাল্যেঽপি ॥১৫॥

অথ ক্রমাগতেষু বৎসলতয়া সমানমতেষু তদাকর্ণনার্থমকিঞ্চিদ্বাদিষু শ্রীমদুপনন্দাভিনন্দাদিষু তদ্বর্ণ্যমানমন্য-মুখাদাকর্ণ্য সানন্দবিকসিতমন্দহসিতভ্রাজিষু পুনঃ সন্নন্দ-নন্দনৌ প্রতি শ্রীব্রজরাজ উবাচ।— ॥ ১৬ ॥

ভবন্তাবেকান্তমনুভবন্তাবনুগম্য তৌ রম্যকাতরাক্ষি-প্রান্তা-

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য সদা স্বয়ং নীতিশিক্ষণমাসীদিতি বর্ণয়তি—প্রথমমিত্যাদিপদ্যেন, নমং প্রণামং ॥ ১৫ ॥

তদা চ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্গোচারণে ব্রজরাজস্য তদ্ভ্রাতৃবর্গস্য চ সম্প্রীতিজাতা তৎপ্রকারং বর্ণয়তি - অথেত্যাদিগদ্যেন। অকিঞ্চিদ্বাদিষু মৌনিষু ॥ ১৬ ॥

একান্তং রহস্যং রম্যেত্যাদিরম্যমথ চ কাতরমিষদ্বিকসিতঃ অক্ষ্ণোঃ প্রান্তং শেষভোগো যয়োস্তৌ,

কিন্তু আমরা দুইজনে, শ্রীকৃষ্ণ কৌমার দশায় বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে আজ্ঞাকারী বলিয়া চিন্তা করিতে পারি না ॥ ১৪ ॥

দেখুন, দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাল্যকালেও এই স্থানে প্রথমে মাতাকে, অনন্তর আপনি পিতা বলিয়া আপনাকে এবং সেইরূপ আমাদিগকেও প্রণাম করিয়া থাকে। পরে প্রতিদিন প্রভাত কালে প্রত্যেক বন্ধুকে সম্মান করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ক্রমাগত সমমতাবলম্বী শ্রীমান্ উপনন্দ, অভিনন্দ প্রভৃতি সকলেই এই কথা শুনিবেন বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, এবং তাহারা সেই বর্ণিত বাক্য, অন্যমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আনন্দ বিকসিত মন্দ হাস্যে বিরাজ করিতে থাকিলে পুনর্ব্বার শ্রীমান্ ব্রজরাজ, সন্নন্দ এবং নন্দনের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

তোমরা দুইজনে রহস্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণ বলরামের অনুগমন কর। পরে

বসকৃৎপ্রাতরারভ্য প্রার্থিতবন্তাবিব হ্যঃ পূর্ব্বেঽহ্নি সমন্তাদ্ভ্রাত-রাবতিদূরাদদৃক্ষাতাম্ ; তৎ কিমুচ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

নন্দন উবাচ ;—তদানীমেবেতি কিং বক্তব্যম্। কিন্তু চিরাদেব তয়োস্তদভিরুচিতমুপচিতমস্তি। সঙ্কুচিতভাবাভ্যামাবাভ্যাং তু ভবৎস্থ ন শ্রাবিতম্।

ব্রজরাজ উবাচ ;—কিন্তৎ ?

সন্নন্দঃ সস্মিতমুবাচ ;—স্বয়মেব গবাং সেবনমিতি যৎ।

উপনন্দ উবাচ ;—কিমূচতুস্তৌ ?

সন্নন্দ উবাচ ;—আবয়োঃ প্রথমবয়োঽতীতয়োস্তাতচরণানাং স্বয়ং গোচারণমনাচারতামাচরতীতি ॥ ১৮ ॥

হ্যঃ পূর্ব্বেঽহ্নি গততৃতীয়দিবসে, ভ্রাতরৌ রামকৃষ্ণৌ অতিদূরদেশাৎ দ্রষ্টুমৈচ্ছতাং তৎ সত্যং কিং ? ॥ ১৭ ॥

তদানীমেবেতি গততৃতীয়দিবস এবেতি উপচিতং বর্দ্ধিতং সঙ্কুচিতভাবাভ্যাং ভাবোঽভিপ্রায়ঃ, অনাচারতাং অযুক্ততাং, গোচারণতামাবাং প্রাপয়তি "চরগতৌ প্রাপণে চ" ॥ ১৮ ॥

তোমরা দুইজনে রমণীয় অথচ কাতর নেত্র প্রান্ত বিশিষ্ট সেই দুই ভ্রাতার নিকটে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বারংবার যেন কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলে। অনন্তর গত তৃতীয় দিবসে চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া অতি দূরদেশে ঐ দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও ॥ ১৭ ॥

নন্দন বলিল, তৎকালের কথা আর এখন কি বলিব। কিন্তু বহুকাল হইতেই দুই ভ্রাতার ঐরূপ অভিলাষ বর্দ্ধিত হইয়া আছে। কিন্তু আমরা দুইজনে সঙ্কুচিত হইয়া আপনাদিগকে তাহা শ্রবণ করাই নাই। ব্রজরাজ বলিলেন, তাহা কি ? সন্নন্দন মৃদুহাস্যে বলিল, "স্বয়ংই ধেনুগণের সেবা করা"। উপনন্দ বলিলেন, তাহারা দুইজনে কি বলিয়াছে। সন্নন্দ বলিল, তাহারা বলিলেন, "আমাদের দুই জনেরই প্রথম বয়স অতীত হইয়াছে, এক্ষণে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের স্বয়ং গোচারণ কার্য্য কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে" ॥ ১৮ ॥

তদেতদ্বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য তয়োর্মুখং নির্ব্বর্ণ্য সবিস্ময়ং তূষ্ণীভূষ্ণুতয়া বিরাজমানে ব্রজেশানে সর্ব্বেঽপি তমূচুঃ;—যদ্যপ্যদ্য জাতাবিব সুজাতাবমূ তথাপি ক্রমং বিনা বুদ্ধিনিস্ক্রমস্য বলসম্বলনস্য চ সদ্ভাবাদস্মাকং বিস্মায়কাবেব ভবতঃ। ইতস্তু ন বিস্মায়কৌ ভবতস্তপঃপ্রভাব এব খল্বেবং ভাবমাবহতীতি। ন খলু তত্তৎখলানাং যৎ পরিমলনং জাতং তত্র সহায়তানাং সহায়তা কাচিদপি পরিচিতা তস্মান্মঙ্গলমেব সঙ্গতং ভবিষ্যতীতি ॥ ১৯ ॥

অথ তদা চ কদাচিন্নিজগৃহিণ্যাপি সহ রহসি শ্রীব্রজরাজস্য স এষ প্রস্তাববিশেষ আসীৎ। যত্র চ তৌ পুত্র-প্রেমযন্ত্রিততয়া তদেতন্মন্ত্রিতবন্তৌ। পশ্যামঃ সময়বিশেষমিতি ॥ ২০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেত্যাদিগদ্যেন। নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা, ব্রজেশানে ব্রজেন্দ্রে। ইতস্তু পরোক্তকারণাত্তু, এবং ভাবং বুদ্ধ্যাদিসদ্ভাবং, পরিমলনং সর্ব্বতোভাবেন মরণং অত্র রসা লক্ষ্যাৎ। সহায়তানাং আনুকূল্যানাং সহায়তা সাহায্যং ॥ ১৯ ॥

তদেবং তত্র ভ্রাতৄণামনুমোদনে জাতে নিজজায়য়া সহ যাং মন্ত্রণাং চকার তাং বর্ণয়তি-অথেত্যাদিগদ্যেন। তৌ ব্রজাধীশৌ ॥ ২০ ॥

এই বর্ণিত বাক্য শ্রবণ ও উভয়ের মুখ দর্শন করিয়া, সবিস্ময়ে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রজরাজ অবস্থিতি করিলে, সকলেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল; যদ্যপি অদ্যজাত বালকদ্বয়ের মত এই দুই পুত্র ব্যবহার করিতেছে, তথাপি ক্রম ব্যতীত বুদ্ধির প্রকাশ এবং বলের সংযোগ হওয়াতে, উভয়েই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। পরে যে কারণ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই দুই জনে বিস্ময়কারী নহে। আপনার তপস্যার মহিমা নিশ্চয়ই এইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব উৎপাদন করিতেছে। তত্তৎ দুষ্টগণের যে সর্ব্বতোভাবে মরণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই সমস্ত আনুকূল্যের কোনও রূপ সাহায্য পরিচিত হয় নাই। অতএব অবশ্যই মঙ্গল সঙ্গত হইবে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর তৎকালে কোন এক দিবসে নিজ গৃহিণীর সহিত নির্জ্জনে শ্রীব্রজ-

তদা চ দিনকতিপয়ানন্তরং সভায়াং ভাসমানায়াং শ্রীব্রজরাজস্য বৈলক্ষ্যমালক্ষ্য সর্ব্বেঽনর্ব্বাচীনগোপা মিথো নিরীক্ষ্য হসন্তি স্ম ॥ ২১ ॥

তত্র চ শ্রীব্রজরাজে কথং কথমিতি সস্মিতমুক্তবতি বদন্তি স্ম।—যদস্মাভিরকস্মাদ্বিস্মায়নমনুভূতং তদেব ভবদ্ভিরপীতি সম্ভাব্যতে। ব্রজরাজ উবাচ—কথ্যতাং তাবত্তথ্যং ভবদ্ভিঃ? সর্ব্ব ঊচুঃ;—যদ্যপি চিরত এবেদং চরিতং তথাপি ভবতাপি গোচরিতেন গো-চরিতেনাতীব রচিতং। যৎ খলু সর্ব্বং গোজাতং ন তু ভবজ্জাতমন্তরাপদমপি পদং প্রদদাতি। কথঞ্চিত্তেনৈবাগ্রাবস্থিতেনাস্য তাঃ প্রস্থাপিতাঃ সন্তি ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদা চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ২১ ॥

তদা তু ব্রজরাজস্য সংশেষাঞ্চ বাকোবাকেং বর্ণয়তি—তত্র চেত্যাদিগদ্যেন। চিরতঃ বহুকালে

রাজের সেই রূপই বিশেষ এক প্রস্তাব ঘটিয়াছিল। যে প্রস্তাবে উভয়েই পুত্রপ্রেমে নিমগ্নিত হইয়া এই রূপই মন্ত্রণা করিয়াছিলেন; আইস আমরা সময় বিশেষ প্রতীক্ষা করি ॥ ২০ ॥

তৎকালে কিছুদিনের পর প্রদীপ্ত সভামধ্যে শ্রীমান্ ব্রজরাজের *বিস্ময় দর্শন* করিয়া সমস্ত প্রাচীন গোপসকল, পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

তথায় শ্রীব্রজরাজ "কেন কেন" এইরূপে সহাস্যে বলিলে পর, সকলেই বলিতে লাগিল। আমরা যেমন অনুভব করিয়াছি তাহা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ভুলাইয়াছে, এখন বোধ হইতেছে, আপনারাও সেইরূপ অনুভব করিয়াছেন। ব্রজরাজ বলিলেন, তবে আপনারা সত্য কথা বলুন। সকলে বলিল,যদ্যপি বহুকালের পর এইরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি আপনিও গোচারণ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ করিয়াছেন। কারণ সমস্ত গোবৃন্দ আপনার পুত্র ব্যতীত নিশ্চয়ই পদাক্রমণীয় (পাদচারোপযুক্ত) ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াও পদক্ষেপ করে না। অদ্য শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে অবস্থান করিয়া অতিকষ্টে সেই সকল ধেনু

ব্রজরাজ উবাচ।—তদিদমকস্মাৎ কথং জাতম্‌? সর্ব্ব ঊচুঃ;—ভবৎপুত্রঃ কুত্রচিদ্‌যত্র স্নেহং ব্যঞ্জয়তি তত্র সর্ব্বত্র চৈবং দৃশ্যতে। ব্রজরাজ উবাচ;—তর্হি কিমগর্হিতমর্হিতং স্যাৎ? সর্ব্ব ঊচুঃ;—যত্র গত্যন্তরং নাস্তি তৎ খল্বনন্তরমেব বিধাতুং যুক্তং। যত্তু তত্রভবন্তস্তত্র ভীতায়ন্তে তৎ পুনর্ব্বৎস-পালনেঽপি ন তুচ্ছায়তে; কিন্তু ভবত্তপ এব প্রতপতি প্রতী-পানিতি প্রতীয়তে। তস্মাদ্‌ভবতাদ্‌ভবতামনুজ্ঞা; যা পর-স্পরয়াপি পরম্পরমপ্যমঙ্গলং তারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥

অথেদমাকর্ণ্য নির্ব্বর্ণনত এব জ্ঞাপিতানুজ্ঞানিজসমাজে শ্রীমন্নন্দ-

গোচরিতেন গোপরিচর্য্যয়া। ভবজ্‌জ্ঞাতং অন্তরা বিনাপি পদং ব্যবসায়ং, তেন কৃষ্ণেনৈব ভাগাবঃ। অগর্হিতং গোচারণং অর্হিতং পূজ্যং স্যাৎ। ভবত্তপঃ তপস্যা ॥ ২২ ॥

রাম-কৃষ্ণয়োঃ প্রথমগোচারণে সময়ং নির্ণেতুং যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি অথেদমিত্যাদিগদ্যেন। আকর্ণ্য শ্রুত্বা নির্ব্বর্ণনতঃ শ্রবণতঃ, জ্ঞাপিতেতি জ্ঞাপিতা অনুজ্ঞা যত্র এবম্ভূতো যো নিজসমাজঃ

প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রজরাজ বলিলেন, অকস্মাৎ এরূপ কার্য্য কেন ঘটিল? সকলে বলিল, আপনার পুত্র, যে কোন বিষয়ে স্নেহ প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত বিষয়েই এইরূপ দেখা গিয়া থাকে। ব্রজরাজ বলিলেন, তবে কি অনিন্দিত গোচারণ পূজা হইতে পারে? সকলে বলিল, যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে, সেই স্থানে নিশ্চয়ই তৎকালে সেই বস্তুর অনুষ্ঠান করা উচিত। আর আপনারা পূজ্যপাদ হইয়াও তথায় যে ভীত হইয়াছিলেন, বৎস পালন করিলেও পুনর্ব্বার কিন্তু তাহা তুচ্ছ হইতে পারে না। কিন্তু আপনার তপস্যাই প্রতিকূল ব্যক্তি-দিগকে ক্লেশ দান করিয়া থাকে, ইহা প্রতীত হইতেছে। অতএব আপনাদের অনুমতি হউক, যে অনুমতি পরম্পরা ক্রমেও প্রচুর অমঙ্গল নাশ করিবে ॥ ২২ ॥

অনন্তর এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্‌ নন্দরাজ শ্রবণ মাত্রেই নিজ সভাসদ্‌গণের উপর অনুমতি প্রদান করিলে, শ্রীমান্‌ উপনন্দ, সকলের অনুমতি লাভ করত আনন্দলাভ পূর্ব্বক বিখ্যাত কীর্ত্তিসম্পন্ন দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজে সর্ব্বানুমতিলব্ধানন্দঃ শ্রীমানুপনন্দঃ প্রথিতসমজ্ঞান্ সময়জ্ঞান্ জিজ্ঞাসয়ামাস, তৈরপি বুধশ্রবণ-সুখপ্রদমঙ্গলশ্রবণ-সঙ্গত-বুধ-শ্রবণবিশিষ্টায়ামবহুলবাহুলাষ্টম্যাং বহুলাপালনং (বহুলং) এত-দিষ্টমিত্যাদিষ্টম্। শ্রীমন্নন্দাদয়শ্চ সর্ব্বে দুন্দুভিনির্ঘোষেণ ঘোষে তস্মিন্নির্ব্বিশেষমহস্ত্রিতয়মহমহমিকয়া মহং(ক) প্রচারয়ন্তস্তদ্বৎস-চারণবৃহদুৎসবমপ্যতিচরন্তস্তৎ (খ) সমাচরন্তি স্ম ॥ ২৩ ॥

একস্যৈকস্য চেদ্বক্তুর্ব্বক্ত্রাণি স্যুঃ সদাহযুতম্।
তদা তদ্বক্তুমিচ্ছন্তু যদ্যায়ুঃ সর্ব্বদাযুতম্ ॥ ২৪ ॥

নিজসভানন্দয়স্ত তস্মিন্, সর্ব্বেষামনুমতিঃ এব তদথা স্যাৎ, প্রথিতসমজ্ঞান্ প্রথিতা খ্যাতা সমজ্ঞা বুদ্ধির্যেষাং তান্ জ্যোতির্বিদঃ তৈঃ জ্যোতির্ব্বিদ্ভিঃ, বুধেতি বুধানাং শ্রবণসুখপ্রদং মঙ্গলং যস্মাৎ এবম্ভূতে শ্রবণে সঙ্গতে যো বুধবারস্তস্মিন্ যৎ শ্রবণং শ্রবণানক্ষত্রং তেন বিশিষ্টায়াং অবহুলা শুক্লা যা বহুলাষ্টমী কার্ত্তিকমাসাষ্টমী তস্যাং বহুলানাং ধেনূনাং পালনং। ঘোষে ব্রজে, অহস্ত্রিতয়ং দিবসত্রয়ং, অহমহমিকয়া পরস্পরমাত্মশ্লাঘয়া, মহঃ উৎসবং তদ্বৎসবৃহদ্বৎসতরধেনু-চারণং ॥ ২৩ ॥

তস্যৈকস্য মহস্য বর্ণনং কর্ত্তুং ন কোঽপি শক্নোতীতি বর্ণয়তি—একস্যেত্যাদিপদ্যেন ॥ ২৪ ॥

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরাও আদেশ করিয়াছিলেন যে, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত বুধবারে এই ধেনুগণের পালনই উত্তম কার্য্য। এই সকল বিষয়ের কথা শ্রবণে শ্রবণ করিলেও পণ্ডিতগণের শ্রবণে মঙ্গল জনক সুখ উৎপন্ন হয়। শ্রীমান নন্দ প্রভৃতি সকলে দুন্দুভি বাদ্যের সহিত সেই ব্রজমধ্যে, নির্ব্বিশেষে তিন দিবস, পরস্পর আত্মশ্লাঘা করত, উৎসব প্রচার পূর্ব্বক সেই বৎস চারণরূপ বৃহৎ উৎসবকেও অতিক্রম পূর্ব্বক কেবল সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোচারণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

এক এক বক্তার মুখ যদি দশ সহস্র হয় এবং তাহাদের পরমায়ু যদি দশ

(ক) "মহঃপ্রচারয়ন্তঃ" ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

(খ) "স্তদ্বৎসচারণং বৃহদ্বৎসতরমপ্যতিচরন্তস্তৎ" ইতি মাণ্ডপাঠঃ, পাঠোঽয়ং টীকাকৃৎ-সম্মতঃ॥

দিগ্‌দর্শনং তু যথা ;—

গোপালোচিতনব্যবেষবলনৈরক্ষাবিধানৈর্দ্বিজা-
দ্যাশীর্ভিঃ সুদিনাহলভ্যরচনৈর্ব্রজ্যার্হনীরাজনৈঃ।
সঙ্গানান্বিতবাদ্য-নৃত্য-নিকরৈঃ শশ্বজ্জয়াদ্যারবৈঃ
শ্রীমান্ গোপমহেন্দ্রসূনুরগমদ্রামেণ ধেনূরনু ॥ ২৫ ॥

তদনুগতিরীতিরিতীব চ গন্তব্যা। বাদ্যগীতমঙ্গলপরীতং পুরোধসঃ পুরোধায় ধেনূঃ সন্নিধায় তাশ্চ পাদ্যাদিভিরর্চ্চিতা বিধায় মধুরগ্রাসৈস্তাসাং সমগ্রাণাং তৃপ্তিমাধায় তাসু নতিপ্রভৃতিভির্মানমুপধায় পুনশ্চ প্রদানদক্ষিণাভিঃ পুরোহিতাদীনক্ষীণা-

তন্মহস্যৈকদেশং বর্ণয়তি—গোপালোচিতেতি পদ্যেন। বলনৈরিত্যাদৌ উপলক্ষণে তৃতীয়া। সুদিনেতি, মঙ্গলাহলভ্যবচনগীতিযোগ্যনিরাজনৈরিত্যর্থঃ। ব্রজ্যা গীতিঃ। অর্হো যোগ্যঃ। সঙ্গানং সম্যক্‌গীতং, ধেনূরনু ধেনূনাং পশ্চাৎ রামেণ সহ ॥ ২৫ ॥

গোচারণার্থং বনগমনে পরিপাটীং বর্ণয়তি—তদন্বিত্যাদি গদ্যেন। ইতীব চ

সহস্র বৎসর হয়, তবে তাহারা একদিনের গোচারণের বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যে সামান্য মাত্র কথিত হইতেছে।

যথা :—গোপালের উপযুক্ত নববেশে সজ্জিত হইয়া রক্ষাবিধান ঔষধাদি ধারণ ও ব্রাহ্মণাদির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক মঙ্গল দিবসে সভ্য বাক্য সমূহের সমুচিত নীরাজনা লইয়া সুমধুর সঙ্গীত সমবেত বাদ্য এবং নৃত্য সকল দর্শন এবং শ্রবণ করিয়া ও অবিরত বাদ্যাদির শব্দ শুনিয়া শ্রীমান্ গোপরাজ পুত্র, বলরামের সহিত, ধেনুগণের পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

ধেনুগণের অনুগমন রীতি এই প্রকারই জানিবে। বাদ্য এবং সঙ্গীত দ্বারা মঙ্গলাচার পূর্ব্বক পুরোহিতদিগকে অগ্রে করিয়া, ধেনুদিগকে সন্নিহিত করিয়া, এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাহাদের পূজা করিয়া, মধুর গ্রাস দ্বারা সেই সমস্ত ধেনুদিগের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া, প্রণাম দক্ষিণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদের সম্মান

নন্দান্ সন্ধায় শ্রীমৎপিতৃচরণাদীন্ মঞ্জুলাঞ্জলিবলিতমগ্রতো নিধায় স্থিতবতি সাগ্রজে তস্মিন্নবরজে শ্রীমাংস্তৎপিতা ব্রজরাজস্তাবন্মণিময়লকুটীং (ক) তৎকরে ঘটয়ামাস। শ্রীমতী তন্মাতা চ ব্রজরাজ্ঞী ভালে তিলকং নিদধে, নিধায় চ সা ॥ ২৬ ॥

রাম ! প্রাগস্য পশ্চাদ্ভব সুবল ! যুবাং শ্রীলদামন্ ! সুদামন্ !
দোঃ পার্শ্বস্থৌ ভবেতং দিশি বিদিশি পরে সন্তু চাত্মীয়বন্ধোঃ।
ইত্থং হস্তে বিধৃত্য প্রতিশিশু দিশতী তত্র কৃষ্ণস্য মাতা
তত্তৎকর্ম্মাধিকারশ্রিয়মপি দদতী নেত্র-নীরৈরসিক্ত ॥ ২৭ ॥

এবংপ্রকারা। অক্ষীণানন্দান্ ন ক্ষীণ আনন্দো যেষাং পূর্ণানন্দান্, অবরজে কৃষ্ণে। লকুটী যষ্টিঃ ॥ ২৬ ॥

তদা শ্রীব্রজরাজ্ঞ্যা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি রাম ! প্রাগস্যেতি পদ্যেন। অস্য কৃষ্ণস্য আত্মীয়বন্ধোঃ কৃষ্ণস্য। প্রতিশিশু শিশূন্ প্রতি। অসিক্ত সিক্তবতী ॥ ২৭ ॥

করিয়া, এবং পুনর্ব্বার প্রদান এবং দক্ষিণাদ্বারা পুরোহিতদিগকে পূর্ণানন্দ করিলেন, মনোহর অঞ্জলিবন্ধ পৃথক পূজ্যপাদ শ্রীমান্ পিতৃদেবকে অগ্রে রাখিয়া জ্যেষ্ঠের সহিত শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলে, তদীয় পিতা শ্রীমান্ ব্রজরাজ, একগাছি মণিময় যষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জননী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীও তাঁহার ললাটে তিলক পরাইয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

তথায় শ্রীকৃষ্ণের জননী, শ্রীকৃষ্ণের ললাটে তিলক পরাইয়া বলিলেন, বৎস বলরাম ! আত্মীয়গণের বন্ধু এই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে তুমি অবস্থান কর। বৎস সুবল ! তুমি ইহার পশ্চাতে অবস্থান কর, বৎস শ্রীমন্ দামন্ ! হে শ্রীমন্ সুদামন্ ! তোমরা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ের পার্শ্বে অবস্থান কর। আর অন্যান্য বালক সকল, অন্যান্য দিকে অবস্থান করুক। এইরূপে প্রত্যেক শিশুকে আদেশ করিয়া, এবং তত্তৎ কর্ম্মের অধিকার শোভাও দান করিয়া, নেত্রজলে বালকদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

(ক) লকুটী লাঠীতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ। সা চ ক্ষুদ্রা জ্ঞেয়া প্রায়শো লিঙ্গসামান্যাদল্পার্থে ঙীপ্। যথা—ঘটঃ ঘটী। বনং বনী। ইত্যাদিঃ।

অথ রোহিণীবৃংহিতশু(রু)চিসম্পদুপনন্দ-গৃহিণীসংহিতমহিত-মহিলাভিঃ সহিতং যথাযথং সঙ্গমিতে নানামঙ্গলে ভুবি দিবি চ (ক) মহামহবহলকুশল-কুতূহল-কোলাহলমনুমাতরং পিতরং কাংশ্চিদন্যাংশ্চ নমস্কৃত্য কৃতকৃত্যতয়া জিহি-জিহি-কারেণেরিতাশ্চ গাবঃ স্বাভিমুখমেব স্থিতা ন প্রস্থিতবত্য ইত্যনুপপত্ত্যা প্রত্যাসন্নান্ গুরূন্ পরাবর্ত্ত্য তাসাং পুরত এব সবলসখং স প্রস্থিতবান্। প্রস্থিতবতি চ তত্র শ্যামবর্ণে তর্ণকাগ্রিমতা-নির্ব্বর্ণনেনেব মন্দং মন্দং গচ্ছন্তং গাবস্তমন্বগচ্ছন্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ সরামস্য কৃষ্ণস্য গোভিঃ সহ বনপ্রস্থানং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। রোহিণীত্যাদি। রোহিণ্যা বৃংহিতা বৃদ্ধা শুচিঃ প্রশস্তা সম্পদ্‌যস্যা এবম্ভূতা যা উপনন্দগৃহিণী তয়া সংহিতা মিলিতা মহিতাঃ সম্মানিতাঃ যা মহিলাঃ স্ত্রিয়ঃ তাভিঃ সহিতং যথা স্যাৎ। মহামহেত্যাদি মহতা মহবহলেন উৎসবপ্রচুরেণ সহ কুশলকুতূহলকোলাহলো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ পরাবর্ত্ত্য গৃহে প্রেরয়িত্বা শ্যামবর্ণে কৃষ্ণে, তর্ণকেতি বৎসানামগ্রে গমনদর্শনেনেবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর পূজ্য এবং সম্মানিত নারীগণ, রোহিণী কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত প্রশস্ত সম্পত্তি যুক্ত, উপনন্দ পত্নীর সহিত মিলিত হইলে, ভূতলে এবং দেবলোকে যথা-বিধি নানাবিধ মঙ্গল কার্য্য সঙ্ঘটিত হইলে, সমধিক ও প্রচুর উৎসব দ্বারা মঙ্গলময় কৌতুক কোলাহলের সহিত, মাতা পিতা এবং অন্যান্য কতিপয় লোকদিগকে নমস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর তিনি "জিহি জিহি" ইত্যাকার শব্দে ধেনুদিগকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার সম্মুখেই রহিল, প্রস্থান করিল না। এইরূপ অসঙ্গত দেখিয়া বলরামের সখা, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী গুরুজনদিগকে গৃহে প্রেরণ করিয়া, ঐ সকল ধেনুর সম্মুখেই প্রস্থান করিলেন। সেই নীলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে, বৎসগণের অগ্রে গমন দর্শন করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ধেনুগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

(ক) মহামহবহবহলকুশল ইতি বৃন্দাবননন্দ-গৌরপাঠঃ।

তদেবং শ্রীকৃষ্ণরামাবেতাবথ স্বানুগমনকমন(মন)স্কান্ জননী-জনকপ্রধানপ্রবয়স্কান্ জনান্ কথংকথমপি ততঃ পথং শ্লথয়িত্বা স্বাত্মানমপি তল্লোচনশৃঙ্খলামোচনান্মোচয়িত্বা সখিভি-রপ্যখিলবিলাস্তি(স্বি)ললিতৈর্নবগোপমহসোপবলিতৈঃ সহ সহসা হসন্তৌ লসন্তৌ চারায় মধ্যে মধ্যে স্তব্ধানিখিলগবীকৌ লব্ধ-মনোগবীকৌ স্ববলিতচলিতং গোবর্দ্ধন-দিশমুদ্দিশ্য চলতঃ স্ম। যত্র গাবঃ সঙ্কেতিতস্বরাদিবিশেষৈরেব মিথঃ সঙ্কীর্ণা বিকীর্ণাশ্চ ভবন্তি স্ম। ন তু দণ্ডেনোপঘাতং বিশীর্ণাঃ ক্রিয়ন্তে স্ম॥ যত্র চ সখিষু তাভ্যাং সহ পরস্পরং মণ্ডয়ন্তেষু নন্দয়ন্তেষু ক্রীড়াজনয়ন্তেষু চ পরমকৌতুকমাবির্ভবতি স্ম॥ ২৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্ব্বনাদিপ্রবেশলীলাং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। কথমপি কথঞ্চিৎ-প্রকারেণ ততঃ পথস্তস্মাদ্বনমাগাৎ। তদিতি তেষাং জনন্যাদীনাং লোচনমেব শৃঙ্খলং লোহরজ্জুঃ তেন যন্মোচনং বন্ধনং তস্মাৎ। অখিলেতি আখিলানি বিলস্তীনি অতিশয়ানি ললিতানি ঈপ্সিতানি যেষাং তৈঃ, সহসা হ্রাসেন স্তব্ধনিখিলগবীকৌ স্তব্ধা নিখিলা গবো্যা যাভ্যাং তৌ। লব্ধমনোগবীকৌ লব্ধমনোরথৌ সুবলিতচলিতং যথা পদবিন্যাসঃ যথা স্যাৎ। সঙ্কীর্ণা মিলিতাঃ বিকীর্ণা অমিলিতাশ্চ দণ্ডেনোপঘাতং দণ্ডেনোপহত্য মণ্ডয়ন্তেষু ইত্যাদিষু ত্রিষু শীলার্থে তৃণ্প্রত্যয়ঃ॥ ২৯॥

অনন্তর এইরূপ নিয়মেই এই কৃষ্ণ এবং বলরাম জননী, জনক, এবং প্রধান প্রধান প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে আপনাদের অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কোন প্রকারে সেই বনপথে গমনেচ্ছা হইতে তাঁহাদিগকে শিথিল-যত্ন করিয়া, এবং আপনাদিগকেও তাঁহাদের নেত্ররূপ লৌহ-বন্ধন-রজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া, নবীন গোপতেজে পরিব্যাপ্ত সমধিক বিবিধ বিলাসকারী সহচরবৃন্দের সহিত, সহসা হাসিতে হাসিতে এবং শোভা পাইতে পাইতে, বিচরণের জন্য মধ্যে মধ্যে নিখিল ধেনুদিগকে স্তব্ধ করতঃ, লব্ধ মনোরথ হইলেন। যথাবিধি পদ বিন্যাস পূর্ব্বক, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যে স্থানে ধেনুগণ বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দাদি দ্বারাই পরস্পর কখন মিলিত হইত, এবং কখন

তদেতন্নির্ব্বর্ণ্য দেবৈর্ব্বর্ণিতং যথা ॥ ৩০ ॥

প্রত্যেকং গাব এতা বহিরপি চ হরেঃ প্রাণরূপা যদাসাং
শশ্বত্তৃপ্তৌ চ তৃপ্তিং ক্ষুধি চ কলয়তি ক্ষুদ্বিকারং স এষঃ।
আনীয়ানীয় চৈতা নিজ-হৃদি বিদধদ্ঘ্রাণসৌখ্যং দধানঃ
শ্লিষ্যন্নুচ্চৈর্ব্বিচিন্বন্নশনমুপদদৎ পালয়ন্ স্বেন ভাতি ॥ ৩১ ॥

উস্রাণাং প্রাণসাম্যং বহতি হরিরমূস্তং বিনা রিক্তচিত্তা-
শ্চিত্রপ্রায়াঃ সমন্তাদ্যদিহ বনততি-শ্রীনিভা বিস্ফুরন্তি।
তাল্লাভাদ্ঘ্রাণদৃষ্টিশ্রবণসরসনস্পর্শযোগাদ্ বলন্তে।
কিন্তু স্যাচ্চিত্রমেতদ্বহিরুপবলিতং তেষু তং স্বাদয়ন্তি ॥৩২॥

নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৩০ ॥

তৎ পরমকৌতুকং বর্ণয়তি—প্রত্যেকমিত্যাদিপদ্যেন। আসাং গবাং, অশনং ভোজনং ॥ ৩১ ॥

যথা ধেনুষু শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবস্তথা ধেনূনাং তস্মিন্নিতি বর্ণয়তি—উস্রাণামিত্যাদিপদ্যেন। উস্রাণাং ধেনূনাং অমূঃ উস্রাঃ চিত্রপ্রায়া আশ্চর্য্যবহুলাঃ, চিত্রপ্রায়ত্বং নির্দ্দিশতি— যদিহেত্যাদি—বনততি

বিযুক্ত হইত। কিন্তু দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া কখনও তাহাদিগকে পৃথক্ করিতেন না। এবং যে স্থানে সহচরগণ কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত পরস্পর পরস্পরকে অলঙ্কৃত, আনন্দিত এবং ক্রীড়ায় নিমগ্ন করিলে, পরম কৌতুক আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

এইরূপ দর্শন করিয়া দেবতাগণ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

যথা—অপিচ এই প্রত্যেক ধেনুই শ্রীকৃষ্ণের বহিঃস্থিত প্রাণতুল্য। কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ এই ধেনুগণের তৃপ্তি হইলে বারংবার তৃপ্তি, এবং ইহাদের ক্ষুধা হইলে বারংবার ক্ষুধাজনিত বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইনি ইহাদিগকে বারংবার আনয়ন পূর্ব্বক, আপনার বক্ষঃস্থলে করিয়া, ঘ্রাণ সুখলাভ করত, আলিঙ্গন ও অত্যন্ত অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহার সংগ্রহ করিলেন এবং সেই খাদ্য তাহাদিগকে দান এবং পালন করিয়া আপনি শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের প্রাণ সাদৃশ্য ধারণ করিতেছেন। ঐসকল ধেনুগণও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে শূন্য হৃদয়, চিত্রিতের ন্যায় হইয়াছে যে হেতু চারিদিকে এইস্থানে বন-

আহূতং কুরুতে হরিঃ সখিজনং সোঽপ্যেনমেবং তথা
বক্তি শ্লিষ্যতি জিঘ্রতি প্রহসতি স্কন্ধং স্পৃশন্ কর্ষতি।
আস্তাং তচ্চ মহাদ্ভুতং শৃণুত ভো! যদ্যন্তরং তর্ক্যতে
নৈবাত্মা পৃথগস্য তস্য চ ভবেদিত্যেব বিজ্ঞায়তে ॥ ৩৩ ॥

বদতি সখিসমূহঃ কৃষ্ণরামাবিতীদং
ক্বচিদপি বিনিমায় প্রাহ তত্তচ্চ যুক্তম্।
কলয়ত যদিমাবপ্যাত্মনঃ স্থান এব
স্ফুটমিহ বিদধাতে মান্মথস্তত্র তত্র ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনিভা বনসমূহশোভাতুল্যাঃ। তল্লাভাৎ কৃষ্ণস্য প্রাপ্তেঃ। ঘ্রাণেত্যাদি রসনেন আস্বাদেন সহ স্পর্শঃ ঘ্রাণাদীনাং পঞ্চানাং যোগাৎ বলস্থে ফুল্লন্তি তেষু ঘ্রাণাদিষু ॥ ৩২ ॥

গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণাদীনাং বিলাসং বর্ণয়তি—আহূতমিত্যাদিপদ্যদ্বয়েন। সোঽপি সখিজনোঽপি। এনং কৃষ্ণং। আত্মা বিলাসরূপত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চ মিত্রাণাং প্রেমকৃত্যং বর্ণয়তি—বদতীত্যাদিপদ্যেন। বিনিমায় শ্রীরামস্য প্রাগ্ভাবেন আত্মনঃ পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেণীর শোভার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, রসন এবং স্পর্শ যোগ হেতু স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা ঘ্রাণাদি বিষয় সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আস্বাদন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুজনকে আহ্বান করিতেন, বন্ধুজনও শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপে আহ্বান করিত, তাঁহার সহিত কথা কহিত, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিত, আঘ্রাণ করিত, উপহাস করিত, এবং স্কন্ধস্পর্শ করিয়া আকর্ষণ করিত। এই বিষয়ের কথা এখন থাকুক্, ওহে! তোমরা এই একটী মহাশ্চর্য্য শ্রবণ কর। যদি তোমরা পরস্পরের প্রভেদ স্বীকার কর, তাহা হইলে কখনও শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় বন্ধুজনের আত্মা পৃথক্ হইতে পারে না; কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় ॥ ৩৩ ॥

সহচরগণ কখন কখন 'রামকৃষ্ণ' এই কথার পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণ-রাম' এইরূপ কথাও বলিতেন, ইহাও উপযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু তোমরা এই দুই জনকে

অথ তদেবং চ স্থিতে পূর্ব্বত এব তদীয়বিমলপরিমল-মাধুরীধারানন্দিত-বিদূরগবৃন্দাবনস্থির-চরজীবাবলীভির্জীবাতুতয়া-জীব্যমানৌ সম্প্রতি তু সর্ব্বা এব তা দেবতাপূর্ব্বাঃ পরমা-পূর্ব্বদর্শনস্পর্শনাদিভির্লব্ধপর্ব্বণঃ কুর্ব্বাতে স্ম ॥ ৩৫ ॥

যাঃ খলু সর্ব্বাতিযায়িসুখদায়িতয়ান্যেষামপি পুণ্যায় পুণ্য-ফলায় নৈপুণ্যমাসেদুঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈব চ সর্ব্বসুখশংসিনী বংশী সর্ব্বমাত্মানং চ কৃতার্থতাং প্রাপিতবতী ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। তদীয়েত্যাদিসুগমং। জীবাতুতয়া জীবনোপায়ত্বেন। আজীব্যমানৌ উপজীব্যৌ। সর্ব্বা জীবাবলয়ঃ। পরমেতি পরমাপূর্ব্বদর্শনস্পর্শনাদিভিঃ করণৈর্লব্ধং পর্ব্ব উৎসবো যৈঃ তে ॥ ৩৫ ॥

তাসাং পূর্ব্বোক্তবৃন্দাবনস্থিরচরজীবাবলীনাং মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—যা ইত্যাদি গদ্যেন। সর্ব্বেতি, সর্ব্বমতিযন্তং অতিক্রমিতুং শীলমস্য এবম্ভূতং যৎ সুখং তদ্দায়িতয়া ॥ ৩৬ ॥

তত্রাপি চ বংশিকায়া মাহাত্ম্যাতিশয়ং কৃতার্থতাঞ্চ বর্ণয়তি তত্রৈবেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৩৭ ॥

পরমাত্মার স্থানীয় বলিয়া জানিও। এই হেতু ইঁহারা দুই জনে,এই স্থানে,পরস্পর, প্রকাশ্যে তত্তৎ বিষয়ে এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন॥ ৩৪ ॥

অনন্তর এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, পূর্ব্বেই তদীয় বিমল পরিমল মাধুরীর প্রবাহ দ্বারা আনন্দিত হইয়া অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, বৃন্দাবনের স্থির সঞ্চারী জীবগণ, প্রাণের মত কৃষ্ণ বলরামকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এইরূপে বৃন্দাবনস্থ জীবগণের উপজীব্য, ঐ দুই ভ্রাতা, পরম অপূর্ব্ব দর্শন স্পর্শনাদির দ্বারা দেবতা প্রভৃতি সমস্ত জীব সমূহকে উৎসবান্বিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ঐ সকল জীবশ্রেণী, নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখদান করাতে অন্যান্য জীব-গণেরও সুন্দর পুণ্যফলের জন্য নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

সেই স্থানেই সর্ব্বসুখদায়িনী বংশী, সমস্ত জীব জন্তু এবং আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

যতঃ ;—

(ক)　ন তদ্বনং যন্ন বিহারমঙ্গলং
নায়ং বিহারঃ শুভগীতভূন্ন যঃ।
গীতং ন তদ্‌যন্ন হি বংশিকাকৃতং
বংশী ন সা কৃষ্ণ-মুখানুগা ন যা ॥ ৩৮ ॥

তদ্দিনে তু কান্তঃ সোঽয়ং বৃত্তান্তঃ কর্ণান্তঃ ক্রিয়তাম্।
উদীর্ণমুরলীকলঃ স্বগুণগাতৃগোপাবৃতি-
র্বলেন সহিতঃ স্ফুরদ্বিবিধমাধুরীবিস্তৃতিঃ।
রসার্দ্রমনিশস্মিতং তদতিহার্দ্দভাজাং গবাং
হিতং স্বজনচিত্তবদ্বনমথাবিশন্মাধবঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্যাঃ কৃতার্থতামভিনয়েন বর্ণয়তি—ন তদ্বনমিত্যাদি পদ্যেন ॥ ৩৮ ॥

তদ্দিনেত্যাদিগদ্যানন্তরং—অথ তদ্দিনে শ্রীকৃষ্ণস্য বনপ্রবেশপ্রকারং বর্ণয়তি উদীর্ণেত্যাদি পদ্যেন। স্বগুণেতি, স্বগুণগায়কৈর্গোপৈরাবৃতিঃ যস্য সঃ। স্বজনচিত্তবৎ যথা স্বজনচিত্তানি বিশতি তদ্বৎ ॥ ৩৯ ॥

কারণ, যে বনে বিহারের মঙ্গল ঘটে নাই, সেই বনই নয়; যে বিহারে শুভ সঙ্গীত পরিপুষ্ট হয় না; তাহা বিহারের মধ্যে গণ্যই নহে। যে সঙ্গীত, বংশী দ্বারা নির্ম্মিত না হয়, তাহা সঙ্গীতই নহে; এবং যে বংশী, শ্রীকৃষ্ণের মুখানুগত নহে, তাহা বংশী বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

কিন্তু সেই দিবসে সেই এই মধুর বৃত্তান্ত, কর্ণগোচর করুন্। সেই শ্রীকৃষ্ণ, মুরলীর অস্ফুট মধুর ধ্বনি করত, নিজগুণ গায়ক গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলরামের সহিত সুন্দর বিবিধ মাধুর্য্য বিস্তার করিলেন। পরে বারম্বার মৃদুহাস্য হাসিয়া, আত্মীয় জনের হৃদয়ের মত, রসাসক্ত, এবং ধেনুগণের হিতকর প্রীতিপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

(ক) অত্র একাবল্যলঙ্কারস্তল্লক্ষণং যথা— পূর্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরং। স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধা ॥ ইতি সাহিত্যদর্পণে ১০।

স চ নিতান্ত-প্রিয়জন-ভানঃ কাননান্তঃসারস-রস-গন্ধ-বাহ-গন্ধবাহ-বাহিত-নবপল্লবপাণিভিঃ স্ফুরন্মধুরসখি-ততিং মধুপতিমালিঙ্গন্নুৎসঙ্গসাঙ্গনং বিধায় স্বানুব্রতমধুব্রত-খগ-মৃগ-মঞ্জুগুঞ্জিতাদিব্যঞ্জনয়া খেলিতুমিব প্রোৎসাহয়ামাস। ততশ্চ কৌতুকবিশেষলম্ভনায় ব্রজরাজতনূজঃ সাস্মিতমীক্ষমাণঃ সবিস্ময়বদুৎপ্রেক্ষমাণশ্চ নিজাগ্রজং প্রতি সাদরনর্ম্মগন্ধপ্রবন্ধি-বনবর্ণনং নির্ম্মমে ॥ ৪০ ॥

যথা ;—নূনং ভবান্ বিশ্বপতির্নমন্তি য-
দ্বলিং গৃহীত্বা তরবঃ পদং তব।
পশ্য প্রসূনাদিশতেন তন্নত-
প্রবালশাখাশিখয়া স্পৃশন্তি তে ॥ ৪১ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তং বর্ণয়তি—স চেত্যাদি গদ্যেন। সারসেতি সারসানাং পদ্মানাং রস আস্বাদ্যো যো গন্ধস্তং বহতি যো গন্ধবাহস্তেন বাহিতানি যানি নবপল্লবানি তান্যেব পাণয়ো হস্তাস্তৈরুপলক্ষিতং। স্বানুব্রতেতি, স্বস্যানুব্রতা অনুগতা যে মধুব্রতখগমৃগাস্তেষাং যৎ মঞ্জু মনোহরং গুঞ্জিতং ধ্বনিঃ তদাদের্ব্যঞ্জনয়া ব্যক্তিকরণেন। সাদরেতি সাদরনর্ম্মসম্বন্ধিপ্রবন্ধবিশিষ্টং যদ্বনং তস্য বর্ণনমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

তচ্চ কাব্যেণ বর্ণয়তি নূনমিত্যাদি পদ্যপঞ্চকেন। বলিং পুষ্পফলাদিরূপং ॥ ৪১ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত প্রিয় জনের মত ভান করিয়া বনের মধ্যে কমল ফুলের আস্বাদ যোগ্য গন্ধ বাহক সমীরণ বাহিত নব পল্লবরূপ হস্ত সমূহ দ্বারা মধুর সহচরগণ বিরাজিত বলরামকে আলিঙ্গনও ক্রোড়ে করিয়া, নিজের অনুগত ভ্রমর, পক্ষী এবং মৃগদিগের মনোহর গুঞ্জনাদি শব্দ ব্যক্ত করত, যেন খেলিতে উৎসাহিত করিলেন। তাহার কৌতুক বিশেষের সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রজরাজতনয় মৃদু হাস্যের সহিত দেখিয়া এবং সবিস্ময়ে উৎপ্রেক্ষা করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠের প্রতি আদর সহকারে পরিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বিশিষ্ট বন বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বপতি। যেহেতু তরুগণ ফল পুষ্পাদির বলি (পূজার উপকরণ) লইয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতেছে। দেখুন, ঐ সকল বৃক্ষ, শত

ত্বং রাজসে দেব ! বনেঽত্র সাম্প্রতং
বয়ং ন পশ্যাম তথাপি তামসাঃ ।
ইতীব চক্ষুষ্মতি জন্মলম্ভনং
বৃক্ষা বৃণানাশ্চরণং তবাশ্রিতাঃ ॥ ৪২ ॥
গায়ন্তি ত্বাং ষট্‌পদাশ্চানুযান্তঃ
শ্রীরোহিণ্যাঃ পুত্রমন্তর্হিতঞ্চ ।
ইত্থং মিত্রাণ্যাহুরূহেঽহমেবং
সর্ব্বেশস্ত্বং নত্বমী সন্মুনীশাঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্বং রাজসে ইতি সুগমং ॥ ৪২ ॥

গায়ন্তীতি । ত্বং সর্ব্বেশো ন ভবসি অপি তু সর্ব্বেশ এব, অমী ষট্‌পদাঃ সন্মুনীশা ন ? অপি তু সন্মুনীশা এব ॥ ৪৩ ॥

শত বিস্তীর্ণ পুষ্পাদি এবং নবপল্লব ও শাখা সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা আপনার পাদ-স্পর্শ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

হে দেব ! আপনি এই বনে সম্প্রতি বিরাজ করিতেছেন, তথাপি আমরা তমো-গুণ সম্পন্ন বলিয়া আপনাকে দেখিতে পাই না । এই কারণে বৃক্ষ সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের কুলে জন্ম প্রার্থনা করিবে বলিয়া আপনার চরণ অবলম্বন করিয়াছে ॥ ৪২ ॥

আপনি যখন ক্রীড়া বিষয়ের জন্য অবস্থিতি করেন তখন হৃদয় হিতকারী রোহিণী-নন্দনের অনুগমন করিয়া ভৃঙ্গ সকল আপনাকে গান করিয়া থাকে, মিত্রগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, আমিও এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। আপনি কি সর্ব্বেশ্বর নহেন ? অর্থাৎ অবশ্যই আপনি সর্ব্বেশ্বর, এবং ঐ সকল বট্‌পদগণ কি সাধু মুনিবর নহে ? অর্থাৎ অবশ্যই সাধু মুনিবর তুল্য ॥ ৪৩ ॥

সুরম্যং নৃত্যন্তি প্রমদশিখিনঃ স্নেহবলিতং
হরিণ্যঃ পশ্যন্তি স্ফুটমৃদুকলং বিভ্রতি পিকাঃ।
নটা রামাঃ সূক্তপ্রপঠনবিদঃ কাননসদা-
মমী ধন্যা যস্মাদ্বিদধতি তবারাদতিথিতাম্ ॥ ৪৪ ॥
অঙ্ঘ্রিস্পর্শৈর্ধরিত্রী-গিরি-তৃণ-সরিতস্তে নখশ্রেণিলেখ-
শ্রীমচ্চিত্রৈর্বিচিত্রদ্রুমসমুদয়গদ্যোতবীরুদ্বিভেদাঃ।
স্নিগ্ধেক্ষাভিশ্চ ধন্যা মৃগ-বিহগ-গণা হৃন্মহোভিস্তু যাতা
দীপ্তিং কাপ্যত্র গোপীব্রততিরিয়মহো যৎস্পৃহা সা রমাপি
(ক) ॥ ৪৫ ॥

সুরম্যমিতি। কাননসদাং বনে বিদ্যমানানাং মধ্যে ॥ ৪৪ ॥

অঙ্ঘ্রীতি। পূর্ব্বশ্লোকোক্তধন্যাঃঅত্র যোজ্যাঃ। নখেতি নখপঙ্ক্ত্যা যো লেখো লিপিরিব তেন শ্রীমন্তি যানি চিত্রাণি তৈরুপলক্ষিতা বিচিত্রদ্রুমসমুদয়ং গচ্ছন্তি যে দ্যোতাঃ প্রকাশাঃ এব বিদ্যুদ্বিভেদাস্তে চ ধন্যাঃ। হৃন্মহোভিঃ অত্র বনে কাপি গোপীবিততিরিয়ং হৃন্মহোভির্হৃদয়-সম্বন্ধিতেজোভির্দীপ্তিং যাতা ধন্যা। গোপীব্রততিঃ শারিবা-লতা শ্লেষেণ গোপীসমূহঃ অহো আশ্চর্য্যে যৎস্পৃহা যস্মৈ হৃদে স্পৃহা যস্যাঃ সা ॥ ৪৫ ॥

প্রমত্ত ময়ূরগণ মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ স্নেহ পূর্ণনয়নে দর্শন করিতেছে, কোকিল কুল প্রকাশ্যে মৃদু মধুর অস্ফুট শব্দ করিতেছে। বনবাসি-জীবগণের মধ্যে ইহারাই ধন্য, যেহেতু মত্ত ময়ূর এবং শ্রোত্রসুখদ শব্দ পঠন বেত্তা পিককুল, আপনার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

আপনার চরণ স্পর্শে পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী এবং তৃণ পর্য্যন্ত ধন্য হইয়াছে। আপনি নখপঙ্ক্তি দ্বারা লিখিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা শোভামান চিত্র সমূহে পরি-পূর্ণ, সেই সকল বিচিত্র বৃক্ষশ্রেনী প্রকাশিত পুঞ্জরূপ বিদ্যুৎ সমূহও ধন্য। স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা মৃগ এবং বিহঙ্গ সকল ধন্য হইয়াছে। এইবনে কোন এক গোপী ব্রততি (শারিকা লতা) আছে, অথচ পক্ষান্তরে গোপী সমূহ আছে, তাহারাও ধন্য, কারণ

(ক) স্নিগ্ধেক্ষাভিশ্চ ধন্যা মৃগ-বিহগগণা বক্ষসঃ সঙ্গলাভাদেষা তত্রাপি গোপীব্রততিরতি-তরাং যৎ স্পৃহা সাপি লক্ষ্মীঃ। চতুর্থচরণশেষে "সাপি লক্ষ্মীঃ" ইত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌরপাঠঃ।

তদেতন্নর্ম্মণা তেষাং শর্ম্ম স্ফুটমুত্তম্ভয়ন্ শ্রীমদ্বৃন্দাবনবন-শোভামপি স্বমিব তানুপলম্ভয়ন্ পশূনপি মানসগঙ্গা-রোধাংসি লম্ভয়ন্ স্বয়মপ্যয়মতিতরাং রেমে। তচ্চ প্রাত্যহিকপ্রায়মেবং প্রথয়িষ্যামঃ (ক) ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তদেবং শ্রীরামং রময়ন্ সর্ব্বেষাং মিত্রাণাং সুখমুত্তম্ভয়ন্ স্বয়মপি শ্রীকৃষ্ণো যথা রেমে তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদি গদ্যেন। তেষাং মিত্রাণাং, স্বমিব আত্মানমিব। তচ্চেতি সুগমং ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তাহারা হৃদয়ের তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইয়াছে। আহা! সে হৃদয়ের জন্য লক্ষ্মী দেবীও ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অখিল সহচর গণের সহিত হাস্য পূর্ব্বক কৌতুক দ্বারা তাঁহাদের সুখ উদ্দীপিত করিয়া, যেন আপনার ন্যায় তাঁহাদিগকেও শ্রীমদ্-বৃন্দাবন নামক অরণ্যের শোভা লাভ করাইয়া পশুদিগকেও মানস গঙ্গার তীরে লইয়া গিয়া, আপনিও অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন ॥

সেইরূপ ক্রীড়া যে প্রায়ই প্রত্যহ এইরূপে ঘটিত, তাহাও আমরা বর্ণনা করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

(ক) "পিতৃব্যাম্মে ক্ষত্রাদবতরণমাপ্তঃ স তু ভবান্
পিতুর্গোপেশস্যাত্মজপদমগান্ধর্ম্মবিধিনা।
অতস্ত্বং গোপীনাং পরিণয়নমাপ্তাসি তদিয়ং
লতা গোপীনাম্নী তব হৃদয়লগ্না প্রথয়তি ॥

অথাগ্রজশ্চানুজবাচমমৃতমিবাচম্য স্মিতমাচরন্নুবাচ;—ভবাদৃশ এব তাদৃশগুণগণভাগীশ্বরঃ কথমন্যং তত্র গণ্যং করোতীতি" ইতি বৃন্দাবননন্দ-গৌরপুস্তকপাঠঃ। (খ)

(খ) আপনি আমার ক্ষত্রিয় পিতৃব্য হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং ধর্ম্ম বিধানে আমার পিতা গোপেশ্বরের পুত্র-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আপনি গোপীদিগকে পরিণয় করিবেন। অতএব এই গোপী নাম্নী লতা, আপনার হৃদয়-লগ্ন হইয়া প্রথিত হইতেছে।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ বলরাম, অনুজের অমৃতায়মান বাক্য আস্বাদন করিয়া, মৃদুহাস্যে বলিলেন। তোমাদের মত মহৎ ব্যক্তিই তাদৃশ গুণরাশি প্রাপ্ত হইবার একমাত্র প্রভু। কে আর অপরকে তদ্বিষয়ে গণ্য করিতে পারে।

যথা ;—রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ।
সখিগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ॥
অনুগায়তি পিকষট্‌পদ-গানম্‌।
পরিজল্পতি শুক-হংস-সমানম্‌॥ ক॥
এবং চক্র-চকোর-বকাদি।
অনুরৌতি স্ফুটহাসবিবাদি॥
দ্বীপিমুখার্পিতভীতি পশূনাম্‌।
রুতিমিব সৃজাত ভয়ায় শিশূনাম্‌॥ খ॥
পক্ষি-মৃগাদিকমহরহরচলম্‌।
বিরচিতনামভিরাহ চ সকলম্‌॥
ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্‌ কোঽপি।
* কর্ষতি বিহসন্‌ প্রণয়মুতাপি॥ গ॥

তচ্চ রমণং বর্ণয়তি—রমতে ইত্যাদি গীতেন। অনু লক্ষীকৃত্য স্ফুটহাসবিবাদি স্পষ্টহাসেন বিবদিতুং শীলমস্য তৎ। তস্মিন্‌ কৃষ্ণে। রুতেতি রুতং গবাং গোপানাঞ্চ মনোরমং

যথাঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলরামের চারিদিকে খেলা করিতেন। সহচরগণ যে সকল গুণ কীর্ত্তণ করিত, তিনি সেই সকল গুণ শ্রবণ করিতে সতৃষ্ণ থাকিতেন। কোকিল এবং ভ্রমরগণের গান শুনিয়া অবশেষে পশ্চাৎ অবিকল সেইরূপ গান গাইতেন। শুকপক্ষী এবং হংসের মত জল্পনা করিতেন॥ ক॥

এইরূপে চক্রবাক চকোর এবং বক প্রভৃতি পক্ষিগণের তুল্য শব্দ করিতে পারিতেন। তিনি স্পষ্ট হাস্য দ্বারা বিবাদীর মত শব্দের অনুকরণ করিতেন। তিনি শিশুদিগকে ভয় দেখাইবেন বলিয়া, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের নিকট হইতে ভীত পশুগণের মত যেন শব্দ করিতেন॥ খ॥

তিনি প্রত্যহ পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং সমস্ত পর্ব্বতকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। যদি সেই স্থানে কোন সখা ভ্রান্ত হইত, তথাপি তিনি প্রণয়ের সহিত হাস্য

* কর্ষতি বিহসন্‌ পণমমুতোঽপি। ইতি আনন্দ বৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

দূরগপশুমাহ্বয়তি চ নাম্না।
কৃতগো-গোপ-মনোরমসাম্না ॥
গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ।
জাতা যদসৌ ঘনরুতিভূতিঃ ॥ ঘ ॥
ব্যতিযুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরম্।
শংসতি হসতি সখীহিতনিকরম্ ॥
সখিভির্ব্বিশ্রময়ন্নয়মার্য্যম্।
প্রণয়তি তৎপদলালনকার্য্যম্ ॥ ঙ ॥
সুললিতপল্লবতল্পবিধানঃ।
সুহৃদূরুস্থিরমূর্দ্ধনিধানঃ ॥

সাম মধুরোচ্চারণং যত্র তেন নাম্না। অসৌ কৃষ্ণঃ ঘনরুতিভূতিঃ মেঘশব্দস্য সত্তা যস্মাৎ সঃ।

করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেন ॥ গ ॥

তিনি সমস্ত ধেনু এবং গোপদিগের মনোহর নাম উচ্চারণ করিয়া দূরবর্ত্তী পশুর আহ্বান করিতেন। তিনি ধেনু সমূহকে আহ্বান করিতে গিয়া ময়ূর-দিগকেও আহ্বান করিতেন। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনু সমূহের আহ্বানে মেঘ শব্দের সত্তা বা ঐশ্বর্য্য ছিল ॥ ঘ ॥

কখন বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন, এবং কখন বা শ্রীকৃষ্ণও বলরামের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন। কখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগের বাঞ্ছিত বিষয় সকল বলিয়া হাস্য করিতেন, এবং কখন বা তিনি সখাদিগের সহিত আর্য্য * বল-রামকে বিশ্রাম করাইতেন। তিনি বলরামের পদ সেবার কার্য্য প্রার্থনা করি-তেন ॥ ঙ ॥

কখন তিনি সুরম্য পল্লব শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং কখন বা বন্ধুগণের

* আর্য্য লক্ষণ এই—"কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম্মঃ সত্যং কৃতজ্ঞতা। অদ্রোহ ইতি যেষ্বেত-ত্তানার্য্যান্ সংপ্রচক্ষতে ॥" অর্থাৎ কুল, শীল, দয়া, দান, ধর্ম্ম, সত্য, কৃতজ্ঞতা এবং অহিংসা এই সমস্ত সদ্‌গুণ শালী গুরুতর ব্যক্তিকে আর্য্যশব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অপিচ "আর্য্য-পুত্রেতি সম্বোধ্যঃ পতিঃ পত্নীজনেন বৈ"। অর্থাৎ স্ত্রীজন পতিকেও আর্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করিতে পারেন।

কেলিশ্রমমনুকৃতশয়নেহঃ।
পুণ্যতমৈরুপবীজিতদেহঃ ॥ চ ॥
অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ।
অস্মত্তৃষ্ণামাত্রদপরিচরণঃ ॥
যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ।
নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ ॥ ছ ॥
স্মরতাং তন্নঃ কিমপি মনঃস্থম্।
সময়ং সহতে নান্যাবস্থম্ ॥
বয়মিহ কে বা লুব্ধম্মন্যাঃ।
লুব্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥ জ ॥ ॥ ৪৮ ॥

ব্যতিযুঞ্জানঃ পরস্পরং মিলনং কুর্ব্বন্। পুণ্যতমৈঃ সখিভিঃ কৈরপি মিত্রৈঃ। অস্মত্তৃষ্ণামাত্রদপরিচরণঃ অস্মাকং অভিলাষমাত্রদঃ পরিচরণং যস্য সঃ। স্বরকৃতমোদৈঃ মধুরগীতজনিতহর্ষৈঃ। অন্যানি সুগমানি ॥ ৪৮ ॥

উরুমধ্যে স্থির ভাবে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। ক্রীড়া করিয়া পরিশ্রম হইলেই তিনি শয়নের চেষ্টা করিতেন এবং পবিত্র তম বন্ধুগণ তাঁহার দেহে বীজন করিত ॥ চ ॥

ঐ সকল বন্ধুগণের মধ্যে কতিপয় সখা, তাঁহার পদ সেবা করিত। তাঁহার পদ সেবা করিতে আমাদের (বন্ধুগণের) কেবল মাত্র অভিলাষ হইত। যিনি সরল বন্ধুগণের গান বিনোদে এবং গীত জনিত হর্ষে নিদ্রা যাইতেন ॥ ছ ॥

অতএব আমরা যখন তাঁহাকে স্মরণ করি, তখন আমাদের হৃদয়স্থিত বাসনা, সময়ের অন্য অবস্থা অর্থাৎ তৎকালোচিত সেবা স্মরণ ভিন্ন অন্য কার্য্য সহ্য করিতে পারে না, আমরা আপনাকে লুব্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। অতএব এই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সামান্য। কারণ, যাঁহার প্রতি শুকদেব প্রভৃতি প্রশংসনীয় মহাত্মগণ লুব্ধ হইয়া আছেন ॥ জ ॥ ৪৮ ॥

তদেবমেব বল্লুবলয়িতে লীলাবলয়ে পূর্ব্ববন্নিলয়াদাকলিতমিষ্টমিষ্টান্নাদিকং রসনয়া শ্লিষ্টং বিধায় গবাং জালং চালয়ন্ পালয়ন্ সাগ্রজব্রজরাজতনুজঃ সবয়োভিরায়তীগব- * মবসরমবগত্য গোত্রামাত্রাণাং ততিং শনৈরুপব্রজমনৈষীৎ। নীত্বা চ তার্ণকবাৎসকভেদানাং তথা স্ত্রীগবীনাং তাস্বপ্যুপসর্য্যা-সন্ধিনী-প্রষ্ঠৌহী ধেনু-বষ্কয়ণী-গৃষ্টি(ক)-প্রবেষ্টুকা-সমাংসমীনা-নৈচিকী-কপিলা-বশা-গোপতিপ্রভৃতীনাং তত্র চ (খ) গঙ্গাদি-

তত্রাপি চ গোপালনপরি[illegible] বর্ণয়তি— তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। বল্লুবলয়িতে মনোরমমিলিতে। রসনয়া শ্লিষ্টং জিহ্বাসংলগ্নং, আয়তীগবং, আয়ান্তি গাবো যস্মিন্ কালে তং অবসরং, গোত্রামাত্রাণাং ততিং গোমাত্রসমূহং। উপসর্য্যা ঋতুমতী, সন্ধিনী বৃষাক্রান্তা, প্রষ্ঠৌহী প্রথমগর্ভিণী ধেনুর্নবপ্রসূতা, বষ্কয়ণী চিরপ্রসূতা, গৃষ্টিঃ সকৃৎপ্রসূতা, প্রবেষ্টুকা বহুসূতা, সমাংসমীনা প্রতিবর্ষপ্রসূতা, নৈচিকী গোত্তমা, কপিলা প্রসিদ্ধা, বশা বন্ধ্যা, গোপতিঃ কামধেনুঃ, তেষু পুঙ্গবেষু আর্ষভ্যঃ

অতএব এইরূপ নিয়মেই লীলা সমূহ, মনোহর ভাবে মিলিত হইলে, পূর্ব্বেকার মতই গৃহ হইতে সংগৃহীত মিষ্ট এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী, রজ্জু বদ্ধ করিয়া, ধেনুদিগকে চালন এবং পালন করিয়া, সমবয়স্ক বন্ধুগণ এবং জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত ব্রজরাজ-কুমার, ধেনুগণের আগমন কালের অবসর জানিতে পারিয়া, ক্রমে ক্রমে গোধন সমূহ মাত্র, ব্রজের নিকটে লইয়া গেলেন। তাহাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া তর্ণক এবং বৎসদিগকে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করাইলেন। স্ত্রী-গোদিগের মধ্যে ঋতুমতী ধেনু, বৃষাক্রান্ত ধেনু, প্রথম গর্ভিণী ধেনু, নব-প্রসূতা ধেনু, চিরপ্রসূতা ধেনু. একবার প্রসূতা ধেনু, বহুসূতা ধেনু, প্রতিবর্ষ প্রসূতা ধেনু, গো-গণের মধ্যে উত্তমা, কপিলা, বন্ধ্যা, এবং কামধেনু প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করাইলেন। গঙ্গা এবং কালিন্দী প্রভৃতি ধেনুদিগকেও ঐরূপে বাস করাইলেন। পুঙ্গবের (পুরুষ গো) মধ্যে ষণ্ডতাযোগ্য, বৎসতর-জাতককুৎ (যাহার ঝুঁটি বা চূড়া উঠিয়াছে) পূর্ণ-ককুৎ (যাহার ঝুঁটি পূর্ণ হইয়াছে) দম্য ভাব প্রাপ্ত, মহোক্ষ

* আয়ান্তি গাবো যত্র তৎ আয়তীগবং সায়ংকালে ইত্যর্থঃ ময়ূরব্যংসকাদি সমাসঃ।

(ক) পরেষ্টুকেতি ইতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ　　(খ) গবাদিনাম্নাং ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ

নাম্নাম্ তথা পুঙ্গবানাং তেষু চার্ষভ্য-দম্য-জাতককুৎপূর্ণককুজ্জাতোক্ষ-মহোক্ষ-বৃদ্ধোক্ষ-যুগ্য-প্রাসঙ্গ্যশাকট-প্রষ্ঠবাট্প্রমুখানাং
তত্র চ হংসাদিনাম্নাং পরঃকোটীনাং কূটান্ পৃথক্ পৃথগবীবসৎ। তত্র তত্র নস্তিতানপি শিবকবদ্ধানচীকরৎ ॥৪৯॥

ততশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদপ্যপূর্ব্বতয়া মঙ্গলবস্তুনিকরকরৈঃ পুরস্কৃতক্ষিতিদেব-নরদেব-পুরঃসরৈ ব্রজবাসিবরৈরুপব্রজ্য নীরাজ্য চ সপশুপালবলঃ স গোপালঃ সদনং সাদরমাসাদয়ামাসে। প্রসাদয়ামাসে চ সুললিতলালনয়া জনিতসুখজননীমুখপুরন্ধ্রীজনেন ॥ ৫০ ॥

ষণ্ডতাযোগ্যঃ, দম্যঃ বৎসতরঃ, জাতোক্ষঃ দম্যভাবপ্রাপ্তঃ, বৃদ্ধোক্ষো জরদ্গবঃ, যুগ্যো যুগবহনে নিযুক্তঃ, প্রাসঙ্গ্যো যো বালিবাহকো বৃষঃ, শাকটঃ শকটবাহক প্রষ্ঠবাট্ অভ্যাসার্থলাঙ্গলপার্শ্বে বদ্ধঃ অবীবসৎ বাসয়ামাস। নস্তিতান্ নাসিকানিহিতরজ্জূন্। শিবকবদ্ধান্ শিবকং কীলকং তেষু বদ্ধান্ ॥ ৪৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রবেশং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। নীরাজ্য নীরাজিতো ভূত্বা ॥৫০॥

(মহান্ বৃষ,) জরদ্গব (বৃদ্ধ বৃষ) যুগ বহনে নিযুক্ত, বালিবাহক বৃষ, শকট বাহক অভ্যাসার্থ লাঙ্গল পার্শ্বে নিবদ্ধ (কৃত্রিম লাঙ্গলে আবদ্ধ এবং হংস বক প্রভৃতি কোটি সংখ্যারও অধিক গোবৃন্দ, পৃথক্ ভাবে বাস করাইলেন। তন্মধ্যে যাহাদের নাসিকা বিদ্ধ (নাক ফোড়া) হইয়াছিল, সেই সকল বৃষদিগকেও কীলক বদ্ধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ গোঁজে বাঁধিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

অতঃপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষাও সমধিক আশ্চর্য্য ভাবে প্রধান ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ, মাঙ্গলিক বস্তু নিচয় হস্তে করিয়া, এবং ভূদেবও ভূপতিদিগকে অগ্রে করিয়া

---

* তর্ণকস্তৎকালপ্রসূতঃ। উপসর্য্যা গর্ভগ্রহণে প্রাপ্তকালা। সন্ধিনী বৃষভেণাক্রান্তা। প্রষ্ঠৌহী বালগর্ভিণী। ধেনুঃ নবপ্রসূতিকা। বষ্কয়ণী চিরপ্রসূতিকা। সকৃৎপ্রসূতা গৃষ্টিঃ বহুসূতিঃ পরেষ্টুকা সমাংসমীনাসায়ৈবং প্রতিবর্ষং প্রসূয়তে। উত্তমা গোষু নৈচিকী। বশা বন্ধ্যা। ষণ্ডো গোপতি। আর্ষভ্যঃ ষণ্ডতাযোগ্যঃ। দম্যবৎসতরৌ সমৌ। উৎপন্ন উক্ষা জাতোক্ষঃ। যুগাদীনাং বোঢ়ারো যুগ্যাঃ। প্রাসঙ্গ্যশাকটাঃ। প্রষ্ঠবাট্ যুগপার্শ্বগঃ।

অথ ক্ষণমাত্রং তত্র বিশ্রম্য গোদোহনায় নির্গম্য রম্যদোহ-পাত্রসন্দোহং কিঙ্করনিকরকরাহৃতং বিধায় গবাস্থানীমভিনিধায় মহামহিম-গোপ-সমূহমনুকৃতোপবেশং শ্রীব্রজ-নরেশমনুজ্ঞাপ্য বৎসমোচনমাজ্ঞাপ্য ধেনুক-মধ্যস্থিতঃ স্বস্তিবাচনাদি-প্রশস্তং সমস্তচিত্তমোহনং গোদোহনং নাম কর্ম্ম প্রথমং নির্ম্মমে ॥ ৫১ ॥

তত্র চ গৃহান্নির্গমনং যথা—

হাটকলকুটীপাণির্মণিচিতনির্য্যোগরাজদুষ্ণীষঃ ।
জিতগজরাজবিলাসঃ সবলঃ কৃষ্ণো যযৌ গোষ্ঠম্ ॥ ৫২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণেন প্রথমং গোদোহনকর্ম্ম যথা বিহিতং তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। গবাস্থানীং গোসভাং, অনু সহ ধেনুকেতি স্বার্থে কঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র সরামস্য কৃষ্ণস্য গোদোহনার্থং নির্গমং বর্ণয়তি—তত্রচেতি গদ্যেন। তদা সরামস্য কৃষ্ণস্য গোদোহনোচিতং বেশং বর্ণয়তি—হাটকেত্যাদি পদ্যেন। স্বর্ণযষ্টিপাণিঃ মণিচিতেতি মণিভিঃ সম্বদ্ধো যো নিযোগো গোবন্ধনরজ্জুস্তেন রাজদ্বিলসদুষ্ণীষং যস্য সঃ ॥ ৫২ ॥

তাঁহার নিকটে গমন এবং তাঁহাকে নীরাজন করত পশুপাল এবং বলদেব সমবেত সেই গোপালকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিলেন, এবং সুখসংযুক্ত জননী প্রভৃতি পতিপুত্র বিশিষ্ট নারীগণ, সুন্দর ভাবে লালন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্নও করিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর সেইস্থানে ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া গো-দোহনের জন্য নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া রমণীয় দোহন পাত্র সকল, কিঙ্করগণ দ্বারা আহরণ করত সেই সকল পাত্র গোষ্ঠে রাখিলেন। মহামহিম গোপগণের নিকটে আসীন শ্রীমদ্ ব্রজরাজের আজ্ঞা লাভ করিয়া, বৎস মোচনের অনুমতি পাইয়া, ধেনুগণের মধ্যে উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি দ্বারা অথচ সকলের চিত্তমোহন কারী প্রশান্ত গোদোহন নামে কর্ম্ম, প্রথমে সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

তাহার মধ্যে গৃহ হইতে নির্গমন যথাঃ—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গমন করেন, তৎকালে তাঁহার হস্তে স্বর্ণযষ্টি নিহিত ছিল; রত্নখচিত গোবন্ধন রজ্জুদ্বারা তাঁহার

দোহনং যথা ;—

শ্রীমৎপট্টবটাপ্তমৌক্তিকলসন্নির্যোগরাজৎকচৌ
গাঢ়ানদ্ধবরান্তরীয়রুচিভিশ্চিত্রাধরাঙ্গশ্রিয়ৌ।
ঊর্দ্ধাঙ্গূক্ষিতিসংহিতাগ্রচরণৌ জানুদ্বয়ান্তঃ স্থিত-
স্বর্ণামত্রধরৌ সিতাসিততনুর্ধেনুর্দুহাতে স্ম তৌ ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চ।—ঘটোধ্নীনাং তাসাং নাতিদুগ্ধানামপি দুগ্ধানি (তু) প্রচুরং দুগ্ধানি বিধায় গবাদিসন্তালনমনুগোপান্ সম্বিধায় তানি চ পিতুঃ পুরস্তান্নিধায় করাভ্যামঞ্জলিং সন্ধায় স্থিতবন্তৌ

তদা শ্রীরামকৃষ্ণৌ যদ্রূপধরৌ তদুচিতক্রিয়ৌ যথা গোদোহনং চক্রতুস্তদ্বর্ণয়তি- শ্রীমদিতি পদ্যেন। শ্রীমদিত্যাদি শ্রীমন্ শোভাবিশিষ্টো যঃ পট্টবটঃ পট্টরজ্জুঃ তস্মামাপ্তানি মৌক্তিকানি তৈর্লসন্ যো নিয্যোগো গোবন্ধনরজ্জুস্তেন রাজন্তঃ কচাঃ কেশা যয়োস্তৌ। গাঢ়েতি গাঢ়েন দৃঢ়রূপেণ আনদ্ধং বদ্ধং যদ্বরান্তরীয়ং শ্রেষ্ঠপরিধেয়বস্ত্রং তস্য কান্তিভিঃ চিত্রা বিচিত্রা অধরাঙ্গস্য নাভেরধোভাগস্য শ্রীঃ শোভা যয়োস্তৌ ঊর্দ্ধাঙ্গূ ঊর্দ্ধদীর্ঘস্থূলজানূ। জানুদ্বয়ান্তঃ জানুদ্বয়মধ্যে স্থিতং স্বর্ণামত্রং স্বর্ণপাত্রং তদ্ধরত স্তৌ ॥ ৫৩ ॥

ততো ধেনুততীনাং প্রচুরাণি দুগ্ধানি দুগ্ধা বর্ত্তমানৌ রামকৃষ্ণৌ ব্রজরাজেন যথোপবেশিতৌ তদ্বর্ণয়তি —ঘটোধ্নীনামিত্যাদি গদ্যেন। ঘটোধ্নীনাং কুম্ভস্তনীনাং দুগ্ধানি বিধায় দোহনবিষয়ানি কৃত্বা অনুগোপান্ হীনগোপান্ তানি চ দুগ্ধানি তেন পিত্রা তদীয়েতি তদীয়গোদোহনসম্বন্ধিনী যা

উষ্ণীষ শোভা পাইতে ছিল ; এবং বলরামের সহিত গজেন্দ্র গমনের বিলাস জয় করিয়া ছিলেন ॥ ৫২ ॥

দোহন যথাঃ—সেই কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ দুইভ্রাতা, যৎকালে ধেনুদিগকে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে সুন্দর পট্টবস্ত্রের রজ্জুতে সংক্রান্ত মুক্তা-সমূহ দ্বারা গোবন্ধন রজ্জু শোভা পাইতে লাগিল, এবং সেই গোবন্ধন রজ্জু দ্বারা উভয়ের কেশ কলাপ বিরাজ করিতেছিল। দৃঢ়বদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্রের প্রভায় উভয়েরই নাভির অধোভাগ স্থিত অঙ্গ সমূহের শোভা বিচিত্র হইয়াছিল। উভয়েরই জানু দীর্ঘ এবং স্থূল ছিল, এবং উভয়েই জানুদ্বয়ের মধ্য স্থিত স্বর্ণপাত্র ধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

তাহার পরেও ঘটোধ্নী (যাহাদের ঘটের মত ওলান বা পালান) সেই সকল

সন্তৌ তেন দূরতস্তদীয়তুরীয়কক্ষাপূরিতচাতুরীনিরীক্ষণসুখ-স্থগিতেন ভূয়োভূয় শ্চাহূয় সব্যাপসব্যয়োরুপবেশিতৌ ॥ ৫৪ ॥

যত্র চ—

অক্ষ্ণা তস্যাপসব্যেন সব্যং তচ্চকৃষে বলাৎ।
অপি সব্যেনাপসব্যং রামং কৃষ্ণং দিদৃক্ষুণা ॥ ৫৫ ॥

তথাহি প্রায়শ্চতুর্ব্বিধপূর্ণতা স্যাৎ চতুর্ব্যূহশ্চত্বারো বেদাঃ, চত্বারি, যুগানি, চত্বারো বর্ণা, আশ্রমাশ্চ অন্তরং মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কাররূপং চতুর্ভির্যামৈর্দ্দিবেত্যাদি। তুরীয়া। সংপূর্ণা যা কক্ষাঃস্পর্দ্ধা তয়া, যদ্বা তদীয়া গোষ্ঠসম্বন্ধিনী যা তুরীয়কক্ষা স্থানবিশেষস্তস্যামাপূরিতা যা সুতস্য চাতুরী অন্যৎ পূর্ব্ববৎ, আপূরিতা যা সুতস্য চাতুরী তস্যা যন্নিরীক্ষণসুখং তেন স্থগিতেন স্তম্ভিতেন তেন পিত্রা ॥ ৫৪ ॥

তদা তয়োর্দ্দর্শনে ব্রজরাজস্য প্রাতিকাম্যং বর্ণয়তি- অক্ষ্ণেত্যাদি পদ্যেন। সব্যং বামদিশং। অপসব্যেন দক্ষিণেনাক্ষ্ণা ॥ ৫৫ ॥

ধেনুদিগকে অত্যন্ত দোহন না করিলেও, অল্পদোহনে প্রচুর দুগ্ধ লাভ করত এবং বৎসাদি নিরূপণের জন্য গোপদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এবং ঐ সকল দুগ্ধ, পিতার সম্মুখে রাখিয়া, উভয় হস্তে অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক দুই-ভ্রাতা অবস্থান করিলেন। তখন ব্রজরাজ দূর হইতে গোদোহন সম্বন্ধীয় তুরীয় বা সম্পূর্ণ স্পর্দ্ধা হয়। (কারণ, প্রায়ই চারিটি বস্তু দ্বারা পূর্ণতা ঘটে, চারিবেদ, চারিযুগ, চারিবর্ণ, চারি আশ্রম, অন্তঃকরণ ও মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্বরূপ ; এবং চারি প্রহরে দিবা)। ঐ স্পর্দ্ধা পরিপূর্ণ চাতুরী দর্শনের সুখে স্থগিত হইয়া, বারংবার আহ্বান পূর্ব্বক উভয়কে বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

যে স্থানে ব্রজরাজের চক্ষু, কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সবলে সেই বামপার্শ্ব এবং দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণপার্শ্ব আকর্ষণ করিল ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ ;—

একহেতুময়মেব লোচনে দ্বে চ বাষ্পমপরত্র বিন্দতঃ।
রামকৃষ্ণযুগপদ্বিলোচনে তে তু গোপনৃপতের্যথাযথম্ ॥৫৬॥

তথা হি।—

সব্যমক্ষিতনুজাদ্‌ব্রজেশতুর্ভ্রাতৃজাৎপুনরসব্যমস্রবৎ।
যত্র মানসমপি স্বয়ং দ্বিধাভিদ্য তাশ্রুমিষমিত্যবুধ্যত ॥৫৭॥

ততশ্চ।—

(ক) অয়িমানয়িমান্ কুর্ব্বন্নন্ত্যানন্ত্যান্ সমৈঃ সমম্।
সোঽন্বিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং শোভিতো গৃহমাযযৌ ॥৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্দ্দর্শনে ব্রজরাজস্য লোচনয়োরশ্রুপাতো জাতস্তদ্বর্ণয়তি একহেতুময়মেবেত্যাদি-পদ্যেন। রামেতি, রামকৃষ্ণয়োরাধারয়োর্যুগপদ্দর্শনং যাভ্যাং তে ॥ ৫৬ ॥

একদা তস্য শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্দ্দর্শনসুখালাভেন নেত্রদ্বয়মপি রুরোদেতি বর্ণয়তি—সব্যমিত্যাদি-পদ্যেন। সব্যং বামনেত্রং। তনুজাৎ শ্রীকৃষ্ণং প্রদৃশ্য ভ্রাতৃজাতং বলভদ্রং প্রদৃশ্য অসব্যং দক্ষিণং। মানসং চিত্তং অশ্রুমিষশ্ছলো যত্র তদযথা স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

ততো ব্রজরাজস্য গৃহগমনং বর্ণয়তি—অয়িমানিতি পদ্যেন। অয়িমানিতি তদ্দেশীয়ভাষা। অন্ত্যান্ আগচ্ছতেতি আহ্বানং কুর্ব্বন্। সমৈস্তুল্যৈর্গোপৈঃ সহ ॥ ৫৮ ॥

অপিচ, গোপরাজ নন্দের দুইটি চক্ষু, এককালে কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিবে বলিয়া ঐ কৃষ্ণ বলরাম বিষয়ে যথাবিধি একটী মাত্র কারণ বোধ করত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

পুত্রকে দেখিয়া ব্রজরাজের বামচক্ষু হইতে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বলরামকে দেখিয়া দক্ষিণ চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়াছিল। যাহাতে অশ্রু ছলে মনও স্বয়ং দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাহার পর "অয়িমান্ অয়িমান্" তদ্দেশীয় ভাষায় "অন্ত্যান্ অন্ত্যান্" অর্থাৎ "আইস আইস" এইরূপে আহ্বান করিয়া, সেই ব্রজরাজ,সমান গোপগণের সহিত,

---

(ক) অগ্রিমানগ্রিমান্ ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

(ক) গৃহমাগত্য চ সর্ব্বামাত্মগোষ্ঠীং মিষ্টান্নাদিভিঃ সুষ্ঠু তুষ্টামকার্ষীৎ ॥ ৫৯ ॥

ততশ্চানন্দবিসৃষ্টেষু শিষ্টেষু রামকৃষ্ণৌ নিজ-নিজ-ধাম সমাগম্য রম্যতমশয্যামধিশয্য মাতৃভ্যামুপচর্য্যমাণৌ পরিচারকৈঃ পরিচর্য্যমাণৌ সুখং নিদদ্রতুঃ ॥ ৬০ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনদিগ্ধং (খ) (তদিদং) বাক্যং সাঞ্জলি ব্যানঞ্জ ॥ ৬১ ॥

গৃহমাগত্য স যদাচচার তদ্বর্ণয়তি গৃহমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৫৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ শয়নলীলাং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন। নিদদ্রতুর্নিদ্রাং প্রাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

অধুনা তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িতুং স্নিগ্ধকণ্ঠস্য কৃত্যং বর্ণয়তি— অথেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬১ ॥

সমভাবে, চারিদিকেই কৃষ্ণ-বলরাম কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন। অথবা তিনি প্রধান ব্যক্তিদিগকে অগ্রে এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে পশ্চাৎ করিয়া, সমভাবে সমান ব্যক্তিগণের সহিত পার্শ্বে কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া গৃহে আসিয়া ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

তিনি গৃহে আসিয়া সমস্ত আত্মীয় গোষ্ঠীকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শিষ্ট ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইলে, কৃষ্ণ এবং বলরাম, নিজ নিজ গৃহে আগমন করিয়া, রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলে, উভয়ের জননী লালন করিতে লাগিলেন, পরিচারকগণ উভয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, পরে উভয়েই সুখে নিদ্রাগত হইলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া কথা সমাপ্তি সূচক এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

(ক) গৃহমাগত্য ইত্যতঃ পূর্ব্বং "তৌর্য্যত্রিকপর্য্যাকুলয়ন্তি শেষঃ" ইতি পাঠঃ আনন্দ-বৃন্দাবন-গৌরপুস্তকেষু।

(খ) সমাপনস্নিগ্ধং ইতি গৌরপাঠঃ।

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপধরা-পতে !।
(ক) শুকোঽপি যাতি যৎকীর্ত্তিং গায়ন্নেবাত্মবিস্মৃতিম্ ॥৬২॥

অথ শ্রীদামাদি-চমৎকারসারপ্রদপ্রথনস্য তদেতৎকথনস্য শ্রবণান্তে সৈবেয়ং লীলেতি প্রান্তে তত এব বহির্ব্বৃত্তিত উপশান্তে গোলোকধরিত্রীকান্তে জনে চ শ্রেণীপ্রান্তে তৌ সূতসুতৌ যথা ব(দ্ব)দ্ধাঞ্জলিতয়াবস্থিতৌ চিরত এব পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ-প্রীতিদানেন বাসপ্রস্থাপিতৌ (বাসং প্রস্থাপিতৌ) বিধায় (তে) সর্ব্বে যথা স্বসাবাসাদিকমাসাদিতবন্তঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগোলচম্পূমনু গোচারণপ্রচারণং
নাম দ্বাদশং পূরণম্ ॥ ১২ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং নিদ্দিশতি ঈদৃশ ইত্যাদি পদ্যেন। শুকোঽপি নির্গুণব্রহ্মনিষ্ঠোঽপি ॥ ৬২ ॥
ততঃ স্বয়ং কবিস্তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি অথেত্যাদি গদ্যেন। শ্রীদামাদীনাং চমৎকারসারং প্রদদাতি এবম্ভূতং প্রথমং বিস্তারো যস্য তস্য প্রান্তে শেষং যাতে শ্রেণীপ্রান্তে শ্রেণীসমানধর্ম্মাক্রান্তা সা অন্তঃসীমা যস্য তস্মিন্ জনে চ বহির্বৃত্তিত উপশান্তে বাসপ্রস্থাপিতে বাসগৃহে প্রেষিতৌ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়াং দ্বাদশং পূরণং ॥ ১২ ॥

হে গোপ-ভূপতে ! আপনার এরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, শুকদেবও যাঁহার স্তুতি গান করিয়া আত্ম-বিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর শ্রীদামাদির এইরূপ আশ্চর্য্য সারপ্রদ বিস্তারিত কথা শ্রবণ করিয়া, এই সেই লীলা সমাপ্ত হইল, সেই কারণেই গোলোকরাজ ব্রজেশ্বর বাহ্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইলেন,। জনগণ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে, সেই দুইজন সূত-কুমার, যথাবিধি কৃতাঞ্জলি ভাবে অবস্থান করিলেন। বহুক্ষণের পরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত নিয়মে প্রীতি সহকারে, বহুবিধ বস্ত্রদান করিয়া ঐ দুই জনকে গৃহে প্রেরণ করা হইল, এবং তৎপরে সকলেই যথাবিধি স্ব-স্ব আবাসে গমন করিল ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগোপাল চম্পূকাব্যে গোচারণ
প্রচার নামক দ্বাদশ পূরণ সম্পূর্ণ ॥ ১২ ॥

(ক) আত্মারামাশ্চ যৎ কীর্ত্ত্যা যান্তি দ্রাগাত্মবিস্মৃতিং। ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ

ত্রয়োদশং পূরণম্।

(কালিয় দমনং)

অথ প্রতিপ্রাতরিব শ্রীমদ্ব্রজরাজসমাজে বিরাজমানে কথাং কথয়িতুং সমুৎকণ্ঠো মধুকণ্ঠো নিজান্তশ্চিন্তয়ামাস ॥ ১ ॥

ধেনুচারণারম্ভলম্ভকাদনে ধেনুকালম্ভঃ খলু শ্রীবাদরায়ণিনা তদীয়চারণাবসরসাম্যানুসারিণা তৃণাবর্ত্তকর্ত্তনবৎ (ক) পূর্ব্বমেব বর্ণিতঃ। বস্তুতস্তু পৌগণ্ডপ্রান্ত এব পণ্ডয়া নির্ণীতঃ। তদ্দিবসাবসানে বেশ্মপ্রবেশে কৈশোরাংশাবেশবর্ণনাৎ। অতঃ

ত্রয়োদশে পূরণে তু কালীয়মদখণ্ডনং। তথা দাবানলাপানং বর্ণ্যতে কৃষ্ণকর্তৃকং ॥ ০ ॥

অথ কবিঃ কালিয়দমনদাবানলদণ্ডনলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে। তত্র মধুকণ্ঠশ্চিন্তে যচ্চিন্তনং চকার তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি মহাগদ্যেন। লম্ভকং প্রাপকং। ধেনুকালম্ভঃ ধেনুকাসুরনাশঃ।

ত্রয়োদশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয়-দমন, এবং প্রচণ্ড দাবানল নির্ব্বাণ বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেক প্রাতঃকালের মত, শ্রীমান্ ব্রজরাজের সভা বিরাজমান হইলে, কথা বলিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মধুকণ্ঠ, আপনার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

নিশ্চয়ই ব্যাস-নন্দন শুকদেব, ধেনুচারণের অবসরের সাদৃশ্য অনুসরণ করিয়া, তৃণাবর্ত্ত বিনাশের মত, পূর্ব্বেই ধেনুচারণের আরম্ভ প্রাপ্ত ধেনুকাসুরের বিনাশ বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু পৌগণ্ডদশার আবেশেই শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। যে হেতু সেই দিবসের অবসানে গৃহ প্রবেশ

(ক) "তৃণাবর্ত্তকর্ত্তনবৎ" ইতি তু বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকেনাস্তি।

শ্রীপরাশরেণাপি কালিয়দমনানন্তরাবসর এব সোঽয়ং সাবসরঃ কৃতঃ, শ্রীহরিবংশে চ স্পষ্টমেব—"দমিতে সর্পরাজে তু কৃষ্ণেন যমুনাহ্রদ" ইত্যুক্ত্বা ধেনুকবধঃ সমারব্ধঃ। তদেব যুক্ত্যাপি ব্যক্তীভবতি। কার্ত্তিকবর্ত্তমানশুক্লাষ্টম্যাং গোচারণারম্ভসম্ভবদিনতয়া পাদ্মে স্পষ্টতয়োক্তির্দৃষ্টা। পক্বতালফলকালো ভাদ্র এব তত্র চ ধেনুকনির্ধূননপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কালিয়দমনমেব প্রথমং প্রথয়িষ্যাম ইতি। স্পষ্টং ত্বিদমভ্যাচষ্ট ॥২॥

কবয়ো যে ভুবি খ্যাতাস্ত এবাকবয়ো মতাঃ।
সুখমায়াস্যতীত্যেবং সুদুঃখং বর্ণয়ন্ত্যমী ॥

ইতি তুষ্ণীকামাসজ্য পুনরাহ স্ম ॥ ৩ ॥

তদীয়েতি, তদীয়স্য ধেনুচারণাবসরস্য সাম্যং সমানতামনুসর্ত্তুং শীলমস্য তেন, কর্ত্তনং নাশনং তদ্বৎ, পৌগণ্ডপ্রান্তে পৌগণ্ডশেষে। পণ্ডয়া বেদোজ্জ্বলয়া বুদ্ধ্যা নির্ণীতঃ ॥ ১—২ ॥

তত্র কালিয়দমনলীলা পরমদুঃখময়ী তস্যা বর্ণনে শ্রোতৄণাং দুঃখং স্যাদতস্তস্যা কবিত্বমিতি বিভাব্য স্পষ্টমাহ কবয় ইত্যাদি পদ্যেন। অকবিত্বে হেতুমাহ সুখমিতি ॥ ৩ ॥

বিষয়ে কৈশোর দশার আংশিক অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছিল। অতএব শ্রীপরাশর মুনিও কালিয়-দমনের পরবর্ত্তী সময়েই অবসর বুঝিয়া এই বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যমুনা হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্পরাজ কালিয়ের দমন হইলে" শ্রীহরিবংশেও এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া ধেনুকাসুরের বধ আরব্ধ হইয়াছে। তাহাও যুক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, গোচারণারম্ভের সম্ভবপর দিবস, ইহাও পদ্মপুরাণে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে ইহা দেখা যায়। যে কালে তাল ফল পক্ক হয়, তাহার নাম ভাদ্র। সেই ভাদ্র মাসেই ধেনুকাসুর বধ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব আমরা প্রথমেই কালিয়দমন বর্ণনা করিব। এইরূপ চিন্তা করিবার পর স্পষ্টই এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যে সকল কবি ভূতলে বিখ্যাত, তাঁহারা অকবি, অর্থাৎ কবি বলিয়া গণ্য নহে। যে হেতু ঐ সকল কবি, সুখের আশায় অত্যন্ত দুঃখের বিষয়ই বর্ণনা

অথবা—

সুখং বা বীর্য্যং বা তদিহ পরমং যৎপ্রতিমুখং
প্রতীপং নির্জ্জিত্যানবরতমতুল্যং বিজয়তে।
কবিশ্চ শ্রেয়ান্ স স্ফুরতি খলু যস্তৎপরতয়া (ক)
সদা তত্তদ্গায়ন্নপি ন পরিতৃপ্যতিতরাম্ ॥ ৪ ॥

অতঃ কালিয়নির্য্যাপনফলং তদিদং বৃত্তমাপাততঃ সুদুঃসহমপ্যায়ত্যাং প্রত্যাপ্তবহুলসুখসহচরতয়া বর্ণনমেবাস্মাভিরাকর্ণনীয়মেব চ যুষ্মাভিরিতি যাচিত্বা সকম্পমুবাচ ॥ ৫ ॥

তদেবমর্জ্জুনীষু পর্য্যগেব চিরায় চার্য্যমাণাসু পরিকালিয়-

যদ্বা শ্রীকৃষ্ণলীলামাত্রাণাং সুখদুঃখময়ত্বেঽপি ভক্ত্যা তদেকনিষ্ঠতয়া সদা তদ্বর্ণনে কবিরহং শ্রেয় ইতি ব্যনক্তি সুখমিত্যাদি পদ্যেন। প্রতিমুখং সম্মুখং, প্রতীপং প্রতিকূলং, তৎপরতয়া তদেকনিষ্ঠতয়া, সদা তত্তৎসুখং বীর্য্যং বা তৃপ্যতিতরাং নাতিশয়ং প্রীণাতি ॥ ৪ ॥

তদেবং তাদৃশলীলায়া এব স্বপক্ষে কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য সখায় তদ্বর্ণয়তি অত ইত্যাদিপদ্যেন। নির্য্যাপণং দণ্ডং নিঃসারণং বা। আয়ত্যাং ভবিষ্যৎকালে ॥ ৫ ॥

তৎ সকম্পবাক্যং বর্ণয়তি —তদেবমিত্যাদি গদ্যেন। অর্জ্জুনীষু ধেনুষু। পরীতি পরিবর্জনার্থঃ

করিয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

এই বিষয়ে পরম সুখই হউক, অথবা পরম বীর্য্যই হউক, যিনি সম্মুখবর্ত্তী প্রতিকূল বিষয় জয় করিয়া অনুপম ভাবে উৎকর্ষ লাভ করেন, এবং নিশ্চয়ই তদ্গত চিত্তে সর্ব্বদা তত্তৎ বিষয়ের গান করিয়া একবারেই কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেন না, সেই কবিই শ্রেয়স্কর হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অতএব কালিয় দমন, আপাততঃ অত্যন্ত অসহ্য হইলেও ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিষয় হইতে যে সকল বহুল সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা তাহারই সহচর বলিয়া আমরা বর্ণনা করিব, আপনারাও শ্রবণ করিবেন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া কম্পিত ভাবে বলিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

অতএব এই প্রকারে কালিয় সর্পের আলয় স্বরূপ যে জলাশয় তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া, অথবা কদর্য্য জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকে ধেনুগণ

(ক) যস্তদ্বিধতয়া ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

জলাশয়াশয়মেব (খ) চলিতুং খলু শ্রীবলরামঃ সমনুজ্ঞাং কলয়াঞ্চক্রে, শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ শিক্ষিতচর্য্যানুগমাৎ শ্রীবলাবরজস্য তু তস্য চিরত এবাবিরতং তদ্দিদৃক্ষা ন ক্ষীণাসীৎ।

বহুলেন কুতূহলেন জন্মত এব দুর্জ্জনতেজসামসহনতায়ামবিকলেন তেজস্বিতাবলেন চ ॥ ৬ ॥

তদেবং স্থিতে সদাবদেকদাপি (দেব কদাপি) কৃষ্ণাগ্রজন্মনঃ শ্রবণাখ্যং মাসিকং জন্মর্ক্ষমতিথিবৎ প্রথিতং ব্রজ-সদসি সমাসসাদ। তদা চ সঙ্কর্ষণঃ স খলু হর্ষণমঙ্গলস্নপনাদ্যাসঙ্গতঃ স্বগৃহ এব সঙ্গত আসীৎ ॥ ৭ ॥

তদা চ কাসাঞ্চনাভিনবানাং গবামতিপ্রত্যাসন্নপ্রসবানা-

কালিয়জলাশয়াশয়ং, আশয়শব্দ আধারবাচী কদর্য্যবাচী চ অতঃ কালিয়জলাধারকদর্য্যস্থানং, শ্রীবলেতি শ্রীকৃষ্ণস্য সহনতায়াং সহ্যতায়াং ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বং কালিয়দণ্ডে শ্রীরামঃ প্রতিবন্ধক আসীৎ কদা তু তস্য গোষ্ঠে আগতির্ন স্যাৎ, স এব কালিয়দমনকালঃ অতোঽধুনা তদ্দিনে শ্রীরামস্য গোষ্ঠাগমনে হেতুং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। শ্রবণাখ্যং শ্রবণয়া আখ্যা যস্য তৎ ॥ ৭ ॥

তদেবং তদ্দিনে যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদা চেত্যাদিগদ্যেন। স্রাবনীয়তয়া স্বেন রক্ষণীয়তয়া

সঞ্চারিত হইতে লাগিল, শ্রীমান্ বলরাম নিশ্চয়ই সেই কালিয় হ্রদে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর শিক্ষালব্ধ অনুষ্ঠানের অনুসারে, বহুতর কৌতূহল বশতঃ, জন্মাবধি দুর্জ্জনের তেজ সহ্য করণ বিষয়ে অপ্রতিহত তেজস্বিতার বল ছিল বলিয়া বলরামের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণের বহুকাল হইতে অবিরত সেই কালিয় দর্শনেচ্ছা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬ ॥

অতএব সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটিলে, একদা ব্রজ সভায় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের শ্রবণা নামক জন্ম নক্ষত্র, অতিথির মত উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে সেই বলরাম, নিশ্চয়ই হর্ষ জনক মাঙ্গলিক স্নানাদি কার্য্যে রত থাকাতে আপনার গৃহেই থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তৎকালে কতিপয় অভিনব ধেনু, যাহারা আসন্ন প্রসবা হইয়াছে, তাহাদিগকে

(খ) পরিকালিয়ালয়জলাশয় ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

মবশ্যমেব স্বাবনীয়তয়া বিনাপি তং বনীমনুগতসখঃ শ্রীদামসখঃ প্রস্থিতবান্। কিন্তু সম্ভোজনসময়সময়নে সময়ং বিধায় তদা চ লব্ধে বিপ্রলব্ধে রবসরে তদিতরং প্রতি যঃ কালকূট-তুল্যঃ কালকূটস্তন্ময়-কালিন্দীয়কালীয়হ্রদহরিতমেব ত্বরিতং হরিসুধাবারিধিরবজগাহে ॥ ৮ ॥

তত্র গবামগ্রেসরা যে গোপকুমারবরাস্তেষু চানাশিতং গবীন-নবীন-বনবিভাগাবকলন-কলিতবহল-কুতূহলজাত-রভসতঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বমালম্বমানেষু নিদাঘ-দ্রাঘীয়স্তৃষ্ণা-ব্যাকুলমগ্রিম-গোকুলং কালিয়বিষাকুলং কৃষ্ণা-জলং পিবতি স্ম। (ক) পানমাত্রাচ্চ বিচেতনতয়া নিপপাত ॥ ৯ ॥

তং রামং বনীং অল্পবনং, সম্ভোজনসময়স্য সময়নে সঙ্গতৌ সময়ং প্রতিজ্ঞাং, বিপ্রলব্ধের্ব্বঞ্চনায়াঃ কালকূটতুল্যঃ প্রাণহারিযমতুল্যঃ, কালকূটো বিষপুঞ্জঃ। হরিতং দিশং ॥ ৮ ॥

ততঃ কালিয়স্য দমনে হেতুমুত্থাপয়তি তত্রেত্যাদি গদ্যেন। অনাশিতমিত্যাদি। যত্র পুরা গোচারণং নাভূত্তৎ যন্নবীনবনং তস্য বিভাগঃ স্থানবিশেষস্তস্যাবকলনেন দর্শনেন কলিতং জনিতং বহলকুতূহলং তেন জাতো যো রভসো বেগস্তস্মাৎ। নিদাঘেতি, গ্রৈষ্মিকসুদীর্ঘতৃষ্ণাব্যাকুলং, অগ্রিম-গোকুলং অগ্রিমং গবাং কুলং সমূহো যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

অবশ্যই আমার স্বয়ং রক্ষা করা উচিত, এই ভাবিয়া সেই শ্রীদামের সখা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্যান্য সহচরগণের অনুগত হইয়া ক্ষুদ্র বনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সম্যক্‌রূপে ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎকালে বঞ্চনার অবসর প্রাপ্ত হইলে, অন্যের প্রতি যে প্রাণনাশক যমতুল্য যে বিষপুঞ্জ আছে, সেই কালকূটপূর্ণ কালিন্দী যমুনায় কালিয় হ্রদের দিকে, শীঘ্র সেই কৃষ্ণরূপ সুধা সমুদ্র, গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তথায় প্রধান গোপ-কুমার সকল, ধেনুগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। যে স্থানে পূর্ব্বে কখনও ধেনুগণ বিচরণ করিয়া ঘাসাদি ভক্ষণ করে নাই, এইরূপ

(ক) "পানমাত্রাচ্চ বিচেতনতয়া নিপপাত" ইত্যাদি "পতন্তি স্ম" ইতি পর্য্যন্তং পাঠঃ আনন্দ-পুস্তকে নাস্তি।

ক্ষণতস্তে চাগ্রেসরাস্তদবলোকশোকধরা দেহ-জিহাসয়া সহসা স্বয়মপি ধয়ন্তঃ পতন্তি স্ম ॥ ১০ ॥

ইয়ং পুনর্যোগমায়ায়া এবানপায়া গতিঃ। যা খলু খলানামুং কলনায়াসম্ভবমপি সম্ভাবয়তি ॥ ১১ ॥

অথ মুহূর্ত্তপূর্ত্তাবাগতোঽয়ং তোয়দ-শ্যামলমূর্ত্তির্মূর্ত্তানেব তান্ পশ্যন্নন্যাদৃশশ্যামলতামাজগাম বিললাপ চ ॥১২॥

তদা গবাং তাদৃশীমবস্থাং দৃষ্ট্বা গোপানাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ক্ষণত ইত্যাদিগদ্যেন। অগ্রেসরাঃ গোপকুমারাঃ। ধয়ন্তঃ পিবন্তঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু শ্রীকৃষ্ণমিত্রাণাং তাদৃশী বুদ্ধিঃ কথং জাতা তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতীক্ষা যুক্তৈব তত্র সমাধানার্থং হেতুং বর্ণয়তি-- ইয়মিত্যাদি গদ্যেন। অনপায়া বিঘ্নরহিতা ॥ ১১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্তত্রাগম্য গাঃ গোপালাংশ্চ তাদৃশান্ দৃষ্ট্বা যাং যাং অবস্থামাগতবান্ তাং তাং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। মূর্ত্তান্ মূর্চ্ছিতান্, অন্যাদৃশশ্যামলতাং বিবর্ণতাং ॥ ১২ ॥

গোসঞ্চার বিরহিত নবীন বন বিভাগ দর্শন করিয়া প্রচুর কৌতূহল বশতঃ ঐ সকল বন্ধু পূর্ব্বাপর বিবেচনা হারাইয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলেন। গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া অগ্রগামী ধেনুগণ, কালিয় সর্পের বিষ মিশ্রিত, যমুনার জল পান করিল এবং পান করিবামাত্র অচেতন হইয়া পতিত হইল ॥ ৯ ॥

ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল অগ্রসর বালকগণ, তাহা দেখিয়া শোকাকুল হইল, এবং দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা আপনারাও সেই জল পান করিয়া পতিত হইল ॥ ১০ ॥

কিন্তু ইহা যে যোগমায়ারই বিঘ্ন বিরহিত উপায় মাত্র তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে উপায় নিশ্চয়ই দুষ্টদিগকে নিধন করিবার জন্য, অসম্ভব বিষয়ও সম্ভবপর করিয়া তুলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল গত না হইতে হইতেই নবঘন শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ আগমন করত তাহাদিগকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, আপনি অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ বা মালিন্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

যা গাবঃ খলু দেবতাব্রজসদামস্মাকমুচ্চৈস্তরাং
যে বালাশ্চ সদৈব জীবতুলিতাস্তেঽমী বিপন্নাঃ পুরঃ।
হা! হন্ত! স্বয়মস্মি তৎসহচরঃ কিং ভ্রাতরং মাতরং
তাতং সর্ব্বজনঞ্চ বচ্মি মম ধিক্ চাপল্যতঃ সাহসম্ ॥১৩॥

ততশ্চ ;—বিপ্রতীসারসারানুসারাদ্রুত-বিদ্রুততর-চেতসঃ শ্রীব্রজকুলচন্দ্রমসঃ ক্রমশঃ সর্ব্বেষাং সুখমভিদত্তদৃশঃ স্তিমিতীকৃতনিজাধরা নেত্রাম্বুধারা নিপেতুঃ। যা এবাঙ্কুরীকৃতবসুধাঃ সুধায়মানা যথাক্রমং সর্ব্বং চেতয়ামাসুঃ। কিন্ত্বসুরশক্রঃ পুরঃ পুরঃস্থগমনাবেশাদপুরঃস্থদেশাশ্রিতানাং চেতনাং তদা ন চিচেত চিরাদেব ত্বচেতীৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিলাপবাক্যং বর্ণয়তি —যা গাব ইতি পদ্যেন। ব্রজসদাং ব্রজবাসিনাং ॥ ১৩ ॥

তদেবং বিলাপং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণেন যদা রুরোদ তদা তস্য নেত্রাম্বুধারাঃ সর্ব্বং চেতয়ামাসুরিতি বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। বিপ্রতীসারসারানুসারা অনুতাপাতিশয়াংশানুগতা। স্তিমিতীকৃতনিজাধরা আর্দ্রীকৃতা নিজৌষ্ঠা যাভিস্তাঃ। অসুরশক্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। অপুরঃস্থদেশাশ্রিতানাং অসম্মুখদেশস্থানাং চিরাৎ বিলম্বেনৈব ॥ ১৪ ॥

যে সমস্ত ধেনু, আমাদিগের মত ব্রজবাসিজনের সাতিশয় দেবতার তুল্য, এবং যে সকল বালক, সর্ব্বদাই জীবনের তুল্য, তাহারা সম্মুখে বিপদাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। হায়? হায়? আমি আবার তাহাদের স্বয়ং সহচর। আমি তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং সমস্ত লোককে কি বলিব? অতএব আমার এই চপলতা প্রযুক্ত সাহসকে ধিক্?॥ ১৩ ॥

তাহার পর ব্রজকুল-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় শীঘ্র অত্যন্ত গলিত হইল, এবং তিনি ক্রমশঃ সকলেরই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে তাঁহার ওষ্ঠাধরকে আর্দ্র করিয়া অনুতাপের সারাংশ জাত নেত্রে জলধারা সকল নিপতিত হইল। ঐ সকল জলধারা পৃথিবীকে অঙ্কুরিত করিয়া, এবং অমৃতের তুল্য হইয়া, যথাক্রমে সকলকে সচেতন করিয়াছিল। কিন্তু অসুর-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ, সম্মুখে সম্মুখবর্ত্তী গম-

তে চ চেতিতাঃ সর্ব্বে চিরায় বিচারপ্রচারং নানুচরন্তি স্ম। যস্মাদাত্মান-মঘনামধরবিষধরবিষমবিষমোহাদ্রক্ষিতবন্ত-মঘদ্বিষমেব তত্র তত্র ভ্রমন্তমনুভূয় ভূয়ঃ স এবং চেতনামূলমিতি নিশ্চিতবন্তঃ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণস্তু তান্ বিলুলিতবেশান্ লব্ধোপবেশান্ দৃষ্ট্বা যুগপদেব সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা (ক) পৃথক্ পৃথগেবাশ্লিষ্টবান্ ॥ ১৬ ॥

তদুক্তমেব—যদস্য খল্বৌৎপত্তিক এবায়মুপপত্তিমতীত-বান্ গুণঃ। যদ্ভাবভাবনঃ স্বাতন্ত্র্যানুরূপরূপাবির্ভাবনমসৌ যৌগপদ্যমুপসদ্য বহুত্রাপি সদ্য এবাপদ্যত ইতি ॥ ১৭ ॥

তদা চ তন্মিত্রাণাং স্বস্বজীবনহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণ এবেতিনিশ্চয়ঃ প্রাদুরভূদিতি বর্ণয়তি—তে চেত্যাদি গদ্যেন ॥ ১৫ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য মহানন্দকৃত্যং বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্ত্বিত্যাদি গদ্যেন। লব্ধোপবেশান্ লব্ধ-স্থানান্ ॥ ১৬ ॥

তদেবং সতি একদা সর্ব্বেষাং পৃথক্পৃথগালিঙ্গনে ঐশ্বর্য্যমেব হেতুরিতি বর্ণয়তি—যদস্যেত্যাদি-গদ্যেন। উপপত্তিং সঙ্গতিং সিদ্ধান্তং বা। যদ্ভাবভাবনঃ যস্য ভাবে অনুস্মরণে ভাবনা যস্য ॥ ১৭ ॥

নের অভিপ্রায়ে, যাহারা সম্মুখ প্রদেশে ছিল না, তাহাদের চৈতন্য তৎকালে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছু বিলম্বেই তাহা জানিতে পারিলেন ॥ ১৪ ॥

তাহারাও সকলে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার এবং সঞ্চরণের অনুষ্ঠান করিল না। যে হেতু অঘ নামধারী ভুজঙ্গের বিষম বিষ মূর্চ্ছা হইতে যিনি আত্মরক্ষাকারী সেই অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণকেই তত্তৎ স্থলে ভ্রমণ করিতে অনুভব করিয়া, এক্ষণে পুনর্ব্বার তিনিই চৈতন্যের মূল এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বেশ ভূষা বিশ্লিষ্ট এবং তাহাদিগকে স্থান প্রাপ্ত দেখিয়া এক কালেই সমস্ত বন্ধুদিগকে আকর্ষণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥

একথাও উক্ত হইয়াছে যে, ইঁহার উৎপত্তি কালেই এই গুণই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি পথ যখন অতিক্রম করিয়াছে। যখন ঐ গুণ যাহার অনুস্মরণ করিতে ভাবনা

তত্র বালৈর্ম্মিলনং যথা ;—

দৃষ্টির্বাষ্পমিতা তনুস্তিমিততামন্তর্ম্মতির্লীনতা-
মিত্থং সঙ্গতিসাধনে তু নিখিলেঽভীক্ষ্ণং গতে ব্যর্থতাম্।
কিং সৌখ্যং কিমসৌখ্যমেতদিতি চ স্ফূর্ত্তিং বিনাবস্থিতৌ
কঞ্চিৎ কোঽপি ন কিঞ্চিদুজ্ঝিতুমভূচ্ছক্তিপ্রযুক্তশ্চিরম্ ॥১৮॥

গোভির্যথা ;—

গাবো হুঙ্কৃতিঘোষণা বলয়িতাঃ কৃষ্ণং লিহন্ত্যশ্চিরা-
ত্তদ্বাহুদ্বয়বেষ্টনেন বিলসৎকণ্ঠ্যঃ সমুৎকণ্ঠিতাঃ।
যত্নাত্ত্যাজিততদ্গ্রহাশ্চ পশুপৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ তস্থুশ্চিরং
তাস্তদ্বক্ত্রসুধাকরদ্যুতিসুধাপীতাবতৃপ্তেক্ষণাঃ ॥ ১৯ ॥

মিত্রৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনে তেষাং স্তব্ধতাদিপ্রাপ্তিং বর্ণয়তি—দৃষ্টিরিত্যাদিপদ্যেন। কোঽপি জনঃ কঞ্চিজ্জনং কিঞ্চিদল্পমপি উজ্ঝিতুং ত্যক্তুং শক্তিপ্রযুক্তঃ শক্তো নাভূৎ ॥ ১৮ ॥

তথা গোভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনে তাসাং তৎপরিত্যাগাশক্তিং বর্ণয়তি—গাব ইত্যাদিপদ্যেন যত্নাদিতি যত্নেন ত্যাজিতাঃ কণ্ঠস্য গ্রহা ধারণানি যাসাং তাঃ, তা গাবঃ। তদ্বক্ত্রেতি শ্রীকৃষ্ণমুখস্যৈব সুধাকরস্তস্য কান্তিরেব সুধা তস্যাঃ পানেন অবতৃপ্তে নয়নে যাসাং তাঃ ॥ ১৯ ॥

করে, সেই স্থানেই এক কালীনের মত তৎক্ষণাৎ অনুরূপ রূপের আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তথায় বালকদিগের সহিত মিলন যথাঃ—দৃষ্টি বাষ্পাকুল, শরীর নিস্তব্ধ, এবং আন্তরিক বুদ্ধি বিলীন ; এই প্রকারে অখিল মিলন সাধন, বারংবার বৃথা হইলে এবং ইহা কি সুখ ? অথবা ইহা কি দুঃখ ? এইরূপে স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে অবস্থান করিলে, শক্তি প্রযুক্ত কেহ কাহাকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অল্প সময়ের জন্যও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৮ ॥

ধেনুগণের সহিত মিলন যথাঃ—ধেনুগণ হুঙ্কার শব্দে একত্র মিলিত হইয়া, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ চাটিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুই হাত দিয়া বেষ্টন করিলেন, তখন তাহাদের গলদেশ শোভা পাইতে লাগিল। পরে পশু-

তদেবং সতি তস্য ভাববিশেষোদ্ভবঃ সমুদ্ভাব্যতে। পূর্ব্বমেবায়ং শ্রীযুতকৃষ্ণঃ পারাবারভবিষ্ণুস্থাস্নু চরিষ্ণুদুঃখদানধৃষ্ণোঃ কৃষ্ণাধিষ্ণ্যস্য কালিয়স্য নিরাকরিষ্ণুতৃষ্ণোঽপি তৎপত্নীভ্যোঽপত্রপিষ্ণুতয়া চিরায় তূষ্ণীং বভূব। সম্প্রতি তু গো-গোপালকালধর্ম্মাপাতজাতাসহিষ্ণুতয়া বর্দ্ধিষ্ণুক্রোধঃ সুষ্ঠু জাতঃ ॥ ২০ ॥

ততশ্চ সাবহিত্থমিত্থমুবাচ—অহো বয়স্যাঃ! পশ্যত(ক) অত্রোদকুম্ভ-স্তম্ভবিদ্যা-কৃতাবকাশ-প্রকাশমান-হ্রদিনী-হ্রদ-স্থিতস্ব-সদনে

অধুনা কালিয়ং দণ্ডয়িতুং প্রবর্ত্তমানস্তত্র কারণং সঙ্গময্য সখীন্ প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। পারাবারেতি—উভয়কূলয়োর্ভবনশীলৌ যৌ স্থাবরজঙ্গমৌ তয়োর্দুঃখদানধর্ষণশীলস্য কৃষ্ণাধিষ্ণ্যস্য কৃষ্ণা যমুনা ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য অপত্রপিষ্ণুতয়া লজ্জাশীলতয়া। কালধর্ম্মো মৃত্যুঃ ॥ ২০ ॥

সখীন্ প্রতি বাক্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। সাবহিত্থং আকারগুপ্তিসহিতং। উদকুম্ভেত্যাদি। উদকুম্ভস্য স্তম্ভবিদ্যয়া কৃতোঽবকাশো যস্য এবং প্রকাশমনো যো হ্রদিনীহ্রদস্তস্মিন্

পালগণ, যখন যত্ন করিয়া উৎকণ্ঠিত ধেনুগণের কণ্ঠ গ্রহণ ত্যাগ এবং তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের দীপ্তিসুধা পান বিষয়ে অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণের ভাব বিশেষের উৎপত্তি উদ্ভাবিত হইতেছে। পূর্ব্বেই এই শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ, উভয় তীরস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থের দুঃখদায়ক, যমুনা নিবাসী কালিয় সর্পের নিরাকরণে সতৃষ্ণ হইলেও, তাহারা পত্নীগণের নিকট হইতে লজ্জিত ভাবে বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু সম্প্রতি গো এবং গোপালগণের মৃত্যু আগমনে অসহ্য বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ উত্তমরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল ॥ ২০ ॥

তাহার পর আকার গোপন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বয়স্যগণ! তোমরা দর্শন কর। এই স্থানে জল কুম্ভের স্তম্ভবিদ্যা দ্বারা অবকাশ স্থান প্রকাশ করাতে যে যমুনা হ্রদ প্রকাশ পাইতেছিল, সেই হ্রদরূপ নিজ গৃহে, কালিয় নামক দুর্দ্দান্ত সর্প

(ক) অত্রোদকস্তম্ভ ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

কালিয়াখ্যমন্দদন্দশূকস্তিষ্ঠতি। তেন (চ) তুষ্টনিষ্ঠ্যূতয়া সর্ব্ব এবাখর্ব্ববিষজ্বালয়া জ্বলিতাঃ পর্য্যগ্‌দেশা দৃশ্যন্তে। উপর্য্যপ্যুৎ-পতিতাঃ পতত্রিণশ্চাত্র পতিতা ইত্যাত্মনেত্রাভ্যাং প্রতীয়তাম্। যেভ্যস্তু (প্রাণা) জগৎপ্রাণাশনভয়তঃ সদ্য এব বিপ্রতিপদ্যেব স্বয়মুৎপতন্তঃ কদাপি ন ন্যবর্ত্তন্ত। সোঽয়ং পুনগরুত্মৎকৃতামৃত-সেক এক এব কালকূটজ্বালাকদম্বসম্বলিতোঽপি কদম্বঃ (০) সুললিতদলাদিতয়া লালসীতি তস্মাদস্যোপরিগকোটরপিঠরে স্ফুটং তদনবদ্যমমৃতমদ্যাপি বিদ্যত ইতি প্রসহ্যাহমারুহ্য পশ্যানি। ভবন্তস্তু গাঃ কিঞ্চিদ্দূরচরতয়া চারয়ন্তশ্চরন্তু। তদেতদ্‌বদন্ বিগতকদনঃ (কঞ্জবদনঃ) কদম্বমধিরুহ্য পরিকরং

স্থিতে স্বস্য সদনে আলয়ে। কালিয়নামনিন্দিতসর্পঃ অখর্ব্বো মহান্ যেভ্যস্তাদৃশদেশেভ্যঃ, গরুত্মদিতি গরুড়েন কৃতোঽমৃতেন সেকো যস্য সঃ। কদম্বঃ সমূহঃ। কদম্বো নীপঃ। অস্য কদম্বস্য উপরিগ-

বাস করিত। ঐ সর্প মন্দ ভাবে থুৎকার নিক্ষেপ করিত তাহা দ্বারা সমধিক বিষ-জ্বালা উৎপন্ন হইত। সেই বিষ-জ্বালায় চতুষ্পার্শবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই জ্বলিতে থাকিত। উপরে যে সকল পক্ষী উড়িতেছে, তাহারাও বিষের জ্বালায় এই স্থানে পতিত হইতেছে। ইহা তোমরা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ কর। যে সকল পক্ষী হইতে প্রাণ বায়ু সকল, পবনাশন কালিয়ের ভয়ে তৎক্ষণাৎ বিপদাপন্ন হইয়াই যেন উড়িয়া গিয়া পতিত হইত আর কখনও তথা হইতে নিবৃত্ত হইত না। আর এই যে কদম্ব বৃক্ষ দেখিতেছ ইহার শরীর বিষ জ্বালা সমূহে সংযুক্ত হইলেও, কেবল গরুড় ইহার উপরে অমৃত সেক করাতে (ক) সুরম্য পত্র পল্লবাদির সহিত একাকী অতিশয় শোভা পাইতেছে অর্থাৎ এক কদম্ব ভিন্ন অপর বৃক্ষ সকল বিষ জ্বালায় মরিয়া গিয়াছে। অতএব ইহার উপরিস্থিত কোটর রূপ গৃহের মধ্যে সেই অনি-

(০) অয়ং কদম্বঃ কালিয়হ্রদস্য পূর্ব্ববর্ত্তী। সচ বৈশাখস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্পতি। ইতি তোষণীধৃতবারাহ পুরাণে দৃশ্যতে।১০।২৮।১৮। জ্বালয়াপি কৃতালম্ব ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ।

(ক) এইটী তোষণীধৃত মত যথা---

সমূহ স্বয়ং কিরণগণামৃতঘনাঘনঃ সান্নিধ্যমাত্রনির্ম্মিতসাধর্ম্ম্যে তস্মিন্ কালিয়হর্ম্ম্যে নির্ম্মলজলক্রীড়াকুতুকায় পপাত ॥ ২১ ॥

যত্র চ তত্র সর্পহ্রদগতজলং (ক) ধনুঃশতমুদসর্পৎ। তচ্চ শ্রীব্রজরাজতপঃ (প্রতাপ) ফলস্য সঙ্খ্যাতীতবলস্য তস্য ন চিত্রমিত্যেব মন্তব্যম্। যেন হি পৌগণ্ডতয়া নাতিপ্রচণ্ডমপি তদেব তদ্বপুশ্চণ্ডাংশু-কোটিবদতীবোদ্দণ্ডতয়া তত্র কুণ্ডলীনাং ভাতি স্ম।

কোটরপিঠরে উপরিগতকোটরগৃহে। কিরণেতি কিরণগণা এব অমৃতানি জলানি তেষাং বর্ষুকো মেঘঃ। সাধর্ম্ম্যে অর্থাদ্বিহারস্থানে কালিয়হর্ম্ম্যে কালিয়রূপমেব অট্টালস্তস্মিন্ ॥ ২১ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—যত্র চেত্যাদিগদ্যেন। চণ্ডাংশুঃ সূর্য্যঃ। অমরেতি অমরহস্তী ঐরাবতস্তস্য বারণে বিক্রমস্তস্য যঃ ক্রমঃ পরিপাটী তদ্ভাবতয়া ক্রমঃ পরিপাটী যস্য, তদ্ভাবতয়া ঘূর্ণন্-

---

ন্দিত অমৃত, অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কারণে আমি সহসা এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দর্শন করি। আর তোমরা কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ধেনুদিগকে চরাইয়া বিচরণ কর। অতএব এইরূপে তাঁহার মুখ বিকৃতি দূর হইয়া গেল। তৎকালে কমল বদন শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, বদ্ধ পরিকর হইয়া, কিরণ সমূহ রূপ জলরাশির মেঘস্বরূপ হইলেন, এবং মেঘ যেরূপ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ কালিয় রূপ অট্টালিকার মধ্যে সন্নিধান মাত্রে মেঘের সাধর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া, নির্ম্মল জল ক্রীড়া কৌতুকের জন্য পতিত হইলেন ॥ ২১ ॥

যে স্থানে সর্প হ্রদস্থিত জল, শত ধনুকের মত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। যিনি শ্রীমান্ ব্রজরাজের তপস্যার ফল স্বরূপ, এবং যাঁহার শক্তি অসীম, সেই শ্রীকৃষ্ণের

(ক) ধনুঃশতং—চতুঃশতহস্তং। যবত্রয়েণ একাঙ্গুলিঃ, অঙ্গুলিচতুষ্টয়েন একমুষ্টিঃ, মুষ্টিষট্কেন হস্তঃ, হস্তচতুষ্টয়েন ধনুঃ। "নল্বঃ কিষ্কু চতুঃশতং"। ইতি অমরটীকা দ্রষ্টব্যা। তত্র তু লক্ষণান্তরমস্তি যথা—চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিভির্হস্তং তন্ত্রবিদো বিদুঃ। সহস্রৈরষ্টভিঃ খ্যাতং হস্তকৈঃ ক্রোশনামকং। বাচস্পতিস্তু—চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলৈর্হস্তশ্চতুর্হস্তাবৃতং ধনুঃ। ধনুস্তুরসহস্রন্তু ক্রোশঃ ক্রোশদ্বয়ং পুনঃ। গব্যূতং স্ত্রীতু গব্যূতিঃ গোরুতং গোতমঞ্চ তৎ। ইত্যাদি।

ততশ্চ তস্যা মরবারণবারণবিক্রমক্রমতয়া ঘূর্ণদ্ভুজাপূর্ণবার্ঘোষ-ঘর্ষণয়া ধর্ষিতস্তদুৎকর্ষাসহনসমাজঃ (ক) সহসাহিরাজঃ স্বীয়লীলান্তরীপান্তঃ স্বয়ং ক্রীড়াহর্ষতঃ স্মিতং বর্ষন্তং পীতাংশুক-বিদ্যুদ্ধরং করচরণাধররোহিতাকরং বনমালাশচীপতিচাপধরং সুললিতনীলঘনবরং তমেবাসসাদ ॥ ২২ ॥

সম্প্রতিতু কৃতযবক্ষারসারসন্ধগন্ধকেন্ধনবদ্দীপ্য (কেন্ধন-বহ্নীয়) মানমেতমাত্মনা চচ্ছাদ ননাদ চ। কেবলবলি(তা)মানিতা-ময্যাসহিষ্ণুতয়া ধ্বষ্ণগণৌ নাগজিষ্ণু রার্ত্তোঽপি ন নিবর্ত্ততে স্ম ॥২৩

ভুজাভ্যাং আপূর্ণো যো জলগজস্তেন যন্মর্দ্দনং তেন। তদুৎকর্ষাসহনসমাজঃ হস্তিতুল্যঃ। স্বীয়েতি স্বীয়-লীলায়া। অন্তরীপো দ্বীপঃ বিহারস্থানং যস্যান্তর্মধ্যে পীতাংশুকমেব বিদ্যুজ্জাতং যস্য। যদ্বা বিদ্যুতামুদ্ভবস্থানং যস্য তং। করেতি করচরণাধরাণি কুঙ্কুমানামুৎপত্তিস্থানং যস্য তং। বনমালেতি বনমালৈব-ইন্দ্রধনুস্তদ্ধরতীতি তং। সুললিতেতি সুললিতো যো নীলমেঘস্তস্মাৎ রম্যং ॥ ২২ ॥

ততঃ কালিয়ো যদ্দুশ্চেষ্টিতং চকার তদ্বর্ণয়তি—সম্প্রতীত্যাদিগদ্যেন। কৃতেতি কৃতো যবক্ষার-

পক্ষে 'তাদৃশ কার্য্য বিচিত্র নহে'' ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু নিশ্চয়ই তখন শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড দশা। সুতরাং তাঁহার শরীর তৎকালে অতিশয় প্রচণ্ড ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেই কমল শরীরই কোটি সূর্য্যের মত প্রচণ্ড ভাব সেই স্থানে সর্পগণের নিকটে শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর দেবগণের পরিত্রাণকারী ও হস্তির বিক্রমের মত তাঁহার পরিপাটী থাকাতে, ঘূর্ণমান বাহু যুগল ও পরিপূর্ণ জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করা হইল। ঐ সর্পের সজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বগণ, তাঁহার উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সর্পরাজ সহসা স্বকীয় লীলার দ্বীপ মধ্যে স্বয়ং ক্রীড়া হর্ষে মৃদু মধুর হাস্যকারী, পীত বসন রূপ বিদ্যুৎ সমূহ যুক্ত হস্ত, পদ, এবং অধর রূপ সরল ইন্দ্র ধনুর তুল্য, বন মালারূপ ইন্দ্র ধনুক যুক্ত, সুরম্য, নীল ও উৎকৃষ্ট মেঘের মত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

সম্প্রতি কিন্তু যে গন্ধকে তীব্র ক্ষার বিশেষের সার ভাগের অভিসন্ধিকৃত হইয়া থাকে, এবং সেই গন্ধকই যাহার কাষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কাষ্ঠের অনলের মত হইতে

(ক) সহসা তনুনপান্মহসাহিরাজঃ ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

অথ কালীয়স্য বরুণপাশপাশীয়মানাভোগাশনীয়মানাশীরাশিভ্যাং যাহংকৃতিপূর্ণাকৃতিস্তস্যাশ্চূর্ণীকৃতিকৌতুকায় যোগমায়াময়কঙ্কটসঙ্ঘটিতাঙ্গতাঙ্গতস্তৃণাবর্ত্তকর্ত্তনঃ সমুদ্বর্ত্তনঃ স মুহূর্ত্তং তথৈব বর্ত্ততে স্ম। যত্র হি তস্য সদহিতমাভোগিনঃ (ক) শতমেকাতিরেকাভোগা মর্কটিকা-জালবদ্বিঘটিতশক্তয়ঃ সন্তি স্ম। আশিনশ্চ তূলবর্ত্তিতুলাং কলয়ামাসুঃ ॥ ২৪ ॥

সারে সন্ধঃ সন্ধানং যত্র এবম্ভূতো যো গন্ধকস্তেন যুক্তেন্ধনবৎ দীপ্যমানং তং কৃষ্ণং। কেবলেতি কেবলং বনবিশিষ্টমাত্মানং মন্যতে কেবলবনিতানামানীতস্য ভাবস্তন্ময়ী যা অসহিষ্ণুতা তয়া ধৃষ্টঃ প্রগল্ভঃ, নাগজিষ্ণুঃ সর্পশ্রেষ্ঠঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদুৎসাহবৃদ্ধয়ে যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। বরুণেতি বরুণপাশ ইব পাশীয়মানো বন্ধনসাধনো য আভোগঃ শরীরং অশনীয়মানঃ অতিবুভুক্ষান্বিতো য আশীরাশির্বিষদন্তসমূহস্তাভ্যাং অহঙ্কৃতিপূর্ণাকৃতিরহঙ্কারেণ পূর্ণাকারঃ। যোগেতি যোগমায়াময়ো যঃ কঙ্কটঃ কবচস্তেন সংঘটিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ। তৃণাবর্ত্তস্য কর্ত্তনো নাশনঃ। সদেতি সতামহিতমো যঃ আভোগঃ শরীরং তদ্বিশিষ্টস্য। মর্কটিকা "মাকড়সা" ইতি খ্যাতা তস্যা জালবৎ, আশিষঃ বিষদন্তপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥

লাগিলেন। সর্পরাজ এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আপনি আচ্ছাদন করিল, এবং শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সর্পরাজ কেবল আপনাকে বলশালী বলিয়া বিবেচনা করিত। এই কারণে সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং অত্যন্ত প্রগল্‌ভ ঐ সর্পরাজ, পীড়িত হইয়াও নিবৃত্ত হইল না ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বরুণ পাশের মত বেষ্টনোপযুক্ত শরীর এবং ক্ষুধান্বিত বিষ দন্ত সমূহ দ্বারা ঐ কালিয় সর্পের যে মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারের মত পরিপূর্ণ আকার ছিল, তাহাকে চূর্ণ করিতে পারে, এইরূপ কৌতুক দেখিবার জন্য, যোগমায়াময় কবচ দ্বারা তাঁহার শরীর সঙ্ঘটিত ছিল। এই জন্য সেই তৃণাবর্ত্ত বিনাশী, তাহার উপর উঠিয়া মুহূর্ত্তকাল, সেইরূপেই বিদ্যমান ছিলেন। তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকাতে সজ্জনের অহিতকারী সেই কালিয় সর্পের একাধিক শত ফণা, মর্কটিকা

(ক) সদহিতস্য ভোগিন ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

ডিমাই ৪পেজ, বড় অক্ষরে ছাপা ও অক্ষর উৎকৃষ্ট। প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদায়ের টীকার প্রাচীনা টীকা, সান্বয় নূতনব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ সহিত।

টীকার পরিচয়—

১। ভাবার্থদীপিকা (শ্রীধরস্বামিকৃত, এই টীকা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বমান্য)।

২। বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত। এই টীকা কাল পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল, হস্তাক্ষরী গ্রন্থও সমগ্র দেশের মধ্যে কেবল শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে ২। ১ খানীর বেশী শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এবার সেই অভাব দূরীভূত হইল।

৩। শুকপক্ষীয়া (রামানুজমতানুযায়ি শ্রীসুদর্শনসূরি কৃত)।

৪। শ্রীভাগবতচন্দ্রিকা (বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তযুদ্ধে প্রবীণ শ্রীযুক্ত বীররাঘবাচার্য্যপ্রণীত)।

৫। পদরত্নাবলী (মধ্বসম্মত দ্বৈতবাদসিদ্ধান্তধুরন্ধর শ্রীযুক্ত বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত)।

৬। ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের মীমাংসক শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত)।

৭। সুবোধিনী—(বিষ্ণুস্বামিসিদ্ধান্তনির্ব্বাহক শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকৃত)।

৮। সারার্থদর্শিনী—(গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যসিদ্ধান্তানুগামী শেষ-আচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত)।

৯। বৈষ্ণবানন্দিনী— (চক্রবর্ত্তিপাদের সমকালিক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্মত বেদান্তব্যাখ্যান-গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত)।

১০। সিদ্ধান্তপ্রদীপ—(নিম্বার্ক মতানুগত দ্বৈতবাদী শ্রীশুকদেবাচার্য্যকৃত)।

এতদ্ভিন্ন—নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত শচীনন্দনগোস্বামি ভক্তিরত্নকৃত সরল সান্বয় ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীশ্রীগৌড়রাজর্ষি কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দি মহোদয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গদেশীয় পাবনা—তাড়াশের ভূম্যধিকারী বৃন্দাবনবাসী রায় শ্রীযুত বনমালি রায়বাহাদুরের স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনস্থিত দৈবকীনন্দন প্রেসে শ্রীযুত পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের বিজ্ঞাপন।

কাশীমবাজারের শ্রীল গৌড়-রাজর্ষি মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র [illegible] মহোদয়ের চেষ্টায় প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ হইতেছে। ইহার মধ্যে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যয়-নির্ব্বাহের আংশিক সাহায্য জন্য স্বল্পমূল্যে মুদ্রিত গ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে।

১। নাটক চন্দ্রিকা—শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রণীত। ললিতমাধব [illegible] গ্রন্থের সুমধুর উদাহরণসহিত। লীলাস্বাদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত [illegible] জ্ঞানবিষয়ে সুন্দর গ্রন্থ, বঙ্গভাষায় অনূদিত। মূল্য ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ

২। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়—শ্রীমুকুন্দদাস প্রণীত। বৈষ্ণবশাস্ত্রানুগত [illegible] নানা প্রকার উদাহরণসম্বলিত সিদ্ধান্তগ্রন্থ। শ্লোকাংশের বঙ্গানুবাদসহিত। [illegible] ডাঃ মাঃ /০ আনা।

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামির অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ "শ্রীগোপালচম্পূ" নামক মহাগ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত আরব্ধ হইল। এই গ্রন্থ গদ্যপদ্যমিশ্রিত। উভয়ের সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৭ হাজার বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে এত বড় বৃহৎ গ্রন্থ আর নাই। বৈষ্ণবতোষণী, হরিবংশ, ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস ও নানাপুরাণের নানাস্থানের সিদ্ধান্তরত্ন ইহাতে একত্র সঞ্চিত আছে। গোলোকতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন, শ্রীরাধাদির বিবাহ, অগ্নিপরীক্ষা, বসুদেবগৃহে যশোদানন্দনের প্রকাশ, মাথুরসিদ্ধান্ত, শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলী, আভীরতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত, নানা পুরাণ দর্শনাদি প্রমাণের দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তগ্রন্থ মধ্যে এখানীকে সম্রাট্ বলা যাইতে পারে। এই খণ্ডে ৩ পূরণে গোলোকতত্ত্ব, নিত্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মকথা প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বচম্পূ শেষ হইলে গ্রন্থের মূল্য স্থির হইবে।

৪। শ্রীহরিনামামৃত (বৈষ্ণবব্যাকরণ) উক্ত শ্রীজীবগোস্বামি প্রণীত। শ্রীহরে-কৃষ্ণাচার্য্য ও শ্রীগোপীচরণদাসবেদান্তভূষণকৃত টীকাসহিত আরব্ধ হইল। সমস্ত প্রাচীন ব্যাকরণের সার ও শেষ বলিয়া ব্যাকরণের সমগ্রনিয়মে পরিপূর্ণ, অথচ সরল ও সুখপাঠ্য। ব্যাকরণজ্ঞান ও ভগবন্নামকীর্ত্তন একাধারে হয়, এই ভাবে গ্রন্থকর্ত্তা ইহা রচনা করিয়াছেন। অগ্রিম ১৲ পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। মূল্যাদি পরে জ্ঞাতব্য।

কাশীমবাজার-রাজধানী,
(মুর্শিদাবাদ)
[illegible] বৈশাখ, ১৩১৭।

বিনীত—শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থ,
সম্পাদক।

294.51/JIV/S

20726